কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা : গ্রন্থাঙ্ক ৪৬

সাংখ্যদর্শন

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য

এম. এ. (সংস্কৃত ও বাংলা), ডি. ফিল,

সাংখ্য-ব্যাকরণতীর্থ

অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা



OPINIONS

Philosophy of Word and Meaning

"I have nothing but praise for your scholarly work."

P. L. Vaidya.

Kavyaprakasa of Mammata

"Gongratulate Professor Bhattacharyya for his magnificent work."

Louis Renou.

Studies in the Upanisads

"The book is well-written and will be a useful publication."

S. Radhakrishnan.

"Evidences of a vast knowledge of Upanisadic literature."

East and West, New Series, Rome 1961

"Remarkably learned"—Statesman, 13.11.60.

Jnana-laksana vicara rahasya

"A valuable contribution to Indian Epistemology."

G. H. Bhatt.

সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস

"বইখানি সত্যই খুব ভালো হইয়াছে।"

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়

বেদ-মীমাংসা

"Master production of a mature mind."

Mm. Dr Gopinath Kaviraj.

"An epoch-making Vedic work."

Bhagavad Dutta

Studies in Nyaya-Vaisesika Theism

"It furnishes clear evidence of the writer's hard labour in the field—especially of his logical acumen and critical discernment......As a pioneer work in the field it deserves to be properly appreciated."

Mm Dr Gopinath Kaviraj

"This scholarly book......is a welcome addition to the commendable series of Research Studies initiated by ou."

Dr D. M. Datta.

6046

सांख्य दर्शनम्

সাংখ্যদর্শন

সাংখ্যদর্শন

CALCUTTA SANSKRIT COLLEGE RESEARCH SERIES, NO. XLVI

Published under the auspices of the Government of West Bengal

STUDIES NO. 28

SĀṂKHYADARŚANA

SANSKRIT COLLEGE
CALCUTTA
1966

Calcutta Sanskrit College Research Series

SĀMKHYADARŚANA

By

BHUPENDRA NATH BHATTACHARYA,
M.A. (Sanskrit & Bengali), D. Phil.
Sāṃkhya-Vyākaraṇatīrtha.,
Lecturer in Sanskrit, Sanskrit College, Calcutta



Published by

The Principal, Sanskrit College,
1, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12

Price : Rs. 15·00

Printed by

Śrī Phani Bhusan Hazra, at Gupta Press,
37/7, Beniatola Lane, Calcutta-9.

কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা ঃ গ্রন্থাঙ্ক-৪৬

সাংখ্যদর্শন

सांख्य दर्शन
श्री भूपेन्द्र नाथ भट्टाचार्य

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য
এম. এ. (সংস্কৃত ও বাংলা), ডি. ফিল্,
সাংখ্য-ব্যাকরণতীর্থ
অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা





পরমারাধ্য পিতৃদেব

৺নারায়ণ বিদ্যারত্ন মহোদয়ের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

উৎসর্গীকৃত হইল।



সূচীপত্র

ভূমিকা

দর্শনশাস্ত্রগুলির মধ্যে সাংখ্যদর্শন যে অতি পুরাতন, তাহা সুধীসমাজে সুবিদিত; কিন্তু এই সুপ্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের প্রমাপক গ্রন্থরাজি অধুনা সুলভ নহে। এইজন্য এই দর্শনের বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করা অত্যন্ত কঠিন। ন্যায়-বেদান্তাদিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি যে কালের গতিতে পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত বা পরিবর্তিত হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্টভাবে গ্রন্থপ্রামাণ্যে প্রতিপাদন করা যায়। কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রের বিষয়ে ইহা আদৌ সম্ভবপর নহে; অথচ সাংখ্যদর্শনের বহু প্রাচীন আচার্যগণের নাম এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তাঁহাদের অভিনব মতবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিতে পারি। প্রায় ২৮ বৎসর পূর্বে যুক্তিদীপিকা নামে সাংখ্যদর্শনের একখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। একটিমাত্র আদর্শ হস্তলিপি পুঁথির সাহায্যে মুদ্রিত হওয়ায় উহার পাঠগুলি সর্বথা ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহে; কিন্তু উহাতে সাংখ্যশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সকল তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের পক্ষে সত্যসত্যই সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক যথামতি যুক্তিদীপিকা গ্রন্থের অভিপ্রায়গুলি বর্ণনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই কারণে সাংখ্যশাস্ত্রের আলোচনায় তাহার প্রযত্ন গুরুত্বপূর্ণ ও অভিনন্দনীয়। এতদ্ব্যতীত ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, সাংখ্যশাস্ত্রের প্রমাণ ও প্রমেয়সমূহের দার্শনিক বিশ্লেষণে এবং শাস্ত্রান্তরের সহিত সাংখ্যদর্শনের সম্পর্ক-নিরূপণে তিনি পর্যাপ্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সাংখ্যশাস্ত্র বিষয়ে বাংলাভাষায় বা ভাষান্তরে রচিত এইরূপ দ্বিতীয় উপযোগী পুস্তক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আশা করি, সুধীসমাজ এই গ্রন্থখানির যথোপযুক্ত সমাদর করিবেন।

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

সংস্কৃত কলেজ,
কলিকাতা
৩০শে মার্চ, ১৯৬৬



নিবেদন

পরমকরুণাময় শ্রীভগবানের কৃপায় আমার দীর্ঘদিনের সাধনার ফলস্বরূপ সাংখ্যদর্শন আজ প্রকাশলাভ করিল। বিঘ্নসঙ্কুল এই তপস্যার পথে একমাত্র পাথেয় শাস্ত্রনিষ্ঠ মনীষিবৃন্দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আশীর্বাদ। যাঁহাদের নিকট উৎসাহ, প্রেরণা ও আশীর্বাদ লাভ করিয়া গ্রন্থখানিকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি, আজ জীবনের এই শুভক্ষণে তাঁহাদের নাম স্মরণ করিবার জন্য চিত্ত স্বভাবতঃ ব্যাকুল হইয়া উঠে।

মহামহোপাধ্যায় আচার্য ডঃ যোগেন্দ্র নাথ তর্কবেদান্ততীর্থ মহাশয় গ্রন্থখানির আলোচ্য বিষয় নির্বাচন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতবিভাগের তদানীন্তন আশুতোষ-অধ্যাপক এবং আমার অন্যতম আচার্য ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমি প্রথম গবেষণাকার্য আরম্ভ করি। তিনি কর্মসূত্রে স্থানান্তরিত হইলে আমার অন্যতম শ্রদ্ধেয় আচার্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে উপদেশ গ্রহণ করি। তাঁহার অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদ লাভ না করিলে আমার এই গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।

আজ এই আনন্দময় মুহূর্তে ম. ম হারাণ চন্দ্র শাস্ত্রী, ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক, ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর, অধ্যাপক অশোক নাথ শাস্ত্রী, ম. ম কালীপদ তর্কাচার্য, পণ্ডিত পঞ্চানন শাস্ত্রী সাংখ্যতর্কবেদান্ততীর্থ প্রমুখ আমার আচার্যগণের উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি। পরমহিতৈষী আচার্য শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রেরণা ও আশীর্বাদ আমার জীবনের মহার্ঘ পাথেয়। বঙ্গীয় সংস্কৃত-শিক্ষা-পরিষদের সচিব অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য এম এ., পি. আর. এস্, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার মিত্র এম. এ., ডি. ফিল্, অধ্যাপক কালীকুমার দত্ত এম. এ, ডি. ফিল্ কাব্যসাংখ্যতীর্থ এবং কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক হেমচন্দ্র চক্রবর্তী এম. এ. কাব্যস্মৃতিতর্কতীর্থ মহাশয়গণের নিকট গ্রন্থ-সম্পাদন ব্যাপারে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে সংস্কৃত কলেজের প্রকাশন-বিভাগের সম্পাদক পণ্ডিত ননীগোপাল তর্কতীর্থ মহাশয় গ্রন্থখানিকে প্রকাশ করিবার জন্য সর্ববিধ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমার ঋণ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি।

গ্রন্থসম্পাদনে ত্রুটি অপরিহার্য; অবহিতচিত্তেরও প্রমাদ স্বাভাবিক। গ্রন্থখানিকে যথাসাধ্য নির্ভুল করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তথাপি যদি কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি পরিদৃষ্ট হয়, সহৃদয় পাঠকগণ তাহা ক্ষমা করিবেন, আশা করি।

সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা
শ্রীরামনবমী,
১৬ই চৈত্র, ১৩৭২

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য



অবতরণিকা

সাংখ্যশব্দের নিরুক্তি

জ্ঞানার্থক দৃশ্-ধাতু হইতে দর্শন-শব্দের উৎপত্তি। যে শাস্ত্রের সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান যথার্থরূপে লাভ করা যায়, তাহা দর্শনশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ।[১]

পরমর্ষি কপিল-প্রণীত দর্শন সাংখ্যদর্শন নামে সুবিদিত। সাংখ্যদর্শন শব্দের তাৎপর্য বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। সংখ্যা-শব্দ হইতে সাংখ্য-শব্দের উৎপত্তি। সংখ্যা বলিতে এক, দুই, তিন প্রভৃতি বুঝায়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কপিলের দর্শনে সংখ্যানির্দেশ সহ তত্ত্বগুলি কথিত হইয়াছে এবং প্রকৃতি-পুরুষের ভেদসাক্ষাৎকার-রূপ সম্যগ্‌জ্ঞান অভিহিত হইয়াছে বলিয়া ইহা সাংখ্যদর্শন নামে প্রচলিত। এই কারণে মহাভারত সাংখ্যদর্শনকে পরিসংখ্যান-দর্শন বলিয়াছেন।[২] মৎস্য পুরাণ বলেন, কপিল-দর্শনে তত্ত্বগণনা প্রাধান্য লাভ করায় ইহা সাংখ্যদর্শন নামে পরিচিত।[৩]

অমরকোষের মতে সংখ্যা-শব্দের অর্থ আলোচনা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা।[৪] কপিলের দর্শনে তত্ত্বগুলির স্বরূপ সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং তাহাদের পরস্পরের সূক্ষ্মভেদও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য কপিলদর্শন সাংখ্যদর্শন নামে প্রচলিত—ইহা কেহ কেহ অনুমান করেন।

মহর্ষি পতঞ্জলি তত্ত্বসাক্ষাৎকার বা সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি অর্থে প্রসংখ্যান-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।[৫] যোগভাষ্যকার ব্যাসদেবেরও ইহাই অভিমত।[৬] সংখ্যা-শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াও আমরা কপিলের দর্শনকে সাংখ্যদর্শন সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে

১। দৃশ্যতে যথার্থতত্ত্বমনেন ইতি দর্শনম্।—শব্দকল্পদ্রুমঃ।

২। সাংখ্যদর্শনমেতাবৎ পরিসংখ্যানদর্শনম্।
সাংখ্যং প্রকুরুতে চৈব প্রকৃতিং চ প্রচক্ষতে॥
তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ পরিসংখ্যায় তত্ত্বতঃ॥—মহা ১২।২৯৪।৪১-৪২

৩। সাংখ্যং সংখ্যাত্মকত্বাচ্চ কপিলাদিভিরুচ্যতে॥—মৎস্যপুরাণম্ ৩।২৯

৪। চর্চা সংখ্যা বিচারণা।—অমরসিংহঃ।

৫। প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ।—যো. দ. ৪।২৯। প্রসংখ্যানম্ বিবেকসাক্ষাৎকার ইতি বিজ্ঞানভিক্ষুঃ।

৬। চিত্তস্য বিষয়দোষদর্শিনঃ প্রসংখ্যানবলাৎ……বৈরাগ্যম্।—যো. ভা. ১।১৫। তত্ত্বসাক্ষাৎকারঃ প্রসংখ্যানমিতি বাচস্পতিঃ।

পারি। কারণ এই দর্শনশাস্ত্রে প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ, তাঁহাদের ভেদ, প্রকৃতির সংসর্গ পরিহার করিয়া পুরুষের স্বস্বরূপ উপলব্ধির উপায় প্রভৃতি বিস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সাংখ্যশব্দের প্রথম প্রয়োগ পাওয়া যায়।[৭] আচার্য শঙ্করের মতে এই সাংখ্য-শব্দ জ্ঞান অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।[৮] শ্রীমদ্‌গীতায়ও সাংখ্যশব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে।[৯] ভাষ্যকার শ্রীধরস্বামী[১০] ও রামানুজ[১১] উহার অর্থ করিয়াছেন আত্মতত্ত্ব। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, এই সকল স্থলে সাংখ্যদর্শন অর্থেই সাংখ্যশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তিনি বলেন, সংখ্যাশব্দের অর্থ—প্রকৃতি-পুরুষের ভেদনির্দেশসহ আত্মার স্বরূপ-বর্ণন। সাংখ্যশব্দটি যোগরূঢ়। কপিলের দর্শনে পূর্বোক্ত ভেদপ্রদর্শনপূর্বক আত্মতত্ত্ব কথিত হইয়াছে বলিয়া ইহা সাংখ্যদর্শন নামে পরিচিত।[১২]

চরকসংহিতায় প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্ (অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্রে সুনিপুণ) অর্থে সাংখ্যশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।[১৩] আবার সাংখ্যদর্শন অর্থেও সাংখ্যশব্দ চরকসংহিতায় প্রযুক্ত হইয়াছে।[১৪] এস্থলে সাংখ্যশব্দের সহিত যোগ-শব্দের প্রয়োগটিও লক্ষণীয়।

সাংখ্যদর্শনের প্রাচীনতা

ভারতীয় দর্শনসমূহ আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে দুই প্রকার। সকল দর্শনের চরম কথা মুক্তি। তবে এই মুক্তির উপায় ও স্বরূপ বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন। কেহ ঈশ্বর মানেন,

---

৭। তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যম্।—শ্বেতাশ্বতর ৬।১৩

৮। তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যম্ ইতি বৈদিকমেব তত্র জ্ঞানং ধ্যানঞ্চ সাংখ্যযোগশব্দাভ্যামভিলপ্যেতে।—শঙ্করঃ (ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্ ২।১।৩)

৯। এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।—গীতা ২।৩৯

১০। সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যগ্‌জ্ঞানং, তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যমিতি শ্রীধরঃ।—গীতা ২।৩৯

১১। সংখ্যা বুদ্ধিঃ, বুদ্ধ্যাবধারণীয়মাত্মতত্ত্বং সাংখ্যং জ্ঞাতব্যমিতি রামানুজঃ।—গীতা ২।৩৯

১২। অস্ত চ সাংখ্যসংজ্ঞা সান্বয়া।
'সংখ্যাং প্রকুর্বতে চৈব প্রকৃতিং চ প্রচক্ষতে।
তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

ইত্যাদিভ্যো ভারতাদিবাক্যেভ্যঃ। সংখ্যা সম্যগ্‌বিবেকেনাত্মকথনমিত্যর্থঃ। অতঃ সাংখ্যশব্দস্য যোগরূঢ়তয়া 'তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যম্' ইত্যাদি শ্রুতিষু, 'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু' ইত্যাদি স্মৃতিষু চ সাংখ্যশব্দেন সাংখ্যশাস্ত্রমেব গ্রাহ্যম্, ন পুনরর্থান্তরং কল্পনীয়মিতি বিজ্ঞানভিক্ষুঃ।—সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য-ভূমিকা।

১৩। সাংখ্যৈঃ সংখ্যাতসংখ্যেয়ৈঃ সহাসীনং পুনর্বসুম্।—চরক-সূত্রস্থানম্ ১৩।৩

১৪। অয়নং পুনরাখ্যাতমেতদ্ যোগস্য যোগিভিঃ।
সংখ্যাতধর্মৈঃ সাংখ্যৈশ্চ মুক্তৈর্মোক্ষস্য চায়নম্॥—চরক-শারীর ১।১৫১

বেদ মানেন ও অদৃষ্ট মানেন। কেহ বা ঈশ্বর মানেন না; কেবল বেদ ও অদৃষ্ট মানেন। কেহ বা উপরোক্ত তিনটির কোনটিই স্বীকার করেন না। যাঁহারা ঈশ্বর না মানিলেও বেদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাও আস্তিকপন্থী। পরন্তু যাঁহারা বেদের প্রাধান্য অস্বীকার করেন, তাঁহারা নাস্তিকপন্থী, যেমন চার্বাকদর্শন, বৌদ্ধদর্শন প্রভৃতি।

আস্তিকপন্থী দর্শনগুলির মধ্যে (১) কপিলের সাংখ্যদর্শন, (২) গৌতমের ন্যায়দর্শন, (৩) কণাদের বৈশেষিকদর্শন, (৪) পতঞ্জলির যোগদর্শন, (৫) জৈমিনির পূর্বমীমাংসা এবং (৬) ব্যাসদেবের উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত ষড়্দর্শনরূপে প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়াও পাণিনীয় দর্শন, প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন, রামানুজদর্শন, শৈবদর্শন, নকুলীশ-পাশুপতদর্শন প্রভৃতি অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রও রহিয়াছে।

আর্যদর্শনশাস্ত্রগুলির উৎপত্তিকাল বা পৌর্বাপর্যভাব নিঃসন্দিগ্ধভাবে নিশ্চয় করা কঠিন। কারণ এ সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। তবে কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনকে অনেকে প্রাচীনতম বলিয়া অনুমান করেন। শ্রুতিতে কপিলের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বর তাঁহাকে সর্বাগ্রে জ্ঞানপূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন।[১৫] যোগভাষ্যে আচার্য পঞ্চশিখের একটি উদ্ধৃতি রহিয়াছে। তাহাতে কপিলকে আদিবিদ্বান্ বলা হইয়াছে।[১৬] শ্রীমদ্গীতা ব্যাসদেব-প্রণীত মহাভারতের অন্তর্গত। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন যে, সিদ্ধগণের মধ্যে তিনি কপিল মুনি।[১৭] সুতরাং কপিল ব্যাসদেবের পূর্ববর্তী—ইহা অনুমান করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলকে বিষ্ণুর পঞ্চম অবতাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[১৮] মহাভারত সাংখ্যদর্শনের বক্তা কপিলকে পরমর্ষিসংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন।[১৯] যুক্তিদীপিকাকার বলেন যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন দেবগণের মধ্যে কপিল সর্বপ্রথম।[২০] এই সকল শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ হইতে মহর্ষি কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শনকে প্রাচীনতম বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, তত্ত্বসমাস নামে একখানি সাংখ্যগ্রন্থ রহিয়াছে। ইহা মহর্ষি কপিল -প্রণীত বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। ইহাতে অন্য কোন দর্শনের প্রতি কটাক্ষদৃষ্টি

১৫। ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।—শ্বেতাশ্বতর ৫।২

১৬। তথাচোক্তম্—'আদিবিদ্বান্ নির্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাদ্ ভগবান্ পরমর্ষিরাসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ' ইতি।—যো. ভা. ১।২৫

১৭। সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।—গীতা ১০।২৬

১৮। পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্॥—ভাগবতম্ ১।৩।১০

১৯। সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে।—মহা ১২।৩৩৭।৬০

২০। পরমর্ষির্ভগবান্ সাংসিদ্ধিকৈর্ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্যৈরাবিষ্টপিণ্ডো বিশ্বাগ্রজঃ কপিলমুনিঃ।—যুক্তি পৃঃ ১৭৪

নাই। কেবলমাত্র প্রমেয়পদার্থগুলি দ্বাবিংশতি সূত্রে সূত্রিত হইয়াছে। আদিগ্রন্থ যেরূপ নিরপেক্ষভাবে রচিত হওয়া উচিত, তত্ত্বসমাস সেইভাবেই প্রণীত। সুতরাং তত্ত্বসমাসকে আদিম দর্শনগ্রন্থ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা হইতে সাংখ্যদর্শনকে প্রাচীনতম বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

তৃতীয়তঃ, সাধারণভাবে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী গ্রন্থ অপেক্ষা পরবর্তী গ্রন্থে কলাকৌশলের আধিক্য, আয়তনের বিস্তৃতি এবং পদার্থসমন্বয়ের সংক্ষেপ হইয়া থাকে। কপিলের দর্শনে প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত এবং পুরুষ—এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে।[২১] মহর্ষি গৌতম প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান—এই ষোড়শ পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন।[২২] মহর্ষি কণাদের মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব—এই সপ্ত পদার্থ। তিনি সূত্রে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—এই ষট্পদার্থের নামতঃ উল্লেখ করিয়াছেন।[২৩] অভাবের উল্লেখ না করিলেও পরে অভাব বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি সপ্তপদার্থবাদী। মীমাংসাদর্শনে প্রভাকরের মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবায়, শক্তি, সংখ্যা ও সাদৃশ্য—এই অষ্টপদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে।[২৪] পক্ষান্তরে বেদান্তদর্শনে একমাত্র ব্রহ্মপদার্থ উক্ত হইয়াছে। সুতরাং সাংখ্যদর্শন পঞ্চবিংশতি পদার্থ স্বীকার করিয়া যাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, ন্যায়দর্শন তাহা ষোড়শ পদার্থে, বৈশেষিকদর্শন তাহা সপ্তপদার্থে, পূর্বমীমাংসা তাহা অষ্টপদার্থে এবং বেদান্তদর্শন তাহা এক পদার্থে পর্যাপ্ত করিয়াছেন। এইরূপভাবে বিচার করিলে সাংখ্যদর্শনকে প্রাচীনতম বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

সাংখ্যদর্শন ও সাংখ্যাচার্যগণের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি

পরমর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রথম প্রবক্তা। তাঁহার শিষ্য আসুরি। আসুরির নিকট পঞ্চশিখ সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তিনি সাংখ্যদর্শনকে বহু বিস্তৃত করেন। শিষ্যপরম্পরা ক্রমে আগত এই সাংখ্যদর্শনকে মহামতি ঈশ্বরকৃষ্ণ আর্যাশ্লোকাবলীর

২১। মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥—সা. কা. ৩

২২। প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।—ন্যায়সূত্রম্ ১।১।১

২৩। ধর্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্।—বৈশেষিকদর্শনম্ ১।১।৪

২৪। দ্রব্যগুণকর্মসামান্যসমবায়শক্তিসংখ্যাসাদৃশ্যান্যষ্টৌ পদার্থাঃ।—তন্ত্ররহস্যম্ (প্রমেয়-পরিচ্ছেদঃ পৃঃ ২০)

সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই বর্তমানে প্রচলিত প্রামাণিক সাংখ্যগ্রন্থ।[২৫] ঈশ্বরকৃষ্ণের প্রণীত সাংখ্যগ্রন্থ 'সাংখ্যকারিকা' বা সাংখ্যসপ্ততি নামে প্রসিদ্ধ। ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় 'ষষ্টিতন্ত্র' নামে একখানি সাংখ্যগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ষষ্টিতন্ত্রে প্রতিপাদিত বিষয়সমূহকে তিনি সপ্ততিসংখ্যক আর্যাশ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন; কেবল উহার আখ্যায়িকাভাগ এবং পরমত-খণ্ডন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন।[২৬] ষষ্টিসংখ্যক পদার্থ উক্ত গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া উহা ষষ্টিতন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যকারিকার ব্যাখ্যানাবসরে ষষ্টিপদার্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন:—(১) প্রকৃতি ও পুরুষের নিত্যত্ব, (২) প্রকৃতির একত্ব, (৩) পরিণামের দ্বারা প্রকৃতির নানাফলজনকত্ব, (৪) প্রকৃতির পরপ্রয়োজনসাধকতা, (৫) প্রকৃতির সহিত পুরুষের ভেদ, (৬) পুরুষের অকর্তৃত্ব, (৭) পুরুষের বহুত্ব, (৮) সৃষ্টিকালে প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ, (৯) মুক্তিকালে প্রকৃতি হইতে পুরুষের বিয়োগ, (১০) মহৎতত্ত্ব প্রভৃতির সূক্ষ্মাকারে কারণে অবস্থান, (১১—১৫) পঞ্চ বিপর্যয়, (১৬—২৪) নয় প্রকার তুষ্টি, (২৫—৫২) অষ্টাবিংশতি প্রকার অশক্তি এবং (৫৩—৬০) অষ্টবিধ সিদ্ধি।[২৭] ষষ্টিতন্ত্রের রচয়িতা বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ঈশ্বর-কৃষ্ণের কারিকায় [২৮] 'তেন চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম্'—এই অংশের উল্লেখ থাকায় অনেকে অনুমান করেন যে, পঞ্চশিখ ষষ্টিতন্ত্রের রচয়িতা এবং তিনি কপিলপ্রোক্ত সাংখ্যদর্শনকে সুবিস্তারিত করিয়াছেন। সাংখ্যকারিকার অন্যতম টীকা 'জয়মঙ্গলা'তে পঞ্চশিখ ষষ্টিতন্ত্রের প্রণেতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।[২৯] পক্ষান্তরে ভাস্কর ভট্ট মহর্ষি কপিলকে ষষ্টিতন্ত্রের রচয়িতা

২৫। এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন বহুধা কৃতং তন্ত্রম্॥
শিষ্যপরম্পরয়াগতমীশ্বরকৃষ্ণেন চৈতদার্যাভিঃ।
সংক্ষিপ্তমার্যমতিনা সম্যগ্ বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তম্॥—সা. কা ৭০-৭১

২৬। সপ্তত্যাং কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জিতাশ্চাপি॥—সা. কা ৭২

২৭। প্রধানাস্তিত্বমেকত্বমর্থবত্ত্বমথান্যতা।
পারার্থ্যঞ্চ তথানৈক্যং বিয়োগো যোগ এব চ॥
শেষবৃত্তিরকর্তৃত্বং মৌলিকার্থাঃ স্মৃতা দশ।
বিপর্যয়ঃ পঞ্চবিধস্তথোক্তা নব তুষ্টয়ঃ॥
করণানামসামর্থ্যমষ্টাবিংশতিধা মতম্॥—সা. কা ৭২

২৮। সা. কা. ৭০

২৯। পঞ্চশিখেন মুনিনা বহুধা কৃতং তন্ত্রম্—ষষ্টিতন্ত্রাখ্যং ষষ্টিখণ্ডং কৃতমিতি। তত্রৈব হি ষষ্টিরর্থাঃ ব্যাখ্যাতাঃ।—জয়মঙ্গলা (সা. কা ৭০)

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৩০] যুক্তিদীপিকা বলেন যে, ষষ্টিতন্ত্র কপিল কর্তৃক কথিত হইয়াছে।[৩১] সুতরাং পঞ্চশিখ যে ষষ্টিতন্ত্রের রচয়িতা—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তবে ঈশ্বরকৃষ্ণের পূর্বে সাংখ্যদর্শন যে সুবিশাল ছিল এবং ঈশ্বরকৃষ্ণ তাহা হইতে সারসঙ্কলন করিয়াছেন—ইহা মহাভারতে[৩২], মাঠরবৃত্তিতে[৩৩] এবং যুক্তিদীপিকায়[৩৪] উল্লিখিত হইয়াছে।

মহাভারতে জৈগীষব্য, অসিত, দেবল, পরাশর, বার্ষগণ্য, ভৃগু, পঞ্চশিখ, কপিল, শুক, গৌতম, আর্ষ্টিষেণ, গর্গ, নারদ, আসুরি, পুলস্ত্য, সনৎকুমার, শুক্র, রুদ্র, বিশ্বরূপ প্রভৃতি সাংখ্যাচার্যগণের নামের উল্লেখ রহিয়াছে।[৩৫] যুক্তিদীপিকা বলেন যে, পঞ্চশিখ সাংখ্যদর্শনকে জনক, বশিষ্ঠ প্রভৃতি শিষ্যের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন।[৩৬] পঞ্চশিখ ও ঈশ্বরকৃষ্ণের মধ্যে এতখানি কালের ব্যবধান যে, মধ্যবর্তীকালীন সাংখ্যাচার্যগণের নাম উদ্ধার করা বর্তমান সময়ে দুষ্কর। যুক্তিদীপিকায় হারীত, কৈরাত, পৌরিক, পঞ্চাধিকরণ, পতঞ্জলি, বার্ষগণ্য, বিন্ধ্যবাসী প্রভৃতি বিশিষ্ট সাংখ্যাচার্যগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।[৩৭] মাঠরবৃত্তিতে ভার্গব, উলূক, বাল্মীকি, হারীত, দেবল প্রভৃতি

৩০। কপিলমহর্ষি-প্রণীত-ষষ্টিতন্ত্রাখ্য-স্মৃতেঃ।—ভাস্করঃ (ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।১)

৩১। তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানায় বিপ্রায়াসুরয়ে মুনিঃ।
যদুবাচ মহৎ-তন্ত্রং দুঃখত্রয়নিবৃত্তয়ে॥
ন তস্যাধিগমঃ শক্যঃ কর্তুং বর্ষশতৈরপি॥—যুক্তিদীপিকা-ভূমিকা ৩—৪

৩২। বৃহচ্চৈব হি তচ্ছাস্ত্রমিত্যাহুঃ কুশলা জনাঃ।—মহা ১২।২৯৫।৪৪

৩৩। তত্রস্থ চ বৃহন্-মূর্তের্দর্পণসংক্রান্তমিব বিম্বম্।—মাঠরঃ (সা. কা. ৭৩)

৩৪। অনেকগ্রন্থশতসহস্রাখ্যেয়ং সাংখ্যম্।—যুক্তি (সা. কা ৭১)

৩৫। জৈগীষব্যস্যাসিতস্য দেবলস্য চ মে শ্রুতম্।
পরাশরস্য বিপ্রর্ষের্বার্ষগণ্যস্য ধীমতঃ॥
ভৃগোঃ পঞ্চশিখস্যাথ কপিলস্য শুকস্য চ।
গৌতমস্যার্ষ্টিষেণস্য গর্গস্য চ মহাত্মনঃ॥
নারদস্যাসুরেশ্চৈব পুলস্ত্যস্য চ ধীমতঃ।
সনৎকুমারস্য ততঃ শুক্রস্য চ মহাত্মনঃ॥
কশ্যপস্য পিতুশ্চৈব পূর্বমেব ময়া শ্রুতম্।
তদনন্তরং চ রুদ্রস্য বিশ্বরূপস্য ধীমতঃ॥—মহা ১২।৩০৬।৫৭-৬০

৩৬। বহুভ্যো জনকবশিষ্ঠাদিভ্যঃ সমাখ্যাতম্।—যুক্তি (সা. কা ৭০)

৩৭। হারীত-বাদ্ধলি-কৈরাত-পৌরিকর্ষভেশ্বর-পঞ্চাধিকরণ-পতঞ্জলি-বার্ষগণ্য-কৌণ্ডিণ্য-মূকাদিক ...... শিষ্য-পরম্পরয়াগতম্।—যুক্তি পৃঃ ১৭৫

সাংখ্যবিদ্‌গণের নামোল্লেখ রহিয়াছে।[৩৮] ইঁহারা পঞ্চশিখ ও ঈশ্বরকৃষ্ণের মধ্যবর্তী। এই আচার্যগণের মধ্যে বার্ষগণ্য বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী। মহাভারতে তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে এবং বার্ষগণ নামে প্রসিদ্ধ তাঁহার শিষ্যগণ যুক্তিদীপিকায় বহুস্থলে উল্লিখিত হইয়াছেন।[৩৯] বিন্ধ্যবাসী নামে একজন প্রসিদ্ধ সাংখ্যাচার্য ছিলেন। তাঁহার কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই বটে, তবে বিভিন্ন আচার্য বিভিন্ন স্থানে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। কুমারিলের শ্লোকবার্ত্তিকে[৪০] এবং মনুসংহিতার মেধাতিথিভাষ্যে[৪১] তাঁহার উল্লেখ আছে।

ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা বর্তমানে প্রামাণিক সাংখ্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থের বহু টীকা রচিত হইয়াছে। বর্তমানে প্রাপ্য সর্বপ্রাচীন টীকা চীনদেশীয় ভাষায় লিখিত; ইহা বৌদ্ধভিক্ষু পরমার্থ কর্তৃক প্রণীত। মাঠরাচার্য কর্তৃক রচিত মাঠরবৃত্তি ইহার অন্যতম টীকা। বর্তমানে আবিষ্কৃত যুক্তিদীপিকায় সাংখ্যকারিকাগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। কেহ কেহ যুক্তিদীপিকা ও রাজবার্ত্তিক একই গ্রন্থ বলিয়া অনুমান করেন। বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যকারিকায় 'তথাচ রাজবার্ত্তিকম্' (কারিকা ৭২) বলিয়া যে শ্লোকগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, যুক্তিদীপিকার ভূমিকায় সেই শ্লোকগুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ঈশ্বরকৃষ্ণের প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ খণ্ডন করিতে গিয়া জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়মঞ্জরীতে 'যত্তু রাজা ব্যাখ্যাতবান্' [৪২] বলিয়া যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, যুক্তিদীপিকায়ও প্রায় সেই উক্তি পাওয়া যায়।[৪৩] যুক্তিদীপিকার রচয়িতার নাম জানা যায় নাই। সাংখ্যকারিকা অবলম্বনে আচার্য গৌড়পাদ গৌড়পাদভাষ্য রচনা করিয়াছেন। নারায়ণ তীর্থ গৌড়পাদভাষ্যের সাংখ্যচন্দ্রিকা নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। সাংখ্যকারিকা অবলম্বনে বাচস্পতি মিশ্রের রচিত তত্ত্বকৌমুদী টীকা অতি বিস্তৃত, প্রাঞ্জল এবং সর্বজনসমাদৃত। সাংখ্যকারিকার জয়মঙ্গলা নামে অন্য একখানি টীকাও রহিয়াছে। ইহার রচয়িতার নাম নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানা যায় নাই। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মতে ইহা শঙ্করার্য কর্তৃক বিরচিত।

৩৮। কপিলাদাসুরিণা প্রাপ্তমিদং জ্ঞানম্। ততঃ পঞ্চশিখেন; তস্মাৎ ভার্গবোলূকবাল্মীকিহারীতদেবল-প্রভৃতীনাগতম্। ততস্তেভ্যঃ ঈশ্বরকৃষ্ণেন প্রাপ্তম্।—মাঠরঃ (সা. কা. ৭১)

৩৯। যুক্তিদীপিকা পৃঃ ৬৭, পৃঃ ৯৫, পৃঃ ১৪৫, পৃঃ ১৭০

৪০। অন্তরাভবদেহস্তু নিষিদ্ধো বিন্ধ্যবাসিনা।—শ্লোকবার্ত্তিকম্ (আত্মবাদঃ ৬২)

৪১। সাংখ্যা অপি কেচিন্নান্তরাভবমিচ্ছন্তি বিন্ধ্যবাসিপ্রভৃতয়ঃ।—মেধাতিথিভাষ্যম্ ১।৫৫

৪২। যত্তু রাজা ব্যাখ্যাতবান্—প্রতিরাভিমুখ্যে বর্ততে, তেনাভিমুখ্যেন বিষয়াধ্যবসায়ঃ প্রত্যক্ষমিতি।—ন্যায়মঞ্জরী (১ম খণ্ডঃ) পৃঃ ১০০

৪৩। বিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টমিতীয়ত্যুচ্যমানে বিষয়মাত্রে সম্প্রত্যয়ঃ স্যাৎ। প্রতিনা তু আভিমুখ্যং দ্যোত্যতে। তেন সন্নিকৃষ্টেন্দ্রিয়বৃত্ত্যুপনিপাতী যোঽধ্যবসায়স্তদ্ দৃষ্টমিত্যুপলভ্যতে।—যুক্তি পৃঃ ৪২

তত্ত্বসমাস-নামক সাংখ্যগ্রন্থের বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে। সাংখ্যসূত্র নামে একখানি সাংখ্যপুস্তক পাওয়া যায়। ইহা সাংখ্যপ্রবচনসূত্র নামেও প্রসিদ্ধ। ইহার প্রণেতার নাম পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ ইহাকে কপিল-প্রণীত বলিয়া অনুমান করেন। সাংখ্যসূত্রের প্রাচীনতা বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ পোষণ করেন। মাধবাচার্য 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' সাংখ্যকারিকা অবলম্বন করিয়া সাংখ্যসিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি সাংখ্যসূত্রের উল্লেখ করেন নাই। বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যসূত্র বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। অনিরুদ্ধ ভট্ট সাংখ্যসূত্র অবলম্বনে সাংখ্যসূত্রবৃত্তি নামে একখানি টীকা রচনা করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যসূত্র অবলম্বন করিয়া সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য নামে সুবিস্তৃত ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি ভাষ্যে পুরাণ হইতে বহু প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন এবং সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনের বিরুদ্ধ মতগুলির সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষুর সাংখ্যসার নামে একখানি স্বতন্ত্র সাংখ্যগ্রন্থও রহিয়াছে।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সাংখ্যসিদ্ধান্তসমূহ আলোচনা করিয়াছি। প্রসঙ্গক্রমে পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত, বৌদ্ধ এবং চার্বাক দর্শনের সহিত সাংখ্যমতের সাদৃশ্য ও পার্থক্য প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। মহাভারত, শ্রীমদ্‌গীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবত, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, চরকসংহিতা এবং বুদ্ধচরিতে সাংখ্যমত বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থে উল্লিখিত সাংখ্যমতের সহিত প্রচলিত সাংখ্যসিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য এবং বিরোধ আলোচনা করিয়াছি। শ্রীমদ্‌গীতা যদিও মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত, তথাপি বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ নিজ নিজ মতের অনুকূলে শ্রীমদ্‌গীতাকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতায় কথিত সাংখ্যমত কোন কোন স্থলে মহাভারতে বর্ণিত সাংখ্যসিদ্ধান্ত হইতে পৃথক্। এইজন্য সাধারণদৃষ্টিতে গীতা হইতে যে সাংখ্যমতের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা পৃথগ্‌ভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বিষয়-সূচী

সঙ্কেত-পরিচয়

ছান্দোগ্যোপনিষদ্—ছান্দোগ্য.
ন্যায়মঞ্জরী—ন্যা. ম.
ন্যায়দর্শন—ন্যা. দ.
ব্রহ্মসূত্র—ব্র. সূ.
ব্রহ্মসূত্রভাষ্য—ভা. ভা.
(ভাস্করভট্ট-বিরচিত)
ব্রহ্মসূত্রভাষ্য—শ্রীভাষ্য.
(রামানুজাচার্য-বিরচিত)
বৃহদারণ্যকোপনিষদ্—বৃহদারণ্যক.
মহাভারত—মহা.
মনুসংহিতা—মনু.
মাঠরবৃত্তি - মাঠর.
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা—যাজ্ঞ.
যুক্তিদীপিকা —যুক্তি.
যোগদর্শন—যো. দ.
যোগভাষ্য—যো. ভা.
যোগবার্ত্তিক—যো. বা.
শ্রীমদ্ভাগবত—ভাগ.
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্—শ্বেতাশ্ব.
সর্বদর্শনসংগ্রহ—স. দ. স.
সাংখ্যকারিকা—সা. কা.
সাংখ্যসূত্র—সা. সূ.
সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য—সা. প্র. ভা.



প্রথম অধ্যায়

প্রমাণ-নিরূপণ

রোগ, আরোগ্য, রোগনিদান ও ঔষধ—এই চারিটি যেরূপ চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, সেইরূপ হেয়, হান, হেয়হেতু ও হানোপায়—এই চারিটি মোক্ষশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। ত্রিবিধ দুঃখ হইতেছে হেয়; দুঃখত্রয়ের অত্যন্তনিবৃত্তি হইতেছে হান; অবিবেক হইল হেয়হেতু এবং বিবেকখ্যাতির নাম হানোপায়। পূর্বোক্ত চতুর্বিধ বিষয় প্রতিপাদনের জন্য সাংখ্য-দর্শন প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

মানুষ আসিয়াছে পৃথিবীতে সুখভোগের আশায়। তাহার আয়ু পরিমিত। সে চায় জীবনের কয়টা দিন অটুট স্বাস্থ্য লইয়া শান্তিতে আনন্দে অতিবাহিত করিতে; কিন্তু তাহার সে পথে আসে বিপুল বাধা। তাহার মন নানাবিধ দুঃখজ্বালায় সদাই জর্জরিত। যাঁহারা সৌভাগ্যবশে পূর্ণস্বাস্থ্য লইয়া ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করিতে পারেন নাই। কারণ বার্ধক্যজনিত দুঃখ ও মরণত্রাস জীব-মাত্রেরই আছে। এজন্য তাহাদের সুখকে দুঃখসম্ভিন্ন বলিতে হইবে। দর্শনশাস্ত্রে এই সুখও দুঃখের মধ্যে পরিগণিত। সূক্ষ্মদেহের নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত জীবগণের দুঃখধারা অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিবে।[১]

এই দুঃখ তিন প্রকার—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ শারীর ও মানস ভেদে দুই প্রকার। শারীরদুঃখের হেতু হইল বাতপিত্তশ্লেষ্মাদির বৈষম্যজনিত রোগ এবং দুঃখকরবিষয়প্রাপ্তি। মানসদুঃখের হেতু হইল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, বিষাদ ইত্যাদি। মানুষ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি প্রাণী হইতে যে দুঃখ পাওয়া যায়, তাহা আধিভৌতিক। যক্ষ, রাক্ষস, বিরুদ্ধগ্রহ প্রভৃতি হইতে উদ্ভূত দুঃখের নাম আধিদৈবিক।

পূর্বোক্ত দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তির আশায় সকলেই তাহার উপায় অন্বেষণ করে। সাধারণ লোকে কতকগুলি দৃষ্ট বস্তুকে দুঃখনিবৃত্তির উপায় মনে করে। যখন যে দুঃখ ভোগ করে, তাহার প্রতিকারের জন্য সেইরূপ উপায়ই অন্বেষণ করে। আধ্যাত্মিক দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহার নিবারণের জন্য ঔষধাদিসেবন এবং সুখাদ্য, সুপথ্য ও বস্ত্রালঙ্কারাদি ব্যবহার

১। চতুর্দশবিধে চ সংসারে যা সুখমাত্রা সা দুঃখভূয়স্ত্বাৎ তচ্ছব্দবাচ্যা ভবতীতি। তথাচোক্তম্—'অত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ। লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্ দুঃখং সমাসেন' ॥ সাংখ্যকারিকা ৫৫—যুক্তিদীপিকা পৃঃ ১০

করে। আধিভৌতিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য নীতিশাস্ত্রের শাসন অনুসরণ, নিরাপদ স্থানে অবস্থান ইত্যাদি করিয়া থাকে। আধিদৈবিক দুঃখ প্রতিকারের জন্য কবচধারণ, রত্নব্যবহার, মন্ত্রোচ্চারণ ইত্যাদি করে। কিন্তু এই ঔষধপথ্যাদিসেবনে রোগের যন্ত্রণা বা দুঃখের অবসান যে হইবেই এমন কোন স্থিরতা নাই। নিবৃত্তি হইলেও তাহা চিরকালের জন্য হয় না। একবার রোগ নিবৃত্ত হইলেও সময়ান্তরে পুনরায় রোগের আক্রমণ দেখা যায়। অপর সকল দৃষ্টোপায় সম্বন্ধে সেই একই কথা।[২] লৌকিক দৃষ্ট উপায় দ্বারা যেমন ঐকান্তিক ও আত্যন্তিকভাবে দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, বেদবিহিত কর্মাদিদ্বারাও সেইরূপ ঐকান্তিক ও আত্যন্তিকভাবে দুঃখনাশ হয় না। যাগযজ্ঞাদির দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি হইবেই—এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। বিশেষতঃ যাগযজ্ঞাদি হিংসাদোষদুষ্ট। হিংসাজনিত পাপের জন্য সুখের সহিত কিঞ্চিৎ দুঃখভোগও করিতে হয়। তাছাড়া যাগযজ্ঞাদি কর্ম অথবা অন্যবিধ পুণ্যকর্ম—সকলেরই ফল নশ্বর। বিহিত কার্যমাত্রই সাদি। সুতরাং তাহা নিত্য হইতে পারে না। পুণ্যক্ষয়ের পর স্বর্গস্থিত ব্যক্তির মর্ত্যলোকে পুনরাগমনের উল্লেখ শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে রহিয়াছে।[৩] ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বেদাদি কর্মের ফল নিত্য নহে। অনিত্য হইলে তাহার ক্ষয়ে দুঃখ অবশ্যই উৎপন্ন হইবে। তাছাড়া, বেদবিহিত কর্মফলের তারতম্য আছে। কর্মের ফলে কেহ ইন্দ্রত্বলাভ করিলেন, কেহ বা রাজ্যলাভ করিলেন। এই যে পুণ্যফলের তারতম্য তাহাও দুঃখের হেতু। সুতরাং বেদোক্ত কর্ম দৃষ্ট উপায় হইতে কিঞ্চিৎ প্রশস্ত হইলেও পরিণামে তুল্য ; কেননা দুঃখনিবৃত্তির অবশ্যম্ভাবিতা ও চিরস্থায়িত্ব বেদোক্ত কর্ম হইতে পাওয়া যায় না।[৪] সুতরাং মানুষের এমন কোন উপায় জানিবার ইচ্ছা হয়, যাহার দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি অবশ্যই হয় এবং একবার দুঃখনিবৃত্তি ঘটিলে পুনরায় সেই দুঃখের উদ্ভব হয় না। সেই উপায় নির্ধারণের জন্য সাংখ্যশাস্ত্রের প্রণয়ন। সাংখ্যশাস্ত্রে সেই শাস্ত্রসম্মত উপায়ের নির্দেশ আছে। সাংখ্যদর্শন বলেন, দৃষ্ট উপায়ের দ্বারা সাময়িকভাবে দুঃখনিবৃত্তি হইলেও ঐকান্তিক ও আত্যন্তিকভাবে দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। চরমভাবে দুঃখনিবৃত্তির উপায় হইল প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞান। পুরুষ, প্রকৃতি এবং প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন তত্ত্বসমূহের স্বরূপের সম্যগ্ জ্ঞান হইলে প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান হয়। প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানই সর্বদুঃখনিবৃত্তির এবং মোক্ষলাভের শাস্ত্রসম্মত যথার্থ উপায়। ইহা বেদবিহিত যাগাদি অপেক্ষা প্রশস্ততর।

২। দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ ॥ —সাংখ্যকারিকা ১

৩। 'এবমেব পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত' ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ। 'তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালম্। ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তী'ত্যাদি স্মৃতয়শ্চ স্বর্গাদেঃ ক্ষয়িত্বে মানমিতি ধ্যেয়ম্।—পঞ্চানন তর্করত্নকৃতা পূর্ণিমাটীকা—সাংখ্যকারিকা ১

৪। ন কর্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।
পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজতে যদ্ যতয়ো বিশন্তি ॥ —কৈবল্যোপনিষৎ ৩

এই সম্যগ্‌জ্ঞানে হিংসাদি দোষ নাই; ইহার ফল নশ্বর বা তারতম্যযুক্ত নহে। জ্ঞানলাভের ফলে মুক্তিপ্রাপ্তির কথা বেদেও পাওয়া যায়।[৫] সাংখ্যদর্শনে সেই প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে।[৬] প্রকৃতি-পুরুষের এই ভেদজ্ঞান সাংখ্যশাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান, বিবেকখ্যাতি ও সত্ত্বপুরুষান্যতা-প্রত্যয় নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রত্যয় উৎপাদনের নিমিত্ত আত্মা ও জগৎ—বস্তুদ্বয়ের যথার্থ স্বরূপ অন্বেষণ করিতে হয়। এতদুভয়ের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানপূর্বক পুনঃ পুনঃ বুদ্ধ্যারোহ করিবার নাম তত্ত্বাভ্যাস। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত দীর্ঘকাল যাবৎ তত্ত্বাভ্যাস করিতে পারিলে উক্ত তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে।

পূর্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত হইবার জন্য আত্মা ও জগৎ উভয়কেই বিচার করিতে হইবে। প্রমাণের দ্বারা বস্তুর সত্য ও মিথ্যা নির্ণীত হয়। প্রমাণ ব্যতীত কোন পদার্থেরই নিশ্চয় হয় না। শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তও বিচারসাপেক্ষ এবং প্রমাণসহ হইলে গ্রাহ্য। সুতরাং প্রমাণের বিষয় সর্বাগ্রে আলোচনা করিতে হয়।

প্রমাণ

সাংখ্যমতে বুদ্ধিবৃত্তি হইল প্রমাণ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের ফলে বা ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির দ্বারা বুদ্ধির বিষয়াকারে পরিণতিকে প্রমাণ বলা হয়। বিষয়টি যে আকারের বা যে প্রকারের, চিত্তও সেই আকার বা প্রকার প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধিবৃত্তি অর্থে নিশ্চয়রূপা চিত্তবৃত্তি। প্রমাণের বিষয়টি হইবে সন্দেহাতীত, অবাধিত এবং অনধিগত। যাহা সংশয়পূর্ণ, জ্ঞানোত্তরকালে যাহার বাধা বা বিলয় ঘটে, কিংবা যাহা একবার জ্ঞানের বস্তু হইয়াছে, তাদৃশ পদার্থ কখনও প্রমাণের বিষয় হইতে পারে না। বিষয়াকারে পরিণত চিত্তবৃত্তিতে চিন্ময় পুরুষের সম্বন্ধের ফলে পুরুষসম্বন্ধী জ্ঞানের উৎপত্তি হইল প্রমা। প্রমার বা জ্ঞানের সাধনকে প্রমাণ বলা হয়। উক্ত পুরুষোৎপন্ন জ্ঞান চিত্তবৃত্তির ফল। যে বিষয়ের জ্ঞান হইল, তাহা প্রমেয় বা জ্ঞেয় এবং যে পুরুষের জ্ঞান হইল তিনি প্রমাতা বা জ্ঞাতা। সুতরাং প্রমাণের অঙ্গ চারিটি—(১) প্রমাতা, (২) প্রমা, (৩) প্রমেয়, এবং (৪) প্রমাণ। প্রমাণের এই লক্ষণের দ্বারা সংশয়, বিপর্যয় এবং স্মৃতির সাধক বুদ্ধিবৃত্তি প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ সংশয়-সাধক বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় সন্দেহপূর্ণ। বিপর্যয়-সাধন বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় জ্ঞানোৎপত্তির পরে বাধা পায়; এবং স্মৃতির সাধন বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় পূর্বেই জ্ঞাত।[৭]

৫। তরতি শোকমাত্মবিৎ।—ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭।১।৩

৬। দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ॥ —সাংখ্যকারিকা ২

৭। তচ্চ অসন্দিগ্ধাবিপরীতানধিগতবিষয়া চিত্তবৃত্তিঃ। বোধশ্চ পৌরুষেয়ঃ ফলং প্রমা। তৎসাধনং প্রমাণমিতি। এতেন সংশয়বিপর্যয়স্মৃতিসাধনেষু অপ্রমাণেষু ন প্রসঙ্গঃ।—বাচস্পতিঃ সাংখ্যকারিকা ৪

প্রমাণ কয়টি—এই বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। চার্বাকের মতে একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ। বৌদ্ধ এবং বৈশেষিক দার্শনিকগণের মতে প্রমাণ দুইটি—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। সাংখ্যদর্শনের মতে প্রমাণ তিনটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। নৈয়ায়িকগণ বলেন—প্রমাণের সংখ্যা চার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। মীমাংসক প্রভাকরের মতে প্রমাণ হইল পাঁচটি—পূর্বোক্ত চারিটি এবং অর্থাপত্তি। মীমাংসক কুমারিল ভট্ট এবং বেদান্তবাদিগণ ইহার সহিত অভাব যোগ করিয়া প্রমাণের সংখ্যা ছয় বলেন। আবার পৌরাণিকগণের মতে পূর্বোক্ত প্রমাণগুলি ব্যতীত ঐতিহ্য এবং সম্ভবও দুইটি প্রমাণ; সুতরাং তাঁহাদের মতে প্রমাণ হইল আটটি।[৮]

প্রত্যক্ষপ্রমাণ

প্রত্যক্ষপ্রমাণ সর্ববাদি-সম্মত। প্রত্যক্ষপ্রমাণ প্রমাণান্তরের জীবনস্বরূপ। প্রত্যক্ষ-প্রমাণ যথার্থরূপে নির্ণীত হইলে অন্যান্য প্রমাণের উপপত্তি সহজ হইয়া আসে: সুতরাং তাহাই সর্বাগ্রে আলোচনা করা হইতেছে।

আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ হইল—'প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টম্' (কারিকা ৫)। 'বিষয়'-শব্দে যাহার স্বরূপের দ্বারা জ্ঞান নিরূপিত হয়, তাহাকে বুঝায়। অথবা 'বিষয়'-শব্দে উপলব্ধির কর্মকে বুঝায়। বাহ্য ও আন্তর ভেদে বিষয় দ্বিবিধ; শব্দাদি হইল বাহ্যবিষয়; সুখদুঃখাদি আন্তরবিষয়। বিষয়কে আবার দুই প্রকারে ভাগ করা যায়—বিশেষ ও অবিশেষ। স্থূল পৃথিবী প্রভৃতি সাধারণ ব্যক্তিগণের জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে সূক্ষ্ম শব্দতন্মাত্রাদি যোগিগণের জ্ঞানের বিষয়।[৯]

'বিষয়ং বিষয়ং প্রতি বর্ততে ইতি প্রতিবিষয়ম্'—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'প্রতিবিষয়' শব্দে বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ ইন্দ্রিয়কে বুঝায়। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের ফলে ইন্দ্রিয়ে বিষয়ের প্রতিবিম্ব পতিত হয়। বিষয়প্রতিবিম্বের সহিত ইন্দ্রিয় বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়। সাংখ্যদর্শনে ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কারের সত্ত্বগুণপ্রধান অবস্থা হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।[১০] সেজন্য সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের ফলে বুদ্ধির আবরণাত্মক

৮। প্রত্যক্ষমেকং চার্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাথ সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে অপি॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্যাহ প্রভাকরঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ॥ —তার্কিকরক্ষা পৃঃ ৫৬

৯। বিষিণ্বন্তীতি বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ। অথবা বিষীয়ন্ত উপলভ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তে চ দ্বিবিধা—বিশিষ্টাঃ পৃথিব্যাদিলক্ষণা অস্মদাদিগম্যাঃ, অবিশিষ্টাশ্চ তন্মাত্রলক্ষণা যোগিনামূর্ধ্বস্রোতসাং চ গম্যাঃ। —যুক্তিদীপিকা পৃঃ ৪০

১০। সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ,—সা. কা. ২৫

তমোগুণ অভিভূত হইয়া সত্ত্বগুণ প্রবল হয় এবং বুদ্ধি ঐ বিষয়ের আকারে পরিণত হয়। বুদ্ধিতে তখন 'বিষয়টি এইরূপ'—ঈদৃশ অধ্যবসায়নামক বৃত্তি উৎপন্ন হয়। বুদ্ধির বিষয়াকারে পরিণতি হইল অধ্যবসায়। অচেতন প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বুদ্ধিতত্ত্ব অচেতন। তাহার পরিণামও ঘটাদির ন্যায় অচেতন। জড়তাহেতু চন্দ্রবিম্বের ন্যায় বুদ্ধিতত্ত্ব স্বভাবতঃ নিষ্প্রকাশ। চেতনের সম্বন্ধ ব্যতীত জড়বস্তুর প্রকাশ সম্ভব হয় না। এইজন্য সত্ত্বাধিক্য হেতু স্বচ্ছ বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিবৃত্তিতে চিন্ময় পুরুষের প্রতিবিম্ব কল্পনা করা হয়। চেতনপুরুষের সহিত অভিন্নতা হেতু পুরুষধর্ম চৈতন্যের দ্বারা বুদ্ধি এবং তাহার অধ্যবসায় চেতনতুল্য হয়। বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিতত্ত্বে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়িলে ঐ বিষয়ের জ্ঞান হয়।[১১] ঈদৃশ প্রকাশস্বরূপ বুদ্ধিবৃত্তি দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ শব্দে অভিহিত হয়। ইহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব-পতনের ফলে বুদ্ধিস্বরূপতা পুরুষে আরোপিত হয়। অন্তঃকরণবৃত্তির সহিত অবিশিষ্ট পুরুষের উক্ত অন্তঃকরণ-বৃত্তিবোধ ঘটিয়া থাকে। ফলে বুদ্ধিতত্ত্বগত জ্ঞানসুখাদির দ্বারা পুরুষ নিজেকে জ্ঞানী, সুখী, দুঃখী ইত্যাদি মনে করেন। বাস্তবিকপক্ষে পুরুষ স্বভাবতঃ জ্ঞানসুখাদির সহিত অসম্পৃক্ত। সরোবরের জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব যখন পড়ে, তখন যদি জলে তরঙ্গ দেখা যায়, তাহা হইলে সূর্যকে যেরূপ তরঙ্গায়মান বলিয়া মনে হয়, এখানেও ঠিক সেইরূপ ঘটে। প্রমাণ-প্রযুক্ত চেতনাশক্তির যে অনুগ্রহ, তাহা ফল বা প্রমা নামে অভিহিত হয়। অনাদি-অবিদ্যা বশে পুরুষের সহিত বুদ্ধির এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং সুখদুঃখাদি-ভোগ ঘটিয়া থাকে। ইহা বাচস্পতি মিশ্রের অভিমত।[১২] সুতরাং বাচস্পতির মতে বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিবৃত্তি হইল প্রমাণ। যে বিষয়ের আকারে বুদ্ধি পরিণত হইয়াছে, তাহা প্রমেয় বা জ্ঞেয় এবং ঐ বিষয়ের সম্বন্ধে পুরুষের জ্ঞান প্রমা নামে অভিহিত হয়। বাচস্পতির মতে বুদ্ধিতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কর্তৃত্বও বুদ্ধিতে রহিয়াছে। বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিবিম্বিত পুরুষ কর্তৃত্বশূন্য হইলেও কর্তা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

১১। In external perception the senses move forward to meet the objects and when contact occurs the senses are transformed into the shape of the objects. The mind (buddhi) is then automatically transformed into the shape of the objects But the sense and mind being both unconscious their transformation cannot be termed knowledge. It is the spiritual illumination of the mental form which makes knowledge possible—Dr. Satkari Mookherji (Hist of phil—Eastern and western, p 254)

১২। বিষয়ং বিষয়ং প্রতি বর্ততে ইতি প্রতিবিষয়মিন্দ্রিয়ম্। বৃত্তিশ্চ সন্নিকর্ষঃ। অর্থসন্নিকৃষ্টমিন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ। তস্মিন্নধ্যবসায়স্তদাশ্রিত ইত্যর্থঃ। অধ্যবসায়শ্চ বুদ্ধিব্যাপারো জ্ঞানম্। উপাত্তবিষয়াণামিন্দ্রিয়াণাং বৃত্তৌ সত্যাং বুদ্ধেস্তমোঽভিভবে যঃ সত্ত্বসমুদ্রেকঃ, সোঽধ্যবসায় ইতি বৃত্তিরিতি জ্ঞানমিতি চাখ্যায়তে। ইদং তাবৎ প্রমাণম্। অনেন যশ্চেতনাশক্তেরনুগ্রহস্তৎফলং প্রমাবোধঃ। বুদ্ধিতত্ত্বং হি প্রাকৃতত্বাদচেতনমিতি তদীয়োঽধ্যবসায়োঽপ্যচেতনো ঘটাদিবৎ। এবং বুদ্ধিতত্ত্বস্য সুখাদয়োঽপি পরিণামভেদা অচেতনাঃ। পুরুষস্তু সুখাদ্যননুষঙ্গী চেতনঃ। সোঽয়ং বুদ্ধিতত্ত্ববর্তিনা জ্ঞানসুখাদিনা তৎপ্রতিবিম্বিতস্তচ্ছায়াপত্ত্যা জ্ঞানসুখাদিমানিব ভবতীতি চেতনোঽনুগৃহ্যতে। চিতিচ্ছায়াপত্ত্যা চাচেতনাপি বুদ্ধিস্তদধ্যবসায়োঽপি চেতন ইব ভবতীতি। তথাচ বক্ষ্যতি—

বৈশেষিকমতে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের এবং মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধের ফল ঘটাদিবিষয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই ব্যবসায়নামক জ্ঞানের দ্বারা 'এইটি ঘট' (অয়ং ঘটঃ)—এইরূপে কেবলমাত্র বিষয়েরই প্রকাশ হয়। মন প্রভৃতি দ্বার দিয়া বিষয়েরই সহিত আত্মার সম্বন্ধ এখানে রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়াদি-সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কেবল আত্মা বিষয়গ্রহণে অসমর্থ। আত্মা বিভু। আত্মার সহিত বিষয়ের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকিলেও প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে আত্মার বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান সম্ভব হয়, স্বরূপতঃ হয় না। যদি আত্মা সমস্ত বস্তুকে প্রত্যক্ষ গ্রহণে সমর্থ হইত, তাহা হইলে দূরস্থিত, ব্যবহিত ও সন্নিকৃষ্ট সমস্ত বস্তুর জ্ঞান সম্ভব হইত। এককথায় আত্মা ঈশ্বরের ন্যায় সমস্ত বস্তুর প্রত্যক্ষগ্রহণে সমর্থ হইত এবং অন্ধ, বধির প্রভৃতি বিকলাঙ্গ ব্যক্তিগণেরও রূপাদি প্রত্যক্ষ হইত। তাহা হয় না বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, বিষয়প্রত্যক্ষের প্রতি আত্মার ইন্দ্রিয়-মন প্রভৃতির সাহায্য আবশ্যক। ইহাকে ফলবলকল্প্য অনুমান বলে। সাংখ্যমতে পুরুষ অসঙ্গ। এজন্য স্বরূপতঃ আত্মার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইতে পারে না ; কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি-দ্বার দিয়াই পুরুষের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটে। বৈশেষিকনয়ে প্রাথমিক চতুষ্টয় (বিষয়, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা)—সন্নিকর্ষের দ্বারা 'এইটি ঘট'—এইভাবে কেবলমাত্র বিষয়েরই প্রকাশ হয় ; কিন্তু জ্ঞান বা জ্ঞাতা আত্মার প্রকাশ হয় না। কেননা বিষয়প্রত্যক্ষের প্রতি সন্নিকর্ষ হইল কারণ। যখন ঘটের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয়, তখন ঘটেরই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাহার ফলে 'ঘট আছে'—এইরূপ ব্যবহার সম্ভব হয়। ঘটাদিজ্ঞানের জ্ঞানোৎপত্তির জন্য তাহার সহিত সন্নিকর্ষ প্রয়োজকরূপে অপেক্ষিত হয়। 'ঘট আমি জানি' বা 'ঘটজ্ঞান আমার হইয়াছে'—ইত্যাদিরূপে জ্ঞানের জ্ঞান মনরূপ ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের ফলেই সম্ভব হয়। মন আত্মাতে সংযুক্ত ; জ্ঞানাদিও সমবায়সম্বন্ধে আত্মাতে বর্তমান। অতএব সংযুক্ত-সমবায়াখ্য-সন্নিকর্ষান্তরের দ্বারাই জ্ঞানের এবং জ্ঞাতার জ্ঞান সম্ভব হয়। ইহা নৈয়ায়িকগণের মানসপ্রত্যক্ষ বা অনুব্যবসায়। সার কথা এই যে, 'অয়ং ঘটঃ'—এইরূপ ব্যবসায়াখ্য-জ্ঞান বিষয়, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা—এই চতুষ্টয়ের সন্নিকর্ষাধীন। অনু-ব্যবসায়াখ্য-জ্ঞানজ্ঞানও জ্ঞানরূপ বিষয়ের সহিত সন্নিকর্ষান্তরের দ্বারা উৎপন্ন হয়। বিষয়রূপে জ্ঞান ও ঘটের মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য নাই। যে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হয়, সেই বিষয়েরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। জ্ঞানরূপ বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞান মনের সহিত আত্মসমবেত জ্ঞানের সংযুক্তসমবায়াখ্যসম্বন্ধের দ্বারা হইয়া থাকে। এখানে ঘটবিষয়ের জ্ঞান এবং ঘটবিষয়ক-জ্ঞানের জ্ঞান—এই দুইটি জ্ঞান বর্তমান। তাহারা একরূপ নহে বা এককালে উৎপন্ন হয় না। ইহা নৈয়ায়িকগণের অভিপ্রায়।

"তস্মাত্তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণকর্তৃত্বেঽপি তথা কর্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥" ইতি বাচস্পতিঃ, সাংখ্যকারিকা ৫

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে নিয়ত-বিষয়ের সহিত উক্ত বিষয়গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘটে। ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার দিয়া বিষয়ের সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধের ফলে বুদ্ধি উক্ত বিষয়ের আকারে পরিণত হয়। বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধির এই অবস্থাকে বুদ্ধিবৃত্তি বলা হয়। বিষয়াকারে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি পুরুষে প্রতিফলিত হয় এবং 'এইটি ঘট', 'এইটি পট' (অয়ং ঘটঃ, অয়ং পটঃ) এইরূপে কেবলমাত্র বিষয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তৎকালে জ্ঞানের বা জ্ঞাতার প্রকাশ হয় না। 'আমি ঘট জানি' (অহং ঘটং জানামি)—এইরূপে জ্ঞানের জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার জন্ত তাদৃশজ্ঞানযুক্ত জ্ঞাতৃস্থানীয় পুরুষের গ্রহণ আবশ্যক। সেই পুরুষের গ্রহণ চিত্তের পুরুষাকার বৃত্তির দ্বারা সম্ভব হয়। কারণ পুরুষই দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় এবং পুরুষরূপ বিষয়ের জ্ঞান তদাকার চিত্তবৃত্তির দ্বারা সম্ভব। কিন্তু চিত্তের পুরুষাকার পরিণাম হইলে 'ঘটমহং জানামি'—এইরূপ জ্ঞান সম্ভব হয় না। যেহেতু চিত্ত জড়স্বরূপ এবং জড়বস্তুর স্বয়ং কোন জ্ঞান সম্ভব হয় না। অতএব সমস্ত জ্ঞানই ভিক্ষুর মতে পুরুষরূপ অধিকরণে সম্ভব; যেহেতু পুরুষ চৈতন্যস্বভাব। যেইরূপ 'অয়ং ঘটঃ'—এইরূপ জ্ঞান ঘটাকার চিত্তবৃত্তির পুরুষে প্রতিবিম্বন হইলেই সম্ভব হয়, সেইরূপ পুরুষরূপ বিষয়ের জ্ঞানও পুরুষাকার চিত্তবৃত্তির পুরুষে প্রতিবিম্বন হইলেই ঘটিয়া থাকে। এই কারণে 'অয়ং ঘটঃ' ইত্যাদি জ্ঞানযুক্ত পুরুষ চিত্তে প্রতিফলিত হয় এবং চিত্ত পুরুষাকার গ্রহণ করে। পুরুষাকারে আকারিত চিত্তবৃত্তি যখন পুরুষে প্রতিফলিত হয়, তখন 'অহং ঘটং জানামি', 'অহং পটং জানামি' ইত্যাদিরূপে জ্ঞানের ও জ্ঞাতার জ্ঞান হয়।[১৩]

চিন্ময় এবং বিভু হইলেও পুরুষের সর্বদা সকল পদার্থের জ্ঞান হয় না। কারণ পুরুষ অসঙ্গ। তাঁহার স্বাভাবিক অর্থাকারতা নাই। অর্থাকারতা না থাকিলে কেবল সংযোগ দ্বারা অর্থের গ্রহণ হয় না। জলাদিতে রূপবৎ পদার্থেরই প্রতিবিম্ব দেখা যায়। যাহার রূপ নাই, তাহার প্রতিবিম্বও হয় না। পুরুষেও সেইরূপ বিষয়োপরক্ত স্ব স্ব

১৩। ii̥ nabhikṣu asserts that apprehension is possible only through transformation of the mind. The mind can perceive an object whose shape it assumes. But this mental transformation is perceived only when it is reflected in the puruṣa. All cognition takes place in the being of puruṣa and not in the mind. This primary reflcetion of the mental form of the object constitutes objective cognition viz. "This is a jar" As regards the subjective judgment 'I know the jar', it requires another process. In this judgment the subject is as much a content as the object. But as cognition of an object is possible only through a corresponding mental transformation, the knowledge of the subject 'I' can occur only when the mind is transformed into the form of the 'I'. And this transformation is imaged in the pure spirit; thus knowledge 'I know the jar' takes place. Here instead of one reflection we have got two, and accordingly two mental modifications.—Dr. Satkari mookherjee (Hist. of phil.—Eastern and western pp 254-255)

বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্ব পতিত হয়। তবেই পুরুষের বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান হয়।[১৪] 'ভোগ' শব্দের অর্থ আত্মসাৎকরণ। এই ভোগ দেহ হইতে চেতন জীব পর্যন্ত সকলের সাধারণ ধর্ম। বিশেষ এই যে, পুরুষ অপরিণামী বলিয়া প্রতিবিম্বগ্রহণই হইল তাঁহার ভোগ; পক্ষান্তরে দেহাদি অন্যান্য পদার্থসমূহ পরিণামী; সুতরাং পুষ্টিসাধন প্রভৃতিকে সেই সকল পরিণামী পদার্থের ভোগ বলা হয়। এই পরিণামরূপ পারমার্থিক ভোগ পুরুষে সম্ভব নহে।[১৫] সুতরাং বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে চেতন পুরুষ হইলেন প্রমাতা বা জ্ঞাতা। বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিবৃত্তি হইল প্রমাণ। বিষয়োপরক্ত বুদ্ধিবৃত্তির পুরুষে প্রতিবিম্বপাত হইল প্রমা বা জ্ঞান। যে বিষয়ের আকারে বুদ্ধি পরিণত হইল, তাহা প্রমেয় বা জ্ঞেয়। বুদ্ধির এই অর্থাকাররূপ পরিণামকে পুরুষ সাক্ষাৎভাবে দেখেন বলিয়া তাঁহাকে সাক্ষীও বলা হয়।[১৬]

বিজ্ঞানভিক্ষুর দুইটি অভ্যুপগম আছে। প্রথম—বিষয়ের জ্ঞান কেবলমাত্র সন্নিকর্ষের দ্বারা হয় না; কিন্তু সন্নিকর্ষের ফলে চিত্তের বিষয়াকার পরিণামই সেই জ্ঞানের হেতু। সেই বিষয় কোন স্থলে ঘটাদি বাহ্য বস্তু, কোন স্থলে পুরুষ, জ্ঞান প্রভৃতি আভ্যন্তর বস্তু। বিষয়টি বাহ্য বা আভ্যন্তর যাহাই হউক না কেন, বিষয়াকারে পরিণত চিত্তবৃত্তি চৈতন্য-স্বভাব-পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইলেই জ্ঞান সম্ভব হয়। দ্বিতীয় অভ্যুপগম—চিত্তবৃত্তি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয় এবং পুরুষাধিকরণেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়; অন্তঃকরণে বা অন্তঃকরণবৃত্তিতে হয় না। বাচস্পতির মতে বিষয়াকারে পরিণত চিত্তবৃত্তিতে পুরুষ প্রতিফলিত হয়। পুরুষের প্রতিবিম্ব পুরুষের ন্যায় স্বচ্ছস্বভাব ও প্রকাশবত্ত্বধর্মবিশিষ্ট হয় বলিয়া বিষয়, বৃত্তি এবং অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন পুরুষপ্রতিবিম্বরূপ জ্ঞাতার যুগপৎ প্রকাশ ঘটে। বাচস্পতির মতে বিষয়াকার বৃত্তি ঘটিলে তাহাতে পুরুষপ্রতিবিম্বন অবশ্যম্ভাবী এবং প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জ্ঞেয় (বিষয়), জ্ঞান (চিত্তবৃত্তি) এবং আত্মরূপ জ্ঞাতাকে যুগপৎ প্রকাশিত করে।

১৪। এতেন পুরুষাণাং কূটস্থবিভুচিদ্রূপত্বেঽপি ন সর্বদা সর্বাভাসনপ্রসঙ্গঃ। অসঙ্গতয়া স্বতোঽর্থাকারতাভাবাৎ। অর্থাকারতাং বিনা চ সংযোগমাত্রেণার্থগ্রহণস্যাতীন্দ্রিয়াদিস্থলে বুদ্ধাবদৃষ্টত্বাদিতি। পুরুষে চ স্বস্ববুদ্ধিবৃত্তীনামেব প্রতিবিম্বার্পণসামর্থ্যমিতি ফলবলাৎ কল্প্যতে। যথা রূপবতামেব জলাদিষু প্রতিবিম্বনসামর্থ্যং নেতরস্যেতি। —সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যম্ ১।৮৭ পৃঃ ৩০৫

১৫। ভোগশব্দার্থশ্চাত্রবহরণম্ আত্মসাৎকরণমিতি যাবৎ। স চ দেহাদিচেতনান্তেষু সাধারণঃ। বিশেষস্ত্বয়ম্। অপরিণামিত্বাৎ পুরুষস্য বিষয়ভোগঃ প্রতিবিম্বাদানমাত্রম্। অন্যেষাং তু পরিণামিত্বাৎ পুষ্ট্যাদিরূপীতি। অয়মেব চ পরিণামরূপঃ পারমার্থিকো ভোগঃ পুরুষে প্রতিষিধ্যতে।—সাঃ প্রঃ ভাঃ ১।১০৪

১৬। প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব নঃ।
প্রমার্থাকারবৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিম্বনম্॥
প্রতিবিম্বিতবৃত্তীনাং বিষয়ো মেয় উচ্যতে।
সাক্ষাদ্দর্শনরূপং চ সাক্ষিত্বং বক্ষ্যতি স্বয়ম্॥
অতঃ স্যাৎ কারণাভাবাদ্ বৃত্তেঃ সাক্ষ্যেব চেতনঃ।
বিষ্ণ্বাদেঃ সর্বসাক্ষিত্বং গৌণং লিঙ্গাদ্যভাবতঃ॥—সা. প্র. ভা. ১।৮৭

ফলে 'অয়ং ঘটঃ' এবং 'ঘটমহং জানামি'—এইরূপ জ্ঞান এককালে উৎপন্ন হয়।[১৭] ত্রিপুটী-প্রকাশবাদী প্রভাকরের মতেও জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এককালেই প্রকাশ হয়। 'অয়ং ঘটঃ' এবং 'অহং ঘটং জানামি'—জ্ঞানদ্বয় স্বরূপতঃ অভিন্ন। কিন্তু বক্তার তাৎপর্য বা বিবক্ষাবশে এইরূপ ভিন্নাকারে জ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানভিক্ষু বাচস্পতির অভিমত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন, বুদ্ধিবৃত্তিতে চেতনপুরুষের প্রতিবিম্ব-পতনের ফলে বুদ্ধি এবং তাহার অধ্যবসায় চৈতন্যময় হয়—ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ প্রতিবিম্ব তুচ্ছ। চেতনপুরুষের প্রতিবিম্ব চেতনাময় নহে; সুতরাং সেই প্রতিবিম্বের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি চৈতন্যলাভ করিতে পারে না। বুদ্ধিতে কেবলমাত্র পুরুষের প্রতিবিম্বপাতের দ্বারা পুরুষের ভোগ সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে চেতন পুরুষে বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্বপাতের ফলে পুরুষের সহিত তাহার যথার্থ সম্বন্ধ ঘটে—এই মতই সমীচীন। ইহার উত্তরে বাচস্পতি বলেন, বুদ্ধির সহিত পুরুষের দেশগত এবং কালগত সংযোগ স্থাপিত হয় না। বুদ্ধি ও পুরুষের সান্নিধ্যের অর্থ হইল—বিশিষ্টপ্রকার যোগ্যতা; পুরুষের ভোক্তৃত্বযোগ্যতা এবং বুদ্ধির ভোগ্যত্বযোগ্যতা। এই যোগ্যতার ফলে পুরুষ নির্বিকার হইয়াও প্রকৃতির পাশে আবদ্ধ হন এবং বুদ্ধির সহিত অবিশিষ্ট হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে আপনার উপর আরোপ করেন। ভিক্ষু বলেন, এইরূপ বিশিষ্ট-যোগ্যতা স্বীকার করিলে পুরুষের মুক্তি সম্ভব হইতে পারে না। কারণ মুক্তিকালেও পুরুষে এই যোগ্যতা বর্তমান থাকিবে। এই যোগ্যতা হইতে পুরুষকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সুতরাং পুরুষ চিরদিনই বুদ্ধিগত সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে থাকিবেন। ভিক্ষু বলেন, জ্ঞানকালে পুরুষের সহিত বুদ্ধির প্রকৃত সংযোগ স্থাপিত হয়—ইহা স্বীকার করিতে হইবে।[১৮] বুদ্ধিতে পুরুষপ্রতিবিম্ব-পতনের ফলে বুদ্ধিই সর্ববিষয়ের জ্ঞাতা ; কারণ ইচ্ছা ও জ্ঞানের সামানাধিকরণ্য এখানে রহিয়াছে। তাছাড়া, জ্ঞান একের এবং প্রবৃত্তি অন্যের—এ দোষও এখানে আসে না। বাচস্পতির এই উক্তিও ভিক্ষু স্বীকার করিতে চাহেন

১৭। The former (Vācaspati) holds that the mind and its modifications being extremely clear and mirror-like owing to the preponderance of the sattva element is the closest possible analogue of pure spirit and so it at once catches the reflection of the spirit, and then becomes conscious as it were. This constitutes knowledge. So every case of perceptual intuition is a judgment of the form 'It is a jar and I know it is so', * * This is called the theory of single reflection,—Dr. Satkari Mookherje (Hist of phil.—Eastern and western, p 254)

১৮। In this connection Bhikṣu criticizes the view of Vācaspati that the reflection of puruṣa in the buddhi is sufficient to explain the cognitive situation and says that reflection of consciousness cannot itself be conscious and hence cannot explain why the states of buddhi should appear as conscious. But the assumption that the states of buddhi are reflcted in the consciousness explains their real connection with consciousness.—S.N. Dasgupta (Hist of Ind. phil—Vol 111 p 467)

না। তিনি বলেন, বুদ্ধির জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলে সাংখ্যসিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। সাংখ্যসূত্রে (১।১০৪) বলা হইয়াছে—চেতন পুরুষে বুদ্ধিবৃত্তির অবসান অর্থাৎ প্রতিবিম্বপাত হওয়াই ভোগ। তাছাড়া, বুদ্ধিতেই পুরুষের ভোগ স্বীকার করিলে পুরুষের অস্তিত্বে প্রমাণাভাব ঘটে। প্রথমতঃ, বিম্ব থাকিলেই প্রতিবিম্ব পতিত হয়; সুতরাং প্রতিবিম্বের দ্বারা বিম্বরূপ পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইবে—একথা বলা যায় না। কারণ তাহাতে অন্যোহন্যাশ্রয় দোষ আসে। বিম্বের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিলে বুদ্ধিস্থ চেতনের প্রতিবিম্বতা সিদ্ধ হয়। আবার প্রতিবিম্বভাব সিদ্ধ হইলে তাহার প্রতিযোগিরূপে বিম্বসিদ্ধ হয়। সুতরাং বিম্বসিদ্ধির দ্বারা প্রতিবিম্বসিদ্ধি এবং প্রতিবিম্বসিদ্ধির দ্বারা বিম্বসিদ্ধি—এইরূপে বিম্ব ও প্রতিবিম্ব ইহারা পরস্পরের আশ্রয়ীভূত হইল। ইহা অন্যোহন্যাশ্রয় দোষ। ভিক্ষু বলেন, জ্ঞাতা রূপেই পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। সেই পুরুষের জ্ঞেয়ত্ব অন্যপ্রকারে সম্ভব হয় না বলিয়া বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব কল্পনা করিতে হয়। ইহাতে অন্যোহন্যাশ্রয় দোষ নাই। একই সময়ে পুরুষের পক্ষে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় হওয়া সম্ভব নহে। আত্মদর্শনের নিমিত্ত বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব কল্পনা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী রূপে চেতন পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়—একথা স্বীকার করিলে সাক্ষিস্বরূপকেই জ্ঞাতা রূপে স্বীকার করা উচিত। বুদ্ধি ও পুরুষ উভয়কেই জ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিলে কল্পনাগৌরব হয়। বুদ্ধিবৃত্তিজ্ঞান ও ঘটজ্ঞান সমানাধিকরণেই অনুভূত হইয়া থাকে। তাছাড়া, সাংখ্যদর্শনে ভোক্তা রূপে পুরুষের পৃথক্ অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।[১৯] বুদ্ধিকে ভোক্তা রূপে গ্রহণ করিলে উক্ত সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয়। তৃতীয়তঃ, বুদ্ধিতে চিন্ময় পুরুষের ছায়ারূপ সম্বন্ধের দ্বারা বিম্বরূপ পুরুষের জ্ঞান হয়; সুতরাং পুরুষে বুদ্ধি-প্রতিবিম্ব-কল্পনার প্রয়োজন নাই—একথা বলা অসঙ্গত। কারণ সূর্যাদির প্রতিবিম্বরূপ সম্বন্ধের দ্বারা জলাদি ও জলাদিস্থিত বস্তুসকল প্রকাশ পায় না; কিন্তু সূর্য্যের কিরণ দ্বারাই উহাদের প্রকাশ হয়। অতএব চিন্ময় পুরুষে বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্বের দ্বারা সকল বস্তু প্রকাশিত হওয়ায় বিজ্ঞান ভিক্ষু পুরুষে বুদ্ধিপ্রতিবিম্ব কল্পনা করেন। এই সিদ্ধান্তে 'একের জ্ঞানে অন্যের প্রবৃত্তি' রূপ দোষ দেখা যায় বটে; কিন্তু সাংখ্য-দর্শনে[২০] জ্ঞান ও প্রবৃত্তির বৈয়ধিকরণ্য প্রমাণিত হইয়াছে। একজন শস্য উৎপন্ন করে; কিন্তু অন্য লোকে তাহা ভোগ করে। বুদ্ধির সঙ্কল্পের দ্বারা দেহের ক্রিয়া ঘটে। এস্থলেও সেইরূপ সংযোগ-বিশেষাদিই বিশেষ নিয়ামক।[২১]

১৯। ভোক্তৃভাবাৎ।—সাংখ্যসূত্রম্ ১।১৪৩

২০। অকর্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদ্যবৎ।—সাংখ্যসূত্রম্ ১।১০৫

২১। কশ্চিৎ তু বুদ্ধিগতয়া চিচ্ছায়য়া বুদ্ধেরেব সর্বার্থজ্ঞাতৃত্বমিচ্ছাদিভি র্জানস্য সামানাধিকরণ্যানুভবাদন্যস্য জ্ঞানেনান্যস্য প্রবৃত্ত্যনৌচিত্যাচ্চেত্যাহ। তদাত্মাজ্ঞানমূলকত্বাদুপেক্ষণীয়ম্। এবং হি বুদ্ধেরেব জ্ঞাতৃত্বে 'চিদবসানো

যুক্তিদীপিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণের প্রত্যক্ষলক্ষণের প্রত্যেক পদের সার্থকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। যুক্তিদীপিকাকার বলেন, 'অধ্যবসায়ো দৃষ্টম্'—এইরূপ যদি প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ হইত, তাহা হইলে মৃগতৃষ্ণিকা, গন্ধর্বনগর প্রভৃতি অসদ্‌বিষয়ের অধ্যবসায়ে প্রত্যক্ষলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইত; কারণ উহাও অধ্যবসায়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য প্রতিবিষয়াধ্যবসায়কে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিতে হইবে। অসদ্‌বিষয়ক অধ্যবসায় প্রতিবিষয়াধ্যবসায় নহে বলিয়া উহাতে প্রত্যক্ষলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। 'বিষয়' শব্দে সদ্‌বস্তুকে বুঝিতে হইবে। পূর্বপক্ষী বলেন, 'বিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টম্'—এইরূপ প্রত্যক্ষের লক্ষণ হইতে পারে। তাহা হইলে অসদ্‌বিষয়ক অধ্যবসায়ে অতিব্যাপ্তি হইবে না। সুতরাং প্রত্যক্ষলক্ষণে 'প্রতি'-গ্রহণ নিরর্থক। ইহার উত্তরে যুক্তিদীপিকাকার বলেন, বিষয়াধ্যবসায়মাত্র প্রত্যক্ষের লক্ষণ হইলে বিষয়াধ্যবসায়রূপ অনুমানাদিতে প্রত্যক্ষলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইত। কারণ অনুমানও বিষয়াধ্যবসায়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য প্রতিবিষয়াধ্যবসায়কে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিতে হইবে। এস্থলে 'প্রতি' শব্দে ইন্দ্রিয়ের আভিমুখ্য বুঝায়। ইন্দ্রিয়ের এই আভিমুখ্য সন্নিকর্ষ ব্যতীত উপপন্ন হয় না বলিয়া 'প্রতিবিষয়'-শব্দে সন্নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়কে বুঝায়। অতএব বিষয়সম্বদ্ধ-ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিপ্রযুক্ত যে অধ্যবসায়, তাহা প্রত্যক্ষপ্রমাণ। অনুমানস্থলে যে বিষয়াধ্যবসায় হয়, উহা বিষয়সম্বদ্ধ-ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রযোজ্য নহে। পরন্তু উহা ব্যাপ্যব্যাপকভাব-জ্ঞানজন্য। এই কারণে অনুমানে এই প্রত্যক্ষলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না। এস্থলে পূর্বপক্ষী বলেন, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষপ্রমাণ হইতে অনুমানকে পৃথক্ করিবার জন্য ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রত্যক্ষলক্ষণে 'প্রতি' শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। বিষয়মাত্রে সাধারণভাবে যে বুদ্ধিবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পক্ষান্তরে ব্যাপ্যব্যাপকভাব জ্ঞানের দ্বারা বিষয়সম্বন্ধে যে বুদ্ধিবৃত্তি ঘটে, তাহা অনুমান। প্রত্যক্ষপ্রমাণ সাধারণভাবে নির্দিষ্ট, কিন্তু অনুমান বিশেষভাবে বিহিত। বিশেষের দ্বারা সামান্যের বাধা হইবে।

ভোগঃ' ইত্যাগামিসূত্রদ্বয়বিরোধঃ, পুরুষে প্রমাণাভাবশ্চ পুরুষলিঙ্গস্য ভোগস্য বুদ্ধাবেব স্বীকারাৎ। ন চ প্রতিবিম্বান্যথানুপপত্ত্যা বিম্বভূতঃ পুরুষঃ সেৎস্যতীতি বাচ্যম্। অন্যোন্যাশ্রয়াৎ; পৃথগ্‌বিম্বসিদ্ধৌ বুদ্ধিস্থচৈতন্যস্য প্রতিবিম্বতাসিদ্ধিঃ, প্রতিবিম্বতাসিদ্ধৌ চ তৎপ্রতিযোগিতয়া বিম্বসিদ্ধিরিতি। অস্মন্মতে চ জ্ঞাতৃতয়া পুরুষসিদ্ধ্যনন্তরং তস্য জ্ঞেয়ত্বান্যথানুপপত্ত্যা প্রতিবিম্বসিদ্ধৌ নান্যোন্যাশ্রয়ঃ। অথ বৃত্তিসাক্ষিতয়া বিম্বরূপশ্চেতনঃ সিদ্ধ্যতীতি চেৎ তর্হি সাক্ষিণ এব প্রমাতৃত্বমপ্যুচিতম্। উভয়োর্জ্ঞাতৃত্বকল্পনে গৌরবাৎ। বৃত্তিজ্ঞানঘটজ্ঞানয়োঃ সামানাধিকরণ্যানুভবাচ্চ। কিঞ্চৈবং সতি বুদ্ধেরেব ভোক্তৃত্বে 'ভোক্তৃভাবাৎ' ইত্যাগামিসূত্রেণ ভোক্তৃতয়া পুরুষসাধনং বিরুধ্যেত। অথ বুদ্ধিগতচিচ্ছায়ারূপেণ সম্বন্ধেন বিষয়স্যৈব জ্ঞানং, ন তু চিতৌ বুদ্ধিপ্রতিবিম্বং কল্প্যত ইত্যেতাবন্মাত্রে চেৎ তস্যাশয়ো বর্ণ্যেত, তদপ্যসৎ। সূর্যাদেঃ স্বপ্রতিবিম্বরূপসম্বন্ধেন জলাদিতৎস্থবস্তুভাসকত্বাদর্শনাৎ, কিরণৈরেব তদ্বস্তুভাসনাৎ। × × অস্মাভিস্তু চিতৌ বুদ্ধিপ্রতিবিম্ব এব সর্বার্থভানহেতুতয়া সম্বন্ধঃ কল্পিত ইতি। যচ্চোক্তমন্যস্য জ্ঞানেনান্যস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিরিতি, তদপি ন। 'অকর্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদ্যবৎ' ইত্যাগামিসূত্রেণ জ্ঞানপ্রবৃত্ত্যোর্বৈয়ধিকরণ্যস্য দৃষ্টান্তেনোপপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ। বুদ্ধেঃ সম্বন্ধেন দেহক্রিয়ায়ামিবাত্রাপি সংযোগ-বিশেষাদেরেব নিয়ামকত্বাদিতি।—সা. প্র. ভা. ১।৯৯

সুতরাং 'প্রতি' শব্দের প্রয়োগ ব্যতিরেকেও বিষয়াধ্যবসায়মাত্রকে প্রত্যক্ষলক্ষণ বলিলে অনুমানে প্রত্যক্ষলক্ষণের প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। সুতরাং বিষয়াধ্যবসায়মাত্র প্রত্যক্ষের লক্ষণ হইতে পারে। পূর্বপক্ষীর এইরূপ আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, যদি বিষয়াধ্যবসায়মাত্র প্রত্যক্ষের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে স্মৃতিরূপ বিষয়াধ্যবসায়ে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। এস্থলে পূর্বোক্ত সামান্যবিশেষন্যায় প্রযুক্ত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষী বলেন, এইরূপ উক্তি সমীচীন নহে। কারণ আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ এখানে প্রমাণের বিষয় আলোচনা করিতেছেন। স্মৃতির দ্বারা কোন বিষয় প্রমাণিত হয় না; পরন্তু অন্যের দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ে স্মৃতির উদয় হয়। সুতরাং স্মৃতিরূপ বিষয়াধ্যবসায় প্রমাণ নহে। বিষয়াধ্যবসায়রূপ প্রত্যক্ষপ্রমাণ-লক্ষণের উহাতে প্রসক্তি হইতে পারে না। এইভাবে 'প্রতি' শব্দ প্রয়োগের দ্বারা সংশয়ের প্রত্যক্ষত্ব নিবৃত্ত হইয়াছে—ইহা বলা যাইতে পারে না। কারণ প্রত্যক্ষলক্ষণে 'অধ্যবসায়' শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। 'অধ্যবসায়' অর্থে নিশ্চয়-জ্ঞান। পক্ষান্তরে সংশয়াত্মক বুদ্ধিবৃত্তি হইল অনিশ্চয়। অতএব সংশয়ে প্রত্যক্ষলক্ষণের প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। প্রত্যুত্তরে যুক্তিদীপিকাকার বলেন, অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত বিষয়ের যে অধ্যবসায়, তাহাতে পূর্বপক্ষি-কথিত বিষয়াধ্যবসায়স্বরূপ প্রত্যক্ষলক্ষণ আছে বলিয়া অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত বিষয় ইন্দ্রিয়ান্তরের প্রত্যক্ষলক্ষণের লক্ষ্য হইয়া পড়ে। এই দোষ নিরাকরণের জন্য ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রত্যক্ষলক্ষণে 'প্রতি' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব বিশিষ্ট-বিষয়ের সহিত উক্ত-বিষয়-গ্রাহক নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের ফলে সেই বিষয়সম্বন্ধে উৎপন্ন বুদ্ধিবৃত্তি হইল প্রত্যক্ষপ্রমাণ—ইহা যুক্তিদীপিকাকারের অভিমত।[২২]

পূর্বোক্ত প্রকারে প্রত্যক্ষলক্ষণের স্বরূপ নির্দিষ্ট হইলে সুখ-দুঃখাদি আন্তরবিষয় প্রত্যক্ষলক্ষণের বিষয় হইতে পারে না। কারণ সুখদুঃখাদি-জ্ঞান সন্নিকৃষ্ট-ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রযোজ্য নহে। অতএব সুখদুঃখাদিজ্ঞানে ঈশ্বরকৃষ্ণের প্রত্যক্ষলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়াছে বলা যাইতে পারে। এই আপত্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে যুক্তিদীপিকাকার

২২। আহ—প্রতিবিষয়গ্রহণং তর্হি কিমর্থম্? উচ্যতে—প্রতিবিষয়-গ্রহণমসদ্ব্যুদাসার্থম্। অধ্যবসায়ো দৃষ্টমিতীয়ত্যুচ্যমানে মৃগতৃষ্ণিকাঽলাতচক্র-গন্ধর্বনগরাদিষু যোঽধ্যবসায়স্তদ্ দৃষ্টমিতি স্যাৎ। প্রতিবিষয়গ্রহণাত্ত্ তেষাং ব্যুদাসঃ কৃতো ভবতি। যদ্যেবং বিষয়াধ্যবসায় ইত্যেব চোচ্যতাম্, কিং প্রতিগ্রহণেন? উচ্যতে—প্রতিগ্রহণং সন্নিকর্ষার্থম্। বিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টমিতীয়ত্যুচ্যমানে বিষয়মাত্রে সম্প্রত্যয়ঃ স্যাৎ। প্রতিনা তু আভিমুখ্যং দ্যোত্যতে। তেন সন্নিকৃষ্টেন্দ্রিয়বৃত্ত্যুপনিপাতী যোঽধ্যবসায়স্তদ্ দৃষ্টমিত্যুপলভ্যতে। আহ—কস্ত পুনরনিন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষে প্রত্যক্ষত্বং প্রাপ্নোতি? উচ্যতে—অনুমানস্য। কস্মাৎ? তদ্ধি লিঙ্গদর্শনাদসন্নিকৃষ্টে বিষয়ে ভবতি। আহ—অনুমানস্যাপ্রসঙ্গঃ, সামান্যবিহিতস্য বিশেষবিহিতেন বাধনাৎ। সামান্যং বিষয়মাত্রেঽধ্যবসায়স্য প্রত্যক্ষত্বং বিধায় বিশেষে লিঙ্গলিঙ্গি-পূর্বকেঽনুমানং শাস্তি। সামান্যবিহিতং চ বিশেষবিহিতেন বাধ্যতে। উচ্যতে—স্মৃতেস্তর্হি প্রত্যক্ষত্বং প্রাপ্নোতি। তত্রায়মপবাদো নাভিনিবিশত ইতি। ন স্মৃতেঃ, প্রমাণাধিকারাৎ। প্রমাণাধিকারোঽয়ম্। ন চ স্মৃত্যা কিঞ্চিৎ প্রমীয়তে, স্মৃতেঃ প্রমিতেঽর্থে প্রাদুর্ভাবাৎ। উচ্যতে—সংশয়স্য তর্হি প্রাপ্নোতি। ন সংশয়স্য, অধ্যবসায়গ্রহণাৎ। অধ্যবসায়ো হি দৃষ্টমিত্যুচ্যতে। ন চ সংশয়োঽধ্যবসায়োঽনিশ্চিতত্বাৎ। উচ্যতে—ইন্দ্রিয়ান্তরাকৃতবিষয়ে তু প্রসঙ্গঃ। এবং তর্হি অর্থসন্নিকৃষ্টেন্দ্রিয়বৃত্ত্যুপনিপাতীতি দোষো ন ভবতি।—যুক্তিদীপিকা পৃঃ ৪২—৪৩

দ্বিতীয় প্রকারে 'প্রতিবিষয়াধ্যবসায়' পদটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—'বিষয়ং বিষয়ং প্রতি যোঽধ্যবসায় ইতি'; অর্থাৎ বাহ্য বা মানসিক, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সকল বিষয়সম্বন্ধ-প্রযুক্ত যে অধ্যবসায়, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 'প্রতি' শব্দে আভিমুখ্য বা সম্বন্ধ বুঝায়—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। প্রথম ব্যাখ্যানুসারে (বিষয়ং বিষয়ং প্রতি যো বর্ততে; তস্মিন্ যোঽধ্যবসায়ঃ স প্রতিবিষয়ধ্যবসায়ঃ) 'প্রতি' পদটি ইন্দ্রিয়ের বিশেষণ। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে 'প্রতি' পদটি অধ্যবসায়ের বিশেষণ। এখানে ইন্দ্রিয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই। সুতরাং সুখদুঃখাদিজ্ঞান ইন্দ্রিয়জ না হইলেও সুখদুঃখাদি প্রত্যক্ষ-প্রমাণের বিষয় হইতে পারে।[২৩]

যুক্তিদীপিকাকারের মতানুযায়ী প্রত্যক্ষলক্ষণের দ্বিতীয়প্রকার ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে শব্দাদিবিষয়ক-প্রত্যক্ষে উক্ত লক্ষণ সঙ্গত হয় না। কেননা, সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য প্রত্যক্ষলক্ষণে 'প্রতি' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে 'প্রতি' শব্দ অন্তঃকরণের বিশেষণ। অন্তঃকরণের সহিত শব্দাদির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। সুতরাং শব্দাদির যে অধ্যবসায়, উহা বিষয়সম্বন্ধ অন্তঃকরণের প্রযোজ্য নহে। এজন্য উহাতে প্রত্যক্ষলক্ষণ সঙ্গত হয় না। যদি শব্দাদির সহিত অন্তঃকরণের সাক্ষাৎ সন্নিকর্ষ হইত, তাহা হইলে শ্রোত্রাদির কল্পনা নিরর্থক হইত। তাছাড়া, ঈশ্বরকৃষ্ণ বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহকে দ্বাররূপে এবং অন্তঃকরণকে দ্বারী রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।[২৪] শব্দাদির সহিত অন্তঃকরণের সাক্ষাৎ সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে সেই দ্বার-দ্বারিভাবের ব্যাঘাত ঘটিত। বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা গৃহীত বিষয়গুলিতেই বুদ্ধিবৃত্তি ঘটে। সাক্ষাৎভাবে বুদ্ধির সহিত শব্দাদিবাহ্যবিষয়ের সংযোগ স্থাপিত হয় না। অতএব শব্দাদিবাহ্যবিষয়কে প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে হইলে যুক্তিদীপিকাকারের প্রথম ব্যাখ্যাটিও (অর্থাৎ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের ফলে যে বুদ্ধিবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ) অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এইজন্য পরিশেষে যুক্তিদীপিকাকার একশেষ সমাসের দ্বারা 'প্রতিবিষয়াধ্যবসায়' পদটি নিষ্পন্ন করিয়া উভয়বিধ ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই স্থলে প্রথম 'প্রতিবিষয়াধ্যবসায়' পদের দ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয়জন্য শব্দাদি-বিষয়ক অধ্যবসায় গৃহীত হইবে। দ্বিতীয় 'প্রতিবিষয়াধ্যবসায়' পদের দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা অগৃহীত সুখদুঃখাদিবিষয়ক আন্তর অধ্যবসায় এবং যোগিগণের প্রাতিভ অধ্যবসায়ও পরিগৃহীত হইবে।[২৫]

২৩। আহ—রাগাদ্যনুপসংখ্যানম্। যদি সন্নিকৃষ্টেন্দ্রিয়বৃত্ত্যুপনিপাতী যোঽধ্যবসায়স্তদ্ দৃষ্টমিত্যভ্যুপেয়তে, তেন রাগাদিবিষয়ং বিজ্ঞানম্ অনিন্দ্রিয়জত্বাৎ প্রত্যক্ষত্বং ন প্রাপ্নোতি, তস্তোপসংখ্যানং কর্তব্যম্। উচ্যতে—ন তর্হীদং প্রতিগ্রহণমিন্দ্রিয়বিশেষণম্—বিষয়ং বিষয়ং প্রতি যো বর্ততে তস্মিন্ যোঽধ্যবসায়স্তদ্ দৃষ্টমিতি। কিং তর্হি? অধ্যবসায়বিশেষণম্—বিষয়ং বিষয়ং প্রতি যোঽধ্যবসায় ইতি। —যুক্তি, পৃঃ ৪৩

২৪। সাংখ্যকারিকা ৩৫

২৫। আহ—অধ্যবসায়বিশেষণমিতি চেৎ শব্দাদ্যনুপসংখ্যানম্। শব্দাদীনামেব তেন ন প্রত্যক্ষত্বং প্রাপ্নোতি;

প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণে 'অধ্যবসায়' শব্দের গ্রহণের দ্বারা সংশয়ের নিরাকরণ হইল। সংশয়াত্মক বুদ্ধিবৃত্তি প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ তাদৃশ বুদ্ধিবৃত্তির স্বরূপ 'ইহা স্থাণু বা পুরুষ' ইত্যাদি আকারে অনিশ্চিত। পক্ষান্তরে অধ্যবসায় হইল নিশ্চিত জ্ঞান। প্রত্যক্ষলক্ষণে 'বিষয়' শব্দের উল্লেখের দ্বারা বিপর্যয় প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ বিপর্যয় বা বিপরীত-বৃত্তিরূপ জ্ঞানের বস্তু অবিদ্যমান। মন্দান্ধকারে নিমগ্ন রজ্জু দেখিয়া আমাদের কখন কখন সর্পজ্ঞান জন্মে। সেই জ্ঞান প্রমা নহে। কারণ ঐরূপ সর্পজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই যদি দণ্ড লইয়া আঘাত করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সর্পজ্ঞানের অধিষ্ঠান রজ্জু সাক্ষাৎকৃত হয়। পূর্বোত্থিত সর্পজ্ঞান বিদূরিত হয় এবং সর্পও দেখা যায় না। তত্ত্বপক্ষপাতস্বভাব জ্ঞান তখন সত্যকেই গ্রহণ করে অর্থাৎ 'ইহা সর্প নহে, কিন্তু রজ্জু'—এইরূপ অবধারণ করে। 'ইহা সর্প নহে'—এই পরভাবী জ্ঞানের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। সুতরাং এই অংশেই প্রমা এবং বিপরীত অংশে অর্থাৎ পূর্বোৎপন্ন সর্পাকারজ্ঞান অংশে ভ্রম। প্রত্যক্ষলক্ষণে 'প্রতি' গ্রহনের দ্বারা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সান্নিধ্য সূচিত হইয়াছে। তাহার ফলে অনুমান, স্মৃতি প্রভৃতি প্রত্যক্ষপ্রমাণ হইতে পারে না।[২৬]

বাচস্পতি মিশ্রের মতে প্রত্যক্ষপ্রমাণকালে প্রথমে নির্বিকল্পক জ্ঞান, পরে সবিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার দিয়া বাহ্যবস্তুর সহিত বুদ্ধির সংযোগ স্থাপিত হয়। সংযোগের প্রথম ক্ষণে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্ত যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা ঐ বস্তু-বিষয়ে অস্পষ্ট জ্ঞান। ইহাতে বস্তুটি সামান্যাকারে গৃহীত হয়। ইহা কোন বস্তু সম্পর্কে শিশুর জ্ঞান বা মূক ব্যক্তির জ্ঞানের অনুরূপ। ইহাকে নির্বিকল্পক জ্ঞান বলা হয়। পরক্ষণে মনের সঙ্কল্প ও বিকল্প ক্রিয়া আরম্ভ হয়। তখন মন ঐ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে, সামান্যবিশেষভাবে উহাকে পৃথক্ করে এবং উহার জাতি-গুণ-ক্রিয়াদি ধর্ম আলোচনা করিয়া ঐ বস্তুটির একটি সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে। অতঃপর বুদ্ধিতে 'বিষয়টি এইরূপ'—ঈদৃশ অধ্যবসায়-নামক বৃত্তি উৎপন্ন হয়। ইহা সবিকল্পক জ্ঞান। পুরুষপ্রতিবিম্ব-পতনের দ্বারা বিষয়টি তখন পুরুষের জ্ঞানের বস্তু

তেষামুপসংখ্যানং কর্তব্যং প্রাপ্নোতি। কিং কারণম্? অন্তঃকরণস্য তৈঃ সন্নিকর্ষানুপপত্তেঃ। প্রতিগ্রহণং সন্নিকর্ষার্থমিতি পূর্বমতিসৃষ্টং ভবতা, তচ্চেদানীমন্তঃকরণবিশেষণম্। ন চান্তঃকরণস্ত শব্দাদিভিঃ সন্নিকর্ষ উপপদ্যতে, শ্রোত্রাদিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ বাহ্যিদ্বারভাবস্যাপবাত-প্রসঙ্গাচ্চ। উচ্যতে—অস্তু তর্হীন্দ্রিয়াণাং প্রতিবিষয়গ্রহণং বিশেষণম্। যত্তুক্তং রাগাদীনামুপসংখ্যানং কর্তব্যমিতি, তত্র ব্রূমঃ—একশেষনির্দেশাৎ সিদ্ধম্। এবং তর্হি প্রতিবিষয়াধ্যবসায়শ্চ প্রতিবিষয়াধ্যবসায়শ্চ প্রতিবিষয়াধ্যবসায় ইতি সরূপাণামেকশেষঃ করিষ্যতে। তত্রৈকেন বহিরঙ্গস্যেন্দ্রিয়স্য পরিগ্রহঃ, দ্বিতীয়েনান্তরঙ্গস্য রাগাদিবিষয়ং যোগিনাঞ্চ প্রাতিভং যদ্ বিজ্ঞানং তৎ সংগৃহীতং ভবতীতি ব্যাখ্যাতং প্রত্যক্ষম্।—যুক্তি পৃঃ ৪৩

২৬। অত্রাধ্যবসায়গ্রহণেন সংশয়ং ব্যবচ্ছিনত্তি। সংশয়স্য অনবস্থিতগ্রহণেনানিশ্চিতরূপত্বাৎ। নিশ্চয়োঽধ্যবসায় ইত্যনর্থান্তরম্। বিষয়গ্রহণেন চ অসদ্বিষয়ং বিপর্যয়মপাকরোতি। প্রতিগ্রহণেন চ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষসূচনাদনুমানস্মৃত্যাদয়ঃ পরাকৃতা ভবন্তি।—বাচস্পতিঃ, সা. কা. ৫

হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সমূহ, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধির কার্য কখনও যুগপৎ, কখনও বা ক্রমিক হয়।[২৭] বিজ্ঞানভিক্ষুর মত বাচস্পতি হইতে স্বতন্ত্র। তিনি বলেন, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যবস্তুর সহিত বুদ্ধির প্রত্যক্ষসংযোগ স্থাপিত হয়। সংযোগের প্রথম ক্ষণে বস্তুবিষয়ে জ্ঞান অনির্দিষ্ট আকারে থাকিলেও দ্বিতীয় ক্ষণে এই জ্ঞান সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট আকার গ্রহণ করে। ভিক্ষুর মতে মনের ব্যাপার হইল ইচ্ছা, সংশয় এবং কল্পনা। প্রত্যক্ষজ্ঞানে মনের ব্যাপার গৌণ।[২৮]

যোগদর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম—এই তিনটি প্রমাণ স্বীকার করা হইয়াছে।[২৯] এই মত সাংখ্যদর্শনের অনুরূপ। যোগভাষ্যে প্রত্যক্ষপ্রমাণের স্বরূপ বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া বাহ্যবস্তুর সহিত চিত্তের সম্বন্ধ ঘটে। বাহ্যবস্তু সামান্য-বিশেষাত্মক। বস্তুর সামান্য-রূপ হইল নামজাত্যাদিশূন্য বস্তুর সাধারণ স্বরূপ; তাহার বিশেষ-রূপ হইল সেই বস্তুগত গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম। বাহ্যবস্তু সামান্য-বিশেষাত্মক হইলেও বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে চিত্তের সম্বন্ধের ফলে ঐ বস্তুর গুণ, জাতি, ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষাবধারণযুক্ত হইয়া চিত্ত ঐ বিষয়ের আকারে পরিণত হয়। তাদৃশ চিত্তবৃত্তি হইল প্রত্যক্ষপ্রমাণ। প্রত্যক্ষপ্রমাণে বস্তুর সামান্যরূপ প্রতিভাত হইলেও বিশেষাবধারণায় তাহা গৌণতা প্রাপ্ত হয়। অতঃপর চিত্তবৃত্তির সহিত অবিশিষ্ট পুরুষের চিত্তবৃত্তিবোধ ঘটিয়া থাকে। বস্তুর গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতি বিশেষপরিচয়যুক্ত হইয়া চিত্তে বিষয়াকার বৃত্তি উৎপন্ন হয়—এই উক্তির দ্বারা অনুমান

২৭। তৎ অসাধারণেন রূপেণ লক্ষয়তি সঙ্কল্পকং মন ইতি। সঙ্কল্পেন রূপেণ মনো লক্ষ্যতে। আলোচিতমিন্দ্রিয়েণ বস্তু ইদমিতি সম্মুগ্ধমিদমেবং নৈবমিতি সম্যক্ কল্পয়তি নিয়ম্য দর্শয়তি বিশেষণবিশেষ্যভাবেন বিবেচয়তীতি যাবৎ। যদাহুঃ—'সম্মুগ্ধং বস্তুমাত্রন্তু প্রাক্গৃহ্ণাত্যবিকল্পিতম্। তৎসামান্যবিশেষাভ্যাং কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ'॥ (কুমারিল ভট্টঃ)। তথাহি—অস্তি হ্যালোচনজ্ঞানং প্রথমং নির্বিকল্পকম্। বালামূকাদিবিজ্ঞানসদৃশং মুগ্ধবস্তুজন্॥ ততঃ পরং পুনর্বস্তুধর্মৈ র্জাত্যাদিভি র্যয়া। বুদ্ধ্যাবসীয়তে সা হি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা॥

—বাচস্পতিঃ (সা, কা, ২৭)

২৮। ইন্দ্রিয়াণ্যেব নাড়ী চিত্তসঞ্চরণমার্গাঃ; তৈঃ সংযুজ্য তদ্গোলকদ্বারা বাহ্যবস্তুষূপরক্তস্য চিত্তস্যেন্দ্রিয়সাহিত্যেনৈবার্থাকারঃ পরিণামো ভবতি।—যোগবার্তিকম্। ১।৭

তথাচ বুদ্ধে র্বৃত্তিরধ্যবসায়ঃ, অভিমানোঽহঙ্কারস্ত, সঙ্কল্পবিকল্পৌ চ মনসঃ ইত্যায়াতম্। 'সঙ্কল্পশ্চিকীর্ষা', 'সঙ্কল্পঃ কর্মমানসম্' ইত্যনুশাসনাৎ। বিকল্পশ্চ সংশয়ো যোগোক্তভ্রমবিশেষো বা, ন তু বিশিষ্টজ্ঞানং তস্য বুদ্ধিবৃত্তিত্বাৎ।

—সা. প্র. ভা. ২।৩০

Vijñāna Bhikṣu differs from the view of Vācaspati and denies the synthetic activity of the mind-organ (manas) and says that the buddhi directly comes into touch with the objects through the senses. At the first moment of touch the perception is indeterminate, but at the second moment it becomes clear and determinate. It is evident that on this view the importance of manas is reduced to a minimum and it is regarded as being only the faculty of desire, doubt and imagination.—S. N. Dasgupta (Hist. of Ind. Phil.—vol. I, P 262)

২৯। প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি।—যোগদর্শনম্ ১।৭

ও আগম হইতে প্রত্যক্ষ-প্রমাণকে পৃথক্ করা হইয়াছে। অনুমান ও আগম-প্রমাণে বস্তু সামান্যরূপে প্রতিভাত হয়, বিশেষরূপে নহে।[৩০]

প্রত্যক্ষজ্ঞানকালে যোগভাষ্যের মতে সবিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন হয়।[৩১] বিজ্ঞানভিক্ষুও এই মত পোষণ করেন। বাচস্পতির মতে প্রত্যক্ষজ্ঞানকালে প্রথমে নির্বিকল্পক জ্ঞান এবং পরে সবিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

প্রাচীন সাংখ্যাচার্য বিন্ধ্যবাসীর মতে প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ হইল—'শ্রোত্রাদিবৃত্তির-বিকল্পিকা'। তাঁহার মতে কোন বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘটিলে ইন্দ্রিয় সেই বিষয়ের আকারে পরিণত হয়। বিষয়াকারে পরিণত তাদৃশ ইন্দ্রিয়ই হইল প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। ইন্দ্রিয়ের এই বৃত্তি অবিকল্পিকা অর্থাৎ নাম, জাতি প্রভৃতি বিশেষপরিচয়শূন্য। ষড়্দর্শন-সমুচ্চয়ে গুণরত্ন বিন্ধ্যবাসীর মত উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৩২]

যুক্তিদীপিকায় এক প্রাচীন আচার্যের মত উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি শ্রোত্রাদি-করণের বৃত্তিকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলিয়াছেন। যুক্তিদীপিকায় এই মত খণ্ডিত হইয়াছে। এই লক্ষণানুসারে আন্তর সুখাদিজ্ঞান বা যোগিগণের প্রাতিভজ্ঞান প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা গৃহীত হইতে পারে না। সুখাদি কখন শ্রোত্রাদিবৃত্তিগ্রাহ্য নহে; যোগিগণের প্রাতিভ-জ্ঞান অনিন্দ্রিয়; অথচ সুখাদি প্রত্যক্ষপ্রমাণগ্রাহ্য বলিয়া অনুভবসিদ্ধ।[৩৩]

জয়ন্তভট্ট সাংখ্যোক্ত প্রমাণের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রমাণ এবং তাহার ফল একাধিকরণেই থাকিবে—ইহাই নিয়ম। কিন্তু সাংখ্যে তাহার ব্যতিক্রম। এখানে জ্ঞান, অনুভব বা নিশ্চয়াত্মক ধারণা অন্তঃকরণে রহিয়াছে; সেই বুদ্ধি অচেতন; তাহার ফল অর্থদর্শন (দ্রষ্টৃত্ব) তাহাতে নাই। আবার যিনি অর্থদর্শন করিবেন, সেই দ্রষ্টা পুরুষের জ্ঞান, অনুভূতি বা নিশ্চয় কখনই ধর্ম নহে। জ্ঞানাদি-ধর্মের আরোপ পুরুষে করা হয় বটে; কিন্তু ঐ আরোপিত জ্ঞানাদি-ধর্মকে প্রমাণ বলা সঙ্গত নহে। জ্ঞানাদি-ধর্মের বাস্তবিক সম্বন্ধকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানাদিধর্মকে প্রমাণ বলা যুক্তিযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে

৩০। ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া চিত্তস্য বাহ্যবস্তূপরাগাৎ তদ্বিষয়া সামান্যবিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশেষাবধারণপ্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণম্। ফলমবিশিষ্টঃ পৌরুষেয়শ্চিত্তবৃত্তিবোধঃ।—যোগভাষ্যম্ ১।৭

৩১। The explanation of Vyāsabhāṣya explicitly makes perceptual intuition determinate.—Dr. Satkari Mookherji (Hist. of Phil., Eastern and. Western-vol, I, p. 255)

৩২। শ্রোত্রাদিবৃত্তিরবিকল্পিকা প্রত্যক্ষমিতি। শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চেতি পঞ্চমীতি। শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি, তেষাং বৃত্তিঃ বর্তনং পরিণাম ইতি যাবৎ। ইন্দ্রিয়াণ্যেব বিষয়াকারপরিণতানি প্রত্যক্ষমিতি হি তেষাং সিদ্ধান্তঃ। অবিকল্পিকা নামজাত্যাদিকল্পনারহিতা ইতি।—ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ে গুণরত্নঃ। (পৃঃ ১০৮)

৩৩। আহ—যদীয়ং শ্রোত্রাদিবৃত্তিরেব প্রত্যক্ষমিত্যভ্যুপেয়তে, ক এবং সতি দোষঃ স্যাৎ? উচ্যতে—রাগাদিবিষয়ং যদ্বিজ্ঞানং যোগিনাং চ প্রাতিভং যদ্বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে তদনুপসংখ্যেয়ং স্যাৎ। কুতঃ—ন হি সুখাদয়ঃ শ্রোত্রাদিবৃত্তিগ্রাহ্যাঃ। যোগিনাং চানিন্দ্রিয়ং জ্ঞানমিতি। যথান্যাসং তু ক্রিয়মাণে তেঽপি বিষয়াঃ, তেষাং যোঽধ্যবসায়স্তস্য প্রত্যক্ষত্বং কেন বার্যতে?—যুক্তিদীপিকা (পৃঃ ৪২)

তাদৃশ প্রমাণ পুরুষে নাই এবং তাহার ফল অর্থদর্শনও বাস্তবিকপক্ষে বুদ্ধিতে নাই। সুতরাং সাংখ্যোক্ত 'বুদ্ধিবৃত্তি প্রমাণ'—ইহা ভ্রমাত্মক। বৃত্তিমান্ অন্তঃকরণে যখন পুরুষ প্রতিবিম্বিত হন, তখন অন্তঃকরণগত ধর্ম অর্থদর্শনাদি পুরুষের বলিয়া জ্ঞান হয় এবং অন্তঃকরণেও যেন চৈতন্যযোগ হয়। সাংখ্যের এই সিদ্ধান্তও মিথ্যা; কারণ বুদ্ধিতে চেতনপুরুষনিষ্ঠ ধর্ম সত্য নহে এবং অচেতন-বুদ্ধিনিষ্ঠ ধর্মও পুরুষে সত্য নহে।[৩৪]

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন—প্রবৃত্তি হইল একজনের এবং জ্ঞান হইল অপরের; সুতরাং এমত গ্রাহ্য নহে, ইহা বলা যায় না। জ্ঞান ও প্রবৃত্তির বৈয়ধিকরণ্য সাংখ্যসূত্রে (১।১০৫) প্রমাণিত হইয়াছে। ভিক্ষুর মত পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

অতঃপর জয়ন্ত ভট্ট ঈশ্বরকৃষ্ণের প্রত্যক্ষলক্ষণের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঈশ্বরকৃষ্ণের 'প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টম্'—এইরূপ প্রত্যক্ষপ্রমাণের যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহা মনোমত নহে। কারণ, অনুমান প্রভৃতি অন্য জ্ঞানগুলিরও প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ই স্বভাব; সুতরাং এই সকল জ্ঞানে প্রত্যক্ষের উক্ত লক্ষণ অতিব্যাপ্ত হয়। "প্রতি-শব্দের অর্থ আভিমুখ্য। সেইজন্য সম্মুখীনভাবে যেখানে বাহ্যবিষয়ের নিশ্চয় হয়, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ"—ব্যাখ্যাকার 'রাজা'র[৩৫] এই বিবৃতি অনুমান, শব্দ প্রভৃতি জ্ঞানেও আছে। 'ইহা ঘট'—এইরূপ প্রত্যক্ষের ন্যায় 'এই পর্বত বহ্নিমান্'—এইরূপ অনুমানও সম্মুখীনভাবে নিশ্চয়স্বরূপ। প্রত্যক্ষ—স্পষ্ট প্রতীতি, অনুমান—অস্পষ্ট প্রতীতি, ইহা বলা যায় না। কারণ সকল প্রতীতিই নিজ নিজ বিষয়ে স্পষ্ট; অস্পষ্ট নহে। যদি বলা হয়—বিশেষের দ্বারা সামান্যের বাধা হয়; সুতরাং যাহা লিঙ্গজন্য জ্ঞান, তাহা অনুমিতি এবং যাহা শব্দ-জন্য জ্ঞান, তাহা শব্দ; অতএব তদ্ভিন্ন যে নিশ্চয়, তাহা প্রত্যক্ষ হইবে। তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ প্রথমে আলোচ্য হইতে পারে না। শব্দজন্য জ্ঞান এবং লিঙ্গজন্য জ্ঞানের বর্ণনা হইলে তাহা হইতে বৈলক্ষণ্য বশতঃই প্রত্যক্ষকে জানা যাইবে। সুতরাং 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন'—এইরূপ পদের উল্লেখ না করিলে অনুমানাদি জ্ঞানের ব্যাবৃত্তি হয় না। অতএব ঈশ্বরকৃষ্ণের প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্দোষ নহে।[৩৬]

৩৪। সাংখ্যাস্তু বুদ্ধিবৃত্তিঃ প্রমাণমিতি প্রতিপন্নাঃ।...... তদেতদনুপপন্নম্। যো হি জানাতি বুধ্যতেঽধ্যবস্যতি, ন তস্য তৎফলমর্থদর্শনমচেতনত্বাদ্বুদ্ধেঃ। যস্য চার্থদর্শনং, ন স জানাতি ন বুধ্যতে নাধ্যবস্যতীতি ভিন্নাধিকরণত্বং প্রমাণফলয়োঃ। জ্ঞানাদিধর্মযোগঃ প্রমাণং পুংসি ন বিদ্যতে, তৎফলমর্থদর্শনং বুদ্ধৌ নাস্তীতি। অথ স্বচ্ছতয়া পুংসো বুদ্ধিবৃত্ত্যনুপাতিনঃ। বুদ্ধের্বা চেতনাকারসংস্পর্শ ইব লক্ষ্যতে॥ এবং সতি স্বধাচৈব মিথ্যাত্বং কথিতং ভবেৎ। চিদ্ধর্মো হি মৃষা বুদ্ধৌ বুদ্ধিধর্মশ্চিতৌ মৃষা॥—ন্যা. ম. (১ম) পৃঃ ২৪

৩৫। যুক্তিদীপিকায় ন্যায়মঞ্জরীর প্রায় অনুরূপ পংক্তিটী পাওয়া যায়। মনে হয়, জয়ন্ত ভট্ট 'রাজা' শব্দে যুক্তিদীপিকা গ্রন্থের প্রণেতাকে মন্তব্য করিয়াছেন। যুক্তিদীপিকার পংক্তিটী এইরূপ—'প্রতিনা তু আভিমুখ্যং দ্যোত্যতে। তেন সন্নিকৃষ্টেন্দ্রিয়বৃত্ত্যুপনিপাতী যোঽধ্যবসায়স্তদ্ দৃষ্টমিত্যুপলভ্যতে।'—পৃঃ ৪২

৩৬। ঈশ্বরকৃষ্ণস্তু প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টমিতি প্রত্যক্ষলক্ষণমবোচৎ; তদপি ন মনোজ্ঞম্, অনুমানাদি-জ্ঞানানামপি বিষয়াধ্যবসায়স্বভাবত্বেনাতিব্যাপ্তেঃ। যত্তু রাজা ব্যাখ্যাতবান্—প্রতিরাভিমুখ্যে বর্ততে, তেনাভি-মুখ্যেন বিষয়াধ্যবসায়ঃ প্রত্যক্ষমিতি তদপ্যনুমানাদাবস্ত্যেব। ঘটোঽয়মিতিবদগ্নিমান্ পর্বত ইত্যাভিমুখ্যেনৈব

'এই পর্বত বহ্নিমান্'—এইরূপ অনুমানও সম্মুখীনভাবে নিশ্চয়; সুতরাং এখানে ঈশ্বরকৃষ্ণের প্রত্যক্ষলক্ষণের অতিব্যাপ্তি আছে—একথা জয়ন্ত ভট্ট বলিলেও সকল অনুমানস্থলে ইহা প্রযোজ্য নহে। নদীতে জলের অকস্মাৎ প্রাবল্য দেখিয়া নদীর উৎসস্থলে যখন বৃষ্টির অনুমান হয়, তখন তাহা সম্মুখীনভাবে নিশ্চয় নহে। গৃহে আবদ্ধ ব্যক্তি মেঘগর্জন শুনিয়া যখন আকাশে মেঘোৎপত্তির অনুমান করেন, তখন তাহাও সম্মুখীনভাবে নিশ্চয় নহে। তাছাড়া, ঈশ্বরকৃষ্ণ 'প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টম্'—এই লক্ষণের দ্বারা বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের ফলে উৎপন্ন বুত্তিবৃত্তিকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলিয়া সাংখ্যসিদ্ধান্তকে পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন মনে হয়।

অনুমান-প্রমাণ

অনুমানের স্বরূপ সম্বন্ধে ঈশ্বরকৃষ্ণের লক্ষণ—'তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ব্বকম্'।[৩৭] 'লিঙ্গ' অর্থে ব্যাপ্য এবং 'লিঙ্গি' অর্থে ব্যাপক। 'লিঙ্গলিঙ্গিপূর্বকম্' অর্থে লিঙ্গলিঙ্গিজ্ঞানজন্য অর্থাৎ যাহা ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব জ্ঞান হইতে উৎপন্ন। ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব অর্থে বস্তুর স্বভাবনিবন্ধন নিয়ত সম্বন্ধ। যে বস্তুর সহিত যে বস্তুর স্বভাবসিদ্ধ নিয়ত সম্বন্ধ আছে, তাহার ব্যাপ্য সেই বস্তু হইয়া থাকে; বহ্নির সহিত ধূমের স্বাভাবিক নিয়ত সম্পর্ক থাকায় ধূম ব্যাপ্য এবং বহ্নি ব্যাপক। ধূম যেখানেই থাকুক্ না কেন, সেইখানেই বহ্নি আছে; অতএব ধূমের স্বভাবই এই যে, সে বহ্নি-সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারে না। এই নিয়ত স্বভাবসম্বন্ধ-জ্ঞানই ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব জ্ঞান। ব্যাপ্যের নামান্তর হেতু ও লিঙ্গ। ব্যাপকের নামান্তর সাধ্য ও প্রতিজ্ঞা। 'পক্ষ' হইল অনুমানের স্থান। সাধ্যের বা প্রতিজ্ঞার আধার বা আশ্রয় 'পক্ষ' নামে পরিচিত; যেমন 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ'——এখানে ধূম—ব্যাপ্য, বহ্নি—ব্যাপক এবং যে স্থানে বহ্নির অনুমান হইতেছে, সেই পর্বত হইল পক্ষ। ব্যাপ্যবস্তু পক্ষে বর্তমান আছে—এই যে জ্ঞান, ইহাকে 'পক্ষধর্মতাজ্ঞান' বলে। ঈশ্বরকৃষ্ণের লক্ষণে পক্ষধর্মতা-জ্ঞানের উল্লেখ নাই। এইজন্য বাচস্পতি সূত্রোক্ত 'লিঙ্গি' শব্দের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন (লিঙ্গি চ লিঙ্গি চ তে লিঙ্গিনী। লিঙ্গঞ্চ লিঙ্গিনী চ তানি লিঙ্গলিঙ্গীনি, তৎপূর্বকম্)। আবৃত্ত 'লিঙ্গি' শব্দের দ্বারা পক্ষধর্মতাজ্ঞানেরও গ্রহণ হইল। অতএব 'লিঙ্গলিঙ্গিপূর্বকম্' শব্দের নিষ্কৃষ্ট অর্থ হইল—ব্যাপ্যব্যাপকভাব ও

প্রতীতেঃ। স্পষ্টতা তু সর্বসংবিদাং স্ববিষয়ে বিদ্যতে এব। অথ মন্যসে সামান্য-বিহিতস্য বিশেষেণ বাধাদনুমানা-দিব্যাবৃত্তিঃ সেৎস্যতি, সামান্যেনাধ্যবসায় উৎসৃষ্টঃ, স লিঙ্গশব্দাভ্যাং বিশেষিত ইতি তদিতরোঽধ্যবসায়ঃ প্রত্যক্ষমিতি স্থাস্যতি। যদ্যেবং প্রত্যক্ষলক্ষণমিদানীমব্যাকরণীয়মেব, শব্দলিঙ্গগ্রহণে বর্ণিতে সতি তদ্বৈলক্ষণ্যাদেব প্রত্যক্ষং জ্ঞাস্যতে ইতি। তস্মাদিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নপদোপাদানমন্তরেণ নানুমানাদিব্যবচ্ছেদ উপপদ্যতে ইতি ইদমপি ন প্রত্যক্ষলক্ষণমনবদ্যম্।—ন্যায়মঞ্জরী (১ম) পৃঃ ১০০

৩৭। সাংখ্যকারিকা ৫

পক্ষধর্মতাজ্ঞান হইতে উদ্ভূত যে বুদ্ধিবৃত্তি. তাহা অনুমান প্রমাণ।[৩৮] ধূম বহ্নির নিত্য সহচর; সেই ধূম পর্বতে (পক্ষে) বর্ত্তমান; অর্থাৎ ধূমো বহ্নিব্যাপ্যঃ, ধূমবান্ পর্বতঃ—এই ব্যাপ্যব্যাপকভাব এবং পক্ষধর্মতা-জ্ঞান হইতে পর্বতস্থিত বহ্নি নয়নগোচর না হইলেও জ্ঞানগোচর হইয়াছে। এই যে বহ্নির জ্ঞান বা উপলব্ধি, তাহাই অনুমিতি; এই উপলব্ধির হেতু যে চিত্তবৃত্তি, তাহা অনুমান।

সাংখ্যসূত্রে অনুমানের লক্ষণ হইল—'প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবদ্ধজ্ঞানম্ অনুমানম্' (১।১০০)। 'প্রতিবন্ধ' অর্থে ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির ব্যাপ্যবস্তু দর্শনের পর ব্যাপকের যে জ্ঞান হয়, তাহা অনুমান।[৩৯]

অনুমানের অবয়ব সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। তবে পঞ্চাবয়ব অনুমান অনেকে স্বীকার করেন। সেই পঞ্চ অবয়ব হইল—(১) প্রতিজ্ঞা (২) হেতু (৩) উদাহরণ (৪) উপনয় (৫) নিগমন। (ক) প্রতিজ্ঞা—যাহা সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ। যেমন, 'পর্বতো বহ্নিমান্'। পর্বতে বহ্নির অস্তিত্ব বুঝাইতে হইবে বলিয়া কথিতরূপে তাহার উল্লেখ।[৪০] (খ) হেতু-প্রদর্শন—হেতু বা ব্যাপ্য পদার্থ প্রদর্শন। যে অদৃশ্য বস্তু বুঝাইতে হইবে, তাহার সহিত যাহার অবিনাভাব আছে অর্থাৎ যাহা তাহার নিত্য সহচর, তাহাকে পক্ষে অর্থাৎ হেতুর আধারে আছে বলিয়া উল্লেখ; যেমন 'ধূমাৎ'। যেহেতু পর্বতে ধূম দেখা যাইতেছে, সেই হেতু পর্বতে বহ্নি আছে।[৪১] (গ) উদাহরণ—ব্যাপ্য থাকিলে ব্যাপকও আছে—এমন একটি স্থল দেখাইয়া দেওয়া;[৪২] যেমন—'মহানসম্'। পাকশালায় ধূম থাকে; ধূমমূলে বহ্নিও থাকে। (ঘ) উপনয়—সাধ্যের সহিত সাধনের যে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে, তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া।[৪৩] যেমন, 'যো যো ধূমবান্, স বহ্নিমান্; বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবানয়ং পর্বতঃ'। ধূম থাকিলে তন্মূলে বহ্নি থাকার নিয়ম আছে; যেখানে ধূম দেখা গিয়াছে, সেখানে বহ্নিও দেখা গিয়াছে। (ঙ) নিগমন—তর্কের দ্বারা সংশয়ের উচ্ছেদ করিয়া পুনর্বার প্রতিজ্ঞাত পদার্থের উল্লেখ।[৪৪] যেমন 'তস্মাদয়ং পর্বতো বহ্নিমান্'। যখন পর্বত হইতে ধূম দেখা

৩৮। লিঙ্গলিঙ্গিপূর্বকমিতি লিঙ্গং ব্যাপ্যম্, লিঙ্গি ব্যাপকম্। লিঙ্গলিঙ্গিগ্রহণেন চ বিষয়বাচিনা বিষয়িণং প্রত্যয়মুপলক্ষয়তি। ধূমাদির্ব্যাপ্যো বহ্নির্ব্যাপক ইতি যঃ প্রত্যয়স্তৎপূর্বকম্। লিঙ্গিগ্রহণমাবর্তনীয়ম্। তেন লিঙ্গমস্যাস্তীতি পক্ষধর্মতাজ্ঞানমপি দর্শিতং ভবতি। তৎ ব্যাপ্যব্যাপকভাব-পক্ষধর্মতাজ্ঞানপূর্বকমনুমানমিতি অনুমানসামান্যং লক্ষিতম্।—বাচস্পতিঃ, (সা. কা. ৫)

৩৯। প্রতিবন্ধো ব্যাপ্তিঃ। ব্যাপ্তিদর্শনাদ্ব্যাপকজ্ঞানমনুমানং প্রমাণমিত্যর্থঃ। অনুমিতিস্তু পৌরুষেয়ো বোধ ইতি।—সা. প্র. ভা. ১।১০০

৪০। সাধ্যাবধারণং প্রতিজ্ঞা—যুক্তিদীপিকা পৃঃ ৪৮

৪১। সাধনসমাসবচনং হেতুঃ। সাধ্যতেঽনেনেতি সাধনং লিঙ্গম্; সমাসঃ সংক্ষেপঃ; সাধনস্য সমাসবচনম্ সাধনসমাসবচনম্। লিঙ্গনির্দেশমাত্রং হেতুঃ।—যুক্তিদীপিকা পৃঃ ৪৮

৪২। উদাহরণং তত্র নিদর্শনং দৃষ্টান্তঃ; তস্য সাধনস্য সাধ্যেন সহভাবিত্বনিদর্শনং দৃষ্টান্তঃ।—যুক্তি পৃঃ ৪৮

৪৩। সাধ্যদৃষ্টান্তয়োরেকক্রিয়োপসংহার উপনয়ঃ।—যুক্তি পৃঃ ৪৮

৪৪। হেতুদৃষ্টান্তোপসংহারাপেক্ষয়া পুনরভ্যানস্তন্নিগমনম্।—যুক্তি পৃঃ ৪৮

যাইতেছে, তখন নিশ্চিত ধূমমূলে বহ্নি আছে। বহ্নিব্যাপ্য-ধূম বহ্নি হইতে উদ্‌গত হয়; সেইজন্য ধূমমূলে বহ্নি থাকা নিয়মিত।

ঈশ্বরকৃষ্ণ অনুমানের অবয়ব সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু না বলিলেও তাঁহার কারিকাবলী হইতে পঞ্চাবয়ব অনুমানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন, প্রতিজ্ঞা—'পুরুষোঽস্তি' (কাঃ ১৭)। হেতু—'সঙ্ঘাতপরার্থত্বাৎ' (কাঃ ১৭)। দৃষ্টান্ত—'নটবদ্ ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্' (কাঃ ৪২)। উপনয়—'ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য' (কাঃ ৫৭)। নিগমন—'তস্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারি' (কাঃ ৩৫)।

যুক্তিদীপিকায় অনুমানের দশটি অবয়বের উল্লেখ আছে—(১) জিজ্ঞাসা (জানিবার ইচ্ছা), (২) সংশয়, (৩) প্রয়োজন (জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য), (৪) শক্যপ্রাপ্তি (সংশয়ের নিরাকরণে সামর্থ্য), (৫) সংশয়ের নিরাকরণ, (৬) প্রতিজ্ঞা, (৭) হেতু, (৮) দৃষ্টান্ত, (৯) উপনয় এবং (১০) নিগমন। ইহার মধ্যে প্রথম পাঁচটি ব্যাখ্যার অঙ্গ এবং শেষের পাঁচটি ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রত্যয়োৎপত্তির অঙ্গ।[৪৫] ব্যাখ্যাঙ্গ পাঁচটি অবয়বের বিবৃতি প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে:—(১) কোনও ব্যক্তি আচার্যের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—পুরুষের সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করি—পুরুষ আছে কি নাই? (জিজ্ঞাসা)। (২) আচার্য জিজ্ঞাসা করিলেন—এরূপ সংশয়ের কারণ কি? উত্তর আসিল—আত্মার অনুপলব্ধি (সংশয়)। (৩) আচার্য জিজ্ঞাসা করিলেন—এরূপ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? উত্তর হইল—ব্যক্ত, অব্যক্ত ও চেতন পুরুষের স্বরূপজ্ঞান হইতে মুক্তি হয়—শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি আছে; অতএব মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য জিজ্ঞাসা (প্রয়োজন)। (৪) আচার্যের উত্তর—এই সন্দেহ সমাধানযোগ্য (শক্যপ্রাপ্তি)। (৫) প্রমাণত্রয়ের দ্বারা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা যায় (সংশয়-নিরাকরণ)। তারপর প্রতিজ্ঞা, হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয় ও নিগমনের উপস্থাপনের দ্বারা পুরুষের অস্তিত্ব নির্ধারিত হয়। সেই অনুমানের স্বরূপ হইল—'অব্যক্ত-মহদাদয়ঃ পরার্থাঃ সংহতত্বাৎ, শয়নাসনাদিবৎ। শয়নাদয়ঃ পরার্থাঃ সংহতত্বাৎ, এবং মহদাদিভিঃ পরার্থৈ র্ভবিতব্যম্; যোঽসৌ পরঃ স পুরুষঃ। তস্মাদস্তি পুরুষঃ।'[৪৬] (যাহারা সম্মিলিতভাবে অর্থাৎ অন্যের সহিত মিলিত হইয়া কাজ করে, তাহারা সংহতরূপে প্রসিদ্ধ। সংহত বস্তুমাত্রই পরপ্রয়োজনসাধক হইয়া থাকে, যেমন শয্যা, বস্ত্র প্রভৃতি। সুখদুঃখমোহাত্মক হওয়ায় অব্যক্ত, মহান্ প্রভৃতি সংহত। এজন্য ইহারা পরার্থে প্রযুক্ত এবং সেই পর হইলেন পুরুষ। অতএব পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।)

সাংখ্যকারিকার অন্যতম টীকাকার মাঠর অনুমানকে তিনটি অবয়ববিশিষ্ট

৪৫। তস্য পুনরবয়বাঃ—জিজ্ঞাসা-সংশয়-প্রয়োজন-শক্যপ্রাপ্তি-সংশয়ব্যুদাসলক্ষণাশ্চ ব্যাখ্যাঙ্গম্; প্রতিজ্ঞা-হেতু-দৃষ্টান্তোপসংহার-নিগমনানি পরপ্রতিপাদনাঙ্গমিতি।—যুক্তি পৃঃ ৪৭

৪৬। যুক্তিদীপিকা পৃঃ ৪৭-৪৮

বলিয়াছেন। অবয়ব তিনটি হইল—পক্ষ, হেতু ও দৃষ্টান্ত। পক্ষ হইল প্রতিজ্ঞা; যেমন—'বহ্নিমানয়ং প্রদেশঃ'। হেতু যথা—'ধূমবত্ত্বাৎ'। নিদর্শন যেমন—'যথা মহানসম্'। তাঁহার মতে পক্ষাভাস হইল নয়টি, হেত্বাভাস হইল চৌদ্দটি এবং নিদর্শনাভাস হইল দশটি। সুতরাং তাঁহার মতে উক্ত তেত্রিশটি-আভাসরহিত এবং তিনটি অবয়ব-বিশিষ্ট হইবে অনুমান। আবার অনুমান যে পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট হইতে পারে, একথাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। সেই পঞ্চ অবয়ব হইল—প্রতিজ্ঞা, অপদেশ, নিদর্শন, অনুসন্ধান, ও প্রত্যাম্নায়।[৪৭] ইহা পূর্বোক্ত পঞ্চাবয়ব অনুমানের অনুরূপ।

এখানে প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে যে, বেদান্তপরিভাষায় অনুমানের তিনটি অবয়ব স্বীকার করা হইয়াছে। এই তিনটি অবয়ব হইল—প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ; অথবা উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। তিনটী অবয়বের দ্বারাই ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া পঞ্চাবয়ব অনুমান বেদান্ত-পরিভাষায় স্বীকৃত হয় নাই। প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ রূপ অনুমানের তিনটি অবয়ব স্বীকার করিলে প্রতিজ্ঞা দ্বারা নিগমনার্থ এবং হেতু দ্বারা উপনয়ার্থের জ্ঞান হয়।[৪৮] এজন্য মানমেয়োদয়ে বলা হইয়াছে, হেতু দ্বারা উপনয়ের এবং প্রতিজ্ঞা দ্বারা নিগমনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় পঞ্চাবয়ব অনুমান স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা নাই।[৪৯]

কোন এক পদার্থ কোন এক পদার্থের সহিত নিয়ত অবস্থান করে। কোন এক বস্তুর অভাব হইলে অন্য এক বস্তুর অভাব হয়। কোন এক পদার্থ উৎপন্ন হইলে তৎসঙ্গে বা তাহার অব্যবহিত পরে অন্য এক পদার্থ জন্মগ্রহণ করে। কোন এক বস্তুর জ্ঞান হইলে তৎসহচর অন্য বস্তুর জ্ঞান হয়। ইত্যাদি প্রকারে এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের যে অবিনাভাব অর্থাৎ স্বাভাবিক অবিযুক্তভাবে থাকার নিয়ম দেখা যায়, সেই নিয়মবিশিষ্ট স্বাভাবিক সম্বন্ধের অন্য নাম অবিনাভাব ও ব্যাপ্তি। ন্যায়াদিশাস্ত্রে অবিনাভাববিশিষ্ট বস্তু ব্যাপ্য এবং যাহার সহিত যে পদার্থের ব্যাপ্তি, সেই পদার্থ ব্যাপক নামে পরিভাষিত হয়। ধূম থাকিলেই তন্মূলে বহ্নি থাকে—ইহা একটি স্বাভাবিক ব্যাপ্তির স্থান। স্বাভাবিক

৪৭। ত্রিসাধনং ত্র্যবয়বং পঞ্চাবয়বমিত্যপরে। পক্ষহেতুদৃষ্টান্তা ইতি ত্র্যবয়বম্। পক্ষঃ প্রতিজ্ঞাপদম্; যথা বহ্নিমানয়ং প্রদেশঃ। সাধ্যবস্তুপক্ষাসঃ পক্ষঃ। ইতরে পক্ষাভাসাঃ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধাদয়ো নব। ত্রিরূপো হেতুঃ। ত্রৈরূপ্যং পুনঃ পক্ষধর্মত্বং সপক্ষে সত্ত্বং বিপক্ষে চাসত্ত্বমিতি; অত্রোদাহরণং যথা ধূমবত্ত্বাদিতি। অন্যে হেত্বাভাসাঃ চতুর্দশ, অসিদ্ধানৈকান্তিকবিরুদ্ধাদয়ঃ। সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং দ্বিবিধং নিদর্শনম্, যথা মহানসম্। ইতরে নিদর্শনাভাসা দশ। এবং ত্রয়স্ত্রিংশদাভাসরহিতং ত্র্যবয়বম্ অনুমানম্। পঞ্চাবয়বমিত্যপরে। তদাহ—অবয়বাঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞাপদেশনিদর্শনানুসন্ধান-প্রত্যাম্নায়াঃ।—মাঠরবৃত্তিঃ (সা. কা ৫)

৪৮। অবয়বাশ্চ ত্রয় এব—প্রতিজ্ঞা-হেতূদাহরণ-রূপাঃ, উদাহরণোপনয়-নিগমন-রূপা বা। ন তু পঞ্চাবয়বাঃ, অবয়ব-ত্রয়েণৈব ব্যাপ্তি-পক্ষধর্মতয়োরুপদর্শন-সম্ভবেনঽধিকাবয়বদ্বয়স্য ব্যর্থত্বাৎ।—বেদান্ত-পরিভাষা (অনুমান-পরিচ্ছেদঃ) পৃঃ ১২৯—১৩১

৪৯। প্রতিজ্ঞয়া নিগমনং হেতুনোপনয়স্তথা।
গতার্থ ইতি কঃ কুর্যাৎ পঞ্চাবয়ব-যোজনম্।—মানমেয়োদয়ঃ পৃ ৩৪

ব্যাপ্তি ত্রিবিধ—অন্বয়ী, ব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী। সাধন থাকিলে সাধ্য থাকে, এই প্রণালীর ব্যাপ্তি অন্বয়ী ; যেমন ধূম থাকিলে তন্মূলে বহ্নি থাকে। সাধ্য না থাকিলে সাধন থাকে না, এই প্রণালীর ব্যাপ্তি ব্যতিরেকী ; যেমন বহ্নি না থাকিলে ধূমও থাকে না ; অথবা কারণের অভাবে কার্যেরও অভাব হয়। থাকিলে থাকে, না থাকিলে থাকে না—এই উভয়মুখী ব্যাপ্তি অন্বয়ব্যতিরেকী। আর্দ্র-দাহের যোগ থাকিলে ধূম থাকে, না থাকিলে থাকে না।

অনুমান বীত ও অবীত ভেদে দুই প্রকার। সাধনসত্ত্বে সাধ্যসত্তা-রূপ অন্বয়মুখে যে বুদ্ধিবৃত্তিরূপ জ্ঞান উপস্থিত হয় এবং যাহা প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত ভাববস্তুর জ্ঞাপক, তাহা বীতানুমান। সাধ্যাভাবে সাধনাভাবরূপ ব্যতিরেকমুখে যে বুদ্ধিবৃত্তি উপস্থিত হয় এবং যাহা প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত অভাব বস্তুর জ্ঞাপক, তাহা অবীতানুমান। বীতানুমান হইল বিধায়ক এবং অবীতানুমান হইল নিষেধক বা অভাব-বোধক। বীতানুমান 'পূর্ববৎ' ও 'সামান্ততো দৃষ্ট' ভেদে দুই প্রকার এবং অবীতানুমান কেবলমাত্র 'শেষবৎ' রূপ এক প্রকার।[৫০]

'পূর্ববৎ' অনুমান হইল কার্য হইতে কারণের অনুমান। যাহা সাধ্য, ঠিক সেইরূপ বস্তু অন্যত্র পরিদৃষ্ট হইলে সেই সাধ্যানুমানকে 'পূর্ববৎ' বলা হয় ;[৫১] যেমন 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ'। এস্থলে পর্বত হইল পক্ষ, বহ্নি হইল সাধ্য এবং ধূম হইল হেতু। সেই বহ্নি পর্বতে দৃষ্ট না হইলেও পাকশালা প্রভৃতিতে দেখা যায়। পাকশালার বহ্নি এবং সাধ্য-বহ্নিতে কোন ভেদ নাই ; বহ্নিত্ব-রূপ অসাধারণ ধর্ম উভয়ে বর্তমান—যাহা কোথাও অনুমানের সঙ্গে, কোথাও বা প্রত্যক্ষের সঙ্গে জড়িত। যাহা অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অগোচর, তাদৃশ সাধ্যের অনুমান পূর্ববৎ হইতে পারে না ; তাহা হয় শেষবৎ, অথবা সামান্ততো দৃষ্ট।

'সামান্ততো দৃষ্ট' অনুমান পূর্ববৎ অনুমানের বিপরীত। এই অনুমানে যে সাধ্যের অনুমান হইতেছে, তাহার বা ঠিক সেই আকারের আর একটি বস্তু কখনও দৃষ্টিগোচর হইবে না ; কিন্তু তাহার সহিত তুলনীয় বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান-গোচর যাবতীয় বস্তুর ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব জ্ঞান এবং প্রকৃত হেতুতে পক্ষধর্মতা জ্ঞান হইলে যে বুদ্ধিবৃত্তি হয়, তাহা 'সামান্ততো দৃষ্ট' অনুমান। যেমন, 'রূপাদিজ্ঞানং সকরণং ক্রিয়াত্বাৎ ছিদাদিবৎ'। এখানে ইন্দ্রিয়ের অনুমান হইতেছে; কিন্তু সেই ইন্দ্রিয় অযোগিব্যক্তিগণের কখনও

৫০। অনুমানং ত্রিবিধম্—পূর্ববৎ, শেষবৎ, সামান্ততো দৃষ্টঞ্চ। তত্র প্রথমং তাবৎ দ্বিবিধং বীতমবীতঞ্চ। অন্বয়মুখেন প্রবর্তমানং বিধায়কং বীতম্। ব্যতিরেকমুখেন প্রবর্তমানং নিষেধকমবীতম্। তত্রাবীতং শেষবৎ।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫)

৫১। পূর্বং প্রসিদ্ধং দৃষ্টস্বলক্ষণসামান্তমিতি যাবৎ। তদস্য বিষয়ত্বেনাস্ত্যনুমানস্যেতি পূর্ববৎ। যথা ধূমাদ্বহ্নিত্বসামান্তবিশেষঃ পর্বতেঽনুমীয়তে। তস্য চ বহ্নিত্বসামান্তবিশেষস্য স্বলক্ষণং বহ্নিবিশেষো দৃষ্টো রসবত্যাম্।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫)

প্রত্যক্ষগোচর হয় নাই। যাহা যাহা ক্রিয়া, তৎসমস্তেরই করণ আছে—এইরূপ জ্ঞানের পর জ্ঞান-পথে উদিত সকল ক্রিয়াগুলিতেই করণ-সম্বন্ধ জ্ঞান হয়। যেহেতু ছেদন প্রভৃতির ন্যায় রূপাদিপ্রত্যক্ষও একটি ক্রিয়া, সেজন্য রূপাদি-প্রত্যক্ষেরও করণ আছে এবং ঐ করণ হইল ইন্দ্রিয়।[৫২] এই জাতীয় অনুমানে অধিকাংশ অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

কারণের অভাবে কার্যেরও অভাব—এইরূপ ব্যাপ্তিঘটিত যুক্তি 'শেষবৎ' নামে প্রসিদ্ধ। যেমন 'কার্যং (ঘটাদিকং) সৎ, অসদকরণাৎ'। কারণের ব্যাপারের পূর্বে কারণে কার্য থাকিলে তাহার উৎপত্তি সম্ভব; কারণে কার্য না থাকিলে ইহার উৎপত্তি সম্ভব হইত না, যেমন নীল রং শত চেষ্টাতেও পীত হয় না।[৫৩]

পূর্বে 'পূর্ববৎ' অনুমান প্রভৃতির যে স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাচস্পতির মতানুযায়ী। যুক্তিদীপিকায় মতান্তর দেখা যায়। 'পূর্ববৎ' শব্দের 'পূর্ব' শব্দের অর্থ কারণ; সুতরাং কারণ হইতে ভবিষ্যৎ কার্যের অনুমানকে 'পূর্ববৎ' বলা হয়; যেমন তন্তু হইতে পটের অনুমান। 'শেষবৎ' পদে 'শেষ' শব্দের অর্থ কার্য। কার্য হইতে কারণের অনুমানকে 'শেষবৎ' বলা হয়, যেমন অঙ্কুর হইতে বীজের অনুমান।[৫৪] 'সামান্যতো দৃষ্ট' অনুমান সম্বন্ধে যুক্তিদীপিকার মত বাচস্পতির অনুরূপ। 'সামান্যতো দৃষ্ট' সম্বন্ধে যুক্তিদীপিকায় বলা হইয়াছে—প্রথমে ধর্মের সহিত ধর্মান্তরের কোনও স্থলে অব্যভিচার-সম্বন্ধের অবগতি আবশ্যক। পরে যখন কোথাও অনুরূপ ধর্মের উপলব্ধির দ্বারা ভিন্নজাতীয় পদার্থে অত্যন্ত অনুপলব্ধ ধর্মান্তরের জ্ঞান হয়, তখন তাহা 'সামান্যতো দৃষ্ট' অনুমান। যেমন গমনের দ্বারাই দেবদত্তের দেশান্তরপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে—ইহা জানিয়া জ্যোতিষ্ক-পদার্থসমূহের দেশান্তরপ্রাপ্তির দ্বারা তাহাদের গমন অনুমিত হইতেছে। এখানে দেবদত্ত ও জ্যোতিষ্কবর্গ ভিন্নজাতীয় পদার্থ এবং জ্যোতিষ্কগণের গমন আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয়।[৫৫]

৫২। অপরঞ্চ বীতং সামান্যতো দৃষ্টম্, অদৃষ্টস্বলক্ষণসামান্যবিষয়ম্, যথেন্দ্রিয়বিষয়মনুমানম্। অত্র হি রূপাদিজ্ঞানানাং ক্রিয়াত্বেন করণত্বমনুমীয়তে। যদ্যপি করণত্বসামান্যস্য ছিদাদৌ বাস্যাদি স্বলক্ষণমুপলব্ধং, তথাপি যজ্জাতীয়ং রূপাদিজ্ঞানে করণমনুমীয়তে, তজ্জাতীয়স্য করণস্য ন দৃষ্টং স্বলক্ষণং প্রত্যক্ষেণ। ইন্দ্রিয়জাতীয়ং হি তৎ করণম্। ন চেন্দ্রিয়ত্বসামান্যস্য স্বলক্ষণম্ ইন্দ্রিয়বিশেষঃ প্রত্যক্ষগোচরোঽর্বাগ্‌দৃশাম্, যথা বহ্নিত্বসামান্যস্য স্বলক্ষণং বহ্নিঃ। —বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫)।

৫৩। তত্রেদং প্রতিজ্ঞাতং সৎকার্যমিতি; অত্র হেতুমাহ অসদকরণাদিতি। অসচ্চেৎ কারণব্যাপারাৎ পূর্বং কার্যং, নাস্য সত্ত্বং কেনাপি কর্তুং শক্যম্। ন হি নীলং শিল্পিসহস্রেণাপি শক্যং পীতং কর্তুম্।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৯)

৫৪। অনুমানং ত্রিঃপ্রকারমাচার্যৈর্ব্যাখ্যাতম্—পূর্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ। তত্র পূর্বমিতি কারণমুচ্যতে। যস্য হি যৎ কারণং স লোকে তৎপূর্বক ইত্যুচ্যতে; যথা তন্তুপূর্বকঃ পটো দেবদত্তপূর্বকো যজ্ঞদত্ত ইতি। পূর্বমস্যাস্তীতি পূর্ববৎ। শেষ ইতি বিকারো নাম, শিষ্ট ইতি কৃত্বা। ... শেষোঽস্যাস্তীতি শেষবৎ। ... যদা পর্ণং দৃষ্ট্বা শালূকং প্রতিপদ্যতে, অঙ্কুরং বা দৃষ্ট্বা বীজমিতি তদা শেষবৎ।—যুক্তিদীপিকা (পৃ ৪৪)

৫৫। যদা ক্বচিদ্ ধর্মেণ ধর্মান্তরস্যাব্যভিচারমুপলভ্যৈবং ধর্মোপলম্ভাদ্ ভিন্নজাতীয়েঽত্যন্তানুপলব্ধস্য ধর্মান্তরস্য প্রতিপত্তিস্তদা সামান্যতো দৃষ্টম্। তদ্ যথা—দেবদত্তে গমনাৎ দেশান্তরপ্রাপ্তিমুপলভ্যাত্যন্তাদৃষ্টজ্যোতিষাং দেশান্তরপ্রাপ্তে র্গমনমনুমীয়তে।—যুক্তিদীপিকা (পৃ ৪৫)

গৌড়পাদভাষ্যের মতে পূর্বদৃষ্টজাতীয়সাধ্যহেতু স্থলে 'পূর্ববৎ' অনুমান হয়। যেমন মেঘোদয়ে বৃষ্টি হয়—ইহা পূর্বে বহুবার দেখা গিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে মেঘোদয়দর্শনে বৃষ্টি হইবে—ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। সহজাত-পদার্থসমূহের মধ্যে একের বিশিষ্টগুণের উপলব্ধির দ্বারা অবশিষ্ট সহজাত-পদার্থসমূহের তদ্‌গুণবিশিষ্ট হওয়ার অনুমান হইল 'শেষবৎ' অনুমান। যেমন, সমুদ্রের এককণা জলে লবণের আস্বাদ পাইয়া সমুদ্রের অবশিষ্ট জলে লবণত্বের অনুমান। এই দুইটি অনুমান বাচস্পতির মত হইতে ভিন্ন। 'সামান্যতো দৃষ্ট' অনুমান বাচস্পতির অনুরূপ। 'সামান্যতো দৃষ্ট' অনুমান হইল—দেশ হইতে দেশান্তরে উপস্থিত চৈত্র নামক ব্যক্তি গতিমান্; ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া একস্থান হইতে অন্যদেশে উপস্থিত চন্দ্রাদিও গতিমান্ হইবে—এইরূপ অনুমান।[৫৬]

যোগভাষ্যে অনুমানের লক্ষণ বলা হইয়াছে। জিজ্ঞাসিতধর্মযুক্ত পক্ষ হইল অনুমেয়। সেই অনুমেয়ের তুল্যজাতীয়ে অনুবৃত্ত এবং ভিন্নজাতীয়ে ব্যাবৃত্ত সম্বন্ধ (অর্থাৎ হেতু) হইতে যে বুদ্ধিবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহা অনুমান।[৫৭] যেমন, 'দেশান্তর-প্রাপ্তে গতিমচ্চন্দ্রতারকং চৈত্রবদ্, বিন্ধ্যশ্চাপ্রাপ্তিরগতিঃ।' এখানে 'চন্দ্রতারকম্'—পক্ষ। 'গতিমৎ চন্দ্রতারকম্'—অনুমেয়; 'দেশান্তরপ্রাপ্তেঃ'—হেতু; এবং 'চৈত্রবৎ' উদাহরণ। চৈত্রের ন্যায় চন্দ্র ও তারকা একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করে; সুতরাং তাহারা গতিমান্। পক্ষান্তরে বিন্ধ্যপর্বত একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন্ করে না বলিয়া তাহাকে গতিহীন বলিতে হইবে। অনুমানের পূর্ণাঙ্গ রূপ হইল—'চন্দ্রাদিকং গতিমদ্ দেশান্তরপ্রাপ্তেঃ; যদ্ যৎ তাদৃশপ্রাপ্তিমৎ, তত্তৎ গতিমৎ যথা চৈত্রাদি। যদ্ যদ্ গতিমন্ন, তৎ তৎ তাদৃশপ্রাপ্তিমদপি ন, যথা বিন্ধ্যাদি।' অনুমানে বস্তুর সামান্যরূপে জ্ঞান হয়। বস্তুর বিশেষাত্মক জ্ঞান প্রত্যক্ষপ্রমাণলভ্য। হেতু ও সাধ্যের মধ্যে অবিনাভাব-রূপ সম্বন্ধের জ্ঞান অনুমানের পূর্বে অবশ্য থাকা চাই—একথা সকলে স্বীকার করিয়াছেন।

গৌতমের ন্যায়সূত্রে অনুমানপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে:—অনুমানের কারণ দুইটি—সাধ্যের সহিত সাধনের অবিনাভাব বা নিত্য সাহচর্য দর্শন এবং লিঙ্গ বা হেতু দর্শন। অনুমান তিনপ্রকার—পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট।[৫৮] যখন কারণ হইতে কার্যের

৫৬। পূর্বমস্যাস্তীতি পূর্ববদ্ যথা মেঘোন্নত্যা বৃষ্টিঃ সাধয়তি পূর্বদৃষ্টত্বাৎ। শেষবৎ যথা—সমুদ্রাদেকং জলপলং লবণমাসাদ্য শেষস্যাপ্যস্তি লবণভাবঃ ইতি। সামান্যতো দৃষ্টম্—দেশান্তরাদ্দেশান্তরং প্রাপ্তং দৃষ্টং গতিমচ্চন্দ্রতারকম্, যথা চৈত্রনামানং দেশান্তরাদ্দেশান্তরং প্রাপ্তমবলোক্য গতিমানয়মিতি তদ্বচ্চন্দ্রতারকমিতি।—গৌড়পাদভাষ্যম্ (সা. কা ৫)

৫৭। অনুমেয়স্য তুল্যজাতীয়েষ্বনুবৃত্তো ভিন্নজাতীয়েভ্যো ব্যাবৃত্তঃ সম্বন্ধো যত্তদ্বিষয়া সামান্যাবধারণপ্রধানা বৃত্তিরনুমানম্। যথা দেশান্তরপ্রাপ্তে গতিমচ্চন্দ্রতারকম্ চৈত্রবদ্, বিন্ধ্যশ্চাপ্রাপ্তিরগতিঃ।—যোগভাষ্যম্ ১।৭

৫৮। তৎপূর্বকং চ ত্রিবিধমনুমানং পূর্ববচ্ছেষবৎসামান্যতোদৃষ্টং চ (গৌতম সূত্রম্ ৫)। অত্র জয়ন্তভট্টঃ—তে দ্বে প্রত্যক্ষে পূর্বং যস্যেতি, যদেকমবিনাভাবগ্রাহি প্রত্যক্ষং ব্যাখ্যাতং, যচ্চ দ্বিতীয়ং লিঙ্গদর্শনং, তে দ্বে প্রত্যক্ষে অনুমানস্যৈব কারণং লোপমানাদেঃ।—ন্যায়মঞ্জরী (১ম) পৃঃ ১১৩

অনুমান হয়, তখন পূর্ববৎ। যেমন, আকাশে মেঘ দেখিয়া বৃষ্টি হওয়ার অনুমান।[৫৯] যখন কার্যের দ্বারা কারণের অনুমান হয়, তখন শেষবৎ। যেমন নদীতে জলের প্রাবল্য দেখিয়া উন্নত স্থলভাগে বৃষ্টির অনুমান।[৬০] এই দুইটি অনুমান যুক্তিদীপিকার অনুরূপ। পরস্পর কার্যকারণস্বরূপ নয় এরূপ লিঙ্গদ্বয় (হেতুদ্বয়) হইতে লিঙ্গিতে (পক্ষে) একটি লিঙ্গের অবস্থানের দ্বারা লিঙ্গিতে অন্য লিঙ্গেরও অবস্থিতির অনুমান হইল 'সামান্যতো দৃষ্ট'। যেমন কপিত্থের রূপ দেখিয়া উহাতে রসের অনুমান। রূপ ও রসের মধ্যে কার্যকারণভাব নাই; অথচ রূপ ও রসের সমবায়িকারণ হইল একই কপিত্থ। কপিত্থের রূপবত্তার দ্বারা তাহার রসবত্তার অনুমান হইল 'সামান্যতো দৃষ্ট' অনুমান।[৬১] জয়ন্তের 'সামান্যতো দৃষ্ট' অনুমানের স্বরূপ বাচস্পতির মত হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র; তবে 'সামান্যতো দৃষ্ট' অনুমান নিত্য পরোক্ষবিষয়ের অনুমাপক—একথা জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন।[৬২] ইহা বাচস্পতিরও মত। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাতেও এই কথা বলা হইয়াছে।[৬৩]

গৌতমের অনুমানের কারণ এবং তাহার শ্রেণীভেদ সাংখ্যসিদ্ধান্তানুযায়ী।

শব্দ-প্রমাণ

ঈশ্বরকৃষ্ণের শব্দ-প্রমাণের লক্ষণ হইল—'আপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনন্তু'।[৬৪] যে বাক্য ভ্রম, প্রমাদ, সংশয়, প্রতারণাবুদ্ধি প্রভৃতির অতীত, তাহা শ্রবণের পর প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্বন্ধে যে বুদ্ধিবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহা শব্দ-প্রমাণ। অপৌরুষেয় বেদবাক্য সকল সংশয়ের ঊর্ধ্বে; এজন্য তাহা শব্দ-প্রমাণ। বেদমূলক স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদির বাক্যও শব্দপ্রমাণ। আদিবিদ্বান্ কপিলের পক্ষে কল্পের প্রারম্ভে পূর্ব পূর্ব কল্পে অধীত শ্রুতিস্মরণ সম্ভব, যেমন নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি পূর্বদিনের কৃতকার্যসমূহকে স্মরণ করিতে পারে। সুতরাং সেই কপিলের বাক্যও শব্দ-প্রমাণ।[৬৫] ইহা বাচস্পতির মত।

৫৯। পূর্ববদিতি যত্র কারণেন কার্যমনুমীয়তে, যথা জলধরোন্নত্যা ভবিষ্যতি বৃষ্টিরিতি।

—ন্যা. ম. (১ম) পৃঃ ১১৬

৬০। শেষবদিতি যত্র কার্যেণ কারণমনুমীয়তে, যথা নদীপূরেণোপরিতনে দেশে বৃষ্টিরিতি।

—ন্যা. ম. (১ম) পৃঃ ১১৮

৬১। সামান্যতো দৃষ্টং তু যদকার্যকারণভূতাল্লিঙ্গাত্তাদৃশস্যৈব লিঙ্গিনোঽনুমানং, যথা কপিত্থাদৌ রূপেণ রসানুমানম্।—ন্যা. ম. (১ম) পৃঃ ১১৯

৬২। সামান্যতো দৃষ্টং তু নিত্যপরোক্ষবিষয়মেবেতি।—ন্যা. ম. (১ম) পৃঃ ১২১

৬৩। সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।—সা. কা. ৬

৬৪। সাংখ্যকারিকা ৫

৬৫। আপ্তা প্রাপ্তা যুক্তেতি যাবৎ। আপ্তা চাসৌ শ্রুতিশ্চেতি আপ্তশ্রুতিঃ। শ্রুতি বাক্যজনিতং বাক্যার্থ-

বাচস্পতির মতে আপ্ততা বাক্যে রহিয়াছে, পুরুষে নহে। যোগভাষ্যের মতে আপ্ততা বাক্যের নহে। আপ্ততা হইল পুরুষের। ভ্রম, প্রমাদ, ইন্দ্রিয়ের অশক্তি, পরপ্রতারণেচ্ছা প্রভৃতি দোষশূন্য পুরুষ আপ্তপদবাচ্য। তাদৃশ পুরুষ যাহা বলেন বা উপদেশ দেন, তাহা শব্দ প্রমাণ।[৬৬]

যুক্তিদীপিকায় পূর্বোক্ত দুইটী মত গ্রহণ করা হইয়াছে। আপ্তা শ্রুতি এবং আপ্তগণের শ্রুতি—উভয়ই শব্দ-প্রমাণ। একশেষ সমাসের দ্বারা আপ্তশ্রুতি পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রথম সমাসের দ্বারা অপৌরুষেয় বেদবাক্য শব্দপ্রমাণ। দ্বিতীয় সমাসের দ্বারা মনু প্রভৃতি আপ্তগণের কথিত স্মৃতি, বেদাঙ্গ, তর্ক, ইতিহাস প্রভৃতিও শব্দপ্রমাণ।[৬৭]

মাঠরভাষ্যে যাঁহারা ধর্মের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মাদি আচার্যের উপদেশ এবং বেদ—উভয়কেই আপ্তবচন বলা হইয়াছে।[৬৮]

গৌতমের ন্যায়সূত্রে আপ্তের উপদেশকে শব্দপ্রমাণ বলা হইয়াছে। যিনি ধর্ম-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন তিনি অথবা যথাদৃষ্ট বিষয়ের কথনেচ্ছায় তৎকর্তৃক নিযুক্ত উপদেষ্টা আপ্তপদবাচ্য। ইহা সাংখ্যসিদ্ধান্তানুযায়ী।[৬৯]

সাংখ্যদর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—কেবলমাত্র এই তিনটি প্রমাণের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। বিভিন্ন শাস্ত্রোক্ত প্রমাণসমূহ এই ত্রিবিধ প্রমাণেরই অন্তর্গত।

উপমান-প্রমাণ

দর্শনান্তরে 'উপমান'কে একটী পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; সাংখ্যদর্শনের মতে ইহা আগম, অনুমান, বা প্রত্যক্ষের অন্তর্গত। উপমানের স্বরূপ—

জ্ঞানম্। তচ্চ স্বতঃ প্রমাণম্। অপৌরুষেয়বেদবাক্যজনিতত্বেন সকলদোষাশঙ্কাবিনির্মুক্তত্বেন যুক্তং ভবতি। এবং বেদমূলকস্মৃতীতিহাসপুরাণবাক্যজনিতমপি জ্ঞানং যুক্তম্।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫)

৬৬। আপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতো বাঽর্থঃ পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে শব্দেনোপদিশ্যতে। শব্দাত্তদর্থবিষয়া বৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ। যস্যাশ্রদ্ধেয়ার্থো বক্তা ন দৃষ্টানুমিতার্থঃ, স আগমঃ প্লবতে। মূলবক্তরি তু দৃষ্টানুমিতার্থে নির্বিপ্লবঃ স্যাৎ।—যোগভাষ্যম্ ১।৭

৬৭। শ্রবণং শ্রুতিঃ ; আপ্তা চাসৌ শ্রুতিঃ আপ্তশ্রুতিঃ। অথবা আপ্তোঽস্যাস্তীত্যাপ্তঃ, অকারো মত্বর্থীয়ঃ। আপ্তেভ্যঃ শ্রুতিরাপ্তশ্রুতিঃ। আপ্তশ্রুতিশ্চাপ্তশ্রুতিশ্চাপ্তশ্রুতিঃ সরূপাণামিত্যেকশেষঃ। তত্র পূর্বেণাপ্তশ্রুতিগ্রহণেনেদং প্রতিপাদয়তি—অপুরুষবুদ্ধিপূর্বক আম্নায়ঃ, স পুরুষ-নিঃশ্রেয়সার্থং প্রবর্তমানো নিঃসংশয়ং প্রমাণমিতি। দ্বিতীয়েন মন্বাদিনিবন্ধনানাং চ স্মৃতীনাং বেদাঙ্গতর্কেতিহাসপুরাণানাং শিষ্টানাং নানাশিল্পাভিযুক্তানাং চাদুষ্টমনসাং যদ্ বচস্তৎপ্রমাণমিত্যেতৎ সিদ্ধং ভবতি।—যুক্তিদীপিকা (পৃঃ ৪৬)

৬৮। আপ্তা ব্রহ্মাদয় আচার্যাঃ, শ্রুতি র্বেদস্তদেতদুভয়মাপ্তবচনম্। আপ্তিঃ সাক্ষাদর্থপ্রাপ্তি র্যথার্থোপলম্ভঃ, তয়া বর্ততে ইত্যাপ্তঃ সাক্ষাৎকৃতধর্মা যথার্থাপ্ত্যা শ্রুতার্থগ্রাহী তদুক্তমাপ্তবচনম্।—মাঠরবৃত্তিঃ (সা. কা. ৫)

৬৯। আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ (গৌতমসূত্রম্ ৭)। অত্র জয়ন্তঃ—আপ্তো ভাষ্যকৃতা ব্যাখ্যাতঃ—আপ্তঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্মা যথাদৃষ্টস্যার্থস্য চিখ্যাপয়িষয়া প্রযুক্ত উপদেষ্টা চেতি। —ন্যা. ম. (১ম) পৃঃ ১৩৮

'যথা গৌস্তথা গবয়ঃ'—গবয়মৃগ (নীলগাই) গোসদৃশ। সাংখ্যমতে ইহা আগম হইতে পারে। কারণ 'যথা গৌস্তথা গবয়ঃ'—বৃদ্ধব্যক্তির উচ্চারিত এই বাক্য হইতে উদ্ভূত গোসদৃশের গবয়বাচ্যত্ব-জ্ঞান আগম। দ্বিতীয়তঃ, অপরিচিত গোসদৃশ জীবের পরিচয় অর্থাৎ গবয়বাচ্যত্বজ্ঞান অনুমানও হইতে পারে। সেই অনুমানের স্বরূপ হইবে—'গবয়শব্দো গোসদৃশস্ত পশো র্বাচকঃ, বৃদ্ধৈ র্বনেচরাদিভি র্গোসদৃশে প্রযুক্তত্বাৎ; যো যদর্থে প্রযুজ্যতে সোঽসতি বৃত্ত্যন্তরে তদ্বাচকঃ গোশব্দস্ত গোবাচকত্ববৎ; প্রযুজ্যতে চৈবং গবয়শব্দো গোসদৃশে; তস্মাদ্ গবয়শব্দো গোসদৃশপশুবাচকঃ।' জ্ঞানিবৃদ্ধগণ যখন গোসদৃশজীব-বিশেষকে গবয়পদে অভিহিত করিয়াছেন, তখন ঐ জীব গবয়পদবাচ্য; এই যুক্তি অনুসারে অনুমান হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, ইহা প্রত্যক্ষও হইতে পারে। চক্ষুঃ-সন্নিকৃষ্ট গবয়ে গোসাদৃশ্যজ্ঞান প্রত্যক্ষ। সুতরাং স্মর্যমান গরুতেও গবয়সাদৃশ্যজ্ঞান প্রত্যক্ষ। গো এবং গবয়—উভয়সাধারণ অবয়ব-সামান্যই সাদৃশ্য। তাহার প্রত্যক্ষ যে কোনস্থানে হউক্ না কেন, সেটি উভয় বস্তুরই সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ।[১০]

অর্থাপত্তি-প্রমাণ

যে অজ্ঞাত বিষয়ের কল্পনা না করিলে ফলাবগতিতে বাধা ঘটে, সেই অজ্ঞাত বিষয়ের কল্পনার নাম অর্থাপত্তি। মীমাংসকগণের মতে ইহা অন্যতম প্রমাণ; কিন্তু সাংখ্যমতে ইহা পৃথক্ প্রমাণ নহে; ইহা অনুমানের অন্তর্গত। যেমন জীবিত চৈত্র নামক পুরুষের গৃহে অনবস্থান হেতু তাহার অদৃষ্ট বহিরবস্থান-কল্পনা—ইহা অর্থাপত্তি। সাংখ্য বলেন—জীবিত চৈত্র নামক পুরুষ অব্যাপক হইয়া যখন একস্থানে নাই, তখন অন্যস্থানে নিশ্চয়ই আছে। অতএব চৈত্রের গৃহে অনবস্থান হেতু তাহার বহিরবস্থান অনুমানসাধ্য। সেই অনুমানের রূপ হইবে—'জীবন্ চৈত্রঃ বহিরস্তি, জীবিতে সতি গৃহে অবিদ্যমানত্বাৎ'।[১১]

১০। তথাহি উপমানন্তাবৎ যথা গৌস্তথা গবয় ইতি বাক্যম্। তজ্জনিতা ধীরাগম এব। যোঽপ্যয়ং গবয়শব্দো গোসদৃশস্য বাচক ইতি প্রত্যয়ঃ, সোঽপ্যনুমানমেব। যো হি শব্দো যত্র বৃদ্ধৈঃ প্রযুজ্যতে, সোঽসতি বৃত্ত্যন্তরে তস্য বাচকঃ, গোশব্দো গোত্বে যথা। প্রযুজ্যতে চৈবং গবয়শব্দো গোসদৃশে ইতি তস্যৈব বাচক ইতি জ্ঞানমনুমানমেব। যত্তু, গবয়স্য চক্ষুঃ-সন্নিকৃষ্টস্য গোসাদৃশ্যজ্ঞানং তৎপ্রত্যক্ষমেব। অতএব স্মর্যমানায়াং গবি গবয়সাদৃশ্যজ্ঞানং প্রত্যক্ষম্। ন হ্যন্যদ্ গবি সাদৃশ্যমন্যচ্চ গবয়ে। ভূয়োঽবয়বসামান্যযোগো হি জাত্যন্তরবর্তী জাত্যন্তরে সাদৃশ্যমুচ্যতে। সামান্য-যোগশ্চৈকঃ। স চেদ্ গবয়ে প্রত্যক্ষো গব্যপি তথেতি নোপমানস্য প্রমেয়ান্তরমস্তি যত্র প্রমাণমুপমানং ভবেদিতি ন প্রমাণান্তরমুপমানমিতি।—বাচস্পতিঃ (সা. কা. ৫)

১১। এবমর্থাপত্তিরপি ন প্রমাণান্তরম্। তথাহি জীবতশ্চৈত্রস্য গৃহাদর্শনেন বহির্ভাবস্যাদৃষ্টস্য কল্পনমর্থাপত্তির-ভিমতা বৃদ্ধানাম্। সাপ্যনুমানমেব। যদা খল্বব্যাপকঃ সন্নেকত্র নাস্তি তদান্যত্রাস্তি। যদা অব্যাপক একত্রাস্তি তদান্যত্র নাস্তীতি সুকরঃ স্বশরীর এব ব্যাপ্তিগ্রহঃ। তথাচ সতো গৃহাভাবদর্শনেন লিঙ্গেন বহির্ভাবদর্শনমনুমানমেব।—বাচস্পতিঃ (সা. কাঃ ৫)

অভাব-প্রমাণ

কুমারিল ভট্ট এবং বেদান্তবাদিগণের মতে অভাব একটি পৃথক্ প্রমাণ। অভাব অর্থে অনুপলব্ধি; যাহার অভাব তাহার উপলব্ধি না হওয়া; যেমনে ভূতলে ঘটাভাব। এই অভাবকে সাংখ্যাচার্যগণ পৃথক্ প্রমাণ না বলিয়া প্রত্যক্ষ-প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করেন। ভূতলে ঘটের অবস্থানকালে 'ঘটযুক্ত ভূতল' এবং ঘটটি সরাইয়া লইলে 'কেবল ভূতল'—এইরূপ জ্ঞান হয়। অতএব ভূতলে ঘটাভাব—ইহা ভূতলের কেবলাত্মক পরিণামবিশেষ। চৈতন্যময় পুরুষ ছাড়া সকল বস্তুরই প্রতিক্ষণে পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং এই পরিবর্তন ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয়। রূপবান্ বস্তুর পরিণামের ফলে যে রূপান্তর ঘটে, তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য; সুতরাং ভূতলে ঘটাভাব—প্রত্যক্ষ-প্রমাণের অন্তর্গত।[৭২]

সম্ভব-প্রমাণ

সম্ভব হইল বহুস্থানে সহাবস্থানদর্শনাধীন জ্ঞান; যেমন খারীতে দ্রোণ, আঢ়ক প্রভৃতির অবস্থান; সহস্রসংখ্যার মধ্যে শতসংখ্যার অবস্থান; এক সের বস্তুতে এক ছটাক বস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞান ইত্যাদি। পৌরাণিকগণ সম্ভবকে পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলেও সাংখ্যাচার্যগণের মতে ইহা অনুমানের অন্তর্গত। দ্রোণাদি ব্যতিরেকে খারীর উপপত্তিই হয় না; অতএব খারীতে দ্রোণের অবস্থান অনুমানগম্য।[৭৩]

ঐতিহ্য-প্রমাণ

যাহার নির্দিষ্ট বক্তা নাই, কিন্তু যাহা পরম্পরাগত প্রবাদ-বাক্যমাত্র, তাহা ঐতিহ্য-প্রমাণ বলিয়া পৌরাণিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত; যেমন এই বটবৃক্ষে যক্ষ বাস করেন। সাংখ্যাচার্যগণ ঐতিহ্যকে পৃথক্ প্রমাণ বলেন না। কারণ এইরূপ প্রবাদ-বাক্যের নির্দিষ্ট বক্তা না থাকায় তাহা সংশয়াদিতে পরিপূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক; সুতরাং তাহা প্রমাণের অযোগ্য। পক্ষান্তরে এইরূপ প্রবাদ-বাক্য যদি ভ্রমপ্রমাদাদি-শূন্য পুরুষের বাক্য হয়, তবে তদর্থজ্ঞান শব্দপ্রমাণ হইবে। অতএব ঐতিহ্যকে পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা নাই।[৭৪]

৭২। এবমভাবোঽপি প্রত্যক্ষমেব। ন হি ভূতলস্য পরিণামবিশেষাৎ কৈবল্যলক্ষণাৎ অন্যো ঘটাভাবো নাম। প্রতিক্ষণ-পরিণামিনো হি সর্ব এব ভাবাঃ ঋতে চিতিশক্তেঃ। স চ পরিণামভেদ ঐন্দ্রিয়ক ইতি নাস্তি প্রত্যক্ষানবরুদ্ধো বিষয়ো যত্রাভাবাখ্যং প্রমাণান্তরমভ্যুপেয়মিতি।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫)

৭৩। সম্ভবস্তু যথা খার্য্যাং দ্রোণাঢ়কপ্রস্থাদ্যবগমঃ। স চানুমানমেব। খারীত্বং হি দ্রোণাদ্যবিনাভূতং প্রতীতং খার্য্যাং দ্রোণাদিসত্ত্বমবগময়তি।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫)

৭৪। যচ্চানির্দিষ্টপ্রবক্তৃকং প্রবাদপারম্পর্যমাত্রম্ 'ইতিহোচু র্বৃদ্ধা ইত্যৈতিহ্যং যথা ইহ বটে যক্ষঃ প্রতিবসতীতি' ন তৎ প্রমাণম্। অনির্দিষ্টপ্রবক্তৃকত্বেন সাংশয়িকত্বাৎ। আপ্তপ্রবক্তৃকত্বনিশ্চয়ে ত্বাগম ইত্যুপপন্নং ত্রিবিধং প্রমাণম্।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫)

অতএব প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটির অধিক প্রমাণ নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

সাংখ্যদর্শন ও মহাভারত

মহাভারতে সাংখ্যোক্ত তিনটি প্রমাণের পরিবর্তে চারিটি প্রমাণের উল্লেখ দেখা যায় :—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) আপ্তবাক্য, এবং (৪) উপমান।[৭৫] উপমানকে মহাভারতে পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; কিন্তু সাংখ্যসিদ্ধান্তে উপমান হইল প্রত্যক্ষ, অনুমান বা আপ্তবাক্যের অন্তর্গত।

সাংখ্যদর্শন ও মনুসংহিতা

মনুসংহিতায় মনু সাংখ্যসম্মত প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ বা আপ্তবাক্য—এই তিনটি প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে ঐ প্রমাণগুলির সহকারিরূপে অনুকূল তর্কের কথাও বলিয়াছেন।[৭৬] মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে যেখানে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সেখানেও এই তিনটি প্রমাণের এবং তর্কের সূচনা পাওয়া যায়।[৭৭] কপিলের ন্যায় মনুও অর্থাপত্তি, উপমান, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য প্রভৃতিকে পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। উহারা অনুমানাদির অন্তর্গত। তাঁহার দ্বাদশাধ্যায়ের ১০৫ সংখ্যক শ্লোকে 'ত্রয়ং সুবিদিতং কার্যম্'—এখানে 'ত্রয়' পদের দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে।

৭৫। প্রত্যক্ষেণানুমানেন তথৌপম্যোপদেশতঃ।
পরীক্ষ্যান্তে মহারাজ স্বে পরে চৈব সর্বদা॥
—মহাভারতম্ ১২।৫৬।৪১

৭৬। প্রত্যক্ষং চানুমানঞ্চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্যং ধর্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥ আর্ষং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসংধত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ॥—মনু ১২।১০৫-১০৬। অত্র কুল্লুকভট্টঃ—ধর্মস্য তত্ত্বাববোধমিচ্ছতা প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ ধর্মসাধনভূতদ্রব্যগুণ-জাতিতত্ত্বজ্ঞানায় শাস্ত্রঞ্চ বেদমূলং স্মৃত্যাদিরূপং নানাপ্রকারং ধর্মস্বরূপবিজ্ঞানায় সুবিদিতং কর্তব্যম্। তদেব চ প্রমাণত্রয়ং মনোরভিমতম্। উপমানার্থাপত্ত্যাদেস্তত্রানুমানান্তর্ভাবঃ। আর্ষমিতি ঋষি-দৃষ্টত্বাৎ আর্ষং বেদং ধর্মোপদেশঞ্চ তন্মূলস্মৃত্যাদিকং যস্তদবিরুদ্ধেন মীমাংসাদিন্যায়েন বিচারয়তি স ধর্মং জানাতি, ন তু মীমাংসানভিজ্ঞঃ। ধর্মে কারণং বেদঃ, মীমাংসা চেতিকর্তব্যতাস্থানীয়া। তদুক্তং ভট্টবার্তিককৃতা—'ধর্মে প্রমীয়মাণে হি বেদেন করণাত্মনা। ইতিকর্তব্যতাভাগং মীমাংসা পূরয়িষ্যতি॥'

৭৭। আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ॥—মনু ১।৫ অত্র কুল্লুকঃ—অপ্রজ্ঞাতম্ অপ্রত্যক্ষম্। সকল-প্রমাণ-শ্রেষ্ঠতয়া প্রত্যক্ষগোচরঃ প্রজ্ঞাত ইত্যুচ্যতে, তন্ন ভবতীত্যপ্রজ্ঞাতম্। অলক্ষণম্ অননুমেয়ম্; লক্ষ্যতেঽনেনেতি লক্ষণং লিঙ্গং তদস্য নাস্তীতি অলক্ষণম্। অপ্রতর্ক্যং তর্কয়িতুমশক্যম্। তদানীং বাচকস্থূলশব্দাভাবাৎ শব্দতোঽপ্যবিজ্ঞেয়ম্। অতএব অবিজ্ঞেয়মিত্যর্থাপত্ত্যাদ্যগোচরমিতি ধরণীধরস্য অপব্যাখ্যানম্।

সাংখ্যদর্শন ও চরকসংহিতা

চরকসংহিতায় জীবের স্মৃতির উদয়ের প্রতি আটটি কারণ উল্লিখিত হইয়াছে :— (১) কারণদর্শনে কার্যের স্মরণ; (২) আকার-গ্রহণের দ্বারা স্মৃতির উদয়, যেমন বনে গবয় দেখিয়া গোস্মরণ; (৩) সাদৃশ্যের বলে, যেমন পিতার সদৃশ পুত্রদর্শনে পিতার স্মরণ; (৪) অত্যন্ত বৈসাদৃশ্যের বলে; যেমন অত্যন্ত কুরূপ দেখিয়া অত্যন্ত সুরূপের স্মরণ; (৫) মনের প্রণিধান-বশে, যেমন স্মরণীয় বস্তুকে স্মরণ করিবার জন্য নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি ঐ বস্তুকে স্মরণ করিতে পারে; (৬) অভ্যাসবলে অভ্যস্তবস্তুর স্মরণ; (৭) তত্ত্বজ্ঞান-বলে; যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে তিনি সেই শক্তিবলে সকল পদার্থ স্মরণ করিতে পারেন; (৮) পুনঃশ্রবণের দ্বারা; যেমন বিস্মৃত বস্তুর একদেশ-স্মরণে পুনরায় সমুদয় বস্তুর জ্ঞান হয়।[৭৮] এইগুলির উল্লেখের পর বলা হইয়াছে—প্রত্যক্ষ, আগমে প্রতীত এবং পূর্বানুভূত বস্তুর স্মরণে স্মৃতির উদয় হয়।[৭৯] সুতরাং বস্তুস্মৃতির প্রতি তিনটি কারণ—প্রত্যক্ষ, আগম এবং অনুভূতি বা অনুমান। চরকসংহিতায় ইন্দ্রিয়স্থান আলোচনা প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম—এই তিনটি প্রমাণের উল্লেখ পাই।[৮০] এই প্রমাণত্রয় সাংখ্যসিদ্ধান্তানুযায়ী। এই তিনটি প্রমাণ ব্যতীত চরকসংহিতায় অন্য একটি প্রমাণেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহা হইল যুক্তি; যেমন, করণের সহিত কর্তার সংযোগ হইলে ক্রিয়োৎপত্তি ঘটে, কর্তা ব্যতিরেকে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় না। কৃতকর্মের ফল দৃষ্ট হয়, অকৃতকর্মের নহে। কর্ম যেরূপ ফলও সেইরূপ হইয়া থাকে। বীজ ব্যতিরেকে অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না ইত্যাদি। সুতরাং মহর্ষি চরকের মতে প্রমাণ চারিটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান, আপ্তোপদেশ ও যুক্তি। সাংখ্যদর্শনে যুক্তিকে পৃথক্ প্রমাণরূপে গণনা করা হয় নাই। ইহাকে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।[৮১]

৭৮। বক্ষ্যন্তে কারণান্যষ্টৌ স্মৃতি র্যৈরুপজায়তে।
নিমিত্তরূপগ্রহণাৎ সাদৃশ্যাৎ সবিপর্যয়াৎ॥
সত্ত্বানুবন্ধাদভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানযোগাৎ পুনঃ শ্রুতাৎ॥
—শারীরস্থানম্ ১।১৪৮-৪৯—চরকসংহিতা

৭৯। দৃষ্টশ্রুতানুভূতানাং স্মরণাৎ স্মৃতিরুচ্যতে।—শারীর ১।১৪৯। অত্র চক্রপাণিঃ—দৃষ্টং প্রত্যক্ষোপলব্ধম্; শ্রুতং ত্বাগমপ্রতীতম্।

৮০। ইহ খলু বর্ণশ্চ স্বরশ্চ গন্ধশ্চ রসশ্চ…পরীক্ষ্যাণি প্রত্যক্ষানুমানোপদেশৈরায়ুষঃ প্রমাণাবশেষং জিজ্ঞাসমানেন ভিষজা।—ইন্দ্রিয়স্থানম্ ১।৩—চরকসংহিতা।

৮১। দ্বিবিধং খলু সর্বং সচ্চাসচ্চ। তস্য চতুর্বিধা পরীক্ষা—আপ্তোপদেশঃ, প্রত্যক্ষম্, অনুমানং, যুক্তিশ্চেতি।—সূত্রস্থানম্ ১১—চরকসংহিতা। যুক্তিশ্চৈষা—ষড়্‌ধাতুসমুদয়াদ্‌ গর্ভজন্ম; কর্তৃকর্মসংযোগাৎ ক্রিয়া; কৃতস্য কর্মণঃ ফলং নাকৃতস্য; নাঙ্কুরোৎপত্তিরবীজাৎ; কর্মসদৃশং ফলম্; নান্যস্মাদ্বীজাদন্যস্যোৎপত্তিঃ ইতি যুক্তিঃ। এবং প্রমাণৈশ্চতুর্ভিরুপদিষ্টে…।—সূত্রস্থানম্ ৩২-৩৩—চরকসংহিতা।

সাংখ্যদর্শন ও শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবতে জ্ঞানোদয়ের উপায়-স্বরূপে চারিটি প্রমাণের উল্লেখ পাওয়া যায় :—প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম ও আত্মানুভব।[৮২] সাংখ্যদর্শনে প্রত্যক্ষ ও অনুমান ছাড়া আপ্তবাক্যকে প্রমাণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে ; কিন্তু এখানে আপ্তবাক্যের স্থলে 'নিগম' শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। 'নিগম' শব্দের দ্বারা আপ্তবাক্য, বেদ, স্মৃতি প্রভৃতির গ্রহণ।[৮৩] স্বানুভবকে[৮৪] এখানে একটি অতিরিক্ত প্রমাণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে; ইহা কোন ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান নহে ; ইহা একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান।

দেবী ভাগবতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই ত্রিবিধ প্রমাণের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৮৫] এখানে সাংখ্যসিদ্ধান্ত অনুসৃত হইয়াছে।

৮২। প্রত্যক্ষেণানুমানেন নিগমেনাত্মসংবিদা।
আদ্যন্তবদসজ্ জ্ঞাত্বা নিঃসঙ্গো বিচরেদিহ ॥—ভাগবতম্ ১১।২৮।৯

৮৩। নিগমেন বেদেন ইতি শুকদেবঃ। নিগমেন অপ্রত্যক্ষম্ আকাশাদি ইতি শ্রীধরস্বামী।—ভাগবতম্ ১১।২৮।৯

৮৪। আত্মসংবিদা স্বানুভবেন সর্বং দৃশ্যং আদ্যন্তবদসচ্চেতি জ্ঞাত্বা।—শ্রীধরঃ। আত্মনো ধর্মভূতজ্ঞানং সম্বিৎ, তয়া সুষুপ্ত্যবস্থায়াং আত্মব্যতিরিক্তস্য সর্বস্যাননুভবাৎ।—শুকদেবঃ—ভাগ ১১।২৮।৯

৮৫। ত্রীণ্যেব হি প্রমাণানি পঠিতানি সুপণ্ডিতৈঃ।
প্রত্যক্ষং চানুমানঞ্চ শব্দশ্চৈব তৃতীয়কম্।—দেবীভাগবতম্ ১।৮।২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

তত্ত্ব-সঙ্কলন

প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়ের সিদ্ধি হয়। পূর্বাধ্যায়ে প্রমাণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অতঃপর প্রমেয়-পরীক্ষা। বলা বাহুল্য, প্রমেয় অসংখ্য। 'প্রমা' শব্দের অর্থ যথার্থ জ্ঞান; সেই যথার্থ জ্ঞানে যে যে বস্তু অবগাহন করে, সেই সেই বস্তু প্রমেয়পদ-বাচ্য। প্রমা ও প্রমেয়কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:—(১) ব্যাবহারিক প্রমা এবং ব্যাবহারিক প্রমেয়; (২) তাত্ত্বিক প্রমা এবং তাত্ত্বিক প্রমেয়। পশু, পক্ষী, ঘট, পট প্রভৃতি ব্যাবহারিক প্রমেয়; ব্যবহার কালে ইহাদের উপযোগিতা রহিয়াছে। পক্ষান্তরে প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি তাত্ত্বিক প্রমেয়; তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদনে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। তাত্ত্বিক প্রমেয়ই আমাদের আলোচনার বিষয়।

সাংখ্যদর্শনে তাত্ত্বিক প্রমেয় পঞ্চবিংশতি। জগতের মূলতত্ত্ব চতুর্বিংশতি; তদ্ভিন্ন আত্মতত্ত্ব এক; সমুদায়ে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।[১] এই তত্ত্বগুলি হইল—(১) প্রকৃতি, (২) মহান্, (৩) অহঙ্কার, (৪-৮) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, (৯-১৩) পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, (১৪) মন, (১৫-১৯) পঞ্চ তন্মাত্র—শব্দ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র ও গন্ধ-তন্মাত্র (২০-২৪) পঞ্চ মহাভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এবং (২৫) পুরুষ। আত্মা বা চেতন পুরুষ ব্যতীত সমুদায় বিশ্ব এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত। দিক্ ও কাল সাংখ্যমতে পৃথক্ তত্ত্ব নহে; ইহারা আকাশের অন্তর্গত।[২]

পূর্বোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে সাংখ্যদর্শনে চারি ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে:— (১) প্রকৃতি (কেবলমাত্র কারণ, কার্য নহে), (২) প্রকৃতি-বিকৃতি (কারণ ও কার্য), (৩) কেবল বিকৃতি (কেবলমাত্র কার্য) এবং (৪) অনুভয় রূপ (কারণও নহে এবং কার্যও নহে)। ইহাদের মধ্যে যিনি নিখিল বিশ্বের উপাদান কারণ এবং মহদাদির মূল কারণ, সেই প্রধান কেবলমাত্র প্রকৃতি, বিকৃতি নহেন। তাঁহার উৎপত্তি নাই। তিনি সকল কার্যেরই উপাদান কারণ। কার্যরূপে নহে, কেবল কারণরূপেই তাঁহার অবস্থান। সেই প্রধানের আবার কারণান্তর কল্পনা করিতে গেলে অনবস্থা দোষ

১। প্রমেয়ং প্রধানং বুদ্ধিরহঙ্কারঃ পঞ্চ তন্মাত্রাণি একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ মহাভূতানি পুরুষ ইতি।—গৌড়পাদভাষ্যম্ (সা. কা ৪)

২। দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ।—সাংখ্যসূত্রম্ ২।১২

ঘটে এবং সেই অনবস্থা দোষে কোন প্রমাণ নাই।[৩] মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র—এই সাতটি পদার্থ প্রকৃতি-বিকৃতি অর্থাৎ একবার কারণ ও একবার কার্য। প্রধান হইতে মহৎ-তত্ত্বের এবং মহৎ-তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি। এজন্য মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারের উপাদান কারণ এবং মূল প্রকৃতির কার্য। অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্রের প্রকাশ হওয়ায় অহঙ্কার হইল একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্রের উপাদান কারণ এবং মহত্তত্ত্বের কার্য। আবার পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি। সুতরাং পঞ্চ তন্মাত্র পঞ্চ মহাভূতের উপাদান কারণ এবং অহঙ্কারের কার্য। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ মহাভূত—এই ষোলটি তত্ত্ব বিকৃতি মাত্র। ইহারা পদার্থান্তরের উপাদান কারণ নহে, কিন্তু কার্য মাত্র। স্থূল পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ ভূতের গো-ঘট-বৃক্ষাদি বিকার দেখা যায়। আবার গো হইতে দুগ্ধ, দুগ্ধ হইতে দধি ক্ষীর প্রভৃতি বিকার উৎপন্ন হয়। সেইরূপ বৃক্ষ হইতে বীজ, বীজ হইতে অঙ্কুর প্রভৃতি বিকার ঘটিয়া থাকে। তাহা হইলেও গো, দুগ্ধ, বীজ প্রভৃতিকে পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব রূপে গণনা করা হয় না। কারণ ইহারা পৃথিব্যাদি হইতে তত্ত্বান্তর নহে। পৃথিব্যাদিতে যেরূপ স্থূলত্ব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব-রূপ সামান্যধর্ম রহিয়াছে, গোঘটাদিতেও সেইরূপ স্থূলতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা বর্তমান। পৃথক্ ধর্মযোগের অভাবে পৃথিব্যাদি হইতে গোঘটাদিকে পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করা হয় না। গোঘটাদি পৃথক্ তত্ত্ব না হওয়ায় পৃথিব্যাদিকে প্রকৃতি বলা যায় না। কারণ সাংখ্যসিদ্ধান্তে যাহা তত্ত্বান্তরের উপাদান, তাহা 'প্রকৃতি' নামে প্রসিদ্ধ।[৪] সুতরাং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত কেবল বিকৃতি, প্রকৃতি নহে। যিনি প্রকৃতিও নহেন, এবং বিকৃতিও নহেন; উপাদান কারণও নহেন, এবং কার্যও নহেন, তিনি পুরুষ।[৫] পুরুষ ব্যতীত অন্য চব্বিশটী তত্ত্বকে সবিকার সক্রিয় তত্ত্ব এবং পুরুষকে নির্বিকার নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব বলা যায়। এই পঞ্চবিংশতিগণের সমুদয়ই দ্রব্যপদার্থ।[৬]

প্রধানাদিকে 'তত্ত্ব' বলিয়া অভিহিত করিবার কারণ সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকায় কিছু

৩। আহ—অবিকৃতাভিধানানর্থক্যম্ মূলপ্রকৃতিত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ। উচ্যতে—ন, অনবস্থাপ্রসঙ্গনিবৃত্ত্যর্থত্বাৎ। যথা হি মূলাদীনাং বীজং প্রকৃতিস্তস্যাপ্যন্যৎ তস্যাপ্যন্যদিত্যনবস্থা। এবং মহদাদীনাং প্রধানং মূলপ্রকৃতিঃ, তস্যাপ্যন্যদিত্যনবস্থা প্রসজ্যেত, সা মা ভূদিতি। অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থং তদভিধানম্।—যুক্তিদীপিকা পৃঃ ৩০-৩১

৪। তত্ত্বান্তরোপাদানত্বঞ্চ প্রকৃতিত্বমিহাভিপ্রেতমিতি ন দোষঃ। সর্বেষাং গোঘটাদীনাং স্থূলতেন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা চ সমেতি ন তত্ত্বান্তরম্।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৩)

৫। মূলপ্রকৃতিরবিকৃতি র্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥—সাংখ্যকারিকা ৩

৬। অয়ং পঞ্চবিংশতিকো গণো দ্রব্যরূপ এব।—সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যম্ ১।৬১

বলা হয় নাই। যুক্তিদীপিকায় এসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। সাংখ্যদর্শন কোন বস্তুর বিনাশ স্বীকার করেন না। সাংখ্যদর্শনের মতে উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণের মধ্যে অব্যক্তভাবে বা সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। পরে কারণব্যাপারের দ্বারা তাহার অভিব্যক্তি ঘটে। আমরা যাহাকে উৎপত্তি বলি, সাংখ্যসিদ্ধান্তে তাহা বস্তুর অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আবির্ভাব। আবার আমরা যাহাকে বিনাশ বলি, তাহা বস্তুর কার্যাবস্থা হইতে কারণাবস্থায় গমন বা ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় তিরোভাব। সাংখ্যসিদ্ধান্তে কার্যের অনাগতাবস্থা বা কারণব্যাপারের পূর্বাবস্থা বা অব্যক্ত অবস্থার নাম অনুৎপত্তি। ব্যক্তাবস্থা বা বর্তমান অবস্থার নাম উৎপত্তি। অতীতাবস্থা বা কারণ-প্রবেশাবস্থার নাম বিনাশ। এইরূপ উৎপত্তি, অনুৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ ব্যতীত সাংখ্য-সিদ্ধান্তে অন্যরূপ উৎপত্তি, অনুৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ নাই।[৭] বস্তুর মূর্তাবস্থা হইতে অমূর্তাবস্থায় পরিণতি দুই প্রকার। যেগুলি 'তত্ত্ব' তাহারা সৃষ্টির প্রথম হইতে প্রলয়কাল পর্যন্ত মূর্তাকারে অবস্থান করে। পক্ষান্তরে অন্যান্য পদার্থ কিছুকাল মূর্তাবস্থা লাভ করিয়া অমূর্তাবস্থায় পরিণত হয়।[৮] ভোজদেবের 'তত্ত্বপ্রকাশ' গ্রন্থে এসম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যাহা প্রলয়কাল পর্যন্ত অবস্থান করে এবং জীবগণের ভোগের দ্রব্য উৎপন্ন করে, তাহাই 'তত্ত্ব'।[৯] তত্ত্বের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হইলে গো-ঘট প্রভৃতিকে তত্ত্ব বলা যায় না। বলা বাহুল্য, যুক্তিদীপিকায় বা তত্ত্বপ্রকাশিকাতে বর্ণিত এই তত্ত্বসংজ্ঞা মহান্, অহঙ্কার প্রভৃতি তেইশটি তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রযোজ্য; পুরুষ ও প্রকৃতিতে প্রযোজ্য নহে। কারণ পুরুষ ও প্রকৃতি নিত্য হওয়ায় প্রলয়কালেও অবস্থান করেন।

পূর্বোক্ত তত্ত্বগুলির সকলেই প্রত্যক্ষগোচর হয় না; যেমন প্রধান, পুরুষ, মহান্, অহঙ্কার, তন্মাত্রগুলি এবং ইন্দ্রিয়সমূহ অতীন্দ্রিয় হওয়ায় দৃষ্টিগোচর হয় না; এই কারণে ইহারা অলীক হইবে, এমন কোন কারণ নাই। বস্তুর অনুপলব্ধির প্রতি কতকগুলি কারণ আছে। যথা:—(১) অতিদূরের বস্তু দেখা যায় না; যেমন আকাশের অতি উচ্চস্তরে উড্ডীয়মান পক্ষী। (২) অতিনিকটের বস্তুও দেখা যায় না; যেমন চক্ষুর কজ্জল। (৩) তুল্যবস্তুর সহিত মিশ্রণের ফলে বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না; যেমন মেঘের জল সরোবরে পড়িলে সরোবরের জল হইতে উহাকে পৃথক্ করা যায় না। (৪) অভিভব-বশতঃ বস্তুর উপলব্ধি হয় না; যেমন প্রখর সূর্যালোকে গ্রহনক্ষত্রসমূহ পরিদৃষ্ট হয় না। (৫) অনুৎপত্তি হেতুও বস্তুর অনুপলব্ধি হয়; যেমন দুধের মধ্যে দধি থাকিলেও

৭। কারণকার্যবিভাগাদবিভাগাদ্ বৈশ্বরূপস্য।—সাংখ্যকারিকা ১৫

৮। তথা চ বার্ষগণাঃ পঠন্তি—তদেতৎ ত্রৈলোক্যং ব্যক্তেরপৈতি, ন সত্ত্বাদপেতমপ্যস্তি বিনাশপ্রতিষেধাৎ। * * * স তু দ্বিবিধঃ—আ সর্গপ্রলয়াৎ তত্ত্বানাং কিঞ্চিৎকালান্তরাবস্থানাদিতরেষাম্।' ইতি যুক্তিদীপিকা পৃঃ ৬৭

৯। আপ্রলয়ং তিষ্ঠতি যৎ সর্বেষাং ভোগদায়ি ভূতানাম্।
তৎ তত্ত্বমিতি প্রোক্তং ন শরীরঘটাদি তত্ত্বমতঃ॥—তত্ত্বপ্রকাশঃ ৬।৩

দধির উৎপত্তির পূর্ব পর্যন্ত তাহা দেখা যায় না। তাছাড়া (৬) ইন্দ্রিয়ের অভাব (যেমন অন্ধতা, বধিরতা ইত্যাদি), (৭) অন্যমনস্কতা, (৮) বস্তুর সূক্ষ্মতা, এবং (৯) অন্যবস্তুর ব্যবধান—এগুলিও পদার্থের অনুপলব্ধির প্রতি কারণ।[১০]

এই সকল কারণের মধ্যে সূক্ষ্মতা হইল প্রধান, পুরুষ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ না-হইবার হেতু। অভাব ইহাদের অপ্রত্যক্ষ হইবার হেতু হইতে পারে না। যেহেতু, কার্য দ্বারা প্রকৃতির অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়; কার্য দ্বারা মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির অস্তিত্ব অনুমিত হয় এবং ভোগ্য বস্তুর দ্বারা ভোক্তা পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়; সুতরাং তাহারা অলীক হইতে পারে না। পূর্বোক্ত 'সামান্যতো দৃষ্ট' বা 'শেষবৎ' অনুমান দ্বারা প্রধান-পুরুষাদির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।[১১] যে পরোক্ষ বস্তু অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হয় না, তাহা আপ্তবাক্য দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে; যেমন যজ্ঞের ফল স্বর্গ, যাগজন্য ধর্ম, যজ্ঞোদ্দিষ্ট দেবতা, নরক প্রভৃতি। ইহারা অপ্রত্যক্ষ হইলেও শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা ইহাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। প্রধান, মহান্, অহঙ্কার, তন্মাত্রাদির অস্তিত্ব বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণও আছে।[১২]

১০। অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্ মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥—সা. কা. ৭

১১। জ্ঞানং সকরণকং ক্রিয়াত্বাৎ ছিদাদিবদিতি ইন্দ্রিয়ানুমানম্। অপকর্ষকাষ্ঠাপন্নানি স্থূলভূতানি স্ববিশেষ-গুণবদ্দ্রব্যোপাদানকানি স্থূলত্বাৎ ঘটপটাদিবৎ ইতি পঞ্চতন্মাত্রানুমানম্। (সা, প্র, ভা, ১।৬২)। তন্মাত্রেন্দ্রিয়াণ্যভিমানবদ্দ্রব্যোপাদানকান্যভিমানকার্যদ্রব্যত্বাৎ; যন্নৈবং তন্নৈবম্, যথা পুরুষাদিরিতি অহঙ্কারানুমানম্। (সা, প্র, ভা ১।৬৩)। অহঙ্কারদ্রব্যং নিশ্চয়বৃত্তিমদ্দ্রব্যোপাদানকং নিশ্চয়কার্যদ্রব্যত্বাৎ; যন্নৈবং তন্নৈবং যথা পুরুষাদিরিতি মহতোঽনুমানম্ (সা, প্র, ভা ১।৬৪)। সুখদুঃখমোহধর্মিণী বুদ্ধিঃ সুখদুঃখমোহধর্মকদ্রব্যজন্যা কার্যত্বে সতি সুখদুঃখমোহাত্মকত্বাৎ কান্তাদিবৎ ইতি প্রধানানুমানম্। (সা, প্র, ভা, ১।৬৫)। বিবাদাস্পদঃ প্রকৃতিমহদাদিকং পরার্থং স্বেতরস্য ভোগাপবর্গফলকং সংহতত্বাৎ শয্যাসনাদিবদিত্যনুমানেন প্রকৃতেঃ পরোঽসংহতঃ এব পুরুষঃ সিধ্যতি, তত্রাপি সংহতত্বেঽনবস্থাপত্তেঃ ইতি পুরুষানুমানম্। (সা, প্র, ভা, ১।৬৬)

১২। (ক) অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ (৪।৫)—ইদং তু প্রধানপ্রতিপাদকম্।

(খ) মনসশ্চ পরা বুদ্ধি র্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ। মহতঃ পরমব্যক্তম্।—কঠোপনিষদ্ (১।৩।১০-১১)—ইদং তু অহঙ্কারস্য প্রতিপাদকম্।

(গ) তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়।—ছান্দোগ্যোপনিষদ্ (৬।২।৩)—ইদং তু মহত্তত্ত্বস্য প্রতিপাদকম্।

(ঘ) পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ আপশ্চাপো-মাত্রা চ তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চাকাশশ্চাকাশ-মাত্রা চ চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ ঘ্রাণঞ্চ ঘ্রাতব্যঞ্চ রসশ্চ রসয়িতব্যঞ্চ ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ হস্তৌ চাদাতব্য-ঞ্চোপস্থশ্চানন্দয়িতব্যঞ্চ পায়ুশ্চ বিসর্জয়িতব্যঞ্চ পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ মনশ্চ মন্তব্যঞ্চ বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যঞ্চাহঙ্কারশ্চা-হঙ্কর্তব্যঞ্চ।—প্রশ্নোপনিষদ্ (৪।৮)—ইদং তন্মাত্রাদীনাম্ তথা ইন্দ্রিয়াণাং প্রতিপাদকম্।

সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরবাদ

সাংখ্যদর্শন পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও ঈশ্বর সম্বন্ধে উদাসীন। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, নিরাকৃতও হয় নাই।

সাংখ্যসিদ্ধান্তে ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা নহেন। প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি। সৃষ্টির উপাদান কারণ হইলেন প্রকৃতি এবং সহকারী বা নিমিত্ত কারণ হইল জীবের পাপ-পুণ্য। জীবগণের ধর্মাধর্ম অনুসারে তাহাদের ভোগাপবর্গের জন্য প্রকৃতি বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করেন।[১৩] সৃষ্টির প্রারম্ভে কর্মাধীন পুরুষসমূহের মহান্ সংস্পর্শের প্রভাবে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ভগ্ন হয় এবং সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হয়। জীবসমূহের ভোগের জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি বা সৃষ্টির আরম্ভ। আবার তাহাদের মুক্তির জন্য প্রকৃতির নিবৃত্তি বা সৃষ্টির তিরোভাব।[১৪] ঈশ্বর জগতের স্রষ্টাও নহেন, রক্ষাকর্তাও নহেন, ধ্বংসকারীও নহেন।

সাংখ্যকারিকার অন্যতম টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র কারিকাগুলির ব্যাখ্যানাবসরে সৃষ্টিব্যাপারে ঈশ্বরের অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন। ঈশ্বরাস্তিত্ববাদী বলেন, প্রকৃতি অচেতন, অচেতনের প্রবৃত্তি সম্ভব নয়। সেই সেই দেহস্থিত চিন্ময়পুরুষ প্রকৃতির প্রেরক হইতে পারেন না। কারণ তাঁহারা প্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বলিয়াই প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত। কাজেই যিনি সর্বার্থদর্শী ঈশ্বর, তিনিই প্রকৃতির সৃষ্টিকার্যে প্রেরক। এই আপত্তির উত্তরে বাচস্পতি মিশ্র বলেন যে, বৎসপুষ্টির জন্য গাভীস্তন হইতে যেমন অচেতন দুগ্ধের ক্ষরণ দেখা যায়, সেইরূপ ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্য অচেতনা প্রকৃতিরও প্রবৃত্তি সম্ভব। ঈশ্বরকে যদি প্রকৃতির প্রেরক বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে তাঁহার সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্তির প্রতি কি কারণ থাকিতে পারে? স্বার্থে বা করুণাবশে চেতনাময় পুরুষের প্রবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু ঈশ্বরের এই সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্তির মূলে স্বার্থও নাই; করুণাও নাই। ঈশ্বর সর্বময়; তাঁহার সকল বাসনা পরিপূর্ণ; সুতরাং কোন ইচ্ছাপূরণের জন্য তাঁহার সৃষ্টিকার্য নহে। করুণাবশেও তাঁহার সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি সম্ভব নয়। সৃষ্টির পূর্বে দুঃখ অবর্তমান; কারণ জীবগণের দেহ, ইন্দ্রিয় এবং দুঃখদায়ক বস্তুসমূহের তখনও সৃষ্টি হয় নাই। সৃষ্টির পরবর্তী দুঃখদর্শনে ঈশ্বরের করুণা—এ কথাও বলা যায় না। তাহা হইলে ইতরেতরাশ্রয় দোষ আসে:—করুণাবশে সৃষ্টি এবং সৃষ্টি-জন্য দুঃখ দর্শনে করুণা। তাছাড়া, করুণাবশে যদি ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য হয়, তাহা হইলে তিনি সকল প্রাণীকেই সুখী করিয়াই সৃষ্টি করিবেন; কেহ সুখী, কেহ বা দুঃখী—এইরূপ বিচিত্র সৃষ্টি হইবে কেন? জীবের পাপপুণ্যাদি কর্ম-বৈচিত্র্যের ফলে বিচিত্র সৃষ্টি যদি স্বীকার করা

১৩। পুরুষার্থ এব হেতু র্ন কেনচিৎ কার্যতে করণম্।—সাংখ্যকারিকা ৩১

১৪। ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো মহদাদিবিশেষভূতপর্যন্তঃ।
প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ॥—সাংখ্যকারিকা ৫৬

হয়, তাহা হইলে সেই সকল কর্মের অধিষ্ঠাতা রূপে ঈশ্বরকে স্বীকারের প্রয়োজন কি ? প্রকৃতি অচেতন ; স্বার্থে বা করুণাবশে তাঁহার প্রবৃত্তি নহে। পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্য তাঁহার মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতিরূপে পরিণতি। সুতরাং সৃষ্টিব্যাপারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য নহে।[১৫] সাংখ্যকারিকার অন্যতম টীকা যুক্তিদীপিকায়ও সৃষ্টিকার্যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। যুক্তিদীপিকাকার সাংখ্য-কারিকার পঞ্চদশ শ্লোকের ব্যাখ্যা-কালে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার যুক্তিগুলি অনেকাংশে বাচস্পতি মিশ্রের যুক্তির সমান।[১৬]

১৫। প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তিঃ স্বার্থকারুণ্যাভ্যাং ব্যাপ্তত্বাৎ। তে চ জগৎসর্গাদ্ ব্যাবর্তমানে প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তিপূর্বকত্বমপি ব্যাবর্তয়তঃ। ন হ্যবাপ্তসকলেপ্সিতস্য ভগবতো জগৎসৃজতঃ কিমপ্যভিলষিতং ভবতি। নাপি কারুণ্যাদস্য সর্গে প্রবৃত্তিঃ। প্রাক্ সর্গাজ্জীবানামিন্দ্রিয়শরীরবিষয়ানুৎপত্তৌ দুঃখাভাবেন কস্য প্রহাণেচ্ছা কারুণ্যম্? সর্গোত্তরকালং দুঃখিনোঽবলোক্য কারুণ্যাভ্যুপগমে দুরুত্তরমিতরেতরাশ্রয়ত্বং কারুণ্যেন সৃষ্টিঃ সৃষ্ট্যা চ কারুণ্যমিতি। অপি চ করুণয়া প্রেরিত ঈশ্বরঃ সুখিন এব জন্তূন্ সৃজেন্ন বিচিত্রান্। কর্ম-বৈচিত্র্যাদ্ বৈচিত্র্যমিতি চেৎ কৃতমস্য প্রেক্ষাবতঃ কর্মাধিষ্ঠানেন। প্রকৃতেস্ত্বচেতনায়াঃ প্রবৃত্তৌ ন স্বার্থানুগ্রহো ন কারুণ্যং প্রয়োজকমিতি নোক্তদোষপ্রসঙ্গাবতারঃ। পারার্থ্যমাত্রস্য প্রয়োজনমুপপদ্যতে।—বাচস্পতিঃ (সা. কা. ৫৭)

১৬। আহ—অস্ত্যেবমীশ্বর ইতি পাশুপত-বৈশেষিকাঃ। কস্মাৎ? কার্যবিশেষস্যাতিশয়বুদ্ধিপূর্বকত্বাৎ। ইহ কার্যবিশেষঃ প্রাসাদবিমানাদিরতিশয়বুদ্ধিপূর্বকো দৃষ্টঃ। অস্তি চায়ং মহাভূতেন্দ্রিয়-ভুবনবিন্যাসাদিলক্ষণঃ কার্য-বিশেষঃ। তস্মাদনেনাপ্যতিশয়বুদ্ধিপূর্বকেণ ভবিতব্যম্ : যৎপূর্বকোঽয়ং স ঈশ্বরঃ। তস্মাদস্তীশ্বরঃ ইতি। উচ্যতে—যত্তাবদুক্তং কার্যবিশেষস্যাতিশয়বুদ্ধিপূর্বকত্বাদীশ্বরসদ্ভাবসিদ্ধিরিতি, অত্র ব্রূমঃ—ন, সাধ্যত্বাৎ। অস্মদাদিবুদ্ধিপূর্বকাঃ প্রাসাদাদয়োঽতিশয়বুদ্ধিপূর্বকাঃ বা ইতি সাধ্যমেতৎ, তস্মাদযুক্তমেতৎ। কিঞ্চ প্রাক্ প্রধানপ্রবৃত্তে বুদ্ধ্যসত্ত্বাৎ কারণান্তরপ্রতিষেধাৎ প্রধানাদয়ং বুদ্ধিপূর্বকং কার্যবিশেষং কুর্বীত। প্রাক্ চ প্রধানবিপরিণামাদ্ বুদ্ধিরেব নাস্তী-ত্যনুপপন্নমেতৎ। শক্তিমত্ত্বাৎ স্বত ইতি চেৎ, স্যাৎ পুনরেতৎ সর্বশক্তিপ্রচিত ঈশ্বরঃ ; তস্য প্রাগপি প্রধানবিপরিণামাৎ স্বত এবেচ্ছাযোগাৎ বুদ্ধিসদ্ভাবো ন প্রতিষিধ্যত ইতি। এতদপ্যনুপপন্নম্। কস্মাৎ? দৃষ্টান্তাভাবাৎ। বুদ্ধিঃ স্বত এবেত্যত্র পর্যনুযুক্তস্য কস্তে দৃষ্টান্তঃ? তস্মাদসৎ এতৎ।.........কিঞ্চ ফলানুপপত্তেঃ। দৃষ্টমদৃষ্টং বা ফলমুদ্দিশ্য বুদ্ধিমন্তঃ কার্যবিশেষান্ প্রাসাদবিমানাদীনারভমাণা দৃশ্যন্তে। অনুপহতশ্চায়মৈশ্বর্যাৎ। কিঞ্চ প্রয়োজকানুপপত্তেঃ। অন্যেন খলু প্রযুক্তা বুদ্ধিমন্তঃ কার্যবিশেষমারভমাণা দৃশ্যন্তে, তচ্চানুপপন্নমীশ্বরস্য তদ্বিশিষ্টানুপপত্তেঃ। কিঞ্চ অনেকান্তত্বাৎ ; ন চ সর্বঃ কার্যবিশেষো বুদ্ধিপূর্বকঃ, বৃক্ষাদীনাং তদ্ব্যতিরেকেণোৎপত্তেঃ। সর্বস্যেশ্বরবুদ্ধিপূর্বক-ত্বাভ্যুপগমে দৃষ্টান্তাভাবঃ, ন চাস্ত্যমূলাহ্নতো বাদঃ। তস্মাদনৈকান্তাৎ ন বুদ্ধিমৎপূর্বকং বাচ্যম্। কিঞ্চ দুঃখোত্তরত্বাৎ। বুদ্ধিপূর্বকশ্চেদয়ং কার্যবিশেষঃ স্যাৎ, কর্তুর্দুঃখোত্তরবিধানে প্রয়োজনং নাস্তি। শক্তিমাংশ্চায়-মিতি সুখোত্তরমেব বিদধ্যাৎ। দুঃখোত্তরশ্চায়ম্, তস্মান্ন বুদ্ধিপূর্বকঃ কার্যবিশেষঃ। কিঞ্চ দুঃখোপায়ত্বাৎ। বুদ্ধি-পূর্বকশ্চেদয়ং কার্যবিশেষঃ স্যাৎ, ধর্মার্থকামমোক্ষপ্রাপ্তয়ঃ সুখোপায়াঃ স্যুঃ ; দুঃখোপায়াশ্চ, তস্মাদবুদ্ধিপূর্বকঃ। ধর্মাধর্মনিমিত্তত্বাদদোষ ইতি চেৎ, স্যান্মতম্—যদ্যপীশ্বরপূর্বকোঽয়ং কার্যবিশেষঃ তথাঽপ্যাদিসর্গে সুখোত্তরাণাম-প্যুৎপন্নানাং প্রাণিনাং ধর্মাধর্মপরিগ্রহাৎ হীনমধ্যমোৎকৃষ্টবয়োজাতিস্বভাবাদিযোগো ভবতি, ততশ্চ নাপরাধোঽস্যেশ্বর-স্যেতি। এতদপ্যযুক্তম্, কস্মাৎ? অধর্মোৎপত্তিহেত্বভাবাৎ। ঈশ্বরশ্চেদ্ ধর্মাধর্ময়োরুৎপত্তাবীষ্টে ধর্মমেব প্রাণিনাং সুখহেতুত্বাদুৎপাদয়েৎ, নাধর্মং প্রয়োজনাভাবাৎ। অথ মতং স্বাভাবিকৌ ধর্মাধর্মৌ স্বকারণাদুৎপত্তিঃ,

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী—একথা বলা যায় না। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাই বটে, কিন্তু ইহা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। ভিক্ষু বলেন, সাংখ্যসূত্রে 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' (১।৯২)—এই সূত্র পাই এবং তাহার অর্থ হইল—'যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই।' কিন্তু 'যেহেতু ঈশ্বর নাই'—একথা সেখানে বলা হয় নাই। তাহা হইলে সাংখ্যসূত্রকার 'ঈশ্বরাভাবাৎ'—এই সূত্র করিতেন। সুতরাং ঈশ্বর নাই—এ কথা সাংখ্যসূত্রকারের অভিপ্রেত নহে।[১৭] সাংখ্যদর্শনের মূল উদ্দেশ্য হইল—পুরুষের উন্নতি সাধন এবং তাহার মুক্তির জন্য আত্মা ও অনাত্মার ভেদপ্রদর্শন। পক্ষান্তরে বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেন ঈশ্বর। বেদান্তদর্শনে সাধকের দৃষ্টিকে ঈশ্বরের পূর্ণ, নিত্য, শুদ্ধ জগৎকর্তৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যে ঐশ্বর্যের প্রতি সাধকের বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য ব্যাবহারিক ঈশ্বরপ্রতিষেধের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। যদি এই দর্শনে ভগবানের নিত্যৈশ্বর্য প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে সেই নিত্য, নির্দোষ, পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যদর্শনে সাধকের চিত্ত আকৃষ্ট হইত এবং ইহা তাহার বিবেকজ্ঞানের অভ্যাসের পথে বাধার সৃষ্টি করিত। সাংখ্যে কোথাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিন্দিত হয় নাই। মহাভারতে সাংখ্যদর্শনকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের উৎস বলা হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে ভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই অন্যান্য দর্শন হইতে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব; ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাই বলিয়া ইহা শ্রেষ্ঠ নহে। সুতরাং বিবেকাংশে সাংখ্যদর্শনের মুখ্যত্ব এবং ঈশ্বর-প্রতিষেধাংশে ইহার দুর্বলত্ব। ঈশ্বর-প্রতিষেধ সাংখ্যদর্শনের ব্যাবহারিক উপায়মাত্র।[১৮]

যদুক্তম্ সর্বমীশ্বরবুদ্ধিপূর্বকং ব্যক্তমিতি তু তস্য ব্যাঘাতঃ। তস্মাদীশ্বরো ন কারণম্।—যুক্তিদীপিকা (পৃঃ ৮৪—৮৬)

১৭। 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' (সাংখ্যসূত্রম্ ১।৯২)। অত্র ভিক্ষুঃ—ঈশ্বরে প্রমাণাভাবান্ন বোধ ইত্যনুবর্ততে। অয়ং চেশ্বরপ্রতিষেধ একদেশিনাং প্রৌঢ়বাদেনৈবেতি প্রাগেব প্রতিপাদিতম্; অন্যথা হীশ্বরাভাবাদিত্যেবোচ্যেত।

১৮। অস্মিন্নেব শাস্ত্রে ব্যাবহারিকস্যৈবেশ্বরপ্রতিষেধস্যৈশ্বর্যবৈরাগ্যার্থমনুবাদস্যৌচিত্যাৎ। যদি হি লোকায়তিকমতানুসারেণ নিত্যৈশ্বর্যং ন প্রতিষিধ্যেত, তদা পরিপূর্ণনিত্যনির্দোষৈশ্বর্যদর্শনেন তত্র চিত্তাবেশতো বিবেকাভ্যাসপ্রতিবন্ধঃ স্যাদিতি সাংখ্যাচার্যাণামাশয়ঃ। সেশ্বরবাদস্য ন কাপি নিন্দাদিকমস্তি; যেনোপাসনাদিপরতয়া তৎ শাস্ত্রং সঙ্কোচ্যেত। যত্তু—'নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্। অত্র বঃ সংশয়ো মা ভুৎ জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতম্॥' ইত্যাদি বাক্যম্, তদ্বিবেকাংশ এব সাংখ্যজ্ঞানস্য দর্শনান্তরেভ্যঃ উৎকর্ষং প্রতিপাদয়তি, ন ত্বীশ্বরপ্রতিষেধাংশেঽপি। .... কিঞ্চ ব্রহ্মমীমাংসায়া ঈশ্বর এব মুখ্যো বিষয় উপক্রমাদিভিরবধৃতঃ। তত্রাংশে তস্য বাধে শাস্ত্রস্যৈবাপ্রামাণ্যং স্যাৎ, যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ ইতি ন্যায়াৎ। সাংখ্যশাস্ত্রস্য তু পুরুষার্থতৎসাধনপ্রকৃতিপুরুষবিবেকাবেব মুখ্যো বিষয় ইতীশ্বরপ্রতিষেধাংশবাধেঽপি নাপ্রামাণ্যং, যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ ইতি ন্যায়াৎ। অতঃ সাবকাশতয়া সাংখ্যমেবেশ্বরপ্রতিষেধাংশে দুর্বলমিতি।—সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য-ভূমিকা।

সাংখ্যদর্শন ও যোগদর্শন

পাতঞ্জল দর্শনে সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। পতঞ্জলি সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব— পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব; অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত—স্বীকার করিয়াছেন। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ব্যতীত পতঞ্জলি তাঁহার দর্শনে একটি অধিক তত্ত্বের প্রচার করিয়াছেন ; এই তত্ত্ব হইলেন ঈশ্বর। পাতঞ্জল দর্শন হইতে ঈশ্বরতত্ত্ব এবং চিত্তনিরোধের উপায়ের প্রসঙ্গ উঠাইয়া লইলে সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জল দর্শনকে পৃথক্ করিবার বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

পতঞ্জলির ঈশ্বর হইলেন পুরুষবিশেষ ; তিনি সাধারণ পুরুষ নহেন। সাধারণ পুরুষে ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের সম্পর্ক দেখা যায় ; কিন্তু পাতঞ্জল দর্শনের ঈশ্বর এই সকল হইতে বিনির্মুক্ত।[১৯] ক্লেশ পাঁচ প্রকার :—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অবিদ্যা—অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্মাতে যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মরূপ মিথ্যাজ্ঞান।[২০] রাগ—সুখে বা তৎসাধনে তৃষ্ণা।[২১] দ্বেষ—দুঃখে বা তৎসাধনে ক্রোধ।[২২] অভিনিবেশ—মরণভয়।[২৩] অস্মিতা—পুরুষ ও বুদ্ধি অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও তাহাদের অভেদ প্রতীতি।[২৪] কর্ম দ্বিবিধ—সুকৃত ও দুষ্কৃত (পাপ ও পুণ্য)। বিপাক—কর্মফল ; কর্মের ফল ত্রিবিধ—জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগ। আশয়—বিপাকের সংস্কার। মুক্ত পুরুষে ক্লেশাদির কোন সম্বন্ধ থাকে না বটে ; কিন্তু মুক্তির পূর্বে তিনিও এই ক্লেশাদির অধীন ছিলেন। পুরুষবিশেষ ঈশ্বরে কোনও কালে ক্লেশাদির সংস্পর্শ ছিল না। ভবিষ্যতেও তাঁহার বন্ধনের কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি নিত্যমুক্ত। পুরুষ সংখ্যাতে বহু ; কিন্তু পুরুষবিশেষ (ঈশ্বর) এক ও অদ্বিতীয়। পৃথিবীতে জ্ঞানের তারতম্য দেখা যায়। মূর্খের অপেক্ষা পণ্ডিতের এবং পণ্ডিতের অপেক্ষা সুপণ্ডিতের জ্ঞান অধিকতর। যাঁহাতে জ্ঞান পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহার জ্ঞানের মাত্রা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে, যিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই ঈশ্বর।[২৫] ঈশ্বর কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—ত্রিকালেরই তিনি অতীত। তাঁহার নিকট হইতে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া কল্প-

---

১৯। ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।—পাতঞ্জলদর্শনম্ ১।২৪। অত্র যোগভাষ্যম্—অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ, কুশলাকুশলানি কর্মাণি, তৎফলং বিপাকঃ, তদনুগুণা বাসনা আশয়ঃ।

২০। অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।—যোগদর্শনম্ ২।৫

২১। সুখানুশয়ী রাগঃ।—যো. দ. ২।৭

২২। দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।—যো. দ. ২।৮

২৩। স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ।—যো. দ. ২।৯

২৪। দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা।—যো. দ. ২।৬

২৫। তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্।—যো. দ. ১।২৫

মন্বন্তরের প্রারম্ভে ব্রহ্মা, মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতি শাস্ত্রাদির উপদেশ বা প্রচার করেন। এইজন্য তিনি পূর্বগুরুগণেরও গুরু।[২৬]

সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় অবিদ্যাবশে ঈশ্বরের সহিত চিত্তের সম্বন্ধ ঘটে না। তাঁহার দেহপরিগ্রহের মধ্যে স্বার্থবুদ্ধি কিছুই নাই। তাপত্রয়যুক্ত সংসারসাগরে পতিত জীবগণকে জ্ঞান ও ধর্মোপদেশের দ্বারা উদ্ধার করিবার মানসে তিনি রজস্তমোবিমুক্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বোপাদানবিশিষ্ট চিত্ত পরিগ্রহণ করেন।[২৭]

জ্ঞানধর্মোপদেশ ব্যতীত ঈশ্বরের অন্য কোন উপযোগিতা পাতঞ্জলদর্শনে নাই। যোগই পাতঞ্জল দর্শনের মুখ্য বিষয়; সেই জন্যই ইহার নাম যোগদর্শন। প্রধানাদির প্রতিপাদন যোগশাস্ত্রের মুখ্য বিষয় নহে; কিন্তু যোগের স্বরূপ, সাধন, গৌণফল বিভূতি, ও মুখ্যফল কৈবল্যের নিরূপণই যোগশাস্ত্রের তাৎপর্য-বিষয়। সাংখ্যমতে প্রধানাদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের স্বরূপের জ্ঞান হইলে মুক্তির উপযোগী সম্যগ্‌জ্ঞান লাভ করা যায়। কিন্তু পতঞ্জলির মতে ইহা যথেষ্ট নহে। পতঞ্জলির মতে প্রকৃতি-পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় যোগ;[২৮] এজন্য যোগশাস্ত্রের অবতারণা। এই যোগ কি? চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ।[২৯] যোগের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে পুরুষের সহিত চিত্তবৃত্তির সম্বন্ধ ঘটে না। তখন পুরুষ নিজস্বরূপে অবস্থান করেন। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ ঘটে।[৩০] অভ্যাস ও বৈরাগ্য আয়ত্ত হইলে যোগী শ্রদ্ধা, উৎসাহ, স্মৃতি, একাগ্রতা এবং বিবেকের সাহায্যে প্রথমে 'সম্প্রজ্ঞাত' সমাধি লাভ করেন। পরে অভ্যাস দৃঢ়তর হইলে এবং বৈরাগ্য পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে 'অসম্প্রজ্ঞাত' সমাধি তাঁহার আয়ত্ত হয়।[৩১] ইহাই যোগের চরম অবস্থা। পূর্বোক্ত উপায় ব্যতীত সমাধি-সিদ্ধির অন্য একটি পথ রহিয়াছে। ঈশ্বরের প্রণিধান হইতেও সমাধি-সিদ্ধি ঘটে। ভক্তিদ্বারা প্রসন্ন হইয়া ঈশ্বর যোগীকে অনুগ্রহ করেন।[৩২]

পূর্বের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ। ঈশ্বরকে বাদ দিলেও এমতে যোগসিদ্ধির কোনও বিশেষ বাধা হয় না। কারণ,

২৬। পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।—যো. দ. ১।২৬

২৭। তস্যাত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনং, জ্ঞানধর্মোপদেশেন কল্পপ্রলয়মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষানুদ্ধরিষ্যামীতি।—যোগভাষ্যম্ ১।২৫

২৮। যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।—যো. দ. ২।২৮

২৯। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।—যো. দ. ১।২

৩০। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।—যো. দ. ১।১২

৩১। শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাম্।—যো. দ. ১।২০

৩২। ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা।—যো. দ. ১।২৩, অত্র ভাষ্যম্—প্রণিধানাদ্ ভক্তিবিশেষাদ্ আবর্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্ণাত্যভিধ্যানমাত্রেণ; তদভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলং চ ভবতীতি।

ঈশ্বর-প্রণিধান যোগসিদ্ধির নানা উপায়ের মধ্যে একটি উপায় মাত্র। শুধু কল্প-প্রলয় প্রভৃতির আদিতে জ্ঞানধর্মোপদেশের জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে সৃষ্টির আদিতে উপদেশের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের উপযোগিতা স্বীকৃত হয় নাই। সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন হইলেন পরমর্ষি কপিল। ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য তাঁহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল। তাহাদের সাহায্যে নিজ ইচ্ছানুসারে তিনি স্বদেহ পরিগ্রহণ করিলেন।[৩৩] কোন সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাবশে কপিল দেহধারণ করেন নাই। জিজ্ঞাসু শিষ্য আসুরির প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া নির্মাণদেহ * গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহাকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন।[৩৪] নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি যেরূপ পূর্বদিনের জ্ঞাত বিষয় পরদিন স্মরণ করিতে পারে, আদিবিদ্বান্ কপিলের পক্ষেও সেইরূপ কল্পান্তরে অধীত বেদসমূহের স্মরণ সম্ভব।[৩৫] এজন্য যোগদর্শনে ঈশ্বর একটি পৃথক্ তত্ত্বরূপে স্বীকৃত হইলেও সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর পৃথক্ তত্ত্বরূপে গৃহীত হয় নাই।

সাংখ্যদর্শন ও মহাভারত

মহাভারতে সাংখ্যোক্ত পঁচিশটি তত্ত্ব গৃহীত হইয়াছে। মহাভারতে বর্ণিত কপিল-আসুরি সংবাদে বুদ্ধি প্রভৃতি তেইশটি তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৬] অন্যত্র প্রকৃতিকে চতুর্বিংশতি তত্ত্বরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[৩৭] আবার তত্ত্বঘটিত দেহে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া বিষ্ণুকেও মহাভারতে তত্ত্ব নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। বিষ্ণু হইলেন শুদ্ধ চিন্ময় পুরুষ। তিনি পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব।[৩৮] প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতীত অন্য তেইশটি তত্ত্বের

৩৩। পরমর্ষির্ভগবান্ সাংসিদ্ধিকৈর্ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্যৈরাবিষ্টপিণ্ডো বিশ্বাগ্রজঃ কপিলমুনিঃ।—যুক্তিদীপিকা (পৃঃ ১৭৪)

* নির্মাণদেহ=যোগবলের দ্বারা নিজ কর্তৃক উৎপাদিত দেহ। নির্মাণচিত্তম্, যোগবলেন স্বনির্মিতং চিত্তমিতি যোগবার্তিকে বিজ্ঞানভিক্ষুঃ ১।২৫

৩৪। তথাচোক্তম্ (পঞ্চশিখাচার্যেণ)—'আদিবিদ্বান্ নির্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাদ্ ভগবান্ পরমর্ষিরাসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ।'—যোগভাষ্যম্ ১।২৫

৩৫। আদিবিদুষশ্চ কপিলস্য কল্পাদৌ কল্পান্তরাধীতশ্রুতিস্মরণসম্ভবঃ। সুপ্তপ্রবুদ্ধস্যেব পূর্বেদ্যুরবগতানামর্থানামপরেদ্যুঃ।—বাচস্পতিঃ (সা. কাঃ ৫)

৩৬। বুদ্ধ্যাদীনি ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানি বিশেষপর্যবসানানি জ্ঞাতব্যানি ভবন্তি; ইত্যেব মামকেনেত্যভ্যোচ্যতে। —হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ-সম্পাদিত-মহাভারতে শান্তিপর্বে (৩১১।৭১-৭২)। [কিন্তু বঙ্গবাসী প্রেস হইতে এবং ভাণ্ডারকার রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে প্রকাশিত মহাভারতে এই উদ্ধৃতি পাওয়া যায় নাই।]

৩৭। এষা তত্ত্বচতুর্বিংশা সর্বাকৃতিষু বর্ততে।
যাং জ্ঞাত্বা নাভিশোচন্তি ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥—মহাভারতম্ ১২।২৯১।২৮

৩৮। পঞ্চবিংশতিমো বিষ্ণুর্নিস্তত্ত্বস্তত্ত্বসংজ্ঞকঃ। তত্ত্বসংশ্রয়ণাদেতত্তত্ত্বমাহুর্মনীষিণঃ॥ —মহাভারতম্ ১২।২৯১।৩৭)। অত্র নীলকণ্ঠঃ—পঞ্চবিংশতিতমঃ তকারলোপ আর্ষঃ। বিষ্ণুঃ শুদ্ধচিন্মাত্রম্, স নির্গুণত্বান্নিস্তত্ত্বঃ।

পরিগণনা লইয়া মতভেদ দেখা যায়। মহান্, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই তেইশটি তত্ত্বের উল্লেখ মহাভারতে পাই। কিন্তু টীকাকার নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যানানুসারে তেইশটি তত্ত্ব হইল—মহান্, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র এবং পঞ্চ মহাভূত।[৩৯] এখানে লক্ষণীয় যে, মহাভারতের মূলশ্লোকে শব্দাদি পঞ্চ বিষয়কে তত্ত্বরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং পঞ্চ তন্মাত্রকে তত্ত্বগণনার মধ্যে ধরা হয় নাই। ইহা সাংখ্যসিদ্ধান্ত-বিরোধী। টীকাকার নীলকণ্ঠ তাঁহার ব্যাখ্যা দ্বারা উক্ত বিরোধের সমাধান করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়-সম্পাদিত মহাভারতে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের বর্ণনা প্রসঙ্গে তন্মাত্রসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্গবাসী প্রেস এবং ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে প্রকাশিত মহাভারতে এই শ্লোকটি পাওয়া যায় নাই।[৪০] মহাভারতের অন্য একটি শ্লোকে সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শ্লোকটি মহাভারতের সকল সংস্করণে রহিয়াছে।[৪১] পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অধিক তত্ত্ব নাই—একথা মহাভারতে বলা হইয়াছে।[৪২]

পঁচিশটির অধিক তত্ত্ব নাই—এরূপ উল্লেখ থাকিলেও মহাভারতের অন্যত্র নিরুপাধি চৈতন্যময় ব্রহ্মকে ষড়্‌বিংশ তত্ত্বরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। তিনি 'বুদ্ধ' বা বিমলজ্ঞানস্বরূপ।[৪৩]

কথং তর্হি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বেষু তস্য গণনেত্যত আহ—তত্ত্বেতি। তত্ত্বাধিষ্ঠানত্বাদেবাস্য তত্ত্বসংজ্ঞা, ন তু কার্যত্বাৎ কারণত্বাদ্বাস্য তত্ত্বান্তর্গতত্বমস্তি।

৩৯। অব্যক্তং চ মহাংশ্চৈব তথাহঙ্কার এব চ। পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্॥ এতাঃ প্রকৃতয়স্ত্বষ্টৌ বিকারানপি মে শৃণু। শ্রোত্রং ত্বক্ চৈব চক্ষুশ্চ জিহ্বা ঘ্রাণঞ্চ পঞ্চমম্॥ শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপং চ রসো গন্ধ স্তথৈব চ। বাক্ চ হস্তৌ চ পাদৌ চ পায়ুর্মেঢ্রং তথৈব চ। এতে বিশেষা রাজেন্দ্র মহাভূতেষু পঞ্চসু॥— মহাভারতম্ ১২।২৯৮।১১-১৪। অত্র নীলকণ্ঠঃ—পৃথিব্যাদিপদৈস্তন্মাত্রাণ্যুচ্যন্তে প্রকৃতিশব্দিতত্বাৎ, শব্দাদয়ঃ স্থূলবিষয়াস্তাঃ।

৪০। অব্যক্তং বুদ্ধ্যহঙ্কারো মনো বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ। তন্মাত্রাণি বিশেষাশ্চ তস্মৈ তত্ত্বাত্মনে নমঃ॥—মহা ১২।৪৬।৮৮ (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ-সম্পাদিতম্)। অব্যক্তং প্রকৃতিঃ, বুদ্ধির্মহত্তত্ত্বম্, তয়া যুক্তঃ অহঙ্কার ইতি সঃ, মধ্যপদলোপী সমাসঃ। মনঃ, বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি, চকারাৎ কর্মেন্দ্রিয়াণি চ, তন্মাত্রাণি শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাখ্যানি, বিশেষাঃ পঞ্চ মহাভূতানি, তস্মৈ তত্ত্বাত্মনে চতুর্বিংশতি-তত্ত্বরূপায় পরমাত্মনে নমঃ।—ভারত-কৌমুদ্যাং সিদ্ধান্তবাগীশঃ।

৪১। পুরুষঃ প্রকৃতির্বুদ্ধির্বিষয়াশ্চেন্দ্রিয়াণি চ। অহঙ্কারোঽভিমানশ্চ সমূহো ভূতসংজ্ঞকঃ॥— মহাভারতম্ ১২।১৯৮।১৬ (ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট্ প্রকাশিতম্)। অত্র হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশঃ—পুরুষঃ চিন্ময়মসঙ্গমেকং তত্ত্বম্। প্রকৃতিস্ত্রিগুণাত্মকং প্রধানম্। বুদ্ধির্মহত্তত্ত্বম্। বিষয়াঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ তৎস্বরূপং তন্মাত্রপঞ্চকম্। ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি দশ; অহঙ্কারঃ বুদ্ধিজন্যতত্ত্ববিশেষঃ; অভিমন্যতে ইত্যভিমানো মনঃ, সমূহঃ পঞ্চমহাভূতনিবহশ্চ ইতি পঞ্চবিংশতিসংখ্যকপদার্থগণো ভূতসংজ্ঞকস্তত্ত্বনামকঃ।

৪২। পঞ্চবিংশাৎ পরং তত্ত্বং ন পশ্যতি নরাধিপঃ।—মহাভারতম্ ১২।২৯৫।৪৫

৪৩। ষড়্‌বিংশং বিমলং বুদ্ধমপ্রমেয়ং সনাতনম্। সততং পঞ্চবিংশং চ চতুর্বিংশং চ বুধ্যতে॥ —মহাভারতম্ ১২।২৯৬।৭-৮। অত্র নীলকণ্ঠঃ—ষড়্‌বিংশমিতি নিরুপাধি চৈতন্যমেব সর্বপ্রকাশকমিত্যর্থ ইতি।

পক্ষান্তরে প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত পুণ্য-পাপ-সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বিশিষ্ট পুরুষকে 'অপ্রতিবুদ্ধ' অর্থাৎ মূঢ় বলা হইয়াছে।[৪৪] প্রকৃতির সহিত সংসর্গের ফলে জীব স্বস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া কর্তৃত্বাভিমান-সুখ-দুঃখাদি আপনার উপর আরোপ করেন। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের ফলে জীবের যখন আত্মস্বরূপের জ্ঞান হয় এবং প্রকৃতি হইতে স্বকীয় ভিন্নত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রকৃতির সম্পর্ক বর্জন করেন, তখন তিনি পরম ব্রহ্মে স্থানলাভ করেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মা রূপ দ্বৈত সত্তার তখন বিলোপ ঘটে।[৪৫] সাংখ্যদর্শনে ষড়্বিংশতত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যমতে অজ্ঞানের ফলে পুরুষ প্রকৃতির পাশে আবদ্ধ হন। তত্ত্বজ্ঞানের ফলে পুরুষের ঐ বন্ধন ছিন্ন হয়; তখন তিনি নির্মল চিন্ময় স্বস্বরূপে অবস্থান করেন।

মহাভারতের তত্ত্বগুলিকে প্রকৃতি ও বিকৃতি—এই দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চমহাভূত—প্রকৃতি এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি পঞ্চবিষয়—বিকৃতি। নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যানুসারে প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র হইল প্রকৃতি এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত হইল বিকৃতি। তিনি পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৪৬] সাংখ্যদর্শনে পঞ্চ মহাভূতকে প্রকৃতিরূপে উল্লেখ করা হয় নাই। তাহারা তত্ত্বান্তরের উপাদান কারণ নহে; সুতরাং তাহারা কেবল বিকৃতি। মহাভারতে পঞ্চ মহাভূত হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চ বিষয়ের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।[৪৭] সাংখ্যদর্শনে শব্দাদি পঞ্চ বিষয় তত্ত্বরূপে কোথাও উল্লিখিত হয় নাই।

৪৪। অনেনাপ্রতিবুদ্ধেতি বদন্ত্যব্যক্তমচ্যুতম্।—মহাভারতম্ ১২।২৯৩।৬

৪৫। যদা তু মন্যতেঽন্যোঽহমন্য এব ইতি দ্বিজঃ।
তদা স কেবলীভূতঃ ষড়্বিংশমনুপশ্যতি॥
যদা স কেবলীভূতঃ ষড়্বিংশমনুপশ্যতি।
তদা স সর্ববিদ্ বিদ্বান্ ন পুনর্জন্ম বিন্দতি॥—মহা ১২।৩০৬।৭৪+৭৭

৪৬। অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ প্রোক্তা বিকারাশ্চাপি ষোড়শ। অত্র সপ্ত তু ব্যক্তানি প্রাহুরধ্যাত্মচিন্তকাঃ॥ অব্যক্তঞ্চ মহাংশ্চৈব তথাহঙ্কার এব চ। পৃথিবীবায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্॥ (পৃথিব্যাদিপদৈস্তন্মাত্রাণ্যুচ্যন্তে প্রকৃতি-শব্দিতত্বাদিতি নীলকণ্ঠঃ।) এতাঃ প্রকৃতয়স্ত্বষ্টৌ বিকারানপি মে শৃণু। শ্রোত্রং ত্বক্ চৈব চক্ষুশ্চ জিহ্বা ঘ্রাণঞ্চ পঞ্চমম্। শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ॥ বাক্ চ হস্তৌ চ পাদৌ চ পায়ুর্মেঢ্রং তথৈব চ। এতে বিশেষা রাজেন্দ্র মহাভূতেষু পঞ্চসু॥ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণ্যথৈতানি সবিশেষাণি মৈথিল। মনঃ ষোড়শকং প্রাহুরধ্যাত্মগতিচিন্তকাঃ॥—মহাভারতম্ ১২।২৯৮।১০-১৫

অন্যত্রাপি—মূলপ্রকৃতয়োঽষ্টৌ তা জগদেতাস্ববস্থিতম্। জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যতঃ পঞ্চ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণ্যপি॥ বিষয়াঃ পঞ্চ চৈকঞ্চ বিকারে ষোড়শং মনঃ॥—মহাভারতম্ ১২।২০৩।২৬-২৭। অত্র নীলকণ্ঠঃ—অতঃ পুরুষাধিষ্ঠিত-প্রকৃত্যাদ্যষ্টকাৎ বিষয়া ইতি শব্দাদ্যাশ্রয়াঃ স্থূলাকাশাদয়ঃ, বায়্বাকাশয়োরপি স্পর্শশব্দলিঙ্গানুমেয়তয়া বিষয়ত্বম্।

৪৭। শব্দঃ শ্রোত্রং তথা খানি ত্রয়মাকাশযোনিজম্। বায়োস্ত্বক্স্পর্শচেষ্টাশ্চ বাগিত্যেতচ্চতুষ্টয়ম্॥ রূপং চক্ষুস্তথা পক্তিস্ত্রিবিধং তেজ উচ্যতে। রসঃ স্নেহশ্চ জিহ্বা চ ত্রয়ো জলগুণাঃ স্মৃতাঃ॥ ঘ্রেয়ং ঘ্রাণং শরীরং চ তে তু ভূমিগুণাস্ত্রয়ঃ। মহাভূতানি পঞ্চৈব ষষ্ঠং তু মন উচ্যতে॥—মহাভারতম্ ১২।১৮৭।৮-১০। অন্যত্রাপি—বায়োঃ

কিন্তু মহাভারতে তাহারা তত্ত্বরূপে পরিগণিত। মহাভারতে মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র কেবল প্রকৃতিরূপে বর্ণিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা প্রকৃতি-বিকৃতি। কারণ প্রকৃতি হইতে মহান্, মহান্ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র এবং পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে।[৪৮] সুতরাং তাহারা প্রকৃতি-বিকৃতি। অতএব একথা বলা যাইতে পারে যে, মহাভারতের তত্ত্বগুলির পরিসংখ্যান ও শ্রেণীবিভাগ সাংখ্যসিদ্ধান্তের অনুরূপ।

পঞ্চশিখ সাংখ্যদর্শনের অন্যতম প্রধান আচার্য। পঞ্চশিখের সহিত রাজর্ষি জনকের কথোপকথন মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। এই কথোপকথন প্রসঙ্গে পঞ্চশিখ জনককে যে তত্ত্বোপদেশ দিয়াছিলেন, প্রচলিত সাংখ্যমত হইতে তাহার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁহার মতে পরমার্থ হইল পুরুষাবস্থাপন্ন প্রকৃতি।[৪৯] পুরুষ ও প্রকৃতি অভিন্ন তত্ত্ব। প্রকৃতিকে পুরুষাবস্থাপন্নরূপে স্বীকার করিলে পুরুষ চতুর্বিংশতিতম তত্ত্বে পরিণত হয়। মহাভারতে যাজ্ঞবল্ক্য-জনক-সংবাদে পুরুষকে চতুর্বিংশতিতম তত্ত্বরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।[৫০] টীকাকার নীলকণ্ঠ পঞ্চশিখাচার্যের মতটিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৫১] তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে বিশ্বাত্মা পরমপুরুষ ব্রহ্ম হইলেন পঞ্চশিখের উপদিষ্ট পরমার্থ। সেই ব্রহ্মের বিষয়ে তিনি জনককে উপদেশ দিয়াছেন। এই ব্যাখ্যানুসারেও পঞ্চশিখের মত সাংখ্যসিদ্ধান্ত হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে; কারণ সাংখ্যদর্শন ঈশ্বর সম্বন্ধে উদাসীন।

সাংখ্যদর্শন ও ভগবদ্গীতা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সাংখ্যতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্গীতার মতে মূলীভূত তত্ত্ব হইলেন ঈশ্বর। ঈশ্বরের দুইটি প্রকৃতি—পরা ও অপরা। অপরা প্রকৃতি হইল—পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ, তেজ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। পরা প্রকৃতি হইলেন জীব-স্বরূপ।[৫২] অপরা প্রকৃতি জড় এবং পরপ্রয়োজনসাধক বলিয়া নিকৃষ্ট; পক্ষান্তরে পরা প্রকৃতি চেতন। অচেতন অপরা প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হয়; চেতন পরা প্রকৃতি

স্পর্শো রসোঽম্ভশ্চ জ্যোতিষো রূপমুচ্যতে। আকাশপ্রভবঃ শব্দো গন্ধো ভূমিগুণঃ স্মৃতঃ ॥—মহাভারতম্, ১২।২৩৯।১২

৪৮। মহাভারতম্, ১২।১৭৫।১৩-১৭

৪৯। পুরুষাবস্থমব্যক্তং পরমার্থং প্রবেদয়ৎ।—মহাভারতম্, ১২।২১১।১১

৫০। ষড়্বিংশং পঞ্চবিংশং চ চতুর্বিংশঞ্চ পশ্যতি।—মহাভারতম্, ১২।৩০৬।৭০

৫১। পুরুষা অন্নময়াদয়ঃ পঞ্চ অবসন্নতয়া বাধিততয়া তিষ্ঠন্তীত্যস্মিন্নিতি পুরুষাবস্থম্। অত এব শির আদ্যবয়বরহিতত্বাদব্যক্তমবাধ্যত্বাচ্চ পরমার্থমবোধয়ৎ।—নীলকণ্ঠঃ (মহাভারতম্, ১২।২১১।১১)

৫২। ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥—গীতা ৭।৪-৫। অত্র শ্রীধরস্বামী—

ভোক্তা রূপে দেহে অবস্থান করেন। জগতের যাবতীয় পদার্থ এই উভয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন।

গীতায় অপরা প্রকৃতি রূপে পৃথিবী, জল, বায়ু, তেজ, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটি তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এখানে চব্বিশটী তত্ত্ব গৃহীত হইয়াছে; ইহা অপরা ও পরা প্রকৃতি বিষয়ে শ্রীধরস্বামীকৃত ব্যাখ্যা (গীতা ৭।৪-৫) হইতে বুঝা যায়। শ্রীধরস্বামী বলেন, পৃথিবী, জল, বায়ু, তেজ ও আকাশ শব্দের দ্বারা পঞ্চ মহাভূত এবং তাহাদের কারণস্বরূপ সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্রের গ্রহণ। মন শব্দের দ্বারা মনের দ্বারা জ্ঞেয় প্রধানের গ্রহণ। বুদ্ধি শব্দের দ্বারা মহত্তত্ত্বের গ্রহণ। অহঙ্কার শব্দের দ্বারা অহঙ্কার এবং অহঙ্কারের কার্য একাদশ ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়েও এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ রহিয়াছে।[৫৩]

অপরা প্রকৃতি 'ক্ষেত্র' রূপে এবং পরা প্রকৃতি 'ক্ষেত্রজ্ঞ' রূপে গীতায় উল্লিখিত হইয়াছেন। ক্ষেত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া গীতা বলিয়াছেন—অব্যক্ত (প্রধান), বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত, সুখ, দুঃখ, সুখকর বিষয়ে ইচ্ছা, দুঃখদায়ক বিষয়ে দ্বেষ, পাঞ্চভৌতিক দেহ, চেতনা (জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি) এবং ধৈর্য—এইগুলির সমবায়ের নাম 'ক্ষেত্র'।[৫৪] ক্ষেত্রকে যিনি প্রকাশ করেন, সেই দেহস্থিত পুরুষ-রূপী পরমাত্মা হইলেন 'ক্ষেত্রজ্ঞ'।[৫৫]

পরা ও অপরা প্রকৃতি হইলেন ঈশ্বরের শক্তি স্বরূপ। তাঁহারা ভগবানের দুইটি বিভাব বা প্রকার; তাঁহারা স্বতন্ত্র নহেন, কিন্তু ঈশ্বরাধীন। জড়বর্গের উপাদান হইলেন ঈশ্বরের অপরা প্রকৃতি এবং জীবরূপী পুরুষ হইলেন ঈশ্বরের পরা প্রকৃতি। ঈশ্বরই

ভূম্যাদীনি পঞ্চভূতসূক্ষ্মাণি, মনঃশব্দেন তৎকারণভূতোঽহঙ্কারঃ, বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণং মহত্তত্ত্বম্, অহঙ্কারশব্দেন তৎ-কারণমবিদ্যা ইত্যেবমষ্টধা ভিন্না। যদ্বা, ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চ মহাভূতানি সূক্ষ্মৈঃ সহৈকীকৃত্য গৃহ্যন্তে। অহঙ্কারশব্দে-নৈবাহঙ্কারস্তেনৈব তৎকার্যাণীন্দ্রিয়াণ্যপি গৃহ্যন্তে। বুদ্ধিরিতি মহত্তত্ত্বম্। মনঃশব্দেন তু মনসৈবোন্নেয়মব্যক্তস্বরূপং প্রধানম্; ইত্যনেন প্রকারেণ মে প্রকৃতির্মায়াখ্যা শক্তিরষ্টধা ভিন্না বিভাগং প্রাপ্তা, চতুর্বিংশতিভেদভিন্নাপ্যষ্টস্বে-বান্তর্ভাববিবক্ষয়াষ্টধা ভিন্নেত্যুক্তম্।

৫৩। মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চচেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥—গীতা ১৩।৫। অত্র শ্রীধরস্বামী—মহাভূতানি ভূম্যাদীনি পঞ্চ, অহঙ্কারস্তৎকারণভূতো বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মকং মহত্তত্ত্বম্, অব্যক্তং মূলপ্রকৃতিঃ, ইন্দ্রিয়াণি দশ বাহ্যানি জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়াণি একঞ্চ মনঃ, ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ পঞ্চ তন্মাত্ররূপা এব শব্দাদয় আকাশাদি-বিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্ত ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ; তদেবং চতুর্বিংশতিতত্ত্বান্যুক্তানি।

৫৪। মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চচেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥—১৩।৫-৬। অত্র শ্রীধরঃ—এতে ইচ্ছাদয়ো দৃশ্যত্বাদাত্মধর্মাঃ অপি তু মনোধর্মাঃ। অতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতিন এবোপলক্ষণঞ্চৈতৎ সঙ্কল্পাদীনাম্।

৫৫। ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।—গীতা ১৩।২

জগতের পরম কারণ এবং তিনিই জগতের সংহারকর্তা।[৫৬] সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বর সৃষ্টিকার্যে ও প্রলয় ব্যাপারে লিপ্ত না হইলেও যে জীবশক্তি ও মায়াশক্তির (অপরাশক্তির) দ্বারা নিখিল জগতের জড় ও চেতন পদার্থের সৃষ্টি হয়, তদুভয় সেই পরম পুরুষের শক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।

গীতা অন্যত্র জড়বর্গকে 'ক্ষর পুরুষ', চেতনবর্গকে 'অক্ষর পুরুষ', এবং ঈশ্বরকে 'পুরুষোত্তম' বলিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে স্থাবর পর্যন্ত ভূতগণের শরীর বিনাশশীল। মূর্খ ব্যক্তিগণ শরীরে পুরুষ-শব্দের প্রয়োগ করে। এজন্য জড়বর্গকে 'ক্ষর পুরুষ' বলা হইয়াছে। চেতন ভোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞ জীব হইলেন 'অক্ষর পুরুষ।' দেহ বিনষ্ট হইলেও তিনি নির্বিকার ভাবে অবস্থান করেন বলিয়া তিনি কূটস্থ। সুতরাং ঈশ্বরের অপরা প্রকৃতি হইলেন ক্ষর পুরুষ এবং পরা প্রকৃতি হইলেন অক্ষর পুরুষ। পক্ষান্তরে যিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের উত্তম, তিনি পরমাত্মা 'পুরুষোত্তম'। তিনি আত্মা রূপে অচেতন 'ক্ষর' হইতে বিলক্ষণ; আবার পরমাত্মা রূপে ভোক্তা 'অক্ষর' হইতেও বিলক্ষণ। তিনি নিত্যমুক্তরূপে জড়বর্গের ঊর্ধ্বে এবং জগতের নিয়ন্তা রূপে চেতন 'অক্ষরের' ঊর্ধ্বে। এজন্য তিনি জগতে 'পুরুষোত্তম' নামে বিদিত। গীতার মতে প্রকৃতি ও পুরুষ চরম তত্ত্ব নহেন; ঈশ্বরই চরম তত্ত্ব।[৫৭]

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, গীতায়ও সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব গৃহীত হইয়াছে। তবে পুরুষকে গীতায় পৃথক্ তত্ত্ব রূপে উল্লেখ করা হয় নাই। গীতায় ঈশ্বরই চরম তত্ত্ব। পুরুষ ও প্রকৃতি তাঁহার বিভাব। সাংখ্যদর্শন ঈশ্বর সম্বন্ধে উদাসীন। সাংখ্যমতে পুরুষ প্রকৃতির পাশে আবদ্ধ হইয়া যখন বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হন, তখন তিনি ভোক্তা; তখন গীতার অক্ষর পুরুষ। আবার তত্ত্বজ্ঞানের ফলে যখন তিনি প্রকৃতির কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করেন, তখন তিনি শুদ্ধ চিন্ময়; তখন তিনি স্বস্বরূপে অবস্থান করেন; তখন তিনি গীতার পুরুষোত্তম। সাংখ্যমতে প্রকৃতি স্বতন্ত্র; তিনি পরতন্ত্র নহেন। কিন্তু গীতায় প্রকৃতি ঈশ্বরের অধীন এবং তাঁহার অপরাশক্তিরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন।

৫৬। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।—গীতা ৭।৬।

৫৭। দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥—গীতা ১৫।১৬-১৮। অত্র শ্রীধরঃ—তত্র ক্ষরঃ পুরুষো নাম সর্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তানি শরীরাণি, অবিবেকিলোকস্য শরীরেষ্বেব পুরুষত্বপ্রসিদ্ধেঃ। * * কূটো রাশিঃ শিলারাশিঃ পর্বত ইব দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা, স অক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে বিবেকিভিঃ। * * আত্মত্বেন ক্ষরাদচেতনাদ্ বিলক্ষণঃ পরমত্বেন অক্ষরাচ্চ ভোক্তুর্বিলক্ষণঃ ইত্যর্থঃ। * * যস্মাৎ ক্ষরং জড়বর্গমতিক্রান্তোঽহং নিত্যমুক্তত্বাৎ অক্ষরাচ্চেতনবর্গাদপ্যুত্তমশ্চ নিয়ন্তৃত্বাৎ, অতো লোকে বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতোঽস্মি।

মধুসূদন সরস্বতী ও শঙ্করাচার্য ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষের ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অক্ষর

পরিশেষে ইহা বক্তব্য যে, বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ যেরূপ বেদান্তদর্শনকে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ ইত্যাদি মতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকে বেদ হইতে স্বমতের অনুকূলে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন; সেইরূপ শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতাও বিভিন্ন ভাষ্যকার কর্তৃক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কোন কোন ভাষ্যকারের মতে গীতার চরম তত্ত্বরূপে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন। আবার কোন কোন ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে সাংখ্যদর্শনের মূলীভূত তত্ত্বগুলি গৃহীত হইয়াছে—ইহা পূর্বোল্লিখিত আলোচনা হইতে বলা যাইতে পারে।

সাংখ্যদর্শন ও মনুসংহিতা

মনুসংহিতায় পরব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সহিত বেদান্তের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সাদৃশ্য দেখা যায়। আবার সেই সঙ্গে মনু মহান্, অহঙ্কার প্রভৃতিরও উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই বর্ণনা সাংখ্যের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার অনুরূপ। এই কারণে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাঁহারা মনুসংহিতার সৃষ্টি-প্রক্রিয়াকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মনুসংহিতার মতে সৃষ্টিকার্য প্রথম আরম্ভ হয় ব্রহ্ম-কর্তৃক। ব্রহ্মা এবং তাঁহার পরবর্তী বিরাট্, মনু, প্রজাপতিগণ কর্তৃক এই সৃষ্টির ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয় এবং পরিপূর্ণতা লাভ করে। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্ম সৃষ্টিকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও তিনি সকল সময়েই সমস্ত শক্তির উৎসরূপে অবস্থান করেন।[৫৮]

ব্রহ্মার উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। তিনি পরমব্রহ্মের সহিত অভিন্ন অথবা ব্রহ্ম কর্তৃক উৎপাদিত হওয়ায় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন—এই লইয়া বিরোধের সৃষ্টি। পরমব্রহ্ম মনুসংহিতায় 'স্বয়ম্ভূ' নামে প্রসিদ্ধ।[৫৯] 'নারায়ণ' নামেও তিনি পরিচিত।[৬০]

পুরুষ হইলেন ভগবানের মায়াশক্তি এবং অন্য পুরুষ হইলেন বিনাশশীল সমস্ত কার্যরাশি। (ক্ষরো বিনাশী কার্যরাশিরেকঃ পুরুষঃ। ন ক্ষরতীত্যক্ষরো বিনাশরহিতঃ ক্ষরাখ্যস্তোৎপত্তিবীজং ভগবতো মায়াশক্তির্দ্বিতীয়ঃ পুরুষঃ।—শ্রীমধুসূদনঃ—গীতা ১৫।১৬)

৫৮। যদা স দেবো জাগর্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ।
যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্বং নিমীলতি।—মনু ১।৫২

৫৯। ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।—মনু ১।৬

৬০। আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। তা যদস্যায়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।—মনু ১।১০। অত্র কুল্লুকঃ—আপঃ অস্য পরমাত্মনো ব্রহ্মরূপেণাবস্থিতস্য পূর্বম্ অয়নম্ আশ্রয় ইত্যসৌ নারায়ণ ইত্যাগমে-ঘাম্নাতঃ।

এই পরমব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি মনুসংহিতায় বর্ণিত হইয়াছে।[৬১] এ বিষয়ে টীকাকার কুল্লুকভট্টের মত প্রথমে আলোচনা করা হইতেছে। কুল্লুকভট্ট 'তদ্বিসৃষ্ট' (মনু ১।১১) পদের অর্থ করিয়াছেন—ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন পুরুষ ব্রহ্মা নামে জগতে প্রসিদ্ধ।[৬২] আবার মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের নবম শ্লোকে—যেখানে ব্রহ্মার উৎপত্তি বলা হইয়াছে, সেখানে তিনি ব্রহ্মাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কুল্লুক বলেন, যে পুরুষ পূর্বজন্মে নিজেকে হিরণ্যগর্ভ হইতে অভিন্নরূপে কল্পনা করিয়া পরমাত্মার উপাসনা করিয়াছিলেন, তাঁহার লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্ন জীবকে আশ্রয় করিয়া পরমাত্মা স্বয়ংই হিরণ্যগর্ভরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।[৬৩] আবার মনুসংহিতায় প্রথমাধ্যায়ের ৬১ সংখ্যক শ্লোকে এবং ১০২ সংখ্যক শ্লোকে স্বায়ম্ভুব মনুকে 'ব্রহ্মপৌত্র' রূপে কুল্লুক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৬৪] ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা,[৬৫] ব্রহ্মা হইতে বিরাট্‌[৬৬] এবং বিরাট্ হইতে মনুর উৎপত্তি[৬৭] মনুসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে। যদি ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা ভিন্ন হন, তাহা হইলে মনু ব্রহ্মপৌত্র না হইয়া ব্রহ্মপ্রপৌত্র হইতে পারেন; কিন্তু মনুকে কুল্লুক ব্রহ্মপৌত্র রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং মনে হয়, কুল্লুক ব্রহ্মাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে কল্পনা করিয়াছেন।

অন্যতম প্রাচীন টীকাকার মেধাতিথি ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মাকে অভিন্ন ও ভিন্ন—দুইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মনুসংহিতায় প্রথমাধ্যায়ের নবম শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—সেই অণ্ডমধ্যে ব্রহ্মা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন। হিরণ্যগর্ভই ব্রহ্মা। তিনি যোগশক্তিপ্রভাবে প্রথমে যে শরীর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অথবা, তিনি শরীরহীন হইয়াই জল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার পর অণ্ডমধ্যে নিজ শরীর ধারণ করিলেন।[৬৮] এখানে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা অভিন্নরূপে

৬১। তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্যতে।—মনু ১।১১

৬২। তদ্বিসৃষ্টঃ তেনোৎপাদিতঃ স পুরুষঃ সর্বত্র ব্রহ্মা ইতি কীর্ত্যতে।—কুল্লুকভট্টঃ—মনু ১।১১

৬৩। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ।—মনু ১।৯। অত্র কুল্লুকঃ—তস্মিন্ অণ্ডে হিরণ্যগর্ভো জাতবান্। যেন পূর্বজন্মনি হিরণ্যগর্ভোঽহমস্মীতি ভেদাভেদভাবনয়া পরমেশ্বরোপাসনা কৃতা, তদীয়ং লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্নজীবন্ অনুপ্রবিশ্য স্বয়ং পরমাত্মৈব হিরণ্যগর্ভরূপতয়া প্রাদুর্ভূতঃ।

৬৪। (ক) স্বায়ম্ভুবস্যাস্য মনোঃ (মনু ১।৬১)। স্বায়ম্ভুবস্যেতি ব্রহ্মপৌত্রস্য অস্য মনোঃ।—কুল্লুকঃ।

(খ) স্বায়ম্ভুবো মনুর্ধীমান্ (মনু ১।১০২)। স্বায়ম্ভুবো ব্রহ্মপৌত্রো ধীমান্ সর্ববিষয়জ্ঞানবান্ মনুঃ।—কুল্লুকঃ।

৬৫। মনু ১।১১

৬৬। দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥—মনু ১।৩২

৬৭। তপস্তপ্ত্বাসৃজদ্ যন্তু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ॥—মনু ১।৩৩

৬৮। তস্মিন্নণ্ডে স্বয়ং ব্রহ্মা জজ্ঞে জাতঃ সম্ভূতঃ। ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ এব। যোগশক্ত্যা প্রাগ্‌গৃহীতং শরীরং পরিত্যজ্যান্তরণ্ডমনুপ্রাবিশৎ। অথবাঽশরীরঃ এবাপঃ সসর্জ, ততোঽন্তরণ্ডং স্বশরীরং জগ্রাহ।—মেধাতিথিঃ (মনু ১।৯)

ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। আবার পরক্ষণেই মেধাতিথি বলিয়াছেন—'যোঽসৌ' ইত্যাদি শ্লোকে[৬৯] যাঁহার কথা বলা হইয়াছে, তিনি পৃথক্ এবং এখানে (মনু ১।৯) যাঁহাকে অণ্ডমধ্যে জাত ব্রহ্মা বলিয়া নির্দেশ করা হইতেছে, তিনিও পৃথক্। 'তদ্বিসৃষ্ট' (মনু ১।১১) পদের অর্থ—সেই পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট। তাহা হইলে এখানে (মনু ১।৯) 'তিনি স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন'—ইহা বলা হইল কিরূপে ? কারণ এখানে ব্রহ্মাকেই স্বয়ং উৎপন্ন বলা হইয়াছে। ইহার উত্তরে মেধাতিথি বলেন—ইহা কোন দোষের নহে। পিতার নামে পুত্রকেও উল্লেখ করা হয় ; কারণ আত্মাই আত্মা হইতে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সারকথা এই যে, আচার্য মনু এই সমস্ত বিষয়গুলিকে যে সকল বেদবচন অনুসারে লিখিয়াছেন. সেগুলির তাৎপর্য ইহাতে নাই; অর্থাৎ এইরূপ সৃষ্টি প্রতিপাদন করা সেই বেদবাক্যগুলির তাৎপর্য নহে। কাজেই এই সকল বর্ণনার তাত্ত্বিকত্বের উপর আগ্রহ না রাখাই উচিত। তিনি স্বয়ং জন্মগ্রহণ করুন অথবা পৃথক্ একজন তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হউন, ধর্মতত্ত্ব উপদেশদানকালে তাঁহার কোন উপযোগিতা নাই। সমস্ত লোকের তিনি পিতামহ। তাঁহার এই পিতামহ-সংজ্ঞাও ঔপচারিক। ইহা মুখ্য নহে; কারণ বাস্তবিকপক্ষে এরূপ দেখা যায় না যে, তিনি পিতার পিতা। তবে পিতামহ যেমন পিতা অপেক্ষাও অধিক পূজনীয়, তিনিও সেইরূপ অধিক পূজনীয় ; ইহাই মাত্র এখানে বক্তব্য।[৭০] মেধাতিথি 'নারায়ণ' শব্দে এই ব্রহ্মাকেই বুঝাইয়াছেন। ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তির আধিক্যবশতঃ যিনি জগৎকারণ পুরুষ এবং যাঁহাকে 'নারায়ণ' বলা হইয়াছে, তিনিই এখানে বর্ণিত ব্রহ্মা। শব্দভেদে অর্থভেদ হয় না। ব্রহ্মা, নারায়ণ, মহেশ্বর—ইঁহারা অভিন্ন। উপাস্যরূপে ইঁহাদের ভেদ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ ইঁহাদের কোন ভেদ নাই।[৭১]

মনুসংহিতায় স্বয়ং গ্রন্থকার ব্রহ্মা ও স্বয়ম্ভূ পরমব্রহ্মকে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন মনে হয়। কারণ তিনি ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি বর্ণনা

৬৯। যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ॥—মনু ১।৭

৭০। অথবাঽন্যো 'যোঽসাবিত্যত্র নির্দিষ্টঃ অন্যশ্চায়মণ্ডজো ব্রহ্মেতি। তথাচ বক্ষ্যতি 'তদ্বিসৃষ্ট' ইতি তেনেশ্বরেণ সৃষ্টঃ। কথং তর্হি স্বয়ং জজ্ঞে, স্বয়ং ভূতশ্চ তত্র ব্রহ্মোচ্যতে ? নৈষ দোষঃ। পিতৃনাম্না পুত্রো ব্যপদিশ্যতে ; 'আত্মা হি জজ্ঞ আত্মন' ইতি। অনিদম্পরেভ্য আগমেভ্যো লিখিতমাচার্যেণ, ন চাত্রাভিনিবেষ্টব্যম্। 'স এব স্বয়ং জায়তামন্যো বা তেন সৃজ্যতামিতি' ন ধর্মাভিধান উপযুজ্যত ইত্যুক্তম্। সর্বলোকানাং পিতামহ ইতি সংজ্ঞা ; তস্যোপচারতোঽবাস্তবত্বাৎ, পিতুরপি সকাশাদধিকঃ পিতামহঃ পূজ্যঃ। —মেধাতিথিঃ (মনু ১।৯)

৭১। যঃ ক্রিয়াজ্ঞানশক্ত্যতিশয়যোগেন জগৎকারণপুরুষতয়া আগমেষ্বাম্নাতঃ, নারায়ণশব্দেন কর্তৃজ্ঞাতৃশক্ত্যতিশয়যোগেন ... সোঽয়মেব। ন শব্দভেদাদর্থভেদঃ। ব্রহ্মা নারায়ণো মহেশ্বর ইত্যেক এবার্থো নোপাসনা-কর্মতয়া ভিদ্যতে।—মেধাতিথিঃ (মনু ১।১০)

করিয়াছেন।[৭২] আবার স্বয়ম্ভূ স্বীয় মুখ হইতে ব্রাহ্মণকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন—একথাও বলিয়াছেন।[৭৩] সুতরাং গ্রন্থকারের মতে ব্রহ্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন। এইভাবে ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা ভিন্ন ও অভিন্ন—এই দুই মতই তুল্যভাবে গ্রহণীয়। তবে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মার মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ গ্রহণ করিলে এই বিরোধের সমাধান হইতে পারে মনে হয়। টীকাকার কুল্লুকভট্ট এই ভেদাভেদ সম্বন্ধের পক্ষপাতী।

মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অন্ধকারে লীন ছিল। জগতের তৎকালীন স্বরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অনুমানের অগম্য, তর্কের অযোগ্য এবং শব্দ-প্রমাণেরও বহির্ভূত। জগৎ তখন প্রসুপ্তের ন্যায় ক্রিয়াশূন্য অবস্থায় বর্তমান ছিল।[৭৪] টীকাকার কুল্লুকভট্টের মতে সৃষ্টির পূর্বে জগৎ তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতিতে লীন ছিল। তিনি 'তমোভূত' পদ হইতে তমঃ শব্দের গুণবৃত্তি দ্বারা প্রকৃতিকে বুঝাইতে চাহিতেছেন। যেমন অন্ধকারে বর্তমান বস্তুসমূহ জ্ঞানের বিষয় হয় না, সেইরূপ সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতিতে সূক্ষ্মরূপে লীন বস্তুসমূহও জ্ঞানের বহির্ভূত ছিল। আবার এই প্রকৃতিও পরমব্রহ্মে অব্যাকৃত অর্থাৎ অব্যক্ত অবস্থায় বর্তমান ছিল। এজন্য জগতের এই অবস্থা অবিজ্ঞেয়।[৭৫] এখন প্রশ্ন উঠে—এই প্রকৃতি কি? আচার্য মনুর মতে স্বয়ং ব্রহ্মই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।[৭৬] প্রকৃতি হইতে জগৎসৃষ্টির কথা তিনি বলেন নাই। সুতরাং কুল্লুক কিভাবে প্রকৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন? এই বিষয়ে কুল্লুকের সিদ্ধান্ত লিখিত হইতেছে। কুল্লুকভট্ট বলেন, পরম ব্রহ্ম অভিধ্যানপূর্বক সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করিলেন—মনুর এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, অচেতনা অস্বতন্ত্রা প্রকৃতি জগৎরূপে পরিণত হইলেন—ইহা মনুর সিদ্ধান্ত নহে; কিন্তু অব্যাকৃত শক্তির অধিষ্ঠানরূপে ব্রহ্মই জগতের কারণ—ত্রিদণ্ডি-বৈদান্তিকগণের এই সিদ্ধান্তই আচার্য মনুর অভিমত। ব্রহ্ম স্বকীয় অব্যাকৃতরূপ শরীর হইতে মহদাদি

৭২। লোকানাং তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রং চ নিরবর্তয়ৎ॥—মনু ১।৩১

৭৩। তং হি স্বয়ম্ভূঃ স্বাদাস্যাত্তপস্তপ্ত্বাদিতোঽসৃজৎ।
হব্যকব্যাভিবাহ্যায় সর্বস্যাস্য চ গুপ্তয়ে॥—মনু ১।৯৪

৭৪। আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ॥—মনু ১।৫

৭৫। ইদং জগৎ তমোভূতং তমসি স্থিতং লীনমাসীৎ। তমঃশব্দেন গুণবৃত্ত্যা প্রকৃতির্নির্দিশ্যতে। তম ইব তমঃ। যথা তমসি লীনাঃ পদার্থা অধ্যক্ষেণ ন প্রকাশ্যন্তে, এবং প্রকৃতিলীনা অপি ভাবা নাবগম্যন্তে ইতি গুণযোগঃ। প্রলয়কালে সূক্ষ্মরূপতয়া প্রকৃতৌ লীনমাসীদিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—'তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে' ইতি (ঋগ্বেদঃ ১০।১২৯।৩)। প্রকৃতিরপি ব্রহ্মাত্মনা অব্যাকৃতা আসীৎ।—কুল্লুকঃ (মনু ১।৫)

৭৬। সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥—মনু (১।৮)

সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। যদিও বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মের শরীর স্বীকৃত হয় নাই, তথাপি ভগবদ্-ভাস্করীয় বেদান্তদর্শনে 'অব্যাকৃত'কে প্রকৃতি বলা হইয়াছে এবং সেই 'অব্যাকৃত'ই ব্রহ্মের শরীর। 'অব্যাকৃত' শব্দের দ্বারা সূক্ষ্মভাবে শক্তিরূপে অবস্থিত পঞ্চভূত, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সমূহ, প্রাণ, মন, কর্ম, অবিদ্যা, ও বাসনাকে অভিহিত করা হইয়াছে। ভাস্কর ভট্টের মতে 'অব্যাকৃত' হইল ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন। তাঁহার মতে নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি হয় নাই; সগুণ ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি।[৭৭] এইভাবে ব্রহ্মের শরীর হইতে জগতের সৃষ্টি মনুর অভিমত—ইহা কুল্লূকভট্ট বলিতে চাহেন।[৭৮]

মেধাতিথি 'তমোভূত' (মনু ১।৫) পদের অর্থ করিয়াছেন—অন্ধকারের ন্যায়। 'ভূত' শব্দের অর্থ অনেক প্রকার হইতে পারে। এখানে ইহা উপমা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।[৭৯] মহাপ্রলয়ের পর ঐশ্বর্যাদিসম্পন্ন ভগবান্ স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। তিনি স্বয়ম্ভূ; স্বেচ্ছায় তাঁহার এই শরীর গ্রহণ। সাধারণ জীবের ন্যায় তাঁহার দেহ কর্মায়ত্ত নহে। ছান্দোগ্যোপনিষদেও ইহার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।[৮০] তিনি অব্যক্ত; সুতরাং বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর এবং ধ্যানগম্য। তিনি সূক্ষ্ম, শাশ্বত এবং সর্বভূতাত্মা। সৃষ্টিব্যাপারে তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত। তাঁহার এই আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হইল মহাপ্রলয়কালীন জগতের অন্ধকারাবস্থা দূর করা। এজন্য তিনি মহান্, অহঙ্কার, আকাশ প্রভৃতি মহাভূতকে অব্যক্তাবস্থা হইতে প্রথমে সূক্ষ্মরূপে, তারপর স্থূলরূপে প্রকাশ করিলেন। মহাভূতসকল স্বয়ং জগৎরচনায় অসমর্থ। তবে তিনি যখন সেই মহাভূতাদির মধ্যে শক্তি আধান করেন, তখন সেগুলি বিকাররূপে পরিণত হয়।[৮১] এখানে মেধাতিথি 'তমোনুদ' পদের অর্থ করিয়াছেন—মহাপ্রলয়ের অবস্থা যিনি দূর

৭৭। অতো ভিন্নাভিন্নরূপং ব্রহ্মেতি স্থিতম্। তথাচ সংগ্রহশ্লোকঃ—কার্যরূপেণ নানাত্বমভেদঃ কারণাত্মনা। হেমাত্মনা যথাঽভেদঃ কুণ্ডলাদ্যাত্মনা ভিদা॥—ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্ ১।১।৪ (ভাস্করাচার্যবিরচিতম্ পৃঃ ১৮)

৭৮। অভিধ্যানপূর্বিকাং সৃষ্টিং বদতো মনোঃ প্রকৃতিরেব অচেতনা স্বতন্ত্রা পরিণমতে—ইত্যয়ং পক্ষো ন সম্মতঃ; কিন্তু ব্রহ্মৈব অব্যাকৃতশক্ত্যাত্মনা জগৎকারণমিতি শ্রুতি-বেদান্তসিদ্ধান্ত এবাভিমতঃ প্রতিভাতি। তথাচ ছান্দোগ্যোপনিষদ্ (৬।৩।২)—'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়' ইতি। অতএব শারীরকসূত্রকৃতা ব্যাসেন সিদ্ধান্তিতম্—'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' ইতি; ঈক্ষতেঃ ঈক্ষণশ্রবণাৎ ন প্রধানং জগৎকারণম্, অশব্দং হি তৎ। ন বিদ্যতে শব্দঃ শ্রুতির্যস্য তৎ অশব্দম্ ইতি সূত্রার্থঃ। স্যাৎ শরীরাদ্ অব্যাকৃতরূপাৎ। অব্যাকৃতমেব ভগবদ্-ভাস্করীয়-বেদান্তদর্শনে প্রকৃতিঃ, তদেব চ তস্য শরীরম্। অব্যাকৃতশব্দেন পঞ্চভূত-বুদ্ধীন্দ্রিয়-প্রাণ-মনঃ-কর্মাবিদ্যাবাসনা এব সূক্ষ্মরূপতয়া শক্ত্যাত্মনা স্থিতা অভিধীয়ন্তে। অব্যাকৃতস্য চ ব্রহ্মণা সহ ভেদাভেদস্বীকারাৎ ব্রহ্মাদ্বৈতম্; শক্ত্যাত্মনা চ ব্রহ্ম জগদ্রূপতয়া পরিণমতে—ইত্যুভয়মপ্যুপপদ্যতে।—কুল্লূকঃ (মনু ১।৮)

৭৯। তমোভূতং তম ইব। ভূতশব্দোঽনেকার্থো হ্যুপমায়াং প্রযুক্তঃ। কিং তমসা জগতঃ সাদৃশ্যমত আহ অপ্রজ্ঞাতম্।—মেধাতিথিঃ (মনু ১।৫)

৮০। স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি।—ছান্দোগ্য ৭।২৬।২

৮১। মনু ১।৬

করেন।[৮২] কিন্তু কুল্লুক ইহার অর্থ করিয়াছেন--প্রকৃতিপ্রেরক। এখানে প্রকৃতি বলিতে তিনি 'অব্যাকৃত'কে বুঝাইতে চাহিয়াছেন, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সেই পরম ব্রহ্ম সর্বভূতময় হইয়াও অচিন্তনীয়। তিনি যখন স্বীয় নিষ্প্রপঞ্চ নির্গুণস্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তিনি জ্ঞানের অবিষয়। আবার যখন বিবর্তাবস্থায় থাকেন, তখন তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তিনি সূক্ষ্ম, কিন্তু স্থূলাবস্থায় স্থূল। তিনি অব্যক্ত, আবার ব্যক্তও বটে। তিনি শাশ্বত হইয়াও অশাশ্বত। এইভাবে তিনি সর্বভূতের অধিষ্ঠান হইয়াও রূপরহিত। বিবর্তের অবস্থাভেদেই তাঁহার অবস্থা ভেদ হয়; কিন্তু পারমার্থিকভাবে কোন ভেদ বা পরিবর্তন নাই।[৮৩]

পরম ব্রহ্ম নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করিবার মানসে স্বকীয় শরীর হইতে প্রথমে জল সৃষ্টি করিলেন।[৮৪] তাঁহার এই সৃষ্টি অভিধ্যান-পূর্বক; 'জল উৎপন্ন হউক্'—এইরূপ ইচ্ছামাত্রেই জল-সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্রহ্মের শরীর সম্বন্ধে কুল্লুকভট্টের মত পূর্বে বলা হইয়াছে। মেধাতিথি বলেন, অদ্বৈতবাদিগণের মতে প্রধানই (মায়াই) ব্রহ্মের সেই শরীর। সেই প্রধান তাঁহার ইচ্ছানুসারে চলে এবং তাহা জড়স্বরূপ হওয়ায় স্বভাবতঃ জড় শরীর নির্মাণের উপাদান কারণ।[৮৫] এখানে প্রথমে জলসৃষ্টির অর্থ হইল—ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্বে তিনি জল সৃষ্টি করিলেন।[৮৬] সেই সৃষ্ট জলে ব্রহ্ম বীজ অর্থাৎ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। একথা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, এই পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে জল প্রথমে সৃষ্ট হয় নাই। কারণ মনু আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন।[৮৭]

ব্রহ্ম কর্তৃক জলে নিক্ষিপ্ত বীজ সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং হেমময় অণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। এখানে হেমময় অণ্ড বলিতে সুবর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধ অণ্ড বুঝিতে হইবে। কারণ ঐ অণ্ডের একাংশ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। পৃথিবী যে

৮২। তমো মহাপ্রলয়াবস্থা; তাং নুদতি বিনাশয়তি পুনর্জগৎ সৃজত্যতস্তমোনুদঃ।—মেধাতিথিঃ (মনু ১।৬)।

৮৩। অপিশব্দশ্চাত্র দ্রষ্টব্যঃ। স্বরূপে স্থিতোঽগ্রাহ্যঃ বিবর্তাবস্থায়ামিন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ। এবং সূক্ষ্মঃ, অপি-শব্দাৎ স্থূলাবস্থায়াং স্থূলঃ। অব্যক্তো ব্যক্তশ্চ। শাশ্বতোঽশাশ্বতশ্চ। ভূতময়স্তদ্রূপরহিতশ্চ। বিবর্তাবস্থাভেদেনৈব ব্যাখ্যেয়ম্।—মেধাতিথিঃ (মনু ১।৭)

৮৪। মনু ১।৮

৮৫। অদ্বৈতদর্শনে প্রধানমেব তস্যৈবং শরীরম্, তদিচ্ছানুবর্তিত্বাৎ, যতঃ শরীরনির্মাণহেতুত্বাচ্চ।—মেধাতিথিঃ (মনু ১।৮)

৮৬। আদৌ স্বকার্যভূমিব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টেঃ প্রাক্। অপাং সৃষ্টিশ্চেয়ং মহদহঙ্কারতন্মাত্রক্রমেণ বোদ্ধব্যা। মহাভূতানি ব্যঞ্জয়ন্ ইতি পূর্বম্ অভিধানাৎ, অনন্তরমপি মহদাদিসৃষ্টের্বক্ষ্যমাণত্বাৎ।—কুল্লুকঃ (মনু ১।৮)

৮৭। মনু ১।৭৫-৭৮

সুবর্ণময় নয়, তাহা প্রত্যক্ষ।[৮৮] পরমাত্মা সেই অণ্ডে ব্রহ্মা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন, তাহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

মহদাদি-ক্রমে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণনার দ্বারা মনু সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন মনে হয়, অথচ অভিধ্যানপূর্বক ব্রহ্ম সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করিলেন—মনুর এই উক্তি হইতে তিনি বেদান্তের মত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও মনে হয়। তবে বেদান্তদর্শনে পরমাত্মা হইতে তন্মাত্রাদি ক্রমে সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে। মহান্, অহঙ্কার সৃষ্টির স্পষ্ট উল্লেখ বেদান্তদর্শনে পাওয়া যায় না।[৮৯] এই বিরোধ পরিহারের জন্য কুল্লুক বলিয়াছেন—প্রকৃতি হইতে মহদাদি ক্রমে সৃষ্টি ভগবদ্-ভাস্করীয় বেদান্তদর্শনে দেখা যায়। অব্যাকৃত হইতেছে প্রকৃতি; তাঁহার সৃষ্ট্যুন্মুখিতা বা সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ববর্তী কালের সহিত সংযোগ হইল মহৎ-তত্ত্ব। 'আমি বহু হইব'—অব্যাকৃতের এই অভিমানাত্মক ক্ষণকাল-সংযোগ হইল অহঙ্কারতত্ত্ব। আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্ম উপাদান হইল পঞ্চ তন্মাত্র। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হইল আকাশাদি পঞ্চ স্থূল মহাভূত। সুতরাং মনুপ্রোক্ত সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সহিত বেদান্তদর্শনের সৃষ্টির কোন পার্থক্য নাই। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ অব্যাকৃতের গুণ বলিয়া সকল বস্তুই ত্রিগুণাত্মক; কারণ সকল বস্তুই অব্যাকৃত হইতে উৎপন্ন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা হইল প্রকৃতি—ইহা স্বীকার করিলেও এবং বেদান্তদর্শনে অনুক্ত মহৎ, অহঙ্কারকে পৃথক্ তত্ত্বরূপে স্বীকার করিলেও ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি ভিন্ন নহেন, ইহাই মনুর অভিমত—একথা কুল্লুক বলিতে চাহেন। মনু স্বয়ং বলিয়াছেন—যিনি সর্বভূতের মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, কুল্লুকভট্ট বেদান্তদর্শনের একনিষ্ঠ পক্ষপাতী ছিলেন।[৯০]

এ পর্যন্ত যে সৃষ্টি প্রক্রিয়া লিখিত হইল, তাহাতে সাংখ্যদর্শন-প্রসিদ্ধ 'প্রধানে'র অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মই এই জগতের স্রষ্টা। টীকাকার মেধাতিথি এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে তিনি মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের ষষ্ঠ হইতে একাদশ পর্যন্ত শ্লোকগুলি সাংখ্যোক্ত প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যানে সৃষ্টি-

---

৮৮। হৈমমিব হৈমং শুদ্ধিগুণযোগাৎ, ন তু হৈমমেব। তদীয়ৈকশকলেন ভূমিনির্মাণস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ ভূমেশ্চ অহৈমত্বস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ উপচারাশ্রয়ণম্।—কুল্লুকঃ (মনু ১।৯)

৮৯। তত্র সর্গারম্ভকালে পরমেশ্বরঃ সৃজ্যমান-প্রপঞ্চবৈচিত্র্যহেতুপ্রাণিকর্মসহকৃতঃ অপরিমিতানিরূপিতশক্তি-বিশেষবিশিষ্টমায়াসহিতঃ সন্ নামরূপাত্মক-নিখিল-প্রপঞ্চং প্রথমং বুদ্ধাবাকলয্য ইদং করিষ্যামীতি সঙ্কল্পয়তি, তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েত্যাদি-শ্রুতেঃ। তত্র আকাশাদীনি পঞ্চভূতান্যপঞ্চীকৃতানি তন্মাত্রপদবাচ্যান্যুৎপদ্যন্তে। তত্রাকাশস্য শব্দো গুণঃ, বায়োস্তু শব্দস্পর্শৌ, তেজসস্তু শব্দ-স্পর্শ-রূপাণি, অপাং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাঃ, পৃথিব্যাস্তু শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাঃ।—বেদান্তপরিভাষা—জগজ্জন্মক্রমঃ পৃঃ ২৩৭-২৩৯

৯০। ননু অভিধ্যানপূর্বকসৃষ্ট্যভিধানাৎ বেদান্তসিদ্ধান্ত এব মনোরভিমত ইতি প্রাগুক্তং, তন্ন সংগচ্ছতে। ইদানীং মহদাদিক্রমেণ সৃষ্ট্যভিধানাৎ বেদান্তদর্শনে পরমাত্মন এব আকাশাদিক্রমেণ সৃষ্টিরুক্তা। তথাচ তৈত্তিরীয়ো-

ব্যাপারে সাংখ্যের প্রকৃতির কর্তৃত্ব এবং ব্রহ্মের অনাবশ্যকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ষষ্ঠ শ্লোকটি (ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ ইত্যাদি) ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—'স্বয়ম্ভূ' শব্দের দ্বারা প্রধানই অভিহিত হইয়াছে; কারণ, প্রধান স্বয়ংই মহত্তত্ত্বরূপে বিকার বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। দুগ্ধ অচেতন হইলেও যেমন ঘন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দধি হইয়া যায়, সেইরূপ প্রধানও বিকারভাব প্রাপ্ত হয়; ইহা বস্তুর স্বভাব ছাড়া আর কিছু নয়। এই ব্যাখ্যানুসারে 'ভগবান্' পদের অর্থ হইল নিজ ব্যাপারে যাঁহার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে। 'মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ' পদের অর্থ—মহাভূতাদির দ্বারা প্রকাশমান স্বীয় কার্যে যে উৎসাহ অর্থাৎ উন্মুখতা, তাহাই ওজঃ; তাহাকেই সামর্থ্য বলা হয়। 'আদি' শব্দের দ্বারা কি প্রকারে এবং কি নিয়মে প্রধান হইতে সৃষ্টি হয়, তাহা বুঝাইতেছে। সুতরাং যিনি 'অব্যক্ত', তিনি মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির কারণ হইতেছেন। সেই 'অব্যক্ত' যখন বিকারভাব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা নিজের স্বরূপ পূর্বভাব হইতে প্রচ্যুত হয়; তখন তাহা সত্ত্বগুণের আধিক্যবশতঃ প্রকাশময় হইয়া থাকে; এইজন্য তাহা তমোগুণকে অভিভূত করে বলিয়া 'তমোনুদ' নামে প্রচারিত। 'প্রধান' শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ হইলেও এখানে যে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেজন্য একটি 'অর্থ' শব্দের অধ্যাহার করিতে হইবে। তাছাড়া, প্রধান প্রভৃতিকে বুঝাইবার জন্য 'পুরুষ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; অর্থাৎ 'পুরুষ' বলিতে প্রধানকেও বুঝায়; যেমন 'তেষামিদং তু সপ্তানাং পুরুষাণাং মহৌজসাম্' (মনু ১।১৯) ইত্যাদি শ্লোকে প্রধান প্রভৃতিকে বুঝাইবার জন্য পুরুষ-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।[২১]

পনিষদ্—তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবীতি (২।১।৩)। উচ্যতে—প্রকৃতিতো মহদাদিক্রমেণ সৃষ্টিরিতি ভগবদ্ভাস্করীয়বেদান্তদর্শনেঽপ্যুপপদ্যতে ইতি তদ্বিদো ব্যাচক্ষতে। অব্যাকৃতম্ এব প্রকৃতিরিষ্যতে; তস্য চ সৃষ্ট্যুন্মুখত্বং সৃষ্টাঙ্কালযোগরূপং, তদেব মহত্তত্ত্বম্। ততো বহু স্যামিত্যভিমানাত্মকে ক্ষণকালযোগিত্বম্ অব্যাকৃতস্য অহঙ্কারতত্ত্বম্। তত আকাশাদি-পঞ্চভূতসূক্ষ্মাণি ক্রমেণোৎপন্নানি পঞ্চ তন্মাত্রাণি, তদ্ভ্যস্তু এব স্থূলান্যুৎপন্নানি পঞ্চ মহাভূতানি, সূক্ষ্মস্থূলক্রমেণৈব কার্যোদয়দর্শনাৎ ইতি ন বিরোধঃ। অব্যাকৃতগুণত্বেঽপি সত্ত্বরজস্তমসাং সর্বাণি ত্রিগুণানীত্যুপপদ্যতে। ভবতু বা সত্ত্বরজস্তমঃসমতারূপৈব মূলপ্রকৃতিঃ, ভবন্তু চ তত্ত্বান্তরাণ্যেব মহদহঙ্কারতন্মাত্রাণি, তথাপি প্রকৃতিরংশাঃ অনন্তা ইতি মনোঃ স্বরসঃ। যতো বক্ষ্যতি—'সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি' (মনু ১২।৯১), তথা 'এবং যঃ সর্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা। স সর্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্॥' (মনু ১২।১২৫)।—কুল্লুকঃ (মনু ১।১৫)

২১। ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্। মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ॥ (মনু ১।৬)। অত্র মেধাতিথিঃ—প্রধানমেবৈতৈঃ শব্দৈরভিধীয়তে। স্বয়ং ভবতি পরিণমতি বিক্রিয়তে মহত্তত্ত্বাদিভাবেন। ন কশ্চিদীশ্বরঃ স্বভাবসিদ্ধোঽস্তি, যস্যেচ্ছামচেতনং প্রধানমনুবর্ততে। বস্তুস্বভাব এবায়ং যদুত প্রকৃতিরূপং প্রধানং পুনর্বিক্রিয়তে; যথা ক্ষীরমচেতনং মণ্ডকাবস্থাভির্দধীভবতি। ভগবানিতি স্বব্যাপারে ঈশ্বরঃ। মহাভূতাদিদ্বারেণ প্রবৃত্তঃ স্বকার্যোৎসাহ ওজঃ সামর্থ্যম্। আদিশব্দঃ প্রকারে ব্যবস্থায়াম্। তেন মহদাদিকারণম্ অব্যক্তং ভবতি। বিকারাবস্থায়াম্ প্রচ্যুতং প্রাগ্রূপাৎ সত্ত্বভাবাৎ প্রকাশময়ং তমো নুদতীত্যুচ্যতে। অর্থ-শব্দাধ্যাহারেণ বা প্রধানে পুংলিঙ্গনির্দেশঃ। পুরুষশব্দশ্চ প্রধানাদিষু দৃষ্টঃ, 'তেষামিদং তু সপ্তানাং পুরুষাণা'মিতি (মনু ১।১৯)।—মনু ১।১১

ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি বা প্রধান হইতে জগতের উৎপত্তি—উভয়পক্ষে সপ্তম শ্লোকের (যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ ইত্যাদি) অর্থ তুল্য। অষ্টম শ্লোকের (সোঽভিধ্যায় ইত্যাদি) অর্থ—অভিধ্যায় পদটি এখানে গৌণভাবে গৃহীত হইয়াছে; কারণ ইচ্ছাত্মক অভিধ্যান হইতেছে চেতনের ধর্ম; কিন্তু প্রধান অচেতন; সুতরাং প্রধানের পক্ষে অভিধ্যান করা সম্ভব নহে। সচেতন পদার্থের সহিত প্রধানের অভিধ্যান বিষয়ে এইমাত্র সাদৃশ্য যে, ইহা অন্য কোন কার্যের সাহায্য না লইয়া এবং ঈশ্বরের ইচ্ছারও অপেক্ষা না রাখিয়া স্বীয় স্বভাববশতঃই মহদাদি বিকাররূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এই অন্য-নিরপেক্ষভাবে কার্য-জনকত্বকে লক্ষ্য করিয়া অভিধ্যায় পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। 'অপ আদৌ সসর্জ'—ক্ষিতিরূপ মহাভূত-সৃষ্টির পূর্বে জলসৃষ্টি করিলেন। এই ভাবেই জল-সৃষ্টির প্রথমতা; মহৎ প্রভৃতি তত্ত্বের উৎপত্তির পূর্বে জল সৃষ্ট হয় নাই। 'তাসু বীর্যমবাসৃজৎ'—সেই জলসকলের মধ্যে 'বীর্য' অর্থাৎ শক্তি সৃষ্টি করিলেন এবং এই সৃষ্টি প্রধান হইতে হইয়াছে।[৯২] নবম শ্লোকে 'তদণ্ডমভবৎ' ইত্যাদির অর্থ—স্ত্রীপুরুষের সংযোগ ব্যতীতই যেমন তত্ত্বসকল প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল, ব্রহ্মাও সেইরূপ পূর্ববর্তী কর্মের প্রভাবে নিজ মহিমাতেই উৎপন্ন হইলেন। দংশ (ডাঁশ), মশক প্রভৃতির শরীর যেমন যোনিসম্ভূত নহে, তাঁহার শরীরও সেইরূপ অযোনিজ।[৯৩] একাদশ শ্লোকে 'তদ্বিসৃষ্ট' পদের অর্থ—সেই প্রধানের দ্বারা সৃষ্ট। শরীর সেই প্রধানেরই বিকার; এই জন্য ইহাকে তদ্বিসৃষ্ট বলা হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশের অর্থ উভয় পক্ষে তুল্য। এইভাবে প্রধান হইতে জগতের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে মেধাতিথি বলিয়াছেন—আসলে এগুলি অর্থবাদ; কাজেই গুণবাদ অবলম্বন করিয়া এগুলির যাহা হয় একটা অর্থ দেখান যায়।[৯৪]

৯২। সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীর্যমবাসৃজৎ॥ (মনু ১।৮)। অত্র মেধাতিথিঃ—অভিধ্যায়েতি অভিধ্যানং গুণতঃ, অচেতনত্বাৎ প্রধানস্য অভিধ্যানাসম্ভবাৎ। যথা কশ্চিদভিধ্যায়ৈব কার্যং নির্বর্তয়েৎ। অন্যকার্যনিরপেক্ষমেব বস্তুস্বাভাব্যেন পরিণমনমনীশ্বরেচ্ছানপেক্ষত্বাদভিধ্যায়েত্যুচ্যতে। অপ আদৌ সসর্জ। মহাভূতান্তরাপেক্ষয়া তাসামাদিত্বং, ন তু মহদাদিতত্ত্বোৎপত্তেঃ। বক্ষ্যতি হি 'তেষামিদং তু সপ্তানা'মিতি। প্রথমং তত্ত্বোৎপত্তিস্ততো ভূতানাম্। তাসু বীর্যমিতি। বীর্যং শক্তিমবাসৃজৎ: প্রধানমেব কর্তৃ ভবতি।—মনু ১।১১

৯৩। তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিঞ্জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ॥ (মনু ১।৯)। অত্র মেধাতিথিঃ—সর্বতঃ প্রধানং পৃথিব্যাদিভূতোৎপত্তৌ কাঠিন্যমেতি, অণ্ডরূপং সম্পদ্যতে। তদণ্ডমিতি। যথা তত্ত্বানি স্ত্রীপুরুষসংযোগং বিনোৎপন্নানি প্রথমমেবং পূর্বকর্মবশেন ব্রহ্মাপি স্বমহিম্নৈব। অযোনিজং তস্য শরীরং দংশমশকাদিবৎ।—মনু ১।১১

৯৪। যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্। তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্যতে॥—মনু ১।১১। 'তদ্বিসৃষ্টঃ' তেন প্রধানেন বিসৃষ্টঃ, তদ্বিকারত্বাচ্ছরীরস্য তদ্বিসৃষ্ট ইত্যুচ্যতে। শেষং পূর্ববৎ। অর্থবাদা এতে যথাকথঞ্চিদ্ গুণবাদেন নীয়ন্তে।—মেধাতিথিঃ।

পূর্বের আলোচনা হইতে দেখা যায়। কুল্লূকভট্টের মতে ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ 'অব্যাকৃত' হইতে জগতের উৎপত্তি। মেধাতিথির মতে প্রধানই ব্রহ্মের শরীর ; সেই প্রধান হইতে জগতের সৃষ্টি। আবার মেধাতিথি ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ প্রধান হইতেও জগতের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং সাংখ্যোক্ত প্রধানের অস্তিত্ব মনুপ্রোক্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মধ্যে পাওয়া যায়। তাছাড়া, সাংখ্যের চব্বিশটী তত্ত্বও এখানে গৃহীত হইয়াছে :—অব্যাকৃত (মতান্তরে প্রধান), মহান্‌, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত।[৯৫] পুরুষকে এখানে পৃথক্‌ তত্ত্বরূপে গ্রহণ করা হয় নাই বটে, তাহা হইলেও মনুসংহিতায় সাংখ্যদর্শনের প্রভাব অনুমান করা যায়।

সাংখ্যদর্শন ও চরকসংহিতা

চরকসংহিতায় ধাতুভেদে পুরুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে। ধাতুভেদে পুরুষ তিন প্রকার—একধাতুক, ষড়্‌ধাতুক এবং চতুর্বিংশতিধাতুক।

একধাতুক পুরুষ—সর্বজীবের চৈতন্যের হেতু, অচিন্ত্যপ্রভাবময়, জগতের মূলপ্রকৃতি, ব্রহ্মস্বরূপ, মহাপ্রলয়েও অবস্থানকারী, অদ্বিতীয় চেতনাধাতু একধাতুক পুরুষরূপে প্রসিদ্ধ। শরীরে অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহার পুরুষসংজ্ঞা।[৯৬]

ষড়্‌ধাতুক পুরুষ—চেতনাধাতুরূপ ষষ্ঠোপাদান এবং পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টি লইয়া ষড়্‌ধাতুক পুরুষ গঠিত। এই চেতনাশক্তি বিশ্বের মূল উপাদান, সর্বাত্মা, সর্বজীবের চৈতন্যদায়ী, অব্যক্তনামক আত্মা। ইনি মহাপ্রলয়েও অবস্থান করেন।[৯৭]

চতুর্বিংশতিক পুরুষ—পুরুষকে পুনরায় চতুর্বিংশতিধাতুময় রূপে অভিহিত করা হইয়াছে।[৯৮] এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব লইয়া মতভেদ দেখা যায়। টীকাকার চক্রপাণি দত্ত

৯৫। চতুর্বিংশতি-তত্ত্বানি। তানি সৃষ্টৌ সমেষাং নিমিত্তম্।—মেধাতিথিঃ (মনু ১।১৯)

৯৬। চেতনাধাতুরপ্যেকঃ স্মৃতঃ পুরুষসংজ্ঞকঃ।— চরকসংহিতা—শারীরাধ্যায় ১।১৬। অত্র গঙ্গাধরঃ—যস্য ধারণপোষণোপাদানহেতুর্যঃ স তস্য ধাতুঃ। চেতনা সর্বচৈতন্যহেতুরচিন্ত্যানন্তপ্রভাববতী মূলপ্রকৃতিঃ শক্তির্ব্রহ্ম, যা মহানির্বাণেঽপ্যবশিষ্যতে। তচ্চেতনাশক্ত্যুপাদানঃ চেতনাধাতুর্য একঃ স্বদ্বিতীয়ঃ সোঽপি পুরুষসংজ্ঞকঃ স্মৃতঃ। পুরি ব্যাকৃতাব্যাকৃতশরীরে বসতীতি বসেরৌণাদিকঃ কচ্‌প্রত্যয়ঃ পুরুষঃ।

৯৭। খাদয়শ্চেতনাষষ্ঠা ধাতবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।—চরক-শারীর ১।১৬। অত্র গঙ্গাধরঃ—খমাকাশং শব্দতন্মাত্ররূপং তদাদি-র্যেষাং বায্বাদীনাং শব্দতন্মাত্রাদিরূপাণাং ন পূর্বপূর্বভূতানুপ্রবিষ্টরূপাণাঞ্চ। * * চেতনাধাতুঃ ষষ্ঠো যত্র তে তথা চেতনাধাতুষষ্ঠাঃ। খাদয়ঃ সমস্তরূপেণ স্মৃতো ন তু ব্যস্তরূপেণেতি ষড়্‌ধাতুকঃ একবিধঃ পুরুষঃ। চেতনা খলু সা মহানির্বাণাখ্যপ্রলয়ে যদবশিষ্যতে শক্তিব্রহ্ম। সা চেতনাশক্তির্মূলপ্রকৃতিঃ সর্বাত্মা চৈতন্যকারিণী ; তচ্চেতনাধাতুরব্যক্তাখ্য আত্মা। খাদয়ঃ পঞ্চ মহাভূতানি।

৯৮। পুনশ্চ ধাতুভেদেন চতুর্বিংশতিকঃ স্মৃতঃ।
মনো দশেন্দ্রিয়াণ্যর্থাঃ প্রকৃতিশ্চাষ্টধাতুকী॥ চরক-শারীর ১।১৭
পুনশ্চ—
খাদীনি বুদ্ধিরব্যক্তমহঙ্কারস্তথাষ্টমঃ।
ভূতপ্রকৃতিরুদ্দিষ্টা বিকারাশ্চৈব ষোড়শ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি চ।
সমনস্কাশ্চ পঞ্চার্থা বিকারা ইতি সংজ্ঞিতাঃ॥—চরক-শারীর ১।৬৩-৬৪

শ্লোকোক্ত 'খাদীনি' পদের অর্থ করিয়াছেন—পঞ্চতন্মাত্র এবং 'পঞ্চার্থাঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন—পঞ্চ মহাভূত। চক্রপাণির মতে চব্বিশটী তত্ত্ব হইল—অব্যক্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত।[৯৯] পক্ষান্তরে অন্যতম টীকাকার গঙ্গাধর 'খাদীনি' পদের অর্থ করিয়াছেন—পঞ্চ মহাভূত এবং 'পঞ্চার্থাঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।[১০০] গঙ্গাধর তত্ত্ববর্গের মধ্যে পঞ্চ তন্মাত্রকে গণনা করেন নাই। তবে তিনি তন্মাত্রগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ 'খাদয়শ্চেতনাষষ্ঠা ধাতবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ' ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি তন্মাত্রগুলিকে উল্লেখ করিয়াছেন।[১০১] ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত বলেন, চরক তন্মাত্রসমূহের উল্লেখ করেন নাই বটে, তবে প্রকৃতির অংশরূপে পঞ্চমহাভূত হইতে পৃথক্ পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের উল্লেখ করিয়াছেন।[১০২]

পূর্বোক্ত তত্ত্বগুলি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ভেদে দুই শ্রেণীতে চরকসংহিতায় বিভক্ত হইয়াছে। বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত এবং পঞ্চতন্মাত্র (মতান্তরে পঞ্চবিষয়)—'ক্ষেত্র' রূপে এবং অব্যক্ত 'ক্ষেত্রজ্ঞ' রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।[১০৩]

'অব্যক্ত' পদের অর্থ বিষয়ে প্রচলিত সাংখ্যমত হইতে চরকসংহিতায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। চরক 'অব্যক্ত' হইতে বুদ্ধির উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন।[১০৪] এখানে 'অব্যক্ত' শব্দের দ্বারা সাংখ্যদর্শনের মূলপ্রকৃতি উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। চরক আবার 'অব্যক্ত'কে ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে 'অব্যক্ত' শব্দে পুরুষই অভিধেয় ;

৯৯। খাদীনি সূক্ষ্মভূতপাদীনি তন্মাত্রশব্দাভিধেয়ানি। বুদ্ধির্মহচ্ছব্দাভিধেয়া। অব্যক্তং মূলপ্রকৃতিঃ। অহঙ্কারো বুদ্ধিবিকারঃ। স চ ত্রিবিধঃ—ভূতাদিঃ, তৈজসঃ, বৈকারিকশ্চ। .... পঞ্চার্থা ইতি স্থূলা আকাশাদয়ঃ শব্দাদিরূপাঃ, গুণগুণিনোর্হি পরমার্থতো ভেদো নাস্ত্যেবাস্মিন্ দর্শনে।—চক্রপাণিঃ (চরক-শারীর ১।৬৩-৬৪)

১০০। কানি তানি চতুর্বিংশতিতত্ত্বানীত্যত্র আহ—মনো দশেন্দ্রিয়াণ্যর্থাঃ প্রকৃতিশ্চাষ্টধাতুকীতি। তৎসূক্ষ্মদেহে যদাহঙ্কারিকং মনো, যান্যাহঙ্কারিকাণি দশেন্দ্রিয়াণি, যে চ খাদিগুণাঃ পঞ্চশব্দাদয়ঃ, পঞ্চভূতাহঙ্কারমহদব্যক্তানীত্যষ্টৌ চেতি চতুর্বিংশতিনিষ্পন্নস্থূলদেহী পুরুষঃ।—গঙ্গাধরঃ (চরক—শারীর ১।১৭)

১০১। খমাকাশং শব্দতন্মাত্ররূপং তদাদির্যেষাং বায়্বাদীনাং স্পর্শতন্মাত্ররূপাণাম্। .... খাদয়ঃ পঞ্চভূতানি, শব্দমাত্রাকাশঃ, স্পর্শমাত্রবায়ু রূপমাত্রজ্যোতী রসমাত্রা আপো গন্ধমাত্রা পৃথিবী ষড়্ধাতুকঃ পুরুষঃ।—গঙ্গাধরঃ (চরক—শারীর ১।১৬)

১০২। Carak does not mention the Tanmātras at all. (But some sort of subtle matter, different from gross matter, is referred to as forming part of Prakṛti).—S.N. Das Gupta (Hist, of Ind. Phil.—Vol I, P 214)

১০৩। ইতি ক্ষেত্রং সমুদ্দিষ্টং সর্বমব্যক্তবর্জিতম্।
অব্যক্তমস্য ক্ষেত্রস্য ক্ষেত্রজ্ঞমৃষয়ো বিদুঃ ॥—চরক—শারীর ১।৬৫

১০৪। জায়তে বুদ্ধিরব্যক্তাৎ।—চরক—শারীর ১।৬৬

কারণ অচেতন প্রকৃতি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা হইতে পারেন না। সুতরাং চরকের মতে 'অব্যক্ত' শব্দের দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অভিধেয়। 'অব্যক্ত' বলিতে কেবল মূলপ্রকৃতি চরকের উদ্দিষ্ট হইলে তিনি অন্যান্য তত্ত্বের সহিত অব্যক্তকেও ক্ষেত্ররূপ উল্লেখ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা করেন নাই। আবার তিনি আত্মার প্রতি-শব্দরূপে অব্যক্ত, প্রধান ও জীব শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।[১০৫] চরকসংহিতায় টীকাকার চক্রপাণি 'অব্যক্ত' শব্দে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।[১০৬] অন্যতম টীকাকার গঙ্গাধরের মতে 'অব্যক্ত' হইলেন পুরুষ ও প্রকৃতির সংহত রূপ।[১০৭] একই 'অব্যক্ত' শব্দ হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের বোধ সাংখ্যসিদ্ধান্ত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাংখ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি ভিন্ন তত্ত্ব। পুরুষ অপরিণামী, শুদ্ধ, উদাসীন। প্রকৃতি পরিণামী ; প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি। পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান সাংখ্যদর্শনে দেখা যায়, চরকসংহিতায় সেই ব্যবধান সঙ্কুচিত হইয়াছে এবং দেহ, মন ও আত্মার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। 'অব্যক্তম্'—এই ক্লীবলিঙ্গান্ত পদের দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হয় যে, 'অব্যক্ত' শব্দে কেবল শুদ্ধ জ্ঞানময় পুরুষ বা কেবল গুণময়ী প্রকৃতি উদ্দিষ্ট নহেন ; কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতির সংহতরূপ 'অব্যক্ত' শব্দের দ্বারা অভিধেয়। তাছাড়া, সাংখ্যে প্রকৃতির সহিত পুরুষের পারমার্থিক কোন সম্বন্ধ নাই ; উভয়ে ভিন্নধর্মাবলম্বী। অবিবেক-বশে প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ হয় এবং তখন প্রকৃতিজাত বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে ও পুরুষের সুখদুঃখের জ্ঞান হয়। পক্ষান্তরে চরকসংহিতায় পুরুষ ও প্রকৃতির সংহতরূপে অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে না। পুরুষ ও প্রকৃতি অভিন্ন তত্ত্ব। এজন্য সাংখ্যদর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ থাকিলেও চরকসংহিতায় চতুর্বিংশতি তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে।

মহাভারতের শান্তিপর্বে জনক-পঞ্চশিখ-সংবাদে পুরুষাবস্থাপন্ন প্রকৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। চরকসংহিতায়ও 'অব্যক্ত' পদের দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতির সংহত রূপ ব্যক্ত হইয়াছে। এবিষয়ে চরকসংহিতা ও মহাভারতের মধ্যে মতের সামঞ্জস্য দেখা যায়।

১০৫। চেতনাধাতুঃ···নিমিত্তমক্ষরং কর্তা মন্তা···ব্রহ্মা বিশ্বকর্মা বিশ্বরূপঃ পুরুষঃ···প্রধানমব্যক্তং জীবো জ্ঞঃ···চান্তরাত্মা চেতি।—চরক—শারীর ৪।৮

১০৬। যদ্যপি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বময়োঽয়ং পুরুষঃ সাংখ্যৈরুচ্যতে, তথাপীহ প্রকৃতিব্যতিরিক্তং চোদাসীনং পুরুষমব্যক্তসাধর্ম্যাদব্যক্তায়াং প্রকৃতাবেব প্রক্ষিপ্য অব্যক্তশব্দেনৈব গৃহ্লাতি। তেন চতুর্বিংশতিকঃ পুরুষঃ ইত্যবিরুদ্ধম্।—চক্রপাণিঃ (চরক—শারীর ১।১৭)

১০৭। অব্যক্তস্তু শক্তিব্রহ্মশারস্ত্রীশ্বরবিদ্যাবিদ্যাত্মকপঞ্চব্রহ্মপুরুষকালক্ষেত্রজ্ঞপ্রধানানীত্যেতৎসমুদায়াত্মকং সমত্রিগুণলক্ষণং সংহতরূপম্।—গঙ্গাধরঃ (চরক—শারীর ১।৬৩)

'অব্যক্ত' পদের অর্থ লইয়া মতভেদ থাকিলেও সাংখ্যদর্শনের মূলতত্ত্বগুলি চরকসংহিতায় স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। 'অব্যক্ত' পদের দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়কে ধরিলে চরকের মতে তত্ত্ব হইবে পঁচিশটী। সাংখ্যদর্শনেও পঁচিশটী তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে।

চরকসংহিতায় চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—প্রকৃতি ও বিকৃতি। অব্যক্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চ মহাভূত—এই আটটি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই ষোলটি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।[১০৮] এইরূপে তত্ত্ববিভাগ সাংখ্যসিদ্ধান্ত-সম্মত নহে। টীকাকার গঙ্গাধর উক্তরূপ বিভাগ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু চক্রপাণি দত্ত এই চব্বিশটী তত্ত্বকে প্রকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি এবং কেবল বিকৃতি—এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অব্যক্ত হইলেন মূল প্রকৃতি। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র হইল প্রকৃতি-বিকৃতি। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত হইল কেবল বিকৃতি।[১০৯] চক্রপাণির এইরূপ তত্ত্ববিভাগ সাংখ্যসিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

সাংখ্যদর্শন ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় আত্মা হইতে নিখিল ভুবনের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে[১১০]। এই আত্মা হইলেন সর্বব্যাপী পরমাত্মা ঈশ্বর।[১১১] সাম্যাবস্থাপন্ন ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি পরমাত্মার শক্তিবিশেষ। এই শক্তি অবিদ্যা, প্রধান, প্রকৃতি নামে প্রসিদ্ধ। জগৎপ্রপঞ্চ যখন আবির্ভূত হইয়া থাকে, তখন পরমাত্মা অবিদ্যাযুক্ত হন। উক্ত প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলা হয় না। কারণ প্রকৃতি অচেতন। যিনি শক্তিমান্, তিনিই কর্তা; শক্তি কখনও কর্তৃপদবাচ্য হয় না। প্রকৃতি পরমাত্মার অধীন হইয়া পরতন্ত্র। পরমাত্মা স্বতন্ত্র। অচেতনা প্রকৃতি কখনই জগৎপ্রপঞ্চ রচনা করিতে পারেন না। পরমাত্মা স্বভাবতঃ নির্গুণ হইলেও তাঁহার অবিদ্যারূপ শক্তি বর্তমান থাকায় তাঁহাকে গুণী

১০৮। খাদীনি বুদ্ধিরব্যক্তমহঙ্কারস্তথাঽষ্টমঃ।
ভূতপ্রকৃতিরুদ্দিষ্টা বিকারাশ্চৈব ষোড়শ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি চ।
সমনস্কাশ্চ পঞ্চার্থা বিকারা ইতি সংজ্ঞিতাঃ॥—চরক-শারীর ১।৬৩—৬৪

১০৯। অব্যক্তং মূলপ্রকৃতিঃ। * * * অত্র চাব্যক্তং প্রকৃতিরেব পরম্। বুদ্ধ্যাদয়স্তু স্বকারণবিকৃতিরূপা অপি স্বকার্যাপেক্ষয়া প্রকৃতিরূপা ইহ প্রকৃতিত্বেনোক্তাঃ। বিকারান্ আহ—বিকারা ইত্যাদি। এবশব্দো ভিন্নক্রমেঽবধারণে; তেন বিকারা এব ষোড়শ, পরং ন প্রকৃতয়ঃ।—চক্রপাণিঃ (চরক-শারীর ১।৬৩-৬৪)

১১০। আত্মনস্তু জগৎ সর্বং জগতশ্চাত্মসম্ভবঃ॥—যাজ্ঞবল্ক্য—প্রায়শ্চিত্ত ৪।১১৭

১১১। তস্মাদস্তি পরো দেহাদাত্মা সর্বগ ঈশ্বরঃ।—যাজ্ঞবল্ক্য—প্রায়ঃ ৪।১৭৬

বলা হয়। অবিদ্যার সহিত সমাবেশ হেতু নিখিলজগৎপ্রপঞ্চের আবির্ভাবে পরমাত্মা সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ। তিনি কারণরূপে অবস্থিত, কার্যরূপে নহে; কারণ তিনি অবিনশ্বর। আত্মাই ব্রহ্ম অর্থাৎ বিস্তারক। পরমাত্মা হইলেন অজ; তাঁহার সাক্ষাৎ উৎপত্তি সম্ভব নয়; তবে রজঃ ও তমোগুণযুক্ত হইয়া জীবাত্মা রূপে তিনি শরীরগ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহাকে আদিমান্ বলা হয়।[১১২]

পরমাত্মা ও জীবাত্মার পারমার্থিক কোন ভেদ নাই। পরমাত্মাই অবিদ্যারূপ উপাধিযুক্ত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হন।[১১৩] তখন পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ স্থাপিত হয়। যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ড হইতে অসংখ্য বিস্ফুলিঙ্গক নিঃসৃত হয় এবং স্ফুলিঙ্গ আখ্যা লাভ করে, সেইরূপ এক পরমাত্মা হইতে অসংখ্য জীবাত্মার উৎপত্তি। প্রলয়-কালে জীবাত্ম-সমূহ সূক্ষ্মরূপে পরমাত্মায় অবস্থান করেন। পরে সৃষ্টিসময়ে অবিদ্যোপাধিযুক্ত হইয়া পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার উদ্ভব হয় এবং আপন আপন প্রাক্তন কর্মবশে ঐ সকল জীবাত্মা পৃথক্ পৃথক্ স্থূলশরীর গ্রহণ করেন।[১১৪]

প্রধান হইতে মহান্, মহান্ হইতে অহঙ্কার, তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি। বৈকারিক ও তৈজস অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় (বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়) উৎপন্ন। বৈকারিক, তৈজস ও তামস ভেদে অহঙ্কার ত্রিবিধ[১১৫]।

১১২। নিমিত্তমক্ষরঃ কর্তা বোদ্ধা ব্রহ্ম গুণী বশী।
অজঃ শরীরগ্রহণাৎ স জাত ইতি কীর্ত্যতে ॥—যাজ্ঞবল্ক্য—প্রায়ঃ ৪।৬৯

অত্র বিজ্ঞানেশ্বরাচার্যঃ—আত্মা সকলজগৎপ্রপঞ্চাবির্ভাবে অবিদ্যাসমাবেশবশাৎ সমবায্যসমবায়িনিমিত্তমিত্যেবং স্বয়মেব ত্রিবিধমপি কারণম্, ন পুনঃ কার্যকোটিনিবিষ্টঃ। * * আত্মৈব কর্তা। যস্মাদসৌ জীবোপভোগ্যসুখ-দুঃখহেতুভূতাদৃষ্টাদের্বোদ্ধা। * * তথা স এব ব্রহ্ম বৃংহকো বিস্তারকঃ। * * ন চাসৌ নির্গুণঃ। যতস্তস্য ত্রিগুণশক্তিরবিদ্যাপ্রকৃতিপ্রধানাদ্যপরপর্যায়া বিদ্যতে। অতঃ স্বতো নির্গুণত্বেঽপি শক্তিমুখেন সত্ত্বাদিগুণযোগী কথ্যতে। নচৈতাবতা প্রকৃতেঃ কারণতা, যস্মাদাত্মৈব বশী স্বতন্ত্রঃ। ন চ প্রকৃতির্নাম স্বতন্ত্রং তত্ত্বান্তরং, তাদৃগ্‌বিধত্বে প্রমাণাভাবাৎ।

১১৩। আত্মৈবেশ্বরো জীবাদিভাবং ভজত ইত্যুক্তমিতি বিজ্ঞানেশ্বরঃ।—যাজ্ঞবল্ক্য—প্রায়ঃ ১।১৩০

১১৪। নিঃসরন্তি যথা লৌহপিণ্ডাত্তপ্তাৎ স্ফুলিঙ্গকাঃ।
সকাশাদাত্মনস্তদ্বদাত্মানঃ প্রভবন্তি হি ॥—যাজ্ঞবল্ক্য—প্রায়শ্চিত্ত ৪।৬৭।

অত্র বিজ্ঞানেশ্বরঃ—যদ্যপি সূক্ষ্মরূপেণ প্রলয়বেলায়াং প্রলীনাস্তথাপ্যাত্মনঃ সকাশাদবিদ্যোপাধিভেদভিন্নতয়া জীবাত্মানঃ প্রভবন্তি; পুনঃ কর্মবশাৎ স্থূলশরীরাভিমানিনো জায়ন্তে।

১১৫। বুদ্ধেরুৎপত্তিরব্যক্তাত্ততোঽহঙ্কারসম্ভবঃ।
তন্মাত্রাদীন্যহঙ্কারাদেকোত্তরগুণানি চ।—যাজ্ঞ-প্রায়শ্চিত্ত ৪।১৭৯

অত্র বিজ্ঞানেশ্বরঃ—তত্র তামসাদ্ ভূতাদিসংজ্ঞকাদহঙ্কারাত্তন্মাত্রাণি, আদিগ্রহণাদ্ গগনাদীনি তানি চৈকোত্তর-গুণান্যুৎপদ্যন্তে। চশব্দাদ্ বৈকারিকতৈজসাভ্যাং বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়াণামুৎপত্তিঃ।

পূর্বের আলোচনা হইতে অনুমান করা যায় যে, সাংখ্যদর্শনের মূলতত্ত্বগুলি যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়ও গৃহীত হইয়াছে। তবে সাংখ্যদর্শন ঈশ্বর সম্বন্ধে উদাসীন; প্রকৃতি সেখানে স্বতন্ত্র; জীবাত্মাও স্বতন্ত্র। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ এবং পরমাত্মাই জীবাত্মা রূপে অবস্থান করেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোন পারমার্থিক ভেদ নাই। তবে জীবাত্মা অবিদ্যোপাধিযুক্ত; পক্ষান্তরে পরমাত্মা হইলেন শুদ্ধ। কপিলের মতে জীবাত্মসমূহ দেহান্তে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে মৃত্যুর পর জীবাত্মা সূক্ষ্মরূপে পরমাত্মায় বর্তমান থাকেন। প্রকৃতি ও পুরুষকে ঈশ্বরনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র রূপে কল্পনা করিলেও জগৎসৃষ্টিব্যাপারে বা জীবের মুক্তিবিষয়ে যখন কোন ব্যাঘাত হয় না, তখন সাংখ্যদর্শন এইরূপভাবে নিষ্প্রয়োজনে ঈশ্বরের শক্তি বা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি-রূপে প্রকৃতি বা পুরুষকে কল্পনা করিতে চাহেন না।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় অব্যক্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, শব্দাদিবিষয়ের সহিত বুদ্ধীন্দ্রিয়বর্গ, কর্মেন্দ্রিয়-সমূহ, মন এবং পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চমহাভূত 'ক্ষেত্র' নামে এবং দেহস্থিত আত্মা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে উল্লিখিত হইয়াছে।[১১৬]

সাংখ্যদর্শন ও বুদ্ধচরিত

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে সাংখ্যদর্শনের বিষয়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রহিয়াছে। বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব-লাভের পূর্বে অরাড় মুনির আশ্রমে যান এবং সেখানে অরাড় মুনি তাঁহাকে মোক্ষবিষয়ে যে উপদেশ দেন, তাহাতে সাংখ্যতত্ত্ব সংক্ষিপ্ত-ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনের সমস্ত বিষয়ের আলোচনা এখানে পাওয়া যায় না। বুদ্ধচরিত মূলতঃ কাব্য। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে দার্শনিক তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা স্থান পায় না। এজন্য এখানে সাংখ্যদর্শনের সৎকার্যবাদ, প্রমাণ, সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ে কোন আলোচনা পাওয়া যায় না। সৃষ্টি ও প্রলয়-

---

১১৬। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি সার্থানি মনঃ কর্মেন্দ্রিয়াণি চ।
অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ পৃথিব্যাদীনি চৈব হি।
অব্যক্তমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রস্যাস্য নিগদ্যতে।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতস্থঃ সন্নসন্ সদসচ্চ যঃ।।—যাজ্ঞ-প্রায়-৪।১৭৭—১৭৮।

অত্র বিজ্ঞানেশ্বরঃ—বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি সার্থানি শব্দাদিবিষয়সহিতানি মনঃ কর্মেন্দ্রিয়াণি বাগাদীনি তথাহংকারো বুদ্ধিশ্চ নিশ্চয়াত্মিকা পৃথিব্যাদীনি পঞ্চভূতানি অব্যক্তং প্রকৃতিরিত্যেতৎ ক্ষেত্রমস্য যোঽসাবীশ্বরঃ সর্বগতঃ অতএব সদ্রূপঃ প্রমাণান্তরাগ্রাহ্যত্বাৎ অসন্ অস্পষ্টপ্রতীতিকত্বাৎ। সদসদ্রূপোঽসাবাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি নিগদ্যতে।

ক্রিয়া, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য, পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়েও কোন আলোচনা নাই।

এখানে যে সাংখ্যতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, তাহার কোন কোন অংশের সহিত চরকের সাংখ্যমতের, কোন কোন বা অংশের সহিত মহাভারতের সাংখ্যমতের সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অশ্বঘোষের, চরকের এবং মহাভারতের সাংখ্যমতের মূল উৎস এক; এই সাংখ্যমত কপিলের সাংখ্যমত হইতে কোন কোন অংশে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র।

বুদ্ধচরিতে পঁচিশটী তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়—প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার, পঞ্চ মহাভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়, শব্দাদি পঞ্চবিষয় এবং পুরুষ।[১১৭] সাংখ্যদর্শনের তত্ত্বগুলি এখানে মোটামুটিভাবে উল্লিখিত হইলেও কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায়। সাংখ্যে শব্দাদিবিষয়কে তত্ত্বরূপে গ্রহণ করা হয় নাই। পঞ্চ তন্মাত্র সেখানে তত্ত্ববর্গের মধ্যে পরিগণিত। বুদ্ধচরিতের ন্যায় মহাভারতের এবং চরকসংহিতার মূল শ্লোকেও পঞ্চ তন্মাত্রকে তত্ত্ববর্গের মধ্যে গণনা না করিয়া শব্দাদি পঞ্চবিষয়কে তত্ত্বরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বুদ্ধচরিতে প্রকৃতি হইতে শব্দাদিবিষয় পর্যন্ত চব্বিশটী তত্ত্ব প্রকৃতি ও বিকৃতি – এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অব্যক্ত, মহান্, ও পঞ্চ মহাভূত হইল প্রকৃতি এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি পঞ্চবিষয় হইল বিকৃতি।[১১৮] মহাভারতের এবং চরকসংহিতার মূলশ্লোকেও তত্ত্বগুলির এইরূপ বিভাগ দেখা যায়। সাংখ্যদর্শনে তত্ত্বগুলি প্রকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি ও বিকৃতি—এই তিন ভাগে বিভক্ত; কিন্তু এখানে তাহারা প্রকৃতি ও বিকৃতি—এই দুইভাগে বিভক্ত। সাংখ্যে পঞ্চ মহাভূত বিকৃতিরূপে পরিগণিত, কিন্তু এখানে তাহারা প্রকৃতিরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

বুদ্ধচরিতে তত্ত্বগুলি আবার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অব্যক্ত হইতে শব্দাদি বিষয় পর্যন্ত চব্বিশটী তত্ত্ব 'ক্ষেত্র' নামে এবং পুরুষ 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে পরিচিত।[১১৯] মহাভারতেও প্রকৃতি ও তাহার বিকৃতিবর্গকে 'ক্ষেত্র' রূপে

১১৭। তত্র তু প্রকৃতিং নাম বিদ্ধি প্রকৃতিকোবিদ।
পঞ্চভূতান্যহঙ্কারং বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ॥
বিকার ইতি বুধ্যস্ব বিষয়ানিন্দ্রিয়াণি চ।
পাণিপাদং চ বাদং চ পায়ূপস্থং তথা মনঃ॥
অস্য ক্ষেত্রস্য বিজ্ঞানাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি সংজ্ঞি চ।
ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চাত্মানং কথয়ন্ত্যাত্মচিন্তকাঃ॥—বুদ্ধচরিতম্ ১২।১৮-২০

১১৮। বুদ্ধচরিতম্ ১২।১৮-২০

১১৯। বুদ্ধচরিতম্ ১২।২০

এবং পুরুষকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে।[১২০] সাংখ্যে তত্ত্বগুলিকে এইভাবে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে বিভাগ করা হয় নাই।

সাংখ্যদর্শন ও শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ও পুরুষ—এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই তত্ত্বগুলির মধ্যে মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র হইল প্রকৃতি-বিকৃতি। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত বিকৃতিরূপে উল্লিখিত। অব্যক্ত বা প্রধান হইলেন কেবল প্রকৃতি। পুরুষ প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতিও নহেন।[১২১]

আবার ভাগবতের অন্তত্র পরম ব্রহ্মকে একমাত্র তত্ত্বরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। অন্যান্য তত্ত্বগুলি এই অদ্বিতীয় তত্ত্বের অন্তর্গত। পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত*—এই চব্বিশটী তত্ত্ব প্রকৃতিরই চতুর্বিংশতি ভেদ। পঞ্চবিংশতি তত্ত্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন 'কাল'।[১২২]

১২০। (ক) তচ্চ ক্ষেত্রং মহানাত্মা পঞ্চবিংশোঽধিতিষ্ঠতি।—মহাভারতম্ ১২।২৯৪।৩৫। তৎ প্রকৃতি-বিকৃত্যাত্মকমিতি নীলকণ্ঠঃ।

(খ) ক্ষেত্রং জানাতি চাব্যক্তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চোচ্যতে।—মহা ১২।২৯৪।৩৭

১২১। পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্।
বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্॥—ভাগবত ১১।১৬।৩৭

অত্র শ্রীধরঃ—পৃথিব্যাদিশব্দৈস্তন্মাত্রাণি বিবক্ষিতানি। অহমহঙ্কারঃ। মহান্ মহত্তত্ত্বম্। এতাঃ সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ। বিকারঃ পঞ্চ মহাভূতানি একাদশেন্দ্রিয়াণি চেত্যেবং ষোড়শসংখ্যাকঃ। পুরুষো জীবঃ। অব্যক্তং প্রকৃতিঃ। এবং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি।

* মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—একই অন্তঃকরণের চারিটী অবস্থা। এক অন্তঃকরণই স্ব স্ব বৃত্তিভেদে মননহেতুরূপে মন, বোধনহেতুরূপে বুদ্ধি, অভিমানহেতুরূপে অহঙ্কার এবং চিন্তনহেতুরূপে চিত্ত—এই চারিপ্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে। "মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিত্যন্তরাত্মকম্। চতুর্ধা লক্ষ্যতে ভেদো বৃত্ত্যা লক্ষণরূপয়া॥"—(ভাগ ৩।২৬।১৪)। সাংখ্যদর্শনে মহৎ-তত্ত্ব ও বুদ্ধি অভিন্ন। সাংখ্যমতে চিত্ত পৃথক্ তত্ত্বরূপে স্বীকৃত হয় নাই।

১২২। পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্ব্রহ্ম চতুর্ভির্দশভিস্তথা।
এতচ্চতুর্বিংশতিকং গণং প্রাধানিকং বিদুঃ॥
মহাভূতানি পঞ্চৈব ভূরাপোঽগ্নির্মরুন্নভঃ।
তন্মাত্রাণি চ তাবন্তি গন্ধাদীনি মতানি মে॥
ইন্দ্রিয়াণি দশ শ্রোত্রং ত্বগ্‌দৃগ্‌রসননাসিকাঃ।
বাক্‌করৌ চরণৌ মেঢ্রং পায়ুর্দশম উচ্যতে॥
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিত্যন্তরাত্মকম্।
চতুর্ধা লক্ষ্যতে ভেদো বৃত্ত্যা লক্ষণরূপয়া॥

পরমাত্মার প্রভাবই 'কাল' রূপে অভিহিত হইয়াছে।[১২৩] শ্রীমদ্‌ভাগবতে 'কাল' কোথাও ভগবানের 'বীর্য'রূপে[১২৪], কোথাও তাঁহার 'শক্তি'স্বরূপে,[১২৫] আবার কোথাও বা তাঁহার 'কলা'রূপে[১২৬] বর্ণিত হইয়াছে। শক্তি ও কলা রূপে কাল ভগবানের সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করে। শক্তিরূপে কাল ভিন্ন হইলেও শক্তিমান্ হইতে নিরপেক্ষ-ভাবে শক্তির স্থিতি-প্রবৃত্তির অভাবে শ্রীভগবানের সহিত 'কাল' অভিন্ন। আবার দিন, মাস, বৎসর প্রভৃতিও কাল-শব্দে ভাগবতে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং ভাগবতের মতে 'কাল' হইল—ভগবান্, ভগবানের শক্তি, এবং মাস, বৎসর প্রভৃতি সৃষ্ট সময়।[১২৭] এই 'কাল' হইতে গুণত্রয়াত্মক প্রকৃতির সাম্যাবস্থা দূরীভূত হইয়া তাঁহাতে ক্ষোভ উৎপন্ন থাকে।[১২৮] সৃষ্টি-ব্যাপারে 'কাল' হইল নিমিত্ত কারণ। আবার জীব ও পরমেশ্বর অভিন্ন। জীব পরমেশ্বরের অংশবিশেষ। পরমেশ্বর ব্যতীত জীবের পৃথক্ স্থিতি প্রবৃত্তি প্রভৃতি নাই। এজন্য অল্পজ্ঞত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব রূপে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ থাকিলেও তাঁহাদের অভেদও রহিয়াছে।[১২৯] অতএব প্রধানভাবে তত্ত্ব দুইটি—প্রকৃতি ও পরমাত্মা। প্রকৃতিকে পুনরায় পরমাত্মার মায়া-নাম্নী শক্তি-রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।[১৩০] সুতরাং পরিণামে পরমার্থতঃ একমাত্র তত্ত্ব রহিলেন পরমাত্মা।

উপরের আলোচনা হইতে অনুমান করা যায় যে, সাংখ্যদর্শনের পঁচিশটি তত্ত্ব শ্রীমদ্‌ভাগবতে গৃহীত হইয়াছে। তবে ভাগবতে প্রকৃতিকে পরমাত্মার শক্তিরূপে

এতাবানেব সংখ্যাতো ব্রহ্মণঃ সগুণস্য চ।
সন্নিবেশো ময়া প্রোক্তো যঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥—ভাগ ৩।২৬।১১-১৪

অত্র শুকদেবঃ—সগুণস্য সত্ত্বাদিগুণযুক্তস্য ব্রহ্মণঃ প্রধানস্য, 'মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্' ইতি প্রকৃতাবপি ব্রহ্মশব্দপ্রয়োগাৎ।

১২৩। প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ম্।—ভাগ ৩।২৬।১৬

১২৪। স এব ভূয়ো নিজবীর্যচোদিতাং স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতীম্।—ভাগ ১।১০।২২

১২৫। স খল্বিদং ভগবান্ কালশক্ত্যা গুণপ্রবাহেন বিভিন্নবীর্যঃ।—ভাগ ৪।১১।১৮

১২৬। একো নারায়ণো দেবঃ পূর্বসৃষ্টং স্বমায়য়া।
সংহৃত্য কালকলয়া কল্পান্ত ইদমীশ্বরঃ ॥—ভাগ ১১।৯।১৬

১২৭। কালায় কালনাভায় কালাবয়বসাক্ষিণে।—ভাগ ১০।১৬।৪১। কালায় কালস্বরূপায়, কালনাভায় কালশক্ত্যাশ্রয়ায়, কালাবয়বানাং সৃষ্ট্যাদিসময়ানাং সাক্ষিণে ইতি শ্রীধরঃ।

১২৮। প্রকৃতের্গুণসাম্যস্য নির্বিশেষস্য মানবি।
চেষ্টা যতঃ স ভগবান্ কাল ইত্যুপলক্ষিতঃ।—ভাগ ৩।২৬।১৭

১২৯। পুরুষেশ্বরয়োরত্র ন বৈলক্ষণ্যমণ্বপি। তদন্যকল্পনাপার্থা *।—ভাগ ১১।২২।১১। অত্র শুকদেবঃ—অল্পজ্ঞত্বেন ভিন্নত্বেঽপি পুরুষস্য জীবস্য ঈশ্বরাংশস্য ঈশ্বরনিরপেক্ষস্বরূপাস্থিত্যা তদন্যকল্পনাপার্থেতি।

১৩০। সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্মমে প্রভুঃ ॥—ভাগ ৩।৫।২৫

এবং পুরুষকে পরমাত্মার অংশরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[১৩১] প্রয়োজনের অভাবে প্রকৃতি ও পুরুষকে পরমাত্মার শক্তি ও অংশরূপে সাংখ্য স্বীকার করেন না। ভাগবতে বর্ণিত পঁচিশটি তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগও সাংখ্যদর্শনের অনুরূপ। সুতরাং শ্রীমদ্‌ভাগবতে সাংখ্যদর্শনের প্রভাব অনুমান করা যাইতে পারে।

বিভিন্ন সময়ে সাংখ্যাচার্যগণের তত্ত্ব-গণনা বিষয়ে মতভেদের উল্লেখ ভাগবতে পাওয়া যায়। তবে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ভাগবতে নাই। এই আচার্যগণের মতে তত্ত্বগুলি সংখ্যায় তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, নয়, এগার, তের, ষোল, সতর, কুড়ি, পঁচিশ এবং ছাব্বিশ হইতে পারে। কারণস্বরূপ তত্ত্বে কার্যভূত অপর তত্ত্ব-সমূহের সূক্ষ্মরূপে অবস্থান অথবা কার্যস্থানীয় তত্ত্বে কারণ-স্থানীয় অপর তত্ত্বসমূহের অনুগতভাবে প্রবেশ দেখা যায়। তত্ত্বসমূহের একটি অপরটির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট আছে বলিয়া বক্তার অভিপ্রায়ানুসারে উহাদের ন্যূনাধিক ভাব দেখা যায়। সুতরাং ভাগ-বতের মতে তত্ত্বসমূহের কার্যকারণভাব ও ন্যূনাধিকভাব বর্ণনাকারী পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রত্যেকের স্বপক্ষে যুক্তি রহিয়াছে বলিয়া সকল মতই গ্রহণীয়।[১৩২]

যাঁহারা তত্ত্বত্রয়ের পক্ষপাতী, তাঁহারা চেতন জীব, অচেতন প্রকৃতি এবং সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর—এই তিনটি তত্ত্ব স্বীকার করেন।[১৩৩] যাঁহাদের মতে চারিটি তত্ত্ব, তাঁহারা বলেন—পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন তেজ, জল, পৃথিবী এবং পরমেশ্বর—এই চারিটি তত্ত্ব। এই মতে কারণস্বরূপ আকাশ ও বায়ু কার্যস্বরূপ তেজের অন্তর্গত।[১৩৪] পঞ্চতত্ত্ববাদী পণ্ডিতগণের মতে জীব, প্রকৃতি, পরম ব্রহ্ম, কাল ও স্বভাব—এই

১৩১। কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্যমাধত্ত বীর্যবান্॥—ভাগ ৩।৫।২৬
অধোক্ষজঃ পরমাত্মা আত্মাংশভূতেন পুরুষেণ ইতি শ্রীধরঃ।

১৩২। পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ।
পৌর্বাপর্যপ্রসংখ্যানং যথাবক্তুর্বিবক্ষিতম্॥
একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ।
পূর্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্বশঃ॥—ভাগ ১১।২২।৭-৮

১৩৩। অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্।
স্বতো ন সম্ভবাদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ॥—ভাগ ১১।২২।১০
অত্র শুকদেবঃ—জীবেশ্বর চিদচিদ্‌ব্রহ্মভেদাৎ তত্ত্বানি।

১৩৪। চত্বার্যেবেতি তত্রাপি তেজ আপোঽন্নমাত্মনঃ।—ভাগ ১১।২২।২১
খবায্বোরপি কারণতয়া তেজস্যন্তর্ভাবাচ্চতুস্ত্বপক্ষপ্রবৃত্তিরিতি শুকদেবঃ।

পাঁচটি তত্ত্ব।[১৩৫] কাল হইতে গুণসমূহের বিক্ষোভ উপস্থিত হয় এবং স্বভাব হইল প্রকৃতি ও মহৎ-তত্ত্বের মধ্যবর্তী অবস্থা অর্থাৎ সূক্ষ্ম মহৎ-তত্ত্ব। ষড়্‌তত্ত্ববাদী পণ্ডিতগণের মতে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত ও পরম পুরুষ—এই ছয়টি তত্ত্ব। তাঁহাদের মতে জীব পরমেশ্বরের অংশ বলিয়া পরমেশ্বরের অন্তর্গত।[১৩৬] সপ্ততত্ত্ববাদিগণ বলেন, আকাশাদি পঞ্চভূত, জীব এবং পরমাত্মা—এই সাতটি তত্ত্ব। প্রকৃতি প্রভৃতি কারণসমূহ এই মতে পৃথিবী প্রভৃতি কার্যের অন্তর্ভুক্ত।[১৩৭] নবতত্ত্ববাদী পণ্ডিতগণের মতে প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র ও পরমেশ্বর—এই নয়টি তত্ত্ব। এই মতে জীব পরমেশ্বরের অন্তর্গত। যাঁহারা একাদশ তত্ত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন, আত্মা, পঞ্চ মহাভূত ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই এগারটি তত্ত্ব।[১৩৮] এই মতেও জীব পরমেশ্বরে অন্তর্ভুক্ত। ত্রয়োদশতত্ত্ববাদী পণ্ডিতগণ বলেন, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, জীবাত্মা ও পরমেশ্বর—এই ত্রয়োদশ তত্ত্ব। যাঁহাদের মতে তত্ত্বসংখ্যা ষোড়শ, তাঁহাদের তত্ত্বগুলি হইল—পঞ্চভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, ও আত্মা। এই মতে আত্মাকেই মন বলা হয়। পক্ষান্তরে সপ্তদশতত্ত্ববাদিগণ আত্মা হইতে মনকে পৃথক্‌ভাবে গণনা করেন। এজন্য তাঁহাদের মতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও আত্মা

১৩৫। সত্ত্বং জ্ঞানং রজঃ কর্ম তমোঽজ্ঞানমিহোচ্যতে।
গুণব্যতিকরঃ কালঃ স্বভাবঃ সূত্রমেব চ ॥—ভাগ ১১।২২।১৩

অত্র শুকদেবঃ—অথ পঞ্চতত্ত্বপক্ষমাহ পূর্বোক্তং তত্ত্বত্রয়ং, প্রকৃতিগুণানাং ব্যতিকরঃ ক্ষোভো যস্মাৎ স কালঃ, প্রকৃতেঃ রূপান্তরপ্রাপ্তিঃ স্বভাবঃ প্রকৃতিমহত্তত্ত্বয়োরন্তরালে সূত্রমেব। এবং কালস্বভাবয়োঃ পৃথক্ গ্রহণেন পঞ্চতত্ত্বানি ভবন্তি।

১৩৬। ষড়িত্যত্রাপি ভূতানি পঞ্চ ষষ্ঠঃ পরঃ পুমান্।—ভাগ ১১।২২।২০। অংশস্য জ্ঞানস্য অংশিনি অন্তর্ভাবাৎ ষষ্ঠঃ পরশ্চেতি শুকদেবঃ।

১৩৭। সপ্তৈব ধাতব ইতি তত্রার্থাঃ পঞ্চ খাদয়ঃ।
জ্ঞানমাত্মোভয়াধারস্ততো দেহেন্দ্রিয়াসবঃ ॥—ভাগ ১১।২২।১৯

অত্র শুকদেবঃ—সপ্তৈব ধাতবঃ সর্ববিশ্বমূলভূতানি তত্ত্বানি। প্রকৃত্যাদীনাং তত্ত্বানাং কারণতয়া খাদিষু এবান্তর্ভাবাৎ ইন্দ্রিয়াদীনাং স্বকারণভূতে অহঙ্কারে অন্তর্ভাবাচ্চ সপ্ততত্ত্বসিদ্ধিং দ্যোতয়তি। কে তে ধাতবঃ? অর্থা ভোগ্যাঃ পদার্থাঃ, জ্ঞানং ভোক্তা জীবঃ, উভয়োর্ভোক্তৃভোগ্যয়োরাধারঃ আশ্রয়ঃ পরমাত্মা চেতি।

১৩৮। একাদশত্ব আত্মাঽসৌ মহাভূতেন্দ্রিয়াণি চ।
অষ্টৌ প্রকৃতয়শ্চৈব পুরুষশ্চ নবেত্যথ ॥—ভাগ ১১।২২।২৪

অত্র শুকদেব ঃ—একাদশতত্ত্বপক্ষং দর্শয়তি আত্মা মহাভূতানি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ ইত্থমেকাদশত্বম্। নবতত্ত্বপক্ষং দর্শয়তি—প্রকৃতিমহদহঙ্কারাঃ ত্রীণি তত্ত্বানি পঞ্চতন্মাত্রাণি পরমেশ্বরশ্চেতি।

এই সপ্তদশ তত্ত্ব।[১৩৯] যাঁহাদের মতে তত্ত্ব-সংখ্যা বিংশতি, তাঁহারা বলেন—পরমাত্মা, প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন—এই বিংশতি তত্ত্ব। তাঁহাদের মতে জীব পরমাত্মার অংশ হওয়ায় পরম ব্রহ্মে অন্তর্ভুক্ত এবং পঞ্চতন্মাত্র তাহাদের কার্যস্বরূপ পঞ্চমহাভূতের অন্তর্গত। আবার পঞ্চতন্মাত্রকে তাহাদের কার্যরূপ পঞ্চভূত হইতে পৃথক্ ভাবে গণনা করিলে তত্ত্বসংখ্যা হইবে পঞ্চবিংশতি। আবার জীব ও ঈশ্বরকে ভিন্নস্বরূপে গ্রহণ করিলে তত্ত্বসংখ্যা ষড়্বিংশতি হইবে। ষড়বিংশতি, পঞ্চবিংশতি বা বিংশতি তত্ত্ববাদিগণের মতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের কার্য—গতি, উক্তি প্রভৃতি পৃথক্ তত্ত্ব নহে।[১৪০] এইভাবে বিভিন্ন আচার্যগণ কর্তৃক নানাভাবে তত্ত্বসমূহের পরিসংখ্যান করা হইয়াছে। শ্রীমদ্-ভাগবত বলেন, যুক্তি আছে বলিয়া প্রত্যেক আচার্যের মতই গ্রহণীয়।[১৪১]

শ্রীমদ্ভাগবতে সাংখ্যতত্ত্বের প্রবক্তা রূপে কপিল উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার শিষ্য আসুরিকে কালবশে লুপ্ত সাংখ্যতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন।[১৪২] মহাভারতেও কপিলকে সাংখ্যোপদেষ্টা রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।[১৪৩] কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত সাংখ্যতত্ত্বে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। মহাভারতেও ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার সাংখ্যকারিকাতে ঈশ্বর

১৩৯। সংখ্যানে সপ্তদশকে ভূতমাত্রেন্দ্রিয়াণি চ।
পঞ্চ পঞ্চৈক-মনসা আত্মা সপ্তদশঃ স্মৃতঃ॥
তদ্বৎ ষোড়শসংখ্যানে আত্মৈব মন উচ্যতে।
ভূতেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব মন আত্মা ত্রয়োদশ॥—ভাগ ১১।২২।২২-২৩

ত্রয়োদশপক্ষং দর্শয়তি—ভূতানি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ মনশ্চ আত্মা পরমেশ্বরো জীবশ্চেতি শুকদেবঃ।

১৪০। পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমহঙ্কারো নভোঽনিলঃ।
জ্যোতিরাপঃ ক্ষিতিরিতি তত্ত্বান্যুক্তানি মে নব॥
শ্রোত্রং ত্বগ্ দর্শনং ঘ্রাণো জিহ্বেতি জ্ঞানশক্তয়ঃ।
বাক্পাণ্যুপস্থপায়্বঙ্ঘ্রিঃ কর্মাণ্যঙ্গোভয়ং মনঃ॥—ভাগ ১১।২২।১৪-১৫

অত্র শুকদেবঃ—বিংশতিপক্ষমাহ পুরুষঃ ইতি দ্বাভ্যাম্। পুরুষঃ পরমাত্মা জীবস্তু তদংশত্বাৎ তত্রৈবান্তর্ভাবঃ। ব্যক্তং মহৎ-তত্ত্বম্ দর্শনং চক্ষুঃ জ্ঞানশক্তয়ঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কর্মাণি কর্মেন্দ্রিয়াণি। অত্র তন্মাত্রাণি স্বকার্যেষু নভ আদিষু অন্তর্ভাবিতানি; এবং বিংশতিতত্ত্বানি। তন্মাত্রাণাং পৃথক্ সঙ্কলনেন পঞ্চবিংশতিতত্ত্বপক্ষঃ। পুরুষো জীবেশ্বরভেদাৎ দ্বিবিধঃ ইতি ষড়্বিংশপক্ষশ্চ জ্ঞেয়ঃ।

১৪১। ইতি নানাপ্রসংখ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতম্।
সর্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাদ্ বিদুষাং কিমশোভনম্॥ ভাগ ১১।২২।২৫

১৪২। পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্॥—ভাগ ১।৩।১০

১৪৩। সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে।—মহা ১২।৩৩৭।৬০

সম্বন্ধে নীরব। মনে হয়, কপিলপ্রণীত প্রাচীন সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরবাদী ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের উত্থানের পর সাংখ্যদর্শন সুসংহত বিধিবদ্ধ দর্শনরূপে প্রচারিত হয়। বৌদ্ধদর্শনে শূন্তবাদ উপদিষ্ট হইয়াছে। বৌদ্ধদর্শন যখন বাস্তবতাবাদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য আরম্ভ করিলেন, সাংখ্যদর্শন তখন বৌদ্ধদর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে অবতীর্ণ হইলেন এবং যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তিতে আত্মার এবং জাগতিক বস্তুনিচয়ের বাস্তবতা প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই বিচারে অবতীর্ণ হইয়া সাংখ্যদর্শনের পরবর্তী প্রবক্তৃগণ জগতের সৃষ্টি এবং আত্মার মুক্তি বিষয়ে ঈশ্বরের অপ্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিণাম-বাদ

কার্যকারণভাব লইয়া জগতের মূলতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়। উৎপত্তিঘটিত কার্য-কারণ বিষয়ে অনেকগুলি মত ভারতীয়দর্শনে প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে (১) সাংখ্যাচার্যগণের সৎকার্যবাদ বা পরিণামবাদ; (২) নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের পরমাণুকারণতাবাদ বা আরম্ভবাদ; (৩) বৈদান্তিকগণের বিবর্তবাদ; (৪) বৌদ্ধাচার্যগণের সঙ্ঘাতবাদ বা পুঞ্জবাদ এবং (৫) কাশ্মীরীয় পণ্ডিতগণের আভাসবাদ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

সাংখ্যদর্শনের মত প্রথমে আলোচনা করা হইতেছে। সাংখ্যাচার্যগণের সিদ্ধান্ত হইল—'সতঃ সজ্জায়তে'।[১] সদ্‌বস্তু হইতে সদ্‌বস্তু উৎপন্ন হয়। এই মতে কারণ কার্যেরই অব্যক্তাবস্থা। উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণের মধ্যে অব্যক্তভাবে বা সূক্ষ্ম-ভাবে অবস্থান করে বলিয়া কেহ তাহা দেখিতে পায় না; পরন্তু কারণে কার্য কখনও অসৎ নহে। কার্য কারণেরই পরিণাম। কার্য নূতন আরম্ভ বা নূতন সৃষ্টি নহে।[২] দুগ্ধ হইতে যখন দধি উৎপন্ন হয়, তখন দুগ্ধই দধিরূপে পরিণত নয়, দধি নূতন সৃষ্টি নহে। দধি উৎপন্ন হইবার পূর্বে দুগ্ধের মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে; পরে তাহা দধিরূপে অভিব্যক্ত হয়। এস্থলে এরূপ প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, যাহা বিদ্যমান আছে, তাহার আবার উৎপত্তি কি? কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর এই যে, অব্যক্ত অর্থাৎ লুক্কায়িত বা শক্তিরূপে অবস্থিত কার্যকে ব্যক্ত করিবার জন্য যত্নের প্রয়োজন। অনভিব্যক্ত কার্য ব্যবহারের অনুপযোগী; সুতরাং তাহার থাকা বা না থাকা উভয়ই সমান। মৃৎপিণ্ডে ঘট থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তি ব্যতীত তাহার দ্বারা জলাহরণ প্রভৃতি ক্রিয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং অভিব্যক্তির জন্য তাহাতে কারণসংযোগ আবশ্যক। উৎপত্তির পূর্বে কার্যের সদ্ভাব থাকিলেও যখন তাহার অভিব্যক্তি প্রয়োজনীয়, তখন কার্যপ্রবৃত্তির ব্যাঘাতাদিরূপ আপত্তি উঠিতে পারে না এবং যত্নের বৈফল্যাশঙ্কাও স্থান পায় না।

সাংখ্যাচার্যগণের মতে পরিদৃশ্যমান শব্দাদি নিখিল পদার্থ সুখদুঃখমোহস্বভাব।

১। বাচস্পতিঃ।—সাঃ কাঃ ৯

২। Production is nothing but manifestation.—S. Mookherji (Hist. of phil—Eastern and Western, P 247)

তাঁহাদের মতে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিও সুখদুঃখমোহস্বভাব। সুতরাং কার্য ও কারণ সম-প্রকৃতিক স্বীকৃত হইলে শব্দাদি কার্যের প্রতি প্রকৃতির কারণতা যুক্তিসিদ্ধ হয়।[৩]

সাংখ্যমতে জগতের মূলকারণ প্রধান। পঞ্চভূতের কারণ পঞ্চতন্মাত্র। পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের কারণরূপে অহঙ্কার উল্লিখিত হইয়াছে। অহঙ্কারের কারণ মহৎ-তত্ত্ব এবং মহৎ-তত্ত্বের কারণ প্রধান। সৃষ্টিকালে প্রধান হইতে তাঁহাতে অব্যক্তভাবে অবস্থিত মহৎ-তত্ত্বের উৎপত্তি ঘটে। সেইরূপ মহান্ হইতে অহঙ্কারের, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রের এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। আবার প্রলয়কালে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে অব্যক্তাবস্থা লাভ করে। পঞ্চতন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়সমূহ অহঙ্কারের মধ্যে, অহঙ্কার মহৎ-তত্ত্বের মধ্যে, মহৎ-তত্ত্ব প্রধানের মধ্যে বিলীন হয়। প্রধানের কোথাও বিলয় হয় না; কারণ তাহা সকল কার্যেরই অব্যক্তাবস্থা। সুতরাং সাংখ্যমতে প্রধান বা প্রকৃতি হইতেই জগতের উৎপত্তি এবং প্রধানেই জগতের বিলয় বর্ণিত হইয়াছে।

উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে—এ বিষয়ে সাংখ্যাচার্য-গণ কতকগুলি প্রমাণ উপস্থাপিত করেন। প্রথমতঃ, উপাদান কারণে উৎপত্তির পূর্বে কার্যের সত্তা না থাকিলে শত চেষ্টাতেও তাহার উৎপত্তি সম্ভব হয় না। সহস্র শিল্পীর চেষ্টাতেও নীল রঙ্ কখনই পীত হয় না। যাহা অসৎ, তাহা চিরকালই অসৎ। অসৎ বস্তুর উৎপত্তি কখনও সম্ভব নয়; যেমন শশবিষাণ, আকাশপুষ্প ইত্যাদি। কারণের মধ্যে কার্য সূক্ষ্মরূপে থাকে এবং তাহার প্রথম অভিব্যক্তিই হইল উৎপত্তি। সদ্‌বস্তুর অভিব্যক্তি সম্ভব হয়; যেমন তিলকে পেষণ করিলে তৈল, ধান্যকে আঘাত করিলে তণ্ডুল এবং গাভীকে দোহন করিলে দুগ্ধ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে কারণে অবিদ্যমান বস্তুর অভিব্যক্তি বা উৎপত্তি কোথাও দেখা যায় না।[৪] দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ উপাদান কারণ হইতে বিশেষ বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব হয়। মৃত্তিকা হইতেই ঘট, তন্তু হইতেই বস্ত্র এবং দুগ্ধ হইতেই দধির উৎপত্তি সম্ভব। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কার্যসকল কারণে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। যদি উৎপত্তির পূর্বে কারণে কার্য অবিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে সকল বস্তু হইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি

৩। সুখদুঃখমোহভেদবৎস্বরূপপরিণামশব্দাদ্যাত্মকত্বং হি জগৎকারণস্য। প্রধানস্য সত্ত্বরজস্তমঃস্বভাবত্বম্। —বাচস্পতিঃ (সাঃ কাঃ ৯)

৪। অসচ্চেৎ কারণব্যাপারাৎ পূর্বং কার্যং, নাস্য সত্ত্বং কেনাপি কর্তুং শক্যম্। ন হি নীলং শিল্পিসহস্রেণাপি শক্যং পীতং কর্তুম্। কারণাচ্চাস্য সতোঽভিব্যক্তিরেবাবশিষ্যতে। সতশ্চাভিব্যক্তিরূপপন্না। যথা পীড়নেন তিলেষু তৈলস্য, অবঘাতনেন ধান্যেষু তণ্ডুলানাম্, দোহনেন সৌরভেয়ীষু পয়সঃ। অসতঃ করণে তু ন নিদর্শনং কিঞ্চিদস্তি।—বাচস্পতিঃ (সা. কাঃ ৯)

সম্ভব হওয়ায় দধিপ্রার্থী উদকরূপ উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিত ; কিন্তু তাহা করে না।[৫] তৃতীয়তঃ, কারণের সহিত অসংযুক্ত কার্যের উৎপত্তি যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে সকল কারণ হইতে সকল কার্যের উৎপত্তি সম্ভব ; কিন্তু তাহা হয় না। তৃণ-ধূলি-বালুকাদি হইতে রৌপ্যস্বর্ণমণিমুক্তাদি কখনও জন্মে না। সুতরাং কারণের মধ্যে কার্যের অবস্থান এবং কার্যের সহিত সম্বদ্ধ কারণ হইতেই কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়।[৬] চতুর্থতঃ, অশক্ত কারণ হইতে অশক্য কার্যের উৎপত্তি সম্ভব নয় বলিয়া শক্ত কারণ হইতে শক্য কার্যের উৎপত্তি দেখা যায় ; যেমন কুম্ভকার শক্ত উপাদান মৃত্তিকা হইতে শক্য ঘট প্রস্তুত করে। শক্তিযুক্তকে শক্ত বলে। শক্তি হইল সংযোগের ন্যায় উভয়াশ্রয় সম্বন্ধবিশেষ। সুতরাং উহা শক্যের অভাবে থাকিতে পারে না ; অতএব শক্ত কারণে শক্য কার্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।[৭] পঞ্চমতঃ, কারণটি যে জাতীয়, কার্যটিও সেই জাতীয়ই হইবে, অন্য জাতীয় নহে ; যেমন ধান্য হইতে ধান্য এবং যব হইতে যবই হইবে। যব হইতে কখনও ধান্য এবং ধান্য হইতে কখনও যব উৎপন্ন হয় না। কারণটি যদি সৎ হয়, তবে কার্যও সৎ। কারণ সৎ ও অসতের তাদাত্ম্য সম্ভব নয়। সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে কারণে কার্যের বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হয়।[৮] ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকাতে[৯] এবং সাংখ্যসূত্রে[১০] এই যুক্তিগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। কেবল যে যুক্তির দ্বারা সৎকার্যবাদ প্রমাণিত হয়, তাহা নহে। শ্রুতির দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হইয়া থাকে। উৎপত্তির পূর্বে কারণে কার্যের অস্তিত্ব বিষয়ে শ্রুতিতেও উল্লেখ পাওয়া যায়।[১১] শ্রুতি বলিয়াছেন, উৎপত্তির পূর্বে এ সকল সৎ-ই ছিল। সৃষ্টির পূর্বে এ সকল এক আত্মা ছিল। যদিও

৫। ইহলোকে যো যেনার্থী স তদুপাদানগ্রহণং করোতি, তন্নিমিত্তমুপাদত্তে। তদ্ যথা দধ্যর্থী ক্ষীরস্য উপাদানং করোতি। যদি চ অসৎ কার্যং স্যাৎ, তদা দধ্যর্থী উদকস্য উপাদানং কুর্যাৎ ; ন চ কুরুতে। তস্মাৎ প্রধানে মহদাদিকার্যমস্তি—মাঠরঃ (সা কাঃ ৯)

৬। অসম্বদ্ধস্য জন্যত্বে অসম্বদ্ধত্বাবিশেষেণ সর্বং কার্যজাতং সর্বস্মাদ্ ভবেৎ। ন চৈতদস্তি। তস্মান্নাসম্বদ্ধমসম্বদ্ধেন জন্যতে, অপি তু সম্বদ্ধং সম্বদ্ধেন জন্যতে।—বাচস্পতিঃ (সা. কাঃ ৯)

৭। অশক্তাৎ অশক্যকার্যস্যানুৎপত্তেরতিপ্রসঙ্গাৎ শক্তাদেব কারণাৎ কার্যেণ শক্যেন উৎপত্তব্যম্। শক্তিযুক্তশ্চ শক্তঃ। শক্তিশ্চ সম্বন্ধরূপা সংযোগবদুভয়াশ্রয়া শক্যাভাবে ন ভবতীতি শক্যভাবঃ অভ্যুপেয়ঃ।—ন্যায়কণিকা পৃঃ ৩০

৮। ইতশ্চ সৎকার্যমিত্যাহ কারণভাবাচ্চ, কার্যস্য কারণাত্মকত্বাৎ। ন হি কারণাদ্ ভিন্নং কার্যম্। কারণঞ্চ সদিতি কথং তদভিন্নং কার্যমসদ্ ভবেৎ।—বাচস্পতিঃ (সা. কাঃ ৯)

৯। অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্যম্॥—সা. কাঃ ৯

১০। 'ত্রিবিধবিরোধাপত্তেশ্চ'। 'নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ'। 'উপাদাননিয়মাৎ'। 'সর্বত্র সর্বদা সর্বাসম্ভবাৎ'। 'শক্তস্য শক্যকরণাৎ'। 'কারণভাবাচ্চ'।—সাংখ্যসূত্রম্ ১।১১৩-১১৮

১১। (ক) সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ।—ছান্দোগ্যোপনিষৎ ২।৬
(খ) আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ—ঐতরেয় উপনিষৎ ২।৪।১।১

শ্রুতিবাক্যে সৎকার্যবাদের অনুকূলে একাধিক মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি সাংখ্যাচার্যগণ যুক্তির সাহায্যে সৎকার্যবাদ প্রমাণিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

সাংখ্যমতে কার্য ও কারণ অভিন্ন। কার্য ও কারণের অভেদবিষয়ে বাচস্পতি-মিশ্র কয়েকটি যুক্তি দেখাইয়াছেন। (১) উপাদান কারণ হইতে কার্য পৃথক্ নহে; যেহেতু ইহা কারণের ধর্ম এবং কারণের মধ্যে থাকে; যেমন বস্ত্র তাহার উপাদান কারণ তন্তুসমূহ হইতে পৃথক্ নহে। যাহা যাহা হইতে ভিন্ন, তাহা তাহার উপাদান কারণ হইতে পারে না; যেমন ঘট কখনও অশ্বের উপাদান কারণ হইতে পারে না। কারণ ঘট অশ্ব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।[১২] (২) কার্য ও কারণের মধ্যে উপাদান ও উপাদেয় রূপ সম্বন্ধ থাকায় কার্য ও কারণ অভিন্ন। যে সকল বস্তু পরস্পর হইতে ভিন্ন, তাহাদের মধ্যে উপাদান ও উপাদেয় ভাব থাকে না, যেমন ঘট ও বস্ত্র। বস্ত্র ও তাহার উপাদান তন্তুর মধ্যে উপাদান-উপাদেয় ভাব রহিয়াছে; সুতরাং বস্ত্র ও তন্তু ভিন্ন নহে, পরন্তু অভিন্ন।[১৩] (৩) কার্য ও কারণকে সংযুক্ত অথবা বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় না। যে সকল পদার্থ ভিন্ন, তাহাদের মধ্যে সংযোগ দেখা যায়, যেমন বৃক্ষ ও পুষ্করিণী; আবার তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে অবস্থানও দেখা যায়, যেমন হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বত। পক্ষান্তরে বস্ত্র ও তাহার উপাদান কারণ তন্তুর মধ্যে সেইরূপ সংযোগ বা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান দেখা যায় না; এজন্য বস্ত্র ও তন্তু অভিন্ন।[১৪] (৪) পরিমাণের দিক দিয়া বিচার করিলে কারণের গুরুত্ব অপেক্ষা কার্যের গুরুত্ব ন্যূন বা অধিক নহে। যে সকল বস্তু পরস্পর হইতে ভিন্ন, তাহাদের মধ্যে ন্যূনাধিক-গুরুত্ব-রূপ অবস্থা দেখা যায়; যেমন এক তোলা সোণার ওজন অপেক্ষা দুই তোলা সোণার ওজন অধিক। কিন্তু বস্ত্রের ওজন তাহার উপাদানস্বরূপ তন্তুর ওজন অপেক্ষা ন্যূনাধিক নহে; এজন্য বস্ত্র ও তন্তু অভিন্ন।[১৫]

কচ্ছপের অঙ্গসমূহ কচ্ছপের শরীরে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে তাহাদের তিরোভাব ঘটে।

১২। ন পটস্তন্তুভ্যো ভিদ্যতে তদ্ধর্মত্বাৎ। ইহ যদ্ যতো ভিদ্যতে তত্তস্য ধর্মো ন ভবতি, যথা গৌরশ্বস্য। ধর্মশ্চ পটস্তন্তূনাং, তস্মান্নার্থান্তরম্।—বাচস্পতিঃ (সা. কাঃ ৯)

১৩। উপাদানোপাদেয়ভাবাচ্চ নার্থান্তরম্। যয়োরর্থান্তরত্বং ন তয়োরুপাদানোপাদেয়ভাবঃ, যথা ঘট-পটয়োঃ। উপাদানোপাদেয়ভাবশ্চ তন্তুপটয়োস্তস্মান্নার্থান্তরত্বম্।—বাচস্পতিঃ (সা. কাঃ ৯)

১৪। ইতশ্চ নার্থান্তরত্বং তন্তুপটয়োঃ সংযোগপ্রাপ্ত্যভাবাৎ। পদার্থান্তরত্বে হি সংযোগো দৃষ্টো যথা কুণ্ডবদরয়োঃ; অপ্রাপ্তির্বা যথা হিমবদ্বিন্ধ্যয়োঃ। ন চেহ সংযোগাপ্রাপ্তী। তস্মান্নার্থান্তরত্বমিতি বাচস্পতিঃ (সা. কাঃ ৯)

১৫। ইতশ্চ পটস্তন্তুভ্যো ন ভিদ্যতে গুরুত্বান্তরকার্যাগ্রহণাৎ। ইহ যদ্ যস্মাদ্ ভিন্নং তস্মাত্তস্য গুরুত্বান্তর-কার্যং দৃশ্যতে, যথৈকপলিকস্য স্বস্তিকস্য যো গুরুত্বকার্যোঽবনতিবিশেষস্ততো দ্বিপলিকস্য স্বস্তিকস্য গুরুত্ব-কার্যোঽধিকঃ। ন চ তথা তন্তুগুরুত্বকার্যাৎ পটগুরুত্বস্য কার্যান্তরং দৃশ্যতে। তস্মাদভিন্নঃ তন্তুভ্যঃ পটঃ।—বাচস্পতিঃ (সা. কাঃ ৯)

আবার যখন ঐ অঙ্গসমূহ কচ্ছপের দেহ হইতে বহির্গত হয়, তখন তাহাদের আবির্ভাব বলা যায়। কচ্ছপ হইতে তাহার অঙ্গসমূহের উৎপত্তি বা কচ্ছপে তাহাদের বিলয় ঘটে না। সেইরূপ মৃত্তিকা হইতে ঘট এবং সুবর্ণ হইতে অলঙ্কার যখন নির্মিত হয়, তখন তাহাদের আবির্ভাব বা উৎপত্তি বলা যায়। আবার মৃত্তিকার মধ্যে ঘটের এবং সুবর্ণের মধ্যে অলঙ্কার-বিশেষের বিলয় হইলে তিরোভাব বলা যায়। অসৎ বস্তুর উৎপত্তি এবং সৎবস্তুর নাশ কখনও সম্ভব নয়। কচ্ছপ যেমন সঙ্কোচবিকাশশীল নিজ অবয়ব হইতে ভিন্ন নহে, ঘট, অলঙ্কার প্রভৃতিও সেইরূপ মৃত্তিকা, সুবর্ণাদি হইতে ভিন্ন নহে। বন ও বৃক্ষ ভিন্ন না হইলেও যেমন আমরা 'বনে বৃক্ষ' প্রয়োগ করিয়া থাকি, সেইরূপ বস্ত্র ও তন্তু অভিন্ন হইলেও 'তন্তুতে বস্ত্র'—এইরূপ বলিয়া থাকি। কার্য ও কারণ একই বস্তুর দুইটী ভিন্ন অবস্থা। তত্ত্বের দিক দিয়া তাহারা এক এবং অভিন্ন; কিন্তু কার্যকারিতার দিক দিয়া তাহারা ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। মৃত্তিকা দ্বারা জল আনয়ন করা যায় না; কিন্তু মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট দিয়া জল আনীত হয়।

সাংখ্যমতে কারণ দুই প্রকার—উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ। উপাদান কারণ হইতে যখন কার্যের উৎপত্তি হয়, তখন আমরা শক্ত্যন্তরেরও প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া থাকি। মৃত্তিকারূপ উপাদান কারণ হইতে যখন ঘটরূপ কার্যের অভিব্যক্তি হয়, তখন দণ্ড, চক্র, সলিল, সূত্র প্রভৃতির উপযোগিতাও আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। সেই দণ্ড, চক্র, সূত্র প্রভৃতি পদার্থ নিমিত্তকারণ রূপে অভিহিত হয়। উহারা সহকারি-শক্তি রূপে কার্যের অভিব্যক্তিতে যে সকল প্রতিবন্ধক থাকে, তাহা দূরীভূত করে।[১৬] প্রত্যেক জায়মান কার্যে উপাদান কারণের অনুবৃত্তি থাকে; কিন্তু নিমিত্ত কারণের অনুবৃত্তি থাকে না।

অবস্থিত দ্রব্যের পূর্বধর্মের নিবৃত্তি এবং ধর্মান্তরের উৎপত্তিকে সাংখ্য ও যোগদর্শনে 'পরিণাম' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।[১৭] এই পরিণাম ত্রিবিধ—ধর্ম-পরিণাম, লক্ষণ-পরিণাম এবং অবস্থা-পরিণাম।

ধর্মপরিণামে স্থিরভাবে অবস্থিত ধর্মীর পূর্বধর্মের তিরোভাব এবং ধর্মান্তরের প্রাদুর্ভাব ঘটে; যেমন সুবর্ণ-পিণ্ড হইতে বলয়ের উৎপত্তি। এখানে স্বর্ণের পিণ্ডরূপ ধর্মের তিরোভাব এবং বলয়রূপ ধর্মের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ মৃত্তিকা হইতে ঘটোৎপত্তিকালে মৃত্তিকার পিণ্ডরূপ ধর্মের অভিভব এবং ঘটরূপ ধর্মের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। উভয়স্থলে ধর্মী স্বর্ণ ও মৃত্তিকা স্থিরভাবে বিরাজ করিতেছে; কেবল তাহাদের ধর্মের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আবার উৎপন্ন ধর্মের যথাক্রমে অনাগত, বর্ত-

১৬। নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।—যোগদর্শনম্ ৪।৩

১৭। অথ কোঽয়ং পরিণামঃ? অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ ধর্মান্তরোৎপত্তিঃ।—যোগদর্শনম্ ৩।১৩

মান ও অতীতরূপ লক্ষণপরিণাম ঘটে। 'লক্ষণ' অর্থে অনাগত, বর্তমান ও অতীত রূপ কালভেদ। লক্ষণ-পরিণামের দ্বারা এক কালের বস্তুকে কালান্তরের বস্তু হইতে পৃথক্ করা যায়। লক্ষণ-পরিণামে উৎপন্ন ঘট, বলয় প্রভৃতি ধর্মের অনাগত লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া বর্তমানলক্ষণ-প্রাপ্তি এবং বর্তমানলক্ষণ ত্যাগ করিয়া অতীতলক্ষণ-প্রাপ্তি ঘটে। অনাগতাবস্থা হইতে বর্তমান অবস্থায় আগমন-কালে ঘট, বলয় প্রভৃতি ধর্মে বর্তমানের লক্ষণগুলি প্রধানভাবে প্রকাশ পায়; কিন্তু ইহারা অতীত ও ভবিষ্যতের লক্ষণ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। অতীত, ও ভবিষ্যতের লক্ষণ তাহাদের মধ্যে সুপ্তভাবে থাকে। ঘট, বলয় প্রভৃতি ধর্ম অনাগতাবস্থা হইতে বর্তমান অবস্থায় এবং বর্তমান অবস্থা হইতে অতীতাবস্থায় গমন কালে ঘটত্ব, বলয়ত্ব প্রভৃতি রূপ ধর্মত্বকে অতিক্রম করে না। আবার অনাগত, বর্তমান ও অতীত রূপ লক্ষণ-পরিণামের ত্রিবিধ স্তরে ঘট, বলয় প্রভৃতি ধর্ম প্রতিক্ষণে যে নূতন আকার গ্রহণ করে, তাহা তাহার অবস্থাপরিণাম; যেমন ঘট, বলয় প্রভৃতি ধর্মের বর্তমানরূপ লক্ষণপরিণামে সদ্যোনূতনত্ব, নূতনত্ব, পুরাতনত্ব, পুরাতনতরত্ব প্রভৃতি হইল অবস্থাপরিণাম।[১৮] উক্ত ত্রিবিধ পরিণাম বর্ণনা করিয়া যোগভাষ্যকার পরিশেষে বলিয়াছেন, বাস্তবিকপক্ষে ত্রিবিধ পরিণামের মধ্যে রহিয়াছে একই পরিণাম। ধর্মীর ধর্মের দ্বারা পরিণাম, ধর্মের লক্ষণের দ্বারা পরিণাম, আবার লক্ষণের অবস্থার দ্বারা পরিণাম ঘটে।[১৯] যেমন পৃথিবী প্রভৃতির মহাভূত হইতে অশ্ব, ঘট প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। এস্থলে পৃথিবী প্রভৃতি ভূত হইল ধর্মী এবং অশ্ব ঘট প্রভৃতি হইল তাহাদের ধর্ম-পরিণাম। আবার অশ্ব ঘট প্রভৃতি ধর্ম অনাগতাবস্থা হইতে বর্তমান অবস্থায় আগমন করে এবং বর্তমান অবস্থা হইতে অতীতাবস্থায় গমন করে। ইহা অশ্ব, ঘট প্রভৃতি ধর্মের অনাগত, বর্তমান ও অতীত রূপ লক্ষণপরিণাম। আবার বর্তমান-লক্ষণযুক্ত অশ্ব প্রভৃতির বাল্য, কৌমার, যৌবন, বার্ধক্য রূপ অবস্থা-পরিণাম দেখা যায়। এইরূপ বর্তমানলক্ষণাক্রান্ত ঘট প্রভৃতির নূতনত্ব পুরাতনত্ব রূপ অবস্থাপরিণাম দেখা যায়। এই সকল পরিণামের সর্বত্র ধর্ম পরিবর্তিত হইয়াছে; কিন্তু পৃথিবী প্রভৃতি ভূতরূপ ধর্মী ব্যাপকভাবে অব্যাহতরূপে বর্তমান রহিয়াছে।

পূর্বোক্ত পরিণামগুলি যথেচ্ছভাবে হয় না; কিন্তু নির্দিষ্ট ক্রমানুযায়ী হইয়া থাকে। ঘটের উৎপত্তি ও তিরোভাবের মধ্যে একটি সুশৃঙ্খল ক্রম দেখা যায়।

১৮। এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণামাঃ ব্যাখ্যাতাঃ।—যোগদর্শনম্ ৩।১৩

১৯। তত্র ধর্মিণো ধর্মৈঃ পরিণামঃ, ধর্মাণাং লক্ষণৈঃ পরিণামঃ, লক্ষণানাম্ অবস্থাভিঃ পরিণাম ইতি। ......পরমার্থতস্ত্বেক এব পরিণামঃ। ধর্মিস্বরূপমাত্রো হি ধর্মো ধর্মিবিক্রিয়ৈবৈষা ধর্মদ্বারা প্রপঞ্চ্যতে ইতি। তত্র ধর্মস্য ধর্মিণি বর্তমানস্যৈবাধ্বস্বতীতানাগতবর্তমানেষু ভাবান্যথাত্বং ভবতি, ন দ্রব্যান্যথাত্বম্; যথা সুবর্ণভাজনস্য ভিত্বা অন্যথাক্রিয়মাণস্য ভাবান্যথাত্বং ভবতি, ন সুবর্ণান্যথাত্বমিতি।—যোগভাষ্যম্ ৩।১৩

মৃত্তিকা হইতে ঘটের উৎপত্তির পূর্বে মৃত্তিকাচূর্ণ করা হয়; তৎপরে মৃত্তিকার পিণ্ড করা হয়; তৎপরে ঘটোৎপত্তি হয়। আবার উৎপন্ন ঘটকে ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন অবয়বে বিভক্ত করা হয় এবং পরে তাহা চূর্ণাকারে পরিণত হয়। চূর্ণ, পিণ্ড, ঘট প্রভৃতি বিকারসমূহের পৌর্বাপর্যক্রমের নানাত্ব হেতু পরিণামে নানাত্ব ঘটিয়া থাকে। এইজন্য এক ধর্মীর একবিধ পরিণাম না হইয়া নানারূপ পরিণাম হইয়া থাকে।[২০] যে ধর্মের যাহা অব্যবহিত পরবর্তী ধর্ম, তাহা তাহার 'ক্রম'।[২১] মৃৎপিণ্ডের তিরোভাব হয় এবং ঘটের উৎপত্তি হয়—ইহা ধর্মপরিণামের ক্রম। লক্ষণপরিণামের মধ্যেও ক্রম বিদ্যমান। ঘটাদি ধর্মের অনাগতাবস্থা হইতে বর্তমানাবস্থা-প্রাপ্তি এবং বর্তমান অবস্থা হইতে অতীতাবস্থায় গমন হইল লক্ষণপরিণামের ক্রম। একটি অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় গমনকালে ধর্মকে নির্দিষ্ট ক্রমের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হয়। কারণ পূর্ববর্তী অবস্থার সহিত পরবর্তী অবস্থার পূর্ব-পর-ভাবরূপ সম্বন্ধ বর্তমান। অতীতের পরবর্তী ক্রম নাই। কেবল অনাগত ও বর্তমানের ক্রম বিদ্যমান।[২২] ধর্ম অতীতাবস্থায় ধর্মীতে বিলীন হয়; কারণ সাংখ্যমতে কোন বস্তুর বিনাশ নাই। অনাগতকে অনুসরণ করে বর্তমান এবং বর্তমানকে অনুসরণ করে অতীত। অতীতকে বর্তমান অনুসরণ করে না। বর্তমানের পূর্ববর্তী স্তর অতীত নহে। অবস্থাপরিণামেও ক্রম পরিলক্ষিত হয়। অভিনব ঘটের প্রান্তদেশে প্রথমে সূক্ষ্মাকারে পুরাণতা দেখা যায়। সেই পুরাণতা ক্ষণে ক্ষণে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র ঘটে পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করে। অবস্থাপরিণামের এই ক্রম সাধারণ মানুষের জ্ঞানের বিষয় নহে; ইহা যোগিজনসংবেদ্য।

মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি বিকারের ধর্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম নিয়তই চলিতেছে। এই পরিণাম কদাচিৎ হয়, ইহা বলা যায় না। কারণ মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি হইল সত্ত্বাদিগুণের বিকার। গুণগুলি সততই পরিণামশীল।[২৩] সাংখ্যমতে পুরুষ ব্যতীত যাবতীয় পদার্থনিচয়ের সতত পরিবর্তন ঘটিতেছে। প্রধান ও তাঁহার বিকারসমূহ ত্রিগুণাত্মক হওয়ায় পরিবর্তন বা পরিণাম ব্যতীত ক্ষণকালও অবস্থান করেন না।[২৪]

২০। ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ।—যোগদর্শনম্ ৩।১৫

২১। যো যস্য ধর্মস্য সমনন্তরো ধর্মঃ স তস্য ক্রমঃ।—যোগভাষ্যম্ ৩।১৫

২২। নাতীতস্যাস্তি ক্রমঃ, কস্মাৎ? পূর্বপরতায়াং সত্যাং সমনন্তরত্বম্। সা তু নাস্ত্যতীতস্য। তস্মাৎ দ্বয়োরেব লক্ষণয়োঃ ক্রমঃ।—যোগভাষ্যম্ ৩।১৫

২৩। এবং ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণামৈঃ শূন্যং ন ক্ষণমপি গুণবৃত্তমবতিষ্ঠতে। চলঞ্চ গুণবৃত্তম্। গুণস্বাভাব্যন্তু প্রবৃত্তিকারণমুক্তম্ গুণানাম্।—যোগভাষ্যম্ ৩।১৩

২৪। প্রতিক্ষণপরিণামিনো হি সর্ব এব ভাবাঃ, ঋতে চিতিশক্তেঃ।—বাচস্পতিঃ (সাংখ্যকারিকা ৫)

আরম্ভবাদ

নৈয়ায়িক মতে বস্ত্রাদি কার্যের তিনটি রূপ কল্পনা করা যাইতে পারে—অবয়ব-শূন্যতা, অবয়বের অনন্ততা অথবা পরমাণুরূপ অন্তপরিণামযুক্ততা। ঘটে কপালসমূহরূপ অবয়বের, বস্ত্রে তন্তুসমূহরূপ অবয়বের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষগোচর। সুতরাং পদার্থসমূহ অবয়বহীন নয়; অতএব প্রথম কল্প যুক্তিহীন। যদি বস্তুসমূহকে অনন্তাবয়বযুক্ত বলা হয়, তবে পর্বত ও সর্ষপ উভয়ই অনন্তাবয়ববিশিষ্ট হওয়ায় তুল্যপরিমাণ হইয়া পড়ে। সুতরাং দ্বিতীয় কল্প অগ্রাহ্য। অতএব পদার্থনিচয় পরমাণুরূপ অন্তপরিণামযুক্ত—একথা স্বীকার করিতে হয়।[২৫]

আকাশ যেরূপ বিশাল ও অনন্ত, পরমাণুও সেইরূপ অগণনীয় অসীম ও অনন্ত। পরমাণুর সংখ্যাগত ইয়ত্তা না থাকিলেও জাতিগত ইয়ত্তা আছে। নৈয়ায়িকমতে পরমাণু চতুর্বিধ—পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়। স্থূল বস্তুমাত্রই বিভাজ্য। যাহা বিভাজ্য, তাহার অংশ আছে। বস্তু বিভক্ত হইলে তাহাকে পৃথক্ পৃথক্ অংশে ব্যবস্থিত হইতে দেখা যায়। আবার প্রত্যেক বিভক্ত অংশ প্রত্যেক বিভাজ্য অপেক্ষা সূক্ষ্মাকার ধারণ করে। ক্রমে যখন সূক্ষ্মতা ইন্দ্রিয়শক্তি অতিক্রম করে তখনও বিভাগ চলে; তবে সে বিভাগ কেবলমাত্র বুদ্ধির বা যুক্তির দ্বারা সম্ভব হয়। তাহা বলিয়া অনন্তকাল এইরূপ বিভাগ করা চলে না। কোন এক উপযুক্ত স্থানে বিরত হইতে হয়। যেখানে ক্ষুদ্রতা-কল্পনার বিশ্রাম বা শেষ হইবে, সেই স্থানটী অবিভাজ্য ও অবয়বশূন্য এবং তাহাই নৈয়ায়িকমতে পরমাণু।[২৬]

এই সকল পরমাণু অচেতন; এজন্য ইহারা কোন চেতন কর্তৃক প্রেরিত না হইলে বিশিষ্টক্রমে পরস্পর মিলিত হইয়া প্রয়োজনানুযায়ী কার্যোৎপাদনে সমর্থ হয় না। যিনি ইহাদের অধিষ্ঠাতা, তিনি বিশ্বজগদ্‌নির্মাতা ঈশ্বর। ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য অহেতুক নয়। অনেক পুরুষে সমবেত ধর্মাধর্মসংস্কার ফলদানোন্মুখী হইলে ঈশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং তৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া পরমাণু-সমূহ বস্তুজাত উৎপন্ন করে।[২৭]

কার্যসিদ্ধির জন্য যে পরিমাণ পরমাণুর প্রয়োজন, তাহারা সকলে একবারে সমবেত হইয়া কার্যোৎপন্ন করে না; কিন্তু পরমাণুবর্গ দ্ব্যণুকাদি ক্রমে পরস্পর সমবেত

২৫। অত্র হি ত্রয়ী গতিরস্য ঘটাদেঃ কার্যস্য নিরবয়বত্বমেব বা, অবয়বানন্ত্যং বা, পরমাণ্বন্ততা বা। তত্র নিরবয়বত্বমনুপপন্নমবয়বানাং পটে তন্তূনাং ঘটে চ কপালানাং প্রত্যক্ষমুপলম্ভাৎ। অনন্তাবয়বযোগিত্বমপি ন যুক্তং মেরুসর্ষপয়োরনন্তাবয়বযোগিত্বাবিশেষেণ তুল্যপরিমাণত্বপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ পরমাণ্বন্ততৈব যুক্তিমতী।—ন্যায়মঞ্জরী (২য় খণ্ড) পৃঃ ১২

২৬। লোষ্টস্য প্রবিভাজ্যমানস্য ভাগাস্তদ্‌ভাগানাং চ ভাগান্তরাণীত্যেবং তাবদ্ যাবদশক্যভঙ্গত্বমদর্শনবিষয়ত্বং চ ভবতি। তদ্ যত্তয়োঃ পরমবয়ববিভাগো ন সম্ভবতি তে পরমাণব উচ্যন্তে। তেঽপি হি বিভজ্যমানেষু তদবয়বাঃ পরমাণবো ভবেয়ুঃ।—ন্যায়মঞ্জরী (২য় খণ্ড) পৃঃ ১২

২৭। চেতন এষামধিষ্ঠাতা সকলভুবননির্মাণমতিরীশ্বরোঽস্ত্যুপগতস্তৎসিদ্ধয়ে।—ন্যায়মঞ্জরী (২য় খণ্ড) পৃঃ ৭৩

হইয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধি করে। পরমাণুসমূহ একযোগে সম্বন্ধ হইয়া বস্তু উৎপন্ন করিলে বস্তুর অবয়বের উপলব্ধি হইত না। ঐ পদার্থ ভগ্ন হইলে প্রথমেই উহা পরমাণু আকারে পরিণত হইত। কিন্তু ঘট ভগ্ন হইলে উহার কপালাদি অবয়ব প্রথমে দৃষ্টিপথে আসে। অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধেও এই কথা। সুতরাং পরমাণুগুলি দ্ব্যণুকাদি আকারে মিলিত হইয়া পদার্থ উৎপন্ন করে—ইহা স্বীকার করিতে হয়।[২৮] প্রথমে দুইটি অবিভাজ্য সূক্ষ্ম পরমাণু মিলিত হইয়া একটি দ্ব্যণুক উৎপন্ন করে; তাহা পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম। তিনটি দ্ব্যণুকের সংমিশ্রণে একটি ত্র্যণুকের সৃষ্টি হয়। সংখ্যার বহুত্ব হেতু দ্ব্যণুক অপেক্ষা ত্র্যণুক স্থূল এবং এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য। ত্র্যণুক হইতে অধিকতর স্থূল চতুরণুকের সৃষ্টি হয়। এইভাবে পরমাণু-সমূহ কার্যোৎপত্তি পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে মিলিত হইয়া কার্যসিদ্ধি করিয়া থাকে। পরমাণুবর্গের দ্ব্যণুকাদি ক্রমে মিলন বিষয়ে নৈয়ায়িকগণের যুক্তি এই যে, প্রথমে তিনটি পরমাণু একসঙ্গে মিলিত হইলে সংখ্যাবহুত্ব হেতু উৎপন্ন কার্যের মহত্ত্বের ফলে তাহা দৃষ্টিগ্রাহ্য হইত; কিন্তু কার্যতঃ অতি সূক্ষ্মত্ব হেতু তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব দ্ব্যণুকাদি ক্রমে পরমাণু-সমূহের মিলন স্বীকার করিতে হয়। আবার দ্ব্যণুকদ্বয়ের মিলনে কার্যোৎপত্তি হইলে ঐ উৎপন্ন পদার্থ দ্ব্যণুকের ন্যায়ই সূক্ষ্ম থাকে; তাহাতে মহত্ত্বের উৎপত্তি হয় না। এজন্য দ্ব্যণুকত্রয়ের মিলনে ত্র্যণুকের উৎপত্তি—ইহা অবশ্যই স্বীকার্য।[২৯] পরমাণুসমূহ প্রথমে কার্যারম্ভ করিয়া তাহারাই শেষ পর্যন্ত কার্য নিষ্পন্ন করে—একথা নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, দুইটি পরমাণুর মিলনে যখন একটি দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়, তখন পরমাণুদ্বয়ের কার্যশেষ হওয়ায় তাহারা অদৃশ্য হয় এবং ঐ দ্ব্যণুকের কাজ আরম্ভ হয়। দ্ব্যণুকত্রয় একসঙ্গে মিলিত হইয়া ত্র্যণুক উৎপন্ন করিলে ত্র্যণুকের কাজ আরম্ভ হয় এবং দ্ব্যণুকত্রয়ের কার্যের সমাপ্তি ও অদৃশ্যতা ঘটে। এইভাবে ত্র্যণুক হইতে চতুরণুকাদি ক্রমে পরমাণুসমূহের মিলন কার্যোৎপত্তি পর্যন্ত চলিতে থাকে। এজন্য সূত্রের দ্বারা বস্ত্র উৎপন্ন হয়, কিন্তু সূত্রের অবয়ব অংশুসমূহের দ্বারা নহে। এই বিষয়ে নৈয়ায়িকগণের যুক্তি এই যে, উত্তরোত্তরকার্যারম্ভকালেও পূর্ব পূর্ব কারণের নাশ যদি না হয়, তবে মূর্তপদার্থসমূহ একত্র দেখা যাইবে; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা

২৮। ন চ সকৃদেব সন্তো নির্বর্ত্যমানকার্যপরিমাণানুগুণসংখ্যাঃ পরমাণব একত্র সংযোজ্য কার্যমারভন্তে, কিন্তু দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ।—ন্যায়মঞ্জরী (২য় খণ্ড) পৃঃ ৭৩

২৯। ননু দ্বাবেব পরমাণূ প্রথমং সংঘটতে ইত্যত্র কা যুক্তিরুচ্যতে? বহুত্বসংখ্যায়া মহত্ত্বপরিমাণকারণত্ব-দর্শনাৎ ত্রিষু পরমাণুষু প্রথমং মিলৎসু তৎকার্যে বহুত্বসংখ্যায়া মহত্ত্বারম্ভাৎ তৎ প্রত্যক্ষং প্রসজ্যেত; ন চ তৎ প্রত্যক্ষমতিসূক্ষ্মত্বাদতো দ্বাভ্যাং পরমাণুভ্যাং দ্ব্যণুকমারভ্যতে। তচ্চ পরমাণুবদপ্রত্যক্ষমেব মহত্ত্বানুৎপাদাৎ। দ্ব্যণুকদ্বয়েন তু কার্যারম্ভ ইষ্যমাণে তদবিশেষপ্রসঙ্গাদ্ দ্ব্যণুক ইব তত্রাপি মহত্ত্বোৎপত্তৌ কারণাভাবাৎ। অতস্ত্রিভি-র্দ্ব্যণুকৈস্ত্র্যণুকমারভ্যতে; তত্র চ বহুত্বসংখ্যয়া মহত্ত্বমারভ্যতে প্রত্যক্ষং চ তদ্ ভবিতি।—ন্যায়মঞ্জরী (২য়) পৃঃ ৭৩

দেখা যায় না। সুতরাং ঈশ্বরেচ্ছায় প্রেরিত পরমাণুসমূহের দ্ব্যণুকাদি ক্রমে মিলনের ফলে শরীরাদির উৎপত্তি ঘটে, ইহা স্বীকার করিতে হয়।[৩০]

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বলেন, পরমাণুদ্বয় হইতে যখন দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হইল, তখন উহা নূতন সৃষ্টি। পরমাণু সৎ, কিন্তু দ্ব্যণুক অসৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে উহা পরমাণুর মধ্যে ছিল না। তাঁহাদের মতে কারণ সৎ, কিন্তু কার্য অসৎ। তাঁহারা উৎপত্তির পূর্বে কারণের মধ্যে কার্যের অবস্থান স্বীকার করেন না। এজন্য তাঁহাদের এই মতবাদটি পরমাণুকারণতাবাদ বা আরম্ভবাদ বা অসৎকার্যবাদ নামে পরিচিত। পক্ষান্তরে সাংখ্য-দর্শনে সৎকার্যবাদ বা পরিণামবাদ স্বীকৃত। এই মতে কারণ কার্যেরই অব্যক্তাবস্থা। উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণের মধ্যে অব্যক্তভাবে বা সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে বলিয়া কেহ তাহা দেখিতে পায় না ; পরন্তু তাহা কখনও অসৎ নহে। কার্য কারণেরই পরিণাম। কার্য নূতন আরম্ভ বা নূতন সৃষ্টি নহে। ইহা নৈয়ায়িক-বৈশেষিকগণের সিদ্ধান্তের বিপরীত। তাঁহারা কারণের মধ্যে কার্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। পরন্তু তাঁহাদের মতে কার্য হইল নূতন সৃষ্টি।

ন্যায়-বৈশেষিক-মতে ছোট হইতে বড় জন্মে। এই মতে জগতের মূলকারণ হইল পরমাণুবর্গ। উহারা পরমসূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় ও অবিভাজ্য। এই পরমাণুসমূহ হইতে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে বিশাল জগতের উৎপত্তি।[৩১] এই মতে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, স্থূলতর এবং স্থূলতমের উৎপত্তি। পক্ষান্তরে সাংখ্যমতে ছোট হইতে বড় উৎপন্ন হয় না। প্রত্যেক কার্য হইতে তাহার প্রকৃতি অর্থাৎ কারণ বিশালতর হইয়া থাকে। এই মতে প্রধান হইতে জগতের উৎপত্তি, পরমাণুসমূহ হইতে নহে। পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূত বিশাল। সেই পৃথিব্যাদির প্রকৃতি তাহাদের অপেক্ষা বিশালতর হইবে। পরমাণুসমূহ পরিচ্ছিন্ন-দেশবিশিষ্ট ; সুতরাং তাহারা মহাভূতবর্গের কারণ হইতে পারে না। সাংখ্যমতে যিনি জগতের কারণ, তিনি উৎপত্তিরহিত ; পরমাণুসমূহ কৃতক বা উৎপত্তিবিশিষ্ট। কাজেই তাহারা জগৎকারণ হইতে পারে না।[৩২] পরমাণুসমূহের কৃতকত্ব-বিষয়ে বহু প্রমাণ

৩০। ন হি পরমাণবঃ প্রথমং কার্যমারভ্য তদনু ত এবোত্তরোত্তরকালং কার্যাণ্যারভন্তে, কিন্তু যৎপরমাণু-নির্বৃত্তং কার্যং দ্ব্যণুকং তৎ কার্যান্তরস্যারম্ভকং তদপ্যন্যস্য কার্যস্যেত্যেবং তাবদ্ যাবৎপরিপূর্ণাবয়বনিষ্পত্তিঃ।—ন্যায়মঞ্জরী (২য়) পৃঃ ৭৩

৩১। অথ বৈরূপ্যমানৈর্দেহেন্দ্রিয়াদিভিরাত্মনঃ সম্বধ্যন্তেষাং কথমুৎপত্তিরিত্যুক্তং সূত্রকৃতা, ব্যক্তাদ্ ব্যক্তানামুৎপত্তিঃ প্রত্যক্ষপ্রামাণ্যাদিতি (গৌতমসূত্রম্ ৪।১।১১)। ব্যক্তাদিতি কপিলাভ্যুপগতত্রিগুণাত্মকাব্যক্তরূপ-কারণনিষেধেন পরমাণূনাং শরীরাদৌ কার্যে কারণত্বমাহ।—ন্যায়মঞ্জরী (২য়) পৃঃ ৭২

৩২। স্বকার্যাদ্ধি প্রথীয়সী প্রকৃতির্ভবতীতি চ নঃ সংশয়ঃ। মহান্তি চ পৃথিব্যাদীনি মহাভূতানি। তস্মাৎ তেষাং তদতিরিক্তয়া প্রকৃত্যা ভবিতব্যম্। পরিচ্ছিন্নদেশাশ্চ পরমাণবঃ।......অকৃতকেন হি জগৎকারণেন যুক্তং ভবিতুম্। কৃতকাশ্চ পরমাণবঃ। তস্মাৎ সত্যপি সদ্ভাবে ন তেষাং জগৎকারণত্বমুপপদ্যতে।—যুক্তি পৃঃ ৮৩

আছে। যাহারা পরিচ্ছিন্নদেশবিশিষ্ট, তাহারা কৃতক; যেমন ঘট। পরমাণুসমূহ পরিচ্ছিন্ন-দেশযুক্ত হওয়ায় কৃতক। দ্বিতীয়তঃ, যাহারা রূপাদিমান্, তাহারা কৃতক হইয়া থাকে, যেমন ঘট। পরমাণুসমূহ রূপাদিমান্; সুতরাং তাহারা কৃতক। তৃতীয়তঃ, যাহারা উষ্ণত্বযুক্ত, তাহারা কৃতক; যেমন প্রদীপ। আগ্নেয় পরমাণুসমূহ উষ্ণত্ববিশিষ্ট হওয়ায় কৃতক। চতুর্থতঃ, যাহারা বেগবান্, তাহারা কৃতক; যেমন বেগবান্ ইষু। বায়বীয় পরমাণু বেগবিশিষ্ট; সুতরাং কৃতক। পঞ্চমতঃ, যাহারা স্নেহ-দ্রবত্ব-যুক্ত, তাহারা কৃতক, যেমন ক্ষেত্রাদিস্থিত জল। জলীয় পরমাণুসমূহ তাদৃশ-ধর্ম-বিশিষ্ট হওয়ায় কৃতক। ষষ্ঠতঃ, যাহারা দ্রব্যান্তরের আরম্ভক, তাহারা কৃতক হইয়া থাকে, যেমন তন্তু। পরমাণুসমূহ দ্রব্যান্তরের আরম্ভক; সুতরাং কৃতক। সপ্তমতঃ, যাহা প্রত্যক্ষ, তাহা কৃতক হয়; যেমন ঘট। পরমাণুসমূহ যোগিগণের প্রত্যক্ষ; সুতরাং তাহারা কৃতক। এইভাবে বহু যুক্তির দ্বারা পরমাণুসমূহের কৃতকত্ব প্রতিপন্ন করা যায়।[৩৩] পরমাণুসমূহ অতিসূক্ষ্ম। তাহাদের আরম্ভক পদার্থান্তর নাই। সুতরাং তাহারা অকৃতক—ইহা বলা যায় না। সূক্ষ্মত্ব হেতু অকৃতকত্ব সিদ্ধ হইলে পার্থিব পরমাণুতে অগ্নিসংযোগের ফলে শ্যামতা বিদূরিত করিয়া পাকজ যে সূক্ষ্ম পরমাণুবর্গ উৎপন্ন হয়, তাহারাও অকৃতক হইয়া পড়িবে। প্রধান ও পুরুষ অতিসূক্ষ্ম হইয়াও বিভু; সুতরাং তাহারা অকৃতক। প্রধান ও পুরুষের ন্যায় পরমাণুসমূহ বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করে না। সুতরাং সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় হইলেও পরমাণু-সমূহের কৃতকত্ব অনিবার্য। কৃতকত্ব-নিবন্ধন তাহারা অনিত্য হইবে। সুতরাং খণ্ডপ্রলয়-মহাপ্রলয়সমূহে তাহাদের ধ্বংস হইবে। কারণের নাশে কার্যেরও নাশ হয়। পরমাণুসমূহ জগৎকারণ হইলে পরমাণুবর্গের নাশে জগতের নাশ হইবে। ফলে ভোগিগণের উপার্জিত স্ব-স্ব-কর্মের অনুপভোগ হেতু কৃতকর্মের বিনাশ হইবে। ইহা অনিষ্টকর।

৩৩। যদি পরমাণূনাং কৃতকত্বং প্রসিদ্ধমত এতদ্ যুজ্যতে বক্তুম্ অনুমাক্তেতোরকারণং পরমাণব ইতি। তৎ ত্বসিদ্ধম্। উচ্যতে—পরিচ্ছিন্নদেশত্বাৎ। ইহ যৎ পরিচ্ছিন্নদেশং তৎ কৃতকং দৃষ্টম্। তদ্ যথা ঘটঃ। পরিচ্ছিন্নদেশাশ্চ পরমাণবঃ। তস্মাৎ কৃতকাঃ। কিঞ্চান্যৎ—রূপাদিমত্ত্বাৎ। ইহ যদ্ রূপাদিমৎ তৎ কৃতকং দৃষ্টম্। তদ্ যথা—ঘটঃ। রূপাদিমন্তশ্চ পরমাণবঃ, তস্মাৎ কৃতকাঃ। কিঞ্চান্যৎ—উষ্ণযোগাৎ। ইহ যদৌষ্ণযুক্তং তৎ কৃতকম্। তদ্ যথা প্রদীপঃ। তদ্বন্তশ্চাগ্নেয়াঃ পরমাণবঃ, তস্মাৎ কৃতকাঃ। কিঞ্চ বেগবত্ত্বাৎ। ইহ যৎ বেগবৎ, তৎ কৃতকম্, তদ্ যথা ইষুর্বেগবান্; তদ্বন্তো বায়বীয়াঃ পরমাণবঃ, তস্মাৎ কৃতকাঃ। কিঞ্চ স্নেহদ্রবত্ব-যোগাৎ। ইহ যৎ স্নেহদ্রবত্বযুক্তং তৎ কৃতকম্, যথা কেদারাদিস্থাপঃ। ইত্থং চাপ্যাঃ পরমাণবঃ, তস্মাৎ কৃতকাঃ। ......কিঞ্চ দ্রব্যান্তরারম্ভকত্বাৎ। ইহ যৎ দ্রব্যান্তরারম্ভকং তৎ কৃতকং বঃ; তদ্ যথা তন্তুঃ। দ্রব্যান্তরারম্ভকাশ্চ পরমাণবঃ, তস্মাৎ কৃতকাঃ। কিঞ্চ প্রত্যক্ষত্বাৎ। ইহ যৎ প্রত্যক্ষং তৎ কৃতকং দৃষ্টম্; তদ্ যথা ঘটঃ। প্রত্যক্ষাশ্চ যোগিনাং পরমাণবঃ। তস্মাৎ কৃতকাঃ।—যুক্তি পৃঃ ৮৩-৮৪

সুতরাং সাংখ্যমতে পরমাণুসমূহ জগতের কারণ হইতে পারে না।[৩৪] এই মতে প্রধান হইলেন জগতের মূলকারণ। প্রধানের বিশালতার অন্ত নাই। তিনি অসীম অনন্ত। তাঁহার বিশালতার তুলনায় জগতের ভৌতিক পদার্থনিচয় কত ক্ষুদ্র। উভয়ের অবয়বের পার্থক্য মেরু ও সর্ষপের আকৃতির পার্থক্যের সঙ্গে তুলনীয়।

বৈশেষিকগণের পরমাণুকারণতাবাদ যুক্তিসহ বলিয়া ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন না। তিনি বলেন, পরমাণুসমূহের আয়তন নাই; সুতরাং তাহা হইতে আয়তনবিশিষ্ট পদার্থের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ক্ষুদ্র কখনও বিশাল হইতে পারে না। বিশালের মধ্যেই ক্ষুদ্রের অবস্থান ঘটে। যাহা কারণের মধ্যে বর্তমান, তাহারই উৎপত্তি সম্ভব হয়। কারণ যদি আয়তনে বিশাল হয়, তাহা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট কার্যের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে। আরও কথা এই যে, সামান্য হইতে বিশেষের উৎপত্তি ঘটে; যেহেতু সামান্যের মধ্যে বিশেষ অবস্থান করে। সামান্য ও বিশেষ পরস্পরবিরোধী নহে; উহাদের একত্রাবস্থান সম্ভব। কারণটিকে কার্য অপেক্ষা অধিকতর বিশাল পরিমাণবিশিষ্ট এবং অধিকতর সাধারণ হইতে হইবে। এইরূপ পরিমাণযুক্ত সামান্যের মধ্যে আয়তনবিশিষ্ট বিশেষের অন্তর্ভাব সম্ভব। কারণটি যদি পরিমাণবিশিষ্ট হয়, তবেই কার্যটি পরিমাণযুক্ত হইবে। সুতরাং সাংখ্যদর্শনের মত এই যে, যাহা কারণ, তাহা কার্য অপেক্ষা আয়তনে বিশালতর এবং অধিকতর সাধারণ হইবে। সামান্য হইতে বিশেষের উৎপত্তি হয়। বিশেষ ইহাতে সামান্য উৎপন্ন হয় না।[৩৫]

৩৪। ন হি পরমাণুভ্যঃ সূক্ষ্মতরমন্যদ্ ভাবান্তরমস্তি যদেষামারম্ভকং স্যাৎ। পরা খল্বেষা কাষ্ঠা সৌক্ষ্মস্য যৎ পরমাণবঃ, তস্মাদেষাং কৃতকত্বমনুপপন্নমিতি। এতচ্চাযুক্তম্। কস্মাৎ? পাকজেষ্বতিপ্রসঙ্গাৎ। সৌক্ষ্ম্যাদকৃতকত্বমিচ্ছতঃ পার্থিবেষু পরমাণুষু অগ্নিসংযোগাৎ শ্যামতামপনুদ্য যে পাকজা আধীয়ন্তে, তেষামকৃতকত্বপ্রসঙ্গঃ, তেঽপি পরমাণবঃ সূক্ষ্মাঃ। যত্তু খলু অতিসৌক্ষ্ম্যাৎ প্রধানপুরুষয়োরকৃতকত্বং দৃষ্টং তৎ সতি বিভুত্বে। ন চ যথা প্রধানপুরুষাবেবমণবোঽপি বিভবঃ ব্যপদিশ্যন্তে। তস্মাৎ সতি সৌক্ষ্ম্যে পাকজবদেষাং কৃতকত্বমনিবার্যম্।...... তদ্ধি সূক্ষ্মমতীন্দ্রিয়ং কৃতকঞ্চেতি সিদ্ধং কৃতকাঃ পরমাণবঃ। কৃতকত্বাচ্চৈষামনিত্যতা অনপায়িনীতি কৃত্বা অন্তরালপ্রলয়মহাপ্রলয়েষু প্রধ্বংসাৎ পরমাণূনাং কারণাভাবাৎ কার্যাভাব ইতি স্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তমুপানাজ্জ, জগদুচ্ছিত্তিদোষপ্রসঙ্গঃ। তথা ভোগিনামুপচিতস্য স্বকর্মণোঽনুপভোগাৎ কৃতস্য বিপ্রণাশঃ। অনিষ্টঞ্চৈতৎ। তস্মান্ন জগৎকারণং পরমাণবঃ।—যুক্তি পৃঃ ৮৪

৩৫। According to the Vais´eṣika two atoms combine to produce a binary compound and three such binaries combine to produce a triatomic compound and so on. The binary or dyad does not gain in magnitude, whereas the triad does. The triad is greater in magnitude than the dyads or their constitutive atoms. But this explanation is exposed to a grave difficulty. The atoms are devoid of extension; how can they give rise to objects possessed of extension? The small can never become great. If, however, the cause be larger in magnitude, then smaller effects can be produced out of it, as the large comprchends the

যোগদর্শনে পরমাণুর অস্তিত্ব ও সূক্ষ্মত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।[৩৬] মহাভূতগুলি পরমাণুর সমষ্টি। গন্ধতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র ও শব্দতন্মাত্র হইতে যথাক্রমে পার্থিব, তৈজস, জলীয়, বায়বীয় এবং আকাশসম্বন্ধী পরমাণুর উৎপত্তি।[৩৭] তবে ন্যায়-বৈশেষিক-মতে পরমাণু অবিভাজ্য। কিন্তু সাংখ্য-যোগ-মতে বস্তুমাত্রই—তাহা যত ক্ষুদ্র হউক্ না কেন—কতকগুলি অবয়বের সমষ্টি। ঐ অবয়বগুলি সমগ্র বস্তুর সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে অবস্থান করে।[৩৮]

পরমাণুগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া বিচিত্র পদার্থ সৃষ্টি করে এবং তাহাদের কার্যে তাহাদের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। পরমাণুগুলির সম্মিলিত সামগ্রিক রূপকে 'সমূহ' বলা হইয়াছে। এই সমূহ দুই প্রকার—যুতসিদ্ধাবয়ব ও অযুতসিদ্ধাবয়ব। যখন বস্তুস্বরূপকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার অবয়বগুলিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায়, তখন ঐ সমূহকে বলা হয়—'যুতসিদ্ধাবয়ব'; যেমন বন, জনতা প্রভৃতি। কতকগুলি বৃক্ষের সম্মেলনে বনের উৎপত্তি। বৃক্ষগুলি বনের অবয়ব এবং বনের স্বরূপ অখণ্ড রাখিয়াও ঐ বৃক্ষগুলিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়। 'অযুতসিদ্ধাবয়বে' অবয়বগুলি সমগ্রবস্তুর সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে মিলিত থাকে এবং বস্তুর সামগ্রিক রূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহার অবয়বগুলিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; যেন বৃক্ষ, শরীর, পরমাণু ইত্যাদি। শরীরে বিভিন্ন অবয়ব রহিয়াছে; কিন্তু শরীরকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহার অবয়বগুলিকে পৃথক্ করা যায় না। পরমাণু সম্বন্ধেও একই কথা। উহার অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অবয়বগুলিকে পৃথক্ করা সম্ভব নয়। এই কারণে উহা 'অযুতসিদ্ধাবয়ব'।[৩৯]

---

smaller in it. Only that can be produced which is already there in the cause. Again, the specific can be produced from the generic, because the generic comprehends and is not opposed to the specific. What is necessary to explain the magnitude in the effect is the presence of magnitude as such in the cause which must be wider and greater than that of the effect, because magnitude as such is comprehensive of all species of magnitude. The Sāmkhya accordingly concludes that the cause must be more general than the effect. We can deduce a species from the genus and not vice versa.—Dr. S. Mookherji—(Hist. of Phil.—Eastern and western, P. 244-245)

৩৬। অপকর্ষপর্যন্তং দ্রব্যং পরমাণুঃ।—যোগভাষ্যম্ ৩।৫২

৩৭। পার্থিবস্যাণোর্গন্ধতন্মাত্রং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, আপ্যস্য রসতন্মাত্রং, তৈজসস্য রূপতন্মাত্রং, বায়বীয়স্য স্পর্শতন্মাত্রম্, আকাশস্য শব্দতন্মাত্রমিতি।—যোগভাষ্যম্ ১।৪৫

৩৮। অযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমূহো দ্রব্যমিতি পতঞ্জলিঃ।—যোগভাষ্যম্ ৩।৪৪

৩৯। স (সমূহঃ) পুনর্দ্বিবিধো যুতসিদ্ধাবয়বোঽযুতসিদ্ধাবয়বশ্চ। যুতসিদ্ধাবয়বঃ সমূহো বনং সঙ্ঘ ইতি; অযুতসিদ্ধাবয়বঃ সঙ্ঘাতঃ শরীরং বৃক্ষঃ পরমাণুরিতি।—যোগভাষ্যম্ ৩।৪৪

এই আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, সাংখ্য ও যোগদর্শনের পরমাণুর অবয়ব বিদ্যমান ; কিন্তু ন্যায়বৈশেষিকের পরমাণু একেবারে অবিভাজ্য।

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ সাংখ্যের সৎকার্যবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রথম বক্তব্য হইল—কারণের মধ্যে কার্য কি আকারে থাকে? কারক-ব্যাপারের দ্বারা নিষ্পাদনীয় আকারে যদি কারণের মধ্যে কার্য থাকে, তবে বস্তুর উৎপত্তির জন্য কারকব্যাপার নিষ্ফল হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, যদি বলা হয়, উৎপত্তির পূর্বে মৃত্তিকা আকারে ঘট রহিয়াছে, তাহা হইলে 'ঘট আছে'—একথা বলা সঙ্গত নহে। কারণ তখন মৃত্তিকা আকারই বর্তমান ; মৃত্তিকা-রূপ নিবর্তিত হইলে ঘটের উৎপত্তি-সম্ভব ; তাহার পূর্বে নহে। তৃতীয়তঃ, যদি বলা হয়, উৎপত্তির পূর্বে কারণের মধ্যে কার্য শক্তিরূপে অবস্থান করে, পরে তাহার অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইলে এই অভিব্যক্তি কি? অভিব্যক্তি বলিতে যদি কার্যস্বরূপে অবস্থান বুঝায়, তাহা হইলে এই কার্য পূর্বে ছিল না, এখন উৎপন্ন হইল ; অতএব কার্য অসৎ। আর যদি পূর্বেও কারণের মধ্যে কার্য থাকে, তবে কারক-ব্যাপার নিষ্প্রয়োজন। অভিব্যক্তি বলিতে যদি প্রতীতি বুঝায়, তাহাও অনুপপন্ন। কারণ, ঘটের যে রূপ মৃত্তিকা-দণ্ড-চক্রাদিকারক-ব্যাপার সাধ্য এবং চক্ষুরাদি-কারক-সামগ্র্যধীন, তাহা উৎপত্তির পূর্বে ঘটের চক্রে দেখা যায় না ; সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে ঘট অসৎ বলিতে হয়। চতুর্থতঃ, কারণের মধ্যে কার্য শক্তিরূপে অবস্থান করে—একথা বলিলে শক্তি কি, তাহাও বিচার করিতে হয়। যদি তাহা কার্য হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে কার্যভিন্নরূপে কারণের মধ্যে কার্য আছে—এইরূপে কার্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় ; কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। পঞ্চমতঃ, কারণের মধ্যে কার্যের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে উপাদান-নিয়ম থাকে না ; দধি-প্রার্থীরও সিকতাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে—একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ এই সংসার-প্রবাহ অনাদি। পূর্ববর্তী বৃদ্ধগণের ব্যবহার দেখিয়া পরবর্তী নবীনগণের কার্যে প্রবৃত্তি ঘটে। পূর্ববর্তী বৃদ্ধদিগের মধ্যে কেহই দধিপ্রার্থী হইয়া বালুকান্বেষণে প্রবৃত্ত হয় না। সুতরাং পরবর্তী নবীনদিগের প্রবৃত্তিও পূর্বানুরূপ হইবে ; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।[৪০] কারণের মধ্যে কার্য না থাকিলে কারকপ্রবৃত্তি নিরাশ্রয় হয়—একথাও বলা যায় না।

৪০। কেন রূপেণ তদানীং কার্যং সদিতি মন্যতে? যদি কারকব্যাপারাভিনির্বর্ত্যেন সলিলাহরণাদ্যর্থক্রিয়া-সমর্থেন পৃথুবুধ্নোদরাকারতারূপেণ চক্রমূর্ধনি ঘটোঽস্তি, তদাঽভিব্যক্তেনাপি রূপেণ সত্ত্বাদতস্তস্য কারকব্যাপার-বৈফল্যম্।......অথ মৃৎপিণ্ডরূপেণ তদানীং ঘটোঽস্তীতি কথ্যতে, তত্র ন হ্যসৌ তদানীং ঘটোঽস্তি মৃৎপিণ্ড এবাসাবদো ন স্বরূপমুত্তরকালমপি নিবর্ততে, ঘটস্তু ততো নিবর্ততে ; যচ্চৈবং যদৈবাসৌ নিবর্ততে, তদৈবাস্তি ন ততঃ পূর্বমিতি। অথ পূর্বং শক্ত্যাত্মনা তত্রাস্তিত্বমিদানীমভিব্যক্তাত্মনা ক্রিয়তে ইতি, তদপ্যনুপপন্নম্।......কা চেয়মভিব্যক্তি? কিং কার্যাত্মনাঽবস্থানম্ উত প্রতীতিরিতি। যদি কার্যাত্মনাঽবস্থানং, তৎ পূর্বং নাভূদধুনা

পূর্ববর্তী বৃদ্ধগণের ব্যবহার হইতে বস্তুর কার্যকারণভাব অবগত হইয়া অমুক কারণ হইতে অমুক কার্য উৎপন্ন হইবে—ইহা বুদ্ধিদ্বারা স্থির করা হয়। সেই অনুসারে কর্তা কারক-সমূহ প্রয়োগ করেন। সুতরাং কারকব্যাপারকে নিরালম্বন বলা যায় না। এজন্য ন্যায়-বৈশেষিকমতে সাংখ্যমতাবলম্বিদিগের সৎকার্যবাদ প্রমাণহীন। অতএব প্রধানের মধ্যে জগতের অস্তিত্ব এবং প্রধান হইতে বুদ্ধ্যাদি আকারে জগতের উৎপত্তি—একথা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত হইল—কারণ সৎ, কিন্তু কার্য অসৎ। উৎপত্তির পূর্বে কারণের মধ্যে কার্য ছিল না। কার্য হইল নূতন সৃষ্টি বা আরম্ভ।

বিবর্তবাদ

অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ উৎপত্তির পূর্বে কারণের মধ্যে কার্যের সত্তা স্বীকার করেন। এবিষয়ে তাঁহাদের প্রথম প্রমাণ বেদ। শ্রুতি বলিয়াছেন,—'এসকল অগ্রে সৎ-ই ছিল'; 'অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এসকল এক আত্মা ছিল'। শ্রুতির এই সকল বাক্যের দ্বারা কারণের সহিত ইদম্-শব্দ-বাচ্য জগতের সামানাধিকরণ্য কথিত হইয়াছে; সুতরাং কার্যকারণ ভিন্ন নহে। যাহাতে যাহা নাই, তাহা হইতে তাহা জন্মে না; যেমন বালুকা হইতে তৈল জন্মে না।[৪১] যদিও শ্রুতির অন্যত্র 'এসকল অগ্রে অসৎ ছিল'[৪২] ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা উৎপত্তির পূর্বে কার্যের অসত্তা বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি ঐ সকল উল্লেখ অত্যন্তাভাব অভিপ্রায়ে নহে। উক্ত শ্রুতির তাৎপর্যার্থ এই যে, কার্যসকল উৎপত্তির পূর্বে কারণরূপে থাকে; উৎপন্ন হইলে তাহাতে ব্যক্ততাধর্মের আগমন হয়। আরম্ভকালে সন্দিগ্ধ বাক্য থাকিলে শেষ বাক্যের দ্বারা তাহার অর্থনিশ্চয় হয়। 'অগ্রে

ভূতমিত্যসৎকার্যম্। পূর্বমপি বা যদি তদাসীত্তদা পুনঃ কারকবৈফল্যম্। প্রতীতিশ্চ ঘটস্য চক্ষুরাদিকারককলাপগ্রাহীনত্ব-মৃৎপিণ্ডদণ্ডচক্রাদিকারকচক্রসাধ্যেতি, সা চক্ষুর্যুনি ঘটস্য নাস্ত্যেবেত্যসন্ ঘটঃ।......শক্ত্যাত্মনাঽপি যদস্তিত্বমস্যোচ্যতে, তত্রাপি চিন্ত্যম্—কেয়ং শক্তির্নামেতি। যদি ঘটস্বরূপাদ্ ভিন্নাসৌ, তর্হি পররূপেণ ঘটোঽস্তীতি স্বরূপেণৈব ঘটাস্তিত্বমুক্তং ভবেৎ, তচ্চ প্রত্যক্ষবিরোধান্নিরস্তম্। উপাদানং তু সর্বস্য সর্বত্র দৃশ্যতে। তত্র কার্যস্য সত্তাবাদপি স্বেব নিরীক্ষণাৎ॥ অতএব ব্যবহারোঽপি নৈবাপূর্বঃ প্রবর্ততে। যথোপলব্ধং বৃদ্ধেভ্যঃ স তথৈবানুগম্যতে॥...... অন্বয়ব্যতিরেকৌ চ গৃহ্যেতে ব্যবহারতঃ। অনাদিশ্চৈষ সংসার ইতি কস্তানুযোজ্যতা॥—ন্যায়মঞ্জরী (২য়) পৃঃ ৬৪-৬৫

৪১। সত্বাচ্চাবরস্য (ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।১৬)। অত্র শাঙ্করভাষ্যম্—ইতশ্চ কারণাৎ কার্যস্যানন্যত্বং, যৎকারণং প্রাগুৎপত্তেঃ কারণাত্মনৈব কারণে সত্ত্বমবরকালীনস্য কার্যস্য শ্রূয়তে, 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ' (ছান্দোগ্য ৬।২।১), 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ' (ঐতরেয় ২।৪।১।১) ইত্যাদাবিদংশব্দগৃহীতস্য কার্যস্য কারণেন সামানাধি-করণ্যাৎ। যচ্চ যদাত্মনা যত্র ন বর্ততে, ন তত্তত উৎপদ্যতে, যথা সিকতাভ্যস্তৈলম্।

৪২। (ক) অসদেবেদমগ্র আসীৎ।—ছান্দোগ্য ৩।১৯।১।

(খ) অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ।—তৈত্তিরীয় ২।৭।১

এসকল অসৎ-ই ছিল'—এই উপক্রম বাক্যে যাহাকে শ্রুতি 'অসৎ'-শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন, বাক্যশেষে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া 'সৎ' বলিয়াছেন—'সেই সৎ ছিল।' যাহা অত্যন্ত অসৎ, তাহাতে পূর্বাপরকালসম্বন্ধ ঘটে না। 'অসদ্বা আসীৎ' বাক্যের অসৎ যে আত্যন্তিক অসৎ নহে, তাহা 'তিনি আপনাকে আপনি ব্যক্ত করিলেন'—এই শেষ বাক্যের দ্বারা নির্ণীত হয়। সুতরাং শ্রুতির ঐ অসদ্বাদ ধর্মান্তরঘটিত অর্থাৎ জগৎ উৎপত্তির পূর্বে ব্যক্তধর্মবান্ ছিল না, অব্যক্তধর্মবান্ ছিল—এই কথা ঐ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে।[৪৩] উৎপত্তির পূর্বে কারণে কার্যের অস্তিত্ব বিষয়ে অন্যান্য যুক্তিও বৈদান্তিকগণ উপস্থাপিত করেন। যাঁহারা দধি, ঘট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা দুগ্ধ, মৃত্তিকা প্রভৃতি নির্দিষ্ট উপাদানই গ্রহণ করেন, যে কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না। দধিলিপ্সু মৃত্তিকা গ্রহণ করেন না; ঘটলিপ্সুও দুগ্ধাদি আহরণ করেন না। অসৎকার্যবাদে এই নিয়মিত প্রবৃত্তি অনুপপন্ন হয়। যদি বলা হয়—দধিসম্বন্ধীয় অতিশয় (একপ্রকার ধর্ম বা শক্তি) দুগ্ধেই থাকে, মৃত্তিকায় থাকে না; ঘটসম্বন্ধীয় অতিশয় মৃত্তিকাতেই থাকে, দুগ্ধে থাকে না; এজন্য ব্যতিক্রম হয় না; তাহা হইলেও সৎকার্যবাদ সিদ্ধ হয়। কেন না, পূর্বাবস্থার অতিশয় থাকা স্বীকার করা হইতেছে। অতিশয় হইল শক্তি। তাহা কারণে থাকিয়াই কার্যকে নিয়মিত করে। যাহাতে কার্যশক্তি থাকে না, তাহা কারণও হয় না; সুতরাং কার্যও জন্মায় না। শক্তি নিজে কার্যকারণ হইতে ভিন্ন এবং কার্যের ন্যায় অসৎ হইলে তাহা কার্যের নিয়ামক হইতে পারিত না। সুতরাং শক্তি কারণেরই স্বরূপ এবং কার্য শক্তিরই স্বরূপ—ইহা স্বীকার করিতে হয়।[৪৪] অশ্ব ও মহিষ যেরূপ অত্যন্ত ভিন্ন, সেইরূপ ভিন্নতা কার্যে ও কারণে প্রতীত হয় না। ভেদবুদ্ধি হয় না বলিয়া কার্যকারণের তাদাত্ম্য অঙ্গীকার করিতে হয়।[৪৫] এস্থলে অবশ্য এই আপত্তি হইতে পারে যে, কারণের মধ্যে কার্য থাকিলে কারকব্যাপার

৪৩। অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ।—ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।১৭। অত্র শাঙ্করভাষ্যম্—যদুপক্রমে সন্দিগ্ধার্থং বাক্যং তচ্ছেষান্নিশ্চীয়তে। ইহ চ তাবৎ 'অসদেবেদমগ্র আসীৎ' ইত্যসচ্ছব্দেনোপক্রমে নির্দিষ্টং যৎ, তদেব পুনস্তচ্ছব্দেন পরামৃশ্য সদিতি বিশিনষ্টি—'তৎ সদাসীৎ' ইতি। অসতশ্চ পূর্বাপরকালাসম্বন্ধাদাসীচ্ছব্দানুপপত্তেশ্চ। 'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ' ইত্যত্রাপি 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' ইতি বাক্যশেষে বিশেষণান্নাত্যন্তাসত্ত্বম্। তস্মাদ্ ধর্মান্তরেণৈবায়মসদ্ব্যপদেশঃ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্যস্য।

৪৪। অথাবিশিষ্টেঽপি প্রাগসত্ত্বে ক্ষীর এব দধ্নঃ কশ্চিদতিশয়ো ন মৃত্তিকায়াং, মৃত্তিকায়ামেব চ ঘটস্য কশ্চিদতিশয়ো ন ক্ষীর ইত্যুচ্যেত, তর্হি অতিশয়বত্বাৎ প্রাগবস্থায়া অসৎকার্যবাদহানিঃ সৎকার্যবাদসিদ্ধিশ্চ। শক্তিশ্চ কারণস্য কার্যনিয়মার্থা কল্প্যমানা নান্যাঽসতী বা কার্যং নিয়চ্ছেৎ; অসত্ত্বাবিশেষাদন্যত্বাবিশেষাচ্চ। তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্যম্।—শাঙ্করভাষ্যম্ (ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।১৮, পৃঃ ৪৬৭-৬৮)

৪৫। কার্যকারণয়োর্দ্রব্যগুণাদীনাঞ্চাশ্বমহিষবদ্ ভেদবুদ্ধ্যভাবাৎ তাদাত্ম্যম্ অভ্যুপগন্তব্যম্।—শাঙ্করভাষ্যম্ (ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।১৮, পৃঃ ৪৬৮)

নিষ্ফল হইয়া পড়ে ; কিন্তু উহা সমীচীন নহে। কারণে কার্য থাকে বটে, কিন্তু কার্যাকারে থাকে না। সুতরাং বস্তুকে কার্যরূপে পরিণত করিবার জন্য কারকব্যাপার সার্থক। সেই কার্যের আকার কারণের স্বরূপবিশিষ্ট হয়। যাহা যাহার স্বরূপবিশিষ্ট নহে, তাহা তাহার উৎপাদ্যও নহে। আবার আকারগতবিশেষ থাকিলেই বস্তু ভিন্ন হয় না। মনুষ্য একসময়ে সঙ্কুচিত-হস্তপাদ এবং অন্য সময়ে প্রসারিত-হস্তপাদ—এই উভয় আকারে পরিদৃষ্ট হইলেও সেই মনুষ্য একই। প্রতিদিনই পিতা, মাতা প্রভৃতি ভিন্নাকারে দৃষ্ট হন। তাহা বলিয়া তাঁহারা নিত্য নূতন নহেন। ভিন্নাকারে দর্শনকালেও আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভ্রাতা—এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে।[৪৬] গুটান কাপড়কে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না—ইহা কাপড় বা অন্য পদার্থ ; কিন্তু তাহাকে প্রসারিত করিলে এবিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান হয়। তাছাড়া, গুটান কাপড়কে কাপড় বলিয়া জানিলেও তাহার দৈর্ঘ্যবিস্তারাদি অজ্ঞাত থাকে ; কিন্তু প্রসারিত হইবার পর তাহা আর অজ্ঞাত থাকে না। এস্থলে সম্প্রসারিত বস্ত্র ও সংবেষ্টিত বস্ত্র ভিন্ন নহে, পরন্তু একই। এইরূপ সূত্রাবস্থ বা কারণাবস্থ বস্ত্রাদিরও বস্ত্রাদিরূপে জ্ঞান হয় না ; পরন্তু যখন তাহা তুরী. বেমা, তন্তুবায় প্রভৃতির ব্যাপারের দ্বারা সুস্পষ্টভাব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাতে বস্ত্রজ্ঞান জন্মে। এই দৃষ্টান্ত হইতে প্রমাণিত হয় যে, কার্যমাত্রই কারণ হইতে পৃথক্ নহে। সূত্র ও বস্ত্র একই দ্রব্য।[৪৭]

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে জানা যায় যে, বৈদান্তিকগণ উৎপত্তির পূর্বে কারণের মধ্যে কার্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এবিষয়ে তাঁহারা সাংখ্যাচার্য্যগণের সহিত একমত। কিন্তু বেদান্তদর্শনে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে; সাংখ্যমতে প্রধান হইতে জগতের উৎপত্তি। দ্বিতীয়তঃ, বেদান্তমতে কারণ সৎ, কার্য মিথ্যা। কারণের পারমার্থিক সত্তা রহিয়াছে ; কিন্তু কার্যের ব্যাবহারিক সত্তামাত্র বিদ্যমান ; কার্যের কোন বাস্তবিক সত্তা নাই। পক্ষান্তরে সাংখ্যমতে কারণও সৎ, কার্যও সৎ। এই দুই বিষয়ে সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। সাংখ্যে পরিণামবাদ এবং বেদান্তে বিবর্তবাদ স্বীকৃত হইয়াছে।

বেদান্তদর্শনে সাংখ্যের প্রধানকারণতাবাদ এবং পরিণামবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। প্রথমে প্রধানকারণতাবাদ-খণ্ডন আলোচনা করা হইতেছে। বেদান্তমতে ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ ; তিনি নিয়ন্তা রূপে জীবজগতের স্থিতিকারণ ; আবার তাঁহাতেই

৪৬। যতঃ কার্যাকারেণ কারণং ব্যবস্থাপয়তঃ কারকব্যাপারস্যার্থবত্ত্বমুপপদ্যতে। কার্যাকারোঽপি কারণস্যাত্মভূত এব, অনাত্মভূতস্যানারভ্যত্বাদিত্যাদি। ন চ বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি।—শাঙ্করভাষ্যম্ (ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।১৮, পৃঃ ৪৭০)

৪৭। পটবচ্চ।—ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।১৯

সকল জগতের বিলয় হয় বলিয়া তিনি লয়েরও কারণ।[৪৮] ব্রহ্মসূত্রে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (ব্র. সূ. ১।১।২) সূত্রে এই বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বেদান্তদর্শন বলেন, সাংখ্যদর্শনে প্রসিদ্ধ প্রকৃতির পরিণাম মহান্ ও অহঙ্কার—লোকে ও বেদে উভয়ত্রই অপ্রসিদ্ধ, এজন্য তাহা অপ্রমাণ।[৪৯] সাংখ্যদর্শন বলেন, ব্রহ্ম ও জগৎ পরস্পর বিসদৃশ। ব্রহ্ম চেতন ও শুদ্ধ, জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ। সালক্ষণ্য ব্যতীত প্রকৃতিবিকৃতিভাব হয় না। যেমন বলয় ও মৃত্তিকা, শরাব ও সুবর্ণ—এসকলের মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতিভাব নাই; তেমন বিসদৃশ ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতি-ভাব নাই। সুতরাং চেতন ব্রহ্ম হইতে সুখদুঃখমোহান্বিত অচেতন জগৎ উৎপন্ন নহে। বিরুদ্ধবাদীর এই আপত্তি বৈদান্তিকগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, যে যাহা হইতে জন্মে, সে যে অবশ্যই তাহার সলক্ষণ হইবে—এমন কোন নিয়ম নাই। মনুষ্য চেতন; কিন্তু তৎপ্রভব কেশনখাদি অচেতন। গোময় অচেতন; কিন্তু তৎপ্রভব বৃশ্চিকাদি অচেতন। প্রকৃতির সহিত বিকৃতির অত্যন্ত সাদৃশ্য থাকিলে প্রকৃতি-বিকৃতি-ভাবেরই উচ্ছেদ হইত।[৫০] সাংখ্যমতে দ্বিতীয় আপত্তি হইল—পরিচ্ছিন্ন জগৎ যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রলয়কালে ইহা কারণস্বরূপ ব্রহ্মে বিলীন হইবে এবং স্বীয় অশুদ্ধ্যাদি-দোষে কারণকে কলুষিত করিবে। ইহার উত্তরে বেদান্ত বলেন, কার্য ও কার্যের ধর্ম অবিদ্যা-কল্পিত হওয়ায় কার্য বা কার্যধর্ম দ্বারা কারণ কলুষিত হয় না। যাহা মিথ্যা, তাহা সত্যকে স্পর্শ করে না। ঐন্দ্রজালিক যেমন স্বপ্রসারিত মায়ায় স্পৃষ্ট হয় না, পরমাত্মাও সেইরূপ সংসারমায়ায় স্পৃষ্ট হন না। আত্মাতে যে জাগ্রৎ আদি অবস্থা প্রতীত হয়, তাহা মায়িক; তাহা রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় মিথ্যা।[৫১] সাংখ্য-মতে তৃতীয় আপত্তি হইল—প্রলয়কালে ব্রহ্মে সমস্ত বিভাগ বিলুপ্ত হইলে বিভাগনিয়ামক কোন কিছু না থাকায় বিভাগক্রমে পুনরুৎপত্তি হইতে পারিবে না। বেদান্ত বলেন, এই আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ সুষুপ্তিকালে সমস্ত কার্য পরমাত্মায় অবিভাগ প্রাপ্ত হয়; অথচ অজ্ঞানসহায় বিভাগশক্তি বিদ্যমান থাকে। লয়কালেও বিভাগের কারণ অজ্ঞান

৪৮। সর্বজ্ঞঃ সর্বেশ্বরো জগত উৎপত্তিকারণং মৃৎসুবর্ণাদয় ইব ঘটরুচকাদীনাম্, উৎপন্নস্য জগতো নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতিকারণং মায়াবীব মায়ায়াঃ, প্রসারিতস্য জগতঃ পুনঃ স্বাত্মন্যেবোপসংহারকারণম্ অবনিরিব চতুর্বিধস্য ভূতগ্রামস্য।—শাঙ্করভাষ্যম্ (ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।১, পৃঃ ৪৩২)

৪৯। প্রধানাদিতরাণি যানি প্রধানপরিণামত্বেন স্মৃতৌ কল্পিতানি মহদাদীনি, ন তানি বেদে লোকে বোপলভ্যন্তে।—শাঙ্করভাষ্যম্ (ব্রহ্মসূত্রম্-২।১।২)

৫০। দৃশ্যতে তু।—ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।৬

৫১। কার্যস্য তদ্ধর্মাণাঞ্চাবিদ্যাধ্যারোপিতত্বাৎ ন তৈঃ কারণং সংসৃজ্যত ইতি, অপীতাবপি স সমানঃ। ……মায়ামাত্রং হ্যেতৎ পরমাত্মনোঽবস্থাত্রয়াত্মনাবভাসনং, রজ্জ্বা ইব সর্পাদিভাবেনেতি।—শাঙ্করভাষ্যম্ (ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।৯, পৃঃ ৪৪৭)

বর্তমান থাকায় কোন অসামঞ্জস্য হইবে না। বেদান্তের অনুকূলে শ্রুতি রহিয়াছে। শ্রুতি বলেন, সুষুপ্তিকালে এই সকল প্রাণী অদ্বয় ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়; অথচ তাহারা জানে না যে, তাহারা সৎসম্পন্ন হইয়াছে। জাগ্রৎকালে পুনর্বার ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি পূর্বতন বিভাগমত পুনরুদ্ভূত হয়। সম্যগ্‌জ্ঞানে মিথ্যাজ্ঞানের বাধা হয় বলিয়া মুক্তাত্মার পুনরুৎপত্তি ঘটে না।[৫২] বেদান্ত বলেন, প্রধানবাদী সাংখ্যও যখন শব্দাদিবিহীন প্রধান হইতে শব্দাদিমান্ জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, তখন জগৎ ব্রহ্মবিলক্ষণ বলিয়া ব্রহ্মপ্রভব নহে, একথা বলিতে পারেন না। কার্যে কারণের এই বৈলক্ষণ্য স্বীকার করাতেই সাংখ্যেরও পরপক্ষের ন্যায় নিজপক্ষে দোষ রহিয়াছে।[৫৩] সুতরাং চেতন ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ স্বীকার করিতে হয়। কেহ অত্যন্ত সুখী, কেহ বা অত্যন্ত দুঃখী—এরূপ বিচিত্র সৃষ্টি দেখিয়া ঈশ্বরে দোষারোপ করা সঙ্গত নহে। আবার দুঃখের সৃষ্টি এবং জগতের সংহার দেখিয়া ঈশ্বরকে নির্দয় বলাও যায় না। কারণ ঈশ্বর নিমিত্তান্তরপ্রযুক্ত হইয়া এরূপ বিষম সৃষ্টি করেন। জীবের সঞ্চিত ধর্মাধর্মই নিমিত্তকারণ; ঈশ্বর মেঘের ন্যায় সাধারণ কারণ মাত্র। মেঘ যেমন যবাদি শস্যোৎপত্তির প্রতি সাধারণ কারণ এবং বীজাদির শক্তিবিশেষ হইল সে সকলের ছোট-বড়, ভাল-মন্দ প্রভৃতি বৈষম্যের অসাধারণ কারণ; ঈশ্বরও সেইরূপ দেব-মনুষ্যাদি সৃষ্টির সাধারণ কারণ এবং শুভাশুভ অদৃষ্টসমূহ তাহাদের বৈষম্যের অসাধারণ কারণ।[৫৪]

সাংখ্যের পরিণামবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া বেদান্ত বলেন, অবিদ্যাকল্পিত নাম-রূপ—যাহা সত্যের বা অসত্যের দ্বারা নির্বচনীয় নহে,—তাহা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রায় আত্মভূত এবং তাহা জগৎপ্রপঞ্চের বীজস্বরূপ। সেই কল্পিত অথচ ঈশ্বরাশ্রিত অনির্বাচ্য মিলিত পদার্থদ্বয় শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে মায়া, শক্তি ও প্রকৃতি নামে কথিত হইয়াছে। ঈশ্বর সেই দুই পদার্থ হইতে ভিন্ন।[৫৫] এ বিষয়ে শ্রুতি বলেন, 'ব্রহ্মই নামরূপের নির্বাহক। যিনি নামরূপ হইতে ভিন্ন, অথচ নামরূপের নির্বাহক, তিনিই ব্রহ্ম।' 'ব্রহ্ম আলোচনা করিলেন,

---

৫২। শ্রুতিশ্চাত্র ভবতি—'ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে' ইতি, 'ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি, তত্তদা ভবন্তি' ইতি (ছান্দোগ্য ৬।৯।২-৩)। যথা হি অসত্যবিভাগেঽপি পরমাত্মনি মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবদ্ধো বিভাগব্যবহারঃ স্বপ্নবদব্যাহতঃ স্থিতৌ দৃশ্যতে, এবমপীতাবপি মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবদ্ধৈব বিভাগশক্তিরনুমাস্যতে। এতেন মুক্তানাং পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ প্রত্যুক্তঃ, সম্যগ্‌জ্ঞানেন মিথ্যাজ্ঞানস্যাপোদিতত্বাৎ।—শাঙ্করভাষ্যম্ (ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।৯, পৃঃ ৪৪৭)

৫৩। স্বপক্ষদোষাচ্চ।—ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।১০

৫৪। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি।—ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।৩৪

৫৫। সর্বজ্ঞস্যেশ্বরস্যাত্মভূতে ইবাবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে সর্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য মায়া শক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলপ্যেতে, তাভ্যামন্যঃ সর্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ।—শাঙ্করভাষ্যম্ (ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।১৪, পৃঃ ৪৬২)

নামরূপের বিকাশ করিব।' 'যিনি এক বীজকে বহু প্রকার করিয়াছেন' ইত্যাদি।[৫৬] বেদান্তমতে কারণই সত্য, তদাশ্রিত কার্যসকল মিথ্যা। ঘটাকাশ যেমন মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে, ভোক্তৃভোগ্যপ্রপঞ্চও সেইরূপ ব্রহ্মের অনতিরিক্ত। পরমার্থদর্শনে অদ্বয় ব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছুই নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'মৃত্তিকা জানিলে সমস্ত মৃণ্ময় বস্তু জানা যায়। মৃত্তিকাই সত্য ; বাক্যসৃষ্ট বিকার সকল নাম ব্যতীত কিছুই নহে। মৃত্তিকাই ঘটশরাবাদির পারমার্থিক রূপ'।[৫৭] শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, 'এই সকল ব্রহ্মাত্মক, তিনিই (ঈশ্বরই) সত্য, তিনিই আত্মা, তিনিই তুমি'। 'আত্মাই এই সমুদয়'। 'এই সমুদয় ব্রহ্ম'। 'এই আত্মায় কোনরূপ নানাত্ব বা ভেদ নাই'।[৫৮] জীবের ব্রহ্মভাব উৎপাদ্য নহে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মাত্মতা অনাদি জীবভাবের বাধা জন্মায়। সর্পবুদ্ধি যেমন রজ্জুবুদ্ধির বাধক, শাস্ত্রীয় ব্রহ্মাত্মজ্ঞানও জীবভাবজ্ঞানের বাধক। জীবভাব বিনষ্ট হইলেই তদাশ্রিত সমুদয় অনাদি ব্যবহার—যে সকল ব্যবহার-স্থাপনার্থ ব্রহ্মের নানাত্ব কল্পনা করা হয়—তাহা বিলুপ্ত হইবে, কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।[৫৯] একত্ব জ্ঞানই পারমার্থিক, নানাত্বজ্ঞান কেবল মিথ্যা-বিজৃম্ভিত। প্রাকৃত জীব যতক্ষণ না প্রবুদ্ধ হয়, ততক্ষণ সে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের মিথ্যাত্ব বুঝিতে পারে না ; বরং ঐ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থকে সত্য বলিয়াই জানে। সেইরূপ যতক্ষণ পর্যন্ত জীবের অদ্বয় আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আপন ব্রহ্মভাব ভুলিয়া গিয়া অবিদ্যাকল্পিত বিকারসমূহকে 'আমি', 'আমার' ইত্যাদি রূপে জানে। সুকৃতিবশে জীবের ব্রহ্মভাব উৎপন্ন হইলে তাহার নিকট কূটস্থ নিত্য পরমব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা, এবং দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মনিষ্ঠমায়া-শক্তির প্রতিভাসমাত্র বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুতরাং বেদান্তমতে কেবলমাত্র উপাদানের পারমার্থিক সত্তা আছে ; কিন্তু নামরূপ-বিশিষ্ট ঘটাদির পারমার্থিক সত্তা নাই ; তাহাদের ব্যাবহারিক সত্তামাত্র আছে। ইহা বেদান্তমতে বিবর্তবাদ।

বেদান্তদর্শনে সাংখ্যের পরিণামবাদ খণ্ডিত হইয়াছে বটে ; কিন্তু বেদান্তদর্শন পরিণামবাদকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বেদান্তদর্শনে পরিণামবাদ বিবর্তবাদে উপনীত হইবার সোপানস্বরূপে কীর্তিত হইয়াছে।

৫৬। আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য ৮।১৪।১)। নামরূপে ব্যাকরবাণি (ছান্দোগ্য ৬।৩।২)। একং বীজং বহুধা যঃ করোতি (শ্বেতাশ্বতর ৬।১২)।

৫৭। যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং, মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। (ছান্দোগ্য ৬।১।১)।

৫৮। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, তৎ সত্যম্, স আত্মা, তত্ত্বমসি (ছান্দোগ্য ৬।৮।৭)। ইদং সর্বং যদয়মাত্মা (বৃহদারণ্যক ২।৪।৬)। ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্ (মুণ্ডক ২।২।১১)। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন (বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯)।

৫৯। অতশ্চেদং শাস্ত্রীয়ং ব্রহ্মাত্মত্বমভ্যুপগম্যমানং স্বাভাবিকস্য শারীরাত্মত্বস্য বাধকং সম্পদ্যতে—রজ্জ্বাদিবুদ্ধয় ইব সর্পাদিবুদ্ধীনাম্। বাধিতে চ শারীরাত্মত্বে তদাশ্রয়ঃ সমস্তঃ স্বাভাবিকো ব্যবহারো বাধিতো ভবতি, যৎপ্রসিদ্ধয়ে নানাত্বাংশোঽপরো ব্রহ্মণঃ কল্প্যেত।—শাঙ্করভাষ্যম্ (ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।১৪, পৃঃ ৪৫৭)

বেদান্তদর্শনের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য; জগৎ মিথ্যা। এইরূপ আত্যন্তিক একত্ব স্বীকার করিলে নানাত্ব থাকে না; নানাত্বই মিথ্যা হইয়া যায়। নানাত্ব মিথ্যা হইলে প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণও নির্বিষয় হওয়ায় ব্যাহত হয়। দ্বিতীয়তঃ, সগুণ উপাসনা বিধিতে কার্যপ্রপঞ্চের উপযোগিতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কার্যপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিলে সগুণ উপাসনাবিধি অচল হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ, অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান এবং ব্রহ্মহত্যাদির নিষেধ-সমর্থক শাস্ত্রমাত্রই ভেদসাপেক্ষ। সেই ভেদ না থাকিলে বিধি-নিষেধ-শাস্ত্র ব্যর্থ হয়। চতুর্থতঃ, মোক্ষশাস্ত্রও ভেদসাপেক্ষ; তাহা গুরু, শিষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ অবলম্বনে প্রবৃত্ত। ভেদ মিথ্যা হইলে মোক্ষশাস্ত্রও মিথ্যা হইবে। মোক্ষশাস্ত্রকে মিথ্যা বলিলে মোক্ষশাস্ত্রে প্রতিপাদিত একাত্মবাদের সত্যতাও অবশ্যই অনুপপন্ন হইবে। সুতরাং জগৎপ্রপঞ্চকে এবং সেই সঙ্গে পরিণামবাদকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

পূর্বোক্ত আপত্তিসমূহের উত্তরে বেদান্ত বলেন, ব্রহ্মাত্মতাজ্ঞানের পূর্বে সমস্ত ব্যবহারই সত্য। জাগ্রৎ অবস্থার পূর্বে স্বপ্নব্যবহারের সত্যতা যেরূপ, ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের পূর্বে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের সত্যতাও সেইরূপ। যতকাল পর্যন্ত অদ্বয় আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার না হয়, ততকাল কোন প্রাণীরই প্রমাণ, প্রমেয়, ফল বা অন্যান্য ব্যাবহারিক বিষয়ে মিথ্যাবুদ্ধি উৎপন্ন হয় না। ততদিন পর্যন্ত সমস্ত জীব আপনার ব্রহ্মভাব ভুলিয়া থাকিয়া অবিদ্যাকল্পিত বিকারসমূহকে 'আমি', 'আমার' বলিয়া জানে। সুতরাং জীবের ব্রহ্মাত্মতা-বোধের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের সত্যতা যুক্তিযুক্ত।[৬০] যতদিন ব্যবহারাবস্থা থাকে এবং পারমার্থিক অবস্থা না আসে, ততদিনই জীবের ব্যবহার থাকে। শ্রুতিও ব্যবহারকালেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব এবং জীবের নিয়ম্যত্ব বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—'ইনিই সমুদায়ের ঈশ্বর, ইনিই ভূতগণের অধিপতি, ইনিই ভূতসংঘের পালক, ইনিই সেতুর ন্যায় লোকের বিধারক।[৬১] শ্রীমদ্গীতাও বলিয়াছেন—'ঈশ্বর সমুদয় ভূতের হৃদয়দেশে অবস্থান করিতেছেন এবং মায়ার দ্বারা যন্ত্রারূঢ় জীবগণকে ঘুরাইতেছেন'।[৬২] পরন্তু পরমার্থদর্শনে পরমাত্মার নিয়ম্যনিয়ামকতা ও সর্বজ্ঞতা-রূপ ভেদ

৬০। নৈষ দোষঃ। সর্বব্যবহারাণামেব প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মতাবিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ স্বপ্নব্যবহারস্যেব প্রাক্ প্রবোধাৎ। যাবদ্ধি ন সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তিঃ, তাবৎ প্রমাণপ্রমেয়ফললক্ষণেষু ব্যবহারেষ্বনৃতবুদ্ধির্ন কস্যচিদুৎপদ্যতে। বিকারানেব ত্বহং মমেত্যবিদ্যয়াত্মাত্মীয়ভাবেন সর্বো জন্তুঃ প্রতিপদ্যতে—স্বাভাবিকীং ব্রহ্মাত্মতাং হিত্বা। তস্মাৎ প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মতাপ্রবোধাদুপপন্নঃ সর্বো লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ।—শাঙ্করভাষ্যম্ (ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।১৪, পৃঃ ৪৫৮)

৬১। এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।—বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২

৬২। ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥—গীতা ১৮।৬১

থাকে না। শ্রুতি বলিয়াছেন,—'জীব যখন অন্য কিছু দেখে না, শুনে না, জানে না, সেই অবস্থাই ভূমা অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ'।[৬৩] শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—'যখন এ সকলই জ্ঞানীর আত্মা হয়, আত্মাতিরিক্ত দর্শন হয় না, তখন আর কে কি দিয়া কোন্ বস্তু দেখিবে'?[৬৪] বেদান্তশাস্ত্রে এইরূপে ব্রহ্মবিজ্ঞানের পূর্বে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের সত্যতা এবং পরমার্থাবস্থায় সর্বব্যবহারবিলোপের কথা বলিয়াছেন। সূত্রকার ব্যাসদেবও পরমার্থ অভিপ্রায়েই অভেদ বলিয়াছেন, ব্যবহার অভিপ্রায়ে নহে।[৬৫] বেদান্ত বলেন, ব্রহ্মপ্রকরণে সর্বধর্মবিবর্জিত নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের মোক্ষফল কীর্তিত হইয়াছে। এই প্রকরণে ব্রহ্মের জগৎস্বরূপে পরিণতি নিষ্ফল। ফলবৎ কর্মের সন্নিধানে ফলবর্জিত কর্ম থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, সেই সকল কর্ম ফলবৎ কর্মের অঙ্গ বা সহায় মাত্র। এজন্য ব্রহ্মপ্রকরণে ব্রহ্মের জগদ্রূপে পরিণতির স্বতন্ত্র কোন ফল নাই ; পরিণামজ্ঞান ব্রহ্মদর্শনের উপায় মাত্র।[৬৬]

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, বেদান্তদর্শন পরিণামবাদকে অস্বীকার করেন নাই। কারণ বেদান্তদর্শনের মতে পরিণামজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায়-স্বরূপ। মানুষ প্রাসাদে আরোহণ করিবার জন্য সোপানশ্রেণী অবলম্বন করে এবং প্রথমে নিম্নতম সোপানে পদক্ষেপ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চস্তরে উঠিতে থাকে। বেদান্তদর্শনও সেইরূপ প্রথমে ব্রহ্মের জগৎ আকারে পরিণতি-রূপ পরিণামবাদ কীর্তন করিয়া পরে ব্রহ্ম সত্য এবং দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ-মায়াশক্তির প্রতিভাস-রূপ বিবর্তবাদ কীর্তন করিয়াছেন। এজন্য সর্বজ্ঞাত্ম মুনি সংক্ষেপ শারীরকভাষ্যে বলিয়াছেন—বেদান্তদর্শনে পরিণামবাদ হইল বিবর্তবাদের পূর্বভূমি। পরিণামবাদ সুব্যবস্থিত হইলে বিবর্তবাদ অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬৭]

অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণের মতানুসারে বেদান্তদর্শনের বিবর্তবাদ আলোচিত হইল। ভগবান্ শঙ্কর এই সম্প্রদায়ের মুখ্য আচার্য। এজন্য বিবর্তবাদের আলোচনা-কালে আমরা শঙ্করের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়াছি। যদিও ভাষ্যকার শঙ্কর ব্রহ্মবিবর্তবাদ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাকালে সমগ্রবেদের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা

৬৩। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা।—ছান্দোগ্য ৭।২৪।১

৬৪। যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ।—বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৫

৬৫। তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।—ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।১৪

৬৬। ব্রহ্মপ্রকরণে সর্বধর্মবিশেষরহিতব্রহ্মদর্শনাদেব ফলসিদ্ধৌ সত্যাং যৎ তত্রাফলং শ্রূয়তে ব্রহ্মণো জগদাকারপরিণামিত্বাদি, তদ্ব্রহ্মদর্শনোপায়ত্বেনৈব বিনিযুজ্যতে, 'ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গম্' ইতিবৎ, ন তু স্বতন্ত্রফলায় কল্প্যত ইতি।—শাঙ্করভাষ্যম্ (ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।১৪, পৃঃ ৪৬২)

৬৭। বিবর্তবাদস্য হি পূর্বভূমির্বেদান্তবাদে পরিণামবাদঃ।
ব্যবস্থিতেঽস্মিন্ পরিণামবাদে স্বয়ং সমায়াতি বিবর্তবাদঃ।—সংক্ষেপশারীরভাষ্যম্ ২।৬১

হইলেও তিনি ব্রহ্মপরিণামবাদ সমর্থন করিয়াছেন এবং তাহার প্রয়োজনীয়তাও দেখাইয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যানাবসরে তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন—ব্রহ্মপরিণামবাদ শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রকারের অভিপ্রেত। শঙ্কর বলিয়াছেন—যে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সংঘটিত হয়, তিনিই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর। ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ।[৬৮] শুধু তাহাই নহে; শঙ্করাচার্য পরিণামের লক্ষণও নির্দেশ করিয়াছেন—যাহার পরিণাম বা বিকার ঘটিলেও স্বভাবের হানি হয় না, পরন্তু ইহা সেই পূর্ববর্তী বস্তু—এই ধারণা অব্যাহত থাকে, তাহা পরিণামী নিত্য; যেমন সাংখ্যদর্শনের গুণগুলি। ব্রহ্ম হইলেন কূটস্থ নিত্য।[৬৯] ** শঙ্কর বলেন, সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর উপাস্য বা ধ্যেয় তত্ত্ব। উপাসনাকাণ্ড পরিণামবাদেই ব্যবস্থিত। নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞেয় তত্ত্ব। জ্ঞানকাণ্ড বিবর্তবাদে ব্যবস্থিত। উপাসনাকাণ্ডে বেদের অবান্তর তাৎপর্য এবং ব্রহ্মজ্ঞানে বেদের চরম তাৎপর্য। এজন্য ভাষ্যকার শঙ্কর উপাসনা ও জ্ঞান উভয়ের সমর্থনের জন্য উপাসনাভূমিতে পরিণামবাদ এবং জ্ঞানভূমিতে বিবর্তবাদের কথা বলিয়াছেন; পরিণামবাদকে তিনি সর্বথা প্রত্যাখ্যান করেন নাই।

আচার্য শঙ্কর যেরূপ ব্রহ্মবিবর্তবাদ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ভগবান্ ভাস্করাচার্যও সেইরূপ ব্রহ্মপরিণামবাদ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কপিল ও পতঞ্জলির ন্যায় তিনিও পরিণামবাদী। ভগবান্ ভাস্কর শঙ্করাচার্যের অব্যবহিত পরবর্তী এবং বাচস্পতি মিশ্রের পূর্ববর্তী। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছেন—ব্রহ্মসূত্রকারের অভিপ্রেত ব্রহ্মপরিণামবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়া বিবর্তবাদের অভিপ্রায়ে যাঁহারা ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শনের জন্য আমি ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিব।[৭০]

ব্রহ্মপরিণামবাদে একত্ব ও নানাত্ব—উভয়ই স্বীকৃত হইয়া থাকে। ব্রহ্মদৃষ্টিতে এই জগতের একত্ব এবং জগৎদৃষ্টিতে প্রপঞ্চের নানাত্ব। ব্রহ্মপরিণামবাদে এই একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য। পরিণামবাদে মিথ্যা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। ব্রহ্মপরিণাম-

---

৬৮। অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্য......জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তেঃ কারণাদ্ ভবতি, তদ্ ব্রহ্ম।—শাঙ্করভাষ্যম্ (ব্রহ্মসূত্রম্ ১।১।২, পৃঃ ৮৩)

৬৯। তত্র কিঞ্চিৎ পরিণামিনিত্যং, যস্মিন্ বিক্রিয়মাণেঽপি তদেবেদমিতি বুদ্ধির্ন বিহন্যতে,......যথা চ সাংখ্যানাং গুণাঃ। ইদং তু পারমার্থিকং কূটস্থনিত্যম্।—শাঙ্করভাষ্যম্ (ব্রহ্মসূত্র ১।১।৪, পৃঃ ১১৭)

** যোগভাষ্যে ব্যাসদেবও পুরুষের কূটস্থনিত্যতা এবং গুণগুলির পরিণামিনিত্যতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন—'দ্বয়ী চেয়ং নিত্যতা—কূটস্থনিত্যতা পরিণামিনিত্যতা চ। তত্র কূটস্থনিত্যতা পুরুষস্য, পরিণামিনিত্যতা গুণানাম্; যস্মিন্ পরিণম্যমানে তত্ত্বং ন বিহন্যতে তন্নিত্যম্; উভয়স্য চ তত্ত্বানভিঘাতান্নিত্যত্বম্।'—যোগভাষ্যম্ ৪।৩৩

৭০। সূত্রাভিপ্রায়সংবৃত্যা স্বাভিপ্রায়প্রকাশনাৎ।
ব্যাখ্যাতং যৈরিদং শাস্ত্রং ব্যাখ্যেয়ং তন্নিবৃত্তয়ে ॥—ভাস্করভাষ্যম্ পৃঃ ১

বাদিগণ ঈশ্বরাভিপ্রায়েই 'ব্রহ্ম'-পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। পরিণামবাদী আচার্যগণের মতে নির্গুণ বলিয়া কোন তত্ত্ব নাই। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ নির্গুণ ব্রহ্ম স্বীকার করিলেও ব্রহ্মপরিণামবাদিগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে ব্রহ্ম হইলেন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিসমন্বিত। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরও যে ব্রহ্মশব্দের প্রতিপাদ্য, তাহা আচার্য শঙ্করও তাঁহার শারীরকভাষ্যে স্বীকার করিয়াছেন।[৭১]

ভাস্করাচার্য পরিণামের স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, অপ্রচ্যুতস্বভাব তন্তু যেরূপ বস্ত্ররূপে প্রকাশ পায়, তন্তুনাভ যেরূপ অপ্রচ্যুতস্বভাবে থাকিয়াই তন্তুরূপে (মাকড়সার জালরূপে) অবস্থান করে, কিংবা অপ্রচ্যুতস্বভাব আকাশ হইতে যেরূপ বায়ুর উৎপত্তি অর্থাৎ আবির্ভাব ঘটে, সেইরূপ অপ্রচ্যুতস্বভাব পরমেশ্বর হইতে বিচিত্র প্রপঞ্চের উৎপত্তি অর্থাৎ আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঈশ্বর অনন্তবিচিত্রশক্তিসম্পন্ন। তাঁহার শক্তির বিক্ষেপই তাঁহার পরিণাম অর্থাৎ শক্তিবশতঃ বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি বা আবির্ভাব হইয়া থাকে।[৭২]

ভাষ্যকার ভাস্করের মতে সংসারাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম—আত্মা ও ব্রহ্ম ভিন্ন ; মুক্তাবস্থায় সমস্ত বিকার উপসংহৃত হইলে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হন। জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন ও অভিন্ন। কার্যরূপে নানাত্ববোধ, কিন্তু কারণরূপে অভেদ। কেয়ূর, কুণ্ডল প্রভৃতি পরস্পর ভিন্ন হইলেও সুবর্ণাত্মকরূপে অভিন্ন। ব্রহ্মও সেইরূপ কার্যরূপে ভিন্ন এবং কারণস্বরূপে অভিন্ন। এইজন্য তাঁহার সিদ্ধান্ত হইল—ব্রহ্ম ভিন্নাভিন্নস্বরূপ।[৭৩] লোকহিতের জন্য নিজ ইচ্ছাবশে পরমেশ্বর স্বকীয় আত্মাকে জগদ্রূপে পরিণামিত করিয়া থাকেন।[৭৪] ব্রহ্মপরিণামবাদের পরিপোষকরূপে ভাস্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ঋগ্‌বেদ হইতে দুইটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। দ্বিতীয় মন্ত্রটির ব্যাখ্যাকালে সায়নাচার্য বলিয়াছেন যে, উপাদানভূত পরমাত্মা হইতে গিরি-নদী-সমুদ্রাদিরূপে বিচিত্র জগৎ আবির্ভূত হইয়াছে। পরমাত্মাই স্বসৃষ্ট জগৎকে ধারণ করিতে পারেন ; অন্য কেহ পারেন না। কার্যের ধারক-

---

৭১। অস্তি তাবদ্ ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিসমন্বিতম্।—শাঙ্করভাষ্যম্ (ব্র. সূ ১।১।১, পৃঃ ৭৯)

৭২। অপ্রচ্যুতস্বরূপস্য শক্তিবিক্ষেপলক্ষণঃ।
পরিণামো যথা তন্তুনাভস্য পটতন্তুবৎ॥

যথাপ্রচ্যুতস্বরূপাণাং তন্তূনাং পটাত্মনাবস্থানং, যথাকাশাদপ্রচ্যুতস্বভাবাদ্ বায়ুরুৎপদ্যতে ইতি সোঽয়ং শক্তিবিক্ষেপোপসংহারবাদঃ সূরিভিরাশ্রিতঃ।—ভাস্করভাষ্যম্ (ব্র. সূ ২।১।১৪, পৃঃ ৯৬)

৭৩। অতো ভিন্নাভিন্নরূপং ব্রহ্মেতি স্থিতম্। সংগ্রহশ্লোকঃ—
কার্যরূপেণ নানাত্বমভেদঃ কারণাত্মনা।
হেমাত্মনা যথাঽভেদঃ কুণ্ডলাদ্যাত্মনা ভিদা॥—ভাস্করভাষ্যম্ (ব্র. সূ ১।১।৪, পৃঃ ১৮)

৭৪। স হি স্বেচ্ছয়া স্বাত্মানং লোকহিতার্থং পরিণাময়ন্ স্বশক্ত্যনুসারেণ পরিণাময়তি।—ভাস্করভাষ্যম্ (ব্র. সূ. ২।১।১৪, পৃঃ ৯৭)

রূপে প্রতিপাদিত হওয়ায় ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ।[৭৫] কিন্তু ভাস্করাচার্য বলেন, 'যদি বা দধে যদি বা ন…… সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ'—মন্ত্রাংশটির অভিপ্রায় এই যে, প্রপঞ্চের সৃষ্টি ও স্থিতি অবস্থায় পরমেশ্বর বিশ্বপ্রপঞ্চকে ধারণ করেন, পরমেশ্বর বেদন করেন। আবার প্রপঞ্চের প্রলয়াবস্থায় পরমেশ্বর প্রপঞ্চকে ধারণও করেন না বেদনও করেন না।[৭৬]

সগুণব্রহ্ম ঈশ্বরকেই পরিণামবাদে ব্রহ্মরূপে কীর্তিত করা হইয়াছে। ব্রহ্মপরিণাম-বাদিগণ নির্গুণ ব্রহ্ম স্বীকার করেন না। ব্রহ্ম সগুণ হইয়াও নিরবয়ব; কারণ সাবয়ব বস্তু নিত্য হইতে পারে না। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্ম নিরবয়ব হইলে তাঁহার পরিণাম কিরূপে সম্ভব হয়? দুগ্ধ প্রভৃতি পদার্থ সাবয়ব বলিয়া তাহাদের দধি প্রভৃতি রূপে পরিণাম দেখা যায়। পক্ষান্তরে আকাশ নিরবয়ব হওয়ায় তাহার পরিণাম হয় না। ঈশ্বর নিরবয়ব; সুতরাং তাঁহারও পরিণাম স্বীকার করা যাইতে পারে না।[৭৭] এইরূপ আপত্তির উত্তরে ভাস্করাচার্য বলেন, পরিণামস্বভাববিশিষ্ট বস্তুর পরিণাম দেখা যায়। দুগ্ধ পরিণামস্বভাব; সে জন্য তাহার দধিরূপে পরিণাম হয়। তবে দুগ্ধ জড়-স্বভাব; এজন্য দুগ্ধের ইচ্ছানুযায়ী পরিণাম হয় না। আবার দুগ্ধ সর্বশক্তিসম্পন্ন নহে; এজন্য দুগ্ধের সর্ববিধ পরিণামও হইতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বর হইলেন সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান্। সেজন্য স্বেচ্ছানুসারে তিনি স্বকীয় আত্মাকে সর্ববিধ প্রপঞ্চরূপে পরিণামিত করিতে পারেন।[৭৮] আবার আপত্তি উঠে যে, দুগ্ধ সাবয়ব বলিয়া তাহার পরিণাম সম্ভব হয়। কিন্তু ঈশ্বর নিরবয়ব; সুতরাং তাঁহার পরিণাম সম্ভব নহে। ইহার উত্তরে ভাস্কর বলেন, দুগ্ধের দধিরূপে পরিণতির ব্যাপারে সাবয়বত্ব কারণ হইতে পারে না। যদি তাহা হইত, তবে সাবয়ব জলও দধিরূপে পরিণত হইতে পারিত; কিন্তু তাহা হয় না। আসল কথা এই যে, পরিণামস্বভাববিশিষ্ট বস্তুর পরিণাম হইয়া থাকে। পরিণামী

৭৫। কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূব॥
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥—ঋগ্বেদঃ—১০।১২৯।৬-৭

যত উপাদানভূতাৎ পরমাত্মন ইয়ং বিসৃষ্টির্বিবিধা গিরিনদীসমুদ্রাদিরূপেণ বিচিত্রা সৃষ্টিরাবভূব আজাতা সোঽপি কিল যদি বা দধে ধারয়তি যদি বা ন ধারয়তি। এবং চ কো নামান্যো ধর্তুং শক্নুয়াৎ। যদি ধারয়েদীশ্বর এব ধারয়েন্নান্য ইত্যর্থঃ। এতেন কার্যস্য ধারয়িতৃত্বপ্রতিপাদনেন ব্রহ্মণ উপাদানকারণমুক্তং ভবতি।—সায়নাচার্যঃ।

৭৬। স এব পরমেশ্বরঃ সৃষ্ট্যবস্থায়াং প্রবিভক্তনামরূপং বিবিধভোক্তৃভোগ্যং প্রপঞ্চং বেদ; প্রলয়াবস্থায়াং স্বাত্মনি প্রলীনং প্রবিভক্তং ন বেদেত্যর্থঃ।—ভা. ভা. (ব্র. সূ ২।১।১৪, পৃঃ ৯৭)

৭৭। কথং পুনঃ পরিণামো নিরবয়বস্যাকাশকল্পস্যেতি চেৎ।—ভা. ভা. পৃঃ ৯৬

৭৮। পরিণামস্বাভাব্যাৎ ক্ষীরবৎ সর্বজ্ঞত্বাচ্চ সর্বশক্তিত্বাচ্চ স্বেচ্ছয়া পরিণময়েদাত্মানমিতি শক্যতে বক্তুম্।—ভা. ভা. পৃঃ ৯৬

উপাদানের সাবয়বত্ব পরিণামের প্রতি কারণ নহে। দুগ্ধ পরিণামস্বভাব বলিয়াই দধিরূপে পরিণত হইতে পারে।[৭৯] পরন্তু পূর্বপক্ষিগণের মতে সাবয়ব দ্রব্যের পরিণাম হয়, নিরবয়ব দ্রব্যের হয় না। তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, অবয়বীর পরিণাম হয় অথবা অবয়বের পরিণাম হয়? (অবয়বীকেই সাবয়ব দ্রব্য বলা হইয়া থাকে)। পরিণমন-শক্তি কেবল মাত্র অবয়বীতেই থাকে, অথবা অবয়বেও থাকে? অবয়বীতে পরিণামশক্তি থাকে—ইহা স্বীকার করা যায় না। কারণ দুগ্ধ দ্রবদ্রব্য। তাহার অবয়বাতিরিক্ত অবয়বী কিছুই হইতে পারে না। পূর্বপক্ষাবলম্বী অদ্বৈতবাদিগণও দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রবদ্রব্যে অবয়বাতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার করেন না। যদি দুগ্ধের পরিণামশক্তি স্বীকার করা হয়, তবে অবয়বেরই পরিণমনশক্তি স্বীকার করিতে হইবে। অবয়ব হইল নিরবয়ব; অবয়বের আবার পৃথক্ অবয়ব নাই। সুতরাং নিরবয়বেরই পরিণামশক্তি স্বীকার করিতে হইল। অবয়বী রূপ দুগ্ধ নাই বলিয়া দুগ্ধমাত্রই অবয়বাত্মক। নিরবয়ব অবয়বাত্মক দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হয় বলিয়া নিরবয়বই পরিণামবিশিষ্ট হইল—ইহা পূর্বপক্ষিগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। অবয়বের অবয়ব থাকিলে সাবয়বের পরিণাম হয় বলা যাইতে পারিত।[৮০] যাঁহারা অবয়বের অবয়ব কল্পনা করেন, তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, দুগ্ধ যখন দধিরূপে পরিণত হয়, তখন দুগ্ধাবয়বও কি দধিরূপে পরিণত হয়? দুগ্ধাবয়বের অবয়ব থাকিলে তাহাও কি দধিরূপে পরিণত হয়? দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হয়, দুগ্ধাবয়ব দধিরূপে পরিণত হয় না—এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ দুগ্ধাবয়ব দধিরূপে পরিণত না হইয়া দুগ্ধই যদি দধিরূপে পরিণত হইত, তাহা হইলে দধিতেও দুগ্ধ দেখা যাইত। দধিরূপে অপরিণত দুগ্ধাবয়ব দধিতে বিদ্যমান থাকিত। অতএব দুগ্ধের অবয়ব স্বীকার করিলেও দুগ্ধ অবয়বী এবং দুগ্ধের অবয়ব সমস্তই দধিরূপে পরিণত হইয়াছে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। দুগ্ধত্ব-জাতির অবয়বে ও অবয়বীতে বৃত্তি হইয়া থাকে। আবার অবয়ব নিরবয়ব বলিয়া নিরবয়বের পরিণাম স্বীকার করিতে হইল।[৮১] আবার অবয়বমাত্রই সাবয়ব হইবে এবং অবয়বেরও অবয়ব কল্পনা করিতে হইবে—এরূপ বলা অসমীচীন। অবয়বের অবয়ব, তাহার আবার অবয়ব —এইরূপ অবিরাম অবয়বধারা কল্পনা করিলে অনবস্থা দোষ হয়। পদার্থের আরম্ভক

৭৯। ন সাবয়বত্বং তত্র পরিণামহেতুঃ। * * অতোঽপ্রয়োজকং সাবয়বত্বম্। পরিণামস্বাভাব্যাদেব হি পয়ঃ পরিণমতে।—ভা. ভা. পৃঃ ৯৬

৮০। কিমবয়বিনঃ পরিণামে শক্তিরাহোস্বিদবয়বানামিতি। ন হি তস্মিন্ দ্রবদ্রব্যে অবয়বী নাম ব্যতিরিক্তোঽভ্যুপগম্যতে মায়াবাদিনা। ততঃ পারিশেষ্যাদবয়বানাং শক্তিস্তে চ নিরবয়বাঃ, ন হি অবয়বানামবয়বাঃ সন্তি যেন সাবয়বস্ত পরিণামো বর্ণ্যেত।—ভা. ভা. পৃ. ৯৬

৮১। যে চাবয়বানামবয়বাঃ কল্পিতাস্তে কিং পরিণমন্তে নেতি। যদি ন পরিণমেরন্, দধনি পয়ো দৃশ্যেত। তস্মাৎ সর্বেষাম্ অবয়বানাং পরিণামিত্বমেষ্টব্যম্।—ভা. ভা. পৃঃ ৯৬

মূলাবয়বের সংখ্যার অল্পত্ব ও অধিকত্ব হেতু আরব্ধ পদার্থের পরিমাণের অল্পতা ও আধিক্য দেখা যায়। মূলাবয়বের সংখ্যার তারতম্য হেতু আরব্ধ পদার্থের পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে। অবয়বধারার বিরতি না ঘটিলে সমস্ত আরব্ধ দ্রব্যই অনন্তাবয়ববিশিষ্ট হইবে; সুতরাং আরব্ধ দ্রব্যের পরিমাণের তারতম্য নির্ধারিত হইবে না। ইহার ফলে একটি দুগ্ধপাত্রের মধ্যে ক্ষীরসমুদ্রের সমাবেশ হইবে। কারণ ক্ষীরসমুদ্র এবং একসের পরিমিত দুগ্ধ উভয়ই অনন্তাবয়ববিশিষ্ট হইবে।[৮২] সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, অবয়ব নিরবয়ব; অবয়বীর পরিণামে অবয়বেরও পরিণাম হয়। অবয়ব নিরবয়ব বলিয়া নিরবয়বেরও পরিণাম হয়—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং নিরবয়ব ব্রহ্মের পরিণাম বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। সাংখ্য এবং পাতঞ্জল মতেও নিরবয়ব প্রকৃতি জগতের পরিণামী উপাদান। সাংখ্য এবং পাতঞ্জল দর্শনে সত্ত্বাদিগুণের যে পরিণাম বলা হইয়াছে, তাহাতেও সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রত্যেকটি নিরবয়ব। পরিণামবাদের সকল আচার্য নিরবয়বেরই পরিণাম স্বীকার করিয়াছেন।

ব্রহ্মের পরিণামবিষয়ে পূর্বপক্ষিগণের পুনরায় আপত্তি এই যে, ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হন—এবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। দুগ্ধ সর্বাংশে দধিরূপে পরিণত হয়। সেইভাবে ব্রহ্ম যদি সর্বাংশে জগদ্রূপে পরিণত হন, তবে তাঁহার অনিত্যতা প্রতিপাদিত হয়; ফলে ব্রহ্মের নিত্যত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতির সহিত তাহার বিরোধ ঘটে। আরও কথা এই যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফলে মুক্তিলাভ হয়। ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন; সুতরাং ব্রহ্মবিকারদর্শনই ব্রহ্মদর্শন, জগদ্দর্শনই ব্রহ্মদর্শন। জগদ্দর্শন প্রাণিমাত্রেরই অনায়াসসাধ্য। সুতরাং অবিশেষে সকল প্রাণীর মোক্ষলাভ হওয়া উচিত। অধিকন্তু বেদাদিশাস্ত্রে বর্ণিত মোক্ষবিষয়ক উপদেশ নিরর্থক হইবে। কারণ জীবমাত্রেরই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যখন অনায়াসসাধ্য, তখন শাস্ত্রোক্ত উপদেশের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না। ইহার উত্তরে ভাষ্যকার ভাস্কর বলেন, ব্রহ্মপরিণাম-বাদ বুঝাইবার জন্য দুগ্ধের দধিরূপে পরিণতি দৃষ্টান্ত-স্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। আসল কথা এই যে, পরিণামবাদে উপাদান ও উপাদেয় উভয়ই সত্য; যেমন দুগ্ধরূপ উপাদান সত্য, তেমন তাহার উপাদেয় দধিও সত্য। সেইভাবে জগৎপ্রপঞ্চের উপাদান ব্রহ্ম সত্য এবং উপাদেয় জগৎপ্রপঞ্চও সত্য। দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সর্বপ্রকারে সাধর্ম্য কোনস্থলে থাকিতে পারে না। সর্বতোভাবে সাধর্ম্য অপেক্ষিত হইলে দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকভাবের উচ্ছেদপ্রসঙ্গ আসে। দুইটি পৃথক্ পদার্থেরই দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক-ভাব হয়। একটি পদার্থে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকভাব হইতে পারে না।[৮৩] জড় বস্তুর

৮২। কিঞ্চ অবয়বানামবয়বকল্পনে তেষামপ্যবয়বকল্পনে হ্যনবস্থা ক্ষীরসমুদ্রশ্চ কুডবে স্যাদবয়বানামানন্ত্যাৎ।—ভা. ভা. পৃঃ ৯৬

৮৩। ন হি সর্বাত্মনা দৃষ্টান্তসাধর্ম্যং কিঞ্চিদুপপদ্যতে।—ভা. ভা. পৃঃ ৯৭

পরিণামের মধ্যে বহু বৈচিত্র্য দেখা যায়। দুগ্ধের দধিরূপে পরিণতি ঘটে; কিন্তু ভুক্ত অন্ন ভোক্তা পুরুষের কেশ, নখ, দন্ত, মাংস প্রভৃতি অসংখ্যরূপে পরিণত হয় আবার উর্ণনাভি উর্ণারূপে পরিণত হয়; অথচ অন্য প্রাণীর মধ্যে এইরূপ দেখা যায় না। স্বকীয় শক্তিবশে বস্তুর পরিণাম হইয়া থাকে; যেমন দুগ্ধের দধিপরিণাম হয়, কিন্তু জলের দধিপরিণাম হয় না। পরিণামশীল ভাববস্তুসমূহের অনন্তপ্রকার শক্তিবৈচিত্র্য রহিয়াছে। এই শক্তিবৈচিত্র্যের অবধারণ প্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে। যখন অচেতন পদার্থসমূহের শক্তিবৈচিত্র্য দুর্জ্ঞেয়, তখন যে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ স্বতন্ত্র চেতন এবং জগতের উপাদান, তাঁহার পরিণমনশক্তির ইয়ত্তাবধারণ কখনও সম্ভব হইতে পারে না।[৮৪] ভাস্করাচার্য বলেন, নিরবয়ব ব্রহ্মের পরিণাম কিরূপে হইল, তিনি কেন পরিণত হইলেন—ইত্যাদি কুতর্ক উত্থাপিত হইতে পারে না। কারণ বেদে ঈশ্বরের স্বাভাবিক বিবিধশক্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরমেশ্বরের এই বিচিত্র শক্তি আগন্তুক নহে, কিন্তু স্বাভাবিক। সুতরাং অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর সর্ববিধ কুতর্কের অবিষয়। কেবলমাত্র লৌকিক যুক্তির দ্বারা ঈশ্বরের শক্তি নির্ধারিত হইতে পারে না।[৮৫] তাছাড়া, শ্রুতিই নিরবয়ব আকাশের পরিণাম প্রদর্শন করিয়াছেন।[৮৬] সুতরাং নিরবয়ব ঈশ্বরের পরিণাম বিষয়ে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? এইরূপে ভগবান্ ভাস্করাচার্য ব্রহ্মপরিণামবাদ ব্যবস্থাপন করিয়া সমস্ত বেদবাক্যের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন। পরমেশ্বর স্ব-স্বরূপে ব্যবস্থিত থাকিয়াও জগদ্রূপে পরিণত হইয়া থাকেন; এজন্য জগৎ ও পরমেশ্বর অভিন্ন।

ভগবান্ ভাস্কর যেরূপ ব্রহ্মপরিণামবাদ স্বীকার করেন, ভগবৎপাদ নিম্বার্কাচার্যেরও সেইরূপ ব্রহ্মপরিণামবাদ অভিপ্রেত। নিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্যগণের মতে ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ।[৮৭] এখানে আপত্তি উঠে যে, ব্রহ্মের উভয়বিধ কারণত্ব অসঙ্গত। যে কার্যের যাহা উপাদান কারণ, সে কার্যের তাহা নিমিত্ত কারণ হয় না। ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা হইতে ঘটের নিমিত্তকারণ কুলাল অত্যন্ত ভিন্ন হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে নিম্বার্কসম্প্রদায় বলেন যে, ব্রহ্মসূত্রকার এই আপত্তির সমাধান করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রে 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ'[৮৮] সূত্রে যে

৮৪। কিন্তু চেতনস্য সর্বজ্ঞস্য সর্বশক্তেঃ স্বতন্ত্রস্য শাব্দৈকসমধিগম্যস্য জগৎকারণস্য পরিণামো ব্যবস্থাপ্যেত। —ভা. ভা. পৃঃ ৯৭

৮৫। ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥—শ্বেতাশ্বতর ৬।৮

৮৬। আকাশাদ্ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ।—তৈত্তিরীয় ২।১

৮৭। তদেব জগদুপাদানং নিমিত্তঞ্চেতি।—মাধবমুকুন্দাচার্যবিরচিতঃ পরপক্ষগিরিবজ্রঃ, পৃঃ ৩৬৭

৮৮। ব্রহ্মসূত্রম্ ১।৪।২৩

'চ'কারের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা সমুচ্চয়সূচক। ব্রহ্মই জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ; কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ নহেন। তাহার হেতু হইল প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য। বৈদিক প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্যের জন্য ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি'—ইহা বৈদিক প্রতিজ্ঞা এবং 'যথৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ'—ইহা দৃষ্টান্ত। ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণরূপে স্বীকার করিলে প্রদর্শিত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য থাকে, নতুবা তাহার হানি হয়। ঘটাদিকার্যের নিমিত্তকারণ কুলালাদির জ্ঞানের দ্বারা মৃন্ময় ঘটাদি বস্তু জ্ঞাত হওয়া যায় না; পরন্তু উপাদানভূত মৃৎপিণ্ডাদি পদার্থের জ্ঞানের দ্বারাই ঘটাদি কার্যের জ্ঞান হইয়া থাকে।[৮৯] অধিকন্তু 'আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ'[৯০]—এই সূত্রের দ্বারা ব্রহ্মের উভয়বিধ কারণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত'[৯১]—এই শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের সৃষ্টিব্যাপারে কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে সৃষ্টি-কার্যে অব্যাকৃতরূপে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব এবং ব্যক্তনামরূপে ব্রহ্মের কর্মত্ব উক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা কর্ম ও কর্তার, কার্য ও কারণের তাদাত্ম্য অবগত হওয়া যায়। কার্য ও কারণের তাদাত্ম্যের প্রতি হেতু হইল পরিণাম। এই পরিণাম দ্বিবিধ—স্বরূপ-পরিণাম ও শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণাম। সাংখ্যাচার্যগণ স্বরূপপরিণাম স্বীকার করেন। নিম্বার্কসম্প্রদায়ের মতে ব্রহ্মের শক্তিবিক্ষেপই তাঁহার পরিণাম। ব্রহ্ম নির্বিকার বলিয়া তাঁহার স্বরূপপরিণাম হইতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্মের বিকারসম্ভাবনার অবকাশ নাই।[৯২] ভাষ্যকার ভাস্করও ব্রহ্মের শক্তিবিক্ষেপকে তাঁহার পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

আচার্য নিম্বার্ক ভেদাভেদবাদী। তাঁহার মতে 'তত্ত্বমসি' (ছান্দোগ্য ৬।৮।৭), 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (বৃহদারণ্যক ২।৫।১৯), 'আত্মৈবেদং সর্বম্' (ছান্দোগ্য ৭।২৫।২), 'অহং ব্রহ্মাস্মীতি' (বৃহ ১।৪।১০) প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা চিদাত্মার সহিত ব্রহ্মের তাদাত্ম্য

৮৯। 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ'। চকারো নিমিত্তসমুচ্চয়ার্থঃ। প্রকৃতিরুপাদানং নিমিত্তঞ্চ ব্রহ্মৈব, ন নিমিত্তমাত্রম্। কুতঃ? প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ। * * তত্র 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি' ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা, 'যথৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ' ইত্যাদি দৃষ্টান্তশ্চ। তয়োর্ব্রহ্মণ উপাদানত্বাঙ্গীকারে এবানুপরোধঃ, অন্যথা বাধ ইত্যর্থঃ।—পরপক্ষগিরিবজ্রঃ ৩৬৭-৬৮

৯০। ব্রহ্মসূত্রম্ ১।৪।২৬

৯১। তৈত্তিরীয় ২।৭

৯২। কিঞ্চ 'আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ', 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' ইতি সৃষ্টেঃ কর্তৃত্বং কর্মত্বঞ্চ ব্রহ্মণঃ শ্রূয়তে। তত্রাব্যাকৃতরূপেণ কর্তৃত্বং ব্যক্তনামরূপত্বেন চ কর্মত্বং কার্যকারণয়োস্তাদাত্ম্যাৎ। তত্র হেতুঃ পরিণামাৎ। পরিণামোঽত্র শক্তিবিক্ষেপরূপঃ, ন তু স্বরূপপরিণামঃ। তস্মাৎ ন বিকারসম্ভাবনাবকাশঃ ইতি।—পরপক্ষগিরিবজ্রঃ পৃঃ ৩৬৮-৬৯

উপদিষ্ট হইয়াছে। এই তাদাত্ম্য উপদেশহেতু চিদাত্মসমূহের ব্রহ্মাত্মকতা স্বীকৃত হওয়ায় ব্রহ্মাধীন জীবের স্থিতি এবং ব্রহ্মাধীন জীবের প্রবৃত্তি জানিতে হইবে। জীব ব্রহ্মের ব্যাপ্য। ব্রহ্ম হইলেন চিদাত্মসমূহের আধার এবং জীব আধেয়। পরব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তম স্বতন্ত্র-সত্তাশ্রয় ও বিশ্বের আত্মস্বরূপ। পুরুষোত্তম হইলেন স্বাধীন এবং পুরুষোত্তমের অধীন হইল জীব ও জড়বর্গের স্থিতি ও প্রবৃত্তি। সমস্ত বস্তু যাঁহার অধীন, তিনি স্বতন্ত্রসত্তাযুক্ত; যাঁহারা অধীন, তাঁহারা পরতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট হন। ব্রহ্মের যেমন নিয়ন্তৃত্বাদি ধর্ম রহিয়াছে, সেইরূপ স্বতন্ত্রসত্তা রহিয়াছে। যিনি নিয়ন্তা, তিনিই স্বতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট হইয়া থাকেন।[৯৩] পরতন্ত্রসত্তা দুই প্রকার—কূটস্থ ও বিকারী। যাহা জন্মাদিবিকারবর্জিত হইয়া শাশ্বত, তাহা কূটস্থসত্তাবিশিষ্ট। ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষ প্রভৃতি পদবাচ্য চেতন বস্তু কূটস্থসত্ত্বের অধিকরণ হইয়া থাকেন। 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ' (কঠ ২।১৮), 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ' (গীতা ২।২০) ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্য দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে যাহা বিকারযুক্ত হইয়া প্রবাহরূপে নিত্য, তাহা বিকারী পরতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। মায়া, প্রধান, প্রকৃতি, ক্ষেত্র প্রভৃতি পদবাচ্য অচেতন বস্তু বিকারী পরতন্ত্রসত্তার অধিকরণ হন। 'অজামেকাম্', 'ত্রিগুণং তজ্জগদ্‌যোনিরনাদিপ্রভবাপ্যয়ম্' ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্যের দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয়।[৯৪] ব্রহ্ম স্বতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট এবং চেতন ও অচেতনবর্গ পরতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট বলিয়া ব্রহ্ম হইতে চেতন ও অচেতনবর্গের ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভোক্তা জীব, ভোগ্য অচেতনবর্গ এবং নিয়ন্তা ভগবান্—এই তিনের পরস্পর ভেদ রহিয়াছে। আবার চেতন জীববর্গেরও পরস্পরের সহিত ভেদ বর্তমান। 'চেতনশ্চেতনানাম্', 'অজো হ্যেকো জুষমানোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতিই জীবসমূহের ভেদবিষয়ে প্রমাণ। জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদ যেমন স্বাভাবিক, অভেদও সেইরূপ স্বাভাবিক। কারণ ব্রহ্ম হইলেন সর্বাত্মা, নিয়ন্তা, ব্যাপক, সর্বাধার এবং স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়। 'সর্বভূতান্তরাত্মা', 'তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জীব ও ব্রহ্মের স্বাভাবিক অভেদ বুঝা যায়। ব্রহ্মাত্মকত্ব, ব্রহ্মনিয়ম্যত্ব, ব্রহ্মব্যাপ্যত্ব, ব্রহ্মাধীনত্ব,

---

৯৩। তত্র তত্ত্বমস্যাদিভিশ্চিদাত্মনো ব্রহ্মতাদাত্ম্যোপদেশাৎ তেষাং ব্রহ্মাত্মকত্বেন তদায়ত্তস্থিতিপ্রবৃত্তিকত্বেন তদ্‌ব্যাপ্যত্বেন তদাধেয়ত্বেন চ স্বার্থপরত্বং সমঞ্জসম্। * * বিশ্বাত্মা স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়ঃ পরব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তমঃ। স্বতন্ত্রসত্ত্বঞ্চ স্বাধীনত্বে সতি স্বায়ত্তস্থিতিপ্রবৃত্তিকত্বম্।—পরপক্ষগিরিবজ্রঃ পৃঃ ৩৪৩-৪৪

৯৪। পরতন্ত্রসত্ত্বং দ্বিবিধং কূটস্থবিকারিভেদাৎ। তত্র কৌটস্থ্যঞ্চ জন্মাদিবিকারশূন্যত্বে সতি শাশ্বতত্বম্। তদধিকরণঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞপুরুষাদিপদার্থভূতং চেতনং বস্তু। 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ', 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ' ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। বিকারিত্বে সতি প্রবাহরূপেণ নিত্যত্বং দ্বিতীয়ম্। তদধিকরণঞ্চ অচেতনং মায়াপ্রধানপ্রকৃতিক্ষেত্রাদিপদার্থরূপম্। 'অজামেকাম্,' 'ত্রিগুণং তজ্জগদ্‌যোনিরনাদিপ্রভবাপ্যয়ম্'···ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ।—পরপক্ষগিরিবজ্রঃ পৃঃ ৩৪৫

ব্রহ্মাধেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম চেতন ও অচেতনবর্গে আছে বলিয়া ব্রহ্মের সহিত চেতন ও অচেতনবর্গের অভেদও স্বাভাবিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।[৯৫]

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, ভেদ ও অভেদ পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ বলিয়া উভয়ের একত্র অবস্থান সম্ভব হইতে পারে না। ইহার উত্তরে নিম্বার্ক-সম্প্রদায় বলেন যে, স্বতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট কারণ-ব্রহ্ম হইতে স্থূলাবস্থাপন্ন ব্রহ্মকার্য জড়বর্গ পরতন্ত্রসত্ত্বরূপে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। স্থূলাবস্থাপন্ন কার্য ব্যক্তনামরূপবিশিষ্ট বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় হইয়া থাকে। বীজে অঙ্কুরের অবস্থানের মত কার্যের অব্যক্তাবস্থায় কার্য কারণে সূক্ষ্মরূপে বর্তমান থাকে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় না হইলেও অব্যক্তনামরূপ-কার্যের সদ্ভাব তখনও থাকে। সুতরাং স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় অবস্থায় কারণাত্মকত্ব, কারণাধেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম দ্বারা কারণ হইতে কার্য অপৃথক্‌সিদ্ধ বলিয়া কারণাভিন্ন হইলেও পরতন্ত্রসত্তাবিশিষ্টরূপে ও কারণসম্বন্ধিরূপে কারণ হইতে কার্য স্বাভাবিকভেদবিশিষ্টও হইয়া থাকে।[৯৬] অচেতন পদার্থের ন্যায় চেতন জীবগণের ব্রহ্মের সহিত ভিন্নাভিন্নত্ব 'প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ'[৯৭] সূত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। চেতন জীবের উভয় ব্যপদেশ আছে বলিয়া ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মের সহিত জীবের উভয় ব্যপদেশ শ্রুতিতেও প্রদর্শিত হইয়াছে। 'ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ'—এই শ্রুতিতে ধ্যাতৃ-ধ্যেয়-ভাবে, 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' এবং 'পরাৎ পরম্ পুরুষমুপৈতি দিব্যম্'—এই শ্রুতিদ্বয়ে প্রাপ্তৃ-প্রাপ্য-ভাবে, 'য আত্মানমন্তরো যময়তি'—এই শ্রুতিতে নিয়ন্তৃ-নিয়ম্য-ভাবে জীব ও ব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের স্বাভাবিক অভেদও উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রুতির উভয়বিধ ব্যপদেশ অনুসারে জীব ও ব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদাভেদ বুঝিতে হইবে।

আচার্য ভাস্করও জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করেন। তবে ভাস্করের ভেদাভেদবাদ হইতে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের ভেদাভেদবাদ কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। ভাস্করের মতে সার্বজ্ঞ্যাদিধর্মের আশ্রয় ব্রহ্ম অনাদি নিত্য উপাধি দ্বারা জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্য দ্বারা উপদিষ্ট অভেদের জ্ঞান হইলে ঔপাধিক ভেদের

৯৫। এবং ব্রহ্মণঃ স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়ত্বাৎ তত্র চেতনাচেতনয়োশ্চ পরতন্ত্রসত্তাবচ্ছিন্নস্বরূপত্বাদ্ ভেদঃ। * * তথৈবাভেদোঽপি স্বাভাবিকঃ। ব্রহ্মণঃ সর্বাত্মত্ব-নিয়ন্তৃত্বব্যাপকত্ব-স্বতন্ত্রসত্ত্ব-সর্বাধারত্বযোগাৎ। 'এষঃ সর্বভূতান্তরাত্মা', "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ,' 'অন্তর্বহিশ্চ আত্মা হি পরমঃ স্বতন্ত্রঃ অধিগুণঃ', 'তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।—পরপক্ষগিরিবজ্রঃ পৃঃ ৩৫৪—৫৫

৯৬। অতঃ উভয়াবস্থায়ামপি তদাত্মকত্ব-তদাধেয়ত্ব-তদায়ত্তসত্তাকত্বাদিনা তদপৃথক্‌সিদ্ধত্বেনাভিন্নত্বেঽপি পরতন্ত্রসত্তাবচ্ছিন্ন-তদাত্মীয়স্বরূপেণ ভিন্নত্বমপি স্বাভাবিকমেবেতি সংক্ষেপঃ।—পরপক্ষগিরিবজ্রঃ পৃঃ ৩৫২

৯৭। ব্রহ্মসূত্রম্ ৩।২।২৮

নিবৃত্তি হইয়া মোক্ষ উৎপন্ন হয়। অভেদ-জ্ঞানই ঔপাধিক ভেদের নিবর্তক। জীব ও ব্রহ্মের বস্তুতঃ অভেদ থাকিলেও ভেদ ঔপাধিক।[৯৮] নিম্বার্কসম্প্রদায়ের মতে ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। তাঁহারা ভাস্করের ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ খণ্ডন করিতে নানা যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের অন্যতম যুক্তি এই যে, মোক্ষদশাতে জীব স্বরূপতঃ থাকেন কিনা? যদি থাকেন, তবে উপাধি বিগত হইলেও জীবস্বরূপ বিদ্যমান থাকেন বলিয়া ঔপাধিক ভেদবাদ পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক ভেদবাদ স্বীকার করতে হইবে। যদি মোক্ষদশায় জীবস্বরূপ না থাকেন, তবে মুক্ত পুরুষের স্বরূপনাশের আপত্তি উঠিবে।[৯৯] সুতরাং স্বাভাবিক ভেদবাদ স্বীকার্য। ভাস্করের মতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ স্বাভাবিক এবং ভেদ ঔপাধিক। নিম্বার্কসম্প্রদায়ের মতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদও স্বাভাবিক, ভেদও স্বাভাবিক। নিম্বার্কসম্প্রদায়ের মতে জ্ঞানী পুরুষ যখন চেতনাচেতনের অন্তর্যামী পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে স্বীয় অন্তরাত্মরূপে অপরোক্ষভাবে অনুভব করেন, তখন তিনি পাপপুণ্য পরিত্যাগ করতঃ নির্মল হইয়া পরম ব্রহ্মসাম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।[১০০]

এখন রামানুজের বেদান্তমত আলোচনা করিব। রামানুজাচার্য ব্রহ্মপরিণামবাদ স্বীকার করেন। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণের মতে ব্রহ্ম হইলেন নির্গুণ এবং নির্বিশেষ। ভাষ্যকার রামানুজের মতে ব্রহ্ম হইলেন সগুণ; তিনি সমস্তদোষরহিত এবং নিখিল-কল্যাণগুণের আকর। রামানুজাচার্য বলেন—শ্রুতি ও স্মৃতিতে সগুণ ব্রহ্মই কীর্তিত হইয়াছেন।[১০১] অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের মতে নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য, সগুণ নহে; কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্যের মতে ব্রহ্ম সর্বদাই সবিশেষ। নির্বিশেষ ব্রহ্মে প্রমাণ নাই। ব্রহ্ম সর্বদাই মায়া-বিশিষ্ট। এখানে 'মায়া' অর্থে অদ্বৈতবাদিগণের অনির্বচনীয়

৯৮। অথ কিংবা ভেদাভেদস্বরূপমভিপ্রেতম্?—ইত্যত্র কেচিৎ একমেব স্বাভাবিকানন্তসার্বজ্ঞ্যাদিধর্মাশ্রয়ং ব্রহ্ম হি অনাদিনিত্যোপাধিনা জীবভাবমাপদ্যতে। তত্ত্বমস্যাদিনা উপদিষ্টাভেদজ্ঞানাচ্চ মুচ্যতে। তথাচ ঔপাধিকভেদনিবৃত্তিফলকমভেদবিষয়কং জ্ঞানং বেদান্তৈরুপদিশ্যতে। তথাচ ঔপাধিকো ভেদঃ বস্তুতোঽভেদ ইতি বেদান্তশাস্ত্রার্থ ইতি বদন্তি।—পরপক্ষগিরিবজ্রঃ পৃঃ ৩৫৬

৯৯। কিঞ্চ মোক্ষাবস্থায়াং জীবঃ স্বরূপেণ তিষ্ঠতি ন বা? নাদ্যঃ, উপাধিবিগমেঽপি জীবস্বরূপস্য বিদ্যমানতাঙ্গীকারে ঔপাধিকভেদবাদো দত্ততিলাঞ্জলিঃ স্যাৎ, স্বরূপেণৈব ভেদোঽঙ্গীকৃতঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, স্বরূপনাশ এব মুক্তস্বরূপং স্যাৎ।—পরপক্ষগিরিবজ্রঃ পৃঃ ৩৫৭

১০০। ঈশমিতি চেতনাচেতনান্তর্যামিণং সর্বাত্মানং পশ্যতি অপরোক্ষেণ স্বান্তরাত্মতয়া অনুভবতি, তদেতি অব্যবহিতকালে এব। * * পরমং সাম্যমুপৈতীতি যোজনা।—পরপক্ষগিরিবজ্রঃ পৃঃ ৫৯৮

১০১। যতঃ সর্বত্র শ্রুতি-স্মৃতিষু পরং ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গম্, উভয়লক্ষণমভিধীয়তে—নিরস্তনিখিলদোষত্ব-কল্যাণ-গুণাকরত্বলক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ। 'অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ' (ছান্দোগ্য ৮।১।৫)। 'সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ স্বশক্তিলেশাদ্ ধৃতভূতসর্গঃ। তেজোবলৈশ্বর্যমহাববোধসুবীর্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ॥ পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র, ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে॥" (বিষ্ণুপুরাণম্ ৬।৫।৮৪-৮৫)—শ্রীভাষ্যম্ ৩।২।১১

অনাদি অজ্ঞান নহে; 'মায়া' হইলেন বিচিত্র-পদার্থ-সৃষ্টিকর্ত্রী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি।[১০২] বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বলেন—শ্রুতিতে যেখানে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, সেই শ্রুতির তাৎপর্য হইল ব্রহ্মে প্রাকৃত-হেয়-গুণের লেশমাত্র নাই।[১০৩]

আচার্য রামানুজের মতে ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। তিনি অন্তর্যামী রূপে জীবগণের নিয়ামক [১০৪] রামানুজ বলেন, যিনি নিখিল হেয়গুণের বিপরীত, সত্যসঙ্কল্পাদি নিরতিশয় অশেষ কল্যাণগুণের আধার, সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর এবং সর্বশক্তিমান্, সেই পরমপুরুষ হইতে জগতের উৎপত্তি, তাঁহাতেই জগতের স্থিতি এবং তাঁহাতেই জগতের লয়।[১০৫]

ভাষ্যকার রামানুজের মতে জীব, জড় ও ঈশ্বর—এই ত্রিবিধ পদার্থ। এই ত্রিবিধ পদার্থ যথাক্রমে ভোক্তা, ভোগ্য ও নিয়ামক রূপে অবস্থান করেন। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, একমাত্র ব্রহ্ম সত্য; জীব ও জগৎ হইলেন রজ্জুসর্পের ন্যায় অবিদ্যার পরিকল্পনা মাত্র। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে চিৎ অর্থাৎ জীব, অচিৎ অর্থাৎ দৃশ্য জড় জগৎ এবং ঈশ্বর—এই ত্রিবিধ পদার্থই সত্য। জড় ও অজড় রূপে পদার্থ দ্বিবিধ। অজড় পদার্থ পুনরায় জীব ও ঈশ্বর রূপে দুই ভাগে বিভক্ত।[১০৬] শ্রুতিতেও এইরূপ উক্তি রহিয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেন যে, পরমব্রহ্মে ত্রিবিধ পদার্থ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে[১০৭] এবং সেই তিনটি পদার্থ হইল—ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা।[১০৮] চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র পদার্থ হইলেও ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন। ভোক্তা ও ভোগ্য অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি

১০২। 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাদ্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্' (শ্বেতাশ্ব ৪।১০) ইত্যাদৌ মায়াশব্দো বিচিত্রার্থসর্গকরত্রিগুণাত্মকপ্রকৃত্যভিধায়কো, নানির্বচনীয়াজ্ঞানবচনঃ।—সর্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শনম্ পৃঃ ১০০

১০৩। নির্গুণবাদাশ্চ প্রাকৃতহেয়গুণনিষেধবিষয়তয়া ব্যবস্থিতাঃ।—সর্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শনম্ পৃঃ ১১০

১০৪। তত্র জগতঃ কর্ত্তোপাদানং চেশ্বরপদার্থঃ পুরুষোত্তমো বাসুদেবাদিপদবেদনীয়ঃ। তদপ্যুক্তম্—বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ। ভুবনানামুপাদানং কর্তা জীবনিয়ামকঃ।—সর্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শনম্ পৃঃ ১১৫

১০৫। কিং পুনর্ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যমিত্যপেক্ষায়াং লক্ষণমুক্তং জন্মাদ্যস্য যতঃ (ব্রহ্মসূত্রম্ ১।১।২) ইতি। * * যতো যস্মাৎ সর্বেশ্বরান্নিখিলহেয়প্রত্যনীকস্বরূপাৎ সত্যসঙ্কল্পাদ্যনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণাৎ সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তেঃ পুংসঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াঃ প্রবর্তন্তে ইতি সূত্রার্থঃ।—সর্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শনম্ পৃঃ ১২৫

১০৬। এষো হি তত্র সিদ্ধান্তঃ—চিদচিদীশ্বরভেদেন ভোক্তৃভোগ্যনিয়ামকভেদেন চ ব্যবস্থিতাস্ত্রয়ঃ পদার্থা ইতি। তদুক্তম্—ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ। ঈশ্বরশ্চিদিতি প্রোক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎ পুনঃ।—সর্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শনম্, পৃঃ ৯২

১০৭। উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।—শ্বেতাশ্ব ১।৭

১০৮। ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।—শ্বেতাশ্ব ১।১২

উভয়েতেই পরমেশ্বর অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করেন।[১০৯] সেইজন্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ কার্যাবস্থাপন্ন (স্থূল) ও কারণাবস্থাপন্ন (সূক্ষ্ম) চিৎ ও অচিৎ উভয় পদার্থকে পরমেশ্বরের শরীররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।[১১০]

'এখানে বহুত্ব নাই'[১১১], 'ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়'[১১২],—ইত্যাদি একত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি থাকিলেও রামানুজসম্প্রদায় বলেন যে, জীব ও জগৎ মিথ্যা নহে। তাঁহাদের মতে ঐ সকল শ্রুতির তাৎপর্য হইল—পুরুষ ও প্রকৃতি ঈশ্বরেরই প্রকারমাত্র। ঈশ্বর নানারূপে অবস্থান করেন। চিৎ ও জড় হইলেন এক ব্রহ্ম-পদার্থেরই শরীর।[১১৩] প্রকৃতিরূপ সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা পরমেশ্বর স্থূল জগতের উপাদান কারণ হইয়া থাকেন। ব্রহ্মভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই—ইহা একত্ববাচক শ্রুতিসমূহের অভিপ্রায় নহে। পরন্তু ঐ সকল শ্রুতির উদ্দেশ্য এই যে, প্রলয়কালে প্রকৃতি ও পুরুষ নামরূপের ভেদশূন্য হইয়া অনির্দেশ্যভাবে যখন ব্রহ্মে বিলীন থাকেন, সেই অব্যাকৃত অবস্থায় ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মের দুইটী অবস্থা কল্পনা করেন—কারণাবস্থা ও কার্যাবস্থা। প্রলয়কালে জীব ও জড়াত্মক জগৎ ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। সেই সূক্ষ্মদশাতে তাহাদের নামরূপের বিভাগ তিরোহিত হয়; ইহা হইল ব্রহ্মের কারণাবস্থা। আবার সৃষ্টিকালে চিৎ ও জড় নাম-রূপের বিভাগে বিভক্ত হইয়া ব্যক্ত স্থূল আকার ধারণ করে; তখন ব্রহ্মের কার্যাবস্থা। এই অবস্থায় অচিৎ পদার্থের (প্রকৃতির) ভোগ্য অর্থাৎ বিষয়, ভোগায়তন অর্থাৎ দেহ এবং ভোগোপকরণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়—এই ত্রিবিধ রূপ দেখা যায়।[১১৪] 'ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিন্ন এবং ব্রহ্মকে জানিলে সমস্ত বিজ্ঞাত হইল'[১১৫]—মহর্ষি বাদরায়ণের এইরূপ উক্তির উদ্দেশ্য এই যে, জগৎ ব্রহ্মেরই শরীর, তাঁহারই প্রকার; সুতরাং কারণস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে কিছুই অবিজ্ঞাত থাকে না। ব্রহ্ম সর্বদা 'সর্ব' শব্দের অভিধেয়। কারণ চিৎ ও জড় তাঁহার শরীররূপে তাঁহারই প্রকারমাত্র। ব্রহ্মের

১০৯। পরমেশ্বরস্য ভোক্তৃভোগ্যয়োরন্তর্যামিরূপেণাবস্থানম্।—সর্বদর্শন-সংগ্রহে রামানুজদর্শনম্ পৃঃ ১১১

১১০। তদেতৎ কার্যাবস্থস্য চ কারণাবস্থস্য চ চিদচিদ্-বস্তুনঃ সকলস্য স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য চ পরব্রহ্ম-শরীরত্বম্, পরস্য চ ব্রহ্মণ আত্মত্বম্ অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণাদিষু সিদ্ধং স্মারিতম্।—শ্রীভাষ্যম্ (ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।১৫)

১১১। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।—বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯

১১২। একমেবাদ্বিতীয়ম্।—ছান্দোগ্য ৬।২।১

১১৩। একস্যৈব ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারভূতং সর্বং চেতনাচেতনাত্মকং বস্তু। * * একমেব ব্রহ্ম নানাভূতচিদচিৎপ্রকারান্নানাত্বেনাবস্থিতম্।—সর্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শনম্ পৃঃ ১১০

১১৪। নামরূপবিভাগানর্হসূক্ষ্মদশাপন্নপ্রকৃতিপুরুষশরীরং ব্রহ্ম কারণাবস্থম্। জগতস্তদাপত্তিরেব প্রলয়ঃ। নামরূপবিভাগবিভক্তস্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কার্যাবস্থম্। ব্রহ্মণস্তথাবিধস্থূলভাবশ্চ সৃষ্টিরিত্যভিধীয়তে।—সর্বদর্শন-সংগ্রহে রামানুজদর্শনম্ পৃঃ ১০৯

১১৫। তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।—ব্রঃ সূ ২।১।১৪

কখনও কারণাবস্থা, কখনও বা কার্যাবস্থা। কারণাবস্থায় সূক্ষ্মদশাযুক্ত নামরূপের স্বাতন্ত্র্যহীন জীব ও জড় ব্রহ্মের শরীর। আবার কার্যাবস্থায় স্থূলদশাপন্ন নামরূপের ভেদে ভিন্ন জীব ও জড় তাঁহার শরীর। কেননা পরব্রহ্ম হইতে তৎকার্য জগৎ ভিন্ন নহে[১১৬]। সুতরাং সকল অবস্থাতে জীব ও জড় ব্রহ্মের শরীর। কারণ-ব্রহ্মের সূক্ষ্ম জীব ও জড় শরীর। কার্যব্রহ্মের স্থূল জীব ও জড় শরীর। এইরূপে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা উৎপন্ন হইয়া থাকে।[১১৭]

ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সকল বস্তু মিথ্যা—একথা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মাতিরিক্ত সকল বস্তু যদি মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহারা অসৎ। সৎ-বস্তুর বিজ্ঞান হয়। শশ-শৃঙ্গাদির ন্যায় অ-সৎবস্তুর বিজ্ঞান হয় না। সুতরাং ব্রহ্মকে জানিলে সকলকে জানা যাইবে—এইরূপ উক্তি উপপন্ন হয় না।[১১৮] বিজ্ঞানমাত্রই আছে, বাহ্যপদার্থ বলিয়া কিছুই নাই—বৌদ্ধাচার্যগণের এইরূপ উক্তি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের সম্মত নহে। তাঁহারা বলেন, যখন জগতের উপলব্ধি হইতেছে, তখন বিজ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থ নাই—একথা বলা যায় না। কেননা বিজ্ঞাতার আপন প্রয়োজনানুরূপ বিশেষ বিশেষ ব্যবহারনিষ্পাদনের উপলক্ষেই জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে। বিষয় না থাকিলে জ্ঞান হইতে পারে না। বিষয়বৈচিত্র্যহেতু জ্ঞানের বৈচিত্র্য হইয়া থাকে।[১১৯]

অদ্বৈতবাদী আচার্যগণের মতে জীব ও ব্রহ্ম স্বভাবতঃ অভিন্ন। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের মতে জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু।[১২০] আচার্য রামানুজ বলেন, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকরূপ দুঃখত্রয়ের অধীন হইলেন জীব। সেই জীব ও ব্রহ্ম এক বস্তু হইতে পারেন না। এজন্য শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে :— 'তিনিই কারণ এবং করণাধিপতির (জীবের) অধিপতি'। 'তিনি প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞ

১১৬। অত্রেদং তত্ত্বম্—চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব সর্বদা সর্বশব্দাভিধেয়ম্। তৎ কদাচিৎ স্বস্মাৎ স্বশরীরতয়াপি পৃথগ্ব্যপদেশানর্হ-সূক্ষ্মদশাপন্ন-চিদচিদ্বস্তুশরীরম্, তৎ কারণাবস্থং ব্রহ্ম। কদাচিচ্চ বিভক্তনামরূপব্যবহারার্হ-স্থূলদশাপন্ন-চিদচিদ্বস্তু-শরীরম্; তচ্চ কার্যাবস্থম্; ইতি কারণাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ কার্যরূপং জগদনন্যৎ।—শ্রীভাষ্যম্ (ব্র. সূ. ২।১।১৫) পৃঃ ৭৭-৭৮

১১৭। অতঃ সর্বাবস্থং ব্রহ্ম চিদচিদ্বস্তুশরীরমিতি সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কারণম্। তদেব ব্রহ্ম স্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরং জগদাখ্যং কার্যম্ ইতি জগদ্ব্রহ্মণোঃ সামানাধিকরণ্যোপপত্তিঃ।—শ্রীভাষ্যম্ (ব্র. সূ. ২।১।২৩) পৃঃ ৯৭

১১৮। অপি চ ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য সর্বস্য মিথ্যাত্বে সর্বস্যাসত্ত্বাদেবৈকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা বাধ্যেত।—সর্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শনম্ পৃঃ ১০৯

১১৯। জ্ঞানব্যতিরিক্তস্যার্থস্যাভাবো বক্তুং ন শক্যতে। কুতঃ? উপলব্ধেঃ। জ্ঞাতুরাত্মনোঽর্থবিশেষ-ব্যবহারযোগ্যতাপাদনরূপেণ জ্ঞানস্যোপলব্ধেঃ।—শ্রীভাষ্যম্ (ব্র. সূ ২।২।২৭) পৃঃ ১৭৯

১২০। জীবপরয়োরপি স্বরূপৈক্যং দেহাত্মনোরিব ন সম্ভবতি।—শ্রীভাষ্যম্ (ব্র. সূ ১।১।১)

অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের অধিপতি' ইত্যাদি।[১২১] বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের মতে 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য হইল—জীব ব্রহ্ম-ব্যাপ্য, ব্রহ্মের শরীর এবং ব্রহ্মাত্মক।[১২২] তাঁহাদের মতে জীব নিত্যবস্তু। 'জীব জন্মেন না বা মরেন না'[১২৩]—এই শ্রুতি তাঁহাদের মতের সমর্থক। জীবের নিত্যতা-বিষয়ে অদ্বৈতবাদিগণের সহিত তাঁহারা একমত। তবে অদ্বৈতবাদিগণের মতে জীব বিভু; কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের মতে জীব অণু। শ্রুতি বলেন—'কেশের অগ্রভাগকে শতখণ্ড করিয়া আবার প্রত্যেক খণ্ডকে যদি শতভাগ করা যায়, তবে তাহাই জীবের পরিমাণ'।[১২৪] 'সেই অণু আত্মাকে চিত্তের দ্বারা জানা যায়।'[১২৫]

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের মতে ঈশ্বরকে লাভ করাই জীবের পরম পুরুষার্থ। পুরুষোত্তমকে লাভ করিতে পারিলে জীবের পরম সিদ্ধিলাভ হয়। সেই সিদ্ধি হইল পুনরাবৃত্তিরহিত ভগবৎপদপ্রাপ্তি।[১২৬] তাঁহাদিগের মতে মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের স্বরূপৈক্য লাভ করেন না। মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সমান গুণ (সত্যসঙ্কল্প, সর্বজ্ঞত্ব ইত্যাদি) লাভ করেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন না। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ব্যাপারে মুক্ত পুরুষের অধিকার জন্মে না। সর্বকর্তৃত্ব একমাত্র ঈশ্বরেই সম্ভব।[১২৭]

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ বিবর্তবাদ স্বীকার করিলেও ভাষ্যকার ভাস্করভট্ট, নিম্বার্ক এবং রামানুজ পরিণামবাদ স্বীকার করেন। সাংখ্যমতে জীব ও জগৎ সত্য। ভাস্করাচার্য প্রভৃতির মতেও জীব ও জগৎ সত্য। পরিণামবাদিগণের মতে সকল বস্তু সত্য; মিথ্যা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। তবে

১২১। আধ্যাত্মিকাদিদুঃখযোগার্হাৎ প্রত্যগাত্মনোঽধিকমর্থান্তরভূতং ব্রহ্ম। কুতঃ? ভেদনির্দেশাৎ—প্রত্যগাত্মনো হি ভেদেন নির্দিশ্যতে পরং ব্রহ্ম—* * 'স কারণং করণাধিপাধিপঃ' (শ্বেতাশ্ব ৬।৯) * * 'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ' (শ্বেতাশ্ব ৬।১৬)—শ্রীভাষ্যম্ (ব্র. সূ ২।১।২২) পৃঃ ৯৫

১২২। জীবপরমাত্মনোঃ শরীরাত্মভাবেন তাদাত্ম্যং ন বিরুদ্ধমিতি প্রতিপাদিতম্। জীবাত্মা ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারত্বাদ্ ব্রহ্মাত্মকঃ।—সর্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শনম্ পৃঃ ১০৩

১২৩। ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ।—কঠ ২।১৮

১২৪। বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥—শ্বেতাশ্ব ৫।৯

১২৫। অণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ।—মুণ্ডক ৩।১।৯

১২৬। এবমুপাসনকর্মসমুচ্চিতেন বিজ্ঞানেন ধ্বস্তদর্শনে নষ্টে ভগবদ্ভক্তস্য তন্নিষ্ঠস্য ভক্তবৎসলঃ পরমকারুণিকঃ পুরুষোত্তমঃ স্বযাথাত্ম্যানুভবানুগুণনিরবধিকানন্দরূপং পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বপদং প্রযচ্ছতি। তথাচ স্মৃতিঃ—মদ্ভক্তো বাসুদেবোঽপি সংপ্রাপ্যানন্দমক্ষয়ম্। পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বীয়ং ধাম প্রযচ্ছতি ॥—সর্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শনম্ পৃঃ ১১৭

১২৭। তদুক্তং পাঞ্চরাত্ররহস্যে—
'এবং গুণাঃ সমানাঃ স্যুর্মুক্তানামীশ্বরস্য চ।
সর্বকর্তৃত্বমেবৈকং তেভ্যো দেবে বিশিষ্যতে ॥'—সর্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শনম্ পৃঃ ১২০

সাংখ্যমতে প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ ; কিন্তু আচার্য ভাস্কর, নিম্বার্ক ও রামানুজের মতে ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ। সাংখ্যমতে প্রকৃতির স্বরূপ-পরিণাম স্বীকৃত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য প্রভৃতির মতে ব্রহ্মের শক্তিবিক্ষেপই তাঁহার পরিণাম। তাঁহারা স্বরূপ-পরিণাম স্বীকার করেন না।

সঙ্ঘাতবাদ

বৌদ্ধাচার্যগণ মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক—এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায়ের আচার্যগণের মতে ঘটাদি পদার্থ পরমাণু-সমূহের সমুদায় ব্যতীত কিছুই নহে। এই পরমাণুসমূহের দৈহিক সংমিশ্রণ সম্ভব নহে। বিশিষ্ট পরমাণুসমূহের ঘনসান্নিধ্যকে তাহাদের দৈহিক সংমিশ্রণ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহা বৌদ্ধগণের সঙ্ঘাতবাদ বা পুঞ্জবাদের মূলকথা।

বৌদ্ধাচার্যগণের মতে জগতের সকল বস্তুই ক্ষণিক। স্থায়ী পদার্থ বলিয়া কিছুই নাই।[১২৮] সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের আচার্যগণ ক্ষণিকত্ববাদী রূপে প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের মতে অর্থক্রিয়াকারিত্ব হইল সত্ত্বের লক্ষণ। জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা হইতে কিছু জন্মায় না, বা যাহা হইতে অন্ততঃ জ্ঞান পর্যন্তও উৎপন্ন হয় না। সুতরাং প্রয়োজনানুরূপ-ক্রিয়াসম্পাদনে সামর্থ্য বা কিঞ্চিৎকার্যকারিত্ব হইল 'সত্তা'। আর যাহা সত্তাবিশিষ্ট, তাহাই ক্ষণিক ; যেমন আকাশের মেঘাবলী।[১২৯] মেঘসমূহ প্রতিক্ষণে নব নব আকার ধারণ করে ; তাহারা ক্ষণিক। বীজ, ঘট প্রভৃতি পদার্থে ক্রিয়াসম্পাদন-রূপ সত্তা প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হয়। সুতরাং তাহারাও ক্ষণিক হইবে। তাহারা স্থায়ী পদার্থ নহে।

স্থায়ী পদার্থে পূর্বোক্ত ক্রিয়াসম্পাদনে সামর্থ্যরূপ সত্তা দেখা যায় না। এই বিষয়ে বৌদ্ধাচার্যগণের প্রথম জিজ্ঞাস্য হইল—কোনও বস্তুর বর্তমান-রূপের উৎপাদন কালে ঐ বস্তুর ভূত-ভবিষ্যদ্-রূপ উৎপাদনে স্থায়ী কর্তার সামর্থ্য আছে কিনা? যখন কুম্ভকার একটি ঘট নির্মাণ করে, তখন যদি তাহার ভূতভবিষ্যদ্‌ঘটোৎপত্তিতে সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে একই সময়ে ত্রৈকালিক-ঘটোৎপত্তির প্রসঙ্গ অনিবার্য হয়। কারণ সমর্থ ব্যক্তি কালক্ষেপ সহ্য করে না। যদি কুম্ভকারের পূর্বোক্ত সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে তাহার দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ কালেও তৎতৎকালিক ঘটোৎপত্তি কখনই সম্ভব হইবে না। বিরুদ্ধবাদী বলেন, কর্তা ক্রমান্বয়ে যখন যেরূপ সহকারীর সাহচর্য লাভ করেন, তখন তাঁহার দ্বারা তাদৃশ কার্যোৎপত্তি সম্ভব হয়। সুতরাং সর্বদা সকলবস্তুর উৎপত্তির প্রসঙ্গ আসে না ; কিংবা কর্তার অসামর্থ্য ইহার দ্বারা প্রকাশ পায় না। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ

১২৮। সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্—সর্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শনম্ পৃঃ ১৯

১২৯। যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরপটলম্।—জ্ঞানশ্রীঃ (সর্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শনম্ পৃঃ ২০)

ইহার উত্তরে বলেন—সহকারীর দ্বারা স্থায়ী কর্তাতে যে 'অতিশয়' উৎপন্ন হইল, তাহা ঐ 'অতিশয়ে'র আশ্রয়ীভূত স্থায়ী পদার্থ হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন, তাহা বিচারের বিষয়। যদি অপূর্বোৎপন্ন 'অতিশয়' স্থায়ী কুম্ভকার প্রভৃতি পদার্থ হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে ক্ষণিক উৎপন্ন 'অতিশয়'ই কার্যের জনক হইয়া দাঁড়ায়; স্থায়ী পদার্থ কার্যের জনক হয় না। পক্ষান্তরে সহকারি-কৃত উৎপন্ন 'অতিশয়' যদি স্থায়ী পদার্থ হইতে অভিন্ন হয়, যদি বীজাদি স্থায়িপদার্থেরই অবস্থাবিশেষকে 'অতিশয়' বলা হয়, তাহা হইলে পূর্বস্থিত 'অতিশয়'-শূন্য পদার্থের নিবৃত্তি হইল এবং পরিণামোন্মুখ 'অতিশয়'-যুক্ত পদার্থ কার্যের জনক হইয়া দাঁড়াইল; তাহা ক্ষণিক। পক্ষান্তরে স্থায়ী পদার্থের অক্রমে অর্থাৎ যুগপৎ কার্য-করণ-সামর্থ্য স্বীকার করিলে বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিষয়ে বৌদ্ধাচার্যগণের জিজ্ঞাস্য এই যে, বস্তুর যুগপৎ সকল কার্য-করণে সামর্থ্য-রূপ স্বভাব উত্তরকালেও অনুবর্তন করে কিনা। যদি উত্তরকালে বস্তুর এই স্বভাবের অনুবর্তন হয়, তবে কালান্তরেও সেই সেই কালের ন্যায় তাদৃশ কার্যোৎপত্তির প্রসঙ্গ আসে। স্বভাবের নাশ হয় না। বস্তুর যুগপৎ সকল কার্যকরণে সামর্থ্যরূপ স্বভাবের উত্তরকালেও অনুবৃত্তি হইলে বস্তুর পক্ষে ভবিষ্যৎকালেও অতীত এবং বর্তমানের কার্যোৎপত্তি সম্ভব হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। বর্তমানের কার্যকরণকালে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের কার্যোৎপত্তি-সাধনে বস্তু কখন সমর্থ হয় না। ইহা অতীতকালে অতীতের কার্য এবং ভবিষ্যৎকালে ভবিষ্যৎ-কার্য করণেই সমর্থ। উত্তরকালে সামর্থ্যের অনুবৃত্তি যদি না হয়, তাহা হইলে বস্তুর স্থায়িত্ব উৎখাত হয়। বস্তুকে যদি সামর্থ্য ও অসামর্থ্যরূপ ধর্মবিশিষ্ট বলা হয়, তাহা হইলে তাহা ক্ষণিক হইয়া পড়ে; কারণ যাহা বিরুদ্ধধর্মবিশিষ্ট, তাহা ক্ষণিক; যেমন শীত ও উষ্ণ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য। মেঘসমূহ প্রতিক্ষণে নব নব রূপে অনুভূত হয়। তাহারা বিরুদ্ধধর্মবিশিষ্ট হইয়া ক্ষণিক।[১৩০] বীজের মধ্যে সামর্থ্য ও অসামর্থ্যরূপ বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ হইলে তাহাও ক্ষণিক হইবে।

স্থায়ী পদার্থ হইতে কার্যোৎপাদন যদি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত দোষগুলি আসিয়া পড়ে। ক্রমান্বয়ে বা যুগপৎ—কোনও রূপে কার্যোৎপত্তির দ্বারা বস্তুর স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। অপরপক্ষে সহকারি-কৃত উপকারের দ্বারা যদি স্থায়ী পদার্থ হইতে কার্যোৎপত্তি ঘটে, তবে স্থায়ী পদার্থের কারণতা ব্যর্থ হয় এবং তাহার ক্ষণিকত্বই নির্ণীত হয়।[১৩১]

১৩০। যদ্বিরুদ্ধধর্মাধ্যস্তং তন্নানা যথা শীতোষ্ণে। বিরুদ্ধধর্মাধ্যস্তশ্চায়মিতি জলধরে প্রতিবন্ধসিদ্ধিঃ।—সর্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শনম্ পৃঃ ২৪

১৩১। যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরঃ সন্তশ্চ ভাবা অমী।
সত্তা শক্তিরিহার্থকর্মণি মিতেঃ, সিদ্ধেষু সিদ্ধা ন সা॥
নাপ্যেকৈব বিধান্তথা পরকৃতেনাপি ক্রিয়াদির্ভবেৎ।
দ্বেধাপি ক্ষণভঙ্গসঙ্গতিরতঃ সাধ্যে চ বিশ্রাম্যতি॥—জ্ঞানশ্রীঃ (সর্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শনম্ পৃঃ ২৬)

বৌদ্ধাচার্যগণের মতে সকল বস্তুই ক্ষণিক। সুতরাং বস্তুর উৎপত্তির পূর্বে কিছুই না থাকায় সৃষ্টিকালে অভাব হইতে বস্তুর উৎপত্তি। বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষেত্রে বীজনাশ না হইলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং অভাব হইতে সেখানেও কার্যের উৎপত্তি বৌদ্ধ দার্শনিকগণ স্বীকার করেন।

সাংখ্যদর্শনে বস্তুর পরিবর্তন বা পরিণাম স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনের ক্ষণিকত্ববাদ এবং সাংখ্যের পরিণামবাদ একরূপ নহে। সাংখ্যমতে পুরুষ ব্যতীত যাবতীয় পদার্থ সতত পরিবর্তনশীল। সকল বস্তুই ত্রিগুণাত্মক। চাঞ্চল্য বা সতত পরিবর্তনশীলতা হইল গুণগুলির স্বভাব। যুক্তিদীপিকাকার পরিণামের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, এক একটি ভাববস্তু বহু কার্যানুকূল যোগ্যতা বা শক্তিযুক্ত। এই জন্য কোনও ধর্মীতে স্থিত ধর্মের তিরোভাব এবং ধর্মান্তরের আবির্ভাব সেই ধর্মীর শক্ত্যন্তরের অনুগ্রহে বা অনুকূলতায় হইয়া থাকে। শক্ত্যন্তরের অনুগ্রহ ব্যতীত পূর্বধর্মের তিরোভাব এবং ধর্মান্তরের আবির্ভাব হইতে পারিত না। ধর্মী স্বরূপে স্থিত থাকিলেও তাহার পূর্বধর্মের তিরোভাব এবং ধর্মান্তরের আবির্ভাব হইয়া থাকে।[১৩২] সাংখ্যোক্ত এই পরিণামে দ্রব্যের দ্রব্যত্ব সকল অবস্থায় অক্ষুণ্ণ থাকে। কেবল তাহার এক রূপ বা ধর্মের তিরোভাব হয় এবং অন্য রূপ বা ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। একই সুবর্ণপিণ্ড হইতে কেয়ূর, বলয়, হার প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু সকল অবস্থাতেই সুবর্ণত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; শুধু তাহার রূপের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ধর্মী হইতে ধর্ম অত্যন্ত ভিন্ন নহে—এজন্য পরিণামবাদে ধর্মীর সহিত ধর্মের ভেদাভেদ স্বীকার করা হয়। এই ভেদাভেদ স্বীকার করায় পরিণামবাদকে অনেকান্তবাদ বলা হয়। ধর্মী হইতে ধর্ম একান্ত ভিন্ন নহে। বৈশেষিকগণ ধর্মের সহিত ধর্মীর একান্ত ভেদ স্বীকার করেন; কিন্তু পরিণামবাদে তাহা স্বীকার করা হয় না। এই কারণে বৈশেষিকগণ একান্ত ভেদবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ। আবার বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বিষয়ের সহিত বিজ্ঞানের একান্ত অভেদ স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে একান্ত অভেদবাদী বলা হয়। পরিণামবাদে ধর্ম ও ধর্মীর একান্ত ভেদ বা একান্ত অভেদ স্বীকার করা হয় না বলিয়া পরিণামবাদিগণ ভেদাভেদবাদী।

যোগভাষ্যে ব্যাসদেব পরিণামের যে স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সাংখ্যদর্শনানুযায়ী। সাংখ্যদর্শনের ন্যায় পাতঞ্জলদর্শনও অনেকান্তবাদী। যোগভাষ্যে বলা

১৩২। কঃ পুনরয়ং পরিণামো নাম? উচ্যতে—
জহদ্ ধর্মান্তরং পূর্বমুপাদত্তে যদাঽপরম্।
তত্ত্বাদপ্রচ্যুতো ধর্মী পরিণামঃ স উচ্যতে॥
যদা শক্ত্যন্তরানুগ্রহাৎ পূর্বধর্মী তিরোভাব্য স্বরূপাদপ্রচ্যুতো ধর্মী ধর্মান্তরেণাবির্ভবতি, তদবস্থানমস্যাবং পরিণাম ইত্যুচ্যতে।—যুক্তিদীপিকা পৃঃ ৯০

হইয়াছে—দ্রব্যের পূর্বধর্মের নিবৃত্তি এবং তাহাতে ধর্মান্তরের উৎপত্তি হইল পরিণাম[১৩৩]। আম্রে অপকাবস্থায় নীলবর্ণ এবং পক্কদশায় রক্তবর্ণ দেখা যায়। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আম্রের আম্রত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; শুধু তাহার রূপের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দ্রব্য বা ধর্মী অনাগতাবস্থা হইতে বর্তমান অবস্থায় এবং বর্তমান অবস্থা হইতে অতীতাবস্থায় গমন করে। ত্রিবিধ অবস্থায় ধর্মী অনুস্যূত থাকে; তাহার স্বরূপের কোন হানি হয় না; তাহার রূপ বা ধর্মের পরিবর্তন হয় মাত্র। সাংখ্য এবং যোগদর্শনের মতে ধর্ম হইল ক্ষণিক, কিন্তু ধর্মী ব্যাপক; সে বহু ধর্মের আশ্রয়। অতীত ও অনাগত হইল তাহার সামান্যরূপ এবং বর্তমান তাহার বিশেষ রূপ।[১৩৪] যোগদর্শনে বস্তুর ধর্ম-পরিণাম, লক্ষণ-পরিণাম এবং অবস্থাপরিণাম বর্ণিত আছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে।

বৌদ্ধাচার্যগণের মতে সকল বস্তুই ক্ষণিক। পূর্বাপর অবস্থায় অব্যাহত-স্বরূপ ব্যাপক স্থির ধর্মী বলিয়া কোন পদার্থ তাঁহারা স্বীকার করেন না। সাংখ্য ও যোগদর্শনের মতে ধর্ম ও ধর্মী উভয়ই বর্তমান। ধর্মসমূহ ক্ষণিক বটে; কিন্তু ধর্মসমূহের আধার ধর্মী ব্যাপক ও স্থির।

প্রসঙ্গতঃ এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, বৈভাষিক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধাচার্যগণ দ্রব্যমাত্রেরই অনাগত, বর্তমান ও অতীত রূপ ত্রিকালে স্থায়িত্ব স্বীকার করেন। এজন্য তাঁহারা 'সর্বাস্তিত্ববাদী' রূপে প্রসিদ্ধ।[১৩৫]

বৈভাষিক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধাচার্য ভদন্ত ধর্মত্রাত বলেন, সুবর্ণ, মৃত্তিকা ইত্যাদি দ্রব্যগুলি ত্রিকালসৎ। তাহারা একটি ভাব পরিত্যাগ করিয়া অন্যভাব গ্রহণ করে। ইহাতে ভাবের অন্যথাত্ব হয়, কিন্তু দ্রব্যাংশের কোনও পরিবর্তন হয় না। অনাগত, বর্তমান ও অতীত রূপ কালত্রয়ে দ্রব্যাংশ অপরিবর্তিতই থাকে।[১৩৬] এখানে 'ভাব' অর্থে আকৃতি ও রূপাদি গুণবিশেষ অভিহিত হইয়াছে।[১৩৭] মূলীভূত দ্রব্যাংশ অপরিবর্তিত রূপে থাকিলেও এই ভাবের পরিবর্তন জন্যই উহাতে বিভিন্ন আকারে জ্ঞান এবং বিভিন্ন সংজ্ঞা উৎপাদিত হইয়া থাকে। কোনও নূতন আকার বা গুণের আবির্ভাব হইলে দ্রব্যকে

১৩৩। যোগভাষ্যম্ ৩।১৩

১৩৪। শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্মানুপাতী ধর্মী।—যোগদর্শন ৩।১৪। অত্র ব্যাসদেবঃ—য এতেষ্বভিব্যক্তানভিব্যক্তেষু ধর্মেষ্বনুপাতী সামান্যবিশেষাত্মা সোঽন্বয়ী ধর্মী।

১৩৫। তদস্তিবাদাৎ সর্বাস্তিবাদী মতঃ।—বসুবন্ধুকৃতঃ অভিধর্মকোষঃ ৫।২৫ স্ফুটার্থা (যশোমিত্র-প্রণীতা)

১৩৬। ভাবান্যত্বং ভবতীতি। অতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নস্য ভাবস্যান্যথাত্বং ভবতীতার্থঃ। ন দ্রব্যান্যথাত্বম্। ন রূপাদি-স্বলক্ষণস্যান্যথাত্বমিত্যর্থঃ।—অভিধর্মকোষঃ ৫।২৬ স্ফুটার্থা।

১৩৭। কঃ পুনঃ ভাবস্তেনেষ্টঃ? গুণবিশেষঃ যতোঽতীতাদ্যভিধানজ্ঞানপ্রবৃত্তিঃ।—কমলশীলকৃতা তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা পৃঃ ৫০৪

উৎপন্ন এবং উহার তিরোভাবে দ্রব্যকে বিনষ্ট বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই ভাবান্তরের আবির্ভাব ও তিরোভাব ব্যতীত দ্রব্যাংশের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ হয় না। সুবর্ণ হইতে কেয়ূর, হার, বলয় প্রভৃতি বিভিন্ন অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাতে সুবর্ণের পিণ্ডাকৃতি তিরোহিত হয় এবং কেয়ূর, হার, বলয় প্রভৃতি রূপে ইহা আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। ইহাতে সুবর্ণরূপ দ্রব্যাংশ—পিণ্ডাকারে যাহা বিদ্যমান ছিল, কেয়ূর, হার ইত্যাদি আকারেও তাহাই পূর্ববৎ রহিয়াছে। কেবল তাহার আকারের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এইরূপে মৃত্তিকা হইতে ঘটোৎপত্তিকালে মৃত্তিকার পিণ্ডরূপ তিরোহিত হয় এবং ঘটরূপ ভাবের উদয় হয়। দুগ্ধ হইতে যখন দধি প্রস্তুত হয়, তখন দুগ্ধস্থিত রসের তিরোভাব এবং নূতন রসের উৎপত্তি ঘটে; কিন্তু তাহা হইলেও মূলীভূত উপাদানদ্রব্য দুগ্ধ উভয়স্থলে একই থাকে। দুগ্ধকে দধি করিবার জন্য দুগ্ধের উপাদান ব্যতীত অন্য কোন উপাদানের প্রয়োজন হয় না। কেবল দুগ্ধে অম্লদ্রব্য সংযোগ করা হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, দ্রব্যগুলির দ্রব্যাংশ অর্থাৎ ধাতু ত্রিকালসৎ এবং ইহাদের ভাবগুলির নিয়ত পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই ভাবপরিবর্তনের জন্যই দ্রব্যগুলিকে আমরা উৎপন্ন, বিনষ্ট বা অনাগত বলিয়া মনে করিয়া থাকি এবং সেই সেই নামের দ্বারা ব্যবহার করি। ইহা ভদন্ত ধর্মত্রাতের অভিমত।[১৩৮] ইহা সাংখ্যদর্শনের পরিণামবাদের অনুরূপ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ধর্মত্রাত পরিণামবাদী হইলেও সাংখ্যসম্মত প্রধানাদি পদার্থে আস্থাবান্ নহেন। ধর্মের উৎপত্তি, বিনাশ প্রভৃতির ব্যাখ্যাতে তিনি সাংখ্য-সম্মত পরিণামবাদের আশ্রয় লইয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।[১৩৯]

আভাসবাদ

কাশ্মীরের প্রত্যভিজ্ঞামতাবলম্বী পণ্ডিতগণ আভাসবাদ স্বীকার করেন। তাঁহারা পরিণামবাদ বা বিবর্তবাদের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাদের মতে চৈতন্য একমাত্র পরম সত্য পদার্থ। তিনি বিশ্বব্যাপী; আমাদের অনুভবগ্রাহ্য সকল পদার্থ তাঁহাতে অবস্থিত। জগৎ সেই চৈতন্যময়পদার্থের পরিণাম বা বিবর্ত নহে। দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় বাহ্য পদার্থসমূহ চৈতন্যের উপর প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব মাত্র। নিখিল বিশ্ব হইল চৈতন্য-মধ্যবর্তী প্রতিবিম্ব। সর্বশক্তিমান্ চৈতন্যের ইচ্ছাবশে বিশ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।[১৪০] এই প্রকাশকে আভাসস্বরূপ বলা যায়। প্রলয়কালে বিশ্ব পুনরায় সেই সর্বময় চৈতন্যে বিলীন হয়। কাশ্মীরীয় পণ্ডিতগণের মতে প্রতিবিম্ব যাদৃশ সত্য, জগৎ সেইরূপ সত্য; ইহা মিথ্যা

১৩৮। ভাবান্যথাবাদী ভদন্তধর্মত্রাতঃ।—তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা পৃঃ ৫০৪

১৩৯। সাংখ্যপক্ষে নিক্ষেপ্তব্যঃ।—বসুবন্ধুভাষ্যম্—অভিধর্মকোষঃ ৫।২৬ স্ফুটার্থা

১৪০। 'চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ'। "স্বেচ্ছয়া স্বভিত্তৌ বিশ্বমুন্মীলয়তি'।—প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়-সূত্র।

নহে। তবে যে চৈতন্যময় পদার্থকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বের প্রকাশ ঘটে, তাঁহার সত্তা ব্যতীত ইহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই।

পরিণামবাদ, আরম্ভবাদ বিবর্তবাদ, সঙ্ঘাতবাদ ও আভাসবাদের মধ্যে শব্দব্রহ্মবাদিগণের অগ্রগণ্য বাক্যপদীয়কার ভগবান্ ভর্তৃহরি কোন্ মতবাদের পক্ষপাতী ছিলেন—এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। ইহা সুস্পষ্ট যে, আরম্ভবাদ ও সঙ্ঘাতবাদ ভর্তৃহরির অভিপ্রেত ছিল না। কারণ আরম্ভবাদ ও সঙ্ঘাতবাদে পরমাণুসমূহকে প্রত্যেক পদার্থের উপাদান-রূপে স্বীকার করা হইয়াছে; কিন্তু ভর্তৃহরি পরমাণুবাদ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই।

পরবর্তীকালের পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্যাকরণ-দর্শনকে পরিণামবাদী, কেহ কেহ বা তাহাকে বিবর্তবাদী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সর্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচার্য পাণিনীয় দর্শনের আলোচনা সমাপ্ত করিয়া সাংখ্যদর্শনের আলোচনার প্রাক্কালে লিখিয়াছেন যে, সাংখ্যাচার্যগণ কর্তৃক বর্ণিত পরিণামবাদ পরিপন্থী রূপে জাগরূক থাকিলে বিবর্তবাদ কিরূপে আদরণীয় হইতে পারে? ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, মাধবাচার্যের মতে ব্যাকরণদর্শন বিবর্তবাদী।[১৪১] কবি ও নাট্যকার ভবভূতির মতে বিবর্তবাদের উপর শব্দব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত।[১৪২] আবার বাচস্পতি মিশ্র, জয়ন্ত ভট্ট, শান্ত রক্ষিত প্রভৃতি পণ্ডিতগণের গ্রন্থ হইতে অনুমান করা যায় যে, তাঁহাদের সময়ে শব্দব্রহ্মবাদ বিষয়ে দুইটী মত প্রচলিত ছিল। এক সম্প্রদায় বিবর্তবাদ অবলম্বন করিয়া এবং অন্য সম্প্রদায় পরিণামবাদ আশ্রয় করিয়া শব্দব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়কণিকায় বলিয়াছেন যে, বিবর্তবাদী ও পরিণামবাদী উভয় সম্প্রদায়ের আচার্যগণ কর্তৃক শব্দব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[১৪৩]

ভগবান্ ভর্তৃহরি বিবর্তবাদী বা পরিণামবাদী ছিলেন—তাহা তাঁহার গ্রন্থ হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় না। শব্দব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বিবর্ত ও পরিণাম—উভয় সংজ্ঞা একই শ্লোকে প্রয়োগ করিয়াছেন।[১৪৪] ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাঁহার নিকট বিবর্ত ও পরিণাম উভয় সংজ্ঞা একার্থবোধক ছিল। পরবর্তীকালে বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদের মধ্যে পার্থক্য

১৪১। অথ সাংখ্যৈরাখ্যাতে পরিণামবাদে পরিপন্থিনি জাগরূকে কথংকারং বিবর্তবাদঃ আদরণীয়ো ভবেৎ।—সর্বদর্শনসংগ্রহে সাংখ্যদর্শনম্ পৃঃ ৩১১

১৪২। অথ ভগবান্ প্রাচেতসঃ প্রথমং মনুষ্যেষু শব্দব্রহ্মণস্তাদৃশং বিবর্তমিতিহাসং রামায়ণং প্রণিনায়।—উত্তররামচরিতে দ্বিতীয়াঙ্কঃ পৃঃ ৫৪

১৪৩। যে পুনঃ অভিন্নস্য শব্দব্রহ্মণঃ বিবর্তং বা পরিণামং বাহর্থং আচক্ষতে......।—ন্যায়কণিকা পৃঃ ২৯৩

১৪৪। শব্দস্য পরিণামোঽয়মিত্যাম্নায়বিদো বিদুঃ।
ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্ বিশ্বং ব্যবর্তত॥—বাক্যপদীয়ম্ ১।১২১

প্রবল আকার ধারণ করে। ভর্তৃহরির শিষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিবর্তবাদ অবলম্বন করিয়া ভর্তৃহরির শব্দব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। পক্ষান্তরে পরিণামপন্থী ভর্তৃহরির শিষ্যগণ কর্তৃক আপন সিদ্ধান্তানুসারে শব্দব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। বাক্যপদীয় গ্রন্থের টীকাকার পুণ্যরাজ ও হেলারাজ শঙ্করের অদ্বৈতবাদ আশ্রয় করিয়া শব্দব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। পুণ্যরাজের মতে বৈয়াকরণগণের কালশক্তি এবং শঙ্করের অবিদ্যা তত্ত্বতঃ ভিন্ন নহে।[১৪৫]

কিন্তু দেখা যায় যে, পরিণামবাদ বা বিবর্তবাদ অবলম্বন করিয়া ভর্তৃহরির শব্দব্রহ্মবাদকে সুসমঞ্জসভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। ভর্তৃহরির মতে শব্দব্রহ্ম যেরূপ সত্য, শব্দব্রহ্মের শক্তিরূপে অবস্থিত কালশক্তিও সেইরূপ সত্য। শব্দব্রহ্মই কাল-শক্তি।[১৪৬] সুতরাং শব্দব্রহ্মের শক্তি স্বীকারের দ্বারা দ্বৈতাপত্তির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আচার্য শঙ্করের মতে ব্রহ্ম সত্য হইলেও ব্রহ্মের সহিত সহভাবে অবস্থিত কোন শক্তি সত্য নহে। সুতরাং বিবর্তবাদ অবলম্বন করিয়া ভর্তৃহরির সিদ্ধান্তকে সুষ্ঠুরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার পরিণামবাদ অবলম্বন করিয়া শব্দব্রহ্মবাদকে ব্যাখ্যা করিতে যাইলে আপত্তি দেখা যায়। সাংখ্যসিদ্ধান্ত দ্বৈতবাদী; কিন্তু ভর্তৃহরি অদ্বৈতবাদী। সাংখ্যাচার্যগণ বাস্তব পরিণাম স্বীকার করেন; কিন্তু ভর্তৃহরি বাস্তব পরিণামে বিশ্বাসী নহেন। ভর্তৃহরির মতে শব্দব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে ভেদ হইল একটি কল্পিত বস্তু এবং ইহা শব্দব্রহ্মে অবস্থিত শক্তির ক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট। জগৎকে মিথ্যা বলিয়া ভর্তৃহরি কোনও স্থলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই।[১৪৭] ভর্তৃহরি জগতের সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন; আবার জগতের সহিত শব্দব্রহ্মের অভিন্নতাও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তিনি কাশ্মীরীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক স্বীকৃত আভাসবাদের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কাশ্মীরীয় পণ্ডিতগণ ভর্তৃহরির যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হয় যে, ভর্তৃহরি সম্ভবতঃ আভাসবাদের প্রবর্তক ছিলেন।

আরম্ভবাদ, বিবর্তবাদ, সঙ্ঘাতবাদ ও আভাসবাদ আলোচিত হইল এবং সেই

১৪৫। একস্য সর্ববীজস্য ব্রহ্মণঃ তত্ত্বান্যত্বাভ্যাম্ সত্ত্বাসত্ত্বাভ্যাম্ চানির্বাচ্যা শক্তিরূপা স্থিতিঃ।—পুণ্যরাজ-কৃত-বাক্যপদীয়-ব্যাখ্যাগ্রন্থঃ পৃঃ ৩

১৪৬। একমেব যদাম্নাতং ভিন্নং শক্তিব্যপাশ্রয়াৎ।
অপৃথক্ত্বেঽপি শক্তিভ্যঃ পৃথক্ত্বেনৈব বর্ত্ততে ॥—বাক্যপদীয়ম্ ১।২

১৪৭। শব্দেষ্বেবাশ্রিতা শক্তির্বিশ্বস্যাস্য নিবন্ধনী।
যন্নেত্রঃ প্রতিভাত্মায়ম্ ভেদরূপঃ প্রতীয়তে ॥—বাক্যপদীয়ম্ ১।১১৯

সঙ্গে সাংখ্যদর্শনের পরিণামবাদের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য প্রদর্শিত হইল। সাংখ্যদর্শনে আরম্ভবাদ, বিবর্তবাদ, আভাসবাদ বা সজ্ঘাতবাদ গৃহীত হয় নাই।

আরম্ভবাদ-গ্রহণ বিষয়ে সাংখ্যাচার্যগণের আপত্তি এই যে, ন্যায় ও বৈশেষিক মতে সত্য হইতে অসত্যের উৎপত্তি। সত্য কারণ হইতে অসত্য অর্থাৎ অনিত্য কার্যের উৎপত্তি। পরমাণু সত্য, কিন্তু জগৎ অনিত্য। আরম্ভবাদ স্বীকার করিলে সৎ ও অসতের তাদাত্ম্য উপলব্ধ হয় না। সুতরাং কার্যাত্মক কারণ—এই সাংখ্যসিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় না এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে প্রধানের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। এজন্য সাংখ্যাচার্যগণ ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের আরম্ভবাদ স্বীকার না করিয়া পরিণামবাদ স্বীকার করেন।[১৪৮] সাংখ্যমতে কার্যও সৎ, কারণও সৎ। কার্যের উৎপত্তির পূর্বেও কার্য সৎ।, কার্য তখন কারণে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। সাংখ্যদর্শনের মতে কারণ হইল কার্যাত্মক।

বেদান্তদর্শনের বিবর্তবাদের বিরুদ্ধে সাংখ্যদর্শনের বক্তব্য এই যে, বেদান্তমতে কার্য ও কারণ বিসদৃশ। এইমতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, অপর সমস্তই মিথ্যা। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের অভাবে জগতের পারমার্থিক সত্তারূপ ভ্রম হয়। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর ঐ ভ্রম বিদূরিত হয়। তখন মিথ্যা জগৎ বিলীন হইয়া যায়। বিবর্তবাদ স্বীকার করিলে সৎ হইতে সৎ উৎপন্ন—ইহা প্রমাণিত হয় না। পরন্তু জগৎ সত্য বলিয়া সকলের প্রমাণ-সঙ্গত বিশ্বাস ও ব্যবহার। সেই জগৎকে মিথ্যা স্থির করা যুক্তিযুক্ত নহে। এজন্য সাংখ্যদর্শনে বিবর্তবাদ গৃহীত হয় নাই।[১৪৯]

সাংখ্যদর্শন আভাসবাদও গ্রহণ করেন না। সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি জগতের মূল উপাদান। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইতে জগতের সৃষ্টিকার্য আরব্ধ হয়। আভাসবাদে শব্দব্রহ্মের ইচ্ছাবশে বিশ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আভাসবাদ স্বীকার করিলে সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতির অস্তিত্ব ও দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় না।

বৌদ্ধাচার্যগণের ক্ষণিকত্ববাদ গ্রহণ বিষয়েও সাংখ্যাচার্যগণের আপত্তি রহিয়াছে। তাঁহারা বলেন, কার্য ও কারণ সমানগুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। জাগতিক পদার্থ সুখদুঃখ-মোহস্বরূপ হওয়ায় তাহাদের কারণও সুখদুঃখমোহাত্মক হইবে; নতুবা সৎ ও অসৎ-এর তাদাত্ম্য উপলব্ধি হয় না। অভাব হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করিলে এই নিয়ম থাকে না। কারণ যাহা অসৎ, তাহা কখনও সুখদুঃখমোহাত্মক হইতে পারে না। এজন্য শূন্য হইতে জগতের উৎপত্তি—বৌদ্ধদর্শনের এই সিদ্ধান্ত সাংখ্যদর্শন স্বীকার করেন

১৪৮। যেষামপি কণভক্ষাক্ষচরণাদীনাং সত এব কারণাদসতো জন্ম, তেষামপি সদসতোরেকত্বানুপপত্তের্ন কার্যাত্মকং কারণমিতি ন প্রধানসিদ্ধিঃ।—বাচস্পতিঃ (সাংখ্যকারিকা ৯)

১৪৯। অদ্বৈতস্য সতো বিবর্তঃ শব্দাদিপ্রপঞ্চস্তথাপি সতঃ সজ্জায়ত ইতি ন স্যাৎ। ন চাদ্বয়স্য প্রপঞ্চাত্মকত্বমপি ত্বপ্রপঞ্চস্য প্রপঞ্চাত্মকতয়া প্রতীতির্ভ্রম এব।—বাচস্পতিঃ (সাংখ্যকারিকা ৯)

না। সাংখ্যমতে অঙ্কুরের কারণ বীজধ্বংস বা বীজের অভাব নহে। অভাব হইতে কার্যের উৎপত্তি হইলে কার্যের সুব্যবস্থা থাকে না। অভাবের সর্বত্র বিদ্যমানতা হেতু সর্বস্থানে সর্বকালে সর্বকার্যের উৎপত্তি হইতে পারে। যদিও বীজ এবং মৃৎপিণ্ডাদি ধ্বংসের পর অঙ্কুরঘটাদির উৎপত্তি দেখা যায়, তথাপি প্রধ্বংস কারণ নহে; কিন্তু ভাবস্বরূপ বীজাদির অবয়বই অঙ্কুরঘটাদির উৎপত্তির প্রতি কারণ।[১৫০]

সাংখ্যদর্শনের পরিণামের স্বরূপ অন্যান্ত প্রাচীন গ্রন্থেও পাওয়া যায়। **নিরুক্তে** বস্তুর যথাক্রমে ছয়টি অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বার্য্যায়ণির মত বলিয়া নিরুক্তকার উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুর ছয়টি অবস্থা হইল—(১) বস্তুর উৎপত্তি, (২) স্থিতি, (৩) বিপরিণাম, (৪) বৃদ্ধি, (৫) অপক্ষয়, ও (৬) বিনাশ। উৎপত্তি—বস্তুর প্রাদুর্ভাবের প্রথমাবস্থা। স্থিতি—উৎপন্ন বস্তুর অস্তিত্বের অবধারণ। বিপরিণাম—তত্ত্ব হইতে অপ্রচ্যুত বস্তুর বিক্রিয়ামাত্র। বৃদ্ধি—দেহস্থিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উন্নতি বা জয়লাভাদি রূপ অভ্যুন্নতি। অপক্ষয়—বৃদ্ধির বিপরীত অবস্থা। বিনাশ—তিরোভাব। 'বিনাশ' অর্থে বস্তুর অস্তিত্বের ধ্বংস নহে; কিন্তু তাহার বর্তমান অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পরবর্তী অবস্থার প্রথম স্তরে অবতরণ।[১৫১] এখানেও দেখা যায়, ধর্মী বস্তুটি স্থির রহিয়াছে। তাহাতে একটির পর একটি ধর্ম বা রূপের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিতেছে। স্থির বস্তুটি ঐ সকল ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া ব্যাপকভাবে অবস্থান করিতেছে।

মহাভারতে কারণ হইতে কার্যকে ভিন্ন বলা হইয়াছে। মহাভারতের মতে কারণাবস্থায় কার্য ও কারণ অভিন্ন, কিন্তু কার্যাবস্থায় কারণ হইতে কার্য ভিন্ন। মৃত্তিকা ও সুবর্ণ যথাক্রমে ঘট ও মুকুটের কারণ হইলেও মৃত্তিকা ও ঘটের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে; সেইভাবে সুবর্ণ ও মুকুটের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। কার্যের অভিব্যক্তির ব্যাপারে অথবা সত্তাপ্রদানরূপ উপকারে অদৃষ্টাদিসহায়বিশিষ্ট কাল অধিষ্ঠানে প্রভাব বিস্তার করে। ভোগপ্রদ কর্মের উদ্বোধক কাল কার্যের বিভিন্ন রূপ উৎপন্ন

১৫০। যদি পুনরসতঃ সজ্জায়েত, অসন্নিরূপাখ্যং কারণং কথং সুখাদিরূপশব্দাদ্যাত্মকং স্যাৎ, সদসতোস্তা-দাত্ম্যানুপপত্তেঃ। * * যদ্যপি বীজমৃৎপিণ্ডাদিপ্রধ্বংসানন্তরমঙ্কুর-ঘটাদ্যুৎপত্তিরুপলভ্যতে, তথাপি ন প্রধ্বংসস্য কারণত্বমপি তু ভাবস্যৈব বীজাদ্যবয়বস্য। অভাবাত্তু ভাবোৎপত্তৌ তস্য সর্বত্র সুলভত্বাৎ সর্বত্র সর্বকার্যোৎপাদপ্রসঙ্গঃ। —বাচস্পতিঃ (সাংখ্যকারিকা ৯)

১৫১। ষড়্ ভাববিকারা ভবন্তীতি বার্ষ্যায়ণিঃ। জায়তেঽস্তি বিপরিণমতে বর্ধতেঽপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি। জায়ত ইতি পূর্বভাবস্যাদিমাচষ্টে, নাপরভাবমাচষ্টে, ন প্রতিষেধতি। অস্তীত্যুৎপন্নস্য সত্ত্বস্যাবধারণম্। বিপরিণমত ইত্যপ্রচ্যবমানস্য তত্ত্বাদ্বিকারম্। বর্ধত ইতি স্বাঙ্গাভ্যুচ্চয়ং সাংযৌগিকানাং বার্থানাম্; বর্ধতে বিজয়েনেতি বা বর্ধতে শরীরেণেতি বা। অপক্ষীয়ত ইত্যনেনৈব ব্যাখ্যাতঃ প্রতিলোমম্। বিনশ্যতীত্যপরভাবস্যাদিমাচষ্টে, ন পূর্বভাবমাচষ্টে, ন প্রতিষেধতি। অতোঽন্যে ভাববিকারা এতেষামেব বিকারা ভবন্তীতি হ স্মাহ।—নিরুক্তম্ পৃঃ ৯-১০

করে।[১৫২] এখানে বেদান্তদর্শনের মতের সহিত মহাভারতের মতের সামঞ্জস্য দেখা যায়। বেদান্তমতে ব্রহ্ম জগতের কারণ ; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। জগৎ কার্যাবস্থায় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, কিন্তু কারণাবস্থায় অভিন্ন। পক্ষান্তরে সাংখ্যমতে কার্য ও কারণ অভিন্ন। তবে সাংখ্যদর্শন যেরূপ বস্তুর বিনাশ স্বীকার করেন না, কারণ হইতে কার্যের উৎপত্তি এবং কারণে কার্যের তিরোভাব বলেন, মহাভারতেও অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। মহাভারতে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি এবং ব্রহ্মেই জগতের লয় বলা হইয়াছে। সাগরের তরঙ্গসমূহ যেরূপ সাগর হইতে উত্থিত হইয়া সাগরে পুনরায় বিলীন হয়, সংসারও সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনরায় ব্রহ্মে লয় পায়।[১৫৩] আবার মহাভারতে বস্তুর পরিণামের যে স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সাংখ্যদর্শনানুযায়ী। মহাভারতে বলা হইয়াছে—যাহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, জীর্ণাবস্থা ও নাশ আছে, তাহা ব্যক্ত এবং যাহা বিপরীত-লক্ষণযুক্ত, তাহা অব্যক্ত।[১৫৪] এখানে দেখা যায়, বস্তু অনাগতাবস্থা হইতে বর্তমান অবস্থায় এবং পরে অবস্থান্তরে গমন করে ; কিন্তু বস্তুর বস্তুত্ব কোন অবস্থায় বিনষ্ট হয় না। বস্তুর স্বরূপ সর্বদা অক্ষুণ্ণ থাকে। বস্তু স্থির, কিন্তু তাহার ধর্মসমূহ বা অবস্থাগুলি অস্থায়ী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সৎকার্যবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। গীতা বলিয়াছেন—যে বস্তু সৎ, তাহার কখনও অভাব হয় না। আবার যাহা অসৎ, শত চেষ্টাতেও তাহার উৎপত্তি কখনও সম্ভবপর নহে। যাহা সৎ, তাহা চিরকালই বিদ্যমান থাকিবে।[১৫৫] গীতার মতে ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি, আবার ঈশ্বরে জগতের বিলয়।[১৫৬] সুতরাং দেখা যায় যে, সাংখ্যের মত শ্রীমদ্গীতাও বস্তুর বিনাশ স্বীকার করেন না। উপাদান কারণ হইতে বস্তুর আবির্ভাব এবং সেই উপাদান কারণে আবার বস্তুর তিরোভাব ঘটে মাত্র। গীতার মতে কার্য ও কারণ অভিন্ন।

১৫২। নাত্যেতি কারণং কার্যং ন কার্যং কারণং তথা।
কার্যাণাঞ্চূপকরণে কালো ভবতি হেতুমান্ ॥—মহাভারতম্ ১২।২০৪।১১

নাত্যেতীতি। ব্রহ্মজগতোরিব কার্য-কারণয়োর্বিষমসত্তাকত্বাদন্যোঽন্যস্মিন্ প্রবেশঃ কনককুণ্ডলাদিবন্ন ঘটত ইত্যর্থ ইতি নীলকণ্ঠঃ।

১৫৩। ততঃ সৃষ্টানি তত্রৈব তানি যান্তি পুনঃ পুনঃ।
মহাভূতানি ভূতেষু সাগরস্যোর্ময়ো যথা ॥—মহা ১২।১৮৭।৫

১৫৪। প্রোক্তং তদ্ব্যক্তমিত্যেব জায়তে বর্ধতে চ যৎ।
জীর্যতে ম্রিয়তে চৈব চতুর্ভির্লক্ষণৈর্যুতম্।
বিপরীতমতো যত্তু তদব্যক্তমুদাহৃতম্ ॥—মহা ১২।২২৮।২৯-৩০

১৫৫। নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।—গীতা ২।১৬

১৫৬। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥—গীতা ৭।৬—৭

চরকও সৎকার্যবাদ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। চরকের মতে অব্যক্ত হইতে জগতের উৎপত্তি এবং অব্যক্তে জগতের লয়।[১৫৭] বস্তুর বিনাশ তিনি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে বস্তুর উৎপত্তি হইল—বিদ্যমান পদার্থের এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গমন। সুতরাং সাংখ্যদর্শনে বস্তুর পরিণামের যে স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, চরকও পরিণামের সেই স্বরূপকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।[১৫৮] সদ্-বস্তুর শুধু উপাদান কারণ হইতে আবির্ভাব ও উপাদান কারণে তিরোভাব ঘটে ; তাহার নাশ নাই।

সাংখ্যদর্শনের ন্যায় **মনু**ও সৎকার্যবাদের পক্ষপাতী। মনুর মতে অসৎ হইতে সৎ-এর উৎপত্তি হয় না এবং সৎ হইতে অসৎ জন্মে না। পক্ষান্তরে সৎ হইতেই সৎ-এর উৎপত্তি হয়। তাঁহার মতে পরম ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি এবং পরম ব্রহ্মে জগতের বিলয়। বস্তু যখন কারণের মধ্যে অবস্থান করে, তখন তাহার কার্যকারিতা দেখা যায় না বটে, তবে সেই অবস্থায় বস্তুকে অসৎ বলিতে পারা যায় না। উৎপত্তির পূর্বেও বস্তু সৎ, বিলয়ের পরও বস্তু সৎ। সৎ বস্তুর নাশ নাই।[১৫৯]

যোগী **যাজ্ঞবল্ক্য**ও সৎকার্যবাদ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তিনি বলেন, সৃষ্টি-কালে বুদ্ধ্যাদি বিকারসমূহ যে ক্রমে যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, প্রলয়কালে তাহারা সেই ক্রমে তাহাদের প্রকৃতিতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে।[১৬০] সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের মতে বস্তুর বিনাশ নাই। সৎ বস্তু হইতেই সৎ বস্তুর উৎপত্তি।

ব্যক্তের লক্ষণ বর্ণনা করিয়া **অশ্বঘোষ** বুদ্ধচরিতে বলিয়াছেন, যাহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, জীর্ণাবস্থা ও নাশ আছে, তাহা ব্যক্ত। যাহা ইহার বিপরীত-লক্ষণযুক্ত তাহা অব্যক্ত।[১৬১] এখানে দেখা যায়, ধর্মী স্থির রহিয়াছে, কেবল তাহার এক ধর্মের তিরোভাব এবং অন্য ধর্মের আবির্ভাব ঘটিতেছে। মহাভারতের ব্যক্ত পদার্থের লক্ষণের সহিত অশ্বঘোষের ব্যক্তপদার্থের লক্ষণের সাদৃশ্য রহিয়াছে। সাংখ্যদর্শনে পরিণাম সম্বন্ধে এই একই কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে সাংখ্যোক্ত পরিণামবাদের ইঙ্গিত রহিয়াছে—ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

১৫৭। অব্যক্তাদ্ ব্যক্ততাং যাতি ব্যক্তাদব্যক্ততাং পুনঃ ॥—চরকসংহিতা—শারীর ১।৬৮

১৫৮। সতো হ্যবস্থান্তরগমনমাত্রমেব হি জন্ম চোচ্যতে।—চরকসংহিতা—শারীর ৩।৮

১৫৯। আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ ॥—মনুসংহিতা ১।৫

অত্র কুল্লুকঃ—ন চ নাসীদেবেতি বাচ্যং তদানীং শ্রুতিসিদ্ধত্বাৎ। তথাচ শ্রূয়তে—'তদ্ধেদন্তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ' (বৃহদারণ্যক ১।৪।৭), 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ' (ছান্দোগ্য ৬।২।১)। ইদং জগৎ সদেবাসীৎ ব্রহ্মাত্মনা আসীদিত্যর্থঃ। সচ্ছব্দো ব্রহ্মবাচকঃ। অতএব প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ স্বকার্যাক্ষমমিত্যর্থঃ ॥ অত্র মেধাতিথিঃ—নাসতঃ সত উৎপত্তিঃ। উক্তং চ 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, কথমসতঃ সজ্জায়েত' ইত্যাদ্যুপনিষৎসু।

১৬০। যো যস্মান্নিঃসৃতশ্চৈষাং স তস্মিন্নেব লীয়তে।—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা—প্রায়শ্চিত্ত ৪।১৮০

১৬১। জায়তে জীর্যতে চৈব বর্ধতে ম্রিয়তে চ যৎ।
তদ্ ব্যক্তমিতি বিজ্ঞেয়মব্যক্তং তু বিপর্যয়াৎ ॥—বুদ্ধচরিতম্ ১২।২২

চতুর্থ অধ্যায়

গুণত্রয়

সাংখ্যমতে প্রধান বা প্রকৃতি হইতে জগতের পরিণতি—ইহা পূর্বাধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন প্রধানের স্বরূপ, মহান্ অহঙ্কার প্রভৃতি বিকারবর্গ হইতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য, প্রধানের প্রবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা প্রয়োজন। সাংখ্যদর্শনে প্রধানকে ত্রিগুণাত্মক বলা হইয়াছে।[১] প্রধান-বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনার পূর্বে গুণত্রয়ের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা বর্তমান অধ্যায়ে করা হইতেছে।

সাংখ্যদর্শনে প্রসিদ্ধ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—গুণত্রয় দ্রব্যরূপে পরিগণিত; কারণ সত্ত্বাদি সংযোগবিভাগশীল এবং এই গুলিতে লঘুত্ব, চলত্ব, গুরুত্ব প্রভৃতি ধর্ম বর্তমান। ইহারা বৈশেষিকদর্শনে বর্ণিত গুণ নহে। বৈশেষিকমতে গুণ দ্রব্যাশ্রিত; কিন্তু সত্ত্বাদি গুণ দ্রব্যস্থানীয়। সত্ত্বাদি যদি গুণপদার্থ হইত, তাহা হইলে উহাদের সংযোগ-বিয়োগাদি থাকিত না।[২] সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ পরার্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া গুণপদবাচ্য।[৩] সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রধানের উপকারক রূপে প্রসিদ্ধ। প্রধান হইলেন সত্ত্বাদিগুণের সমষ্টিরূপ। ব্যষ্টির পরিণাম ব্যতীত সমষ্টির পরিণাম সম্ভব নয়। সত্ত্বাদির পরিণামের ফলেই প্রধানের জগৎ-সৃষ্টিকার্যে সামর্থ্য জন্মায়; নতুবা প্রধান হইতে জগতের উৎপত্তি সম্ভব হইত না। এজন্য প্রধানের উপকারক হওয়ায় সত্ত্বাদিকে গুণ বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, পুরুষরূপ পশুকে সংসারের ভোগে আবদ্ধ করিবার জন্য মহান্ প্রভৃতি রজ্জুর উপাদান হওয়ায় সত্ত্বাদিতে গুণশব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে।[৪] তৃতীয়তঃ, মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের অধীন হওয়ায় সত্ত্বাদিকে গুণসংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। সত্ত্বাদি গুণগুলি নিত্য পরিণামশীল।[৫] গুণগুলির পরস্পরের গৌণমুখ্যভাবে বিভিন্নরূপে সংস্থানের ফলে জাগতিক বস্তুনিচয় বিভিন্ন আকারে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়।

১। ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানম্।—সাংখ্যকারিকা ১১

২। সত্ত্বাদীনি দ্রব্যাণি, ন বৈশেষিকা গুণাঃ সংযোগবিভাগবত্ত্বাৎ, লঘুত্বচলত্বগুরুত্বাদি-ধর্মকত্বাচ্চ।—সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যম্ ১।৬১

৩। গুণা ইতি পরার্থাঃ।—বাচস্পতিঃ সা. কা ১২

৪। তেষত্র শাস্ত্রে শ্রুত্যাদৌ চ গুণশব্দঃ পুরুষোপকরণত্বাৎ পুরুষপশুবন্ধকত্রিগুণাত্মকমহদাদিরজ্জু-নির্মাতৃত্বাচ্চ প্রযুজ্যতে।—সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যম্ ১।৬১

৫। চলঞ্চ গুণবৃত্তম্।—যোগভাষ্যম্ ২।১৫

বস্তুগুলি সত্ত্বাদিগুণসমূহ হইতে কখনও বিভিন্ন নহে। কারণ, সাংখ্যদর্শনে কার্য ও উপাদান কারণের অভিন্নতা স্বীকৃত হইয়াছে।[৬] সত্ত্বাদি গুণগুলি অতীন্দ্রিয়; ইহাদের কার্য বা পরিণাম হইতে ইহাদিগকে অনুমান করা যায়।[৭] গুণগুলির সূক্ষ্মতা বিষয়ে যুক্তিদীপিকায় বলা হইয়াছে যে, পরমর্ষি কপিলের নিকটও সত্ত্বাদিগুণগুলির কার্যমাত্র প্রত্যক্ষ, কিন্তু গুণগুলি নহে; কারণ শক্তিরূপে অবস্থিত গুণগুলি অসংবেদ্য।[৮]

সত্ত্বগুণ সুখস্বরূপ, রজোগুণ দুঃখস্বরূপ এবং তমোগুণ মোহস্বরূপ। প্রকাশের জন্য সত্ত্বগুণের, প্রবৃত্তির জন্য রজোগুণের এবং সংযমনের জন্য তমোগুণের প্রয়োজনীয়তা সাংখ্যশাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। গুণগুলির স্বভাব হইল—ইহারা পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে, পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে; আবার ইহারা পরস্পর পরস্পরের পরিণামের প্রতি হেতু এবং পরস্পর পরস্পরের নিত্য সহচর।[৯] সত্ত্বগুণের ধর্ম লঘুতা ও প্রকাশ, রজোগুণের ধর্ম কার্যকারিতা ও প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের ধর্ম গুরুতা ও আবরণ।[১০] সত্ত্বগুণ লঘু বলিয়া সত্ত্বগুণের প্রভাবে অগ্নি প্রভৃতির ঊর্দ্ধগমন এবং বায়ু প্রভৃতির তির্যগ্‌গমন সম্ভব হয়। আবার সত্ত্বগুণের ফলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিষয়গ্রহণে সমর্থ হয়; এই ক্ষিপ্রতাও লঘুতার ফল। সত্ত্বগুণ প্রকাশধর্মী হওয়ায় সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে বুদ্ধির তমোগুণ অভিভূত হইয়া সত্ত্বগুণ যখন প্রবল হয়, তখন বুদ্ধিতে পুরুষ-প্রতিবিম্ব পতিত হয় এবং বুদ্ধিতত্ত্বগত জ্ঞান, সুখাদি দ্বারা পুরুষ নিজেকে জ্ঞানী, সুখী ইত্যাদি মনে করে। সত্ত্বগুণের সম্পর্ক ব্যতীত বুদ্ধিতে পুরুষ-প্রতিবিম্ব পতিত হইতে পারে না। এজন্য সত্ত্বগুণকে প্রকাশধর্মী বলা হয়। সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশময় হইলেও স্বয়ং ক্রিয়াহীন। পক্ষান্তরে রজোগুণ স্বয়ং ক্রিয়াশীল এবং প্রবর্তক অর্থাৎ চালক। রজোগুণের সহিত সত্ত্বগুণের মিলনের ফলে রজোগুণের প্রভাবেই সত্ত্বগুণের কার্যতৎপরতা প্রকাশ পায়। সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ জগতের শৃঙ্খলা রাখিতে অসমর্থ। কারণ ক্রিয়োন্মুখ রজোগুণ এবং কার্যতৎপর সত্ত্বগুণ একত্র মিলিত হইলে সত্ত্বগুণের সকল কার্য একসঙ্গে বিপুল আকারে প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে। এই কারণে প্রয়োজন হয় নিয়ামক তমোগুণের; যেমন অগ্নির ঊর্দ্ধগতি হইলেও আকাশমার্গ

৬। সর্বমিদং গুণানাং সন্নিবেশবিশেষমাত্রমিতি পরমার্থতো গুণাত্মানঃ।—যোগভাষ্যম্ ৪।১৩

৭। গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি।
যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্॥—যোগভাষ্যম্ ৪।১৩

৮। পরমর্ষেরপি গুণানাং কার্যমেব প্রত্যক্ষং, ন শক্তিমাত্রেণাবস্থানামসংবেদ্যত্বাৎ।—যুক্তিদীপিকা পৃঃ ৭২

৯। প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ॥—সাংখ্যকারিকা ১২

১০। সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥—সাংখ্যকারিকা ১৩

পর্যন্ত উঠিতে পারে না। এখানে গুরুত্বধর্মযুক্ত তমোগুণ অগ্নির ঊর্দ্ধগতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। গুরুত্ব কার্যতৎপরতার এবং ঊর্দ্ধগমনের প্রতিবন্ধক। সত্ত্বরজোগুণের সকল কার্য সম্বন্ধে তমোগুণ এইরূপ বাধা সৃষ্টি করে। তবে সত্ত্ব বা রজোগুণ যখন প্রবল হয়, তখন তমোগুণের বাধা অতিক্রম করিয়া কার্য করিতে সমর্থ হয়; এজন্য অগ্নির কিছুটা ঊর্দ্ধগমন হয়; নতুবা তাহাও হইত না। পক্ষান্তরে নিষ্ক্রিয় তমোগুণের কার্যে প্রবৃত্তির পূর্বে রজোগুণের সাহায্য আবশ্যক। রজোগুণের সাহায্য ব্যতিরেকে তমোগুণ স্বকার্য-সাধনে সমর্থ হয় না।

সত্ত্বাদিগুণগুলির একটি প্রবল হইলে অপর দুইটী গুণ অভিভূত অবস্থায় অবস্থান করে। তিনটি গুণ একই সময়ে তুল্যবলবিশিষ্ট হয় না। যখন সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, তখন উহা রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া নিজের শান্তগুণ প্রকাশ করে। এইভাবে রজোগুণ প্রবল হইলে তমোগুণ ও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া নিজের ঘোররূপ প্রকাশ করে। আবার কখনও বা তমোগুণ প্রবল হইয়া সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া নিজের মূঢ়স্বরূপকে প্রকাশ করে।[১১] কোনও বস্তু একান্তভাবে সুখস্বরূপ, বা দুঃখস্বরূপ, বা মোহস্বরূপ নহে। বস্তুমাত্রই ত্রিগুণাত্মক। তবে গুণগুলির মধ্যে একটি প্রবল এবং অপর দুইটি গৌণভাবে অবস্থান করায় অবচ্ছেদ-ভেদে বস্তুগুলি বিভিন্ন আকারে প্রতিভাত হয়। যেমন রূপ-যৌবন-সম্পন্না নারী স্বামীর সুখের কারণ হয়; কারণ স্বামীর প্রতি তাহার সুখাত্মক সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়াছে। অন্য দুইটী গুণ তখন গৌণভাবে অবস্থান করিতেছে। সেই নারী সপত্নীর দুঃখের কারণ। সপত্নীর প্রতি তাহার দুঃখাত্মক রজোগুণ প্রবল; অন্য দুইটী দুর্বল। আবার সেই নারীকে লাভ করিতে না পারায় দুঃখিত ব্যক্তির প্রতি সেই নারী মোহের কারণ। সেই পুরুষের প্রতি নারীর মোহাত্মক তমোগুণ প্রবল হইয়াছে; অন্য দুইটী গুণ তখন গৌণভাবে বর্তমান রহিয়াছে। এইভাবে ভুজঙ্গ ভুজঙ্গীর প্রতি সুখস্বরূপ, সর্পদষ্ট ব্যক্তির প্রতি দুঃখস্বরূপ এবং যে ব্যক্তির প্রতি ফণা উন্নত করিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহার প্রতি মোহস্বরূপ।

সত্ত্বাদিগুণগুলি লঘুতা ও গুরুতা, ক্রিয়াতৎপরতা ও ক্রিয়াবিমুখতা, কার্যোন্মুখিতা ও নিষ্ক্রিয়তা প্রভৃতি ধর্মবিশিষ্ট হইয়া পরস্পরের বিরোধী হইলেও কার্যকালে তাহারা বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করে না; পরন্তু ভোক্তার অদৃষ্টগুণে একসঙ্গে মিলিত হইয়া কার্য-সাধনানুকূলভাব প্রকাশ করে।[১২] উদাহরণস্বরূপে বাত-পিত্ত-কফ এবং বর্ত্তি-তৈল-অগ্নির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাত, পিত্ত ও কফ পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট হইয়াও

১১। এষামন্যতমেনার্থবশাদুদ্ভূতেনান্যদভিভূয়তে। তথাহি সত্ত্বং রজস্তমসী অভিভূয় শান্তামাত্মনো বৃত্তিং প্রতিলভতে। এবং রজঃ সত্ত্বতমসী অভিভূয় ঘোরাম্। এবং তমঃ সত্ত্বরজসী অভিভূয় মূঢ়াম্।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ১২)

১২। পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্যতে করণম্।—সাংখ্যকারিকা ৩১

একত্র মিলিত হইয়া জীবের শরীর রক্ষা করে। সেইরূপ প্রদীপের অগ্নিতে তৈল ঢালিয়া দিলে অগ্নি নির্বাপিত হয়। বর্ত্তি প্রদীপের তৈলকে শোষণ করিতে পারে। আবার অগ্নি বর্ত্তিকে ধ্বংস করিতে সক্ষম। এইরূপে উহারা পরস্পরবিরোধী হইলেও অগ্নি, বর্ত্তি ও তৈল একসঙ্গে মিলিত হইয়া চতুর্দিক আলোকিত করে। গুণগুলির পরস্পর মিলিত হইয়া কার্যসাধনোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্র শাস্ত্রান্তর হইতে প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন।[১৩] যুক্তিদীপিকায় এই বিষয়টি আরও একটু বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, পরস্পরবিরোধী সমবলশালী দুইটী বস্তু কার্যকালে পরস্পরের বাধা সৃষ্টি করিতে পারে; কিন্তু উহাদের মধ্যে একটি ক্ষীণ-শক্তি ও অপরটি প্রবল হইলে এই বাধার সৃষ্টি হয় নাই; অধিকন্তু যেটি দুর্বল, তাহা প্রবলের সহিত একত্র অবস্থান করে এবং কার্যসাধন বিষয়ে তাহার সাহায্য করে; যেমন জল ও অগ্নি পরস্পরবিরোধী; কিন্তু তাহারা মিলিত হইয়া উষ্ণতা ও রন্ধনকার্য নিষ্পন্ন করে। এখানে অগ্নির প্রাবল্য ও জলের দুর্বলতা বর্তমান। অগ্নির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ হইয়া জলও উষ্ণ হয় এবং রন্ধনে সাহায্য করে। জলের সাহায্য ব্যতীত কেবল অগ্নির দ্বারা রন্ধন কার্য সম্পন্ন হয় না। পক্ষান্তরে যদি জল ও অগ্নি উভয়ে প্রবল হইত, তাহা হইলে পরস্পর পরস্পরের বাধার সৃষ্টি করিত এবং অভীষ্ট কার্য সম্পন্ন হইত না। আলো ও ছায়া, উষ্ণ ও শীতল প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও এই কথা।[১৪] যুক্তিদীপিকাকার তাঁহার যুক্তি সমর্থন করিবার জন্য বার্ষগণ্যের বচন উল্লেখ করিয়াছেন। যোগভাষ্যেও[১৫] এই উদ্ধৃতিটি পাওয়া যায়। তবে এই অংশটি যে বার্ষগণ্যের বিবৃতি, তাহা যোগভাষ্যে উল্লিখিত হয় নাই। বাচস্পতি মিশ্র তত্ত্ববৈশারদীতে ইহা পঞ্চশিখের বচন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১৬] সত্ত্বাদি গুণগুলির একটি প্রবল হইলে অপর দুইটি গৌণভাব অবলম্বন করে বটে, তবে একের শক্তি অন্যের শক্তির সহিত সঙ্কীর্ণ হয় না;

১৩। "অন্যোঽন্যমিথুনাঃ সর্বে সর্বে সর্বত্রগামিনঃ।
রজসো মিথুনং সত্ত্বং সত্ত্বস্য মিথুনং রজঃ॥
তমসশ্চাপি মিথুনে তে সত্ত্বরজসী উভে।
উভয়োঃ সত্ত্বরজসোর্মিথুনং তম উচ্যতে।
নৈষামাদিঃ সম্প্রয়োগো বিয়োগো বোপলভ্যতে॥"—বাচস্পতিঃ (সাংখ্যকারিকা ১২)

১৪। কা পুনরত্র যুক্তির্যেন বিরোধিনামেককার্যতা ভবতীতি? উচ্যতে—গুণপ্রধানভাবাৎ। গুণভূতো হি প্রতিযোগী প্রধানভূতেন তদুপকারকত্বাৎ বিরুধ্যত ইতি সংসর্গেণ বর্তিতুমুৎসহতে। তুল্যবলয়োস্তু দ্বয়োঃ সত্যমেব সহাবস্থানস্য নাস্তি সম্ভবঃ। তথাচ ভগবান্ বার্ষগণ্যঃ পঠতি—'রূপাতিশয়া বৃত্ত্যতিশয়াশ্চ বিরুধ্যন্তে, সামান্যানি ত্বতিশয়ৈঃ সহ বর্তন্তে'। তদ্ যথা জলাগ্নী পচনীয়ক্লেদনীয়েষু কার্যেষু, ছায়াতপৌ চ সূক্ষ্মরূপপ্রকাশনে, শীতোষ্ণে চ প্রজাবস্থিতৌ। এবং তৎ। সিদ্ধঃ প্রদীপবৎ সত্ত্বরজস্তমসাং বিরোধেঽপি সহভাবঃ।—যুক্তিদীপিকা পৃঃ ৭২

১৫। যোগভাষ্যম্ ২।১৫, তথা যোগভাষ্যম্ ৩।১৩

১৬। অত্রৈব পঞ্চশিখাচার্যসম্মতিমাহ—উক্তঞ্চ 'রূপাতিশয়া' ইত্যাদি।—বাচস্পতিঃ (যোগভাষ্যম্ ৩।১৩)

যেমন শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্ত—এই তিনটি সূত্রের সম্মিলনে একটি রজ্জু প্রস্তুত হইলেও শ্বেত কৃষ্ণ ও রক্ত সূত্রগুলি পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করে। এখানেও সেই ব্যবস্থা।[১৭]

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সংখ্যায় অনন্ত। অনন্ত এই গুণত্রয় পরস্পর সংযোগ-বিয়োগ এবং হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা কার্যবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে।[১৮] যদি গুণগুলি সংখ্যায় এক এবং সর্বব্যাপী হইত, তাহা হইলে গুণবিমর্দের ফলে কার্যবৈচিত্র্য ঘটে—এই সিদ্ধান্ত উপপন্ন হইত না। তাছাড়া, সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে এক এক ব্যক্তিমাত্র স্বীকার করিলে তাহাদিগের হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে না।[১৯] এই গুণগুলির সংযোগ-বিয়োগের ফলে যখন কার্য-বৈচিত্র্য ঘটে, তখন যে গুণটি প্রবল হয়, সেই গুণেই সেই বিশেষ অবস্থা পরিচিত হয়।[২০]

সাংখ্যদর্শন ও মহাভারত

মহাভারতে গুণত্রয় বিষয়ে আলোচনা রহিয়াছে। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। প্রকৃতিতে যে যে রূপ আছে, সত্ত্বাদি গুণগুলিতেও সেই সকল রূপ বিদ্যমান। শ্রুতিতে প্রকৃতিকে রক্ত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণযুক্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[২১] সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ—এই তিনটী বর্ণ আছে।[২২]

মনের প্রসন্নতা, হর্ষনিবন্ধন প্রীতি, নিশ্চয়, ধৈর্য, আনন্দ, সুখ প্রভৃতি সত্ত্বগুণের ফল। এইগুলি চিত্তের বৈরাগ্যবশে অথবা ইষ্টবস্তু লাভের ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, দর্প, অসন্তোষ, পরিতাপ, শোক, লোভ, অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি রজোগুণের ফল। মোহ, নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্লান্তি, অবিবেচনা, অনবধানতা, কর্মে স্পৃহাহীনতা প্রভৃতি তমোগুণের ফল।[২৩] মহাভারতে একাধিক স্থলে সত্ত্বাদি গুণগুলির ধর্মের উল্লেখ পাওয়া

১৭। পরস্পরাঙ্গাঙ্গিত্বেঽপ্যসংভিন্নশক্তিপ্রবিভাগাঃ।—যোগভাষ্যম্ ২।১৮

১৮। এবমেতে গুণা ইতরেতরাশ্রয়েণোপার্জিতসুখদুঃখমোহপ্রত্যয়া ইতি সর্বে সর্বরূপা ভবন্তীতি।—যোগভাষ্যম্ ২।১৫

১৯। সত্ত্বাদিত্রয়মপি প্রত্যেকং ব্যক্তিভেদাদনন্তম্। অন্যথা বিভুমাত্রত্বে গুণবিমর্দবৈচিত্র্যাৎ কার্য-বৈচিত্র্যমিতি সিদ্ধান্তো নোপপদ্যতে। গুণানাং সত্ত্বাদীনামেকৈকব্যক্তিমাত্রত্বে বৃদ্ধিহ্রাসাদিকং নোপপদ্যতে।—সাংখ্যপ্রবচন—ভাষ্যম্ ১।১২৮

২০। গুণপ্রধানভাবকৃতস্ত্বেষাং বিশেষঃ।—যোগভাষ্যম্ ২।১৫

২১। অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্।—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪।৫

২২। শুক্ললোহিতকৃষ্ণানি রূপাণ্যেতানি ত্রীণি তু।
সর্বাণ্যেতানি রূপাণি জানীহি প্রাকৃতানি বৈ॥—মহা ১২।২৯১।৪৫

২৩। সুখস্পর্শঃ সত্ত্বগুণো দুঃখস্পর্শো রজোগুণঃ।
তমোগুণেন সংযুক্তো ভবতোঽব্যাবহারিকৌ॥
তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেৎ।
বর্ততে সাত্ত্বিকো ভাব ইত্যবেক্ষেত তত্তদা॥
অথ যৎ দুঃখসংযুক্তমতুষ্টিকরমাত্মনঃ।
প্রবৃত্তং রজ ইত্যেব তন্নসংরভ্য চিন্তয়েৎ॥

যায়।[২৪] এই গুণগুলির মধ্যে যাহা দেহে বা মনে প্রীতিযুক্ত হইয়া উপস্থিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক ভাব এবং সেই ভাবকে সত্ত্বগুণের ফল বলিয়া জানিতে হইবে। যাহা নিজের অসন্তোষজনক বা অপ্রীতিকর হইবে, তাহার মূলে রজোগুণ রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। আবার যে সময়ে মোহযুক্ত অবস্থা উপস্থিত হইবে, কোন বিষয়েই জ্ঞানের উদয় হইবে না, তর্ক দ্বারা কিছু বুঝা যাইবে না এবং ভাবনা দ্বারাও কোন বোধ হইবে না, সেই সময়ে চিত্তে তমোগুণ কাজ করিতেছে স্থির করিতে হইবে।[২৫] যেমন একটি দীপ হইতে সহস্র দীপ প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ একই প্রকৃতি পুরুষকে বিবিধ গুণযুক্ত করিয়া থাকেন।[২৬] সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া মূঢ় জীবগণ চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে থাকে।

মহাভারতে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের যে পরিচয় আছে, তাহা সাংখ্যদর্শনানুযায়ী। সাংখ্যোক্ত গুণাবলীর ফলসমূহ মহাভারতে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই বিষয়ে মহাভারতে সাংখ্যদর্শনের প্রভাব অনুমান করা যাইতে পারে।

সাংখ্যদর্শন ও ভগবদ্গীতা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় গুণত্রয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়। শ্রীমদ্গীতার মতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত।[২৭] নির্মলতা হেতু সত্ত্বগুণ প্রকাশক ও

অথ যন্ মোহসংযুক্তমব্যক্তমিব যদ্ ভবেৎ।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ।
প্রহর্ষঃ প্রীতিরানন্দঃ সুখং সংশান্তচিত্ততা।
কথঞ্চিদভিবর্তন্ত ইত্যেতে সাত্ত্বিকা গুণাঃ॥
অতুষ্টিঃ পরিতাপশ্চ শোকো লোভস্তথাক্ষমা।
লিঙ্গানি রজসস্তানি দৃশ্যন্তে হেত্বহেতুভিঃ॥—মহা ১।৮৭।২৯-৩৪

২৪। মহাভারতম্—১২।২০৫।২২-২৩, তথা ১২।২১২।২৩-২৮, ১২।৩০১।১৭-২৫

২৫। অত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেৎ।
বর্ত্ততে সাত্ত্বিকো ভাব ইত্যপেক্ষেত তত্তথা॥
যত্তু সন্তাপসংযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।
প্রবৃত্তং রজ ইত্যেব তত্তদভিচিন্তয়েৎ।
অথ যন্মোহসংযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেৎ।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ॥—মহা ১২।২১২।২৯-৩১

২৬। যথা দীপসহস্রাণি দীপান্ মর্ত্যাঃ প্রকুর্বতে।
প্রকৃতিস্তথা বিকুরুতে পুরুষস্ত গুণান্ বহূন্॥—মহা ১২।৩০১।১৬

২৭। সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ॥—গীতা ১৪।৫

শান্ত। ইহা জীবগণকে সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা বদ্ধ রাখে। রজোগুণ অনুরাগাত্মক ; ইহা জীবকে কর্মে ব্যাপৃত করে। তমোগুণ আবরণশক্তিবিশিষ্ট ; ইহা জীবকে প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত রাখে।[২৮]

জীবের অদৃষ্টবশে যখন সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, তখন ইহা রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া জীবকে সুখসাধনে ব্যাপৃত রাখে। এইভাবে রজোগুণ প্রবল হইলে ইহা সত্ত্ব ও তমোগুণকে আচ্ছন্ন করিয়া জীবকে তৃষ্ণা, আসক্তি প্রভৃতিতে সংশ্লিষ্ট করে। আবার তমোগুণ প্রবল হইলে সত্ত্ব ও রজোগুণ অভিভূত হয় এবং তখন জীব নিদ্রা, প্রমাদ প্রভৃতিতে সংযুক্ত হয়। যখন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়পথে জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন জীবের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাবল্য অনুভূত হয়। এইভাবে রজোগুণের প্রাবল্যে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্মোদ্যম, অশান্তি এবং বিষয়স্পৃহা বর্ধিত হয়। আবার তমোগুণ প্রবল হইলে অবিবেক, উৎসাহশূন্যতা, প্রমাদ ও মূঢ়তা পরিলক্ষিত হয়।[২৯] সত্ত্বগুণের প্রাবল্যাবস্থায় জীবের মৃত্যুতে তত্ত্ববিদ্‌গণের পবিত্র বাসভূমি লাভ করা যায়। এইভাবে রজোগুণ ও তমোগুণের প্রাবল্যাবস্থায় জীবের যথাক্রমে কর্মাসক্ত মনুষ্যযোনিতে এবং পশ্বাদি যোনিতে পুনরাগমন হয়।[৩০]

জীব যখন সুকৃতির ফলে উক্ত ত্রিবিধ গুণসঙ্গকে অতিক্রম করিতে পারেন, তখন তিনি জরা, মৃত্যু ও দুঃখের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া মোক্ষলাভ করেন। এই অবস্থায় বিবেকসম্পন্ন পুরুষ উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করেন। যিনি ধীর, প্রকৃতিস্থ এবং

২৮। তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥—গীতা ১৪।৬-৮

২৯। সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥—গীতা ১৪।১১-১৩

৩০। যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥—গীতা ১৪।১৪-১৫

দৃষ্টাদৃষ্টার্থসর্বকর্মপরিত্যাগী, যাঁহার দুঃখে-সুখে, লোষ্ট্র-প্রস্তর-সুবর্ণে, প্রিয়জন-অপ্রিয়জনে, মান-অপমানে, নিন্দা-স্তুতিতে, মিত্র-শত্রুতে সমজ্ঞান, তিনি গুণাতীত হইয়া থাকেন।[৩১]

সত্ত্বাদি গুণের ভেদবশতঃ জীবগণের জ্ঞান, তাহাদের দানতপস্যাদি কর্ম এবং তাহাদের স্বরূপ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে।[৩২] ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া একাগ্রচিত্তে পরমশ্রদ্ধার সহিত যে কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা সাত্ত্বিক। সৎকার, সম্মান ও পূজা লাভের আশায় বা দম্ভ হেতু যে তপস্যার অনুষ্ঠান হয়, তাহা অতি চঞ্চল ও ক্ষণিক-ফল-যুক্ত; সেই তপস্যা রাজস নামে পরিচিত।[৩৩] দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া আপনার দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে ক্লেশপ্রদানপূর্বক অথবা অপরের বিনাশাদি অনিষ্টসাধনার্থ যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস।[৩৪] সাত্ত্বিক সুখে প্রাথমিক অবস্থা দুঃখদায়ক; কিন্তু পরবর্তী কালে রজঃ ও তমোগুণের অভিভব হেতু বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের উদয় হওয়ায় পরিণতাবস্থা অমৃতময়। রাজস সুখে প্রারম্ভাবস্থা সুখদায়ক; কিন্তু পরিণামে তাহা ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখদায়ক। তামস সুখ নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে সঞ্জাত এবং ইহা প্রারম্ভে ও অবসানে উভয় কালেই আত্মার মোহ আনয়ন করে।[৩৫]

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, শ্রীমদ্গীতা সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের ধর্ম, জীবের

৩১। সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥—গীতা ১৪।২৪-২৫

৩২। জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥—গীতা ১৮।১৯

৩৩। অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥—গীতা ১৭।১১-১২

৩৪। মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥—গীতা ১৭।১৯

৩৫। যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥—গীতা ১৮।৩৭-৩৯

উপর তাহাদের প্রভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা সাংখ্যদর্শন-সম্মত। তবে শ্রীমদ্‌গীতার মতে সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। কিন্তু সাংখ্যমতে প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা।

সাংখ্যদর্শন ও মনুসংহিতা

মনুসংহিতায়ও সাংখ্যোক্ত গুণত্রয় গৃহীত হইয়াছে। মনুর মতে ব্রহ্মের অব্যাকৃতরূপ শরীর হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সমুদয়ই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ— এই ত্রিগুণাত্মক। সুতরাং মহান্, অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্ববর্গ এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থনিচয় সমস্তই ত্রিগুণবিশিষ্ট; কেবল ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা) নির্গুণ।[৩৬]

মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে সত্ত্বাদি গুণের স্বরূপ এবং তাহাদের কার্যাদি বিষয়ে আলোচনা রহিয়াছে। এই গুণাবলীর মধ্যে যে প্রাণীর দেহে যে গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, সেই গুণ সেই দেহীকে তদ্‌লক্ষণযুক্ত করে। চিত্তে যাহা সুখকর প্রকাশস্বরূপ বিশুদ্ধ প্রশান্ত ভাব উৎপন্ন করে, তাহা সত্ত্বগুণ। যাহা দুঃখবহুল অপ্রীতিকর ভাব উৎপন্ন করে এবং যাহার প্রভাবে চিত্তে বিষয়ভোগলালসা প্রবলভাবে বর্ধিত হয়, তাহা রজোগুণ। পক্ষান্তরে যাহা মোহময় বিষয়াত্মক অস্পষ্ট-স্বরূপ এবং অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণের দুর্জ্ঞেয় ভাব উৎপন্ন করে, তাহা তমোগুণ।[৩৭] বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বরের চিন্তা—এইগুলি সত্ত্বগুণের কার্য। ফল-লাভের আকাঙ্ক্ষায় কর্মের অনুষ্ঠান, বিষয়লালসায় চিত্তের অস্থিরতা, নিষিদ্ধ কর্মের আচরণ, বিষয়ভোগস্পৃহা—এইগুলি রজোগুণের কার্য। আবার লোভ, নিদ্রালুতা, ক্রূরতা, নাস্তিকতা, অযথাবৃত্তি অবলম্বন, যাচ্‌ঞা ও প্রমাদ—এই সকল তমোগুণের কার্য।[৩৮]

৩৬। সর্বাণি ত্রিগুণানি চ।—মনুসংহিতা ১।১৫। অত্র মেধাতিথিঃ—যথানুক্রান্তং যথানুক্রম্যতে তৎ সর্বং ত্রিগুণম্। সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণাঃ। ক্ষেত্রজ্ঞাঃ কেবলং নির্গুণাঃ। প্রাকৃতো ভাগঃ সর্বঃ সত্ত্বরজস্তমোময়ঃ।

৩৭। তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ।
প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ॥
যত্তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।
তদ্ রজোঽপ্রতিঘং বিদ্যাৎ সততং হারি দেহিনাম্॥
যৎ তু স্যান্ মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ॥—মনু ১২।২৭-২৯

৩৮। বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধর্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণম্॥
আরম্ভরুচিতাধৈর্যমসৎকার্যপরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবা চাজস্রং রাজসং গুণলক্ষণম্॥
লোভঃ স্বপ্নোঽধৃতিঃ ক্রৌর্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা।
যাচিষ্ণুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্॥—মনু ১২।৩১-৩৩

সত্ত্বগুণের প্রভাবে দেবত্ব, রজোগুণের প্রভাবে মনুষ্যত্ব এবং তমোগুণের বশে তির্য্যগ্ যোনি-প্রাপ্তি ঘটে।[৩৯] জীবগণ সত্ত্বপ্রধান, রজঃপ্রধান বা তমঃপ্রধান চিত্ত লইয়া যে সকল স্নান, দান, যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মের অনুষ্ঠান করে, পরবর্তী কালে সেইরূপ সত্ত্বপ্রধান, রজঃপ্রধান অথবা তমঃপ্রধান শরীরবিশিষ্ট হইয়া ঐ সকল কর্মের ফলভোগ করিয়া থাকে।[৪০]

মনুসংহিতায় সত্ত্বাদিগুণের স্বরূপ ও প্রভাব যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সাংখ্যদর্শনের অনুরূপ। তবে মনুর মত হইতে সাংখ্যমতের কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য আছে। মনুর মতে ব্রহ্মা কর্তৃক সত্ত্বাদি গুণত্রয় সৃষ্ট হইয়াছে।[৪১] কিন্তু সাংখ্যমতে প্রকৃতি স্বয়ং ত্রিগুণাত্মিকা। প্রকৃতি হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ত্রিগুণবিশিষ্ট। প্রকৃতি স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্রী। সুতরাং সত্ত্বাদিগুণের সৃষ্টির প্রসঙ্গ সাংখ্যমতে উত্থিত হয় না।

সাংখ্যদর্শন ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় সত্ত্বাদি গুণসমূহ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা নাই। তবে যোগী যাজ্ঞবল্ক্য সাংখ্যোক্ত গুণত্রয়কে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে আত্মা স্বভাবতঃ নির্গুণ হইলেও ত্রিগুণময়ী অবিদ্যার সহিত সংযোগ হেতু তিনি সত্ত্বাদিগুণসম্পন্ন হন; এজন্য তাঁহাকে গুণী বলা যায়।[৪২] আবার মুক্তিপ্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পুণ্যকর্মানুষ্ঠানের ফল জীবের যখন রজঃ ও তমোগুণ নাশ পায় এবং সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, তখন জীব ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা মুক্তি লাভ করেন।[৪৩] সুতরাং গুণত্রয় বিষয়ে সাংখ্যসিদ্ধান্ত যাজ্ঞবল্ক্য গ্রহণ করিয়াছেন—অনুমান করিতে পারা যায়।

সাংখ্যদর্শন ও চরকসংহিতা

চরকসংহিতায়ও সত্ত্বাদিগুণ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা নাই। তবে জীবের সংসারবন্ধন বিষয়ে চরক বলিয়াছেন, রজঃ ও তমঃ গুণযুক্ত হইয়া পুরুষ পৃথিবীতে চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে থাকে। যাহারা অহঙ্কারপরায়ণ এবং রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট, তাহাদের পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু দেখা যায়। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের বলে অহংভাব বর্জন

৩৯। দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥—মনু ১২।৪০

৪০। যাদৃশেন তু ভাবেন যদ্ যৎ কর্ম নিষেবতে।
তাদৃশেন শরীরেণ তৎ তৎ ফলমুপাশ্নুতে।—মনু ১২।৮১

৪১। মহান্তমেব চাত্মানং সর্বাণি চ ত্রিগুণানি চ।—মনু ১।১৫

৪২। নিমিত্তমক্ষরঃ কর্তা বোদ্ধা ব্রহ্ম গুণী বশী।—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা—প্রায়ঃ ৪।৬৯

৪৩। নীরজস্তমসা সত্ত্বশুদ্ধির্নিস্পৃহতা শমঃ।
এতৈরুপায়ৈঃ সংশুদ্ধঃ সত্ত্বযোগ্যমৃতী ভবেৎ॥—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা—প্রায়ঃ ৪।১৫৯)

করিতে পারিয়াছেন এবং রজঃ ও তমোগুণের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সংসারবন্ধন ক্ষয় পায়।[৪৪] সুতরাং সাংখ্যদর্শনের ন্যায় জীবের বন্ধন ও মুক্তি বিষয়ে গুণত্রয়ের প্রভাব চরকও স্বীকার করিয়াছেন বলিতে পারা যায়।

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। তবে অশ্বঘোষ জীবের বন্ধনরজ্জু-স্বরূপে অজ্ঞান, কর্ম ও বিষয়বাসনার উল্লেখ করিয়াছেন।[৪৫] অজ্ঞান তমোগুণের কার্য এবং কর্ম ও বিষয়বাসনা রজোগুণের কার্য। সুতরাং অশ্বঘোষ প্রকারান্তরে সাংখ্যোক্ত গুণত্রয়কে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন মনে হয়।

সাংখ্যদর্শন ও শ্রীমদ্‌ভাগবত

শ্রীমদ্‌ভাগবতে সত্ত্বাদিগুণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। ভাগবতের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ জীবগণের চিত্তে উদিত হয় এবং তাহাদিগকে সংসারপাশে আবদ্ধ রাখে।[৪৬] যখন চিত্তে ভগবন্নিষ্ঠা, দেহে অভয় এবং মন অসঙ্গ হয়, তখন সত্ত্বগুণের প্রাবল্য বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে পুরুষ যখন কর্মের দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত হইয়া বিক্ষিপ্তচিত্ত হয় এবং তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ বিকৃত হয়, তখন তাহার মধ্যে রজোগুণের প্রাবল্য অনুমেয়। আবার চিত্ত যখন অবসন্ন হইতে থাকিয়া বিষয়স্মরণে অসমর্থ হয় এবং চিত্তে অজ্ঞান ও বিষাদ উপস্থিত হয়, তখন তমোগুণের আধিক্য অনুমান করা যায়।[৪৭] জীবের সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে ব্রহ্মলোক প্রভৃতি ঊর্দ্ধলোকে গমন, তমোগুণের আধিক্যে স্থাবরাদি নিম্নযোনি-গমন এবং রজোগুণের প্রাবল্যে মনুষ্যযোনি-প্রাপ্তি হইয়া থাকে।[৪৮] কর্মফল ভগবানে সমর্পণ করিয়া নিষ্কামচিত্তে বর্ণাশ্রমোচিত কর্মের অনুষ্ঠান

৪৪। রজস্তমোভ্যামাবিষ্টশ্চক্রবৎ পরিবর্ততে।
যেষাং দ্বন্দ্বে পরা সক্তিরহঙ্কারপরাশ্চ যে।
উদয়প্রলয়ৌ তেষাং ন তেষাং যে ত্বতোঽন্যথা ॥—চরকসংহিতা—শারীর ১।৬৮—৬৯

৪৫। অজ্ঞানং কর্ম তৃষ্ণা চ জ্ঞেয়াঃ সংসারহেতবঃ।—বুদ্ধচরিতম্ ১২।২৩

৪৬। সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে।
চিত্তজা যৈস্তু ভূতানাং সজ্জমানো নিবধ্যতে ॥—ভাগবতম্ ১১।২৫।১২

৪৭। যদা চিত্তং প্রসীদেত ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ নির্বৃতিঃ।
দেহেঽভয়ং মনোঽসঙ্গং তৎ সত্ত্বং বিদ্ধি মৎপদম্ ॥
বিকুর্বন্ ক্রিয়য়া চাধীরনিবৃত্তিশ্চ চেতসাম্।
গাত্রাস্বাস্থ্যং মনো ভ্রান্তং রজ এতৈর্নিশাময় ॥
সীদচ্চিত্তং বিলীয়েত চেতসা গ্রহণেঽক্ষমম্।
মনো নষ্টং তমো গ্লানিস্তমস্তদুপধারয় ॥—ভাগবতম্ ১১।২৫।১৬-১৮

৪৮। উপর্যুপরি গচ্ছন্তি সত্ত্বেনাব্রহ্মণো জনাঃ।
তমসাধোঽধ আমুখ্যাদ্ রজসান্তরচারিণঃ ॥—ভাগবতম্ ১১।২৫।২১

হইল সাত্ত্বিক; যে কর্মে ফলকামনা থাকে, তাহা রাজস; পক্ষান্তরে যে কর্ম হিংসাবহুল ও দম্ভাদিপ্রযুক্ত, তাহা তামস।[৪৯]

শ্রীমদ্ভাগবতে সত্ত্বাদিগুণের যে বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সাংখ্যদর্শনের অনুরূপ। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত সাংখ্যমতকে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

৪৯। মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম তৎ।
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্॥—ভাগবতম্ ১১।২৫।২৩

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রকৃতি-তত্ত্ব

পূর্ব অধ্যায়ে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। জগতের মূল কারণ প্রকৃতি হইলেন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা।[১] প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। এই গুণগুলি প্রকৃতির ধর্ম নহে।[২] প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় সত্ত্বাদি গুণগুলির কোনটি অতিরিক্ত, কিংবা কোনটি ন্যূন নহে; তখন গুণগুলি সমভাবাপন্ন। এই সময় গুণগুলি কোনরূপ কার্যকারী থাকে না।[৩] সাংখ্যদর্শনে নিরবয়ব প্রকৃতিকে জগতের মূল উপাদান-রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতি হইতে মহান্, অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্ববর্গের উৎপত্তি। প্রকৃতির আবার কারণান্তর কল্পনা করিলে অনবস্থা দোষ ঘটে। এইজন্য প্রকৃতিকে জগতের মূলপ্রকৃতি বলা হয়। প্রকৃতি হইলেন অবিকৃতি অর্থাৎ অনুৎপাদ্যা। বেদও প্রকৃতিকে উৎপত্তিরহিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[৪] প্রকৃতি কেবলমাত্র কারণরূপে অবস্থিত, কার্যরূপে নহে। তিনি অনুৎপন্ন হইয়া উৎপাদকধর্মবিশিষ্ট। তাঁহাতে প্রসবধর্ম থাকায় তিনি 'প্রকৃতি' নামে পরিচিত।[৫] আবার বিশ্বের নিখিল কার্যসমূহ প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রকৃতির অপর সংজ্ঞা হইল 'প্রধান'।[৬] আত্মা ভিন্ন আব্রহ্মস্তম্ব সমস্ত জগৎ প্রকৃতি। সেই আদিম প্রকৃতি ক্রমে বিকৃত হইয়া এই অসীম জগৎ সৃজন করিয়াছেন এবং এখনও তিনি ব্রহ্মাণ্ডাকারে অবস্থান করিতেছেন।

প্রকৃতি অতিসূক্ষ্ম বলিয়া আমাদিগের ইন্দ্রিয়সমূহ প্রকৃতিকে গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং অতিসূক্ষ্মতাই প্রকৃতি-জ্ঞানের প্রতিবন্ধক; অবিদ্যমানতা নহে। কারণ

১। সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।—সা. সূ ১।৬১

২। গুণা এব প্রকৃতিশব্দবাচ্যাঃ, ন তু তদতিরিক্তা প্রকৃতিরস্তি।—যোগবার্তিকম্ ২।১৮

৩। তেষাং সত্ত্বাদিদ্রব্যাণাং যা সাম্যাবস্থাঽন্যূনানতিরিক্তাবস্থা ন্যূনাধিকভাবেনাসংহতাবস্থেতি যাবৎ। অকার্যাবস্থেতি নিষ্কর্ষঃ। অকার্যাবস্থোপলক্ষিতং গুণসামান্যং প্রকৃতিরিত্যর্থঃ।—সা. প্র. ভা. ১।৬১

৪। অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্।—শ্বেতাশ্বতর ৪।৫

৫। মূলমাধারঃ প্রতিষ্ঠেত্যনর্থান্তরম্। প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ, মূলঞ্চাসৌ প্রকৃতিশ্চ মূলপ্রকৃতিঃ। মূলপ্রকৃতিঃ কস্য মূলম্? মহদাদীনাম্। সংজ্ঞা খল্বিয়ং প্রধানস্য মূলপ্রকৃতিরিতি। সা চাবিকৃতিরবিকারানুৎপাদ্যেত্যর্থঃ।—যুক্তি পৃঃ ২৯

৬। প্রধীয়তে অস্মিন্ কার্যজাতমিতি হি প্রধানমুচ্যতে।—সা. প্র. ভা. ১।১২৫

পরিদৃশ্যমান সকল পদার্থই প্রকৃতির কার্য। সেই প্রকৃতির অস্তিত্ব না থাকিলে কার্যোৎপত্তি সম্ভব নয়। এখানে সূক্ষ্মতা অর্থে অণুত্ব নহে; কারণ প্রকৃতি বিশ্বব্যাপক। অণু হইলে প্রকৃতি কর্তৃক বিশ্বব্যাপ্তি সম্ভব হইত না।[৭] সূক্ষ্মতা অর্থে দুর্লক্ষ্যতা। কার্য অপেক্ষা কারণ-পদার্থ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। কার্য কারণের মধ্যে অব্যক্ত আকারে অবস্থান করে। ভৌতিক কার্য অপেক্ষা তাহাদের উপাদান স্থূলভূতসমূহ ব্যাপক ও সূক্ষ্ম। স্থূলভূত অপেক্ষা সূক্ষ্মভূত বা পঞ্চতন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয়সমূহ ব্যাপক ও সূক্ষ্ম। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অহংতত্ত্ব ব্যাপক ও সূক্ষ্ম। আবার অহংতত্ত্ব অপেক্ষা মহত্তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা মূলপ্রকৃতি ব্যাপক ও সূক্ষ্ম। মূলপ্রকৃতির ব্যাপকতার উপমা নাই; সূক্ষ্মতারও দৃষ্টান্ত নাই। মূল-প্রকৃতির ব্যাপকতাকে শাস্ত্রকারেরা পূর্ণ, সর্বভূতসংযোগী প্রভৃতি নাম দিয়াছেন। প্রকৃতি একান্তভাবে অব্যক্ত; কিন্তু প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন মহদাদি ব্যক্ত। প্রকৃতি আমাদের প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও যোগিগণের প্রত্যক্ষের বিষয়—একথা সাংখ্যশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।[৮]

প্রকৃতির অস্তিত্ব

প্রকৃতির অস্তিত্ব বিষয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় কয়েকটি প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ, উৎপন্ন ও ব্যক্ত অবস্থায় কার্যকে কারণ হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় এবং উৎপত্তির পূর্বে কার্যকে কারণ হইতে অভিন্ন মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণের মধ্যে সুপ্তভাবে অবস্থান করে। কারণ হইতে কার্যের উৎপত্তি ঘটে এবং আবার কারণেই কার্যের বিলয় হয়। সোণা হইতে যখন হার প্রস্তুত হয়, তখন তাহাকে 'হার' বলিয়া ব্যবহার করা হয় এবং সোণাকে হারের সোণা বলা হয়। তখন সোণা ও হারের মধ্যে একটা ভেদবুদ্ধি থাকে। পরন্তু ঐ হার গলাইয়া যখন সোণাতে পরিণত করা হয়, তখন তাহা আর 'হার' থাকে না; সোণাতেই তাহা পর্যবসিত হয়। সোণা ও হারের মধ্যে তখন অভেদ বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। সকল কার্য-কারণ সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা। কার্য-মাত্রেরই কারণ আছে এবং যাহা কারণ তাহা অব্যক্ত। আবার যাহা কারণ, তাহা কার্য অপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ী। নিখিল বিশ্বের যিনি মূল কারণ, তিনি প্রকৃতি। তিনি অব্যক্ত; যাহা কখনও অন্যের ব্যক্তাবস্থা লাভ করে না, তাহাই প্রকৃত অব্যক্ত; তবে জলের কারণ অপ্-তন্মাত্র—ইত্যাদি স্থলে যে অব্যক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাহা আপেক্ষিক মাত্র; অর্থাৎ জল হইতে অপ্-তন্মাত্র অব্যক্ত—ইহাই তাহার অর্থ। প্রলয়কালে পৃথিবী প্রভৃতি তন্মাত্রাদির মধ্যে অব্যক্তাবস্থা লাভ করে। তন্মাত্রাদি

৭। সৌক্ষ্ম্যাৎ তদনুপলব্ধিঃ।—সা. সূ ১।১০৯। প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ অনুপলব্ধিস্তু সৌক্ষ্ম্যাদিত্যর্থঃ। সূক্ষ্মত্বং চ নাণুত্বম্ বিশ্বব্যাপনাৎ ইতি বিজ্ঞানভিক্ষুঃ।

৮। যোগজধর্মস্তু চোত্তেজকতয়া প্রকৃতিপুরুষাদীনাং প্রত্যক্ষপ্রমা ভবতি।—সা. প্র. ভা ১।১০৯

অহঙ্কারের মধ্যে, অহঙ্কার মহৎ-তত্ত্বের মধ্যে এবং মহৎ-তত্ত্ব প্রকৃতির মধ্যে বিলীন হয়। প্রকৃতির কোথাও বিলয় হয় না; কারণ তাহা সকল কার্যেরই অব্যক্তাবস্থা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতি হইতেই জগতের উৎপত্তি; আবার প্রকৃতিতেই জগতের বিলয়। অতএব প্রকৃতির অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।[৯] দ্বিতীয়তঃ, কারণ-শক্তি হইতে কার্যের উৎপত্তি ঘটে। অসমর্থ কারণ হইতে কার্যের উৎপত্তি কখনও হয় না। কারণগত শক্তি হইল কার্যের অব্যক্তাবস্থা। কারণে কার্যের অব্যক্তভাবে বিদ্যমানতা হইল কারণের কার্যজনকতা শক্তি। সৎকার্যবাদিগণের মতে এতদতিরিক্ত শক্তিস্বীকারে কোন প্রমাণ নাই।[১০] তৈলের উপাদান তিল হইতে বালুকার পার্থক্য এই যে, তিলে তৈলোৎপাদনী শক্তি আছে; বালুকাতে তাহা নাই। অতএব যে প্রকৃতি-রূপ কারণশক্তি হইতে বিশ্বচরাচরের উৎপত্তি, সেই প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।[১১] তৃতীয়তঃ, ঘট পরিচ্ছিন্ন; তাহার অব্যক্ত কারণ মৃত্তিকা। এইরূপে পরিচ্ছিন্ন বস্তুমাত্রেরই অব্যক্ত কারণের বিদ্যমানতা অনুমান-সিদ্ধ। মহৎ-তত্ত্ব বিশ্বব্যাপক নহে; তাহা পরিচ্ছিন্ন। সুতরাং তাহারও অব্যক্ত কারণ রহিয়াছে এবং তিনিই প্রকৃতি।[১২] যিনি মহৎ-তত্ত্বের অব্যক্ত কারণ, সেই প্রকৃতি হইলেন একান্তভাবে অব্যক্ত। সেই প্রকৃতির আবার অব্যক্ত কারণ-কল্পনাতে কোন প্রমাণ নাই।[১৩]চতুর্থতঃ, মহৎ-তত্ত্ব সংখ্যাতে এক; অহঙ্কারও এক; তন্মাত্র পাঁচটি; ইন্দ্রিয় এগারটি; এবং মহাভূত পাঁচটি। মাঠরাচার্য বলেন, এইরূপ পরিমিত ব্যক্ত তত্ত্বসমূহ দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, ইহাদের কারণরূপে প্রকৃতি বর্তমান। তিনি পরিমিত ব্যক্তসমূহকে উৎপন্ন করেন। যদি প্রধান বা প্রকৃতি না থাকিত, তবে ব্যক্তসমূহ পরিমাণবিহীন হইয়া পড়িত।[১৪] পঞ্চমতঃ, বুদ্ধির লক্ষণ অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়, অহঙ্কারের লক্ষণ অভিমান; গন্ধ-তন্মাত্রের লক্ষণ সূক্ষ্ম গন্ধ; পৃথিবীর লক্ষণ স্থূল গন্ধ;— এইভাবে বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন লক্ষণ; কিন্তু তাহা হইলেও এই কার্যপরম্পরার মধ্যে একটি সাধারণ ধর্ম বিদ্যমান এবং তাহা হইল সুখদুঃখমোহাত্মকত্ব। কার্য কারণগুণাত্মক হইয়া

৯। কারণকার্যবিভাগাদবিভাগাদ্ বৈশ্বরূপ্যস্ত।—সা. কা. ১৫

১০। ন হি সৎকার্যপক্ষে কার্যস্তাব্যক্ততায়া অন্যস্যাং শক্তাবস্তি প্রমাণম্।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ১৫)

১১। শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।—সা. কা ১৫

১২। ভেদানাং পরিমাণাৎ।—পরিমাণাৎ পরিমিতত্বাদব্যাপিত্বাদিতি যাবৎ।—বাচস্পতিঃ (সা. কা. ১৫)

১৩। মহতঃ কারণং তৎপরমব্যক্তম্; ততঃ পরতরাব্যক্তকল্পনায়াং প্রমাণাভাবাৎ।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ১৫)

১৪। একা বুদ্ধিরেকোঽহঙ্কারঃ, পঞ্চ তন্মাত্রাণি, একাদশেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ মহাভূতানি ইতি ত্রয়োবিংশতিকম্। এবমেতৎ পরিমিতং ব্যক্তং দৃষ্ট্বা অনুমানেন সাধয়ামঃ অস্ত্যস্ত কারণং প্রধানং যদ্ব্যক্তং পরিমিতমুৎপাদয়তি। যদি চ প্রধানং ন স্যাৎ, নিষ্পরিমাণমিদং ব্যক্তং স্যাৎ। অস্তি চাস্য পরিমাণং, তস্মাদস্তি প্রধানম্।—মাঠরঃ (সা. কা ১৫)

থাকে : যেমন বস্ত্র তন্তুগুণবিশিষ্ট হয়। কার্য মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি সুখদুঃখমোহস্বরূপ।[১৫] সুতরাং তাহাদের কারণও সুখদুঃখমোহবিশিষ্ট হইবেন। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশ্বচরাচরের মূলে এমন একটি অব্যক্ত কারণ বিদ্যমান আছেন, যাহা সুখদুঃখমোহস্বরূপ এবং তিনি হইলেন সুখদুঃখমোহাত্মক প্রধান।[১৬]

প্রকৃতির ধর্ম

সাংখ্যদর্শনে প্রধান হইতে পঞ্চ মহাভূত পর্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে :—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। মহৎ-তত্ত্ব হইতে পঞ্চভূত পর্যন্ত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব 'ব্যক্ত' নামে পরিচিত। মূল প্রকৃতি হইলেন 'অব্যক্ত'।

ব্যক্ত মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি হইতে অব্যক্ত প্রধান পৃথক্ লক্ষণাক্রান্ত। (১) ব্যক্ত পদার্থ-মাত্রেরই উপাদান কারণ আছে ; সুতরাং তাহারা অবির্ভাব-তিরোভাব-বিশিষ্ট। যাহাদের আবির্ভাব-তিরোভাব আছে, সাংখ্যদর্শনে তাহারা অনিত্য নামে পরিচিত। পক্ষান্তরে মূল প্রকৃতির কোন কারণ নাই। ইঁহার উৎপত্তিও নাই ; কারণান্তরে প্রবেশও নাই ; ইনি নিত্য। (২) কার্যকে ব্যাপিয়া কারণ অবস্থান করে ; কার্য কারণকে ব্যাপিয়া থাকে না। মৃন্ময় ঘটমাত্রেই মৃত্তিকা বিদ্যমান ; কিন্তু যত মৃত্তিকা আছে, তৎসমুদয়ে মৃন্ময় ঘট নাই। অতএব মহান্ প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি পদার্থকে ব্যাপিয়া মূল প্রকৃতি অবস্থান করেন ; কিন্তু মূল প্রকৃতিকে ব্যাপিয়া এই ত্রয়োবিংশতি পদার্থ থাকিতে পারে না। (৩) মহদাদি ব্যক্ত পদার্থ সক্রিয় বা পরিস্পন্দনবিশিষ্ট। পরিস্পন্দন অর্থে স্বস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন। বুদ্ধি প্রভৃতি তত্ত্ব পূর্বগৃহীত শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীর আশ্রয় করে। পক্ষান্তরে মূল প্রকৃতি নিষ্ক্রিয়। প্রধানের পরিণাম থাকিলেও স্বস্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরগমন রূপ পরিস্পন্দন ক্রিয়া প্রধানে দেখা যায় না। কারণ মূল প্রকৃতি হইলেন পূর্ণ, বিশ্বব্যাপী। পূর্ণের স্পন্দন অসম্ভব ; অপূর্ণই স্পন্দিত হইতে পারে। (৪) মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি ব্যক্ত পদার্থ-সকল পুরুষভেদে অনেক। পৃথিবী প্রভৃতি শরীর-ঘটাদি ভেদে অনেক। আকাশও ব্রহ্মাণ্ড ভেদে অনেক। পক্ষান্তরে মূল প্রকৃতি হইলেন এক। (৫) মহান্ প্রভৃতি কার্য কারণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে ; কিন্তু মূল প্রকৃতির কারণান্তর নাই বলিয়া উহা কারণরূপ আশ্রয়ে অবস্থান করে না। (৬) মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি কার্য মূল-প্রকৃতির অনুমাপক ; কিন্তু মূলপ্রকৃতি স্বয়ং মূলপ্রকৃতির অনুমাপক নহে। (৭) পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন বস্তু-দ্বয়ের সংযোগ দেখা যায় ; যেমন পৃথিবীর সহিত জলের, বুদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের ইত্যাদি। পক্ষান্তরে প্রধানের সহিত বুদ্ধি প্রভৃতির সেইরূপ সংযোগ বা মিলন দেখা যায় না। কারণ প্রধান সাক্ষাৎভাবে ও

১৫। ত্রিগুণম্…ব্যক্তং তথা প্রধানম্।—সা. কা ১১

১৬। সমন্বয়াৎ।—সা. কা ১৫। অন্যত্র—কারণগুণাত্মকত্বাৎ কার্যস্যাব্যক্তমপি সিদ্ধম্—সা. কা। ১৪

পরম্পরাক্রমে সকল পদার্থেরই উপাদান কারণ। তাঁহার সহিত মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতির সংযোগ হইতে পারে না। উপাদান কারণের সহিত কার্যের সংযোগ থাকে না। অপ্রাপ্তিপূর্বক প্রাপ্তিকে সংযোগ বলা হয়। সৎকার্যবাদিমতে কার্য যেমন কারণাত্মক, সেইরূপ কারণও কার্যাত্মক। সুতরাং কার্য ও কারণের অপ্রাপ্তিপূর্বক সংযোগ সম্ভব নহে। বিশেষতঃ বিচ্ছিন্ন বস্তুদ্বয়ের পরস্পর অবিচ্ছেদ বা মিলনই সংযোগ। যাহা পূর্ণ, তাহা কদাচ বিচ্ছিন্ন হয় না; অতএব তাহার সংযোগ নাই। মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতির সংযোগ আছে; কেননা তাহারা সকলের উপাদান কারণ নহে এবং তাহারা পূর্ণ নহে। (৮) মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি সকলেই প্রকৃতির বলে আত্মপুষ্টি করিয়া স্বকার্য উৎপাদন করে; নতুবা ক্ষীণ হইয়া কার্য উৎপাদনে শক্তিহীন হইয়া পড়ে। এজন্য মহৎ-তত্ত্ব প্রকৃতির সাহায্য লইয়া অহঙ্কার উৎপাদন করে। আবার অহঙ্কার প্রকৃতি হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া পঞ্চ তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয় সমূহ উৎপন্ন করে। অন্যান্য তত্ত্বও এই ভাবে প্রকৃতির সাহায্য লইয়া কার্যোৎপাদন করে। পক্ষান্তরে মূল প্রকৃতি আত্ম-শক্তিতে স্বকার্যের নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। এইজন্য ব্যক্ত পদার্থ পরতন্ত্র, কিন্তু প্রকৃতি স্বতন্ত্র।[১৭] আবার মাঠরাচার্য বলেন, পিতা জীবিত থাকিলে পুত্র যেমন স্বতন্ত্র নয়, ব্যক্ত পদার্থও সেইরূপ। বুদ্ধি প্রধানের অধীন; অহঙ্কার বুদ্ধির অধীন; ইন্দ্রিয়সমূহ এবং তন্মাত্রবর্গ অহঙ্কারের অধীন; আবার মহাভূত-সমূহ তন্মাত্রের অধীন; কিন্তু প্রকৃতি হইলেন স্বাধীন।[১৮]

মূল প্রকৃতি হইতে মহৎ প্রভৃতি তত্ত্ব বিভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট হইলেও কতকগুলি বিষয়ে ব্যক্ত ও অব্যক্তের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। (১) পঞ্চ মহাভূত হইতে মূল প্রকৃতি পর্যন্ত সকলেই সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক। সত্ত্ব সুখ, রজঃ দুঃখ, এবং তমঃ মোহ। মহান্ প্রভৃতিকে সুখ-দুঃখ-মোহ-স্বরূপ বলা হয়। কারণ তাহারা সুখ, দুঃখ ও মোহের কারণ হইয়া থাকে। একটি সুগন্ধি পুষ্প সুখী ব্যক্তিকে আনন্দ দান করে; ঘ্রাণশক্তিহীন ব্যক্তির চিত্তে দুঃখভাব জাগাইয়া দেয়; আবার সুগন্ধি পুষ্প গ্রহণে উৎসুক ব্যক্তির চিত্তে মোহের সঞ্চার করে; এজন্য ঐ উৎসুক ব্যক্তি পুষ্পাহরণে প্রবৃত্ত হয়। চিত্তের এই সুখ-দুঃখ-মোহের ভাব যাহার দ্বারা জাগরিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই সুখ-দুঃখ-মোহে জড়িত; নতুবা

১৭। হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্।
নাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্॥—সা. কা. ১০।

অত্র বাচস্পতিঃ—পরতন্ত্রং বুদ্ধ্যাদি। বুদ্ধ্যা স্বকার্যেঽহঙ্কারে জনয়িতব্যে প্রকৃত্যা পূরণমপেক্ষ্যতে। অন্যথা ক্ষীণা সতী নালমহঙ্কারং জনয়িতুমিতি স্থিতিঃ। এবমহঙ্কারাদিভিরপি স্বকার্যজননে; ইতি সর্বং স্বকার্যে প্রকৃত্যা পূরণমপেক্ষ্যতে। তেন প্রকৃতিং পরামপেক্ষমাণং কারণমপি স্বকার্যোপজননে পরতন্ত্রং ব্যক্তম্।

১৮। পরতন্ত্রং পরাধীনম্। যথা পিতরি জীবতি পুত্রো ন স্বতন্ত্রঃ, এবং ব্যক্তম্। প্রধানতন্ত্রা বুদ্ধিঃ, বুদ্ধিতন্ত্রোঽহঙ্কারঃ, অহঙ্কারতন্ত্রাণি ইন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রাণি চ, তন্মাত্রতন্ত্রাণি মহাভূতানি ইতি মাঠরঃ।—সা.কা ১০

এরূপ হইতে পারে না। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধের জ্ঞান হইলেও যে বস্তুতে গন্ধ নাই, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত সেই বস্তুর সম্বন্ধ ঘটিলেও গন্ধের জ্ঞান হয় না। সুতরাং যে বস্তু সুখ-দুঃখ-মোহ-বর্জিত, তাহার সহিত মনের সম্পর্ক হইলেও তাহা হইতে সুখ, দুঃখ বা মোহের জ্ঞান কখনও হইবে না। অতএব ব্যক্ত পদার্থ সমূহ ত্রিগুণাত্মক। ব্যক্ত পদার্থ ত্রিগুণাত্মক হওয়ায় তাহাদের কারণ অব্যক্ত প্রধানও ত্রিগুণাত্মক। কার্যের স্বরূপকে কারণের স্বরূপ কদাচ অতিক্রম করে না। সুতরাং সাংখ্যমতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই ত্রিগুণাত্মক।

(২) কার্য ও কারণ অভিন্ন। মূলপ্রকৃতি হইতে মূলপ্রকৃতির যেমন পার্থক্য নাই, সেইরূপ মূলপ্রকৃতি হইতে মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি অভিন্ন; কেননা মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি প্রধানাত্মক; এজন্ত তাহারা অবিবেকী। আবার মিলিত হইয়া কার্য করিবার শক্তির নাম অবিবেক। পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াই সকলে কার্য সম্পন্ন করে। অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে একজনের পক্ষে কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব নহে। প্রধান যেরূপ সত্ত্বাদি গুণের উদ্রেক ও অদৃষ্টাদির সাহায্য ব্যতীত কার্য করিতে পারে না, মহদাদিও সেরূপ নিরপেক্ষ ভাবে কার্যোৎপাদনে সমর্থ হয় না। এইজন্ত প্রধান ও মহান্ প্রভৃতিকে অবিবেকী বলা হয়।[১৯]

(৩) কোন কোন আচার্য বলেন, জগতে জ্ঞান ব্যতীত অন্ত কোন বাহ্য পদার্থ নাই। সেই জ্ঞানই কখন ঘট, কখন পট, কখন বা অন্ত কিছু এবং এক সময়েও নানারূপে ভাসমান হয়। বাহিরের সকল বস্তু জ্ঞানের কল্পনামাত্র। স্বপ্নকালে পদার্থ ব্যতিরেকে সংস্কারনিমিত্ত জ্ঞানের বৈচিত্র্য উপপন্ন হয়। জাগ্রদবস্থায় ব্যবহারকালেও বাসনানিমিত্ত জ্ঞানের বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। অনাদি সংসারপ্রবাহে বীজাঙ্কুরের সম্বন্ধের ন্তায় বাসনা ও বিজ্ঞানের মধ্যে পরস্পর নিমিত্ত-নৈমিত্তিক-ভাবরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান। সাংখ্যদর্শন ইহা স্বীকার করেন না। সাংখ্যাচার্যগণ বলেন, বাহ্যপদার্থনিচয় জ্ঞানের কল্পনামাত্র নহে; কারণ ইহারা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। বাহ্যপদার্থসমূহ উপলব্ধিস্বরূপ নহে, কিন্তু উহারা উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে। পুরুষবিশেষের ঘটাদিবিষয়াত্মক বিজ্ঞান পুরুষান্তর কর্তৃক গৃহীত হয় না। বাহ্যপদার্থগুলি অনেক পুরুষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় উহারা সাধারণ। সেই বাহ্যপদার্থনিচয়কে জ্ঞানের কল্পনামাত্র বলিয়া স্বীকার করা চলে না। কারণ তাহা হইলে জ্ঞানের অসাধারণত্ব হেতু বাহ্য ঘটপটাদিও অসাধারণ অর্থাৎ পুরুষান্তর কর্তৃক অগ্রাহ্য হইত। অন্তের বুদ্ধিবৃত্তিরূপজ্ঞানের অপ্রত্যক্ষত্ব হেতু পুরুষবিশেষের চিন্তা যেমন পুরুষান্তরের অগোচর, সেইরূপ বাহ্যপদার্থাবলীকে জ্ঞানস্বরূপ কল্পনা করিলে একজনের জ্ঞানরূপ বৃক্ষলতাদিও অপরের অগোচর হইতে পারিত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না।

১৯। অবিবেকি যথা প্রধানং ন স্বতো বিবিচ্যতে, এবং মহদাদয়োঽপি ন প্রধানাদ্ বিবিচ্যন্তে তদাত্মকত্বাৎ। অথবা সম্ভূয়কারিত্বমবিবেকঃ। ন হি কিঞ্চিদেকং পর্যাপ্তং স্বকার্যে, অপি তু সম্ভূয়। তত্র নৈকস্মাৎ কস্যচিৎ কেনচিৎ সম্ভবঃ।—বাচস্পতিঃ (সা. কা. ১১)

একই সময়ে একই চিন্তা সকলের মনে উদিত হয় না। কিন্তু ঘট, পট প্রভৃতি বাহ্যপদার্থের জ্ঞান একই সময়ে অনেকের হইয়া থাকে। একই সময়ে যাহা বহু জনের জ্ঞেয় বা ভোগ্য, তাহা কেবল অন্তরের কল্পনা নহে। তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব অবশ্যই আছে। সুতরাং অব্যক্ত ও ব্যক্ত পদার্থসকলকে সাধারণ ভোগ্য পদার্থরূপে স্বীকার করিতে হয়।[২০] পক্ষান্তরে পুরুষ ভোগ্য নহেন; তিনি ভোক্তা। পুরুষ সাধারণ নহেন, তিনি অসাধারণ। (৪) ব্যক্ত ও অব্যক্ত সকলেই অচেতন। (৫) প্রধান ও মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি সতত পরিণামশীল। সরূপ ও বিরূপ পরিণাম হইতে উহাদের কখনও বিচ্যুতি ঘটে না। প্রলয়কালে সজাতীয় পরিণাম এবং সৃষ্টিকালে বিজাতীয় পরিণাম ঘটে। এইজন্য ব্যক্ত ও অব্যক্তকে নিয়ত প্রসবধর্মী বলা হয়।[২১]

পৃথিবী প্রভৃতি ব্যক্ত পদার্থে অবিবেকিত্ব, বিষয়ত্ব, সাধারণত্ব, অচেতনত্ব প্রভৃতি ধর্ম অনুভবসিদ্ধ। যিনি অব্যক্ত তিনি আমাদের অনুভবের বহির্ভূত হইলেও ঐ সকল ধর্মবিশিষ্ট, ইহা অনুমানের দ্বারা জ্ঞেয়। কেননা যাহারা সুখদুঃখমোহাত্মক, তাহাদের অবিবেকিত্ব প্রভৃতি ধর্ম বিদ্যমান, যেমন ব্যক্ত পদার্থ। পক্ষান্তরে পুরুষে ত্রিগুণাভাব হেতু তাঁহাতে সাধারণত্ব, অচেতনত্ব প্রভৃতি ধর্ম নাই। অব্যক্ত প্রধান ত্রিগুণাত্মক; সুতরাং তিনিও অবিবেকিত্ব, অচেতনত্ব প্রভৃতি ধর্মবিশিষ্ট হইবেন, ইহা অনুমানের দ্বারা জানা যায়।[২২]

প্রকৃতির একত্ব

মূল প্রকৃতির একত্বের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।[২৩] সাংখ্যকারিকার টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র 'রাজবার্তিক' হইতে যে শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে সাংখ্যদর্শনের দশটি মৌলিক পদার্থ কথিত হইয়াছে। এই দশটি মৌলিক পদার্থের মধ্যে প্রধানের

২০। যে ত্বাহুর্বিজ্ঞানমেব হর্ষবিষাদমোহাত্মাকারম্, ন পুনরিতোঽন্যস্তদ্ধর্মেতি, তান্ প্রত্যাহ বিষয় ইতি। বিষয়ো গ্রাহ্যো বিজ্ঞানাদ্ বহিরিতি যাবৎ। অতএব সামান্যং সাধারণং ঘটাদিবৎ অনেকপুরুষৈর্গৃহীতমিতি যাবৎ। বিজ্ঞানাকারত্বে ত্বসাধারণ্যাদ্ বিজ্ঞানানাং বৃত্তিরূপাণাং তেঽপ্যসাধারণাঃ স্যুঃ। বিজ্ঞানং যথা পরেণ ন গৃহ্যতে পরবুদ্ধেরপ্রত্যক্ষত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ।—বাচস্পতিঃ (সা. কা. ১১)

২১। ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানম্।।—সা. কা. ১১

২২। অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিস্ত্রৈগুণ্যাত্তদ্বিপর্যয়েঽভাবাৎ।—সা. কা. ১৪। অত্র বাচস্পতিঃ—যদ্ যৎ সুখদুঃখমোহাত্মকং তদবিবেক্যাদিযোগি যথেদমনুভূয়মানং ব্যক্তমিতি।

২৩। সা. কা. ১০

একত্ব অন্যতম[২৪]। তত্ত্বসমাসেও সাংখ্যদর্শনের দশটি মৌলিক পদার্থ উল্লিখিত হইয়াছে। উহার ব্যাখ্যানাবসরে ক্রমদীপিকাতে প্রধানের একত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।[২৫] কিন্তু প্রাচীন সাংখ্যাচার্যগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃতির বহুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যুক্তিদীপিকাতে বৃদ্ধ সাংখ্যাচার্য পৌরিকের মত উল্লিখিত হইয়াছে। পৌরিকের মতে প্রতি পুরুষে এক এক প্রকৃতি বর্তমান এবং উহাই তাহার শরীরাদি উৎপন্ন করে। ঐ সকল বিভিন্ন প্রকৃতি আবার এক প্রধান প্রকৃতিতে অবধৃত এবং ঐ প্রধান প্রকৃতি পুনরায় এক মাহাত্ম্যশরীরের সহিত সংযুক্ত।[২৬]

আচার্য পৌরিক মাহাত্ম্যশরীরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। এই কারণে মাহাত্ম্যশরীরের বিষয়ে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। যুক্তিদীপিকায় মাহাত্ম্য-শরীরের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাওয়া যায়। যাঁহারা মাহাত্ম্যশরীরধারী, তাঁহারা অসাধারণ ঐশ্বরিকশক্তিসম্পন্ন দেবতা। প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে তাঁহারা অসংখ্য দেহ সৃষ্টি করিতে পারেন। প্রকৃতি পশ্চাৎ হইতে তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ দেহনির্মাণের উপাদানসমূহ উপস্থাপিত করেন। ইচ্ছাবশে সৃষ্ট এই সকল দেহের উপাদান কারণ হইলেন প্রকৃতি এবং নিমিত্ত কারণ হইল মাহাত্ম্যশরীর-সম্পন্ন দেবগণের অভিমান। ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ, মহেশ্বর প্রভৃতি হইলেন এইরূপ মাহাত্ম্যশরীরধারী দেবতা। মহেশ্বরের ইচ্ছাবশে কোটি কোটি রুদ্র সৃষ্টির উল্লেখ যুক্তিদীপিকায় পাওয়া যায়।[২৭] মহর্ষি কপিল এই মাহাত্ম্য-শরীরিগণের অন্তর্ভুক্ত নহেন। তিনি 'পরমর্ষি' নামে প্রসিদ্ধ। পরমর্ষি ও মাহাত্ম্য-শরীরীর পার্থক্য নির্ধারণ করিয়া যুক্তিদীপিকাকার বলিয়াছেন—যাঁহার কার্যাদি কেবল সত্ত্বগুণ হইতে প্রবাহিত হয়, তিনি পরমর্ষি। পক্ষান্তরে যাঁহার মধ্যে সত্ত্ব ও রজঃ—উভয় গুণই বর্তমান, তিনি মাহাত্ম্যশরীরী।[২৮] কপিলের জন্মের সহিত সহজাত হইল জ্ঞান; মাহাত্ম্যশরীরিগণের সহজাত হইল বিশাল ঐশ্বরিক শক্তি।[২৯]

২৪। প্রধানাস্তিত্বমেকত্বমর্থবত্ত্বমথান্যতা।
পারার্থ্যঞ্চ তথানৈক্যং বিয়োগো যোগ এব চ ॥
শেষবৃত্তিরকর্তৃত্বং মৌলিকার্থাঃ স্মৃতা দশ ॥—রাজবার্তিকম্ (সা. কা. ৭২)

২৫। দশ মূলিকার্থাঃ।—তত্ত্বসমাসঃ (সূত্রম্ ১৬)। অথ কে তে দশ? উচ্যন্তে। অস্তিত্বমেকত্বমর্থবত্ত্বপরার্থমন্যত্বমকর্তৃতা যোগো বিয়োগো বহবঃ পুমাংসঃ স্থিতিঃ শরীরস্য শেষবৃত্তিঃ; ইত্যেতে দশমূলিকার্থাঃ।—ক্রমদীপিকা

২৬। প্রতিপুরুষমন্যৎ প্রধানং শরীরাদ্যর্থং করোতি। তেষাঞ্চ মাহাত্ম্যশরীরপ্রধানং যদা প্রবর্ততে তদেতরাণ্যপি। তন্নিবৃত্তৌ চ তেষামপি নিবৃত্তিরিতি পৌরিকঃ সাংখ্যাচার্যো মন্যতে।—যুক্তি পৃঃ ১৭৯

২৭। ত্রিবিধা এবেতি কললাদিগ্রহণেন শরীরাণ্যাহ।......প্রাকৃতং যথা—মাহাত্ম্যশরীরাভিমানাৎ। তস্য হ্যভিমানো ভবতি—হন্তাহহং পুত্রান্ স্রক্ষ্যে যে মে কর্ম করিষ্যন্তি, যে মাং পরঞ্চ জ্ঞাস্যন্তি। স যাদৃক্ সর্গমভিধ্যায়তি, তাদৃক্ প্রধানাদুৎপদ্যতে, তদ্ যথা—মহেশ্বরস্য রুদ্রকোটিসৃষ্টাবিতি।—যুক্তি পৃঃ ১৪৯

২৮। তত্র যস্য সত্ত্বপ্রধানং কার্যকরণং স পরমর্ষিঃ। যস্য সত্ত্বং রজোবহুলং স মাহাত্ম্যশরীরঃ।—যুক্তি পৃঃ ৮৮

২৯। যথা চ পরমর্ষেঃ জ্ঞানং সাংসিদ্ধিকমেবং মাহাত্ম্যশরীরস্যৈশ্বর্যম্।—যুক্তি পৃঃ ১৪৮

সৃষ্টির প্রাক্‌কালে উৎপন্ন মাহাত্ম্যশরীরধারী দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ সর্বপ্রথম। তাঁহার সৃষ্টিশক্তি অসাধারণ। তাঁহার ইচ্ছাতে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সৃষ্টিশেষে সেই হিরণ্যগর্ভও প্রকৃতিগর্ভে বিলীন হন এবং অন্য হিরণ্যগর্ভ তাঁহার স্থান গ্রহণ করেন। মহেশ্বর বা অন্যান্য মাহাত্ম্যশরীরধারী দেবগণেরও এই দশা। সাংখ্য-কারিকায় মহান্ (বুদ্ধি) হইতে প্রত্যয়সর্গের[৩০] উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। সাংখ্য-কারিকায় ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। যুক্তিদীপিকাকার মহান্ শব্দের পর্যায়ে ব্রহ্মা শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন।[৩১] আবার তিনি শাস্ত্রান্তর হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মাহাত্ম্যশরীরধারী ব্রহ্মা হইতে প্রত্যয়সর্গের কথা বলিয়াছেন।[৩২] সুতরাং মহান্ ও মাহাত্ম্যশরীরধারী ব্রহ্মা অভিন্ন মনে হয়।

একথা এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, যুক্তিদীপিকায় বর্ণিত হিরণ্যগর্ভ এবং বেদান্তদর্শনের হিরণ্যগর্ভ এক নহেন। কারণ সাংখ্যমতে সৃষ্টির আদিতে যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি হইলেন বিশ্বাগ্রজ কপিলমুনি।[৩৩] তাঁহার পরে হিরণ্যগর্ভের আবির্ভাব।[৩৪] পক্ষান্তরে বেদান্তদর্শনের মতে হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির আদিতে আবির্ভূত হন।[৩৫] আবার বেদান্তমতে হিরণ্যগর্ভ জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্তকারণ। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের মতে হিরণ্যগর্ভ হইলেন অসম ঐশ্বরিকশক্তিসম্পন্ন পুরুষ। তিনি ইচ্ছামত দেহ অভিধ্যান-বলে সৃষ্টি করিতে পারেন এবং প্রকৃতি পশ্চাৎ হইতে তাঁহার দেহ নির্মাণের উপাদানসমূহ উপস্থাপিত করেন। সৃষ্টিব্যাপারে হিরণ্যগর্ভ নিমিত্ত কারণ এবং প্রকৃতি উপাদান কারণ।

যুক্তিদীপিকায় আচার্য পৌরিকের প্রকৃতির বহুত্ববাদ খণ্ডিত হইয়াছে। যুক্তি-দীপিকাকার বলেন, প্রধান প্রত্যক্ষ নহেন; তিনি অতীন্দ্রিয়। প্রধানের বহুত্ব

৩০। এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ।—সা. কা ৪৬

৩১। মহান্ বুদ্ধির্মতির্ব্রহ্মা পূর্তিঃ খ্যাতিরীশ্বরো বিশ্ব ইতি পর্যায়াঃ।—যুক্তি পৃঃ ১০৮

৩২। এবং হি শাস্ত্রম্—'মহদাদিবিশেষান্তঃ সর্গো বুদ্ধিপূর্বকত্বাৎ। উৎপন্নকার্যকরণস্তু মাহাত্ম্যশরীর একাকিন-মাত্মানমবেক্ষ্যাভিদধ্যৌ—হন্তাহং পুত্রান্ স্রক্ষ্যে, যে মে কর্ম করিষ্যন্তি, যে মাং পরং চাপরং চ জ্ঞাস্যন্তি। তস্যাভিধ্যায়তঃ পঞ্চ মুখ্যস্রোতসো দেবাঃ প্রাদুর্বভূবুঃ। তেষূৎপন্নেষু ন তুষ্টিং লেভে, ততোঽন্যে তির্যক্‌স্রোতসোঽষ্টা-বিংশতিঃ প্রজজ্ঞিরে। তেষ্বপ্যস্য মতির্নৈব তস্থে। অথাপরে নবোর্দ্ধস্রোতসো দেবাঃ প্রাদুর্বভূবুঃ। তেষ্বপ্যুৎপন্নেষু নৈব কৃতার্থমাত্মানং মেনে। ততোঽন্যেঽষ্টাবর্বাক্‌স্রোতসঃ উৎপেদুঃ। এবং তস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽভিধ্যানাদুৎপন্নস্তস্মাৎ প্রত্যয়সর্গঃ'।—যুক্তি পৃঃ ১৫২

৩৩। পরমর্ষির্ভগবান্ সাংসিদ্ধিকৈর্ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্যৈরাবিষ্টপিণ্ডো বিশ্বাগ্রজঃ কপিলমুনিঃ।—যুক্তি পৃঃ ১৭৪

৩৪। শব্দাদ্যুপলব্ধিলক্ষণং গুণপুরুষান্তরোপলব্ধিলক্ষণং চার্থমুদ্দিশ্য মহাদয়ো মহদহঙ্কারতন্মাত্রেন্দ্রিয়-ভূতভেদেনাবস্থায় পরমর্ষি-হিরণ্যগর্ভাদীনাং শরীরমুৎপাদয়ন্তি।—যুক্তি পৃঃ ১৬৪

৩৫। হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে।—ঋগ্‌বেদঃ ১০।১২১

বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ কোন প্রমাণ নাই। পণ্ডিতগণও এই বিষয়ে কিছু বলেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, অপরিমিত এক প্রধানই সকল পুরুষের শরীর উৎপাদনে সমর্থ। সুতরাং অতিরিক্ত প্রধান-কল্পনার প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে প্রতি পুরুষের জন্ম পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতি কল্পনা করিলে এইরূপ প্রকৃতিকে পরিমিত বলিতে হয়। তাহা হইলে এমন এক সময় উপস্থিত হইবে যখন সৃষ্টি করিতে করিতে প্রকৃতি নিঃশেষ হইয়া যাইবেন। কারণ পরিমিত পদার্থ অনন্তকাল ধরিয়া বস্তু উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। প্রকৃতি নিঃশেষ হইলে সংসারেরও উচ্ছেদ প্রসঙ্গ আসে। সুতরাং প্রকৃতিকে পরিমিত বলা যায় না। তৃতীয়তঃ, পৌরিকের মতানুযায়ী প্রকৃতির বহুত্ব স্বীকার করিলে ইহা বলিতে হয় যে, মাহাত্ম্যশরীরধারী দেবগণের বুদ্ধি অত্যন্ত উন্নত স্তরের এবং তাঁহাদের দেহের সহিত সম্বদ্ধ প্রকৃতিও শক্তিশালী ও দীর্ঘকালস্থায়ী; তাহার ফলে তাঁহারা ইচ্ছামত দেহ উৎপাদনে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের ইচ্ছাবশে যাহাদের দেহ উৎপন্ন হইল, সেই সাধারণ জীবগণের প্রকৃতিসমূহ পরিমিত এবং তাহারা অবস্থিতি ও পরি-পুষ্টির জন্ম মাহাত্ম্যশরীরী দেবগণের দেহের সহিত সম্বদ্ধ প্রধান প্রকৃতি হইতে সাহায্য অপেক্ষা করে। মাহাত্ম্য-শরীরিগণের প্রকৃতির প্রবৃত্তির সঙ্গে সাধারণ জীবগণের প্রকৃতির প্রবৃত্তি আরম্ভ হয়। সৃষ্টিশেষে মাহাত্ম্যশরীরিগণের প্রকৃতিসমূহের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ জীবগণের প্রকৃতিসমূহেরও বিলয় ঘটে। এইভাবে মাহাত্ম্যশরীরিগণের প্রকৃতির উৎপত্তি ও বিলয়ের সঙ্গে সাধারণ জীবের প্রকৃতির উৎপত্তি ও বিলয় ঘটিয়া থাকে। মুক্ত জীবগণের প্রকৃতির পুনরাবির্ভাব হয় না। যুক্তিদীপিকাকার বলেন, পৌরিকের এইমত গ্রহণ করা যায় না। কারণ অসম-যোগবলশালী যোগি-গণ যোগবলে তাঁহাদের ইচ্ছামত দেহ উৎপাদন করিতে পারেন, ইহা সর্বজনবিদিত। প্রকৃতির বহুত্ব স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত নিয়মে সেই যোগিগণের প্রকৃতিকেও পরিমিত বলিতে হয়। পরিমিত প্রকৃতি লইয়া যোগিগণের পক্ষে ইচ্ছামত দেহ উৎপাদন করা সম্ভব নয়। আবার যোগিগণের প্রকৃতি ও সাধারণ জীবগণের প্রকৃতি একরূপ— ইহা বলা যায় না। কারণ যোগী ইচ্ছামত অসংখ্য দেহ উৎপাদন করিতে পারেন; কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি তাহা পারে না। প্রকৃতি-বহুত্ব স্বীকার করিলে প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। যদি প্রধান বা প্রকৃতির মধ্যে এইরূপ শ্রেণীভেদ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রধানে অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়ে। প্রকৃতির শ্রেণীভেদ স্বীকারের ফলে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং ব্যাখ্যান্তর ও কল্প-নান্তরের প্রয়োজন হয়। ফলে জগতের মূলাধার প্রধানের অস্তিত্ব অপ্রমাণিত থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে অপরিমিতশক্তিসম্পন্ন জগতের মূলাধার এক অদ্বিতীয় প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে কোন সমস্যাই উত্থিত হয় না। মাহাত্ম্যশরীরধারী দেবগণ বা যোগিগণ যখন ইচ্ছাবশে দেহ উৎপাদনে প্রবৃত্ত হন, তখন এই মূলীভূত অদ্বিতীয়

প্রকৃতি তাঁহাদের প্রয়োজনানুরূপ উপাদানসমূহ উপস্থাপিত করেন। সুতরাং জগৎসৃষ্টি-ব্যাপারে এক অদ্বিতীয় প্রকৃতির অস্তিত্বই স্বীকার্য। প্রকৃতি-বহুত্ব স্বীকারের কোন প্রয়োজনীয়তাই নাই।[৩৬]

ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ে সাংখ্যসিদ্ধান্ত বিষয়ে বলিতে গিয়া গুণরত্ন স্থরি প্রকৃতির বহুত্বের ও একত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সাংখ্যদর্শনের মূল আচার্যগণ প্রতি পুরুষে পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। পক্ষান্তরে পরবর্তী সাংখ্যাচার্যগণ সকল পুরুষে এক নিত্য প্রকৃতি বর্তমান—একথা স্বীকার করেন।[৩৭] বিজ্ঞানভিক্ষু প্রকৃতির বহুত্ব স্বীকার করেন। তিনি বলেন, প্রকৃতি অনেকব্যক্তিক। তবে বিভিন্ন সৃষ্টিগুলিতে প্রকৃতি অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়া প্রকৃতিকে এক বলা হয়। ভিক্ষু তাঁহার উক্তির অনুকূলে বিষ্ণুপুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে প্রকৃতিকে অসংখ্য বলা হইয়াছে।[৩৮] বৃদ্ধ সাংখ্যাচার্য বার্ষগণ্য প্রকৃতির বহুত্ব স্বীকার করেন না। যোগভাষ্যে ব্যাসদেব বার্ষগণ্যের মতটির উল্লেখ করিয়াছেন। বার্ষগণ্য বলেন, বস্তুসমূহের মধ্যে যখন জাতিগত, দেশগত, বা সংস্থানগত পার্থক্য উপলব্ধ হয়, তখন বস্তুগুলির বিভিন্নতা সহজেই অনুমান করা যায়। এইরূপ কোন ভেদহেতু পরিলক্ষিত না হওয়ায় প্রতি বস্তুতে প্রকৃতি পৃথক্ পৃথক্—একথা বলা যায় না; কিন্তু জগতের মূলাধার প্রধান হইলেন এক অদ্বিতীয়; তাঁহার কোন ভেদ নাই।[৩৯] যোগদর্শনে প্রকৃতির একত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পতঞ্জলি বলেন—প্রকৃতি মুক্ত পুরুষ

৩৬। তৎ কথমপ্রতিবিধ্যেকা প্রকৃতিরভ্যুপগম্যতে ইতি। উচ্যতে—ন, প্রমাণাভাবাৎ। ন তাবৎ প্রত্যক্ষত এব তচ্ছক্যং নিশ্চেতুম্, প্রধানানামতীন্দ্রিয়ত্বাৎ, লিঙ্গঞ্চাসন্দিগ্ধং নাস্তি, আপ্তাশ্চ নাভিদধুরতো মন্যামহে নৈতদেবমিতি। কিঞ্চ, একেনার্থপরিসমাপ্তেঃ। অপরিমিতত্বাদেতদেকং প্রধানমলং সর্বপুরুষশরীরোৎপাদনায়। তস্মাদন্যপরিকল্পনাঽনর্থক্যম্। পরিমিতমিতি চেদথমতম্, পরিমিতং প্রধানমিতি নোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ। এবমপি তস্তোচ্ছেদঃ প্রাপ্তঃ ক্ষীরবৎ; তথাচ সংসারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। কিঞ্চ অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ। একস্তৈশ্বরস্থ যোগিনো বেচ্ছাযোগাদনেকশরীরত্বম্। তৎ পরিমিতাদযুক্তম্। প্রতিশরীরং বা প্রধানপরিকল্পনে প্রধানানবস্থা ভবতি। পরিমিতশরীরকারণত্বাভ্যুপগমাদন্যপরিকল্পনাঽনর্থক্যম্, ততশ্চ প্রধানৈকত্বমেব। তস্মাদযুক্তং প্রতিপুরুষং প্রধানানীতি। যত্তুক্তং মাহাত্ম্যশরীরপ্রধানপ্রবৃত্তাবিতরেষাং প্রবৃত্তিস্তন্নিবৃত্তৌ নিবৃত্তিরিত্যত্র ক্রমঃ—ন, অতিশয়াভাবাৎ। যথা ক্ষেত্রজ্ঞানাং নিরতিশয়ত্বাদিতরেতরাপ্রবর্তকত্বমেবমেষামপি সাতিশয়ত্বে বা প্রধানানুপপত্তিপ্রসঙ্গঃ বৈষম্যাৎ। তস্মাদ্ যুক্তং প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থমেকা প্রকৃতিঃ প্রবর্তত ইতি।—যুক্তি পৃঃ ১৬৯-১৭০

৩৭। মৌলিকসাংখ্যা হ্যাত্মানমাত্মানং প্রতি পৃথক্ প্রধানং বদন্তি। উত্তরে তু সাংখ্যাঃ সর্বাত্মস্বপ্যেকং নিত্যং প্রধানমিতি প্রপন্নাঃ।—ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ে গুণরত্নস্থরিঃ পৃঃ ৯৯

৩৮। অত্রৈকত্বং সর্গভেদেঽপ্যভিন্নত্বম্। অতঃ প্রকৃতেরনেকব্যক্তিকত্বেঽপি নৈকত্বক্ষতিঃ। 'মহান্তং চ সমাবৃত্য প্রধানং সমবস্থিতম্। অনন্তস্য ন তস্যান্তঃ সংখ্যানং চাপি বিদ্যতে॥' ইতি বিষ্ণুপুরাণেনাসংখ্যেয়তাবচনাৎ তু প্রধানস্য ব্যক্তিবহুত্বসিদ্ধিরিতি।—সা. প্র. ভা ১।১২৭

৩৯। মূর্তিব্যবধিজাতিভেদাভাবান্নাস্তি মূলপৃথক্ত্বম্ ইতি বার্ষগণ্যঃ।—যো. ভা. ৩।৫৩

সম্বন্ধে কোন কার্যই সম্পন্ন করেন না বটে, কিন্তু বদ্ধ পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সম্পন্ন করেন। সকল মুক্ত ও বদ্ধ পুরুষের সম্বন্ধে প্রকৃতি হইলেন সাধারণ; সুতরাং অভিন্ন।[৪০] শ্রুতিতে প্রকৃতির একত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বেদে বলা হইয়াছে—প্রকৃতি এক ও পুরুষ বহু।[৪১]

প্রকৃতির প্রবৃত্তি

প্রকৃতির অবস্থা দুইটি—সাম্যাবস্থা ও বৈষম্যাবস্থা। প্রলয়কালে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা এবং সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থা। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। গুণগুলি নিয়ত পরিবর্তনশীল। গুণগুলির পরিণাম কখনও বন্ধ হয় না। সকল সময় ইহা অব্যাহত ভাবে চলে।[৪২] প্রলয়কালে প্রকৃতির ক্রিয়া আপনার মধ্যেই চলিতে থাকে। তখন গুণগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে পরিবর্তিত হয়। তখন সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে এবং তমঃ তমোরূপে পরিবর্তিত হইতে থাকে। এই অবস্থায় গুণগুলি সমভাবাপন্ন। পক্ষান্তরে সৃষ্টিকালে গুণগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। তখন গুণগুলির শক্তি সমান থাকে না; তাহাদের মধ্যে একটি প্রধানভাব অবলম্বন করে এবং অপর দুইটি গৌণভাবে বর্তমান থাকে। গৌণমুখ্যভাব ব্যতীত গুণগুলির মিলন সম্ভব নয়। গৌণমুখ্যভাবের জন্য প্রয়োজন গুণগুলির বৈষম্য। আবার বৈষম্যের জন্য প্রয়োজন গুণগুলির অভিভাব্য-অভিভাবক ভাব। এই কারণে সৃষ্টিকালে গুণগুলির একটি প্রবল আকারে এবং অপর দুইটি দুর্বলভাবে বর্তমান থাকে। এইভাবে বৈষম্যবিশিষ্ট গুণগুলির পরস্পর মিলনের বৈচিত্র্যবশে অনন্ত বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই সৃষ্টিদশায় মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি রূপে প্রকৃতির পরিণাম দেখা যায়।

ত্রিগুণাত্মিকা একরূপবিশিষ্টা প্রকৃতি হইতে অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগতের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হয়? গুণগুলি একরূপ; তাহাদের অনেকরূপে প্রবৃত্তি সম্ভব নয়। ইহার উত্তরে সাংখ্যদর্শন বলেন, মেঘের জল একরূপ; কিন্তু সেই জল নারিকেল, তাল, বেল, আমলকী, নিম্ব প্রভৃতি বিভিন্ন আধারে পতিত হইয়া মধুর, কষায়, তিক্ত, অম্ল প্রভৃতি রসের সৃষ্টি করে। সেইরূপ এক প্রকৃতি হইতে গুণবৈষম্যের তারতম্য হেতু বিভিন্নরূপ কার্য হইয়া থাকে। গুণগুলির সম্মেলনের বৈচিত্র্য হেতু অনন্ত বিচিত্র পদার্থের সৃষ্টি হয়।[৪৩]

৪০। কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ।—যো. দ ২।২২

৪১। অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্।—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪।৫

৪২। পরিণামস্বভাবা হি গুণা নাপরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ১৬)

৪৩। কারণমস্ত্যব্যক্তং প্রবর্ততে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ।
পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ।—সা. কা. ১৬

সাংখ্যদর্শন ও মহাভারত

সাংখ্যদর্শনের ন্যায় মহাভারতেও প্রকৃতিকে ত্রিগুণাত্মিকা রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হইলেন প্রকৃতি।[৪৪] ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া প্রকৃতি গুণগুলিকে অতিক্রম করিতে পারেন না; তিনি গুণগুলিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন।[৪৫] মহাভারতে প্রকৃতির উৎপত্তি ও বিলয় বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতির উৎপত্তি এবং ব্রহ্মেই প্রকৃতির বিলয়।[৪৬] আবার মহাভারতের অন্তত্র প্রকৃতিকে নিত্য অক্ষয় ও অব্যয় রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রকৃতি 'মানস' ও 'অব্যক্ত' নামেও পরিচিত। ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতির উৎপত্তি হইলেও ব্রহ্ম নির্বিকার শুদ্ধ। তিনি প্রকৃতির উপাদান কারণ হইতে পারেন না। এজন্য প্রকৃতিকে জন্ম-লয়-স্থান-রহিত বলা হইয়াছে।[৪৭] আবার মহাভারতে চতুর্বিংশতি তত্ত্বগুলিকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ব্যক্ত-তত্ত্বগুলি জন্ম, মৃত্যু, জরা ও বৃদ্ধি—এই চারিটি লক্ষণবিশিষ্ট; পক্ষান্তরে অব্যক্তে এই লক্ষণগুলি নাই।[৪৮] মহৎ প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব ব্যক্ত; এবং প্রকৃতি অব্যক্ত। এই বিভাগ অনুসারেও প্রকৃতির উৎপত্তি ও বিলয় নাই—ইহা বলা যাইতে পারে। এখানে জন্ম ও মৃত্যু অর্থে বস্তুর আবির্ভাব ও তিরোভাব। কারণ মহাভারতের মতে যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহাতেই তাহার বিলয়। কোন

৪৪। প্রধানে প্রকৃতিং যাতে গুণসাম্যে ব্যবস্থিতে।—মহাভারতম্ ১২।২০৫।৫৭ (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত সংস্করণম্)

৪৫। গুণস্বভাবস্ত্বব্যক্তো গুণানেবাভিবর্ততে।—মহা ১২।৩০৩।৩

৪৬। (ক) তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম।—মহা ১২।৩২১।২৯
(খ) অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নিষ্ক্রিয়ে সংপ্রলীয়তে।—মহা ১২।৩২৩।৩০
(গ) সর্গপ্রলয় এতাবান্ প্রকৃতের্নৃপসত্তম।—মহা ১২।২৯৪।৩৩

৪৭। মানসো নাম বিখ্যাতঃ শ্রুতপূর্বো মহর্ষিভিঃ।
অনাদিনিধনো দেবস্তথাভেদ্যোঽজরামরঃ॥
অব্যক্ত ইতি বিখ্যাতঃ শাশ্বতোঽথাক্ষরোঽব্যয়ঃ॥—মহা ১২।১৭৫।১১-১২

অত্র নীলকণ্ঠঃ—অনাদিনিধনঃ আদিনিধনং জন্মলয়স্থানং তদ্ধীনঃ, তৎকারণস্যাসতো জ্ঞানস্যানির্বচনীয়স্য স্বরূপেণাসত্ত্বাৎ, কূটস্থস্য চ শুদ্ধব্রহ্মণস্তং প্রত্যনুপাদানত্বাৎ। অভেদ্যো ভেত্তুমনর্হ একত্বাৎ। অক্ষরোঽব্যয় ইতি লক্ষণয়া বৃদ্ধিক্ষয়হীনত্বমুক্তম্। অতএব শাশ্বতঃ সদৈকরূপঃ। অব্যক্ত ইতি সংজ্ঞামাত্রং, যোগিনাং প্রত্যক্ষত্বাৎ মূঢ়ান্ প্রত্যপ্রকাশত্বাদ্বাব্যক্তঃ।

৪৮। প্রোক্তং তদ্ব্যক্তমিত্যেব জায়তে বর্ধতে চ যৎ।
জীর্যতে ম্রিয়তে চৈব চতুর্ভির্লক্ষণৈর্যুতম্।
বিপরীতমতো যত্তু তদব্যক্তমুদাহৃতম্।—মহা ১২।২২৮।২৯-৩১

বস্তুর বিনাশ নাই।[৪৯] ব্যক্তের যে লক্ষণগুলি মহাভারতে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও সাংখ্য-দর্শনানুযায়ী। কারণ সাংখ্যমতে ব্যক্ত পদার্থের উপাদান কারণ আছে, এইজন্য তাহারা অনিত্য। সাংখ্যমতে ব্যক্ত পদার্থগুলি উৎপত্তিবিলয়-বিশিষ্ট এবং পরিণাম-শীল। মহাভারতে ব্যক্ত ও অব্যক্তের দ্বিতীয় লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা ব্যক্ত; পক্ষান্তরে যাহা অতীন্দ্রিয় ও লিঙ্গানুমেয়, তাহা অব্যক্ত।[৫০] মহাভারতের অন্যত্র প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষের বহির্ভূত এবং নিত্যানুমেয় রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[৫১] সাংখ্যদর্শনেও প্রকৃতি অতীন্দ্রিয় এবং লিঙ্গানুমেয়রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, প্রকৃতির ত্রিগুণাত্মকত্ব, অনাদিত্ব, নিত্যত্ব, অবিনাশিত্ব, অতীন্দ্রিয়ত্ব, লিঙ্গানুমেয়ত্ব প্রভৃতি সাংখ্যসিদ্ধান্তগুলিকে মহাভারত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করেন; আবার প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তিনি জগৎকে গ্রাস করিয়া একাই অবস্থান করেন।[৫২] আকাশাদির উৎপত্তি প্রকৃতি হইতে; প্রলয়কালে আকাশাদি প্রকৃতিতে লয় পায়। তবে এই সৃষ্টিব্যাপারে সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি স্বতন্ত্র; কিন্তু মহাভারতের মতে প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহেন; তিনি পরতন্ত্র। উভয়মতে প্রকৃতি অচেতন। মহাভারত বলেন, ব্রহ্ম কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া জীবের ধর্মাধর্ম অনুসারে মহদাদি সৃষ্টি কার্যে প্রকৃতি প্রবৃত্ত হন।[৫৩] এই কারণে সৃষ্টিব্যাপারে

৪৯। যস্মাদ্ যদভিজায়েত তত্তত্রৈব প্রলীয়তে ।
নীয়ন্তে প্রতিলোমানি সৃজ্যন্তে চান্তরাত্মনা ।
অনুলোমেন জায়ন্তে লীয়ন্তে প্রতিলোমতঃ ।
গুণাঃ গুণেষু সততং সাগরস্যোর্ময়ো যথা ॥—মহা ১২।২৯৪।৩১-৩২

৫০। ইন্দ্রিয়ৈর্গৃহ্যতে যদ্ যত্তত্তদ্ব্যক্তমিতি স্থিতিঃ ।
অব্যক্তমিতি বিজ্ঞেয়ং লিঙ্গগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ॥—মহা ১২।৩১৬।৪৯

৫১। অলিঙ্গাং প্রকৃতিং ত্বাহুর্লিঙ্গৈরনুমিনীমহে ।
তথৈব পৌরুষং লিঙ্গমনুমানাদ্ধি পশ্যতি ॥—মহা ১২।২৯২।৪২

৫২। প্রকৃতিঃ কুরুতে দেবী ভবং প্রলয়মেব চ ।
দিবসান্তে গুণানেতানভ্যেত্যৈকোঽবতিষ্ঠতি ॥—মহা ১২।২৯২।২৭

৫৩। পুরুষাধিষ্ঠিতান্ ভাবান্ প্রকৃতিঃ সূয়তে যদা ।
হেতুযুক্তমতঃ পূর্বং জগৎ সংপরিবর্ততে ॥—মহা ১২।২০৩।২৩

অত্র নীলকণ্ঠঃ—পুরুষেণাধিষ্ঠিতানালোচিতান্। 'সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়ে'তি শ্রুতেঃ, তেন সাংখ্যাভিমতং প্রকৃতেঃ স্বাতন্ত্র্যং নিরস্তম্। অচেতনে চেতনানধিষ্ঠিতে শকটাদৌ প্রবৃত্ত্যদর্শনাচ্চ যুক্তং তৎ। সূয়তে প্রসবোন্মুখী জায়তে। ভাবান্ মহদাদীন্ হেতুর্ধর্মাধর্মৌ তাভ্যাং যুক্তমত এব সর্গাদাবপি তারতম্যং যুক্তম্, অত ঈশাৎ হেতুযুক্তমিতি সাংখ্যমতং প্রকৃতের্ধর্মাদ্যপ্রবর্ত্যত্বং নিরস্তম্। তেষাং হি জলবৎ স্বতঃ প্রবর্তমানায়াঃ প্রকৃতেঃ পাপং সুখপরিণামং প্রতিবধ্নাতি পুণ্যঞ্চ দুঃখপরিণামং, তস্মাত্তয়োরন্যতরস্য বোধয়ে প্রতিবন্ধশক্তিরপনীয়ত ইতি।

বৈষম্য দেখা যায়। ব্রহ্ম ও অদৃষ্ট প্রকৃতির প্রবর্তক। ব্রহ্মের বহুভাবে জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইল। তাঁহার এই ইচ্ছার ফলে তৎকর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয়। অচেতন শকট প্রভৃতির প্রবৃত্তি দেখা যায় না। সেইভাবে চিন্ময় ব্রহ্ম কর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইলে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইতে পারে না। একটি দীপ হইতে শত দীপ প্রজ্বলিত হয়; সেইভাবে চিন্ময় ব্রহ্ম কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া এবং অদৃষ্টকে সহায়করূপে গ্রহণ করিয়া এক প্রকৃতি বহুবিধ পদার্থ উৎপন্ন করেন; অথচ প্রকৃতি অসীম বলিয়া সৃষ্টি ব্যাপারে তিনি ক্ষীণ হন না।[৫৪] মহাভারতের মতে পুরুষ হইলেন গুণত্রয়ের সহিত যুক্ত দেহস্থিত আত্মা। পুর্ অর্থাৎ দেহকে ব্যাপিয়া অবস্থান করেন বলিয়া পরমাত্মাকে 'পুরুষ' বলা হয়। যিনি গুণত্রয়বিমুক্ত চিন্ময়, তিনি পরমাত্মা।[৫৫] প্রকৃতি 'ক্ষেত্র' রূপে এবং দেহস্থিত আত্মা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' রূপে পরিচিত।[৫৬] সৃষ্টিব্যাপারে প্রকৃতিতে কর্তৃত্ব আরোপিত হয়, পুরুষে নহে। কেননা, প্রকৃতি ক্রিয়াশীল, কিন্তু পুরুষ নির্বিকার।[৫৭] পুরুষ স্বরূপসত্তার দ্বারা প্রকৃতিকে নানাবিধভাবে প্রবর্তিত করেন। সুতরাং সৃষ্টিব্যাপারে চিদাত্মার মুখ্যকর্তৃত্ব এবং প্রকৃতির গৌণকর্তৃত্ব প্রতীত হয়। সূর্যকান্তমণি দ্বারা সূর্য তৃণদাহ করেন এবং তৃণে প্রবিষ্ট হন, কিন্তু স্বয়ং দহনকার্যে লিপ্ত হন না। পুরুষও সেইরূপ প্রকৃতির দ্বারা সর্বকার্যের অধিষ্ঠাতা।

সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতির একত্ব ঘোষিত হইয়াছে। আবার কোন কোন সাংখ্যাচার্য প্রকৃতির বহুত্বও স্বীকার করিয়াছেন। মহাভারত প্রকৃতির একত্ব ও বহুত্ব উভয়ই স্বীকার করিয়াছেন। প্রলয় কালে প্রকৃতির একত্ব এবং সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বহুত্ব।[৫৮]

৫৪। দীপাদন্যে যথা দীপাঃ প্রবর্তন্তে সহস্রশঃ।
প্রকৃতিঃ সৃজতে তদ্বদানন্ত্যান্নাপচীয়তে ॥—মহা ১২।২০৩।২৪

৫৫। আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুক্তঃ সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
তৈরেব তু বিনির্মুক্তঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ॥—মহা ১২।১৮০।২২ (পাদটীকা)

৫৬। বহুধাত্মা প্রকুর্বীত প্রকৃতিং প্রসবাত্মিকাম্।
তচ্চ ক্ষেত্রং মহানাত্মা পঞ্চবিংশোঽধিতিষ্ঠতি ॥
অধিষ্ঠাতেতি রাজেন্দ্র প্রোচ্যতে যতিসত্তমৈঃ।
অধিষ্ঠানাদধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রাণামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥—মহা ১২।২৯৪।৩৫-৩৬

৫৭। প্রকৃতিঃ কুরুতে কর্ম শুভাশুভফলাত্মকম্।—১২।২৯২।৪০

৫৮। সর্গপ্রলয় এতাবান্ প্রকৃতের্নৃপসত্তম।
একত্বং প্রলয়ে চাস্য বহুত্বং চ যদাসৃজৎ ॥
একত্বং চ বহুত্বং চ প্রকৃতেরনুতত্ত্ববান্।
একত্বং প্রলয়ে চাস্য বহুত্বং চ প্রবর্তনাৎ ॥—১২।২৯৪।৩৩-৩৪

সাংখ্যদর্শন ও ভগবদ্‌গীতা

প্রকৃতি সম্বন্ধে ভগবদ্‌গীতার অভিমত তত্ত্বসঙ্কলন অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীমদ্‌গীতার মতে প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। তিনি ঈশ্বরের অপরা শক্তি এবং পুরুষ ঈশ্বরের পরা শক্তি। মহাভারতের ন্যায় গীতায়ও প্রকৃতি 'ক্ষেত্র' রূপ এবং দেহস্থিত আত্মা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' রূপে বর্ণিত হইয়াছেন।[৫৯] ঈশ্বর অনাদি। তাঁহার শক্তিস্বরূপ প্রকৃতিও অনাদি। প্রকৃতি জগতের কারণ। বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়বর্গ, পঞ্চভূত, দেহ প্রভৃতি বিকারবর্গ প্রকৃতিরই পরিণাম।[৬০]

সাংখ্যদর্শনের ন্যায় শ্রীমদ্‌গীতাও প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ-রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। উভয়মতে প্রকৃতি এক এবং অনাদি। তবে সাংখ্যমতে প্রকৃতি স্বতন্ত্র, কিন্তু গীতার মতে প্রকৃতি পরতন্ত্র। গীতার মতে প্রকৃতি ঈশ্বরের অধীন। ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তিনি জগৎসৃষ্টি করেন।

দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদি আকারে প্রকৃতি পরিণত হন। পুরুষ দেহস্থ হইয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করেন। যদিও অচেতন প্রকৃতির কর্তৃত্ব স্বভাবতঃ সম্ভব নয় এবং অবিকারী পুরুষের ভোক্তৃত্বও অসম্ভব, তথাপি চৈতন্যের অধিষ্ঠানের ফলে ক্রিয়াসম্পাদনে কর্তৃত্ব অচেতনেরও দেখা যায়। সেইভাবে পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির কর্তৃত্ব এবং প্রকৃতির সান্নিধ্যে পুরুষের সুখদুঃখসংবেদনরূপ ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয়।[৬১]

প্রকৃতির যে পরিণাম হয়, তাহা ঈশ্বরের অধিষ্ঠান জন্য।[৬২] ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের (প্রকৃতির সহিত পুরুষের) সংযোগবশে স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল জগতের সৃষ্টি হয়।[৬৩]

৫৯। ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।—গীতা ১৩।৩

৬০। প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥—গীতা ১৩।২০

অনাদেরীশ্বরস্য শক্তিত্বাৎ প্রকৃতেরনাদিত্বং পুরুষোঽপি তদংশত্বাদনাদিরেব ইতি শ্রীধরঃ। তত্রাপরা প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রলক্ষণা, পরা তু জীবলক্ষণেতি; তয়োরনাদিত্বমুক্তা তদুভয়যোনিত্বং ভূতানামুচ্যতে। প্রকৃতির্মায়াখ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পারমেশ্বরী শক্তিঃ ক্ষেত্রলক্ষণা যা প্রাগপরা প্রকৃতিরিত্যুক্তা, যা তু পরা প্রকৃতির্জীবাখ্যা প্রাগুক্তা স ইহ পুরুষ ইত্যুক্ত ইতি ন পূর্বাপরবিরোধঃ। ✻ ✻ প্রকৃতেরনাদিত্বং সর্বজগৎকারণত্বাৎ তস্যা অপি কারণান্তরাপেক্ষত্বে-ঽনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ ইতি মধুসূদনঃ।

৬১। কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥—গীতা ১৩।২১

৬২। ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগৎ বিপরিবর্ততে॥—গীতা ৯।১০
সন্নিধিমাত্রেণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্তৃত্বমুদাসীনত্বঞ্চাবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ ইতি শ্রীধরঃ।

৬৩। যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥—গীতা ১৩।২৭

সাংখ্যমতেও পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগের ফলে জগৎ-সৃষ্টি হয়।[৬৪] তবে গীতার মতে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ ঈশ্বরেচ্ছায় ঘটিয়া থাকে। প্রলয়কালে প্রকৃতিতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান অপসৃত হয়। এজন্য তখন প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় অবস্থান করেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর প্রকৃতিকে 'ঈক্ষণ' করেন। তাহার ফলে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা দূরীভূত হয় এবং প্রকৃতির পরিণাম আরম্ভ হয়। প্রলয়কালে জীবগণ অবিদ্যা, কর্মফল, বাসনা প্রভৃতি লইয়া ভগবানে লীন থাকেন। সৃষ্টিকালে ঈশ্বর কর্মাধীন জীবগণকে ভোগ্য-ক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত করেন। এইভাবে প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ হয়। ইহাকেই গীতা প্রকৃতিতে গর্ভাধান বলিয়াছেন। জগতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তাহার মাতৃস্থানীয়া যোনি এবং ঈশ্বর তাহার বীজপ্রদ পিতা।[৬৫] সাংখ্যমতে কর্মাধীন পুরুষের সহিত যখন প্রকৃতির সংযোগ হয়, তখন সৃষ্টি কার্য আরম্ভ হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগের ফলে সৃষ্টির আরম্ভ—এই সিদ্ধান্ত শ্রীমদ্গীতা ও সাংখ্যদর্শন উভয়ে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তবে সাংখ্যমতে জীবের অদৃষ্ট জীবগণকে প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত করে।[৬৬] পক্ষান্তরে গীতার মতে ঈশ্বর জীবগণকে উপযুক্ত ভোগ্য-ক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত করেন। এই সংযোগ ব্যাপারে ঈশ্বর নিরপেক্ষ নহেন। জীবের অবিদ্যা, কাম ও কর্ম অনুসারে ঈশ্বর তাহাকে যোগ্য ক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত করেন। সাংখ্যদর্শন বলেন, জীবের অদৃষ্টই যখন জীবকে প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত করিতে সমর্থ, তখন ঈশ্বররূপে একজন অতিরিক্ত কর্তা স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা নাই।

সাংখ্যদর্শন ও মনুসংহিতা

মনুসংহিতায় প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন আলোচনা নাই। কারণ আচার্য মনুর মতে ব্রহ্ম হইতে হইতে জগতের উৎপত্তি। টীকাকার মেধাতিথি এই মতের

৬৪। সা. কা ২১

৬৫। মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥
সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥—গীতা ১৪।৩-৪।

মম স্বভূতা মদীয়া মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির্যোনিঃ সর্বভূতানাম্। * * বীজং নিক্ষিপামি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপ্রকৃতিদ্বয়শক্তিমানীশ্বরোঽহমবিদ্যাকামকর্মোপাধিস্বরূপানুবিধায়িনং ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ।—শঙ্করঃ। দেশতঃ কালতশ্চাপরিচ্ছিন্নত্বান্মহদ্ বৃংহিতত্বাৎ স্বকার্যাণাং বৃদ্ধিহেতুত্বাদ্বা ব্রহ্ম প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। তন্মহদ্ ব্রহ্ম মম পরমেশ্বরস্য যোনির্গর্ভাধানং স্থানং তস্মিন্নহং গর্ভং জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসং দধামি নিক্ষিপামি, প্রলয়ে ময়ি লীনং সন্তমবিদ্যাকামকর্মানুশয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। ততো গর্ভাধানাৎ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভব উৎপত্তির্ভবতীত্যর্থঃ ইতি শ্রীধরঃ।

৬৬। পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্যতে করণম্।—সাংখ্যকারিকা ৩১। ভোগাপবর্গলক্ষণঃ পুরুষার্থ এব অনাগতাবস্থঃ প্রবর্তয়তি করণানি। কৃতমত্র তৎস্বরূপাভিজ্ঞেন কর্ত্রা ইতি বাচস্পতিঃ।

পক্ষপাতী। আবার মনুসংহিতার শ্লোকগুলির ব্যাখ্যান্তরের দ্বারা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মনুসংহিতায় সাংখ্যদর্শনানুযায়ী প্রকৃতি হইতে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। টীকাকার কুল্লূকভট্টের মতে ব্রহ্মের অব্যাকৃত রূপ শরীর হইতে জগতের উৎপত্তি। এজন্য মনুসংহিতায় প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন আলোচনা পাওয়া যায় নাই।

সাংখ্যদর্শন ও চরকসংহিতা

চরকসংহিতায়ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন আলোচনা পাওয়া যায় না। চরকসংহিতায় 'অব্যক্ত' পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। টীকাকার চক্রপাণির মতে 'অব্যক্ত' পদের দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অভিহিত। আবার টীকাকার গঙ্গাধরের মতে 'অব্যক্ত' হইলেন পুরুষ ও প্রকৃতির সংহত রূপ। চরকসংহিতায় পুরুষ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন আলোচনা নাই।

চরকসংহিতায় তত্ত্বগুলিকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত—এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে। যাহা উৎপত্তিধর্মযুক্ত, সুতরাং অনিত্য, তাহা ব্যক্ত। মহদাদি পদার্থ-নিচয় উৎপত্তিবিলয়শীল হওয়ায় অনিত্য; এজন্য তাহারা ব্যক্ত। পক্ষান্তরে 'অব্যক্ত' হইলেন—কারণান্তররহিত, সৃষ্টির আদিতে বর্তমান, অচিন্ত্য, অব্যয়, ব্যাপক ও শাশ্বত।[৬৭] সাংখ্যদর্শনেও ব্যক্ত ও অব্যক্তের শ্রেণীবিভাগ এইরূপ। তবে সাংখ্যদর্শনে 'অব্যক্ত' শব্দের দ্বারা কেবল প্রকৃতিই অভিহিত হয়; চরকসংহিতায় 'অব্যক্ত' শব্দে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই গৃহীত হইয়াছে। চরকসংহিতায় ব্যক্ত ও অব্যক্তের দ্বিতীয় সংজ্ঞা উল্লিখিত হইয়াছে। এই সংজ্ঞা অনুসারে যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা ব্যক্ত। পক্ষান্তরে যাহা অতীন্দ্রিয় ও অনুমানগ্রাহ্য, তাহা অব্যক্ত। এই দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুসারে প্রকৃতি, পুরুষ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং তন্মাত্রগুলি 'অব্যক্ত' শ্রেণীর অন্তর্গত।[৬৮] বলা

৬৭। তদেব ভাবাদগ্রাহ্যং নিত্যত্বং ন কুতশ্চন।
ভাবাজ্‌ জ্ঞেয়ং তদব্যক্তমচিন্ত্যং ব্যক্তমন্যথা॥
অব্যক্তমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ শাশ্বতো বিভুরব্যয়ঃ।
তস্মাদ্ যদন্যৎ তদ্ব্যক্তম্॥—চরকসংহিতা—শারীর ১।৬০-৬১।

অত্র চক্রপাণিঃ—ভাবাদুৎপত্তিধর্মকাৎ। তন্নিত্যত্বং ন কুতোঽপি ভাবাদ্ ভবতি; নিত্যং ন হি কুতোঽপি ভবতি। ততশ্চাত্মা ভাবং প্রতি নিরপেক্ষত্বাৎ সর্বেভ্যো ভাবেভ্যোঽপ্যগ্রে নিত্যং সদেব। তচ্চৈবংভূতং নিত্যমব্যক্তং জ্ঞেয়ম্। অচিন্ত্যমিত্যব্যক্তবিশেষণম্। অব্যক্তং চ মূলপ্রকৃতিঃ। ব্যক্তমন্যথেতি প্রকৃতেরন্যতমৎ কার্যং মহদাদিক-মনিত্যম্। আকাশমপি বিকাররূপতয়াঽনিত্যমেব। উদাসীনপুরুষস্তু নিত্য এবাব্যক্তশব্দেনৈব লক্ষিত ইত্যুক্তমেব।

৬৮। ব্যক্তমৈন্দ্রিয়কং চৈব গৃহ্যতে তদ্ যদিন্দ্রিয়ৈঃ।
অতোঽন্যৎ পুনরব্যক্তং লিঙ্গগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্॥—চরক-শারীর ১।৬২।

অত্র চক্রপাণিঃ—লিঙ্গগ্রাহ্যমিতি অনুমানগ্রাহ্যম্। অতীন্দ্রিয়মিত্যনেন চেন্দ্রিয়গ্রহণাযোগ্যং যৎ কেনাপি শব্দাদিলিঙ্গেন গৃহ্যতে, ন তদব্যক্তম্; কিন্তু যন্নিত্যানুমেয়ং মনোঽহঙ্কারাদি তদেবাব্যক্তম্।

বাহুল্য, এই বিভাগ সাংখ্যদর্শনসম্মত নহে। কারণ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং তন্মাত্র-বর্গ অতীন্দ্রিয় এবং অনুমানগ্রাহ্য হইলেও সাংখ্যদর্শনে 'অব্যক্ত' রূপে উল্লিখিত হয় নাই।

সাংখ্যদর্শন ও বুদ্ধচরিত

অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতে প্রকৃতি এবং পুরুষ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই।

বুদ্ধচরিতে তত্ত্বগুলিতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে। যাহা উৎপত্তি, বার্বক্য, রোগ ও মৃত্যু লক্ষণযুক্ত, তাহা ব্যক্ত। পক্ষান্তরে যাহা বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট, তাহা অব্যক্ত।[৬৯] বুদ্ধচরিতের ব্যক্ত ও অব্যক্তের এই লক্ষণের সহিত মহাভারতের ব্যক্ত ও অব্যক্তের লক্ষণের বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে।[৭০] অশ্বঘোষের ব্যক্ত ও অব্যক্তের শ্রেণীবিভাগ সাংখ্যদর্শনানুযায়ী। সাংখ্যমতে অব্যক্ত হইলেন নিত্য, উৎপত্তিবিলয়-রহিত; কিন্তু ব্যক্ত পদার্থ অনিত্য। যাহা অনিত্য, তাহার উৎপত্তি, বিলয়, ক্ষয় প্রভৃতি লক্ষণ অবশ্যই থাকিবে।

সাংখ্যদর্শন ও শ্রীমদ্‌ভাগবত

শ্রীমদ্‌ভাগবতে প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। জগৎসৃষ্টির পূর্বে সজাতীয় ও বিজাতীয় সর্বপ্রকারভেদশূন্য হইয়া সর্বাত্মরূপে ও সর্বব্যাপকরূপে শ্রীভগবান্ একাকী অবস্থিত ছিলেন। নিখিল বিশ্ব তখন তাঁহাতে বৈচিত্র্যহীনভাবে লীন ছিল। সৃষ্টির পূর্বে তিনি সর্বজ্ঞ এবং সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হইয়াও একাকী অবস্থিত ছিলেন বলিয়া দৃশ্যবস্তুর অভাবে নিজেকে অদ্রষ্টার ন্যায় মনে করিলেন। সুতরাং তাঁহার বহু হইবার ইচ্ছা হইল।[৭১] এই ইচ্ছার বশে তিনি ব্রহ্মরূপ গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্ম হইতে মায়া ও চিৎ-শক্তির উদ্ভব হইল। মায়া ও চিৎ-শক্তির প্রভাবে ব্রহ্ম হইতে ঈশ্বরের (পুরুষের) আবির্ভাব ঘটিল। মায়া ও চিৎ-শক্তি ঈশ্বরের অধীন। এই দুই শক্তির অধিষ্ঠাতা হইয়া ঈশ্বর সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ঈশ্বরের মায়া-শক্তি হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। তাঁহার চিৎশক্তির বলে তিনি অপ্রাকৃত ও নিরতিশয় সত্ত্বময়রূপে অবস্থান করেন। ঈশ্বর

৬৯। জায়তে জীর্যতে চৈব বাধ্যতে ম্রিয়তে চ যৎ।
তদ্ ব্যক্তমিতি বিজ্ঞেয়ম্ অব্যক্তং তু বিপর্যয়াৎ ॥—বুদ্ধচরিতম্ ১২।২২

৭০। মহাভারতম্ ১২।২২৮।২৯-৩০

৭১। ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ ॥
স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্ দৃশ্যমেকরাট্।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্ ॥—ভাগ ৩।৫।২৩-২৪

হইলেন ব্রহ্মের অংশ ; ব্রহ্ম ও ভগবান্ অভিন্ন ; সুতরাং ঈশ্বর ও ভগবান্ অভিন্ন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় সৃষ্ট পদার্থ শ্রীভগবানের অবতারস্বরূপ।[৭২] সমস্ত বস্তুর প্রকাশের মূলে চরম উৎসরূপে শ্রীভগবান্ বিরাজমান। তিনি অনন্তশক্তিবিশিষ্ট। সঙ্কল্পমাত্রে তিনি বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন।[৭৩] ঈশ্বর কর্তৃক জগৎ সৃষ্ট হইল—ইহার অর্থ এই যে, যাহা শ্রীভগবানে অপ্রকাশিত অবস্থায় ছিল, ঈশ্বর তাহাকে প্রকাশ করিলেন। সুতরাং ভাগবতের মতে সৃষ্টি অর্থে অপ্রকাশিত বস্তুকে প্রকাশ করা।[৭৪] এই বিষয়ে সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত ভাগবতের সাদৃশ্য রহিয়াছে।

ঈশ্বর অনন্তশক্তিমান্। তাঁহার প্রধান দুইটি শক্তি হইল—চিৎ-শক্তি ও মায়া।[৭৫] এই দুইটি শক্তিকে সমষ্টিগতভাবে ভাগবতে 'আত্মমায়া'[৭৬] বা 'বিভূতিমায়া'[৭৭] রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। চিৎ-শক্তির সাহায্যে ঈশ্বর নিখিল পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভাবে বিশুদ্ধ মহিমময় স্বস্বরূপে অবস্থান করেন।[৭৮] এই চিৎ-শক্তির প্রভাবে তিনি ষড়ৈশ্বর্যশালী পরমপুরুষ।[৭৯] চিৎ-শক্তির বলে ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান। ভ্রান্তিবশে জীব সুখদুঃখের অধীন হয়, কিন্তু ঈশ্বর সর্বদা নির্বিকার।[৮০]

৭২। আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥—ভাগ ২।৬।৪২
সর্বেষামবিশেষেণাবতারত্বম্ উচ্যতে ইতি শ্রীধরঃ।

৭৩। স বৈ ভবান্ বেদ সমস্তগুহ্যমুপাসিতো যৎ পুরুষঃ পুরাণঃ।
পরাবরেশো মনসৈব বিশ্বং সৃজত্যবত্যত্তি গুণৈরসঙ্গঃ ॥—ভাগ ১।৫।৬

৭৪। তস্মৈ নমো ভগবতে য ইদং স্বেন রোচিষা।
আত্মস্থং ব্যঞ্জয়ামাস স ধর্মং পাতুমর্হতি ।।—ভাগ ৩।১২।১৭

৭৫। অনন্তাব্যক্তরূপেণ যেনেদমখিলং ততম্।
চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ ।।—ভাগ ৭।৩।৩৪
চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় চিচ্ছক্তির্বিদ্যা, অচিচ্ছক্তি-র্মায়া তাভ্যাং যুক্তায়েতি শ্রীধরঃ।

৭৬। নহ্যস্য জন্মনো হেতুঃ কর্মণো বা মহীপতে।
আত্মমায়াং বিনেশস্য পরস্য দ্রষ্টুরাত্মনঃ ।।—ভাগ ৯।২৪।৫৭

৭৭। নানাতনূর্গগনবদ্ বিদধজ্জহাসি।
কো বেদ ভূম উরুগায় বিভূতিমায়াম্ ॥—ভাগ ১০।৮৫।২০

৭৮। যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জিতম্ ॥—ভাগ ১।৩।৩

৭৯। তাং সূরিভিস্তত্ত্ববুভুৎসয়াদ্ধা সদাভিবাদার্হণপাদপীঠম্।
ঐশ্বর্যবৈরাগ্যযশোঽববোধবীর্যশ্রিয়া পূর্তমহং প্রপদ্যে ।।—ভাগ ৩।২৪।৩২

৮০। ত্বং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিশুদ্ধ আত্মা কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যদ্বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা দ্রষ্টা স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আস্সে ।।—ভাগ ৪।৯।১৫

যখন অন্যান্য শক্তিসকল সুপ্ত অবস্থায় থাকে, তখন চিৎ-শক্তি সদা জাগ্রতভাবে অবস্থান করে।[৮১] এই শক্তির সাহায্যে মায়া-শক্তিকে পরাভূত করিয়া ঈশ্বর বিশুদ্ধ-রূপে বিরাজমান থাকেন।[৮২] চিৎ-শক্তি ও মায়া শক্তি পরস্পরবিরোধী হইলেও সৃষ্টি-কার্যে চিৎ-শক্তি মায়া শক্তিকে সাহায্য করিয়া থাকে। কারণ চিৎ-শক্তির বলে আত্মস্থ বস্তুকে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা ঈশ্বরের মধ্যে উদিত হয়।[৮৩] ভগবানের ঈক্ষণের ফলে কাল, কর্ম ও স্বভাবের প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। ভগবদধিষ্ঠিত কাল হইতে গুণত্রয়ের ক্ষোভ উৎপন্ন হয়; ভগবদধিষ্ঠিত স্বভাব হইতে গুণত্রয়ের পরিণাম ঘটিয়া থাকে এবং ভগবদধিষ্ঠিত কর্ম (জীবাদৃষ্ট) হইতে মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে।[৮৪] এইরূপে চিৎ-শক্তি মায়াশক্তির সহায়করূপে অবস্থান করে।

ঈশ্বর তাঁহার মায়াশক্তির দ্বারা এই বিশ্ব রচনা করেন।[৮৫] শক্তিরূপে মায়া ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত; সুতরাং বস্ত্র যেরূপ সূত্রসমূহে ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ মায়াসৃষ্ট জগৎ ঈশ্বরে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে।[৮৬] মায়াশক্তি 'যোগমায়া'র বৈভবরূপে ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে।[৮৭] মায়ার স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া ভাগবত বলেন—যাহার বাস্তব সত্তা নাই, যাহা আত্মরূপ অধিষ্ঠানে কখন প্রতীত হয়, কখন বা আত্মাতে অবস্থিত থাকিলেও প্রতীত হয় না, তাহা ঈশ্বরের মায়া। সুতরাং মায়ার স্বতন্ত্র সত্তা নাই; ইহা ঈশ্বরের ছায়া (আভাস) মাত্র।[৮৮] ঈশ্বরের মায়াশক্তির গতি প্রাণিগণের বাক্য ও মনের অগোচর। এজন্য ইহার

৮১। স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্ দৃশ্যমেকরাট্।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্ ॥—ভাগ ৩।৫।২৪

৮২। ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥—ভাগ ১।৭।২৩

৮৩। ভাগ ৩।১২।৩২

৮৪। কালাদ্ গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ ॥—ভাগ ২।৫।২২

৮৫। সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্মমে বিভুঃ ॥—ভাগ ৩।৫।২৫

৮৬। নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতপ্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ ॥—ভাগ ১০।১৫।৩৫

৮৭। স এবমনুভূয়েদং নারায়ণবিনির্মিতম্।
বৈভবং যোগমায়ায়াস্তমেব শরণং যযৌ ॥—ভাগ ১২।১০।১

৮৮। ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥—ভাগ ২।৯।৩৩

বাস্তব সত্তা না থাকিলেও ব্যাবহারিক সত্তা অনস্বীকার্য।[৮৯] ঈশ্বরের মায়াশক্তি প্রকৃতিরূপে পরিণত হন।[৯০] প্রকৃতি আবার জগদ্‌রূপে রূপান্তরিত হন। সেই জগতের বাস্তব সত্তা না থাকিলেও ব্যাবহারিক সত্তা রহিয়াছে। মায়া হইতে একদিকে যেরূপ প্রকৃতির আবির্ভাব, অন্যদিকে সেইরূপ বিদ্যা ও অবিদ্যা মায়া হইতে উদ্ভূত। অবিদ্যার প্রভাবে জীবগণের বন্ধন এবং বিদ্যার প্রভাবে জীবগণের মুক্তি ঘটিয়া থাকে।[৯১]

প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা ; এজন্য ইহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। ইহা অব্যক্ত (অকার্য) হওয়ায় ব্যক্ত (কার্য) মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি হইতে পৃথক্। ইহা কারণরূপে অবস্থিত, কার্যরূপে নহে ; এজন্য ইহা অবিশেষ। আবার প্রকৃতি হইতে মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতির উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহা সবিশেষ। প্রকৃতি কার্যকারণাত্মিকা ; এজন্য ইহা কাল হইতে ভিন্ন। কেবলমাত্র নিমিত্ত-কারণরূপে কাল অবস্থিত ; কালের মধ্যে কার্য অব্যক্তভাবে অবস্থান করে না। সতত পরিণামশীল হইয়াও ঈশ্বরের শক্তিরূপে প্রকৃতি নিত্য।[৯২] সুতরাং ভাগবতে বর্ণিত প্রকৃতির সহিত সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতির স্বরূপের বহুলাংশে সাদৃশ্য রহিয়াছে ; কিন্তু কিঞ্চিৎ পার্থক্যও বিদ্যমান। শ্রীমদ্‌ভাগবতে প্রকৃতি 'গুণময়ী আত্মমায়া'রূপে বর্ণিত হইয়াছেন।[৯৩] মায়া হইতে আবির্ভূত হওয়ায় প্রকৃতি মায়া হইতে অনন্যা ; আবার ভগবান্ হইতে মায়া অভিন্না।[৯৪] এজন্য প্রকৃতিকে 'আত্মমায়া' বলা হইয়াছে। ইহা ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া ভাগবতে প্রকৃতি 'গুণময়ী আত্মমায়া' রূপে অভিহিত হইয়াছেন। ভাগবতের মতে প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপ ; এজন্য তাঁহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। কিন্তু সাংখ্যমতে প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা রহিয়াছে। অধিকন্তু সাংখ্য ও যোগদর্শনের মতে সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সৃষ্টিকার্যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সাংখ্য ও যোগ মতে স্বীকৃত হয়

৮৯। অথবা দেবমায়ায়া নূনং গতিরগোচরা।
চেতসো বচসশ্চাপি ভূতানামিতি নিশ্চয়ঃ ॥—ভাগ ১।১৭।২৩

৯০। যুবাভ্যাং বিষক্তং বিভো জগতঃ কারণং পরম্।
ইয়ং হি প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা মায়াশক্তির্দুরত্যয়া ॥—ভাগ ৬।১৯।১১

৯১। বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্মিতে ॥—ভাগ ১১।১১।৩

৯২। যৎ তৎ ত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ ॥—ভাগ ৩।২৬।১০

৯৩। অস্রাক্ষীদ্ ভগবান্ বিশ্বং গুণময্যাত্মমায়য়া।
তয়া সংস্থাপয়ত্যেতদ্ ভূয়ঃ প্রত্যপিধাস্যতি ॥—ভাগ ৩।৭।৪

৯৪। আত্মাংশভূতাং তাং মায়াং ভবানীং ভগবান্ ভবঃ।
সম্মতামৃষিমুখ্যানাং প্রীত্যাচষ্টাথ ভারত ॥—ভাগ ৮।১২।৪২

না। কিন্তু ভাগবতের মতে সৃষ্টিকার্যে ও জীবগণের মুক্তিব্যাপারে ঈশ্বর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। কারণ মায়া এবং মায়া হইতে আবির্ভূত প্রকৃতি ও অবিদ্যা সকলই ঈশ্বরের শক্তি। গুণত্রয়ও ঈশ্বরের শক্তিরূপে ভাগবতে স্বীকৃত হইয়াছে।[৯৫] গুণত্রয়ের ক্ষোভ উৎপন্নকারী কালও ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপ। সুতরাং ভাগবতের মতে ঈশ্বর নিজেকে সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত করেন—ইহা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বরের চিৎ-শক্তি নিখিল সৃষ্টিব্যাপার সর্বদা পর্যবেক্ষণ করেন। সৃষ্টিকার্যে ঈশ্বর অধিষ্ঠাতা; প্রকৃতি উপাদান কারণ এবং কাল, কর্ম ও স্বভাব হইল নিমিত্ত কারণ। সত্ত্বাদিগুণের অন্যতমের প্রাধান্যের ফলে ঈশ্বরের সৃষ্টিব্যাপারে বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে প্রকাশিত নিখিল বিশ্ব ঈশ্বরেরই রূপ।[৯৬] ঈশ্বরের আবরণকারিণী অবিদ্যা শক্তির দ্বারা জীবগণের বন্ধনদশা ঘটে। কিন্তু সেই সঙ্গে ভাগবতে ঈশ্বরকে অনাবৃত জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[৯৭] ঈশ্বরের চিৎ-শক্তি জীবগণের মধ্যে বিদ্যার উদ্রেক করেন এবং তাহার প্রভাবে জীবগণের মুক্তি সমাধিত হইয়া থাকে।

সাংখ্যদর্শন ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় নাই। প্রকৃতি বিষয়ে যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার মতে প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। তিনি ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ এবং ঈশ্বরের অধীন। এই শক্তিস্বরূপ প্রকৃতির দ্বারা পরমাত্মা জগৎ সৃষ্টি করেন।[৯৮]

সাংখ্যদর্শনের ন্যায় যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়ও প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ। তবে সাংখ্যসিদ্ধান্তে প্রকৃতি সৃষ্টিব্যাপারে স্বাধীন; যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের মতে তিনি ঈশ্বরাধীন।

৯৫। নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥—ভাগ ২।১০।৬

৯৬। অমূনী ভগবদ্রূপে ময়া তে হ্যনুবর্ণিতে।
উভে অপি ন গৃহ্ণন্তি মায়াসৃষ্টে বিপশ্চিতঃ ॥
স বাচ্যবাচকতয়া ভগবান্ ব্রহ্মরূপধৃক্ ॥—ভাগ ২।১০।৩৫-৩৬

৯৭। রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং ব্রহ্ম জ্যোতির্নির্গুণং নির্বিকারম্।
সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং স ত্বং সাক্ষাৎ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ ॥—ভাগ ১০,৩।২৪

৯৮। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা—প্রায়ঃ ৪।৬৯

পঞ্চম অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পুরুষ-তত্ত্ব

প্রকৃতি হইতে পঞ্চভূত পর্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত হইলেন পুরুষ। শরীর, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি হইতে পুরুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইনি প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতিও নহেন; উপাদান কারণও নহেন, আবার কার্যও নহেন।

ব্যক্ত ও অব্যক্ত পদার্থের ধর্মগুলি পূর্ব পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে। মহান্ প্রভৃতি ব্যক্ত পদার্থ এবং অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে পুরুষের পার্থক্য বিদ্যমান। ব্যক্ত ও প্রকৃতি হইলেন ত্রিগুণাত্মক, কিন্তু পুরুষ গুণস্বরূপ নহেন। ব্যক্ত ও প্রকৃতি অবিবেকী, পুরুষ বিবেকী। ব্যক্ত পদার্থ হইতে গুণগুলিকে এবং গুণগুলি হইতে ব্যক্ত পদার্থকে পৃথক্ করা যায় না। তাহাদের মধ্যে অভেদ সম্বন্ধ বর্তমান। সেইভাবে প্রকৃতি হইতে গুণগুলিকেও পৃথক্ করা সম্ভব নহে; প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। এজন্য ব্যক্ত পদার্থ ও প্রকৃতি হইলেন অবিবেকী।[১] পক্ষান্তরে পুরুষের সহিত অন্যের অভেদ সম্বন্ধ না থাকায় পুরুষ বিবেকী। ব্যক্ত পদার্থ ও প্রকৃতি অচেতন, পরিণামশীল, অন্যের ভোগের বিষয় এবং সাধারণ। পক্ষান্তরে পুরুষ চেতন, অপরিণামী, অবিষয় অর্থাৎ ভোক্তা এবং অসাধারণ। ব্যক্ত পদার্থের সহিত পুরুষের সাদৃশ্য এই যে, ব্যক্ত পদার্থ ও পুরুষ উভয়ই সংখ্যাতে অনেক। আবার প্রকৃতির সহিত পুরুষের কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই অনুৎপন্ন হওয়ায় কারণান্তররহিত এবং কারণান্তর না থাকায় উভয়েই নিত্য। তাঁহারা ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্যন্ত সর্ব পদার্থ ব্যাপিয়া অবস্থান করেন বলিয়া ব্যাপক। আবার ব্যাপকত্ব হেতু তাঁহারা নিষ্ক্রিয়। একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন-রূপ ক্রিয়া তাঁহাদের দেখা যায় না। তাঁহারা প্রভবিষ্ণু; সুতরাং কারণান্তরে অনাশ্রিত। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনুৎপত্তিধর্মযুক্ত বলিয়া অলিঙ্গ। যাহারা অন্যত্র বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে লিঙ্গ বলে।[২] আবার প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অমূর্ত বলিয়া নিরবয়ব এবং সর্বোৎপত্তির

১। অবিবেকি ব্যক্তম্। অমী গুণা ইদং ব্যক্তমিতি বিবেক্তুং ন পার্যতে; তথা প্রধানমপি ইদং প্রধানম্ অমী গুণা ইতি ন শক্যতে পৃথক্ কর্তুম্ ইতি মাঠরঃ।—সা. কা ১১

২। লয়ং গচ্ছতীতি লিঙ্গম্ ইতি মাঠরঃ।—সা. কা ১০

কারণ বলিয়া স্বতন্ত্র। পুরুষও প্রকৃতির মধ্যে পূর্ব বর্ণিত বৈসাদৃশ্য ব্যতীত অপর বৈসাদৃশ্য এই যে, প্রকৃতি সংখ্যাতে এক, কিন্তু পুরুষ বহু।[৩]

চেতনত্ব ও অবিষয়ত্ব পুরুষে বর্তমান; এজন্য তিনি সাক্ষী ও দ্রষ্টা। চেতনই দ্রষ্টা হইয়া থাকে, অচেতন নহে। জগতে বাদী ও প্রতিবাদী বিবাদের বিষয়কে সাক্ষীকে দেখাইয়া থাকে। প্রকৃতিও সেইভাবে বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়া পুরুষের নিকট আপনার অবস্থাবিশেষ রূপাদি দেখাইয়া থাকেন; এজন্য পুরুষ সাক্ষী। যাহার দর্শনশক্তি আছে, অন্যে তাহাকেই দেখাইয়া থাকে; সুতরাং পুরুষ দ্রষ্টা। প্রকৃতি প্রভৃতি সকলে অচেতন এবং বিষয়। তাঁহাদের দেখিবার শক্তি নাই। এজন্য তাঁহারা সাক্ষীও নহেন, দ্রষ্টাও নহেন। আবার পুরুষ ত্রিগুণাত্মক নহেন; সুতরাং তিনি কৈবল্যযুক্ত। 'কৈবল্য' অর্থে মুক্তি বা আত্যন্তিকভাবে দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তি। পুরুষ ত্রিগুণস্বরূপ হইলে দুঃখ তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম হইত। স্বাভাবিক ধর্ম হইতে বস্তুকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। নীল মরকত মণিকে কোনপ্রকারে প্রকৃতপক্ষে সাদা করা যায় না। সুতরাং পুরুষের মুক্তি সম্ভব হইত না। পুরুষ ত্রিগুণাত্মক না হওয়ায় দুঃখ তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম হইল না; দুঃখ পুরুষে আরোপিত ধর্মমাত্র; তাহা হইতে পুরুষের মুক্তি অসম্ভব নহে। পুরুষ সুখ-দুঃখ-মোহ-রহিত হওয়ায় মধ্যস্থ অর্থাৎ উদাসীন। দুঃখে দ্বেষ বা সুখে অনুরাগ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম নহে। সুখদুঃখের সহিত পুরুষের তাত্ত্বিক সম্পর্ক নাই। নিঃসম্পর্ক বস্তুর উপর দ্বেষ বা অনুরাগ হয় না। অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে একজনের পক্ষে কোন কার্য সম্পাদন সম্ভব নহে। এজন্য সম্মিলিতভাবে চেষ্টার ফলে কার্যনিষ্পত্তি ঘটিয়া থাকে। যাহারা অন্যের সহিত মিলিত হইয়া কার্য করে, তাহাদিগকে অবিবেকী বলা হয়।[৪] পুরুষ বিবেকী। তাঁহার বিবেকিত্ব অর্থাৎ সম্ভূয়-কারিত্বের অভাব হেতু তিনি কর্তা নহেন। আবার পরিণাম ব্যতীত কার্যোৎপত্তি হয় না। পুরুষ অপরিণামী। এই কারণেও পুরুষকে কর্তা বলা যাইতে পারে না।[৫]

পুরুষ সর্বব্যাপী। তাঁহার গতি সম্ভব নহে। তবে তাঁহার যে গতি দেখা যায়, তাহা ঔপাধিক। দেহের সহিত পুরুষ সম্বদ্ধ। সেই দেহের গতি দ্বারা পুরুষে গতি আরোপিত হয়। ঘটের জলে আকাশ প্রতিফলিত হয়। সেই ঘটকে যখন স্থানান্তরিত করা হয়, তখন ঘটেরই স্থানান্তরপ্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু আকাশের নহে। আকাশের গতি

৩। ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্॥—সা. কা ১১

৪। সম্ভূয়কারিত্বম্ অবিবেকঃ।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ১১)

৫। তস্মাচ্চ বিপর্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্তৃভাবশ্চ॥—সা. কা ১৯

ঔপাধিক। পুরুষের ক্ষেত্রেও সেইরূপ জানিতে হইবে।[৬] পুরুষ হইলেন নিত্য—কালত্রয়াবাধিত, নিত্যশুদ্ধ—সদা পাপ-পুণ্যশূন্য, নিত্যবুদ্ধ—অলুপ্তচিৎশক্তিবিশিষ্ট এবং নিত্যমুক্ত—পারমার্থিকভাবে দুঃখাদির দ্বারা অস্পৃষ্ট।[৭]

নৈয়ায়িক মতে সুখ-দুঃখ আত্মায় বর্তমান। বিষয়সংযোগাধীন হইল উহার প্রকাশ।[৮] সাংখ্যমতে আত্মা ভিন্ন সমুদয় পদার্থ ত্রিগুণাত্মক। এজন্য সমুদয় পদার্থে সুখদুঃখমোহ বর্তমান; কিন্তু আত্মা বা পুরুষ ধর্মশূন্য। সুখদুঃখ পুরুষের ধর্ম নহে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে ধর্ম, অধর্ম পুরুষে বর্তমান। সাংখ্যমতে ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্ম। পুরুষ নির্গুণ। সেজন্য তাঁহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অদৃষ্টসদ্ভাব সম্ভব নহে।[৯] ধর্মাধর্মাদি অন্তঃকরণের ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিলে প্রলয়কালে যখন অন্তঃকরণের অভাব হয়, তখন ঐ ধর্মাধর্মাদি কোথায় অবস্থিত থাকে? এই আপত্তির উত্তরে সাংখ্য বলেন, অন্তঃকরণের অত্যন্তবিনাশ নাই। উহা সূক্ষ্মদেহে অবস্থান করে।[১০]

বৈশেষিকমতে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ নহেন; তিনি জ্ঞানের অধিকরণ। এইমতে আত্মা মনের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত, ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হয়। তখন সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়। জ্ঞানের ব্যাপারে উদ্বোধক হইল অদৃষ্ট। বৈশেষিকগণ বলেন, আত্মাকে চিন্ময়স্বরূপে গ্রহণ করিলে তিনি সর্বজ্ঞ ঈশ্বরে পরিণত হন; কিন্তু জীবাত্মা ও সর্বজ্ঞ ঈশ্বর এক নহেন। আবার আত্মার যৎকিঞ্চিৎবিষয়ে জ্ঞান আছে, ইহাও বলা যায় না; কারণ এই বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই।[১১] সুতরাং বৈশেষিক মতে আত্মা জড় ও অপ্রকাশ-স্বরূপ। মনঃসংযোগ হইলে তাঁহার জড়তা বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং তিনি প্রকাশিত হন। সাংখ্যদর্শন ইহা স্বীকার করেন না। কারণ লোষ্ট্রাদি জড় পদার্থ কখনও প্রকাশ পায় না। সাংখ্য বলেন, পুরুষ লোষ্ট্রাদির ন্যায় জড় নহেন; পরন্তু তিনি সূর্যাদি জ্যোতিষ্ক পদার্থের ন্যায় স্বপ্রকাশস্বরূপ। প্রকাশ ও অন্ধকারের সম্বন্ধ কখন উপপন্ন

৬। নিষ্ক্রিয়স্য তদসম্ভবাৎ।—সা. সূ ১।৪৯। অন্যত্র—গতিশ্রুতিরপ্যুপাধিযোগাদাকাশবৎ।—সা. সূ ১।৫১

৭। ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্যোগস্তদ্যোগাদৃতে।—সা. সূ ১।১৯

৮। সুখদুঃখে হ্যাত্মনি বর্তেতে, ধর্মাধর্মৌ তস্যৈবেতি।—ন্যায়মঞ্জরী (২য় খণ্ড) পৃঃ ৭৫.

৯। অন্তঃকরণধর্মত্বং ধর্মাদীনাম্।—সা. সূ ৫।২৫। অন্যত্র—নির্গুণত্বাৎ তদসম্ভবাদহঙ্কারধর্মা হ্যেতে।—সা. সূ ৬।৬২

১০। পূর্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদিসূক্ষ্মপর্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্॥—সা. কা ৪০

১১। নম্বস্তু বিজ্ঞানমেব আত্মা তস্য স্বতঃপ্রকাশরূপত্বাৎ চেতনত্বম্। ৪.৫ ইতি চেন্ন, তস্য জগদ্বিষয়কত্বে সর্বজ্ঞত্বাপত্তিঃ, যৎকিঞ্চিদ্বিষয়ত্বে বিনিগমনাভাবাৎ ইতি মুক্তাবলী।—ভাষাপরিচ্ছেদঃ (কা ৩১)

হয় না।[১২] পুরুষ প্রকাশস্বরূপ ও জ্ঞানময়। প্রকাশ ও জ্ঞান পুরুষের ধর্ম নহে ; কেননা পুরুষ নির্গুণ। প্রকাশ ও জ্ঞান পুরুষের স্বরূপ।[১৩]

পুরুষ ও বুদ্ধি

প্রত্যক্ষ-প্রমাণের আলোচনা কালে পুরুষের সহিত বুদ্ধির সম্পর্ক আলোচিত হইয়াছে। দেহাদির সহিত সম্বদ্ধ জীবের মধ্যে সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম, অধর্ম, সংস্কার প্রভৃতি দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বুদ্ধিরই ধর্ম। সাংখ্যমতে পুরুষ ধর্মশূন্য। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি এবং তাহাদের সংযোগও অনাদি। প্রকৃতি-পুরুষের অনাদি সম্বন্ধবশে প্রকৃতিজাত বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হয়। সাংখ্যসূত্রে বলা হইয়াছে যে, পুরুষ বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধিতে নিজেকে স্থানান্তরিত করেন না। বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া পুরুষ বুদ্ধির ধর্মসমূহকে অবিবেকবশে আপনার উপর আরোপ করেন। ইহা পুরুষের অভিমান মাত্র ; উপরাগ নহে। জবাপুষ্পের সান্নিধ্যে জবার রক্তিমা স্ফটিকে অনুক্রান্ত হয় না, কিন্তু তাহা প্রতিবিম্বিত হয়। সেই প্রতিবিম্বে স্ফটিক রক্তবর্ণ—এইরূপ আভিমানিকী বুদ্ধি জন্মে। বুদ্ধি ও পুরুষের উপরাগও সেইরূপ জানিতে হইবে।[১৪]

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে বলিয়াছেন যে, পুরুষ দ্রষ্টা ও চেতন। তিনি নিত্যশুদ্ধ এবং সর্বধর্মবিবর্জিত হইয়াও বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিফলিত হইয়া ভ্রমবশে বুদ্ধির ধর্মসমূহকে নিজের উপর আরোপ করেন।[১৫] ব্যাসদেব যোগভাষ্যে পুরুষ ও বুদ্ধির পার্থক্য সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, পুরুষ বুদ্ধি হইতে ভিন্ন। কারণ বুদ্ধি পরিণামী। বুদ্ধির বিষয়বস্তু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হইতে পারে। বুদ্ধি যে বস্তুর আকারে পরিণত হয়, সেই বস্তু তাহার জ্ঞাত ; অন্য বিষয়গুলি অজ্ঞাত থাকে। ইহা দ্বারা বুদ্ধির পরিণামিত্ব প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে পুরুষ সেই সেই আকারে পরিণত না হইয়াও কেবল প্রতিবিম্বপতনের ফলে বুদ্ধির বৃত্তিসমূহকে জানিতে পারেন। ইহা দ্বারা পুরুষের অপরিণামিত্ব প্রতিপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধি পরার্থে ব্যবহৃত হয়। উহা

১২। বৈশেষিকা আহুঃ প্রাগপ্রকাশরূপস্য জড়স্যাত্মনো মনঃসংযোগজজ্ঞানাখ্যঃ প্রকাশো জায়তে ইতি তন্ন। লোকে জড়স্যাপ্রকাশস্য লোষ্ট্রাদেঃ প্রকাশোঽপত্যাদর্শনেন দৃষ্টাযোগাৎ। অতঃ সূর্যাদিবৎ প্রকাশস্বরূপ এব পুরুষ ইত্যর্থঃ। তথাচ স্মৃতিঃ 'যথা প্রকাশতমসোঃ সম্বন্ধো নোপপদ্যতে। তদ্বদৈক্যং ন সংযাতি প্রপঞ্চপরমাত্মনোঃ ॥" ইতি। "যথা দীপঃ প্রকাশাত্মা হ্রস্বো বা যদি বা মহান্। জ্ঞানাত্মানং তথা বিদ্যাৎ পুরুষং সর্বজন্তুষু" ॥—সা. প্র. ভা. ১।৪৫

১৩। নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্মা।—সা. সূ ১।১৪৬

১৪। জবাস্ফটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিন্ত্বভিমানঃ।—সা. সূ ৬।২৮

১৫। দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।—যোগদর্শনম্ ২।২০

ক্লেশ, কর্ম, বাসনা, বিষয়, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া পুরুষের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। যাহারা সংহত্যকারী অর্থাৎ অন্যের সহিত মিলিত হইয়া কার্য করে, তাহারা পরপ্রয়োজন-সাধক হয়। পক্ষান্তরে পুরুষ স্বার্থে প্রবৃত্ত হন; কেননা, তিনি সংহত্যকারী নহেন। তৃতীয়তঃ, শান্ত, ঘোর ও মূঢ় রূপ হইল সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরিণাম। শান্ত, ঘোর, ও মূঢ় রূপ-বিশিষ্ট সর্ববস্তুর আকারে বুদ্ধি পরিণত হয় এবং তাহাদের জ্ঞান উৎপন্ন করে। অতএব বুদ্ধি ত্রিগুণাত্মক। ত্রিগুণাত্মক হওয়ায় উহা অচেতন; কিন্তু পুরুষ চেতন। পুরুষ জ্ঞাতা, বুদ্ধি জ্ঞেয়। পুরুষ স্বাধীন, বুদ্ধি পুরুষের অধীন। পুরুষ দ্রষ্টা, বুদ্ধি দৃশ্য। বুদ্ধিবৃত্তিসমূহকে পুরুষ দর্শন করেন। এইভাবে পুরুষ হইতে বুদ্ধি পৃথক্ হইলেও পুরুষ ও বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিরূপ নহেন। কারণ পুরুষ শুদ্ধ হইয়াও ভ্রান্তিবশে বুদ্ধির সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে করেন এবং বুদ্ধির ধর্মসমূহকে আপনার উপর আরোপ করিয়া নিজেকে সুখী, দুঃখী ইত্যাদি রূপে কল্পনা করেন। পক্ষান্তরে অচেতন বুদ্ধি পুরুষের সংসর্গে চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।[১৬] সুতরাং দেখা যায় যে, বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় মহর্ষি পতঞ্জলি এবং ব্যাসদেবও বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব কল্পনা করেন। তাঁহারা পুরুষে বুদ্ধির প্রতিবিম্ব কল্পনার পক্ষপাতী নহেন।

আচার্য পঞ্চশিখও কেবলমাত্র বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব কল্পনা করেন। তিনি বলেন, পুরুষ অচেতন, অপরিণামী এবং প্রতিসঞ্চরণশূন্য। বুদ্ধি বিষয়াকারে পরিণত হয়। বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে এবং ভ্রমবশে বুদ্ধির ধর্মসমূহকে পুরুষ নিজের ধর্ম বলিয়া মনে করেন।[১৭] পঞ্চশিখের মতটি যোগভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ব্যাসদেব বলেন, জয় বা পরাজয় সৈন্যগণ কর্তৃক সম্পন্ন হইলেও রাজাতে তাহা আরোপিত হয়। রাজার জয় বা পরাজয় বলা হইয়া থাকে; কারণ তিনি সেই ফলের

১৬। দৃশিমাত্র ইতি দৃক্‌শক্তিরেব বিশেষণাপরামৃষ্টেত্যর্থঃ। স পুরুষো বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী। স বুদ্ধের্ন সরূপো নাত্যন্তং বিরূপ ইতি। ন তাবৎ সরূপঃ, কস্মাৎ? জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ত্বাৎ পরিণামিনী হি বুদ্ধিঃ। তস্যাশ্চ বিষয়ো গবাদির্ঘটাদির্বা জ্ঞাতশ্চাজ্ঞাতশ্চেতি পরিণামিত্বং দর্শয়তি। সদাজ্ঞাতবিষয়ত্বন্তু পুরুষস্যাপরিণামিত্বং পরিদীপয়তি। কস্মাৎ? ন হি বুদ্ধিশ্চ নাম পুরুষবিষয়শ্চ স্যাদ্ গৃহীতাগৃহীতা চেতি সিদ্ধং পুরুষস্য সদা-জ্ঞাতবিষয়ত্বম্; ততশ্চাপরিণামিত্বমিতি। কিঞ্চ পরার্থা বুদ্ধিঃ সংহত্যকারিত্বাৎ, স্বার্থঃ পুরুষ ইতি। তথা সর্বার্থাধ্যবসায়কত্বাৎ ত্রিগুণা বুদ্ধিঃ, ত্রিগুণত্বাদচেতনেতি। গুণানাং তূপদ্রষ্টা পুরুষ ইতি। অতো ন সরূপঃ। অস্তু তর্হি বিরূপ ইতি। নাত্যন্তং বিরূপঃ, কস্মাৎ? শুদ্ধোঽপ্যসৌ প্রত্যয়ানুপশ্যঃ। যতঃ প্রত্যয়ং বৌদ্ধমনুপশ্যতি। তমনুপশ্যন্নতদাত্মাপি তদাত্মক ইব প্রত্যবভাসতে।—যোগভাষ্যম্ ২।২০

১৭। অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিরপ্রতিসংক্রমা চ পরিণামিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্‌বৃত্তিমনুপততি। তস্যাশ্চ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহরূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেরনুকারমাত্রতয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তিরিত্যাখ্যায়তে।—পঞ্চশিখঃ (যোগভাষ্যম্ ২।২০)

ভোক্তা। সেইরূপ পুরুষের সুখাদির সাক্ষাৎকার রূপ ভোগ এবং দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ অপবর্গ বুদ্ধিকৃত হইয়া বুদ্ধিতেই বর্তমান থাকে। পুরুষে তাহা আরোপিত হয় মাত্র। পুরুষ তাহার ফল-ভোক্তা। পুরুষ বুদ্ধিবৃত্তিকে সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করেন না, কিন্তু প্রতিবিম্বরূপে গ্রহণ করেন। পুরুষের এই ভোগ বাস্তব নহে, কিন্তু আপাতপ্রতীয়মান মাত্র।[১৮]

ব্যোমবতীতে প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থ হইতে একটি কারিকা উল্লিখিত হইয়াছে এবং তাহাতে বুদ্ধি-পুরুষের সম্বন্ধ বিবৃত হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, বিষয়সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়ের বিষয়াকারে পরিণতি হয়। ক্রমে বুদ্ধিও সেই বিষয়াকারে পরিণত ইন্দ্রিয়ের রূপ প্রাপ্ত হয়। তখন বুদ্ধির তমোগুণ হ্রাস পাইতে থাকে এবং সত্ত্বগুণ প্রবল হয়। সত্ত্ব-গুণের আধিক্যবশতঃ বুদ্ধি স্বচ্ছ হয় এবং সেই অবস্থায় বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে। যেরূপ নির্মল জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে, কলুষিত জলে পড়ে না; সেইরূপ সত্ত্বপ্রধান বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে, তমঃপ্রধান উপকরণে তাহা পড়ে না।[১৯] ব্যোমবতীতে উদ্ধৃত কারিকা অনুসারে বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হয়। এই মত বাচস্পতির মতের সহিত অভিন্ন। এই মত অনুসারে পুরুষের সুখদুঃখাদি অবাস্তব; উহা পুরুষে অধ্যারোপমাত্র। পুরুষে ভোগ বাস্তব হইলে পুরুষের পূর্বস্বরূপ-নিবৃত্তি এবং স্বরূপান্তরপ্রাপ্তিরূপ পরিণামিত্ব প্রসঙ্গ উত্থিত হয়।

প্রাচীন সাংখ্যাচার্য বিন্ধ্যবাসির মতে পুরুষের ভোগ প্রচলিত সাংখ্যমত হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। তিনি বলেন, জবাপুষ্প যেমন সন্নিধিবশে স্বচ্ছ স্ফটিককে রক্তবর্ণে রঞ্জিত করে, পুরুষও সেইরূপ স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া কেবলমাত্র সান্নিধ্যহেতু অচেতন মনকে চেতনের ন্যায় করিয়া তুলেন। বিন্ধ্যবাসির মত ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ে গুণরত্ন উল্লেখ

১৮। তাবেতৌ ভোগাপবর্গৌ বুদ্ধিকৃতৌ বুদ্ধাবেব বর্তমানৌ কথং পুরুষে ব্যপদিশ্যেতে ইতি? যথা বিজয়ঃ পরাজয়ো বা যোদ্ধৃষু বর্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিশ্যতে স হি তস্য ফলস্য ভোক্তেতি। এবং বন্ধমোক্ষৌ বুদ্ধাবেব বর্তমানৌ পুরুষে ব্যপদিশ্যেতে। স হি তৎফলস্য ভোক্তেতি। বুদ্ধেরেব পুরুষার্থাপরিসমাপ্তির্বন্ধঃ, তদর্থাবসায়ো মোক্ষ ইতি। এতেন গ্রহণধারণোহাপোহতত্ত্বজ্ঞানাভিনিবেশা বুদ্ধৌ বর্তমানাঃ পুরুষেঽধ্যারোপিতসদ্ভাবাঃ, স হি তৎফলস্য ভোক্তেতি।—যোগভাষ্যম্ ২।১৮

১৯। "বিবিক্তদৃক্‌পরিণতৌ বুদ্ধৌ ভোগোঽস্য কথ্যতে।
প্রতিবিম্বোদয়ঃ স্বচ্ছে যথা চন্দ্রমসোঽম্ভসি॥"

অত্র ব্যোমশিবঃ—বিবিক্তদৃগ্, বিষয়াকারপরিণতেন্দ্রিয়াকারপরিণতির্যস্যাঃ সা তথোক্তা, তস্যাং বুদ্ধৌ সত্যামাত্মনো ভোগঃ কথ্যতে। কিংরূপঃ? প্রতিবিম্বোদয়ঃ ন বাস্তবঃ। যথা হি চন্দ্রমসঃ প্রতিবিম্বনমম্ভসি, এবং বিশিষ্টপরিণামোপচিতায়াং বুদ্ধাবাত্মন ইতি। বাস্তবে হি ভোগে পুরুষস্য পূর্বস্বরূপনিবৃত্তৌ স্বরূপান্তরাপত্তির্বিকারঃ স্যাৎ। তত্র চাচেতনত্বাদনেকদূষণমিতি।—প্রশস্তপাদভাষ্যম্ পৃঃ ৫২১

করিয়াছেন।[20] এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অন্যান্য সাংখ্যাচার্যের মতে পুরুষের সান্নিধ্যে অচেতন বুদ্ধি চেতনের ন্যায় হয়; কিন্তু বিন্ধ্যবাসির মতে অচেতন মন চেতনের ন্যায় হয়। অন্যান্য আচার্যের মতে বুদ্ধিতে পুরুষের সর্বার্থোপলব্ধি, কিন্তু বিন্ধ্যবাসির মতে তাহা মনে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, অন্যান্য সাংখ্যাচার্য ত্রয়োদশ করণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন—বুদ্ধি, অহঙ্কার, দশ ইন্দ্রিয় ও মন। সেই স্থলে বিন্ধ্যবাসী একাদশ করণ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধি ও অহঙ্কারের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সঙ্কল্প, অভিমান ও অধ্যবসায় যথাক্রমে মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধির কার্য বলিয়া সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে। আচার্য বিন্ধ্যবাসী সঙ্কল্প, অভিমান ও অধ্যবসায়ের পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া উহাদের একাত্মতা স্বীকার করেন। এজন্য তাঁহার মতে পুরুষের সর্বার্থোপলব্ধি মনে হইয়া থাকে, বুদ্ধিতে নহে।[21]

পুরুষের অস্তিত্ব

পুরুষের ধর্ম এবং বুদ্ধির সহিত পুরুষের সম্পর্ক আলোচিত হইল। পুরুষের অস্তিত্ব বিষয়ে যাঁহারা সন্দিগ্ধ, তাঁহাদের সংশয়-নিরাকরণের উদ্দেশ্যে আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ, যাহা সম্মিলিতভাবে অর্থাৎ অন্যের সহিত মিলিত হইয়া কার্য করে, তাহার নাম সঙ্ঘাত বা সংহত। সংহত বস্তুমাত্রই অপরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, যেমন রথ, গৃহ, পর্যঙ্ক প্রভৃতি। ইহারা স্বকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে না, পরম্পরার্থেও প্রযুক্ত হয় না; কিন্তু যিনি রথে আরোহণ করেন, যিনি পর্যঙ্কে শয়ন করেন, যিনি গৃহে অবস্থান করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য তাহারা সিদ্ধ করে। সেইরূপে আমাদের দেহ বিভিন্ন তত্ত্বের সংহত রূপ। ইহা যাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, তিনি পুরুষ। অব্যক্ত, মহান্, অহঙ্কার প্রভৃতি সংহত। কেননা তাহারা সুখদুঃখমোহাত্মক।[22] সংহত হওয়ার জন্য ইহারা পরার্থসাধন করে এবং সেই পর হইলেন পুরুষ। সংহত বস্তু অপর সংহত বস্তুর জন্য উৎপন্ন হয়—এইরূপ কল্পনা করিলে ঐ দ্বিতীয় সংহত বস্তুও আবার তৃতীয় সংহত বস্তুর জন্য হইবে; কেননা উহাও সংহত। এইরূপ কল্পনাতে অনবস্থা দোষ হয়। ব্যবস্থা সম্ভব হইলে গৌরববশতঃ অনবস্থা কল্পনা সঙ্গত নয়। সুতরাং সংহত বস্তু অন্য সংহত বস্তুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে—এরূপ কল্পনা যুক্তিযুক্ত নয়; কিন্তু উহা অন্য অসংহত বস্তুর উদ্দেশ্য

২০। বিন্ধ্যবাসী ত্বেবং ভোগমাচষ্টে—
পুরুষোঽবিকৃতাত্মৈব স্বনির্ভাসমচেতনম্।
মনঃ করোতি সান্নিধ্যাদুপাধিঃ স্ফটিকং যথা ॥—ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ঃ পৃঃ ১০৪

২১। অধিকরণমপি কেচিৎ ত্রয়োদশবিধমাহুঃ। একাদশকমিতি বিন্ধ্যবাসী। তথাঽন্যেষাং মহতি সর্বার্থোপলব্ধিঃ, মনসি বিন্ধ্যবাসিনঃ। সঙ্কল্পাভিমানাধ্যবসায়নানাত্বমন্যেষাম্, একত্বং বিন্ধ্যবাসিনঃ।—যুক্তি পৃঃ ১০৮

২২। সুখদুঃখমোহাত্মকতয়া অব্যক্তাদয়ঃ সর্বে সঙ্ঘাতাঃ।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ১৭)

সিদ্ধ করে—ইহাই সঙ্গত। যাহারা সংহত, তাহাদের ত্রিগুণত্ব, অবিবেকিত্ব, অচেতনত্ব প্রভৃতি ধর্ম দেখা যায়।[২৩] পুরুষ গুণস্বরূপ নহেন; তিনি বিবেকী, অবিষয়, অসামান্য, চেতন ও অপরিণামী; সুতরাং পুরুষ অসংহত। রথ, গৃহ, শয্যাদি এই অসংহত পুরুষের প্রয়োজন পরিপূরণ করে; অতএব পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার্য। দ্বিতীয়তঃ, যাহারা সুখদুঃখমোহাত্মক জড়, তাহারা অন্য কর্তৃক পরিচালিত হয়। পরিচালক হইলেন চেতন; যেমন রথ সারথি কর্তৃক পরিচালিত হয়। প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার প্রভৃতি ত্রিগুণাত্মক জড়। তাহাদের যখন পরিচলন আছে, তখন চেতন পরিচালক অবশ্যই আছেন। যিনি পরিচালক, তিনি পুরুষ। ষষ্ঠিতন্ত্রে বলা হইয়াছে, পুরুষ কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতি প্রবর্তিত হইয়া থাকেন।[২৪] তৃতীয়তঃ, সুখ, দুঃখ হইল ভোগ্য। ভোগ্য থাকিলে ভোক্তাও থাকিবে। যিনি ভোগ্য, তিনি ভোক্তা হইতে পারেন না। অতএব সুখদুঃখ যাঁহার স্বরূপ নয়, এমন কোন ভোক্তা স্বীকার করিতে হয়। তিনিই পুরুষপদ-বাচ্য। চতুর্থতঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি দৃশ্য। সুখদুঃখমোহাত্মক হওয়ায় পৃথিবী প্রভৃতির ন্যায় বুদ্ধি প্রভৃতির দৃশ্যত্ব অনুমানসিদ্ধ। দ্রষ্টা ব্যতিরেকে বস্তুর দৃশ্যতা সম্ভব নয়। সুতরাং দৃশ্য বুদ্ধি প্রভৃতির অতিরিক্ত দ্রষ্টা একজন আছেন, ইহা স্বীকার করিতে হয়। সেই দ্রষ্টা হইলেন আত্মা বা পুরুষ। পঞ্চমতঃ, শাস্ত্রে মুক্তির উপদেশ আছে। মহর্ষিরা সেই পথে গিয়াছেন। মুক্তি অর্থে আত্যন্তিকভাবে দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তি। যাহা দুঃখস্বরূপ, তাহার আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে না। বুদ্ধি প্রভৃতি দুঃখাত্মক। তাহাদের স্বভাব হইতে বিচ্যুতি সম্ভব নহে। সুতরাং তাহাদের মুক্তিও সম্ভব নহে। যদি মুক্তিলাভের যোগ্য পদার্থ না থাকে, তাহা হইলে মুক্তির জন্য শাস্ত্রীয় উপদেশ এবং মহর্ষিগণের তদনুসারে প্রবৃত্তি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। তাহা কখনই সম্ভবপর নয়। যে শাস্ত্র অভ্রান্ত, যে ঋষিগণ সর্বজ্ঞ, তাঁহাদের উপদেশ ও কার্য ভ্রান্তিমূলক হইতে পারে না। অতএব যাহা দুঃখস্বরূপ নহে, এমন কোন বস্তু আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। তাঁহারই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব। তিনি হইলেন বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত পুরুষ।[২৫]

কপিলের সাংখ্যসূত্রেও পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। সেখানে প্রদর্শিত যুক্তিগুলি সাংখ্যকারিকায় উল্লিখিত যুক্তির অনুরূপ।[২৬]

২৩। ত্রিগুণত্বাদয়ো হি ধর্মাঃ সংহতত্বেন ব্যাপ্তাঃ।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ১৭)

২৪। অপি চোক্তং ষষ্ঠিতন্ত্রে—'পুরুষাধিষ্ঠিতং প্রধানং প্রবর্ততে' ইতি মাঠরঃ।—সা. কা ১৭

২৫। সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥—সা. কা ১৭

২৬। সংহত-পরার্থত্বাৎ। ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াৎ। অধিষ্ঠানাচ্চেতি। ভোক্তৃভাবাৎ। কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ।—সাংখ্যসূত্রম্ ১।১৪০-১৪৪

বৌদ্ধদর্শনে চিত্ত (অর্থাৎ বুদ্ধি) হইতে পুরুষের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। যোগদর্শনে এবং যোগভাষ্যে বৌদ্ধগণের এই মত খণ্ডিত হইয়াছে। যোগদর্শনে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন বাসনা দ্বারা চিত্রীকৃত চিত্ত পরের ভোগাপবর্গের জন্যই অবস্থিত ; স্বার্থের জন্য নহে। কেননা, চিত্তের কার্য নানা অঙ্গ-সাধ্য হওয়ায় চিত্ত সংহতস্বরূপ। যাহারা সংহত্যকারী বা সংহতস্বরূপ, তাহারা পরের উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই অবস্থান করে ; যেমন নানা উপাদানে রচিত গৃহ পরের ভোগের জন্য বর্তমান। চিত্তও সেইরূপ। ভোগচিত্ত চিত্তের ভোগের জন্য নহে। সেইরূপ অপবর্গচিত্ত চিত্তের অপবর্গের জন্য নহে ; কিন্তু ইহারা পরের জন্য। এই চিত্ত যাঁহার উদ্দেশ্যসাধন করে, তিনি অসংহত পুরুষ। পুরুষই চিত্তের দ্বারা উপস্থাপিত সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। আবার জ্ঞান পুরুষের জন্যই অভিপ্রেত। কেননা জ্ঞান পুরুষের মুক্তি আনয়ন করে। এইভাবে চিত্ত পুরুষেরই ভোগ ও অপবর্গ সাধন করে। সুতরাং বৌদ্ধদর্শন দ্রষ্টা, ভোক্তা ও জ্ঞাতার পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও জ্ঞেয় হইতে জ্ঞাতার, দৃশ্য হইতে দ্রষ্টার এবং ভোগ্য হইতে ভোক্তার পৃথক্ অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।[২৭]

চার্বাকদর্শনের মতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা।[২৮] দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব চার্বাকমতে স্বীকৃত হয় নাই। চৈতন্য হইল দেহের ভৌতিক উপাদান সমূহের ফল। চার্বাকদর্শনের এই সিদ্ধান্ত সাংখ্যসূত্রে খণ্ডিত হইয়াছে। সাংখ্যসূত্র বলেন, ভূতসকলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে তাহাদের চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না। অতএব ভৌতিক দেহের স্বাভাবিক চৈতন্য নাই। তবে দেহের যে চৈতন্য দেখা যায়, তাহা ঔপাধিক চৈতন্য ; তাহা চিদাত্মার দেহে অধিষ্ঠানের ফল। যখন দেহের উপাদানস্বরূপ ভূতসমূহে চৈতন্য অবিদ্যমান, তখন সেই ভূতসমূহের পরিণাম দেহের যে চৈতন্য থাকিবে, তাহা কখনই সম্ভব হয় না।[২৯] তাছাড়া, মরণ, মূর্চ্ছা, সুষুপ্তি প্রভৃতিতে দেহের অচেতনাবস্থা প্রত্যক্ষ। দেহের স্বাভাবিক চৈতন্য থাকিলে উক্তরূপ সুপ্তি, মূর্চ্ছা ইত্যাদি কাহারও হইত না। কারণ যাবৎ দ্রব্য থাকে, তাবৎ তাহার স্বভাবের অন্যথা হয় না। সুতরাং দেহ বিদ্যমান

২৭। তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ।—যোগদর্শনম্ ৪।২৪। অত্র ব্যাসদেবঃ—তদেতচ্চিত্তমসংখ্যেয়াভির্বাসনাভিরেব চিত্রীকৃতমপি পরার্থং পরস্য ভোগাপবর্গার্থং, ন স্বার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ গৃহবৎ। সংহত্যকারিণা চিত্তেন ন স্বার্থেন ভবিতব্যং, ন সুখচিত্তং সুখার্থং, ন জ্ঞানং জ্ঞানার্থম্, উভয়মপ্যেতৎ পরার্থম্। যশ্চ ভোগেনাপবর্গেণ চার্থেনার্থবান্ পুরুষঃ স এব পরো, ন পরঃ সামান্যমাত্রং, যত্তু কিঞ্চিৎপরং সামান্যমাত্রং স্বরূপেণোদাহরেদ্ বৈনাশিকস্তৎসর্বং সংহত্যকারিত্বাৎ পরার্থমেব স্যাৎ। যস্ত্বসৌ পরো বিশেষঃ স ন সংহত্যকারী পুরুষঃ।

২৮। চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এবাত্মা। দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ।—চার্বাকদর্শনম্ (সর্বদর্শন-সংগ্রহঃ পৃঃ ৩)

২৯। ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ।—সাংখ্যসূত্রম্ ৩।২০

থাকিতে কাহারও মূর্চ্ছা, সুপ্তি প্রভৃতি হইতে পারিত না। অতএব দেহের যে চৈতন্য নাই, তাহা স্বীকার করিতে হয়।[৩০] চার্বাকদর্শন বলেন, প্রত্যেকে মাদকতাশক্তি না থাকিলেও যে সকল উপাদানে সুরাদি মাদকদ্রব্য প্রস্তুত হয়, সেই সকল দ্রব্য মিলিত হইলেই মাদকতাশক্তি উৎপন্ন হয়। সেইরূপ ভূতসকলের প্রত্যেকের মধ্যে চৈতন্য না থাকিলেও মিলিত ভূতসকলের পরিণামস্বরূপ দেহে চৈতন্য থাকিতে পারে। ইহার উত্তরে সাংখ্যদর্শন বলেন, প্রত্যেক উপাদানে যদি চৈতন্য পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলেই মিলিত পদার্থে চৈতন্যের উদ্ভব হইতে পারে। প্রত্যেক পদার্থে চৈতন্য না থাকিলে মিলিত পদার্থে তাহা সম্ভব হয় না। বিচার্যস্থলে প্রত্যেক ভূতে চৈতন্য দেখা যায় না।[৩১] তারপর শাস্ত্রাদির দ্বারা জানা যায় যে, মদ্যের উপাদানসমূহের প্রত্যেকে সূক্ষ্মরূপে মাদকতাশক্তি আছে। এই জন্য মিলিত মাদকদ্রব্যে মাদকতাশক্তির আবির্ভাব হয়। কিন্তু দেহের উপাদানস্বরূপ প্রত্যেক ভূতে যে সূক্ষ্মরূপ চৈতন্য আছে, তাহা কোন প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না[৩২]। ভূতসকলের সমষ্টি-রূপ দেহে চৈতন্য-দর্শনের দ্বারা প্রত্যেক ভূতে সূক্ষ্মরূপে চৈতন্যশক্তি অনুমিত হয়—একথা বলা যায় না। কারণ, অনেক ভূতে অনেক চৈতন্য-কল্পনার গৌরব অপেক্ষা লাঘবতঃ এক নিত্য চিৎস্বরূপেরই কল্পনা করা শ্রেয়ঃ।[৩৩] চার্বাক-দর্শন বলেন, ঘটাদির অবয়বে পরিমাণ বা জলাহরণ প্রভৃতি কার্য বর্তমান নাই। তথাপি ঘটাদিতে পরিমাণ বা জলাহরণ প্রভৃতি কার্য দেখা যায়। সেইরূপ দেহের অবয়বীভূত ভূতসকলে চৈতন্য বর্তমান না থাকিলেও দেহে চৈতন্য বিদ্যমান থাকিতে পারে। সাংখ্যদর্শন ইহাও স্বীকার করেন না। ভূতের বিশেষ গুণসমূহ সজাতীয়কারণগুণজন্য। দেহ ভৌতিক পদার্থ। তাহার চৈতন্য সজাতীয়কারণরূপ প্রত্যেক ভূতের গুণজন্য হইবে। অতএব প্রত্যেক ভূতের চৈতন্য থাকিলে দেহের চৈতন্য হইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক ভূতে চৈতন্য উপলব্ধ হয় না।[৩৪] আবার দেহাদি হইতে প্রকৃতি পর্যন্ত সমুদয় পদার্থ হইতে আত্মা ভিন্ন। বিচিত্রতা হেতু আত্মা দেহাদির অতিরিক্ত। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমরূপ প্রমাণের দ্বারা প্রকৃতি প্রভৃতির পরিণামিত্ব সিদ্ধ আছে; কিন্তু সর্বদা জ্ঞাত-

---

৩০। প্রপঞ্চমরণাদ্যভাবশ্চ।—সাংখ্যসূত্রম্ ৩।২১

৩১। মদশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেকপরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ।—সাংখ্যসূত্রম্ ৩।২২

৩২। দৃষ্টান্তে প্রত্যেকং শাস্ত্রাদিভিঃ সূক্ষ্মতয়া মাদকত্বে সিদ্ধে সংহতভাবকালে মাদকত্বাবির্ভাবমাত্রং সিধ্যতি। দার্ষ্টান্তিকে তু প্রত্যেকভূতেষু সূক্ষ্মতয়া ন কেনাপি প্রমাণেন চৈতন্যং সিদ্ধমিত্যর্থঃ।—সা. প্র. ভা ৩।২২

৩৩। নমু সমুদিতে চৈতন্যদর্শনেন প্রত্যেক-ভূতে সূক্ষ্মচৈতন্যশক্তিরনুমেয়েতি চেন্ন। অনেকভূতেষনেক-চৈতন্যশক্তিকল্পনায়াং গৌরবেণ লাঘবাদেকস্যৈব নিত্যচিৎস্বরূপস্য কল্পনৌচিত্যাৎ।—সা. প্র. ভা ৩।২২

৩৪। নমু যথাবয়বেষ্ববর্তমানমপি পরিমাণজলাহরণাদিকার্যং ঘটাদৌ দৃশ্যত এবমেব শরীরে চৈতন্যং স্যাদিতি নৈবম্। ভূতগতবিশেষগুণানাং সজাতীয়কারণগুণজন্যতয়া কারণে চৈতন্যং বিনা দেহে চৈতন্যাসম্ভবাদিতি।—সা. প্র. ভা ৩।২২

বিষয়ত্বপ্রযুক্ত আত্মা অপরিণামী। সন্নিকর্ষসত্ত্বেও চক্ষু যেরূপ কেবল রূপই গ্রহণ করিয়া থাকে, রস-গ্রহণে তাহার শক্তি নাই, সেইরূপ স্ববুদ্ধিবৃত্তিই পুরুষের বিষয়; অন্য কোন বস্তু তাহার বিষয় নহে। স্ববুদ্ধিবৃত্তির সহিত পুরুষের অনাদি সম্বন্ধ। স্ববুদ্ধিবৃত্তি ও অন্যান্য বস্তুতে পুরুষের সমান সন্নিকর্ষ থাকিলেও পুরুষ স্ববুদ্ধিবৃত্তিই গ্রহণ করেন; অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করেন না। অন্যান্য ভোগ্য বস্তুসকল বুদ্ধিবৃত্তিতে আরূঢ় হয় বলিয়াই তাহাদিগকে পুরুষের ভোগ্য বলা হয়; সাধারণভাবে তাহারা পুরুষের ভোগ্য নহে। পুরুষ চিৎশক্তিসম্পন্ন; এজন্য বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ অজ্ঞাত হইয়া থাকিতে পারে না। জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি বৃত্তির সর্বদা জ্ঞাতত্ব প্রযুক্ত সেই সকল বৃত্তির দ্রষ্টা চেতন পুরুষ অপরিণামী—ইহাই প্রতিপন্ন হয়।[৩৫] আবার 'আমার দেহ', 'আমার মন' ইত্যাদি পণ্ডিতগণের সম্বন্ধসূচক বাক্যপ্রয়োগ হেতু আত্মার দেহাদি হইতে ভিন্নত্ব প্রমাণিত হয়। যদি আত্মা ও দেহ অভিন্ন হইত, তবে 'আমার দেহ' ইত্যাদি সম্বন্ধসূচক বাক্য প্রযুক্ত হইতে পারিত না।[৩৬]

পুরুষ-বহুত্ব

সাংখ্যদর্শন পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন। সাংখ্যদর্শন বলেন, সকলের শরীরে পুরুষ বা আত্মা এক নহে, কিন্তু প্রতি শরীরে পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমতঃ, যেমন একটি সূত্র বহু মণির সহিত সম্বন্ধ হইয়া মাল্যরচনা করে, সেইরূপ একই পুরুষ যদি সকলের শরীরে সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে একের জন্মে সকলের জন্ম, একের মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু, একের ইন্দ্রিয়কার্যে সকলের ইন্দ্রিয়কার্য ঘটিতে পারিত। তাহা যখন হয় না, তখন পুরুষ এক নহেন, কিন্তু বহু। যে জন্মে নাই এবং যে জন্মিয়াছে, তাহারা যদি দুই ব্যক্তি না হইয়া এক ব্যক্তি হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধকেও এইমাত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে বলা চলে। অন্ধকেও চক্ষুষ্মান্ বা চক্ষুষ্মান্‌কেও অন্ধ বলা চলে; কারণ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান্ দুই ব্যক্তি নহে; তাহারা একই ব্যক্তি। পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করিলে এই অসামঞ্জস্য থাকে না। এখানে মনে রাখিতে হইবে, যে সংমিলিত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও অধ্যবসায়ের সহিত পুরুষের পূর্বে সম্বন্ধ ছিল না, তাহার সহিত পুরুষের সম্বন্ধ হইল তাঁহার জন্ম। কারণ পুরুষ অপরিণামী; জন্মরূপে তাঁহার পরিণাম সম্ভব নহে। আবার পুরুষ কর্তৃক

৩৫। দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ বৈচিত্র্যাৎ।—সাংখ্যসূত্রম্ ৬।২। অত্র ভিক্ষুঃ—অসাবাত্মা দ্রষ্টা দেহাদি-প্রকৃত্যন্তেভ্যোঽত্যন্তং ভিন্নো বৈচিত্র্যাৎ। পরিণামিত্বাপরিণামিত্বাদিবৈধর্ম্যাদিত্যর্থঃ। প্রকৃত্যাদয়স্তাবৎ প্রত্যক্ষানুমানাগমৈঃ পরিণামিতয়ৈব সিদ্ধাঃ, পুরুষস্তু অপরিণামিত্বং সদা জ্ঞাতবিষয়ত্বাদনুমীয়তে। তথাপি যথা চক্ষুষো রূপমেব বিষয়ো ন সন্নিকর্ষসাম্যেঽপি রসাদি, এবং পুরুষস্য স্ববুদ্ধিবৃত্তিরেব বিষয়ো, ন তু সন্নিকর্ষসাম্যেঽপি অন্তরবস্থিতি ফলবলাৎ কল্প্যম্। বুদ্ধিবৃত্ত্যারূঢ়তয়ৈব বস্তুদ্ভোগ্যং ভবতি পুরুষস্য ন স্বতঃ। সর্বদা জ্ঞানাপত্তেঃ তাশ্চ বুদ্ধিবৃত্তয়ো নাজ্ঞাতাস্তিষ্ঠন্তি।

৩৬। ষষ্ঠীব্যপদেশাদপি।—সাংখ্যসূত্রম্ ৬।৩। অত্র ভিক্ষুঃ—মমেদং শরীরং মমেয়ং বুদ্ধিরিত্যাদের্বিদ্বৎ ষষ্ঠীব্যপদেশাদপি দেহাদিভ্য আত্মা ভিন্নঃ। অত্যন্তাভেদে ষষ্ঠ্যনুপপত্তেরিত্যর্থঃ।

গৃহীত দেহাদির পরিত্যাগ হইল তাঁহার মৃত্যু। কারণ পুরুষ কূটস্থ, নিত্য। তাঁহার বিনাশ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, আত্মা এক হইলে একব্যক্তির কার্যপ্রবৃত্তিকালে সকলকেই সেইকার্যে প্রবৃত্ত দেখা যাইত। কিন্তু ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে সকলের একদা প্রবৃত্তি হয় না। কেহ বা ধর্মে, কেহ বা অধর্মে, কেহ বা জ্ঞানে, কেহ বা বৈরাগ্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব সকলের কার্যপ্রবৃত্তি যুগপৎ উৎপন্ন হয় না বলিয়া পুরুষ বহু। প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তি অন্তঃকরণের ধর্ম হইলেও পুরুষে তাহা উপচরিত হয়। তৃতীয়তঃ, সুখ, দুঃখ ও মোহরূপ গুণত্রয়ের বিপর্যয় অর্থাৎ অন্যথাভাব দৃষ্ট হয় বলিয়াও পুরুষ-বহুত্ব স্বীকার্য। কারণ একমাত্র পুরুষ হইলে সকলেরই সুখদুঃখাদি তুল্য হইতে পারিত। দেবগণকে সত্ত্বগুণপ্রধান, মানবগণকে রজোগুণপ্রধান এবং পশু-পক্ষি-দিগকে তমোগুণবহুল বলিয়া ব্যবহার করা হয়। কিন্তু দেবতার আত্মা ও মানবের আত্মা যদি অভিন্ন হয়, তবে এই ভেদজ্ঞান থাকে না। সত্ত্ববহুল দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত যে আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাঁহাকে দেবতা বলা হয়। গুণের তারতম্য অনুসারে মানুষ, পশু ইত্যাদি সংজ্ঞা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। অতএব পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করিতে হয়।[৩৭]

মাঠরাচার্য ও গৌড়পাদ ব্যক্ত ও অব্যক্ত হইতে পুরুষের পার্থক্য প্রদর্শন কালে পুরুষকে 'এক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৩৮] এখানে তাঁহারা 'একজাতীয়' অর্থে এক-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন মনে হয়। কারণ তাঁহারা পরে পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করিয়াছেন।[৩৯] তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, গুণত্রয়ের তারতম্য হেতু মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতির মধ্যে যেরূপ বিজাতীয়ত্ব দেখা যায়, পুরুষসমূহের মধ্যে সেরূপ বৈজাত্য দেখা যায় না। সকল পুরুষই একজাতীয়। কেননা, সকল পুরুষই অপরিণামী, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ইত্যাদি।

সাংখ্যের পুরুষবহুত্ববাদ ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় বিচারসহ বলিয়া মনে করেন না। তিনি বলেন, পুরুষবহুত্ববিষয়ে সাংখ্যদর্শনে প্রদর্শিত যুক্তিগুলি দুর্বল এবং সন্দেহাতীত নহে। সাংখ্যদর্শনের মতে আত্মা বা পুরুষ যখন অহঙ্কারবিশিষ্ট হন, তখন তিনি 'জীব' নামে পরিচিত হন।[৪০] সাংখ্যের যুক্তিগুলি দেহকোষে আবদ্ধ

৩৭। জন্ম-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াচ্চৈব।—সা. কা ১৮

৩৮। (ক) যথা ব্যক্তাদিসদৃশং প্রধানং তথা প্রধানসধর্মা পুরুষঃ। তথাহি অহেতুমান্ নিত্যো ব্যাপী নিষ্ক্রিয় একোঽনাশ্রিতঃ অলিঙ্গো নিরবয়বঃ স্বতন্ত্র ইতি মাঠরঃ।—সা. কা ১১

(খ) অনেকং ব্যক্তমেকমব্যক্তং, তথাচ পুমানপ্যেকঃ।—গৌড়পাদঃ (সা. কা ১১)

৩৯। (ক) অতঃ পঞ্চাদোঽনেকে পুরুষা ইতি মাঠরঃ।—সা. কা ১৮

(খ) এবং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াদ্ (পুরুষ-) বহুত্বং সিদ্ধমিতি গৌড়পাদঃ।—সা. কা ১৮

৪০। বিশিষ্টস্য জীবত্বমন্বয়ব্যতিরেকাৎ।—সাংখ্যসূত্রম্ ৬।৬৩

সেই জীবে প্রযোজ্য ; সাংখ্যদর্শনে প্রসিদ্ধ অপরিণামী বিশুদ্ধ আত্মার বা পুরুষে নহে। জন্ম-মৃত্যু, ইন্দ্রিয়সমূহের বিদ্যমানতা, নৈতিক এবং বুদ্ধিগত শক্তির তারতম্য ইত্যাদি প্রকৃতি এবং তাহার বিকারসমূহে বর্তমান। নিত্য শুদ্ধ আত্মার সহিত ইহাদের কোন সংস্রব নাই। সুতরাং কাহারও জন্ম, কাহারও মৃত্যু ; কেহ অন্ধ, কেহ চক্ষুষ্মান্ ইত্যাদি ব্যাপার হইতে পুরুষবহুত্ব নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয় না।[৪১]

অধ্যাপক মোক্ষমূলর্ পুরুষবহুত্ব-স্বীকারের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, পুরুষের বিভুত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার বহুত্ব উপপন্ন হয় না। আবার পুরুষ-বহুত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার বিভুত্ব সম্ভব হয় না।[৪২] অধ্যাপক ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্‌ও সাংখ্যের পুরুষ-বহুত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, সাংখ্যমতে সকল পুরুষ বিভু এবং চেতন। পুরুষ হইতে পুরুষান্তরের কোন ভেদ পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং পুরুষ-বহুত্ব স্বীকারের কোন যৌক্তিকতা নাই।[৪৩] তিনি আরও বলেন, সাংখ্যের পুরুষ-বহুত্ববাদের যুক্তিগুলি দ্বারা প্রকৃতির সহিত সম্বদ্ধ অহঙ্কারবিশিষ্ট শরীরী জীবের বহুত্ব প্রতিপাদিত হয়, কিন্তু শুদ্ধ নিত্য নির্বিকার আত্মার বা পুরুষের বহুত্ব প্রতিপন্ন হয় না। তিনি সর্বদাই এক অদ্বিতীয়।[৪৪]

৪১। The Sāṃkhya posits an infinite plurality of puruṣas. * * The arguments advanced are logically weak and unconvincing. They relate to the empirical self and have no relevance to the pure spirit in which Sāṃkhya believes. * * Birth and death, possession of organs and the varying distribution of intellectual and moral powers do belong to prakriti and its different evolutes. The pure spirit is absolutely unaffected by them. So these phenomena cannot be made the ground of the inference of numerical difference of the puruṣas with whom they have no concern. —S. Mookherji (Hist of phil.—Eastern and western, p 253)

৪২। If the Puruṣa was meant as absolute, as eternal, immortal and unconditioned, it ought to have been clear to Kapila that the plurality of such a Puruṣa would involve its being limited, determined or conditioned, and would render the character of it self-contradictory. * * * Many Puruṣas, from a metaphysical point of view, necessitate the admission of one Puruṣa. * * * Because, if the Puruṣas were supposed to be many, they would not be Puruṣa, and being Puruṣa they would by necessity cease to be many.—Max Müller (Indian Philosophy, Vol III, p 71-72)

৪৩। If each Puruṣa has the same features of consciousness, all-pervadingness, if there is not the slightest difference between one Puruṣa and another, since they are free from all variety, then there is nothing to lead us to assume a plurality of Puruṣas. Multiplicity without distinction is impossible.—Radhakrishnan (Indian Philosophy, Vol II, p 322)

৪৪। We can only infer that the embodied souls are many and different, since they do not rise or die together. * * There does not seem to be any need to pass from the manyness of empirical souls, which all philosophers admit ; to the manyness of eternal selves which the Sāṃkhya upholds. * * * The different arguments prove the plurality of actual souls in relation to Prakriti and not of the Puruṣa we reach by way of abstraction.—Radhakrishnan (Indian Philosophy, Vol II, p 321-322)

পুরুষ ও প্রকৃতি

পুরুষ ও প্রকৃতির পার্থক্য পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এখন তাহাদের উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের বিষয় আলোচিত হইতেছে।

প্রকৃতির প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু তিনি অচেতন। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, কিন্তু চেতন। পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি। অদৃষ্টাধীন পুরুষসমূহের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ভগ্ন হয়। অয়স্কান্ত মণি যেমন কেবল সান্নিধ্যবশতঃ শল্যকে নিষ্কাশ করে, কিন্তু স্বয়ং স্থির থাকে; পুরুষও সেইরূপ স্বয়ং স্থির থাকিয়া কেবল সন্নিধিবশতঃ প্রকৃতিকে কার্যোন্মুখী করেন। তখন প্রকৃতির মহৎ-তত্ত্ব রূপে পরিণাম হয়। ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকাতে পঙ্গু ও অন্ধের মিলনের উপমা দ্বারা প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগের উপযোগিতা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। চক্ষুষ্মান্ হইয়াও পঙ্গু পথ চলিত পারে না। আবার চলনশক্তিবিশিষ্ট হইয়াও অন্ধ পথ দেখিতে পায় না। কিন্তু পঙ্গুকে যদি অন্ধের স্কন্ধে স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে পঙ্গু অন্ধকে পথ চলার নির্দেশ দিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পঙ্গু ও অন্ধ পরস্পর মিলনের দ্বারা একটি উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে—যাহা তাহাদের মধ্যে কেহই স্বতন্ত্রভাবে সম্পন্ন করিতে পারে না। সেইরূপভাবে পুরুষ নিষ্ক্রিয় কিন্তু চেতন; আবার প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হইয়াও অচেতন। উভয়ে মিলিত হইয়া এক ক্রিয়াশীল চেতন ব্যক্তির ন্যায় কার্য করিয়া থাকেন। সেই কার্য হইল মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতির উৎপত্তি। এখানে পুরুষকে পঙ্গুর সহিত এবং প্রকৃতিকে অন্ধের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। পঙ্গু যেমন অন্ধকে পথচলার নির্দেশ দেয়, চেতন নিষ্ক্রিয় পুরুষও সেইরূপ অচেতন পরিণামী প্রকৃতিকে চালিত করেন।[৪৫]

প্রকৃতির মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি রূপে পরিণতি যান্ত্রিক নহে, কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক। প্রকৃতির এই পরিণতির মূলে দুইটি উদ্দেশ্য নিহিত আছে:—একটি প্রকৃতি-সম্বন্ধী, অপরটি পুরুষ-সম্বন্ধী। প্রকৃতি যখন পুরুষের ভোগ-সামগ্রী রূপে পরিণত হন, তখন প্রকৃতি-সম্বন্ধী উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয়। প্রকৃতি সুখ-দুঃখ-মোহাত্মিকা। সেই সুখ-দুঃখের অনুভব না হইলে প্রকৃতির সুখদুঃখাত্মকতা বিফল হয়। ভোক্তা না থাকিলে ভোগ নিরর্থক। ভোক্তার অপেক্ষা ভোগ্য বস্তুতে আছে। এজন্য ভোক্তা পুরুষকে ভোগ্য প্রকৃতি অপেক্ষা করেন। অন্যদিকে পুরুষও মুক্তির জন্য প্রকৃতিকে অপেক্ষা করেন। পুরুষ মুক্তস্বভাব এবং নির্দুঃখ হইলেও অজ্ঞতাবশে প্রকৃতির সহিত অবিবিক্তভাবে সংযুক্ত হন। প্রকৃতির সহিত সম্বদ্ধ পুরুষ প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত

৪৫। পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥—সা. কা ২১

হইয়া বুদ্ধিগত দুঃখত্রয়কে আপনার উপর আরোপ করেন। দুঃখজ্বালায় জর্জরিত হইয়া পুরুষ আত্যন্তিকভাবে দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তির জন্য প্রকৃতির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে কামনা করেন। আত্যন্তিকভাবে দুঃখত্রয়নিবৃত্তিরূপ কৈবল্যের জন্য প্রয়োজন সত্ত্ব-পুরুষান্যতা-খ্যাতি অর্থাৎ বুদ্ধি পৃথগ্ধর্মবিশিষ্ট এবং পুরুষ বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নস্বরূপ—এই-রূপ জ্ঞান। ইহা বিবেকখ্যাতি নামেও প্রসিদ্ধ। বিবেকখ্যাতির জন্য প্রয়োজন শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি। বুদ্ধি-তত্ত্ব ব্যতিরেকে শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতি সম্ভব হয় না। প্রকৃতি না থাকিলে বুদ্ধি-তত্ত্বও উৎপন্ন হয় না। এই কারণে কৈবল্য-প্রাপ্তির জন্য প্রকৃতির অপেক্ষা পুরুষেও দেখা যায়। এই পরস্পর অপেক্ষার জন্য প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ-বশতঃ প্রকৃতির মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি রূপে পরি-ণাম ঘটে। মহৎ-তত্ত্বাদির সৃষ্টি ব্যতিরেকে কেবল প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ কখনও ভোগ বা কৈবল্য উৎপাদনে সমর্থ হয় না। সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতির ভোগ হইতে পারে না।

প্রকৃতির পরিণতির বৈচিত্র্যের মূলে রহিয়াছে জীবের বিচিত্র কর্ম। জীবের উপার্জিত ধর্ম ও অধর্ম অনন্ত প্রকার; তদনুযায়ী প্রকৃতির সৃষ্টিও অনন্ত প্রকার হইয়া থাকে। প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ জীবের ধর্ম ও অধর্ম। গর্ভাবস্থা হইতে যে ব্যক্তি ভৃত্য, সেই ব্যক্তি যেরূপ প্রভুর পরিচর্যার্থে নানাপ্রকার চেষ্টা করে, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষের নিমিত্ত নানাবিধ কার্য করিয়া থাকেন। পুরুষের সহিত প্রকৃতির স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ। এজন্য প্রকৃতি এক হইলেও পুরুষের বিবিধ কার্যের নিমিত্ত বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হয়।[৪৩]

মহৎ-তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চ মহাভূত পর্যন্ত তত্ত্বসমূহের উৎপত্তি প্রকৃতি হইতে হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য। বিনা কারণে সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। সৃষ্টিকে কারণ-হীন বলিলে জগতের নিত্যত্ব প্রতিপন্ন হয়; কিন্তু জগৎ সাবয়ব ও রূপবান্। তাহার উৎপত্তি ও বিলয় অবশ্যম্ভাবী। তাহাকে নিত্য বলা যায় না। আবার যাহা কারণহীন, তাহার উৎপত্তি অসম্ভব। সৃষ্টিকে কারণশূন্য বলিলে শশবিষাণ প্রভৃতির ন্যায় তাহার অলীকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। জগৎ প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-সিদ্ধ। তাহাকে কখনও অলীক বলা যায় না। সুতরাং মহৎ-তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চ-মহাভূত পর্যন্ত তত্ত্ব-সমূহ প্রকৃতিরই পরিণাম। দর্শনান্তরে স্বীকৃত ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন না। কারণ ব্রহ্ম অপরিণামী; সুতরাং তাঁহার জগদ্রূপে পরিণতি সম্ভব নয়। পরিণাম ব্যতিরেকে রূপ-বিশিষ্ট সাবয়ব বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না। আবার ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির মহৎ-তত্ত্ব প্রকৃতি রূপে পরিণাম ঘটিয়াছে, ইহাও বলা যায় না।

৪৩। কর্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্।—সাংখ্যসূত্রম্ ৬।৪১

কারণ ঈশ্বর সর্বব্যাপারবিহীন।[৪৭] পক্ষান্তরে অধিষ্ঠান হইল ব্যাপারবিশেষ। সুতরাং নির্ব্যাপার ঈশ্বর কখনও প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন না। নিশ্চেষ্ট তক্ষক কর্তৃক কুঠারাদি যন্ত্র প্রস্তুত হয় না। অতএব স্বতন্ত্র প্রকৃতিই মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি রূপে পরিণত হন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।[৪৮]

প্রকৃতি অচেতন। অচেতনের প্রবৃত্তি কিরূপে সম্ভব হয়—এই আপত্তি উঠিতে পারে না। অচেতন হইলেই যে প্রবৃত্তি থাকে না, তাহা নহে। গাভীর স্তন্যদুগ্ধের যে আভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি ও ক্ষরণ, তাহাও প্রবৃত্তির মধ্যে গণ্য। সেই স্তন্যের প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু তাহার চেতনা নাই। গাভীর চেতনা আছে বটে, কিন্তু স্তন্য-প্রবৃত্তি গাভীর প্রবৃত্তির অধীন নহে। গাভীর প্রবৃত্তি থাকিলেও অনেক সময় স্তন্যের বৃদ্ধি ও ক্ষরণ হয় না। স্তন্যদুগ্ধের প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য বৎস-পোষণ। সেইভাবে প্রকৃতি অচেতন হইলেও পুরুষের বিমোক্ষের নিমিত্ত তাঁহার মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি রূপে পরিণাম ঘটিয়া থাকে।[৪৯]

প্রকৃতি নিত্য প্রবৃত্তিশীল হইলেও তাঁহার সৃষ্টিকার্য সকল পুরুষের জন্য সর্বদা চলে না। প্রকৃতি স্বপ্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কার্যে প্রবৃত্ত হন না। প্রকৃতির মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি রূপে পরিণতির উদ্দেশ্য প্রতি পুরুষের মুক্তি-সম্পাদন। পরপ্রয়োজন বলিয়া যে কার্যের কোন ব্যতিক্রম আছে তাহা নহে। পুরুষের মুক্তিসাধন প্রকৃতির স্বপ্রয়োজনের সমান। নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে লোকে যেরূপ তাহার পুনরায় আয়োজন হইতে বিরত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ নিত্য প্রবৃত্তিশীল হইয়াও যে পুরুষের মুক্তিসাধন করেন, সেই পুরুষের প্রতি পুনরায় প্রবৃত্ত হন না। প্রতি পুরুষের লিঙ্গ-শরীর[৫০] বিভিন্ন। প্রকৃতি অন্য পুরুষের জন্য লিঙ্গ-শরীরাদি উৎপন্ন করিলেও যে পুরুষের মুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে,

---

৪৭। ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।—যোগদর্শনম্ ১।২৪

৪৮। ইত্যেব প্রকৃতিকৃতো মহদাদিবিশেষভূতপর্যন্তঃ।—সা. কা ৫৬। অত্র বাচস্পতিঃ—আরভ্যতে ইত্যারম্ভঃ সর্গঃ প্রকৃত্যৈব কৃতো নেশ্বরেণ ন ব্রহ্মোপাদানো নাপ্যকারণঃ। অকারণত্বে হি অত্যন্তভাবো অত্যন্তাভাবো বা ভবেৎ। ন ব্রহ্মোপাদানঃ চিতিশক্তেরপরিণামাৎ। নেশ্বরাধিষ্ঠিতপ্রকৃতিকৃতঃ। নির্ব্যাপারস্যাধিষ্ঠাতৃত্বাসম্ভবাৎ।

৪৯। বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য ॥—সা. কা ৫৭

৫০। অমুক্ত প্রতি পুরুষের জন্য প্রকৃতি কর্তৃক এক একটি সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গদেহ উৎপন্ন হয়। এই সূক্ষ্ম শরীর সেই পুরুষের দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের আশ্রয়স্বরূপ। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মহাপ্রলয় পর্যন্ত ইহা অবস্থান করে এবং মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিতে লীন হয়। বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চতন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চবায়ু লইয়া এই সূক্ষ্ম দেহ গঠিত।

তাহার জন্য পুনরায় লিঙ্গ-শরীরাদি উৎপাদনে বিরত থাকেন।[৫১] যতক্ষণ পুরুষের মুক্তি না হয়, ততক্ষণই সেই পুরুষের জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি। মুক্তি সম্পাদিত হইলেই সেই পুরুষের জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয় না। নর্ত্তকী যেমন রঙ্গসভায় নৃত্য প্রদর্শন করিয়া নৃত্য হইতে বিরত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষের নিকট স্বস্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। প্রকৃতি যে পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, পরন্তু শব্দাদি-স্বরূপ—তাহারই সাক্ষাৎকার করাইয়া দেওয়া প্রকৃতির স্বস্বরূপ-প্রকাশের অর্থ।[৫২] পুরুষের অপবর্গ সম্পাদনের জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি। সেই অপবর্গ সম্পাদিত হইয়া যাইলে প্রকৃতির নিবৃত্তি। নর্ত্তকী রঙ্গমঞ্চে নৃত্য প্রদর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দকে দেখিবার প্রবল অভিলাষ বশে রঙ্গমঞ্চে পুনরায় অবতীর্ণ হইতে পারে বটে; কিন্তু প্রকৃতি তাদৃশী নহেন। প্রকৃতি অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূ অপেক্ষাও অধিকতর লজ্জাশীলা। এজন্য যে পুরুষের নিকট তাঁহার আত্মস্বরূপ একবার প্রকাশিত হইয়াছে, সেই পুরুষের দর্শনযোগ্য স্থানে তিনি কোনদিনই উপস্থিত হন না।[৫৩]

প্রকৃতি পুরুষের মুক্তির জন্য প্রবৃত্ত হন বটে, কিন্তু প্রতিদানে পুরুষের নিকট হইতে কিছুই লাভ করেন না। যেমন গুণবান্ উপকারী ভৃত্য নির্গুণ অনুপকারী প্রভুর শুধু সেবাই করিয়া থাকেন, প্রতিদানে কিছুই পান না; সেইরূপ গুণবতী প্রকৃতি নির্গুণ সুতরাং অনুপকারী পুরুষের প্রয়োজন বিবিধ উপায়ে নিঃস্বার্থভাবে সম্পাদন করেন।[৫৪]

পুরুষের মুক্তিসাধনের জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি; কিন্তু পুরুষ নির্গুণ, অপরিণামী। তাঁহাতে বন্ধন, মোচন বা সংসরণ সম্ভব হয় না। বন্ধন অর্থে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—পঞ্চ ক্লেশ, সংস্কার এবং ধর্মাধর্ম। সংসরণ অর্থে দেহ হইতে দেহান্তরে গমন। মোচন অর্থে স্থিত বন্ধনের নিবৃত্তি। পুরুষ নিত্যমুক্ত। প্রকৃত বন্ধন চিত্তে বর্তমান; পুরুষে ইহার প্রতিবিম্ব পতিত হয় মাত্র। পুরুষের দুঃখযোগাত্মক বন্ধন এবং দুঃখবিয়োগরূপ মোক্ষ ঐকান্তিক নহে। তাহা অবিবেক বশে হইয়া থাকে। প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ-জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত জীবের বন্ধন। প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ-জ্ঞান

৫১। প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ।—সা. কা ৫৬। অত্র বাচস্পতিঃ—প্রত্যেকং পুরুষান্ মোচয়িতুং প্রবৃত্তা প্রকৃতির্যং পুরুষং মোচয়তি, তং প্রতি ন পুনঃ প্রবর্ত্ততে। তদিদমাহ স্বার্থ ইব, স্বার্থে যথা তথা পরার্থে আরম্ভ ইত্যর্থঃ।

৫২। রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥—সা. কা ৫৯

৫৩। প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য॥—সা. কা ৬১

৫৪। নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যগুণস্য সতস্তস্যার্থমপার্থকং চরতি॥—সা. কা ৬০

হইলে জীবের মুক্তি।[৫৫] আরোপিত সুখদুঃখ লইয়াই পুরুষের বন্ধন এবং আরোপিত দুঃখের নিবৃত্তিই পুরুষের মুক্তি। এই আরোপিত সুখভোগ এবং আরোপিত দুঃখনিবৃত্তি পুরুষের প্রয়োজনীয় বস্তু।[৫৬] প্রকৃতি আত্মোপকার-নিরপেক্ষ হইয়া পুরুষের আরোপিত ভোগের জন্য ধর্ম, অধর্ম, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য ও অনৈশ্বর্যের দ্বারা আপনাকে বন্ধন করেন অর্থাৎ সংস্কার, ধর্মাধর্ম ও অবিদ্যাদি সৃষ্টি করেন। পরন্তু তিনি বিবেকখ্যাতি রূপ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা আপনাকে আপনি মুক্ত করেন। যাঁহার বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং সেই পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধনের উদ্দেশ্যে প্রকৃতি নিজেকে পুনঃ প্রবর্তিত করেন না।[৫৭]

যুক্তিদীপিকায় একটি কারিকাতে সাংখ্যদর্শন-প্রসিদ্ধ পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগকে কটাক্ষ করা হইয়াছে। এই মতটি যাঁহার, তাঁহার নামের উল্লেখ যুক্তিদীপিকাতে নাই। ঐ কারিকায় বলা হইয়াছে যে, পুরুষ নির্গুণ। তিনি ভ্রান্তিবশে গুণসমূহের সুখদুঃখাদি ধর্মকে আপনার উপর আরোপ করেন এবং বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রকৃতিকৃত সৃষ্টি ব্যতীত গুণসমূহের প্রকাশ ও তাহাদের দ্বারা পুরুষের বন্ধন সম্ভব হয় না। সুতরাং বলিতে হয়—প্রকৃতিকৃত সৃষ্টির ফলে পুরুষের বন্ধন ঘটে। কিন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্য-কারিকায় পুরুষের মুক্তির জন্যই প্রকৃতি-কৃত সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। তাহা হইলে পরিণামে দাঁড়ায় যে, প্রকৃতি-কৃত সৃষ্টি হেতু পুরুষের বন্ধন এবং পুরুষের মুক্তির জন্য প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি। একই কারণ হইতে বন্ধন ও মুক্তি ; ইহা পরস্পরবিরোধী। বিরুদ্ধবাদীর এই উক্তি যুক্তিদীপিকায় খণ্ডিত হইয়াছে। যুক্তিদীপিকাকার বলেন, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইতে সৃষ্টি। সৃষ্টির পূর্বে চৈতন্যময় পুরুষ প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্বস্বরূপে অবস্থিত ছিলেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পুরুষের আত্ম-স্বরূপ প্রকাশের জন্য একটি আধারের প্রয়োজন। যেমন অগ্নির দহনশক্তি ও কুঠারের ছেদন শক্তি প্রকাশের জন্য দাহ্য ও ছেদ্য বস্তুর প্রয়োজন, সেইরূপ পুরুষের চৈতন্যময় প্রতিবিম্ব পতনের জন্য একটি আধারের প্রয়োজন। প্রকৃতি হইলেন সেই আধার। আবার অচেতন প্রকৃতি পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন না। পুরুষের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়াই প্রকৃতি চৈতন্য লাভ করেন। সুতরাং পুরুষ ও প্রকৃতি ভিন্নধর্মাবলম্বী হইলেও কার্যসম্পাদনের জন্য পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। একজনের সাহায্য ব্যতিরেকে অপরে কার্য করিতে পারেন না। অনাদি অবিদ্যাবশে পুরুষ ও প্রকৃতির এই সংযোগ অনাদি,

৫৫। নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে।—সাংখ্যসূত্রম্ ৩।৭১

৫৬। তস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ ॥—সা. কা ৬২

৫৭। রূপৈঃ সপ্তভিরেবং বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ।
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥—সা. কা ৬৩

পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি। প্রলয়কালে প্রকৃতির সাম্যাবস্থায়ও এই সংযোগের বীজ বর্তমান। নতুবা পুনরায় সৃষ্টিক্রিয়া হইতে পারে না। মুক্ত পুরুষের বিষয়ে প্রকৃতি নিশ্চেষ্ট হইলেও অন্য পুরুষের ভোগের জন্য তাঁহার সৃষ্টিক্রিয়া চলিতে থাকিবে। এজন্য প্রকৃতির নিষ্ক্রিয় অবস্থায়ও প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ বর্তমান। সাম্যাবস্থায় পুরুষ ও প্রকৃতির পরস্পর অপেক্ষাকে 'অধিকারবন্ধ' নামে প্রাচীন আচার্যগণ অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে যতদিন পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ বর্তমান, ততদিন একজন হইতে অপরকে পৃথক্ করা যায় না। ইহাই বন্ধন এবং ইহা সৃষ্টির ফল নহে। পুরুষের বন্ধন অর্থে প্রকৃতির গুণের দ্বারা পুরুষের আবদ্ধ হওয়া এবং সৃষ্টি ব্যতিরেকেও পুরুষ-প্রকৃতির অনাদি সংযোগ হেতু এইরূপ বন্ধনদশা পুরুষের ঘটে। সুতরাং প্রকৃতি-কৃত সৃষ্টি ব্যতিরেকে পুরুষের বন্ধন সম্ভব নয়—বিরুদ্ধবাদীর এই উক্তি যুক্তিদীপিকাকারের মতে ভিত্তিহীন। পক্ষান্তরে পুরুষের মুক্তির উদ্দেশ্যে প্রকৃতির সৃষ্টিব্যাপারে প্রবৃত্তি—সাংখ্যদর্শনের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।[৫৮]

সাংখ্যদর্শন ও মহাভারত

মহাভারতে পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পরমাত্মার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই। তিনি অজ, নিত্য, সকল দুঃখের অতীত এবং হর্ষশোকাদি-দ্বন্দ্বরহিত। তিনিই পরম ব্রহ্ম, তিনিই পরম আশ্রয় এবং তিনিই পরম পদ। সেই

৫৮। এতদুক্তং ভবতি প্রাগপি কার্যকারণসম্বন্ধাৎ পুরুষচৈতন্যমবস্থিতম্। তদ্ যথা—অগ্নের্দহনং পরশোশ্ছেদনমসতি দাহ্যে ছেদ্যে চ ন ব্যজ্যতে। তৎসন্নিধানসমকালমেব তু ব্যজ্যত ইত্যতঃ প্রধানমপেক্ষতে। তথা প্রধানমপ্যন্তরেণ পুরুষোপকারং স্বকাদসমর্থমনিষ্পন্নকার্যমসং চেতি তমনর্থকং স্যাদিত্যতঃ পুরুষমপেক্ষতে। তত্র সাম্যাবস্থয়োরিতরেতরাপেক্ষা তং সংযোগমধিকারবন্ধমাহুরাচার্যাঃ। * * এবং প্রধানং নান্তরেণ পুরুষং কৃতমপি কার্যং দ্রষ্টুং শক্তমনবধিকঞ্চ প্রবর্তমানং বিশেষাভাবাদ্রৈব নিবর্তেতে। তথা পুরুষঃ সত্যপি চেতনত্বে নান্তরেণ প্রধানমুপলভ্যাভাবাদুপলব্ধা ভবেদিতি প্রধানমপেক্ষতে। তস্মাদিতরেতরাপেক্ষয়া সংযোগত্বে কল্পমানে। যদুক্তম্—"বিনা সর্গেণ বন্ধো হি পুরুষস্য ন যুজ্যতে। সর্গস্তস্মৈব মোক্ষার্থমতো সাংখ্যস্য দুষ্কৃতা" ইতি তদযুক্তম্। কস্মাৎ? ন হ্যসৌ বিনা সর্গেণ ন যুজ্যত ইতি। আহ চ—

"দৃশ্যদর্শনভাবেন প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ।
অপেক্ষা শাশ্বতত্বজ্ঞৈর্বন্ধ ইত্যভিধীয়তে॥
এবং বিনাঽপি সর্গেণ যস্মাদ্ বদ্ধঃ পুমান্ গুণৈঃ।
তস্মাদ্ বিফলতাং যাতু মনোরথিমনোরথঃ॥"—যুক্তি পৃঃ ১০৭

পরমাত্মাকে লাভ করিয়া জীব জন্ম-জরা-মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হন এবং মোক্ষ-লাভ করেন।[৫৯]

পরমাত্মা জীবাত্মা রূপে অবস্থান করেন। সত্ত্বাদি-গুণ-ত্রয়ের সহিত সংযুক্ত ইন্দ্রিয়মনোবিশিষ্ট দেহস্থিত আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ জীব নামে অভিহিত হন; পক্ষান্তরে যিনি গুণত্রয়-বিমুক্ত তিনি পরমাত্মা।[৬০] এক পরমাত্মা বিভিন্ন দেহে অবস্থান করেন। পরমাত্মা এক হইলেও লিঙ্গদেহশালী জীব অদৃষ্টানুসারে প্রবৃত্তির বৈচিত্র্যে বিভিন্ন কর্মে প্রবৃত্ত হন এবং বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করেন। এজন্য লৌকিক ব্যবহারে পুরুষ বহু হইলেও পরমার্থতঃ এক।[৬১] একই অগ্নি বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে; একই সূর্য বহু আলোকের উৎস; একই বায়ু বিভিন্নদিকে প্রবাহিত হয়; একই মহাসাগর বিভিন্নাকারে প্রবাহিত জলধারার উৎসস্থল। সেইরূপে একই পরমাত্মা মায়ার দ্বারা বিশ্বরূপ পরিগ্রহণ করেন এবং সমস্ত বিশ্ব তাঁহাতেই লয় পায়। তত্ত্ব-জ্ঞানের ফলে পুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে স্বকীয় ভিন্নত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন, তখন পুরুষ সাংসারিক সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সকল কর্ম, শুভাশুভ এবং সত্য-মিথ্যা পরিত্যাগ করতঃ পরম ব্রহ্মে বিলীন হন।[৬২] মুক্ত পুরুষ তখন পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করেন। অমুক্ত অবস্থায় প্রকৃতির সহিত সংসর্গবিশিষ্ট পুরুষের বহুত্ব উপলব্ধ হয়।[৬৩]

৫৯। কালাৎ স ভগবান্ বিষ্ণুর্যস্য সর্বমিদং জগৎ।
নাস্তি মধ্যং নৈবান্তস্তস্য দেবস্য বিদ্যতে॥
অনাদিমধ্যনিধনস্তস্মাচ্চ সোঽব্যয়ঃ।
অত্যেতি সর্বদুঃখানি দুঃখং হ্যন্তবদুচ্যতে॥
তদ্ ব্রহ্ম পরমং প্রোক্তং তদ্ধাম পরমং স্মৃতম্।
তদ্গত্বা কালবিষয়াদ্ বিমুক্তা মোক্ষমাশ্রিতাঃ॥—মহা ১২।১৯৯।১২-১৪

৬০। আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুক্তঃ সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
তৈরেব তু বিনির্মুক্তঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ॥—মহা ১২।১৮০।২২ (পাদটীকায়াম্)

৬১। বহূনাং পুরুষাণাং চ যথৈকা যোনিরুচ্যতে।
তথা তং পুরুষং বিশ্বং ব্যাখ্যাস্যামি গুণাধিকম্॥—মহা ১২।৩৩৮।৩

৬২। একো হুতাশো বহুধা সমিধ্যতে একঃ সূর্যস্তপসাং যোনিরেকা।
একো বায়ুর্বহুধা বাতি লোকে মহোদধিশ্চাম্ভসাং যোনিরেকঃ।
পুরুষশ্চৈকো নির্গুণো বিশ্বরূপস্তং নির্গুণং পুরুষং চাবিশন্তি॥
হিত্বা গুণময়ং সর্বং কর্ম হিত্বা শুভাশুভম্।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা এবং ভবতি নির্গুণঃ॥—মহা ১২।৩৩৯।১০-১১

৬৩। অব্যক্তৈকত্বমিত্যাহুর্নানাত্বং পুরুষস্তথা।—মহা ১২।৩০৩।১২

মহাভারতে পরমাত্মা কোথাও নিরুপাধিক চিন্ময় অদ্বৈত ব্রহ্মরূপে, কোথাও বা নারায়ণ-স্বরূপে কীর্তিত হইয়াছেন। মহাভারতে ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির সংবাদে ভীষ্মদেব নারায়ণকে পরম তত্ত্ব রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। জীবগণ পুণ্যপাপক্ষয়ের ফলে মুক্তিলাভ করিয়া সেই নারায়ণ-স্বরূপে লয়প্রাপ্ত হন; তাঁহাদের সংসারে পুনরাবর্তন হয় না।[৬৪] নারায়ণ হইতে জগতের সৃষ্টি এবং তাঁহাতেই বিশ্বের বিলয়।[৬৫] তৎকর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করেন। তাঁহার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই।[৬৬] কিন্তু নারায়ণের স্তুতির পূর্বে মহাভারতের সেই অধ্যায়েই ভীষ্মদেব চিন্ময় নিরুপাধিক ব্রহ্মকে জীবের চরম ও পরম গতি রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। জীব মুক্তিলাভ করিয়া নারায়ণ কর্তৃক বাহিত হইয়া সেই নিরুপাধিক পরম ব্রহ্মে আশ্রয়লাভ করেন এবং সংসারে পুনরায় ফিরিয়া আসেন না।[৬৭] সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের মধ্যস্থলে নারায়ণ অবস্থিত মনে হয়।

পরমাত্মা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন, দেহ, প্রাণ—এই নব-দ্বার-যুক্ত সত্ত্বপ্রভৃতি পদার্থ-সমন্বিত পবিত্র পুরকে অর্থাৎ দেহকে ব্যাপিয়া অবস্থান করেন বলিয়া তিনি 'পুরুষ' নামে অভিহিত হন।[৬৮] জীবাত্মা জরা-মরণাদি দেহধর্মের অতীত, ব্যাপক, দুর্লক্ষ্য, এবং সর্বজ্ঞত্বাদি গুণযুক্ত।[৬৯] ক্ষুদ্রই হউক বা বৃহৎ হউক, দীপ যেরূপ প্রকাশস্বরূপ, জীবাত্মাও সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ। তিনিই শব্দ শ্রবণ করেন, তিনিই

৬৪। প্রকৃতিং চাপ্যতিক্রম্য গচ্ছত্যাত্মানমব্যয়ম্।
পরং নারায়ণাত্মানং নির্দ্বন্দ্বং প্রকৃতেঃ পরম্॥
বিমুক্তঃ পুণ্যপাপেভ্যঃ প্রবিষ্টস্তমনাময়ম্।
পরমাত্মানমগুণং ন নিবর্ততি ভারত॥—মহা ১২।২৯০।৫১-৫২

৬৫। যতঃ সর্বাঃ প্রবর্তন্তে সর্গপ্রলয়বিক্রিয়াঃ।—মহা ১২।২৯০।৫৮

৬৬। অনাদিমধ্যনিধনং নির্দ্বন্দ্বং কর্তৃ শাশ্বতম্।—মহা ১২।২৯০।৫৭

৬৭। সত্ত্বং বহতি শুদ্ধাত্মন্ পরং নারায়ণং প্রভুম্।
প্রভুর্বহতি শুদ্ধাত্মা পরমাত্মানমাত্মনা॥
পরমাত্মানমাসাদ্য তদ্ভূতায়তনামলাঃ।
অমৃতত্বায় কল্পন্তে ন নিবর্তন্তি বা বিভো।
পরমা সা গতিঃ পার্থ নির্দ্বন্দ্বানাং মহাত্মনাম্॥—মহা ১২।২৯০।৭৪-৭৫

৬৮। নব-দ্বারং পুরং পুণ্যমেতৈর্ভাবৈঃ সমন্বিতম্।
ব্যাপ্য শেতে মহানাত্মা তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে॥—মহা ১২।২০৩।৩৫

৬৯। অজরঃ সোঽমরশ্চৈব ব্যক্তাব্যক্তোপদেশবান্।
ব্যাপকঃ সগুণঃ সূক্ষ্মঃ সর্বভূতগুণাশ্রয়ঃ॥—মহা ১২।২০৩।৩৬

রূপাদি প্রত্যক্ষ করেন। শব্দাদি-জ্ঞানে দেহ নিমিত্ত কারণ, পুরুষ কর্তা।[৭০] কারণ দেহ অচেতন; পুরুষ চিন্ময়। কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি থাকিলেও কাষ্ঠবিদারণের ফলে সেই অগ্নি দেখা যায় না; পরন্তু কাষ্ঠমন্থনের ফলে সেই অগ্নি পাওয়া যায়; সেইরূপ দেহ-স্থিত জীবাত্মাকে যোগিগণ যোগের দ্বারা দেখিতে পান। স্বপ্নকালে পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়-যুক্ত হইয়া জীবাত্মা স্থূলদেহ পরিত্যাগ করতঃ অন্যত্র গমন করে। মৃত্যুকালেও জীবাত্মা এই স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তরে চলিয়া যায়।[৭১]

পুরুষ নির্গুণ হইলেও প্রকৃতির সহবাসে তমোগুণের প্রভাবে মোহাদি নানা-বিধ তামসিকভাব প্রাপ্ত হন; রজোগুণের বশে কামাদি নানারূপ রাজসিক ভাব অবলম্বন করেন এবং সত্ত্ব-গুণের প্রভাবে শম-দমাদি নানাপ্রকার সাত্ত্বিকভাব ধারণ করেন।[৭২] যখন পুরুষের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তখন তিনি প্রকৃতি হইতে নিজেকে ভিন্নস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারেন। প্রকৃতির সহিত অবিবিক্তভাবে এতকাল যাপন করিবার জন্য তাঁহার মনে অনুতাপ উদিত হয়। তখন তিনি প্রকৃতির সম্পর্ক বর্জন করেন। এই বিবেকখ্যাতির ফলে পুরুষ শুদ্ধ, নির্বিকার স্বস্বরূপে অব-স্থান করেন। তখন তিনি মুক্তপুরুষ। সত্ত্ব-পুরুষান্যতাখ্যাতি উদয়ের পর প্রকৃতির সহিত পুরুষের পুনরায় সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। তত্ত্বপক্ষপাত হইল বুদ্ধির স্বভাব।[৭৩]

মহাভারতের মতে প্রকৃতি ও পুরুষের কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, অনন্ত, নিত্য, ব্যাপক, অমূর্ত, অবিনাশী ও অতী-ন্দ্রিয়। উভয়েই লিঙ্গানুমেয়। মহদাদি কার্যের দ্বারা প্রকৃতির অনুমান হয়; দেহা-

---

৭০। সোঽত্র বেদয়তে বেদ্যং স শৃণোতি স পশ্যতি।
কারণং তস্য দেহোঽয়ং স কর্তা সর্বকর্মণাম্ ॥—মহা ১২।২০৩।৩৮

৭১। স্বপ্নযোগে যথৈবাত্মা পঞ্চেন্দ্রিয়সমাগতঃ।
দেহমুৎসৃজ্য বৈ যাতি তথৈবাত্রোপলভ্যতে ॥—মহা ১২।২০৩।৪১

৭২। তমঃসত্ত্বরজোযুক্তস্তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
লীয়তেঽপ্রতিবুদ্ধত্বাদবুদ্ধজনসেবনাৎ ॥
সহবাসোঽনিবাসাত্মা নান্যোঽহমিতি মন্যতে।
যোঽহং সোঽহমিতি হ্যুক্ত্বা গুণানমু নিবর্ততে ॥
তমসা তামসান্ ভাবান্ বিবিধান্ প্রতিপদ্যতে।
রজসা রাজসাংশ্চৈব সাত্ত্বিকান্ সত্ত্বসংশ্রয়াৎ ॥—মহা ১২।২৯১।৪২-৪৪

৭৩। তদা বিশুদ্ধো ভবতি প্রকৃতেঃ পরিবর্জনাৎ।
অন্যোঽহমন্যেয়মিতি যদা বুধ্যতি বুদ্ধিমান্ ॥
তদৈষোঽন্যত্বতামেতি ন চ মিশ্রত্বমাব্রজেৎ।
প্রকৃত্যা চৈব রাজেন্দ্র নমিশ্রোঽন্যশ্চ দৃশ্যতে ॥—মহা ১২।২৯৪।২০-২১

দিতে অনুগত চৈতন্ত পুরুষের অনুমাপক।[৭৪] আবার প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও রহিয়াছে। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক ও পরিণামী; তিনি মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি রূপে পরিণত হন; কিন্তু পুরুষ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও অপরিণামী। প্রকৃতি অচেতন, পুরুষ চিন্ময়। প্রকৃতি জ্ঞেয়, পুরুষ জ্ঞাতা। প্রকৃতি দৃশ্য, পুরুষ দ্রষ্টা ও সাক্ষী। প্রকৃতি এক, পুরুষ বহু। প্রকৃতি ক্ষেত্র এবং পুরুষ প্রকৃতিকে জানেন বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ নামে পরিচিত। প্রকৃতি হইলেন অধিষ্ঠান; পুরুষ সেই অধিষ্ঠানে অবস্থানকারী অধিষ্ঠাতা। প্রকৃতি-নির্মিত দেহে পুরুষ অবস্থান করিলেও তিনি প্রকৃতি হইতে ভিন্নস্বরূপ। জলে মৎস্য থাকিলেও জল ও মৎস্য পরস্পর হইতে ভিন্ন; জলস্পর্শী মৎস্য জল হইয়া যায় না। পদ্ম জলে থাকিলেও তাহা জল হইতে ভিন্ন। জলস্পর্শে পদ্ম জলের সহিত এক হইয়া যায় না। প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধও ঠিক সেইরূপ।[৭৫] দুগ্ধের সহিত জলের মিশ্রণের ন্যায় পুরুষের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ নহে।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, সাংখ্যদর্শনে কথিত পুরুষের স্বরূপ মহাভারতেও বর্ণিত হইয়াছে। উভয় মতেই অবিবেকবশে পুরুষের বন্ধন, সত্ত্বপুরুষান্যতা খ্যাতির ফলে পুরুষের মুক্তি। সুখ-দুঃখাদির সহিত পুরুষের পারমার্থিক কোন সম্বন্ধ নাই। অজ্ঞতার ফলে পুরুষ বুদ্ধির ধর্মসমূহকে আপনার উপর আরোপ করেন মাত্র। তবে মহাভারতের মতে মুক্তিলাভের পরে জীবাত্মা পরমাত্মাতে বিলীন হন। সাংখ্য-দর্শনের মতে মুক্ত জীবাত্মা স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। সাংখ্য ও মহাভারত উভয়েই পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন। আবার, পুরুষ ও প্রকৃতির সহযোগে জগদাদির সৃষ্টি-কার্য সম্পন্ন হয়; কেবল পুরুষ সৃষ্টিকার্যে সমর্থ নহেন—এই সাংখ্য-সিদ্ধান্ত মহাভারতেও গৃহীত হইয়াছে।

মহাভারতের জনক ও পঞ্চশিখাচার্য সংবাদে যাঁহারা জীবাত্মার অস্তিত্বে সন্দি-হান, সেই চার্বাকদর্শনানুসারিগণের মত খণ্ডিত হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদিগণের আপত্তি এই যে, ছেদ-ভেদাদি জনিত কষ্ট, জরা, রোগ, বিনাশ প্রভৃতি দেহেরই ধর্ম; সুতরাং

৭৪। অলিঙ্গাং প্রকৃতিং ত্বাহুর্লিঙ্গৈরনুমিমীমহে।
তথৈব পৌরুষং লিঙ্গমনুমানাদ্ধি পশ্যতি ॥—মহা ১২।২৯২।৪২

৭৫। অন্য এব তথা মৎস্যস্তথান্যদুদকং স্মৃতম্।
ন চোদকস্য স্পর্শেন মৎস্যো লিপ্যতি সর্বশঃ ॥

* * *

এতেষাং সহ সংবাসং বিবাসং চৈব নিত্যশঃ।
যথা তথৈনং পশ্যন্তি ন নিত্যং প্রাকৃতা জনাঃ ॥
যে ত্বন্যথৈব পশ্যন্তি ন সম্যক্ তেষু দর্শনম্।
তে ব্যক্তং নিরয়ং ঘোরং প্রবিশন্তি পুনঃ পুনঃ ॥—মহা ১২।৩০৩।১৪-১৯

দেহই আত্মা। দেহ হইতে অতিরিক্ত আত্মা নাই।[৭৬] স্তুতিপাঠকেরা যেরূপ রাজাকে অজর অমর বলিয়া বর্ণনা করেন, আস্তিকগণও সেইরূপ আত্মাকে অজর অমর বলিয়া থাকেন। বাস্তবিকপক্ষে রাজার ন্যায় আত্মারও জরা ও মৃত্যু আছে। ইহার উত্তরে পঞ্চশিখাচার্য বলেন, প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই—এই কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। লোকে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া দৃষ্টির বহির্ভূত দূরস্থিত নদীতে জল আনিতে যায়। সেইভাবে অনুমানের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়। পক্ষান্তরে আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে দৃঢ়তর প্রমাণ না থাকিলে এবং আত্মা আছে কি নাই—এইরূপ সন্দেহ চলিতে থাকিলে মানুষ কি অবলম্বন করিয়া সাংসারিক কার্য করিবে? চৈতন্য দেহের ধর্ম হইলে দেহ যখন প্রাণশূন্য হয়, তখন তাহার চৈতন্য থাকে না কেন? দেহ প্রাণশূন্য হইলে তাহার কার্য লোপ পায় কেন? গুরুতর রোগ হইলে চৈতন্যরক্ষার জন্য নাস্তিকেরাও দেবতা প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা করে কেন? এইগুলি দেহ হইতে অতিরিক্ত জীবাত্মার অস্তিত্বে প্রমাণ।[৭৭]

বৌদ্ধদর্শনে স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। বৌদ্ধাচার্যগণের মতে অবিদ্যা, কর্ম, তৃষ্ণা, লোভ, মোহ ও কামাদি-দোষের অনুষ্ঠান—এইগুলি দেহের বারংবার উৎপত্তির কারণ। অবিদ্যা-রূপ ক্ষেত্র, পূর্বকৃত কর্ম-রূপ বীজ এবং তৃষ্ণা-রূপ জল—এইগুলি জীবগণকে পুনঃ পুনঃ সংসারে আনয়ন করে। অবিদ্যাদি সংস্কার-রূপে অবস্থান করে। তাহার ফলে এক দেহ নাশের পর অন্যদেহের উৎপত্তি হয়। জ্ঞানাগ্নির দ্বারা যখন অবিদ্যাদির নাশ হয়, তখন জীবের মুক্তি ঘটে। সুতরাং স্থায়ী আত্মা স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা নাই।[৭৮]

বৌদ্ধাচার্যগণের এই সিদ্ধান্ত নিরাকরণের উদ্দেশ্যে পঞ্চশিখাচার্য বলেন, দেহ ও জীব ক্ষণিক হইলে পূর্বক্ষণের দেহ হইতে পরক্ষণের দেহ রূপে, জাতিতে, ধর্মে ও প্রয়োজনে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইবে। তাহা হইলে 'এই সেই লোক'—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা

৭৬। দৃশ্যমানে বিনাশে চ প্রত্যক্ষে লোকসাক্ষিকে।
আগমাৎ পরমস্তীতি ব্রুবন্নপি পরাজিতঃ ॥—মহা ১২।২১১।২২

৭৭। প্রেতা ভূতাত্যয়শ্চৈব দেবতাদ্যুপযাচনম্।
মৃতে কর্মনিবৃত্তিশ্চ প্রমাণমিতি নিশ্চয়ঃ ॥—মহা ১২।২১১।২৯

৭৮। অবিদ্যাকর্মচেষ্টানাং কেচিদাহুঃ পুনর্ভবম্।
কারণং লোভমোহৌ তু দোষাণাং চ নিষেবণম্ ॥
অবিদ্যা ক্ষেত্রমাহুর্হি কর্ম বীজং তথা কৃতম্।
তৃষ্ণাসংজননং স্নেহ এষ তেষাং পুনর্ভবঃ ॥
তস্মিন্ ব্যূঢ়ে চ দগ্ধে চ চিত্তে মরণধর্মিণি।
অংশাংশস্ত্বাজ্জায়তে দেহস্তমাহুঃ সত্ত্বসংক্ষয়ম্ ॥—মহা ১২।২১১।৩১-৩৩

হইতে পারে না এবং সমস্ত কর্মই আকস্মিক হইয়া পড়ে। দেহ ও আত্মা ক্ষণিক হইল দান, বিদ্যা, তপস্যা ও বলসঞ্চয় দ্বারা কোন সন্তোষ হইতে পারে না এবং মানুষ যে কর্ম সম্পাদন করে, তাহা অন্যের ভোগ্য হইতে পারে।[৭৯] তাছাড়া, মানুষ পূর্বদেহে কুকর্ম করিয়াছিল, কিন্তু তাহার ফলভোগ বৌদ্ধমতে পরদেহেই সম্ভব হইবে। এইরূপ অন্যের শুভকার্যের ফলে অন্যে সুখী, অন্যের দুষ্কার্যের ফলে অন্যে দুঃখী হইতে পারে। বিশেষতঃ পূর্বে যাহা দৃশ্য ছিল, পরক্ষণে তাহা অদৃশ্য বলিয়া নিশ্চয় হওয়া অসম্ভব নহে। পূর্বদেহের জ্ঞান হইতে পরদেহের জ্ঞান অন্যপ্রকার এবং পূর্ব-দেহের কর্ম হইতে পরদেহের কর্ম অন্যপ্রকার হওয়া সম্ভবপর হয়। এই সকল কারণে বৌদ্ধমত যুক্তিযুক্ত নহে। ঋতু, বৎসর, শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি অতীত হইয়া যায় এবং পুনরায় ফিরিয়া আসে; ইহা সকলের প্রত্যক্ষ। বৌদ্ধদিগের মতে মুক্তিও সেইরূপ হইতে পারে।[৮০] কারণ তাঁহাদিগের মতে সকলই ক্ষণিক। মুক্তি যদি ক্ষণিক হয়, তবে ঐরূপ মুক্তির জন্য কেহ চেষ্টা করিবে না। সুতরাং বৌদ্ধগণের ক্ষণিকত্ববাদ স্বীকার্য নহে। এজন্য স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; সেই আত্মার বন্ধন ও মুক্তি ঘটে।

সাংখ্যদর্শন ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় পুরুষ ঈশ্বরের পরা প্রকৃতি রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। ঈশ্বর অনাদি; ঈশ্বরের অংশবিশেষ পুরুষও অনাদি।[৮১] ঈশ্বরই জীবাত্মা রূপে প্রতি দেহে অবস্থিত রহিয়াছেন।[৮২] জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। বিভিন্ন দেহস্থিত পুরুষ সংখ্যায় বহু হইলেও একই ঈশ্বরের মূর্তিবিশেষ।[৮৩] এজন্য গীতায় পুরুষের একত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। গীতার মতে ঈশ্বর ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে সকল ক্ষেত্রে বিরাজিত রহিয়াছেন।[৮৪] ঈশ্বর সর্বব্যাপী, অপরিচ্ছিন্ন ও অবিভক্ত; অথচ উপাধি-ভেদে তাঁহাকে বিভক্ত বলিয়া বা বহু বলিয়া মনে

৭৯। যদা স রূপতশ্চান্যো জাতিতঃ শ্রুতিতোঽর্থতঃ।
কথমস্মিন্ স ইত্যেব সম্বন্ধঃ স্যাদসংহিতঃ॥
এবং সতি চ কা প্রীতির্দানবিদ্যাতপোবলৈঃ।
যদন্যাচরিতং কর্ম সর্বমন্যঃ প্রপদ্যতে॥—মহা ১২।২১১।৩৪-৩৫

৮০। ঋতুসংবৎসরতিথ্যঃ শীতোষ্ণে চ প্রিয়াপ্রিয়ে।
যথাতীতানি পশ্যন্তি তাদৃশঃ সত্ত্বসংক্ষয়ঃ॥—মহা ১২।২১১।৩৮

৮১। প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি॥—গীতা ১৩।২০

৮২। অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।—গীতা ১০।২০

৮৩। সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।—গীতা ১৫।১৫

৮৪। ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।—গীতা ১৩।৩

হয়।[৮৫] এক সূর্য জগতের সর্ববস্তুর প্রকাশক; তিনি সর্বত্র আলোকদাতা; তথাপি কোন পদার্থের সহিত তাঁহার সংযোগ নাই; কোন পদার্থের ধর্ম বা ভাব তিনি গ্রহণ করেন না; সেইরূপ এক আত্মা সর্ববস্তুর প্রকাশক হইয়াও কোন পদার্থের সহিত সংযুক্ত নহেন; প্রকাশ্য বস্তুসমূহের ধর্মের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই।[৮৬] গীতার মতে আত্মার বহুত্ব-জ্ঞান ঔপাধিক; আত্মার একত্ব-জ্ঞান পারমার্থিক।

অর্জুনের মোহ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দেহ ও আত্মার পার্থক্য বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে আত্মার স্বরূপ সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। আত্মা দেহস্থিত হইলেও দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নস্বরূপ। দেহ উৎপত্তিবিনাশশীল ও পরিচ্ছিন্ন; পক্ষান্তরে আত্মা অপরিচ্ছিন্ন ও কালত্রয়ব্যাপী। দেহ পরিণামবিশিষ্ট; কিন্তু দেহী আত্মা অপরিণামী। বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য দশা রূপ পরিণামত্রয় দেহেরই হইয়া থাকে; দেহী স্থির থাকেন। সেইভাবে দেহী পূর্বগৃহীত স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া লিঙ্গদেহ অবলম্বন করতঃ দেহান্তরে চলিয়া যান। দেহের বিনাশ আছে বটে, কিন্তু দেহী আত্মার বিনাশ নাই। এজন্য সদ্যোজাত শিশু পূর্বসংস্কারবশতঃ আপনা আপনি স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হয়।[৮৭] আত্মা নিষ্ক্রিয়। তিনি কোন কার্যের কর্তা নহেন; আবার তিনি কর্মও নহেন। তিনি অবিকার্য। অবিবেকবশে আত্মায় কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব আরোপিত হয়।[৮৮] উৎপত্তির পরবর্তী অস্তিত্ব-রূপ ধর্ম আত্মায় বর্তমান নাই; কারণ তিনি অজ। তিনি সর্বদা একরূপ বলিয়া নিত্য; ক্ষয় নাই বলিয়া শাশ্বত; আবার অপরিণামী বলিয়া পুরাণ। আত্মা নিরবয়ব। জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ রূপ ষট্ ভাববিকার আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না।[৮৯]

আত্মা উক্তবিধ বিশুদ্ধ-স্বরূপ-বিশিষ্ট হইলেও জীবাত্মার সুখদুঃখাদির ভোগ হয়। তাহার কারণ প্রকৃতির সহিত জীবাত্মার অভিন্নতাবোধ। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই

৮৫। অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।—গীতা ১৩।১৭। অত্র মধুসূদনঃ—যদ্ভূতমেকম্ এব সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতীতি তদ্বিবৃণোতি প্রতিদেহমাত্মভেদবাদিনাং নিরাসায়। ভূতেষু সর্বপ্রাণিষু অবিভক্তমভিন্নমেকমেব তৎ, ন তু প্রতিদেহং ভিন্নং ব্যোমবৎ সর্বব্যাপকত্বাৎ; তথাপি দেহতাদাত্ম্যেন প্রতীয়মানত্বাৎ প্রতিদেহং বিভক্তমিব চ স্থিতম্। ঔপাধিকত্বেনাপারমার্থিকো ব্যোম্নীব তত্র ভেদাবভাস ইত্যর্থঃ।

৮৬। যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত।।—গীতা ১৩।৩৪

৮৭। দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।।—গীতা ২।১৩

৮৮। য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।।—গীতা ২।১৯

৮৯। ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।—গীতা ২।২০

অনাদি এবং তাঁহাদের সংযোগও অনাদি। এই অনাদিসংযোগবশে পুরুষ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত। বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, দেহ প্রভৃতি এবং সুখদুঃখমোহাদি প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। পুরুষের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। পুরুষ স্বয়ং বিশুদ্ধ, নির্লিপ্ত এবং উদাসীন হইলেও প্রকৃতির কার্য দেহে অবস্থিত থাকিয়া অবিবেকবশে প্রকৃতির ধর্মসমূহকে আপনার উপর আরোপ করেন। প্রকৃতপক্ষে সুখদুঃখাদি অন্তঃকরণের ধর্ম; পুরুষে তাহা ঔপাধিক। পুরুষ স্বয়ং কোন দুঃখাদি ভোগ না করিলেও প্রকৃতির সহিত অনাদি সম্বন্ধ হেতু এবং অবিদ্যার প্রভাববশতঃ সেই সমস্ত দশা স্বয়ং ভোগ করিতেছি বলিয়া উপলব্ধি করেন। এইরূপ ভোগই তাঁহার সংসারবন্ধনের হেতু হইয়া থাকে। অবিদ্যাপ্রভাবে সুখদুঃখমোহাত্মক শব্দাদিবিষয়ে আসক্তি পুরুষের সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ হয়।[৯০]

প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ হইতে নিখিল জগতের সৃষ্টি।[৯১]

অজ্ঞতার ফলে পুরুষের সহিত প্রকৃতির অভিন্নতা জ্ঞান হয়। তত্ত্বজ্ঞানের ফলে পুরুষ যখন নিজেকে বিশুদ্ধ, অপরিণামী প্রভৃতি রূপে জানিতে পারেন এবং প্রকৃতি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া বুঝিতে পারেন, তখন তিনি প্রকৃতির সম্পর্ক হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন। তখন পুরুষের সংসারবন্ধন ছিন্ন হয় এবং তিনি মুক্তি লাভ করেন। তাঁহার সংসারে পুনরাগমন হয় না।[৯২]

উপরের আলোচনা হইতে অনুমান করা যায় যে, সাংখ্যদর্শনে বর্ণিত পুরুষের স্বরূপ শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা স্বীকার করিয়াছেন। উভয়মতেই পুরুষ অনাদি, অনন্ত, নির্গুণ ও সর্বধর্মবিবর্জিত। অবিবেকবশে প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ। শুদ্ধ মুক্ত পুরুষের সুখদুঃখাদি-ভোগ ঔপাধিক। প্রকৃতি হইতে পুরুষের পার্থক্যজ্ঞানের ফলে পুরুষের সংসারবন্ধন ও সকল অনর্থের নিবৃত্তি হয়। তবে সাংখ্যমতে পুরুষ স্বতন্ত্র; গীতার মতে পুরুষ ঈশ্বরের পরা প্রকৃতি। আবার সাংখ্যমতে পুরুষ বহু, কিন্তু শ্রীমদ্গীতা পুরুষের একত্বের পক্ষপাতী।

সাংখ্যদর্শন ও চরকসংহিতা

চরক-সংহিতায় এক ধাতুক, ষড়্ধাতুক এবং চতুর্বিংশতিক—এই ত্রিবিধ পুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৯০। পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥—গীতা ১৩।২২

৯১। যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥—গীতা ১৩।২৭

৯২। য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥—গীতা ১৩।২৪

মহর্ষি চরকের মতে আত্মা অনাদি অনন্ত শাশ্বত। তাঁহার উৎপত্তি নাই। তিনি পরমাত্মা।[৯৩] সৃষ্টির আদিতে তিনি বর্তমান। তিনি অব্যক্ত, অব্যয়, সর্বব্যাপক এবং অচিন্তনীয়।[৯৪] আত্মা শুদ্ধ, চিন্ময়, এক, অদ্বিতীয় এবং সর্বজীবের চৈতন্যের হেতু। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ এবং অন্তরাত্মা রূপে জীবগণের দেহে অবস্থান করেন।[৯৫] দেহে অবস্থান করেন বলিয়া আত্মাকে পুরুষ-সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। জীবাত্মা রূপে তিনি বহু, কিন্তু পরমাত্মা রূপে তিনি এক অদ্বিতীয়। রজঃ ও তমোগুণ যুক্ত হইয়া পুরুষ যখন দেহকোষে আবদ্ধ থাকেন, তখন তিনি বদ্ধ। জীবের কর্মোৎপন্ন দেহের অসংখ্যতা হেতু জীবাত্মা অসংখ্য; কিন্তু জীবাত্মা মুক্ত অবস্থায় পরমাত্মা ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন।[৯৬]

চরকের বর্ণিত এই পুরুষ-সংজ্ঞা সাংখ্যদর্শনানুযায়ী। তবে চরক আত্মাকে ব্রহ্মস্বরূপে কল্পনা করিয়াছেন। তিনি জীবগণের দেহে অন্তরাত্মা রূপে বিরাজ করেন। কিন্তু সাংখ্যদর্শন ব্রহ্মবিষয়ে উদাসীন। সাংখ্যদর্শনে পুরুষের বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু মহর্ষি চরকের মতে পুরুষ বহু হইলেও একই ব্রহ্মের প্রতিমূর্তিস্বরূপ।

পঞ্চ মহাভূতের সহিত সম্মিলিত চিন্ময় আত্মা ষড়্‌ধাতুময় পুরুষ রূপে চরক-সংহিতায় বর্ণিত হইয়াছেন।[৯৭] ইহা চরকের দ্বিতীয় পুরুষসংজ্ঞা।

আবার চরক প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত এবং পঞ্চতন্মাত্র (মতান্তরে পঞ্চ বিষয়)—ইহাদের সমবায়কে চতুর্বিংশতিক পুরুষ বলিয়াছেন।[৯৮] ইহা 'রাশি-পুরুষ' নামে বর্ণিত।[৯৯] এখানে লক্ষণীয় যে, এই চতুর্বিংশতিক পুরুষের চব্বিশটী উপাদান সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি ও তাঁহার বিকৃতিবর্গ। এখানে আত্মার উল্লেখ নাই। এই চতুর্বিংশতিক পুরুষের কল্পনাকে সাংখ্যদর্শনানুযায়ী বলা যাইতে পারে। তবে সাংখ্যে প্রকৃতি হইতে পুরুষ বিভিন্ন। কিন্তু প্রকৃতি প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্বসমূহে

৯৩। প্রভবো ন হ্যনাদিত্বাদ্ বিদ্যতে পরমাত্মনঃ।—চরক-শারীর ১।৫৩

৯৪। তদেব ভাবাদগ্রাহ্যং নিত্যত্বং ন কৃতশ্চন।
ভাবাজ্ জ্ঞেয়ং তদব্যক্তমচিন্ত্যং ব্যক্তমন্যথা॥
অব্যক্তমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ শাশ্বতো বিভুরব্যয়ঃ॥—চরক-শারীর ১।৬০-৬১

৯৫। তস্য পুরুষস্য পৃথিবী মূর্তিঃ, আপঃ ক্লেদঃ,......ব্রহ্ম অন্তরাত্মা।—চরক-শারীর ৫।৫

৯৬। অতঃ পরং ব্রহ্মভূতো ভূতাত্মা নোপলভ্যতে।—চরক-শারীর ১।১৫৫

৯৭। খাদয়শ্চেতনাষষ্ঠা ধাতবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।—চরক-শারীর ১।১৬। অত্র চক্রপাণিঃ—অয়ং চ বৈশেষিক-দর্শনপরিগৃহীতশ্চিকিৎসাশাস্ত্রবিষয়ঃ পুরুষঃ।

৯৮। চরক-শারীর ১।১৭

৯৯। বুদ্ধীন্দ্রিয়মনোঽর্থানাং বিদ্যাদ্ যোগধরং পরম্।
চতুর্বিংশতিকো হ্যেষ রাশিঃ পুরুষসংজ্ঞকঃ॥—চরক-শারীর ১।৩৫

চরক পুরুষশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? চরক বলেন, আত্মা অনাদি। তিনি নির্বিকার এবং সর্বধর্মশূন্য। কিন্তু রাশিপুরুষ ইহার বিপরীত। রাশিপুরুষের উৎপত্তি আছে এবং সেই উৎপত্তির মূলে রহিয়াছে মোহ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও কর্ম।[১০০] মোহের ফলে জীবের বিষয়বস্তুর প্রতি আসক্তি বা দ্বেষ জন্মায়। তাহার ফলে জীবের কর্মে প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির ফল ধর্মাধর্ম এবং ধর্মাধর্ম-ভোগের জন্য শরীরোৎপত্তির প্রয়োজন। এই রাশিসংজ্ঞক পুরুষে কর্ম, কর্মফল, মোহ, মমতা, সুখ, দুঃখ, জীবন ও মরণ দেখা যায়।[১০১] এই রাশিপুরুষ চিকিৎসার যোগ্য। শুদ্ধ নির্বিকার আত্মা চিকিৎসার যোগ্য নহেন। চরক চিকিৎসাশাস্ত্র-প্রণয়নে প্রবৃত্ত। সুতরাং চিকিৎসার যোগ্য পুরুষই তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়। এজন্য তিনি পঞ্চভূতের সহিত মিলিত আত্মায় পুরুষশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। আবার প্রকৃতি ও তাঁহার বিকৃতবর্গের সংহতরূপ রাশিপুরুষেও পুরুষ-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্যদর্শনপ্রসিদ্ধ শুদ্ধ আত্মার স্বরূপও বর্ণনা করিয়াছেন। রাশিপুরুষ-শব্দে চরক জীবের স্থূলদেহকে লক্ষ্য করিয়াছেন মনে হয়। স্থূলদেহই চিকিৎসার যোগ্য। মহাভারতেও স্থূলদেহ অর্থে 'রাশি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।[১০২]

আত্মা নির্বিকার হইলেও পুরুষের সুখদুঃখাদি দেখা যায়। চরকসংহিতায় প্রকৃতিজাত তত্ত্বসমূহ 'ক্ষেত্র' এবং দেহস্থ আত্মা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে অভিহিত। চরক বলেন, ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ অনাদি ও অনন্ত।[১০৩] রজঃ ও তমোগুণের প্রাবল্য এই সংযোগের কারণ এবং তাহার ফলে প্রকৃতির সহিত আত্মার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকে। পক্ষান্তরে সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সংসারের কারণ রজঃ ও তমোগুণ নাশ পায় এবং বিবেকজ্ঞানবশে আত্মার মুক্তি নিষ্পন্ন হয়।[১০৪] ভোগতৃষ্ণাই শরীরোৎপত্তির হেতু। ভোগতৃষ্ণা-বশে জীব ধর্মাধর্ম অর্জন করেন এবং তাহার ফলভোগের জন্য শরীরগ্রহণ করেন।

১০০। পুরুষো রাশিসংজ্ঞস্তু মোহেচ্ছাদ্বেষকর্মজঃ।—চরক-শারীর ১।৫৩

১০১। অত্র কর্ম ফলং চাত্র জ্ঞানং চাত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
অত্র মোহঃ সুখং দুঃখং জীবিতং মরণং স্বতা॥
এবং যো বেদ তত্ত্বেন স বেদ প্রলয়োদয়ৌ।
পারম্পর্যং চিকিৎসা চ জ্ঞাতব্যং যচ্চ কিঞ্চন॥—চরক-শারীর ১।৩৭-৩৮

১০২। সমস্তবশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে হি সঃ।—মহা ১২।৩৩৯।১৫

১০৩। আদির্নাস্ত্যাত্মনঃ ক্ষেত্রপারম্পর্যমনাদিকম্।
অতস্তয়োরনাদিত্বাৎ কিং পূর্বমিতি নোচ্যতে॥—চরক-শারীর ১।৮২

১০৪। রজস্তমোভ্যাং যুক্তস্য সংযোগোঽয়মনন্তবান্।
তাভ্যাং নিরাকৃতাভ্যাং তু সত্ত্ববৃদ্ধ্যা নিবর্ততে॥—চরক-শারীর ১।৩৬

ভোগবাসনা ক্ষয় পাইলে জীবের কোন বিষয়ে রাগ বা দ্বেষ থাকে না। সুতরাং কর্মে প্রবৃত্তির অভাবে ধর্মাধর্ম উৎপন্ন হয় না এবং তজ্জন্য শরীরোৎপত্তিরও প্রয়োজন হয় না। এইভাবে অনাগত ধর্মাধর্মের ক্ষয় হয়। বর্তমানদেহে ফলদানে প্রবৃত্ত ধর্মাধর্ম উপভোগের দ্বারা ক্ষয় পায়। ভোগের দ্বারা আরব্ধ কর্মের ক্ষয় হইলে বিষয়বিতৃষ্ণ ব্যক্তির শরীরনাশে মুক্তি ঘটে এবং তাঁহার সংসারে পুনরাগমন হয় না।[১০৫] সুতরাং এবিষয়ে চরক সাংখ্যসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন মনে হয়। সাংখ্যমতে সুখাদির সহিত আত্মার পারমার্থিক যোগ নাই; অবিবেকবশে উহা পুরুষে আরোপিত হয়।

আত্মা জ্ঞাতা; কিন্তু সর্বদা সকল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান হয় না। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় রূপ করণসমূহের সহিত সংযোগের ফলে আত্মার জ্ঞান প্রবর্তিত হয়। করণসমূহ মলিন হইলে অথবা তাহাদের সহিত সংযোগের অভাবে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না।[১০৬] ডাঃ দাশগুপ্ত আত্মায় জ্ঞানের বিদ্যমানতা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের সহিত সংযোগের ফলে আত্মার জ্ঞানোদয় হয়।[১০৭] করণসমূহের সহিত যোগের ফলেই কর্ম ও বন্ধন এবং যোগের অভাবে কর্মনিবৃত্তি ও মুক্তি। বস্তুসমূহের উৎপত্তির জন্য কারণের আবশ্যক। কারণ আবার সহকারী কারণ ব্যতীত একাকী কার্যসম্পাদনে অসমর্থ। অবিবেকবশে করণসমূহের সহিত আত্মার সংযোগ স্থাপিত হয়।[১০৮] যিনি জ্ঞাতা, তিনি সাক্ষী হইয়া থাকেন। অজ্ঞ পাষাণ প্রভৃতি সাক্ষী হইতে পারে না। আত্মা জ্ঞাতা হওয়ায় সাক্ষী রূপে অবস্থিত। ভূতসকল তৎকর্তৃক পরিদৃষ্ট হয়। আত্মা চেতন, কিন্তু নিষ্ক্রিয়। মন অচেতন কিন্তু সক্রিয়। আত্মার সহিত বিযুক্ত হইলে মনের গতি দেখা যায় না। মনের ক্রিয়াকে আত্মার ক্রিয়া বলিয়া ভ্রম হয়। চিন্ময় পুরুষের অধিষ্ঠানের ফলে

১০৫। উপধা হি পরো হেতুর্দুঃখদুঃখাশ্রয়প্রদঃ।
ত্যাগঃ সর্বোপধানাং চ সর্বদুঃখব্যপোহকঃ ॥—চরক-শারীর ১।৯৫

১০৬। আত্মা জ্ঞঃ করণৈর্যোগাজ্ জ্ঞানং ত্বস্য প্রবর্ততে।
করণানামবৈমল্যাদ্ অযোগাদ্বা ন বর্ততে ॥—চরক-শারীর ১।৫৪

১০৭। The self is in itself without consciousness. Consciousness can only come to it through its connection with the sense-organs and manas.—S. N. Dasgupta. (Hist. of Ind. Phil—Vol I, p 214)

১০৮। করণানি মনো বুদ্ধির্বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়াণি চ।
কর্তুঃ সংযোগজং কর্ম বেদনা বুদ্ধিরেব চ ॥
নৈকঃ প্রবর্ততে কর্তুং ভূতাত্মা নাশ্নুতে ফলম্।
সংযোগাদ্ বর্ততে সর্বং তমৃতে নাস্তি কিঞ্চন ॥—চরক-শারীর ১।৫৬-৫৭

মনের ক্রিয়া দেখা যায় বলিয়া আত্মাকে কর্তা বলা হয়। বাস্তবিকপক্ষে আত্মা নিষ্ক্রিয়। মন সক্রিয় হইলেও অচেতন বলিয়া কর্তা রূপে অভিহিত হয় না; কিন্তু পরমার্থতঃ মনই কার্যনিষ্পাদক।[১০৯] আত্মা নিজেই নিজের পরিচালক। আত্মার কোন নিয়ন্তা নাই। আত্মা স্বয়ং ধর্ম ও অধর্মকে সহায়কারী রূপে গ্রহণ করিয়া নর, পশু, কীট প্রভৃতি বিভিন্ন যোনিতে প্রবেশ করেন। ইষ্ট যোনি গমনের ন্যায় অনিষ্ট যোনি গমনেও আত্মার স্বাতন্ত্র্য। আবার অনিষ্টযোনি গমনের হেতু অধর্ম-করণে এবং তাহার ফলভোগেও আত্মার স্বাতন্ত্র্য।[১১০] আত্মা বশী। স্বেচ্ছাধীন তাঁহার প্রবৃত্তি। এই বশিত্ব-ধর্ম হেতু তিনি আপাতফলদর্শনে শুভাশুভ কর্ম করিয়া তাহার অনুরূপ ফল ভোগ করেন। আবার বশিত্বহেতু অনিষ্ট বিষয় হইতে আত্মা মনকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হন।[১১১]আত্মা ব্যাপক। রজঃ ও তমোগুণ-সংযুক্ত বদ্ধ জীব পূর্বজন্মার্জিত কর্ম অনুসারে বিভিন্ন দেহ গ্রহণ করেন। সেই সেই দেহস্থিত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা আত্মা সেই সেই দেহে উৎপন্ন সুখদুঃখাদি অনুভব করেন। এক দেহের ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্য দেহের সুখদুঃখাদিজ্ঞান সম্ভব নহে। সুতরাং আত্মা ব্যাপক হইয়াও সর্বদেহের সুখদুঃখাদি জানিতে পারেন না। সুখদুঃখাদি জ্ঞানের বিষয়ে আত্মার প্রধান সহকারী মন। সেই মন জীবের কর্মানুসারে বিভিন্ন প্রকার। সুতরাং যদিও আত্মা সর্বব্যাপী, তথাপি এক দেহস্থিত মন দূরবর্তী ব্যবহিত বস্তুসমূহ দেখিতে পায় না। তবে যোগিগণ মনের সমাধিবলে দূরবর্তী বস্তুসমূহ নিরীক্ষণ করেন।[১১২] সুতরাং চরকসংহিতায় বর্ণিত পুরুষের স্বরূপ সাংখ্য-দর্শন অনুযায়ী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। সাংখ্যদর্শনেও পুরুষ ব্যাপক, স্বতন্ত্র, জ্ঞাতা, সাক্ষী, চিন্ময় ও নিষ্ক্রিয় রূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

আত্মা অতীন্দ্রিয় ও অনুমানগ্রাহ্য। সাংখ্যমতেও আত্মা অতীন্দ্রিয়। চরক বলেন, বক্ষ্যমাণ লক্ষণগুলির দ্বারা দেহস্থিত আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যায় :—নিঃশ্বাস-

---

১০৯। অচেতনং ক্রিয়াবচ্চ মনশ্চেতয়িতা পরঃ।
যুক্তস্য মনসা তস্য নির্দিশ্যন্তে বিভোঃ ক্রিয়া॥
চেতনাবান্ যতশ্চাত্মা ততঃ কর্তা নিরুচ্যতে।
অচেতনত্বাচ্চ মনঃ ক্রিয়াবদপি নোচ্যতে॥—চরক-শারীর ১।৭৫-৭৬

১১০। যথাস্বেনাত্মনাত্মানং সর্বঃ সর্বাসু যোনিষু।
প্রাণৈস্তন্ত্রয়তে প্রাণী নহ্যন্যোঽস্ত্যস্য তন্ত্রকঃ॥—চরক-শারীর ১।৭৭

১১১। বশী তৎ কুরুতে কর্ম যৎ কৃত্বা ফলমশ্নুতে।
বশী চেতঃ সমাধত্তে বশী সর্বং নিরস্যতি॥—চরক-শারীর ১।৭৮

১১২। দেহী সর্বগতোঽপ্যাত্মা স্বে স্বে সংস্পর্শনেন্দ্রিয়ে।
সর্বাঃ সর্বাশ্রয়স্থাস্তু নাত্মাঽতো বেত্তি বেদনাঃ॥—চরক-শারীর ১।৭৯

প্রশ্বাস, চক্ষুর উন্মেষ ও নিমেষ, জীবন-মরণ, মনের বিভিন্ন দেশে গতি, ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তরে মনঃসংযোগ, বিষয়বস্তুর সহিত মনের সম্পর্ক, স্বপ্নযোগে মনের বিভিন্ন দেশে গমন, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধৈর্য, চৈতন্য, বুদ্ধি, স্মৃতি ও অহঙ্কার। আত্মার সহিত সংযুক্ত দেহে উক্ত লক্ষণগুলি দেখা যায়। আত্ম-শূন্য মৃত শরীরে এই চিহ্নগুলির উপলব্ধি হয় না। ষড়্ধাতুময় এই শরীর। তাহার মধ্যে ষষ্ঠধাতু আত্মার অভাবে পঞ্চভূত অবশিষ্ট থাকে। এই জন্য মৃত্যুকে পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি বলা হয়।[১১৩]

চরক এখানে বৈশেষিকদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন মনে হয়। বৈশেষিকমতে জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি যোগ্য-বিশেষগুণের সম্বন্ধ বশতঃ আত্মা প্রত্যক্ষ হন। রথের গতি দেখিয়া যেরূপ রথের সারথির অনুমান হইয়া থাকে, সেইরূপ চেষ্টা প্রভৃতির দ্বারা দেহস্থ আত্মার অনুমান হয়। আবার বৈশেষিকমতে আত্মা অহঙ্কারের আশ্রয়।[১১৪] পক্ষান্তরে সাংখ্যমতে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, যত্ন প্রভৃতি বুদ্ধির ধর্ম। সাংখ্যমতে বুদ্ধি ও অহঙ্কারের আশ্রয় আত্মা নহেন। অবিবেক-বশে বুদ্ধি ও অহঙ্কারের সহিত আত্মার যোগ স্থাপিত হয়। চরকসংহিতায় সাংখ্যদর্শন ও বৈশেষিকদর্শন উভয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বৌদ্ধদর্শনে সকল বস্তুই ক্ষণিক। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। চরকসংহিতায় বৌদ্ধ মত খণ্ডিত হইয়াছে। চরক বলেন, জীবের প্রতিভা ও মোহের কারণ ধর্ম ও অধর্ম। আত্মা না থাকিলে নিরাশ্রয়ভাবে ধর্মাধর্ম উৎপন্ন হইতে পারে না। ধর্মের জনক বলিয়া সত্য উপাদেয় এবং অধর্মের আকর বলিয়া মিথ্যা অনুপাদেয়। স্থায়ী আত্মা না থাকিলে সত্য ও মিথ্যা হইতে ধর্মাধর্ম উৎপন্ন হইতে পারে না। আত্মার অবিদ্যমানে শুভাশুভ কর্মও সম্পন্ন হয় না। যিনি কার্যের কর্তা, তিনি

১১৩। প্রাণাপানৌ নিমেষাদ্যা জীবনং মনসো গতিঃ।
ইন্দ্রিয়ান্তরসঞ্চারঃ প্রেরণং ধারণং চ যৎ॥
দেশান্তরগতিঃ স্বপ্নে পঞ্চত্বগ্রহণং তথা।
দৃষ্টস্য দক্ষিণেনাক্ষ্ণা সব্যেনাবগমস্তথা॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং প্রযত্নশ্চেতনা ধৃতিঃ।
বুদ্ধিঃ স্মৃতিরহঙ্কারো লিঙ্গানি পরমাত্মনঃ॥
যস্মাৎ সমুপলভ্যন্তে লিঙ্গান্যেতানি জীবতঃ।
ন মৃতস্যাত্মলিঙ্গানি তস্মাদাহুর্মহর্ষয়ঃ॥—চরক-শারীর ১।৭০-৭৩

১১৪। ধর্মাধর্মাশ্রয়োঽধ্যক্ষো বিশেষগুণযোগতঃ।
প্রবৃত্ত্যাদ্যনুমেয়োঽয়ং রথগত্যেব সারথিঃ॥
অহঙ্কারস্যাশ্রয়োঽয়ম্।—ভাষাপরিচ্ছেদঃ (কারিকা ৩১)।

যোগ্যবিশেষগুণস্য জ্ঞানসুখাদেঃ সম্বন্ধেনাত্মনঃ প্রত্যক্ষত্বং সম্ভবতি ন ত্বন্যথা অহং জানে অহঙ্করোমি ইত্যাদিপ্রতীতেঃ ইতি মুক্তাবলী।

করণসমূহের জ্ঞাতা হন। যিনি বোদ্ধা, তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থার দ্রষ্টা হন। স্থির আত্মার অভাবে ইহা হইতে পারে না। শরীর হইল আত্মার ভোগের আয়তন; ভোক্তা না থাকিলে ভোগ্য নিরর্থক হয়। সুখদুঃখের ভোগ্যতাও আত্মার অভাবে অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিজ্ঞান বলিতে শাস্ত্রার্থের জ্ঞান অভিহিত হয়। শাস্ত্রসমূহ আবার পুরুষ কর্তৃক রচিত। জ্ঞাতা আত্মার অভাবে শাস্ত্র ও বিজ্ঞান সম্ভব হয় না। দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মার সম্বন্ধ হইল পুরুষের জন্ম এবং গৃহীত দেহেন্দ্রিয়াদির পরিত্যাগ পুরুষের মৃত্যু। এইরূপে পুরুষের বন্ধন হইল আত্মার সহিত অবিবেক-বশে প্রকৃতির সম্পর্ক এবং মুক্তি হইল প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক হেতু প্রকৃতির সম্পর্ক বর্জন। আত্মা না থাকিলে জন্ম-মৃত্যু, বন্ধন ও মুক্তি নিরর্থক হয়।[১১৫] গৃহনির্মাতা ব্যতিরেকে কেবলমাত্র মৃত্তিকা, তৃণ, ও কাষ্ঠের দ্বারা গৃহ রচিত হইতে পারে না; কুম্ভকার ব্যতিরেকে মৃত্তিকা, দণ্ড ও চক্রের দ্বারা কুম্ভোৎপাদন হয় না; সেইরূপ আত্মনিরপেক্ষ কেবলমাত্র সম্মিলিত উপাদানসমূহের দ্বারা দেহ উৎপন্ন হইতে পারে না।[১১৬] আত্মার স্থায়িত্ব স্বীকার না করিলে একজনের কৃতকর্মের ফলে অন্যের ভোগ্য হইয়া পড়ে; তাহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে; কেননা ভাবী ফলপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় লোকের কর্মে প্রবৃত্তি দেখা যায়।[১১৭] কর্মফল অন্যের ভোগ্য হইবে—এই উদ্দেশ্যে কেহ কর্ম করে না। পাচকের পরার্থে রন্ধনক্রিয়ার মধ্যেও স্বার্থ-সিদ্ধি বর্তমান। অতএব দেহাতিরিক্ত স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

সাংখ্যমতে পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের জন্য প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয়। যাঁহাদের প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান সম্পাদিত হইয়াছে, তাঁহাদের জন্য প্রকৃতি সৃষ্টি-ব্যাপারে বিরত থাকেন। চরকসংহিতায়ও এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে। চরকের মতে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগবশে প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি প্রভৃতি তত্ত্বের উৎপত্তি হয়।[১১৮]

১১৫। ভাস্তমঃ সত্যমনৃতং বেদাঃ কর্ম শুভাশুভম্।
ন স্যুঃ কর্তা চ বোদ্ধা চ পুরুষো ন ভবেদ্ যদি॥
নাশ্রয়ো ন সুখং নার্তির্ন গতির্নাগতির্ন বাক্।
ন বিজ্ঞানং ন শাস্ত্রাণি ন জন্ম মরণং ন চ॥
ন বন্ধো ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ পুরুষো ন ভবেদ্ যদি।
কারণং পুরুষস্তস্মাৎ কারণজ্ঞৈরুদাহৃতঃ॥—চরক-শারীর ১।৩৭-৪১

১১৬। যো বদেৎ স বদেৎ দেহং সম্ভূয় করণৈঃ কৃতম্।
বিনা কর্তারমজ্ঞানাদ্ যুক্ত্যাগমবহিষ্কৃতঃ॥—চরক-শারীর ১।৪৪

১১৭। তেষামন্যৈঃ কৃতস্যান্যে ভাবা ভাবৈর্নবাঃ ফলম্।
ভুঞ্জতে সদৃশাঃ প্রাপ্তং যৈরাত্মা নোপদিশ্যতে॥—চরক-শারীর ১।৪৮

১১৮। জায়তে বুদ্ধিরব্যক্তাদ্ বুদ্ধ্যাহমিতি মন্যতে।
পরং খাদীন্যহঙ্কারাদ্ উৎপদ্যন্তে যথাক্রমম্॥
ততঃ সম্পূর্ণসর্বাঙ্গো জাতোঽভ্যুদিত উচ্যতে॥—চরক-শারীর ১।৬৬-৬৭

মহাপ্রলয়ে ব্যক্ত-তত্ত্বসমূহ প্রকৃতিতে লয় পায়। তখন মহাভূতসমূহ ও ইন্দ্রিয়বর্গ অহঙ্কারে, অহঙ্কার বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি প্রকৃতিতে লয় পায়। ইহা টীকাকার গঙ্গাধরের মত। পক্ষান্তরে মহাভূতসমূহ তন্মাত্রে, তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়বর্গ অহঙ্কারে, অহঙ্কার বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি প্রকৃতিতে বিলীন হয়। ইহা অন্যতম টীকাকার চক্রপাণির অভিমত। সে যাহা হউক, যে সকল পুরুষ রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট এবং অহঙ্কারপরায়ণ, তাহাদের ভোগের জন্য প্রকৃতি সৃষ্টি-কার্য আরম্ভ করেন; তাহাদের ভোগের শরীর পুনঃ পুনঃ উৎপাদিত হয়। মুক্তি সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ অবিরামভাবে চলিতে থাকে। অন্যদিকে যাঁহাদের প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাদের জন্য প্রকৃতি পুনরায় ভোগের শরীর উৎপন্ন করেন না। অমুক্ত পুরুষগণের জন্যই প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য; মুক্ত পুরুষগণের জন্য নহে।[১১৯]

সাংখ্যদর্শন ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের মতে পরমাত্মাই জীবভাব প্রাপ্ত হন। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে কোন ভেদ নাই; কিন্তু অবিদ্যারূপ উপাধিবশে পরমাত্মা জীবভাব প্রাপ্ত হন বলিয়া তাদৃশ দৃষ্টিতে উভয়ের ভেদ বর্ণিত হইয়া থাকে। আত্মা অনাদি, অক্ষর ও চিন্ময়; কিন্তু অবিদ্যার সহিত সমাবেশ হেতু রজঃ ও তমোগুণের প্রভাবে মোহ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতির সহিত আত্মা সংযুক্ত হন।[১২০] মোহ, রাগ প্রভৃতির বশে জীবাত্মা যে সকল কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্ম সম্পাদন করেন তাহার ফলভোগের জন্য কর্মানুযায়ী শরীরের সহিত সংযুক্ত হন। শরীরগ্রহণ ব্যতিরেকে সুখদুঃখাদির ভোগ সম্ভব নহে। এ জন্য আত্মা অনাদি হইয়াও আদিমান্, অতীন্দ্রিয় হইয়াও স্থূল আকার

১১৯। পুরুষঃ প্রলয়ে চেষ্টৈঃ পুনর্ভাবৈর্বিযুজ্যতে।
অব্যক্তাদ্ ব্যক্ততাং যাতি ব্যক্তাদব্যক্ততাং পুনঃ ॥
রজস্তমোভ্যানাবিষ্টশ্চক্রবৎ পরিবর্ততে।
যেষাং দ্বন্দ্বে পরা সক্তিরহঙ্কারপরাশ্চ যে ॥
উদয়প্রলয়ৌ তেষাং ন তেষাং যে ত্বতোঽন্যথা ॥—চরক-শারীর ১।৬৭-৬৯

অথ চক্রপাণিঃ—মহাপ্রলয়ে হি মহাভূতানি তন্মাত্রেষু লয়ং যান্তি, তন্মাত্রাণি তথেন্দ্রিয়াণি চাহঙ্কারে লয়ং যান্তি, অহঙ্কারো বুদ্ধৌ, বুদ্ধিশ্চ প্রকৃতাবিতি লয়ক্রমঃ। অয়ং চ লয়ক্রমো মোক্ষেঽপি ভবতি। পরং তু তত্র তং পুরুষং প্রতি পুনঃ সর্গং নারভতে প্রকৃতিরিতি।

১২০। অনাদিরাত্মা সম্ভূতির্বিদ্যতে নান্তরাত্মনঃ।
সমবায়ী তু পুরুষো মোহেচ্ছাদ্বেষকর্মজঃ ॥
রজসা তমসা চৈব সমাবিষ্টো ভ্রমন্নিহ।
ভাবৈরনিষ্টৈঃ সংযুক্তঃ সংসারং প্রতিপদ্যতে ॥ যাজ্ঞ-প্রায়ঃ ৪।১২৫+১৪০

গ্রহণ হেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হন। আত্মা স্বভাবতঃ শুদ্ধ, নিগুর্ণ ও নির্বিকার হইলেও অবিদ্যা-যুক্ত হইয়া গুণত্রয়যোগী হন। রজঃ ও তমোগুণের সহিত সংযুক্ত আত্মার সংসারে জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ অবিরামভাবে চলিতে থাকে।[১২১] প্রকৃতির সহিত সম্বদ্ধ রজঃ ও তমোগুণ-বিশিষ্ট বদ্ধ জীবের ভোগের জন্য নিখিল জগৎপ্রপঞ্চরচনার প্রয়োজন হয়; মুক্ত আত্মার জন্য নহে। জীবগণের দেহে সত্ত্বাদিগুণের তারতম্যবশে অনন্ত অভিপ্রায় উৎপন্ন হয়। ফলে দেহিগণের বিভিন্ন জন্মে কুব্জত্ব, বামনত্ব প্রভৃতি রূপবৈচিত্র্য দেখা যায়। মলিন দর্পণে যেরূপ প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, সেইরূপ মোহ-রাগাদি দোষের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জীবাত্মা জন্মান্তরানুভূত বস্তুজ্ঞানে সমর্থ হয় না।[১২২]

প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার, মন, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত 'ক্ষেত্র' নামে এবং দেহস্থিত আত্মা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে।[১২৩] কূপ, কুম্ভ প্রভৃতি উপাধিভেদে ভিন্ন হইয়া একই আকাশ যেরূপ নানাভাবে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ একই পরমাত্মা জীবগণের অন্তঃকরণরূপ উপাধিভেদে নানাভাবে প্রতীত হন।[১২৪] পরমাত্মা এক; কিন্তু জীবাত্মা বহু। আত্মা অনাদি; পরমাত্মার শক্তিস্বরূপ প্রকৃতিও অনাদি। ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগও অনাদি। প্রকৃতির সহিত আত্মার অনাদি সংযোগ-বশে জীবের বন্ধনদশা ঘটে; পক্ষান্তরে আত্মার শুদ্ধ স্বরূপের জ্ঞান এবং তাহার ফলে প্রকৃতির সম্পর্ক বর্জনের দ্বারা জীবের মুক্তিলাভ হয়।[১২৫] মৃত্তিকা, দণ্ড ও চক্রের সাহায্যে কুম্ভকার যেরূপ ঘট প্রস্তুত করেন; তৃণ, মৃত্তিকা ও কাষ্ঠের দ্বারা গৃহকারক

১২১। যথাত্মানং সৃজত্যাত্মা তথা বঃ কথিতো ময়া।
বিপাকাৎ ত্রিপ্রকারাণাং কর্মণামীশ্বরোঽপি সন্॥
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণাস্তস্যৈব কীর্তিতাঃ।
রজস্তমোভ্যামাবিষ্টশ্চক্রবদ্ ভ্রাম্যতে হ্যসৌ॥
অনাদিরাদিমাংশ্চৈব স এব পুরুষঃ পরঃ।
লিঙ্গেন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপঃ সবিকার উদাহৃতঃ॥—যাজ্ঞ-প্রায়ঃ ৪।১৮১-১৮৩

১২২। মলিনো হি যথাদর্শে রূপালোকস্য ন ক্ষমঃ।
তথাঽবিপক্বকরণঃ আত্মজ্ঞানস্য ন ক্ষমঃ॥—যাজ্ঞ-প্রায়ঃ ৪।১৪১

১২৩। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি সার্থানি মনঃ কর্মেন্দ্রিয়াণি চ।
অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ পৃথিব্যাদীনি চৈব হি॥
অব্যক্তমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রস্যাস্য নিগদ্যতে।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতস্থঃ সন্নসন্সদসচ্চ যঃ॥—যাজ্ঞ-প্রায়ঃ ৪।১৭৭-১৭৮

১২৪। আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্‌ ভবেৎ।
তথাত্মৈকো হ্যনেকশ্চ জলাধারেষ্বিবাংশুমান্॥—যাজ্ঞ-প্রায়ঃ ৪।১৪৪

১২৫। তত্ত্বস্মৃতেরুপস্থানাৎ সত্ত্বযোগাৎ পরিক্ষয়াৎ।
কর্মণাং সন্নিকর্ষাচ্চ সতাং যোগঃ প্রবর্ততে॥—যাজ্ঞ-প্রায়ঃ ৪।১৬০

যেরূপ গৃহনির্মাণ করেন, পরমাত্মাও সেইরূপ পরম্পরসাপেক্ষ পৃথিবী প্রভৃতি সাধন এবং শ্রোত্রনেত্রাদি করণ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন যোনিতে আত্মাকে নিজকর্মবন্ধনে বদ্ধ শরীরী রূপে উৎপন্ন করেন।[১২৬]

ক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধদার্শনিকগণের মত খণ্ডন করিয়া স্থির আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, প্রমাণগম্যত্ব হেতু পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূতসমূহ যেরূপ সত্য, আত্মাও সেই-রূপ সত্য। বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি হইতে অতিরিক্ত চিন্ময় স্থির আত্মা না থাকিলে 'যাহা আমি দেখিয়াছি, তাহা আমি স্পর্শ করিতেছি'—এইভাবে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা দৃষ্ট বস্তুকে স্পর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান সম্ভব হইত না। স্থির আত্মা না থাকিলে পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতি উৎপন্ন হয় না; কারণ একজনের দ্বারা দৃষ্ট বস্তুতে অন্যজনের স্মৃতি সম্ভব নয়। স্থির আত্মা ব্যতিরেকে স্বপ্নজ্ঞানও সম্ভব হয় না; স্বপ্নদর্শনকালে ইন্দ্রিয়সমূহের কোন ব্যাপার থাকে না। আবার স্থির আত্মার অস্তিত্বের ফলে 'আমি জাতিবয়োবিদ্যাদিসম্পন্ন' ইত্যাদিরূপ জ্ঞানোৎপত্তি ঘটে এবং শব্দস্পর্শাদিবিষয়ভোগের জন্য মন, বাক্য ও শরীরের চেষ্টা সম্ভব হয়। আত্মার স্থিরত্ব ব্যতীত তাহা সম্ভব হইত না। সুতরাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত স্থির আত্মা বর্তমান—ইহা স্বীকার করিতে হয়।[১২৭]

সুতরাং অনুমান করা যায় যে, সাংখ্যদর্শনে প্রসিদ্ধ আত্মার স্বরূপ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতেও গৃহীত হইয়াছে। তবে যাজ্ঞবল্ক্যের মতে জীবাত্মা পরমাত্মার মূর্তি-স্বরূপ এবং প্রকৃতি পরমাত্মার শক্তিবিশেষ। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে স্বতন্ত্র। প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধের ফলে জীবের বন্ধন এবং আত্মতত্ত্ববিজ্ঞানের ফলে প্রকৃতির সম্পর্ক বর্জন করিয়া জীবের মুক্তি—এই সিদ্ধান্ত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ও সাংখ্যদর্শন উভয়স্থলেই স্বীকৃত হইয়াছে।

সাংখ্যদর্শন ও শ্রীমদ্‌ভাগবত

শ্রীমদ্‌ভাগবতের মতে আত্মা নিত্য ও অব্যয়। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু নাই। তাঁহার আদিও নাই, অন্তও নাই। আত্মা নিরপেক্ষভাবে বিশ্বসৃজনে সমর্থ বলিয়া

১২৬। কারণান্যেবমাদায় তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
সৃজত্যাত্মানমাত্মা চ সম্ভূয় করণানি চ ॥—যাজ্ঞ-প্রায়ঃ ৪।১৪৮

১২৭। মহাভূতানি সত্যানি যথাত্মাপি তথৈব হি।
কোঽন্যথৈকেন নেত্রেণ দৃষ্টমন্যেন পশ্যতি ॥
বাচং বা কো বিজানাতি পুনঃ সংশ্রুত্য সংশ্রুতাম্।
অতীতার্থ স্মৃতিঃ কস্য কো বা স্বপ্নস্য কারকঃ ॥
জাতিরূপবয়োবৃত্তবিদ্যাদিভিরহঙ্কৃতঃ।
শব্দাদিবিষয়োদ্যোগং কর্মণা মনসা গিরা ॥—যাজ্ঞ-প্রায়ঃ ৪।১৪৯-১৫১

হেতু রূপে কীর্তিত হন। তিনি বিশ্বব্যাপী এবং সকলের আশ্রয়। সৃষ্টির বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আত্মা এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি স্বপ্রকাশ, সর্বদোষ-রহিত, নিঃসঙ্গ এবং সকলপ্রকার-বিক্রিয়াশূন্য। তিনি সকল সীমার অতীত বলিয়া অনাবৃত।[১২৮] আত্মা শুদ্ধ, জ্ঞানময় ও আনন্দময়।[১২৯] আত্মাই পুরুষ। তিনি জীবগণকে কর্মফল প্রদান করেন; এজন্য তিনি পুরুষ নামে বিদিত।[১৩০]

জীব ও ঈশ্বর রূপে পুরুষ দ্বিবিধ। যিনি প্রকৃতির মায়াজালে অবিবেকবশে ধৃত হইয়া সংসারে আবদ্ধ থাকেন, তিনি জীব। পরন্তু যিনি প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য করেন, তিনি ঈশ্বর।[১৩১] ভাগবতে জীব ও ঈশ্বরের অভিন্নতা বহুস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। একস্থলে ব্রাহ্মণবেশে শ্রীভগবান্ বৈদর্ভীকে বলিতেছেন যে, "আমি তুমিই, ভিন্ন নহি। তুমিও আমিই, আমরা ভিন্ন নহি;— ইহা অবগত হও। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কখনও বিন্দুমাত্র আমাদের পৃথক্ অবস্থান দর্শন করেন না। তুমি আমারই অংশ। অংশীকে ছাড়িয়া অংশের পৃথগ্ভাবে অবস্থান অসম্ভব।"[১৩২] ভাগবতের অন্যান্য স্থলে এইরূপ জীব-ব্রহ্মের অভিন্নতা উল্লিখিত হইয়াছে।[১৩৩] ভাগবত বলেন, সৃষ্টির আদিতে বাক্য ও মনের অগোচর সত্যস্বরূপ পরমব্রহ্ম অদ্বিতীয়রূপে অবস্থিত ছিলেন। মায়ার বিলাসের দ্বারা তিনি নিজেকে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন; কিন্তু স্বয়ং প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন।[১৩৪]

১২৮। আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্‌হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ ॥—ভাগ ৭।৭।১৯

১২৯। কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ ॥—ভাগ ৭।৬।২৩

১৩০। অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ংজ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্ ॥—ভাগ ৩।২৬।৩

পুরূণি কর্মফলানি জীবেভ্যো ভোক্তৃভ্যঃ সনোতি দদাতীতি পুরুষঃ ইতি শুকদেবঃ।

১৩১। পুরুষশ্চ জীবেশ্বররূপেণ দ্বিবিধঃ। তত্র যঃ প্রকৃত্যবিবেকেন সংসরতি স জীবঃ। যস্তু প্রকৃতিং বশীকৃত্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদি করোতি স পরমেশ্বরঃ ইতি শ্রীধরঃ।—ভাগ ৩।২৬।৩

১৩২। অহং ভবান্ ন চান্যস্ত্বং ত্বমেবাহং বিচক্ষ্ব ভোঃ।
ন নৌ পশ্যন্তি কবয়শ্ছিদ্রং জাতু মনাগপি ॥—ভাগ ৪।২৮।৬২

১৩৩। ভাগ ১২।৫।১১, ভাগ ৬।১৬।৬৩

১৩৪। আসীজ্‌জ্ঞানমথো হ্যর্থ একমেবাবিকল্পিতম্।
যদা বিবেকনিপুণা আদৌ কৃতযুগেঽযুগে ॥
তন্মায়াফলরূপেণ কেবলং নির্বিকল্পিতম্।
বাঙ্‌মনোঽগোচরং সত্যং দ্বিধা সমভবদ্‌বৃহৎ ॥
তয়োরেকতরো হ্যর্থঃ প্রকৃতিঃ সোভয়াত্মিকা।
জ্ঞানং ত্বন্যতমো ভাবঃ পুরুষঃ সোঽভিধীয়তে ॥—ভাগ ১১।২৪।২-৪

মায়ার প্রভাবেই এইরূপ সম্ভব হইয়া থাকে।[১৩৫] জীব ও ব্রহ্মের ভেদ-জ্ঞান মায়া-কল্পিত হওয়ায় ইহা তত্ত্বতঃ সত্য হইতে পারে না।[১৩৬] পুরুষ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্নস্বরূপ হইলেও পরমাত্মা মায়া দ্বারা জীবের দেহাদি-সম্বন্ধ ঘটাইয়া থাকেন।[১৩৭] সৃষ্টিকালে ভগবদিচ্ছায় বদ্ধ জীব ও প্রকৃতি উভয়ই ক্ষোভিত হইয়া থাকেন। ঈশ্বর কর্মাধীন জীবকে প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত করেন। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইতে মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতিরূপে প্রকৃতির পরিণাম হয়। [১৩৮]

প্রকৃতি ও পুরুষ অজ বলিয়া তাঁহাদের জন্ম হইতে পারে না। যেমন জল ও বায়ুর সংযোগহেতু বুদ্‌বুদ্‌সকল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগহেতু প্রাণাদিযুক্ত জীবগণ জন্মগ্রহণ করেন। স্থূলশরীরের সহিত সংযোগই জীবের জন্ম বলিয়া কথিত হয়; বস্তুতঃ জীবের জন্ম নাই। মানুষ যেরূপ দর্পণে বা অন্যের চক্ষুতে[১৩৯] বা জলে[১৪০] প্রতিফলিত হয়, পরমপুরুষও সেইরূপ নিজেকে প্রকৃতিতে প্রতিফলিত করেন এবং এই প্রতিবিম্ব হইলেন জীব। পরমপুরুষ বুদ্ধি-তত্ত্বে প্রতিফলিত হন। বুদ্ধিতত্ত্ব সত্ত্বপ্রধান বলিয়া স্বচ্ছ এবং পরমপুরুষের প্রতিবিম্বগ্রহণে সমর্থ। ব্যক্তিবিশেষে বুদ্ধিতত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন হয়; সুতরাং জীব অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত-পুরুষও বিভিন্ন বুদ্ধিতত্ত্বে বিভিন্নরূপ হইয়া থাকেন।[১৪১] এইরূপে পরমপুরুষের অংশরূপে জীব ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছেন।[১৪২] ভেদবুদ্ধির কারণ হৃদয় অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার

১৩৫। সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে।
ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুত বন্ধনম্ ॥—ভাগ ৩।৭।৯

১৩৬। দেহদেহিবিভাগোঽয়মবিবেককৃতঃ পুরা।
জাতিব্যক্তিবিভাগোঽয়ং যথা বস্তুনি কল্পিতঃ ॥—ভাগ ৬।১৫।৮

১৩৭। আত্মমায়ামৃতে রাজন্ পরস্যানুভবাত্মনঃ।
ন ঘটেতার্থসম্বন্ধঃ স্বপ্নদ্রষ্টুরিবাঞ্জসা ॥—ভাগ ২।৯।১

১৩৮। কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্যমাধত্ত বীর্যবান্ ॥
ততোঽভবন্ মহৎ-তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ ॥—ভাগ ৩।৫।২৬-২৭

১৩৯। যথা পুরুষ আত্মানমেকমাদর্শচক্ষুষোঃ।
দ্বিধাভূতমবেক্ষেত তথৈবান্তরমাবয়োঃ ॥—ভাগ ৪।২৮।৬৩

১৪০। নিমিত্তে সতি সর্বত্র জলাদাবপি পুরুষঃ।
আত্মনশ্চ পরস্যাপি ভিদাং পশ্যতি নান্যদা ॥—ভাগ ৪।২২।২৯

১৪১। আত্মানমিন্দ্রিয়ার্থঞ্চ পরং যদুভয়োরপি।
সত্যাশয় উপাধৌ বৈ পুমান্ পশ্যতি নান্যদা ॥—ভাগ ৪।২২।২৮

১৪২। স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসংবরণং তব।
পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্ ॥—ভাগ ১০।৮৭।২০

ও চিত্তবিশিষ্ট অন্তঃকরণ বিদ্যমান থাকিলে জীব-ব্রহ্মের ভেদ পরিলক্ষিত হয়।[১৪৩] পরন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে যখন অন্তঃকরণের নাশ হয়, তখন ভেদবুদ্ধিও তিরোহিত হয়।[১৪৪] সুতরাং ভাগবতের মতে অন্তঃকরণে পরমপুরুষের প্রতিবিম্বই জীবরূপে কীর্তিত হইয়াছে। বিম্ব হইতে প্রতিবিম্ব ভিন্ন নহে; সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ব্রহ্ম এক; অতএব জীবগণও পরমার্থতঃ এক। কিন্তু স্থূলদেহস্থিত অন্তঃকরণ-সমূহের পার্থক্য হেতু জীবগণের পার্থক্য অনুভূত হয়। দেহকোষে আবদ্ধ হইয়া জীব অনন্ত দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানোদয়ে অন্তঃকরণের নাশ হইলে জীবগণের দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ ঘটে।

জীব ও ঈশ্বর রূপে পুরুষের পার্থক্য ভাগবতে সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। একই দেহে অবস্থান করিয়াও জীব কর্মফল ভোগ করেন; পরন্তু যিনি ঈশ্বর, তিনি কিছুই ভোগ করেন না; তিনি কেবলমাত্র দ্রষ্টা; তিনি স্বকীয় আনন্দে পরিতৃপ্ত এবং জ্ঞানাদিবলে শ্রেষ্ঠ। যিনি অবিদ্যাযুক্ত, তিনি নিত্যবদ্ধ। যিনি বিদ্যাময়, তিনি নিত্য-মুক্ত।[১৪৫] যিনি ঈশ্বর তিনি পরিশুদ্ধ, সর্বজ্ঞ, সত্য, কূটস্থ, আদিপুরুষ, ভগবান্ এবং গুণত্রয়ের অধিষ্ঠাতা। পক্ষান্তরে জীব হইলেন বদ্ধ (ঈশ্বরানুগ্রহে জীবের মুক্তি ঘটে), মলিন, অজ্ঞ, অসত্য, বিকারী, আদিমান্ এবং গুণত্রয়ের অধীন।[১৪৬] সরোবরের জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পতিত হয়। ঐ জলে তরঙ্গ উত্থিত হইলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকে তরঙ্গায়মান মনে হয়; কিন্তু আকাশস্থ চন্দ্র নির্বিকার থাকে; সেইরূপ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিশীল জীবের সুখদুঃখাদির ভোগ হইয়া থাকে; কিন্তু বিম্বরূপ পরমপুরুষ

১৪৩। ভাগবতে 'হৃদয়' অর্থে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তবিশিষ্ট অন্তঃকরণ অভিহিত হইয়াছে।
অথাস্য হৃদয়ং ভিন্নং হৃদয়াদ্মন উত্থিতম্।
মনসশ্চন্দ্রমা জাতো বুদ্ধির্বুদ্ধের্গিরাং পতিঃ॥
অহঙ্কারস্ততো রুদ্রশ্চিত্তং চৈত্যস্ততোঽভবৎ॥—ভাগ ৩।২৬।৬০-৬১

১৪৪। যদা রতির্ব্রহ্মণি নৈষ্ঠিকী পুমান্ আচার্যবান্ জ্ঞানবিরাগরংহসা।
দহত্যবীর্যং হৃদয়ং জীবকোশং পঞ্চাত্মকং যোনিমিবোত্থিতোঽগ্নিঃ॥
দগ্ধাশয়ো মুক্তসমস্ততদ্গুণো নৈবাত্মনো বহিরন্তর্বিচষ্টে।
পরাত্মনোর্যদ্ব্যবধানং পুরস্তাৎ স্বপ্নে যথা পুরুষস্তদ্বিনাশে॥—ভাগ ৪।২২।২৬-২৭

১৪৫। সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥
আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বানপিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ॥—ভাগ ১১।১১।৬-৭

১৪৬। ত্বং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিশুদ্ধ আত্মা কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যদ্‌ব্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা দ্রষ্টা স্থিতাবধিমখোঽব্যতিরিক্ত আসসে॥—ভাগ ৪।৯।১৫

নির্বিকার থাকেন।[১৪৭] প্রতিবিম্বিতপুরুষ বা জীব যখন ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, তখন জীবের সুখদুঃখাদির ভোগকেও অবাস্তব বলিতে হইবে। জল বেগে চলিতে থাকিলে তীরস্থিত বৃক্ষসকলও জলস্থিত ছায়া দ্বারা চলিতেছে বলিয়া মনে হয়; চক্ষু ঘূর্ণিত হইতে থাকিলে তাহা দ্বারা পৃথিবী ঘুরিতেছে বলিয়া প্রতীত হয়; সেইভাবে প্রতিবিম্বিত পুরুষে সুখদুঃখাদির ভোগ আরোপিত হইয়া থাকে; উহা বাস্তব নহে।[১৪৮] অগ্নির দ্বারা রন্ধনপাত্র উত্তপ্ত হইতে থাকিলে তন্মধ্যবর্তী দুগ্ধও উত্তপ্ত হয়, সেইরূপে দেহাদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত বদ্ধ জীব দুঃখজ্বালায় জর্জরিত হইতে থাকে।[১৪৯]

মায়া হইতে অবিদ্যা ও প্রকৃতির আবির্ভাব। অবিদ্যার প্রভাবে জীবগণ স্বস্বরূপ বিস্মৃত হন। আত্ম-বিষয়ক অজ্ঞান জীবগণের দ্বৈতজ্ঞান উৎপন্ন করে এবং সংসারের কারণ হইয়া থাকে।[১৫০] অবিদ্যা জ্ঞানের পথ-রোধ করে। অবিদ্যার প্রভাবে অনাত্মবস্তু দেহাদিতে জীবের আত্মাভিমান হয়। আত্মাভিমান হইতে 'আমি দেবতা, আমি মনুষ্য' ইত্যাদি ভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং দেহাদির সহিত যোগ ও বিয়োগ অর্থাৎ জন্ম ও মরণ ঘটে। আবার তাহা হইতে সুখদুঃখপ্রবাহরূপ সংসার উৎপন্ন হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্যন্ত অজ্ঞ জীবের সংসারবন্ধন নিবৃত্ত হয় না।[১৫১] সুতরাং অজ্ঞানই জীবগণের নিখিল দুঃখভোগের কারণ।[১৫২]

বিশ্বসংসার আমাদের সম্মুখে দৃশ্যমান হইলেও ভাগবতের মতে ইহা মায়াকল্পিত;

১৪৭। যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ।
দৃশ্যতেঽসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনোঽনাত্মনো গুণাঃ ॥—ভাগ ৩।৭।১১

১৪৮। যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে চলতীব ভূঃ ॥
এবং গুণৈর্ভ্রাম্যমাণে মনস্যবিকলঃ পুমান্।
যাতি তৎসাম্যতাং তত্র হ্যনিঙ্গো লিঙ্গবানিব ॥—ভাগ ৭।২।২৩-২৪

১৪৯। স্থাল্যগ্নিতাপাৎ পয়সোঽপি তাপস্তত্তাপতস্তণ্ডুলগর্ভরন্ধিঃ।
দেহেন্দ্রিয়াস্বাশয়সন্নিকর্ষাৎ তৎসংসৃতিঃ পুরুষস্যানুরোধাৎ ॥—ভাগ ৫।১০।২২

১৫০। আত্মাগ্রহণনির্ভাতং পশ্য বৈকল্পিকং ভ্রমম্ ॥—ভাগ ১১।২২।৫৬

১৫১। ভুবি ভৌমানি ভূতানি যথা যান্ত্যপযান্তি চ।
নায়মাত্মা তথৈতেষু বিপর্যেতি যথৈব ভূঃ ॥
যথানেবংবিদো ভেদো যত আত্মবিপর্যয়ঃ।
দেহযোগবিয়োগৌ চ সংসৃতির্ন নিবর্ততে ॥—ভাগ ১০।৪।১৯-২০

১৫২। লোকঃ স্বয়ং শ্রেয়সি নষ্টদৃষ্টির্যোঽর্থান্ সমীহেত নিকামকামঃ।
অন্যোন্যবৈরঃ সুখলেশহেতোরনন্তদুঃখঞ্চ ন বেদ মূঢ়ঃ ॥—ভাগ ৫।৫।১৬

ইহার বাস্তব সত্তা নাই ;[১৫৩] তবে ইহার ব্যাবহারিক সত্যতা রহিয়াছে ;[১৫৪] কারণ ইহা পরমেশ্বরাত্মক। স্থাবর জঙ্গম কোন পদার্থেরই পরমেশ্বর হইতে পৃথক্ সত্তা নাই।[১৫৫] জগতের বাস্তব সত্তা থাকিলে ইহা আত্মার ন্যায় স্বপ্রকাশ এবং একরূপ হইত।[১৫৬] আকাশে মেঘখণ্ড আবির্ভূত হয়, আবার তিরোহিত হয় ; সেইরূপ যতদিন ইন্দ্রিয়বৃত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, ততদিন অতত্ত্বজ্ঞের নিকট এই বিশ্ব নানা-সত্তাযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয় ; কিন্তু ইন্দ্রিয়বৃত্তিলোপে তাদৃশ প্রতিভাত হয় না।[১৫৭] সুতরাং ত্রিগুণাত্মক এই বিশ্বপ্রপঞ্চ অবাস্তব।[১৫৮]

একত্বই সত্য, নানাত্ব মিথ্যা। কারণস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য, কার্য জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্মের স্বরূপতঃ নানাত্ব সম্ভাবিত হয় না। ঘটাকাশ ও মহাকাশের ন্যায়, সূর্যাদি বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ন্যায় যিনি ব্রহ্মের নানাত্ব কল্পনা করেন, তিনি অজ্ঞ।[১৫৯] ক্রয়বিক্রয়াদি ব্যবহারবিষয়ে একই সুবর্ণ মনুষ্যগণ কর্তৃক বলয়, কুণ্ডল প্রভৃতি বহু আকারে প্রতীত হইয়া থাকে, সেইরূপ নাম ও রূপের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আত্মা এক এবং অদ্বিতীয়।[১৬০] ভাগবতে উপনিষদের একত্ববাদ গৃহীত হইয়াছে। সৃষ্টির আদিতে জীবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরমেশ্বরের বিভিন্ন নাম ও রূপ গ্রহণের ইচ্ছা ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে।[১৬১]

আকাশ হইতে মেঘের অপগমে চক্ষু যেরূপ সূর্যকে দেখিতে পায়, সেইরূপ যখন মায়ার আবরণ—জীবের অহং-মমাভিমানরূপ অহঙ্কার তত্ত্ববিচারের দ্বারা বিনষ্ট হয়,

---

১৫৩। অর্থাভাবং বিনিশ্চিত্য প্রতীতস্যাপি নাত্মনঃ।
তাঞ্চাপি যুষ্মচ্চরণসেবয়াহং পরাণুদে ॥—ভাগ ৩।৭।১৮

১৫৪। যথাহসতোদানয়নাদ্যভাবাৎ সমূল ইষ্টো ব্যবহারমার্গঃ ॥—ভাগ ৫।১০।২১

১৫৫। য আত্মনো দৃশ্যগুণেষু সন্নিতি ব্যবস্যতে স্বব্যতিরেকতোঽবুধঃ।
বিনানুবাদং ন চ তন্মনীষিতং সম্যগ্‌ যতস্ত্যক্তমুপাদদৎ পুমান্ ॥—ভাগ ১০।৩।১৮

১৫৬। বিকারঃ খ্যায়মানোঽপি প্রত্যগাত্মানমন্তরা।
ন নিরূপ্যোঽস্ত্যণুরপি স্যাচ্চেচ্চিৎসম আত্মবৎ ॥—ভাগ ১২।৪।২৯

১৫৭। যস্মিন্নিদং বিরচিতং ব্যোম্নীব জলদাবলিঃ।
নানেব ভাতি নাভাতি স্বপ্নমায়ামনোরথঃ ॥—ভাগ ৯।১৮।৪৯

১৫৮। ইদং শরীরং পুরুষস্য মোহজং যথা পৃথগ্‌ ভৌতিকমীয়তে গৃহম্।
যথৌদকৈঃ পার্থিবতৈজসৈর্জনঃ কালেন জাতো বিকৃতো বিনশ্যতি ॥—ভাগ ৭।২।৪২

১৫৯। ন হি সত্যস্য নানাত্বমবিদ্বান্ যদি মন্যতে।
নানাত্বং ছিদ্রয়োর্যদ্বজ্জ্যোতিষোর্বাতয়োরিব ॥—ভাগ ১২।৪।৩০

১৬০। যথা হিরণ্যং বহুধা সমীয়তে নৃভিঃ ক্রিয়াভির্ব্যবহারবর্ত্মসু।
এবং বচোভির্ভগবান্ অধোক্ষজো ব্যাখ্যায়তে লৌকিকবৈদিকৈর্জনৈঃ ॥—ভাগ ১২।৪।৩১

১৬১। অনেন জীবেন আত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি।—ছান্দোগ্য ৬।৩।২

তখন জীব যথার্থ আত্মস্বরূপ দেখিতে পায়।[১৬২] মায়ার আবরণ মিথ্যা ; সুতরাং জীবের বন্ধনও মিথ্যা। বন্ধনের বাস্তবতা না থাকিলে মুক্তির প্রসঙ্গ উঠে না। সুতরাং জীবের বন্ধন ও মুক্তি ঔপাধিক। পরমাত্মার বন্ধন ও মোক্ষ নাই। অজ্ঞানের দ্বারাই জীবের জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসারপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা নিজেকে ব্রহ্মাত্মক বলিয়া জানেন, তাঁহাদের জ্ঞানের দ্বারা সংসার-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যেরূপ সূর্য অসন্নিহিত হইলে রাত্রি এবং সূর্য সন্নিহিত হইলে দিন আসে, সেইরূপ ভক্তির অভাবে জীবের হৃদয়পদ্মে পরমেশ্বর অসন্নিহিত হইলে তাহার সংসারবন্ধন হয়। পক্ষান্তরে পরমাত্মার প্রতি তীব্রভক্তিযোগবশতঃ জীবের হৃদয়পদ্মে পরমাত্মা সন্নিহিত হইলে তাহার মোক্ষ উৎপন্ন হয়।[১৬৩]

উপরের আলোচনা হইতে সাংখ্যদর্শনের সহিত ভাগবতের মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। সাংখ্যমতে পুরুষ সত্য ও বহু। প্রকৃতিও সত্য। জগৎ সেই প্রকৃতির পরিণাম। সুতরাং সাংখ্যমতে জ্ঞানের কর্তা ও জ্ঞেয় পদার্থ উভয়ই সত্য, মিথ্যা নহে। কিন্তু ভাগবতের মতে ঈশ্বরের প্রতিবিম্বস্বরূপ জীব অবাস্তব এবং মায়ার পরিণতিস্বরূপ প্রকৃতিও অবাস্তব। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জগতের বাস্তব সত্তা নাই, ব্যাবহারিক সত্তামাত্র রহিয়াছে। শ্রীমদ্‌গীতার মতে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ জ্ঞানের কর্তা। তিনি ঈশ্বরের পরাশক্তি হওয়ায় তাঁহার বাস্তবত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। প্রকৃতিও ঈশ্বরের অপরা শক্তিরূপে সত্য ; সেই প্রকৃতির কার্য জগৎও সত্য। সুতরাং গীতার মতে জ্ঞানের কর্তা ও জ্ঞেয় জগৎ উভয়ই সত্য। মহাভারতও দৃশ্যমান জগৎকে মিথ্যা বলেন নাই। মহাভারতের মতে এক পরমাত্মাই অনন্তজীবরূপে বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং কর্তা পুরুষ অসত্য নহেন। কিন্তু ভাগবতের মতে জীব ও জগৎ উভয়ই অসত্য। এবিষয়ে বেদান্তদর্শনের অদ্বৈতবাদের সহিত ভাগবতের মতৈক্য পরিদৃষ্ট হয়।

পুরুষ ও প্রকৃতি তত্ত্বের সমগ্র আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, মহাভারত, শ্রীমদ্‌গীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবত, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ও চরক-সংহিতা পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। পরমাত্মাই প্রাণিগণের দেহে জীবাত্মা রূপে অবস্থান করেন। জীবাত্মা রূপে পুরুষ বহু, কিন্তু পরমাত্মা রূপে তিনি এক। মনুসংহিতায় পুরুষকে পৃথক্ তত্ত্বরূপে স্বীকার করা হয় নাই ; এজন্য পুরুষের স্বরূপ বিষয়ে কোন বিস্তৃত আলোচনা নাই। কিন্তু

১৬২। ঘনো যদার্কপ্রভবো বিদীর্যতে চক্ষুঃ স্বরূপং রবিমীক্ষতে তদা।
যদা হ্যহঙ্কার উপাধিরাত্মনো জিজ্ঞাসয়া নশ্যতি তর্হ্যনুস্মরেৎ ॥—ভাগ ১২।৪।৩৩

১৬৩। আত্মানমেবাত্মতয়াঽবিজানতাং তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্।
জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে রজ্জ্বাম্ অহের্ভোগভবাভবৌ যথা ॥
অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।
অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরেঽবিচার্যমাণে তরণাবিবাহনী ॥—ভাগ ১০।১৪।২৫-২৬

মনুসংহিতায় পরমব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। মনুর মতে পরমব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি। বুদ্ধচরিতেও পুরুষের স্বরূপ বিষয়ে কোন আলোচনা পাওয়া যায় নাই। তবে অশ্বঘোষ পরমব্রহ্মকে স্বীকার করিয়াছেন; তাঁহার মতে জীব মুক্তিকালে পরমব্রহ্মে বিলীন হয়। সাংখ্যদর্শন পরমাত্মা বিষয়ে উদাসীন। জীবাত্মরূপে পরমাত্মা অবস্থান করেন—একথা সাংখ্যদর্শন স্বীকার করেন না। আবার মহাভারত, গীতা, ভাগবত, ও যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার মতে প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহে; তিনি পরমাত্মার অধীন। চরকসংহিতা, মনুসংহিতা ও বুদ্ধচরিতে প্রকৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা না থাকিলেও প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি স্বতন্ত্র। মহাভারত, গীতা ও ভাগবতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান জন্য প্রকৃতির পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন ইহা স্বীকার করেন না। সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি এবং তাঁহাদের সংযোগও অনাদি। অনাদি পুরুষার্থ প্রকৃতি ও পুরুষকে এক বিশেষ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যখন সেই পুরুষার্থ অভিব্যক্তিপ্রবণ হয়, তখন প্রকৃতি হইতে মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। সুতরাং সাংখ্যমতে সৃষ্টিব্যাপারে পরমাত্মার অধিষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন।[১৩৪]

১৩৪। Sāṃkhya denies the existence of Īśvara (God) or any other exterior influence and holds that there is an inherent tendency in these reals which guides all their movements.—S. N. Dasgupta (Hist. of Ind. Phil—Vol I, p 258)

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

তত্ত্বসর্গ-ভাবসর্গ-প্রত্যয়সর্গ

তত্ত্ব-সর্গ

পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সম্পাদনার্থে প্রকৃতি-পুরুষের সংসর্গবশে নিখিলপ্রপঞ্চরূপে প্রকৃতির পরিণতি হয়—ইহা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

প্রলয়কালে প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় অবস্থান করেন। ইহা প্রকৃতির নিষ্ক্রিয়াবস্থা নহে। তবে সংযম-নিয়মের দ্বারা তখন প্রকৃতির প্রবৃত্তি প্রতিহত হয়। তৎকালে স্বতন্ত্রভাবে অন্যূনাতিরিক্তাবস্থায় গুণগুলির অবস্থানের জন্ত তাহাদের একের কার্য অন্তের দ্বারা বাধা পায়। ফলে প্রলয়কালে প্রকৃতির কোন ক্রিয়া দেখা যায় না। সৃষ্টিকালে গুণগুলি মিলিত হইয়া কার্যোন্মুখীভাবে পরিবর্তিত হইতে থাকে। তখন তাহাদের শক্তি সমান থাকে না। কাহারও বলের আধিক্য, কাহারও বা বলের ন্যূনতা দেখা যায়। এইজন্ত গুণগুলির মধ্যে একটি প্রধানভাবে এবং অপর দুইটি গৌণভাবে অবস্থান করে। এই অবস্থায় প্রকৃতির মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি রূপে পরিণাম হয়।[১] সৃষ্টিকালে গুণগুলির বিসদৃশ পরিণাম এবং প্রলয়কালে তাহাদের সদৃশ পরিণাম ঘটিয়া থাকে।[২]

সৃষ্টিকালে গুণগুলির সাম্যাবস্থার নাশ হইলে একটি গুণ প্রবল হইয়া অপর দুইটিকে অভিভূত করে বটে; কিন্তু তাহাতে গুণগুলির সৃষ্টি বা নাশ হয় না। সৃষ্টি হইল অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায়, অনির্দেশ্যাবস্থা হইতে নির্দেশ্যাবস্থায় এবং অলিঙ্গাবস্থা হইতে লিঙ্গাবস্থায় পরিণতি। সৃষ্টিকালে গুণগুলি বিভিন্ন বিকৃতিতে রূপান্তরিত হয় মাত্র। ক্ষয় ও উদয়বিশিষ্ট অতীত ও অনাগত মহদাদি বিকৃতিবর্গকে দেখিয়া গুণগুলিকে লয়োদয়বিশিষ্ট

১। প্রতিসর্গাবস্থায়াং সত্ত্বঞ্চ রজশ্চ তমশ্চ সদৃশপরিণামানি ভবন্তি। পরিণামস্বভাবা হি গুণা নাপরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে। তস্মাৎ সত্ত্বং সত্ত্বরূপতয়া রজো রজোরূপতয়া তমস্তমোরূপতয়া প্রতিসর্গাবস্থায়ামপি প্রবর্ততে। * * * সমেত্যোদয়ঃ সমুদয়ঃ সমবায়ঃ। স চ গুণানাং ন গুণপ্রধানভাবমন্তরেণ সম্ভবতি; ন গুণপ্রধানভাবো বৈষম্যং বিনা। ন চ বৈষম্যমুপমর্দ্যোপমর্দকভাবাদৃতে ইতি মহদাদিভাবেন প্রবৃত্তির্দ্বিতীয়া।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ১৬)

২। Sāṃkhya believes that before this world came into being, there was such a state of dissolution—a state in which the guṇa compounds had disintigrated into a state of disunion and had by their mutual opposition produced an equilibrium of the Prakṛti. Then later on disturbance arose in the Prakṛti, and as a result of that a process of unequal aggregation of the guṇas in varying proportions took place, which brought forth the creation of the manifold.—S. N. Dasgupta (Hist. of Ind. Phil—Vol I, p 245)

বলিয়া মনে হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। গুণগুলির বিকারসমূহের ক্ষয়োদয় পরিদৃষ্ট হইলেও গুণগুলি উৎপত্তি-বিনাশ-শূন্য।[৩]

সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতে মহান্, মহান্ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি। ইহা ঈশ্বরকৃষ্ণের অভিমত।[৪]

কোন কোন আচার্যের মতে প্রধান হইতে অন্য একটি তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহার স্বরূপ নির্দেশ করা যায় না। সেই অনির্দেশ্যস্বরূপ তত্ত্ব হইতে মহৎ-তত্ত্বের উৎপত্তি। পতঞ্জলি, পঞ্চাধিকরণ ও বার্ষগণ্যের মতে প্রধান হইতেই মহৎ-তত্ত্বের উৎপত্তি।[৫]

অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি সকল সাংখ্যাচার্য স্বীকার করেন। কিন্তু আচার্য বিন্ধ্যবাসীর মতে মহৎ-তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি।[৬] যোগভাষ্যে বিন্ধ্যবাসীর মতের সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানেও মহান্ হইতে অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।[৭] আবার যোগভাষ্যের অন্য এক স্থলে অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তির বর্ণনা পাওয়া যায়।[৮] যুক্তিদীপিকায় এক পতঞ্জলির উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি অহঙ্কার-তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে অহং-জ্ঞান মহৎ-তত্ত্বের রূপ।[৯] তন্মাত্রসমূহের উৎপত্তি বিষয়ে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন, ভূতাদি অহঙ্কার হইতে শব্দ-তন্মাত্রের উৎপত্তি। শব্দ-তন্মাত্র এবং ভূতাদি অহঙ্কার হইতে আগত একমাত্রা তমঃ—এই উভয়ের সম্মিলিত রূপ হইতে স্পর্শতন্মাত্রের উৎপত্তি। ভূতাদি অহঙ্কার হইতে আগত একমাত্রা তমোগুণের সহিত মিলিত হইয়া স্পর্শতন্মাত্র

৩। গুণাস্তু সর্বধর্মানুপাতিনো ন প্রত্যস্তময়ন্তে নোপজায়ন্তে। ব্যক্তিভিরেবাতীতানাগতব্যয়াগমবতীভি-র্গুণান্বয়িনীভিরুপজননাপায়ধর্মকা ইব প্রত্যবভাসন্তে।—যোগভাষ্যম্ ২।১৯

৪। প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্ গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি ॥—সা. কা. ২২

৫। কেচিদাহুঃ—প্রধানাদনির্দেশ্যস্বরূপং তত্ত্বান্তরমুৎপদ্যতে; ততো মহানিতি। পতঞ্জলি-পঞ্চাধিকরণ-বার্ষগণানাং প্রধানাৎ মহান্ উৎপদ্যত ইতি।—যুক্তি পৃঃ ১০৮

৬। অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণীতি সর্বে। মহতঃ ষড়বিশেষাঃ সৃজ্যন্তে পঞ্চতন্মাত্রাণ্যহঙ্কারশ্চেতি বিন্ধ্য-বাসিমতম্।—যুক্তি পৃঃ ১০৮

৭। এতে সত্তামাত্রস্যাত্মনো মহতঃ ষড়বিশেষপরিণামাঃ।—যোগভাষ্যম্ ২।১৯

৮। পার্থিবস্যাণোর্গন্ধতন্মাত্রং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, আপ্যস্য রসতন্মাত্রং, তৈজসস্য রূপতন্মাত্রং, বায়বীয়স্য স্পর্শতন্মাত্রম্, আকাশস্য শব্দতন্মাত্রমিতি। তেষামহঙ্কারঃ। অস্যাপি লিঙ্গমাত্রং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ।—যোগভাষ্যম্ ১।৪৫

৯। এবং তর্হি নৈবাহঙ্কারো বিদ্যত ইতি পতঞ্জলিঃ মহতোঽস্মিপ্রত্যয়রূপত্বাভ্যুপগমাৎ।—যুক্তি পৃঃ ৩২

রূপতন্মাত্রকে উৎপন্ন করে। এইভাবে রসতন্মাত্র রূপতন্মাত্র হইতে এবং গন্ধতন্মাত্র রসতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হয়।[১০]

অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের উৎপত্তি—ইহা সকল সাংখ্যাচার্য স্বীকার করেন; কিন্তু পঞ্চাধিকরণের মতে ইন্দ্রিয়সমূহ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন।[১১]

বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তির ফলে যে ক্ষয় হয়, প্রকৃতি তাহা পূরণ করেন। আবার অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়বর্গ ও তন্মাত্রসমূহের উৎপত্তির ফলে যে ক্ষয় দেখা যায়, বুদ্ধিতত্ত্ব তাহা পূরণ করে। এইভাবে সৃষ্টির প্রতি স্তরে উৎপন্ন ক্ষয়ের পরিপূরণ তৎপূর্ববর্তী উর্দ্ধতন স্তর এবং পরিশেষে প্রকৃতি হইতে হইয়া থাকে।[১২]

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মহৎ-তত্ত্বের উৎপত্তির পর অহঙ্কার, অহঙ্কারের উৎপত্তির পর পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্রের সৃষ্টির পর পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি—এইরূপভাবে সৃষ্টি বিষয়ে কালগত পৌর্বাপর্য স্বীকার করা যায় না। কারণ মহৎ-তত্ত্বাদির উৎপত্তির পূর্বে দেশ ও কালের সৃষ্টি হয় নাই। সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ তত্ত্ববর্গের মধ্যে দেশ ও কালকে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। সুতরাং মহৎ-তত্ত্বাদির উৎপত্তির ব্যাপারে কালিক বা দৈশিক পৌর্বাপর্য কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? সাংখ্যকারিকার 'প্রকৃতের্মহান্ ততোঽহঙ্কার' ইত্যাদি (কা ২২) স্থলে যে পঞ্চমী, তাহা জ্ঞাপকহেতু অর্থে গ্রহণীয়। যেমন 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদি স্থলে ধূমের অস্তিত্বের দ্বারা বহ্নির অস্তিত্ব জানা যায়, এখানেও সেইরূপ প্রকৃতির অস্তিত্ব মহৎ-তত্ত্বাদির অস্তিত্ব-বোধক। বাস্তবিকপক্ষে মহৎ তত্ত্বাদির উৎপত্তি বিষয়ে কালগত পৌর্বাপর্য বা দেশগত পৌর্বাপর্য নাই। তবে আমাদের পদার্থসমূহের জ্ঞান ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হয়, যুগপৎ হয় না। জ্ঞানের এই ক্রমিকত্বের জন্য মহৎ-তত্ত্বের

১০। Of the tanmātras the Śabda or ākāśa tanmātra is first generated directly from the bhūtādi. Next comes the Sparśa or vāyu tanmātra which is generated by the union of a unit of tamas from bhūtādi with the ākāśa tanmātra. The rūpa tanmātra is generated similarly by the accretion of a unit of tamas from bhūtādi; the rasa tanmātra or ap tanmātra is also similarly formed. This ap tanmātra again by its union with a unit of tamas from bhūtādi produces the gandha tanmātra.—S. N. Dasgupta (Hist. of Ind. Phil.—Vol I, p 252)

১১। তথাহঙ্কারাদিন্দ্রিয়াণীতি সর্বে। ভৌতিকানীন্দ্রিয়াণীতি পঞ্চাধিকরণমতম্।—যুক্তি পৃঃ ১০৮

১২। We must again remember in this connection the doctrine of refilling, for as buddhi exhausts its part in giving rise to ahaṃkāra, the defeciency of buddhi is made good by Prakṛti; again as ahaṃkāra partially exhausts itself in generating sense-faculties, the defeciency is made good by a refilling from the buddhi. Thus the change and wastage of each of the stadia are always made good and kept constant by a constant refilling from each higher state and finally from Prakṛti—S. N. Dasgupta (Hist. of Ind. Phil—Vol I, p 250-251)

উৎপত্তির পরে অহঙ্কার, অহঙ্কারের উৎপত্তির পরে পঞ্চ তন্মাত্র ইত্যাদি আকারে বোধনসৌকর্যার্থে তত্ত্বর্গের উৎপত্তি আমরা বর্ণনা করিয়া থাকি।

পাশ্চাত্ত্য-দার্শনিকপ্রবর কাণ্ট দেশ ও কালকে জ্ঞাতার উপাধি বলিয়া স্বীকার করেন। অপরোক্ষজ্ঞানে দেশ ও কাল জ্ঞাতৃনিষ্ঠ হইয়া প্রাপঞ্চিক বিষয়জ্ঞান সম্পাদন করে। অতএব ন্যায়ের ভাষায় দেশ ও কাল বিষয়িতাবচ্ছেদক, বিষয়তাবচ্ছেদক নহে। দেশ-কালাবচ্ছেদে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা প্রাপঞ্চিক (phenomenal)। দেশ ও কাল যদি বাহ্যবস্তু হইত এবং বস্তুমাত্রেরই উপাধি হইত, তাহা হইলে সর্বত্র বিষয়জ্ঞানে তাহার নিত্যসত্তা গৃহীত হইতে পারিত না। ক্ষণিক-বিজ্ঞানের দ্বারা অক্ষণিক নিত্য বস্তুর সিদ্ধি সম্ভবপর নহে। যাহা সার্বত্রিক, সার্বদিক ও ধ্রুবভাবী (universal and necessary), তাহা বিষয়ধর্ম হইতে পারে না। ইহাই কাণ্টের অভিপ্রায়। দেশ, কাল এবং বিশিষ্ট নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের (judgment) প্রয়োজক হইতেছে কার্য-কারণাদি-পদার্থজ্ঞান। এই পদার্থগুলি জ্ঞাতার বুদ্ধির ধর্ম বা স্বভাব। জ্ঞান হইতে গেলে জ্ঞাতার এমনই স্বভাব যে, সে দেশ-কালাবচ্ছেদে তাহার জ্ঞানের সমস্ত বিষয়কে গ্রহণ করে। দেশ ও কাল কাণ্টের মতে forms of sensibility অর্থাৎ ঐন্দ্রিয় জ্ঞানের স্বরূপান্তর্গত ধর্ম বা স্বভাব। কার্য, কারণ, দ্রব্য, গুণ ইত্যাদি অব্যভিচারী পদার্থসমূহ বুদ্ধির ধর্ম বা forms of understanding। বৌদ্ধ ধর্মকীর্তি প্রভৃতির সহিত এই মতের সাদৃশ্য পরিলক্ষণীয়।

যদ্যপি সাংখ্যমতে দেশ ও কালকে আকাশাদি হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে,[১৩] তথাপি তাহা বস্তু-সৎ, প্রজ্ঞপ্তি-সৎ নহে। তত্ত্বের মধ্যে দেশ ও কালের কোন উল্লেখ নাই। সেশ্বরসাংখ্যবাদী ও অন্যান্য ঈশ্বরবাদীর মতে কাল নিত্য পদার্থ। রঘুনাথ শিরোমণি কালকে ঈশ্বরের সত্তায় অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কালিক সৃষ্টিতে কোন বাধা নাই। কিন্তু তত্ত্ব-সৃষ্টির অনন্তর আকাশরূপ মহাভূত হইতে যাঁহারা দেশ ও কালের উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে তত্ত্বসৃষ্টি কালিক (temporal) নহে, কিন্তু logical অর্থাৎ ন্যায়সিদ্ধ। যেমন ত্রিভুজের ত্রিকোণত্ব, দ্রব্যাদির জাতিমত্ত্ব কার্য-কারণভাবাত্মক নহে, কিন্তু বস্তুস্বভাবসিদ্ধ; এই তত্ত্বসৃষ্টিও বস্তুস্বভাবসিদ্ধ। জীব-বুদ্ধির অসামর্থ্যবশতঃ তত্ত্বসৃষ্টিতে কালিকত্বের জ্ঞান হয়; যেহেতু কালানবচ্ছেদে কোন বস্তুর জ্ঞান তাহার পক্ষে সম্ভব নহে।

মীমাংসকমতে কালোপাধি ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের জ্ঞান হয় না। 'ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যত্র কালো ন ভাসতে'—ইহা মীমাংসকের উক্তি ও সিদ্ধান্ত। কাণ্টের সহিত মীমাংসকের সাদৃশ্য উপলব্ধির বিষয়। তবে মীমাংসকমতে কাল বস্তু-সৎ

১৩। দিক্‌কালাবাকাশাদিভ্যঃ—সাংখ্যসূত্রম্ ২।১২

(objective)। ইহা জ্ঞানের ধর্ম (subjective) নহে; ইহা জ্ঞানের নিয়ামক। অতএব সাংখ্যের তত্ত্বসৃষ্টিতে দেশকালাদি প্রাতীতিক, কিন্তু পারমার্থিক নহে;— ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

পক্ষান্তরে বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃতি নিত্য ও বিভু বলিয়া যদ্যপি দেশ ও কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইতে পারেন না, তথাপি প্রকৃতির পরিণামিত্ব হইল স্বভাব—পরিণাম সদৃশ বা বিসদৃশ যাহাই হউক্ না কেন। সদৃশ-পরিণাম প্রলয়ে, বিসদৃশ-পরিণাম সৃষ্টিতে। এই পরিণাম কাল ভিন্ন বুদ্ধির অগম্য। অতএব পরিণামা-ব্যভিচারী কালকে প্রকৃতির স্বভাব বলিয়া স্বীকার করিলে কোনই যৌক্তিক বিরোধ উপস্থিত হয় না। এই কাল প্রকৃতির ন্যায় নিত্য ও বিভু হইবে—ইহা অধিকরণ-সিদ্ধান্ত-ন্যায়ে উপপন্ন হয়। অতএব কাল কোন তত্ত্বের অন্তর্গত নহে; কিন্তু প্রকৃতির স্বভাবের অন্তর্গত। ন্যায়ের ভাষায় ইহাকে প্রকৃতিতত্ত্বাবচ্ছেদক বলিতে পারা যায়। এই মত স্বীকার করিলে সৃষ্টির কালিকত্বে কোন বাধা নাই।

সাংখ্যসূত্রে দেশ ও কালকে আকাশ হইতে উদ্ভূত বলা হইয়াছে। তাহা ব্যাবহারিক-কাল-বোধক বলিয়া গ্রহণ করিলে কোন অসঙ্গতি হয় না। ব্যাবহারিক কাল ক্রিয়ানিরূপিত। এই ক্রিয়া বৈশেষিকমতে স্পন্দনাত্মক অর্থাৎ গতি বা motion। গতি মূর্তবস্তুর ধর্ম হইতে পারে, অমূর্তের নহে। সাংখ্যের প্রকৃতি, মহান্ এবং আহঙ্কারিক বলিয়া মহাভূত পর্য্যন্ত তত্ত্বগুলি বিভু। ভৌতিক সৃষ্টিতে কালজ্ঞানের অপেক্ষা আছে বলিয়া সাংখ্যসূত্রে অনিত্য দিক্ ও কালকে আকাশ হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। এই কাল ভৌতিক এবং ব্যাবহারিক। যেমন নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মতে মহাকাল অখণ্ড, এক, নিত্য ও বিভু। ইহার দ্বারা কোন ব্যবহার সিদ্ধ হয় না; কিন্তু খণ্ডকালের দ্বারা হয়। এইরূপ সাংখ্যমতে নিত্য ও অনিত্য কালের মধ্যে ভেদ মানিলে কোন অসঙ্গতি হয় না।

সাংখ্যের প্রাচীন গ্রন্থসমূহ লুপ্ত হইয়াছে। অতএব কালবিষয়ে এইরূপ বিচার দৃষ্ট হয় না; কিন্তু সাংখ্যের মৌলিক সিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এইরূপ কল্পনা করিতে পারা যায়।

মহাভারতের মতে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইলেন মহান্। মহান্ সৃষ্টি করিলেন অহঙ্কার। অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি। যদিও মহাভারতে অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে জল, জল হইতে অগ্নি ও বায়ু এবং অগ্নি ও বায়ুর সংযোগ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্রের, শব্দতন্মাত্র হইতে স্পর্শতন্মাত্রের, স্পর্শতন্মাত্র হইতে রূপতন্মাত্রের, রূপতন্মাত্র হইতে রসতন্মাত্রের এবং রসতন্মাত্র হইতে গন্ধতন্মাত্রের উৎপত্তি গ্রন্থকারের অভিমত—ইহা মহাভারতের অন্যতম টীকাকার নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা হইতে বুঝিতে

পারা যায়।[১৪] পঞ্চ তন্মাত্র হইতে সৃষ্ট হইল পঞ্চ মহাভূত।[১৫] অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি।[১৬]

এই পর্যন্ত মহাভারতে সৃষ্টিক্রমের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা সাংখ্যদর্শনানুযায়ী ; কিন্তু মহাভারতের অন্যত্র অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র এবং শব্দাদি বিষয়ের সহিত পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। আবার পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে একাদশ ইন্দ্রিয়। অহঙ্কার হইতে পঞ্চ ভূতের যুগপৎ উৎপত্তির বর্ণনা পাওয়া যায় ; পঞ্চভূতের উৎপত্তি সাংখ্যোক্ত-প্রক্রিয়ানুযায়ী ক্রমিক নহে। একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তিও যুগপৎ।[১৭]

১৪। সোঽসৃজৎ প্রথমং দেবো মহান্তং নাম নামতঃ।
মহান্ সসর্জাহঙ্কারং স চাপি ভগবানথ ॥
আকাশমিতি বিখ্যাতং সর্বভূতধরঃ প্রভুঃ।
আকাশাদভবদ্ বারি সলিলাদগ্নিমারুতৌ ॥
অগ্নিমারুতসংযোগাৎ ততঃ সমভবন্ মহী ॥—মহা ১২।১৭৫।১৩-১৪

অত্র নীলকণ্ঠঃ—স চাহঙ্কারো ভগবান্ আকাশং শব্দতন্মাত্রাখ্যমসৃজৎ। আকাশাদভবদ্বারীত্যাদিপাঠক্রমো ন বিবক্ষিতঃ ; কিন্তু আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবীতি শ্রৌত এব জ্ঞেয়ঃ। তত্র বাস্বাদিশব্দৈঃ স্পর্শতন্মাত্রং রূপতন্মাত্রং রসতন্মাত্রং গন্ধতন্মাত্রঞ্চ সূক্ষ্মমপঞ্চীকৃতং ভূতজাতমুচ্যতে ॥

১৫। ততস্তেজোময়ং দিব্যং পদ্মং সৃষ্টং স্বয়ম্ভুবা।
তস্মাৎ পদ্মাৎ সমভবদ্ ব্রহ্মা বেদময়ো নিধিঃ ॥
অহঙ্কার ইতি খ্যাতঃ সর্বভূতাত্মভূতকৃৎ।
ব্রহ্মা বৈ সুমহাতেজা য এতে পঞ্চ ধাতবঃ ॥—মহা ১২।১৭৫।১৫-১৬

অত্র নীলকণ্ঠঃ—ততঃ তেজোময়ং লিঙ্গশরীরং দিব্যং পরলোকগমনার্হং স্থূলভূতানি চ পঞ্চীকৃতানি তৎকার্যময়ং ব্রহ্মাণ্ডাপরনামধেয়ং পদ্মং চাসৃজৎ ব্রহ্মা বিরাট্ বেদময়ো বেদপূর্ণো নিধিরিব জ্ঞানৈশ্বর্যাদীনাম্।

১৬। অব্যক্তাৎ কর্মজা বুদ্ধিরহঙ্কারং প্রসূয়তে।
আকাশং চাপ্যহঙ্কারাদ্বায়ুরাকাশসম্ভবঃ ॥
বায়োস্তেজস্ততশ্চাপ অদ্ভ্যোঽথ বসুধোদ্গতা।
মূলপ্রকৃতয়োঽষ্টৌ তা জগদেতাস্ববস্থিতম্ ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যতঃ পঞ্চ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণ্যপি।
বিষয়াঃ পঞ্চ চৈকং চ বিকারে ষোড়শং মনঃ ॥—মহা ১২।২০৩।২৫-২৭

অত্র নীলকণ্ঠঃ—আকাশাদিপদৈঃ শব্দতন্মাত্রাদীনি জ্ঞেয়ানি। অতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতপ্রকৃত্যাদ্যষ্টকাৎ বিষয়া ইতি শব্দাদ্যাশ্রয়াঃ স্থূলাকাশাদয়ঃ, বায়্বাকাশয়োরপি স্পর্শশব্দলিঙ্গানুমেয়তয়া বিষয়ত্বম্।

১৭। (ক) ভূতসর্গমহঙ্কারাৎ তৃতীয়ং বিদ্ধি পার্থিব।
অহঙ্কারেষু ভূতেষু চতুর্থং বিদ্ধি বৈকৃতম্ ॥
বায়ুর্জ্যোতিরথাকাশমাপোঽথ পৃথিবী তথা।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপং চ রসো গন্ধস্তথৈব চ ॥

আবার মহাভারতের অন্যত্র সৃষ্টিক্রম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি হইতে মহান্, মহান্ হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে মনের উৎপত্তি। মন হইতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ রূপ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি। পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।[১৮]

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় গৃহীত তত্ত্বগুলি পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনানুযায়ী শ্রীমদ্‌গীতায়ও প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।[১৯] তবে সৃষ্টিক্রম বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা গীতায় পাওয়া যায় না।

এবং যুগপদুৎপন্নং দশবর্গমসংশয়ম্।
পঞ্চমং বিদ্ধি রাজেন্দ্র ভৌতিকং সর্গমর্থবৎ॥
শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা ঘ্রাণমেব চ পঞ্চমম্।
বাক্ চ হস্তৌ চ পাদৌ চ পায়ুর্মেঢ্রং তথৈব চ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চৈতানি তথা কর্মেন্দ্রিয়াণি চ।
সংভূতানীহ যুগপৎ মনসা সহ পার্থিব॥—মহা ১২।২৯১।২৩-২৭

অত্র নীলকণ্ঠঃ—ভূতানি পঞ্চতন্মাত্রাখ্যানি সূক্ষ্মপঞ্চভূতান্যপঞ্চীকৃতানি, সর্বেষু সাত্ত্বিকরাজসতামসেষু, বৈকৃতং বিকৃতমেব বৈকৃতম্। তমেবাহ বায়ুরিতি। তত্র বাযাদীনি পঞ্চীকৃতানি স্থূলানি ভূতানি শব্দাদিসহিতানি তামসাহঙ্কারাচ্চতুর্থঃ সর্গঃ। যুগপদিতি 'আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নি' রিত্যাদশ্রৌতক্রমো নাদরণীয় ইত্যুক্তং দৃষ্টিসৃষ্ট্যভিপ্রায়েণ। ভৌতিকং স্থূলভূতজম্; তমেবাহ শ্রোত্রমিতি।

(খ) পঞ্চভূতান্যহঙ্কারাদাহুঃ সাংখ্যাত্মদর্শিনঃ।—মহা ১২।২৯৪।২৮

অত্র নীলকণ্ঠঃ—পঞ্চভূতানি সূক্ষ্মাণি পঞ্চতন্মাত্রাখ্যানি।

১৮। অব্যক্তাচ্চ মহানাত্মা সমুৎপদ্যতি পার্থিব।
প্রথমং সর্গমিত্যেতদাহুঃ প্রাধানিকং বুধাঃ॥
মহতশ্চাপ্যহঙ্কার উৎপদ্যতি নরাধিপ।
দ্বিতীয়ং সর্গমিত্যাহুরেতদ্ বুদ্ধ্যাত্মকং স্মৃতম্॥
অহঙ্কারাচ্চ সম্ভূতং মনো ভূতগুণাত্মকম্।
তৃতীয়ঃ সর্গ ইত্যেষ আহঙ্কারিক উচ্যতে॥
মনসস্তু সমুদ্ভূতা মহাভূতা নরাধিপ।
চতুর্থং সর্গমিত্যেতন্ মানসং পরিচক্ষতে॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপং চ রসো গন্ধস্তথৈব চ।
পঞ্চমং সর্গমিত্যাহুঃ ভৌতিকং ভূতচিন্তকাঃ॥
শ্রোত্রং ত্বক্ চৈব চক্ষুশ্চ জিহ্বা ঘ্রাণং চ পঞ্চমম্।
সর্গং তু ষষ্ঠমিত্যাহুর্বহুচিন্তাত্মকং স্মৃতম্॥—মহা ১২।২৯৮।১৬-২১
বহুচিন্তাত্মকম্ মানসমিতি নীলকণ্ঠঃ।

১৯। ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।—গীতা ৯।১০

মনুসংহিতায় বর্ণিত সৃষ্টিক্রমকে পাঁচটি পর্যায়ে বিভাগ করা যাইতে পারে। এই পাঁচটি পর্যায় পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে; কিন্তু তাহারা সবগুলি একত্র মিলিত হইয়া মহাপ্রলয়ের পর একটি পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টিক্রম প্রকাশ করে।

সৃষ্টিক্রমের প্রথম পর্যায়ে মহান্, অহঙ্কার প্রভৃতি জগতের উপাদানগুলির সৃষ্টির কথা মনু বলিয়াছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে জাতি, সংজ্ঞা, গুণ, ক্রিয়া, অচেতন কর্মাঙ্গভূত দেবগণ, সচেতন ইন্দ্রাদি দেবগণ, কাল, নক্ষত্র, নদী, সাগর, পর্বত প্রভৃতির উৎপত্তির বর্ণনা পাওয়া যায়। তৃতীয় পর্যায়ে ব্রহ্মা হইতে বিরাট্, বিরাট্ হইতে মনু, মনু হইতে দশ প্রজাপতি, দশ প্রজাপতি হইতে অপর সপ্ত মনুর উৎপত্তি এবং তাঁহাদের কর্তৃক স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিভিন্ন সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ পর্যায়ে সপ্ত মনুর রাজত্বকালে বিচিত্র সৃষ্টির উল্লেখ আছে। পঞ্চম পর্যায়ে মহাপ্রলয়ের পর উৎপন্ন পঞ্চভূত ও তাহাদের গুণাবলী সম্বন্ধে বর্ণনা আছে।[২০] পঞ্চভূতের যে সকল গুণের উল্লেখ প্রথম পর্যায়ে নাই, তাহাদের বর্ণনা এই পর্যায়ে রহিয়াছে।

সৃষ্টির এই পাঁচটি পর্যায়ের মধ্যে প্রথম তিনটি মনু কর্তৃক এবং শেষের তিনটি তাঁহার শিষ্য ভৃগু কর্তৃক কথিত হইয়াছে।[২১]

পঞ্চ পর্যায়ে বর্ণিত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথম পূর্যায়োক্ত সৃষ্টিক্রম এখন আলোচিত হইতেছে। 'ভৌতিকসর্গ' বর্ণনাকালে অবশিষ্ট চারিটি পর্যায়ের সৃষ্টি আলোচিত হইবে।

মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয়। ব্রহ্মার দিন-গণনা অনুসারে প্রতি একশত বৎসরের অন্তে একটি মহাপ্রলয় ঘটে। মহাপ্রলয়ের কাল বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।[২২] মহাপ্রলয়ে সৃষ্টির সব কিছু বিনষ্ট হয়; কেবলমাত্র পরমব্রহ্ম অবস্থান করেন। ব্রহ্মার অহোরাত্রাবসানে অবান্তর প্রলয় ঘটে[২৩] এবং এক এক মনুর রাজত্বের অন্তে খণ্ডপ্রলয়

২০। মনু ১।৬-৫৩, ৭৪-৭৮

২১। এতদ্বোঽয়ং ভৃগুঃ শাস্ত্রং শ্রাবয়িষ্যত্যশেষতঃ।
এতদ্ধি মত্তোঽধিজগে সর্বমেষোঽখিলং মুনিঃ॥
ততস্তথা স তেনোক্তো মহর্ষির্মনুনা ভৃগুঃ।
তানব্রবীদ্ ঋষীন্ সর্বান্ প্রীতাত্মা শ্রূয়তামিতি॥—মনু ১।৫৯-৬০

২২। এবং তু ব্রহ্মণো বর্ষমেকং বর্ষশতং চ তৎ।
শতং হি তস্য বর্ষাণাং পরমায়ুর্মহাত্মনঃ॥—বিষ্ণুপুরাণম্ ১।৩।২৪

২৩। তস্য সোঽহর্নিশস্যান্তে প্রসুপ্তঃ প্রতিবুধ্যতে।
প্রতিবুদ্ধশ্চ সৃজতি মনঃ সদসদাত্মকম্॥—মনু ১।৭৪

ঘটে।[২৪] ব্রহ্মার দিনের পরিমাণ মনুসংহিতায় বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টাদশ নিমেষে (চক্ষুর পলকে) এক কাষ্ঠা ; ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা ; ত্রিংশৎকলায় এক মুহূর্ত ; এবং ত্রিংশৎ মুহূর্তে এক অহোরাত্র হয়। মনুষ্যগণের অহোরাত্রের গণনা এইরূপ।[২৫] মনুষ্যগণের এক মাসে পিতৃপুরুষদিগের এক অহোরাত্র হয়।[২৬] কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ ভেদে উক্ত অহোরাত্র বিভক্ত। কৃষ্ণপক্ষ পিতৃপুরুষগণের কর্মসম্পাদনের জন্য দিন এবং শুক্লপক্ষ তাঁহাদিগের নিদ্রার নিমিত্ত রাত্রি। মনুষ্যগণের একবর্ষে দেবতাদিগের এক অহোরাত্র।[২৭] সূর্যের উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিন এবং দক্ষিণায়ণ তাঁহাদিগের রাত্রি। দৈব পরিমাণে চারিসহস্র বৎসরে মানুষদিগের সত্যযুগ, তিনসহস্র বৎসরে ত্রেতাযুগ, দুইসহস্র বৎসরে দ্বাপর যুগ এবং এক সহস্র বৎসরে কলিযুগ।[২৮] মানুষদিগের মিলিত চারিযুগে এক দৈব যুগ।[২৯] এক সহস্র দৈবযুগে ব্রহ্মার এক দিন; এবং ঐ পরিমাণে তাঁহার এক রাত্রি হয়।[৩০]

মহাপ্রলয়, অবান্তর প্রলয় ও খণ্ডপ্রলয়ের আবির্ভাব একবার মাত্র হয় নাই। অনাদি-কাল হইতে এই যুগপরিবর্তন বহুবার ঘটিয়াছে এবং সেই সঙ্গে মহাপ্রলয়াদিও বহুবার সংঘটিত হইয়াছে। সৃষ্টি-প্রলয়ের প্রবাহ অনাদি। সৃষ্টি ও প্রলয় পরস্পর সংযোগধর্মী। সৃষ্টির পূর্বে প্রলয় এবং প্রলয়ের পর সৃষ্টি অবশ্যই থাকিবে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি-প্রলয়-চক্রও ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতেছে।

সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মা 'প্রধান'রূপ নিজ শরীর হইতে মন সৃষ্টি করিলেন—ইহা মেধাতিথির অভিমত।[৩১] কুল্লূকভট্ট বলেন, পরব্রহ্ম স্বয়ং ব্রহ্মা রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি নিজ স্বরূপ হইতে মন উৎপন্ন করিলেন। পরমাত্মা হইতে মনের উৎপত্তি;

২৪। মন্বন্তরাণ্যসংখ্যানি সর্গঃ সংহার এব চ।
ক্রীড়ন্নিবৈতৎ কুরুতে পরমেষ্ঠী পুনঃ পুনঃ ॥—মনু ১।৮০

২৫। নিমেষা দশ চাষ্টৌ চ কাষ্ঠা ত্রিংশত্তু তাঃ কলাঃ।
ত্রিংশৎকলা মুহূর্তঃ স্যাদহোরাত্রন্তু তাবতঃ ॥—মনুঃ ১।৬৪

২৬। পিত্র্যে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তু পক্ষয়োঃ ॥—মনু ১।৬৬

২৭। দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষম্।—মনু ১।৬৭

২৮। বর্ষসংখ্যা চেয়ং দিব্যমানেন তস্যৈবান্তরপ্রকৃতত্বাৎ।
"দিব্যৈর্বর্ষসহস্রৈস্তু কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞিতম্ ॥
চতুর্যুগং দ্বাদশভিস্তদ্বিভাগং নিবোধ মে ॥" ইতি বিষ্ণুপুরাণবচনাচ্চ।—কুল্লূকঃ (মনু ১।৬৯

২৯। মানুষচতুর্যুগৈরেব দিব্যযুগানুগমনাৎ।—কুল্লূকঃ (মনু ১।৭১)

৩০। দৈবিকানাং যুগানান্তু সহস্রং পরিসংখ্যয়া।
ব্রাহ্মমেকমহর্জ্ঞেয়ং তাবতীং রাত্রিমেব চ ॥—মনু ১।৭২

৩১। প্রধানাৎ স্বস্মাদ্ রূপান্ মন উদ্ধৃতবান্ ইতি মেধাতিথিঃ।—মনু ১।১৪

সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি হইতে নহে।[৩২] কুল্লুকের মতে ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ 'অব্যাকৃত' হইতে জগতের উৎপত্তি এবং এই 'অব্যাকৃত' হইলেন প্রকৃতি[৩৩]—এ কথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং কুল্লুকের মতে স্বতন্ত্র প্রকৃতি হইতে মনের উৎপত্তি নহে; ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ প্রকৃতি হইতে মনের উৎপত্তি। উৎপন্ন মনকে সদসদাত্মক বলা হয়। মনকে আমরা দেখিতে পাই না। ইহা অপ্রত্যক্ষ হওয়ায় অসদ্‌বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়; অথচ ইহাকে অসৎ বলা যায় না। মনের অস্তিত্ব বেদে প্রসিদ্ধ।[৩৪] তদ্ব্যতীত ইহা দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত যুগপৎ দুইটি বস্তুর সংযোগ হইলেও একই সঙ্গে আমাদের উভয় বস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সুতরাং এমন কোন কারণ আছে, যাহার জন্য জ্ঞানের এই পৌর্বাপর্য হয়। সেই কারণ হইতেছে মন। সুতরাং মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।[৩৫]

প্রথমে মনঃসৃষ্টির উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে, মনুসংহিতায় প্রতিলোম ক্রমে তত্ত্বোৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে; কারণ মনের উৎপত্তি অহঙ্কার-তত্ত্বের সৃষ্টির পূর্বে নহে। অহঙ্কার হইতে মনের উৎপত্তি;[৩৬] অথচ এখানে পূর্বেই মনঃসৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। মনের পূর্বে অহঙ্কার উৎপন্ন হইল। 'অহম্' বা 'আমি'—এইরূপ যে অভিমানিতা, ইহা অহঙ্কারের বৃত্তি। অহঙ্কার না থাকিলে কেহ কোন কাজ করিতে পারে না।[৩৭] অহঙ্কার-সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা অব্যাকৃতশক্তিরূপ প্রকৃতির সহিত বর্তমান স্বদেহ হইতে মহৎ-তত্ত্ব সৃষ্টি করিলেন। মহৎ-তত্ত্বের অন্য একটি সংজ্ঞা 'আত্মা'। কেননা, ইহা পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন অথবা সৃষ্টিকার্যে পরমাত্মার সহকারী।[৩৮] তৎপরে উৎপন্ন হইল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়।[৩৯] অতঃপর ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলেন—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের

৩২। ব্রহ্মা অভ্যুনঃ পরমাত্মনঃ সকাশাত্তেন রূপেণ মন উদ্ধৃতবান্। পরমাত্মন এব ব্রহ্মস্বরূপেণোৎপন্নত্বাৎ পরমাত্মন এব চ মনঃ-সৃষ্টির্বেদান্তদর্শনে, ন প্রধানাৎ।—কুল্লুকঃ (মনু ১।১৪)

৩৩। প্রকৃতিতো মহদাদিক্রমেণ সৃষ্টিরিতি ভাবদ্ভাষ্যরীরদর্শনেঽপ্যুপদ্যতে ইতি তদিদো ব্যাচক্ষতে। অব্যাকৃতমেব প্রকৃতিরিষ্যতে। * * প্রকৃতির্ব্ব্রহ্মণোঽনন্তেতি মনোঃ স্বরূপঃ।—কুল্লুকঃ (মনু ১।১৫)

৩৪। এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।—মুণ্ডকোপনিষৎ ২।১।৩

৩৫। উদ্বর্হাত্মনশ্চৈব মনঃ সদসদাত্মকম্।—মনু ১।১৪

৩৬। অহঙ্কারাত্মনাবস্থিতং ব্রহ্ম মন আবিশতি অহঙ্কারাদুৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ।—কুল্লুকঃ (মনু ১।১৮)

৩৭। মনসশ্চাপ্যহঙ্কারমভিমন্তারমীশ্বরম্।—মনু ১।১৪। প্রাতিলোম্যেনেয়ং তত্ত্বোৎপত্তিরিহোচ্যতে ইতি মেধাতিথিঃ। মনসঃ পূর্বমহঙ্কারতত্ত্বম্ ইতি কুল্লুকঃ।

৩৮। মহান্তমেব চাত্মানম্।—মনু ১।১৫। অত্র কুল্লুকঃ—মহান্তমিতি মহদাখ্যতত্ত্বমহঙ্কারাৎ পূর্বং পরমাত্মন এবাব্যাকৃতশক্তিরূপপ্রকৃতিসহিতাদুদ্ধৃতবান্। আত্মন উৎপন্নত্বাদাত্মানমাত্মোপকারকত্বা।

৩৯। সর্বাণি ত্রিগুণানি চ।—মনু ১।১৫

গ্রাহক পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্র।[৪০] তন্মাত্রসমূহের বিকার পঞ্চমহাভূত এবং অহঙ্কারের বিকার ইন্দ্রিয়সমূহ।[৪১]

এই পর্যন্ত মনুপ্রোক্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়। এই সৃষ্টিক্রম সাংখ্যদর্শনানুযায়ী এবং ইহা হইতে মনুসংহিতায় সাংখ্যদর্শনের প্রভাব অনুমান করা যায়।

চরকসংহিতার মতে ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত প্রধান হইতে মহৎ-তত্ত্ব, মহৎ-তত্ত্বের সহিত মিলিত প্রধান হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও শব্দাদিগুণসহ পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। অহঙ্কারের তিনটি স্তর—সাত্ত্বিক অথবা বৈকৃত ; ভূতাদি অথবা তামস এবং তৈজস বা রাজস। তৈজস অহঙ্কারের সহিত মিলিত সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে সত্ত্বগুণপ্রধান একাদশ ইন্দ্রিয় সৃষ্ট হইয়াছে এবং তৈজস অহঙ্কারের সহযোগে ভূতাদি অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হইয়াছে। তৈজস অহঙ্কারের সাহায্য ব্যতিরেকে সাত্ত্বিক বা তামস অহঙ্কার সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহা চরকসংহিতার টীকাকার গঙ্গাধরের মত।[৪২] তিনি পঞ্চতন্মাত্রকে পৃথক্ তত্ত্বরূপে স্বীকার করেন না এবং তাঁহাদের উৎপত্তিও বর্ণনা করেন না। এই সৃষ্টিক্রম সাংখ্যোক্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। পক্ষান্তরে চরকসংহিতার অন্যতম টীকাকার চক্রপাণি দত্তের মতে অব্যক্ত বা প্রধান হইতে মহান্, মহান্ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে

৪০। বিষয়াণাং গ্রহীতৄণি শনৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ।—মনু ১।১৫। অত্র কুল্লুকঃ—বিষয়াণাং শব্দস্পর্শরূপরস-গন্ধানাং গ্রাহকাণি শনৈঃ ক্রমেণ বেদান্তসিদ্ধেন শ্রোত্রাদীনি দ্বিতীয়াধ্যায়বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি, চ-শব্দাৎ পঞ্চ পায্বাদীনি কর্মেন্দ্রিয়াণি, শব্দমাত্রাদীনি চ পঞ্চ উৎপাদিতবান্।

৪১। তত্র তন্মাত্রাণাং বিকারঃ পঞ্চভূতানি, অহঙ্কারস্ত ইন্দ্রিয়াণি। পৃথিব্যাদিভূতেষু শরীররূপতয়া পরিণতেষু তন্মাত্রাহঙ্কারযোজনাং কৃত্বা সকলস্ত কার্যজাতস্ত নির্মাণম্ ইতি কুল্লুকঃ।—মনু ১।১৬

৪২। জায়তে বুদ্ধিরব্যক্তাদ্ বুদ্ধ্যাহমিতি মন্যতে।
পরং খাদীন্যহঙ্কারাদুৎপদ্যন্তে যথাক্রমম্ ॥
ততঃ সম্পূর্ণসর্বাঙ্গো জাতোঽভ্যুদিত উচ্যতে ॥—চরক-শারীর ১।৬৬-৬৭

অত্র গঙ্গাধরঃ—যদিদমব্যক্তং কালানুপ্রবিষ্টক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতপ্রধানত্রিগুণসাম্যলক্ষণং তস্মাদব্যক্তাৎ তৎত্রিগুণ-বৈষম্যলক্ষণস্তস্মাব্যক্তস্তৈকাদশাংশস্তৈকাংশো মহান্ নাম প্রথমং বুদ্ধির্জায়তে। মনো মতির্মহান্ আখ্যেত্যাদি পর্যায়া বিদ্যাবুদ্ধির্জায়তে। * * ততস্তয়া বিষমত্রিগুণলক্ষণয়া বুদ্ধ্যা খলু মনসা তদব্যক্তমহং সর্বকর্তেতি বিপর্যয়রূপেণ স্বং মন্যতে। ইতি মলিনবিষমত্রিগুণলক্ষণোঽহমিতি বিপর্যয়েণাভিমন্তা দিক্কালবিশিষ্টোঽহঙ্কারঃ মহতা সহিতাদব্যক্তা-জ্জায়তে ইত্যব্যক্তস্ত দ্বিতীয়ং কার্যম্। * * স চ ত্রিবিধঃ। বিষমমলিনসত্ত্ববহুলঃ সাত্ত্বিকো বৈকারিকো নাম। তাদৃশরজোবহুলস্তৈজসো নাম রাজসঃ। তাদৃশতমোবহুলস্তামসো ভূতাদির্নামেতি। তত্রাদৌ ভূতাদিরহঙ্কারঃ তৎপরং যথাক্রমং ক্রমেণ সত্ত্বোদ্রেকাৎ সত্ত্ববহুলং শব্দমাত্রগুণমাকাশমুৎপাদয়ে, রজোবহুলং স্পর্শমাত্রগুণং বায়ুং, সত্ত্বরজোবহুলং রূপমাত্রগুণং তেজঃ, সত্ত্বতমোবহুলা রসমাত্রগুণা আপঃ, তমোবহুলাং গন্ধমাত্রগুণাঞ্চ পৃথিবীমিতি। ততো বৈকারিকো নামাহঙ্কারস্তৈজসসহায়াৎ যুগপদেব পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি বুদ্ধিকর্মোভয়াত্মকং মনশ্চোৎপাদয়তে।

শব্দাদিগুণযুক্ত পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হইয়াছে।[৪৩] বলা বাহুল্য, চক্রপাণি দত্ত কর্তৃক বর্ণিত চরকসংহিতার সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সাংখ্যদর্শনানুযায়ী।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার মতে অব্যক্ত হইলেন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। অব্যক্ত হইতে সৃষ্ট হইল মহান্ বা বুদ্ধি। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি। অহঙ্কার ত্রিবিধ—বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি। তৈজস অহঙ্কারের সহিত সম্মিলিত বৈকারিক অহঙ্কার হইতে বুদ্ধীন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি। আবার তৈজস অহঙ্কারের সহিত সংযুক্ত ভূতাদি বা তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে পূর্ব মহাভূতের গুণগুলি পরবর্তী মহাভূতে অবস্থান করে। সুতরাং আকাশাদি মহাভূতসমূহ যথাক্রমে এক, দুই. তিন, চার ও পাঁচটি গুণযুক্ত।[৪৪] সাংখ্যদর্শনে পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে ; কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চভূত উভয়ের সৃষ্টি কথিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের মতে প্রকৃতি হইতে মহৎ-তত্ত্বের উৎপত্তি। যাহা চিত্ত, তাহাই মহৎ-তত্ত্ব। এই মহৎ-তত্ত্ব সত্ত্বগুণপ্রধান ও নির্মল।[৪৫] ভগবানের সঙ্কল্পবশে প্রেরিত হইয়া মহৎ-তত্ত্ব যখন বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা হইতে ক্রিয়োৎপাদনে সমর্থ অহঙ্কার-তত্ত্বের উৎপত্তি হয়।[৪৬] অহঙ্কার ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এবং তাহাদের

৪৩। খাদীনীতি খাদীনি সূক্ষ্মাণি তন্মাত্ররূপাণি, তথৈকাদশেন্দ্রিয়াণি। যথাক্রমমিতি যস্মাদহঙ্কারাদুৎপদ্যন্তে তেন ক্রমেণ। তত্র বৈকৃতাৎ সাত্ত্বিকাদহঙ্কারাৎ তৈজসসহায়াদেকাদশেন্দ্রিয়াণি ভবন্তি। ভূতাদেরহঙ্কারাৎ তামসাৎ তৈজসসহায়াৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি। তত ইতি আহঙ্কারিককার্যানন্তরং তন্মাত্রেভ্য উৎপন্নস্থূলভূতসম্বন্ধাৎ।—চক্রপাণিঃ (চরক-শারীর ১।৬৬-৬৭)

৪৪। বুদ্ধেরুৎপত্তিরব্যক্তাৎ ততোঽহঙ্কারসম্ভবঃ।
তন্মাত্রাদীন্যহঙ্কারাদেকোত্তরগুণানি চ॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপং চ রসো গন্ধশ্চ তদ্গুণঃ।
যো যস্মান্নিঃসৃতশ্চৈষাং স তস্মিন্নেব লীয়তে॥—যাজ্ঞ-প্রায়ঃ ৪।১৭৯-১৮০

অত্র বিজ্ঞানেশ্বরঃ—তত্র তামসাদ্ ভূতাদিসংজ্ঞকাদহঙ্কারাৎ তন্মাত্রাণি আদিগ্রহণাদ্ গগনাদীনি তানি চৈকোত্তরগুণান্যুৎপদ্যন্তে। চ-শব্দাদ্ বৈকারিকতৈজসাভ্যাং বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়াণামুৎপত্তিঃ।

৪৫। দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥
যৎ তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্।
যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং **চিত্তং তন্মহদাত্মকম্**॥—ভাগ ৩।২৬।১৯+২১

৪৬। মহত্তত্ত্বাদ্ বিকুর্বাণাদ্ ভগবদ্বীর্যসম্ভবাৎ।
ক্রিয়াশক্তিরহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সমপদ্যত॥—ভাগ ৩।২৬।২৩

যথাক্রমে শান্তত্ব, ঘোরত্ব ও মূঢ়ত্ব ধর্ম বর্তমান। বৈকারিক বা সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মনের উৎপত্তি। সঙ্কল্প ও বিকল্প হইল মনের কার্য। সামান্যভাবে যে চিন্তা, তাহা সঙ্কল্প; বিশেষভাবে যে চিন্তা, তাহা বিকল্প।[৪৭] রজোগুণের সহিত সংযুক্ত বৈকারিক অহঙ্কার হইতে বুদ্ধি-তত্ত্ব, এবং তৈজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের উৎপত্তি। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মায়।[৪৮] তৈজস অহঙ্কারের সহিত সম্বদ্ধ তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের এবং পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি।[৪৯]

শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহৎ-তত্ত্ব ও বুদ্ধি পৃথক্ ভাবে গৃহীত হইয়াছে। প্রকৃতি হইতে মহৎ-তত্ত্বের এবং বৈকারিক অহঙ্কার হইতে বুদ্ধির উৎপত্তি। সাংখ্যদর্শনের মতে মহৎ-তত্ত্ব ও বুদ্ধি অভিন্ন।

বুদ্ধচরিতে সৃষ্টিক্রম বিষয়ে কোন আলোচনা পাওয়া যায় না।

মহৎ-তত্ত্ব

সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতে প্রথম উৎপন্ন তত্ত্ব হইল 'মহান্'। অন্য কোনও উৎপাদ্যতত্ত্ব মহৎ-তত্ত্বের ন্যায় মহাপরিমাণবিশিষ্ট, বিশালদেশব্যাপী ও দীর্ঘকালস্থায়ী নহে। কাল ও দেশ বিষয়ে বিশালতার জন্য প্রকৃতি হইতে প্রথমোৎপন্ন এই তত্ত্ব 'মহান্' সংজ্ঞায় বর্ণিত হইয়াছে।[৫০] যোগভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, সত্ত্বগুণের আধিক্যবশতঃ মহৎ-তত্ত্ব উজ্জ্বল আকাশের ন্যায় ভাস্বর।[৫১] পার্থিব স্থূলদেহের হৃদয়কেন্দ্রে মহৎ-তত্ত্বের অবস্থিতি।[৫২] মহৎ-তত্ত্ব হইল দ্রব্য; ইহা যোগভাষ্যের 'বুদ্ধিরূপ সত্ত্ব'—এই উক্তি হইতে প্রতীত হয়।[৫৩] বুদ্ধি ও মহৎ-তত্ত্ব একার্থবোধক শব্দ।

৪৭। বৈকারিকাদ্ বিকুর্বাণান্ মনস্তত্ত্বমজায়ত।
যৎ সঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং বর্ততে কামসম্ভবঃ ॥—ভাগ ৩।২৬।২৭

৪৮। তৈজসাৎ তু বিকুর্বাণাদ্ বুদ্ধিতত্ত্বমভূৎ সতি!
দ্রব্যস্ফুরণবিজ্ঞানমিন্দ্রিয়াণামনুগ্রহঃ ॥—ভাগ ৩।২৬।২৯

৪৯। তামসাচ্চ বিকুর্বাণাদ্ ভগবদ্বীর্যচোদিতাৎ।
শব্দমাত্রমভূৎ তস্মান্নভঃ শ্রোত্রন্তু শব্দগম্ ॥—ভাগ ৩।২৬।৩২

শব্দতন্মাত্রাদীনি পঞ্চতন্মাত্রাণি আকাশাদিমহাভূতকারণানি, শব্দাদয়স্তু মহাভূতগুণাঃ ইতি শুকদেবঃ।—ভাগ ৩।২৬।৩৩

৫০। স তু দেশমহত্ত্বাৎ কালমহত্ত্বাচ্চ মহান্। সর্বোৎপাদ্যেভ্যঃ মহাপরিমাণযুক্তত্বাৎ মহান্।—যুক্তি পৃঃ ১০৮

৫১। বুদ্ধিসত্ত্বং হি ভাস্বরমাকাশকল্পম্।—যোগভাষ্যম্ ১।৩৬

৫২। হৃদয়পুণ্ডরীকে ধারয়তো যা বুদ্ধিসংবিৎ।—যোগভাষ্যম্ ১।৩৬। অন্যত্র—যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম তত্র বিজ্ঞানম্।—যোগভাষ্যম্ ৩।৩৪

৫৩। বুদ্ধিরূপং সত্ত্বং ভাস্বরং স্বপ্রকাশকং তেজোবদ্ আকাশবদ্ বিভু চ ভবতি।—যোগবার্ত্তিকম্ ১।৩৬

মানুষ কোন কাজ করিবার পূর্বে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা সাধারণভাবে আলোচনা করে; তারপর মনের দ্বারা তাহা বিচার করে; তারপরে সেই কাজ করিতে নিজের যোগ্যতা আছে কিনা, তাহা স্থির করে; এবং শেষে ইহা তাহার কর্তব্য বলিয়া স্থির সিদ্ধান্তে আসে। তখন ঐ ব্যক্তি সেই কার্যে প্রবৃত্ত হয়। 'আমার ইহা কর্তব্য'—এই যে কর্তব্যত্বরূপনিশ্চয় বা অন্তব্যাপারবিষয়ক নিশ্চয়—ইহার নাম অধ্যবসায়। এই অধ্যবসায় বুদ্ধির অনন্যসাধারণ ব্যাপার। অধ্যবসায় যাহার বৃত্তি, তাহাই বুদ্ধি। অধ্যবসায় বুদ্ধির লক্ষণ। বুদ্ধিতে সত্ত্বগুণের আধিক্যবশতঃ ইহা স্বচ্ছ। চিন্ময় পুরুষ বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণে অবস্থান করেন। পুরুষের প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়।[৫৪]

জীবের জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে বুদ্ধির প্রাধান্য। বুদ্ধি সাক্ষাৎভাবে জ্ঞেয়বস্তুসমূহকে পুরুষের নিকট উপস্থাপিত করে। গ্রামাধ্যক্ষ গ্রামের কর আদায় করিয়া দেশাধ্যক্ষকে দেন; তিনি তাহা সর্বাধ্যক্ষকে দেন; সর্বাধ্যক্ষ তাহা রাজাকে প্রদান করেন। সেইরূপ-ভাবে বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহ পুরুষের ভোগের বিষয়গুলিকে মনের নিকট, মন অহঙ্কারের নিকট এবং অহঙ্কার বুদ্ধির নিকট যথাক্রমে উপস্থাপিত করে। সুতরাং যেমন বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহ হইতে বুদ্ধির প্রাধান্য, তেমন মন ও অহঙ্কার হইতেও বুদ্ধির প্রাধান্য।

ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও অহঙ্কারের মূলীভূত উপাদান সত্ত্বাদি গুণত্রয় পরস্পরবিরোধী। তাহা হইলেও গুণত্রয় ভোক্তার অদৃষ্টবশে উপযুক্তভাবে সম্মিলিত হইয়া করণরূপে পরিণত হয় এবং দশবাহ্যেন্দ্রিয়, মন এবং অহঙ্কার রূপ দ্বাদশটি করণ জ্ঞেয়বস্তুসমূহকে প্রকাশিত করিয়া বুদ্ধিতে অর্পণ করিয়া থাকে।[৫৫] পুরুষের ভোগ ও মুক্তি বুদ্ধির দ্বারাই সম্পন্ন হয় বলিয়া বুদ্ধির প্রাধান্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ভোগ ও অপবর্গ রূপ পুরুষার্থ-সাধনে বুদ্ধিই পুরুষের সাক্ষাৎ সহায়।[৫৬] সমূহ করণকে ব্যাপিয়া বুদ্ধি অবস্থান করে বলিয়া বুদ্ধির প্রাধান্য। যতপ্রকার পুরুষার্থ আছে, তাহার কোনটিই বুদ্ধি ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায় না; পরন্তু সর্বপ্রকার পুরুষার্থসাধনে বুদ্ধির হেতুতা

৫৪। অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ।—সা. কা. ২৩। অত্র বাচস্পতিঃ—সর্বো ব্যবহর্তা আলোচ্য মত্বা অহমত্রাধিকৃত ইত্যভিমত্য কর্তব্যমেতন্ ময়েতি অধ্যবস্যতি। ততশ্চ প্রবর্ততে ইতি লোকপ্রসিদ্ধম্। তত্র যোঽয়ং কর্তব্যমিতি বিনিশ্চয়শ্চিতিসন্নিধানাদাপন্নচৈতন্যায়া বুদ্ধেঃ সোঽধ্যবসায়ো বুদ্ধেরসাধারণো ব্যাপারস্তদভেদাঃ বুদ্ধিঃ। স চ বুদ্ধের্লক্ষণম্; সমানাসমানজাতীয়ব্যবচ্ছেদকত্বাৎ।

৫৫। এতে প্রদীপকল্পাঃ পরস্পরবিলক্ষণা গুণবিশেষাঃ।
কৃৎস্নং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি ॥—সা. কা ৩৬

৫৬। সর্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।
সৈব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধানপুরুষান্তরং সূক্ষ্মম্ ॥—সা. কা ৩৭

অত্র বাচস্পতিঃ—সুখদুঃখানুভবো হি ভোগঃ। স চ বুদ্ধৌ। বুদ্ধিশ্চ পুরুষরূপেবেতি সা পুরুষমুপভোজয়তি। সর্বং শব্দাদিকং প্রতি য উপভোগঃ পুরুষস্য তং সাধয়তি। পশ্চাৎ প্রধানপুরুষয়োরন্তরং বিশেষং বিশিনষ্টি করোতি।

রহিয়াছে। অতএব সকল করণের মধ্যে বুদ্ধির প্রাধান্য।[৫৭] নিখিল সংস্কারের আধার হইল বুদ্ধি। অহঙ্কার বা মন বা ইন্দ্রিয় কেহই সকল সংস্কারের আধার নহে। ইন্দ্রিয়সকল সংস্কারের আধার হইলে অন্ধ ও বধিরের পূর্বদৃষ্ট বা পূর্বশ্রুত পদার্থের স্মরণ হইতে পারিত না; কিন্তু মানুষের যখন চক্ষু ও কর্ণ থাকে, তখন তাহারা যাহা শ্রবণ বা দর্শন করে, চক্ষু ও কর্ণ বিনষ্ট হইলেও সেই দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়ের স্মরণ হয়। বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে অহঙ্কার ও মনের নাশ হয়; কিন্তু তখনও পুরুষের স্মরণ দেখা যায়। সুতরাং সকল সংস্কারের আধার হওয়ায় বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার্য।[৫৮] চিন্তাবৃত্তির দ্বারাও বুদ্ধির প্রাধান্য প্রমাণিত হয়। ধ্যানাখ্য চিন্তাবৃত্তি সকল বৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। চিন্তারূপ শ্রেষ্ঠবৃত্তির আশ্রয় বলিয়া বুদ্ধির অপর নাম চিত্ত। যে নিজে প্রধান নহে, সে কখনও শ্রেষ্ঠবৃত্তির আশ্রয় হইতে পারে না।[৫৯] চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারে মনের প্রাধান্য, মনের ব্যাপারে অহঙ্কারের প্রাধান্য এবং অহঙ্কারের ব্যাপারে বুদ্ধির প্রাধান্য।[৬০] এইভাবে সাংখ্যদর্শনে করণসমূহের মধ্যে বুদ্ধির প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে।

ভাব-সর্গ

যখন মহৎ-তত্ত্বে সত্ত্বগুণ প্রবল হয় এবং রজঃ ও তমোগুণ গৌণভাবে অবস্থান করে, তখন উহাতে চারিটি ধর্ম প্রকাশ পায়—ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য। পক্ষান্তরে যখন মহৎ-তত্ত্বে রজঃ ও তমোগুণ প্রবল হয়, তখন উহাতে বিপরীত ধর্মসমূহ অর্থাৎ অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য—এই চারিটি প্রকাশ পাইয়া থাকে।[৬১] বুদ্ধিতত্ত্বের ধর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি আটটি ধর্ম 'ভাব সর্গ' নামে সাংখ্যশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে।[৬২] ইহা জীবগণের সৎপথে ও অসৎপথে এবং পশু প্রভৃতির কুপথে পরিচালিত হইবার হেতু।

আটটি ভাবের মধ্যে ধর্ম হইল শাস্ত্রবিহিত-কর্মজন্য অদৃষ্ট।[৬৩] যাগদানাদির অনুষ্ঠান-

---

৫৭। অব্যভিচারাৎ।—সা. সূ ২।৪১

৫৮। তথাশেষসংস্কারাধারত্বাৎ।—সা. সূ ২।৪২। অত্র বিজ্ঞানভিক্ষুঃ—বুদ্ধেরেবাখিলসংস্কারাধারতা, ন তু চক্ষুরাদেরহঙ্কারমনসোর্বা পূর্বদৃষ্টশ্রুতার্থানামন্ধবধিরাদিভিঃ স্মরণানুপপত্তেঃ। তত্ত্বজ্ঞানেনাহঙ্কারমনসোর্নাশেঽপি স্মরণদর্শনাচ্চ।

৫৯। স্মৃত্যানুমানাচ্চ।—সা. সূ ২।৪৩। চিন্তাবৃত্তির্হি ধ্যানাখ্যা সর্ববৃত্তিভ্যঃ শ্রেষ্ঠা তদাশ্রয়তয়া চ চিত্তাপরনামী বুদ্ধিরেব শ্রেষ্ঠান্তবৃত্তিকরণেভ্য ইত্যর্থঃ ইতি বিজ্ঞানভিক্ষুঃ।

৬০। আপেক্ষিকো গুণপ্রধানভাবঃ ক্রিয়াবিশেষাৎ।—সা. সূ ২।৪৫

৬১। অধ্যবসায়ো বুদ্ধির্ধর্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্যম্।
সাত্ত্বিকমেতদ্ রূপং তামসমস্মাদ্ বিপর্যস্তম্॥—সা. কা ২৩

৬২। বুদ্ধিধর্মান্ ধর্মাদীনষ্টৌ ভাবান্ মুমুক্ষূণাং হেয়োপাদেয়ান্ ইতি বাচস্পতিঃ।—সা. কা ৪৬

৬৩। ধর্মোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুরিতি বাচস্পতিঃ।—সা. কা ২৩

জনিত অদৃষ্ট অভ্যুদয়ের হেতু ; যোগদর্শনে প্রসিদ্ধ অষ্টাঙ্গযোগের অনুষ্ঠানজনিত অদৃষ্ট কৈবল্যের হেতু। পাতঞ্জলদর্শনে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটটি যোগের অঙ্গরূপে উক্ত হইয়াছে।[৬৪] জ্ঞান হইতে শব্দাদির উপলব্ধি এবং বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতাবোধ হয়।[৬৫] বৈরাগ্যের ফলে বিষয়াভিলাষের অভাব জন্মায়[৬৬] এবং ঐশ্বর্যরূপ ধর্ম হইতে অণিমাদির উৎপত্তি ঘটে।[৬৭]

বুদ্ধির বৈরাগ্যরূপ ধর্মের চারিটি ভেদ সাংখ্যদর্শনে উল্লিখিত হইয়াছে—যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয় ও বশীকার। চিত্তস্থিত বিষয়াভিলাষ পুরুষের ইন্দ্রিয়সমূহকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবৃত্ত করায়। ইন্দ্রিয়সমূহ যাহাতে বিষয়ে আকৃষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে প্রযত্নকে 'যতমান' বলা হয়। তাদৃশ প্রযত্ন আরম্ভ হইলে কতকগুলি বিষয়াভিলাষ ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিজননে অসমর্থ হয় ; আবার কতকগুলি বিষয়াভিলাষ ইন্দ্রিয়সমূহকে বলপূর্বক আকৃষ্ট করে। পূর্ববিষয়াভিলাষগুলির নাম পক্ক এবং পরবর্তিগুলির নাম অপক্ক। পক্ক ও অপক্ক বিষয়াভিলাষসমূহের পৃথগ্‌রূপে অবধারণের নাম 'ব্যতিরেক'। পক্ক বিষয়াভিলাষসমূহের মধ্যে কতকগুলি ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিজননে অসমর্থ হইয়াও ঔৎসুক্যরূপে মনোবেদনা জন্মায়। তাহাদের সেই শক্তিনাশের জন্য যে প্রযত্ন, তাহা

৬৪। (১) অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় অর্থাৎ চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য ও দেহযাত্রাতিরিক্ত ভোগসাধনের অস্বীকার—'যম' সংজ্ঞায় অভিহিত (অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহাঃ যমাঃ।—যো. দ ২।২৯)। (২) শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন বা প্রণব-জপ এবং ঈশ্বরপ্রণিধান—এই পঞ্চবিধকে 'নিয়ম' বলে (শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।—যো. দ ২।৩২)। (৩) বহুক্ষণ একভাবে স্থির থাকিলে যাহাতে কষ্টবোধ হয় না, সেইরূপ ক্রিয়াকে 'আসন' বলে। পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, দণ্ডাসন প্রভৃতি যোগের অঙ্গ (স্থিরসুখমাসনম্‌।—যো. দ ২।৪৬)। (৪) পূর্বোক্ত আসন-সিদ্ধি হইলে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া হয় না। ইহাতে রেচক, পূরক ও কুম্ভক নামক তিন প্রকার 'প্রাণায়াম' হইয়া থাকে (তস্মিন্‌ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।—যো. দ ২।৪৯)। (৫) শব্দাদিবিষয় হইতে চিত্ত প্রতিনিবৃত্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণও নিবৃত্ত হইয়া চিত্তের অনুকরণ করে। ইহাকে 'প্রত্যাহার' বলে। (স্ববিষয়াসংপ্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।—যো. দ ২।৫৪)। (৬) অপর বিষয় হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া নাভিচক্র, হৃদয়পুণ্ডরীক, নাসিকাগ্র প্রভৃতি অন্তর্বিষয়ে এবং দেবতা-মূর্তি প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ে চিত্তকে স্থির করার নাম 'ধারণা' (দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।—যো. দ ৩।১)। (৭) বিষয়ান্তর হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া পূর্বোক্ত যে বিষয়ে স্থির করা যায়, সেই বিষয়াকারে চিত্তের একাগ্রতাকে 'ধ্যান' বলে। (তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্‌।—যো. দ ৩।২)। (৮) ধ্যান যখন বিষয়ান্তরশূন্য হইয়া ধ্যেয় অর্থাৎ ধ্যানের বিষয়াকারে প্রকাশমান হয়, তখন 'সমাধি' বলা যায় (তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।—যো. দ ৩।৩)।

৬৫। সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিজ্ঞানম্‌।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ২৩)

৬৬। বৈরাগ্যং রাগাভাবঃ।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ২৩)

৬৭। ঐশ্বর্যমপি বুদ্ধিধর্মো যতোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ২৩)

'একেন্দ্রিয়'সংজ্ঞক। লৌকিক বা স্বর্গাদি বৈদিক বিষয়সমূহ উপস্থিত হইলে ঔৎসুক্যমাত্রেরও যে নিবৃত্তি, তাহার 'বশীকার' সংজ্ঞা।[৬৮] যোগদর্শনে ভগবান্ পতঞ্জলিও ইহাকে বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্য নামে অভিহিত করিয়াছেন।[৬৯]

বুদ্ধির ঐশ্বর্যরূপ ধর্ম হইতে অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, মহিমা, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব এবং যত্রকামাবসায়িত্ব—এই আটটির উৎপত্তি। এই অণিমাদি ঐশ্বর্য হইল প্রযত্নবিশেষ। 'অণিমা' ঐশ্বর্যের ফলে বিশাল দেহকে পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম করা যায়। 'লঘিমা' ঐশ্বর্যের বলে ভারী দেহকে এমন লঘু করা যায় যে, সূর্যের কিরণ ধরিয়া উপরে উঠিতে পারা যায়। 'প্রাপ্তি' ঐশ্বর্যের ফলে চন্দ্রকে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করা যায়। 'প্রাকাম্য' অর্থে ইচ্ছার ব্যাঘাত না হওয়া। এই ঐশ্বর্যের বলে নদীগর্ভের ন্যায় সমতল ভূগর্ভেও নিমগ্ন হওয়া যায়। 'বশিত্ব'রূপ ঐশ্বর্যের বলে সকলেই বশীভূত হয়। তখন দুরন্ত সিংহ, ব্যাঘ্রও বশ্য হয়। 'ঈশিত্ব' ঐশ্বর্যের ফলে পঞ্চভূতের এবং পাঞ্চভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারে সামর্থ্য উৎপন্ন হয়। 'যত্রকামাবসায়িত্ব' অর্থে সত্যসঙ্কল্পতা। এই ঐশ্বর্যের ফলে যেমন সঙ্কল্প মনে জাগিবে, কার্য সেইরূপই হইবে। 'মহিমা' ঐশ্বর্যের বলে মহত্ত্বলাভ ঘটে।[৭০]

সত্ত্ব-প্রধান বুদ্ধির যেরূপ ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই চারিটি ধর্ম; তমোগুণপ্রধান বুদ্ধিরও সেইরূপ অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য—চারিটি ধর্ম। অধর্মের ফল নরকগমন, অজ্ঞানের ফল বন্ধন[৭১], অবৈরাগ্যের ফল সংসার ও সাংসারিক যন্ত্রণাভোগ এবং অনৈশ্বর্যের ফল ইচ্ছার সর্বত্র অপরিপূরণ।[৭২]

৬৮। তস্য (বৈরাগ্যস্য) যতমানসংজ্ঞা ব্যতিরেকসংজ্ঞা একেন্দ্রিয়সংজ্ঞা বশীকারসংজ্ঞেতি চতস্রঃ সংজ্ঞাঃ। রাগাদয়ঃ কষায়াশ্চিত্তবর্তিনস্তৈরিন্দ্রিয়াণি যথাস্বং বিষয়েষু প্রবর্ত্যন্তে। তন্মাহত্র প্রবর্তিষত বিষয়েম্বিন্দ্রিয়াণি ইতি তৎপরিপাচনায়ারম্ভ প্রযত্নো যতমানসংজ্ঞা। পরিপাচনে চানুষ্ঠীয়মানে কেচিৎ কষায়াঃ পক্কাঃ, পচ্যন্তে চ কেচিৎ। তত্রৈবং পূর্বাপরীভাবে সতি পক্ষ্যমাণেভ্যঃ কষায়েভ্যঃ পক্কানাং ব্যতিরেকেণাবধারণং ব্যতিরেকসংজ্ঞা। ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্ত্যসমর্থতয়া পক্কানামৌৎসুক্যমাত্রেণ মনসি চানবস্থাপনমেকেন্দ্রিয়সংজ্ঞা। ঔৎসুক্যমাত্রস্যাপি নিবৃত্তিরুপস্থিতেষ্বপি দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়েষু যা সংজ্ঞাত্রয়াৎ পরাচীনা সা বশীকারসংজ্ঞা।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ২৩)

৬৯। দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।—যোগদর্শনম্ ১।১৫

৭০। অণিমা অণুভাবঃ, যতঃ শিলামপি প্রবিশতি। লঘিমা লঘুভাবঃ, যতঃ সূর্যমরীচীনালম্ব্য সূর্যলোকং যাতি। মহিমা মহতো ভাবঃ, যতো মহান্ সম্ভবতি। প্রাপ্তিরঙ্গুল্যগ্রেণ স্পৃশতি চন্দ্রম্। প্রাকাম্যমিচ্ছানভিঘাতঃ, যতো ভূমাবুন্মজ্জতি নিমজ্জতি চ যথোদকে। বশিত্বং ভূতভৌতিকং বশীভবত্যস্বাবশ্যম্। ঈশিত্বং ভূতভৌতিকানাং প্রভবস্থিতিনীষ্টে। যচ্চ কামাবসায়িত্বং সত্যসঙ্কল্পতা; যথাস্য সঙ্কল্পো ভবতি ভূতেষু, তথৈব ভূতানি ভবন্তি।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ২৩)

৭১। ধর্মেণ গমনমূর্ধ্বং গমনমধস্তাদ্ ভবত্যধর্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ ॥—সা. কা ৪৪

৭২। বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ সংসারো ভবতি রাজসাদ্ রাগাৎ।
ঐশ্বর্যাদবিঘাতো বিপর্যয়াত্তদ্বিপর্যাসঃ ॥—সা. কা ৪৫

জীবের যে কার্য করিতে ইচ্ছা হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন হয়; কিন্তু যত্ন যতই হউক্ না কেন, ইচ্ছার সর্বাংশে সফলতা কোথাও হয় না।

পূর্বোক্ত অজ্ঞানের ফলস্বরূপ বন্ধন তিন প্রকার—প্রাকৃতিক, বৈকৃতিক ও দাক্ষিণক। প্রকৃতিই আত্মা—এই জ্ঞানের ফলে যে বন্ধনদশা ঘটে, তাহা প্রাকৃতিক বন্ধন। ইহাকে পুরাণে 'প্রকৃতিলয়' বলা হইয়াছে। এইভাবে পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়বর্গ, অহঙ্কার ও বুদ্ধিকে আত্মা রূপে জ্ঞানের ফলে যে বন্ধনলাভ হয়, তাহা বৈকৃতিক; কেননা পঞ্চভূত প্রভৃতি হইল প্রকৃতির বিকার। পুরুষস্বরূপ না জানিয়া সকামভাবে যাগযজ্ঞাদিতে প্রবৃত্ত হইলে যে বন্ধনদশা ঘটে, তাহা দাক্ষিণক বন্ধন।[৭৩] নিষ্কামভাবে যাগাদিতে প্রবৃত্তি ও পুরুষতত্ত্বজ্ঞানের ফলে ক্রমশঃ পাপসমূহের ক্ষয় হইয়া অপবর্গ লাভ হয়। যাগ, যজ্ঞ, অদৃষ্ঠ, স্বর্গ, নরক, সুখ ও দুঃখের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই; প্রকৃতি ও বিকৃতি হইতে আত্মা ভিন্নস্বরূপ—এইরূপ সাক্ষাৎকার দৃঢ় হইলে আর কোন বন্ধনেরই ভয় থাকে না। পুরুষতত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ জীবের বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলেও কৈবল্য লাভ হয় না। তাহারও প্রাকৃতিক বা বৈকৃতিক বন্ধনদশা ঘটে। সুতরাং মুমুক্ষু ব্যক্তির পুরুষতত্ত্বসাক্ষাৎকার অবশ্যকরণীয় রূপে সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রত্যয়-সর্গ

বুদ্ধিতত্ত্বের ধর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি আটটি ধর্মের হেয়োপাদেয়তা প্রদর্শনের জন্য বুদ্ধিধর্মের পুনরায় চারি প্রকার ভেদ সাংখ্যদর্শনে কল্পিত হইয়াছে:—(১) বিপর্যয়, (২) অশক্তি, (৩) তুষ্টি ও (৪) সিদ্ধি। বিপর্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি হইল বুদ্ধির ধর্ম।[৭৪] পূর্বোক্ত ধর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি আটটি ধর্ম বিপর্যয় প্রভৃতির অন্তর্গত। তন্মধ্যে অজ্ঞান বিপর্যয়ের অন্তর্গত। অধর্ম, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য অশক্তির অন্তর্গত। ধর্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য তুষ্টির অন্তর্গত। জ্ঞান সিদ্ধির অন্তর্গত।

গুণগুলির বৈষম্য অর্থাৎ একটি গুণের প্রাবল্য এবং অপর দুইটির দৌর্বল্য, কখন বা দুইটি গুণের প্রাবল্য অপরটির দৌর্বল্য—ইত্যাদি নানা ভাবে গুণগুলির

৭৩। স চ (বন্ধঃ) ত্রিবিধঃ প্রাকৃতিকো বৈকৃতিকো দাক্ষিণকশ্চেতি। তত্র প্রকৃতাবাত্মজ্ঞানাৎ যে প্রকৃতিমুপাসতে তেষাং প্রাকৃতো বন্ধঃ। বৈকারিকো বন্ধস্তেষাং যে বিকারানেব ভূতেন্দ্রিয়াহঙ্কারবুদ্ধীঃ পুরুষবুদ্ধ্যোপাসতে তান্ প্রতীদমুচ্যতে। ইষ্টাপূর্তেন দাক্ষিণকঃ। পুরুষতত্ত্বানভিজ্ঞো হি ইষ্টাপূর্তকারী কামোপহতমনা বধ্যতে।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৪৪)

৭৪। এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ।
গুণবৈষম্যবিমর্দাৎ তস্য চ ভেদাস্তু পঞ্চাশৎ॥—সা. কা ৪৬

তত্র বিপর্যয়োঽজ্ঞানমবিদ্যা। সা চ বুদ্ধিধর্মঃ। অশক্তিরপি করণবৈকল্যহেতুকা বুদ্ধিধর্ম এব। তুষ্টিসিদ্ধী অপি বক্ষ্যমাণে বুদ্ধিধর্মাবেব ইতি বাচস্পতিঃ।

অবস্থানের জন্য বুদ্ধিধর্মের পঞ্চাশৎ প্রকার ভেদ সম্ভব হইতে পারে। তাহার মধ্যে বিপর্যয় পাঁচ প্রকার; অশক্তি আটাশ প্রকার; তুষ্টি নয় প্রকার; এবং সিদ্ধি আট প্রকার। সমুদয়ে পঞ্চাশৎ প্রকার বুদ্ধি ধর্মের ভেদ।[৭৫]

(১) **বিপর্যয়ঃ**—বিপর্যয় হইল জ্ঞানবৈপরীত্য; শুক্তিতে রজত-জ্ঞানরূপ মিথ্যা-জ্ঞান। তমোগুণের প্রভাবে বুদ্ধির এইরূপ পরিণাম ঘটে। এই বিপর্যয়ের পাঁচ প্রকার ভেদ:—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অবিদ্যা অর্থে অনাত্মাতে আত্মজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান হইতে অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ উৎপন্ন হয় বলিয়া অস্মিতাদিও বিপর্যয়ের ভেদরূপে কল্পিত হইয়াছে। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ যথাক্রমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র সংজ্ঞায় অভিহিত।[৭৬] অবিদ্যা আট প্রকার। প্রকৃতি, মহৎ-তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চ তন্মাত্রকে আত্মা বলিয়া যে জ্ঞান, তাহা অবিদ্যা বা তমঃ। অবিদ্যার প্রকৃতি, মহান্ প্রভৃতি আট প্রকার বিষয় বলিয়া অবিদ্যাকে আট প্রকার বলা হইয়াছে।[৭৭] অস্মিতা বা মোহও আট প্রকার। দেবতাগণ অণিমাদি ঐশ্বর্য লাভ করিয়া 'আমি অমর' এইরূপ ধারণার বশবর্তী হন এবং অণিমাদি ঐশ্বর্য অশাশ্বতিক হইলেও শাশ্বতিক বলিয়া মনে করেন। ইহা মিথ্যা-জ্ঞান ভিন্ন কিছুই নহে। তাছাড়া, অণিমাদি ঐশ্বর্য বুদ্ধির ধর্ম। অমরত্বাভিমানী পুরুষের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই; তথাপি 'আমি ঐশ্বর্যবিশিষ্ট'—এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাকে ভ্রমই বলিতে হয়। মোহের বিষয়স্বরূপ অণিমাদি ঐশ্বর্য আট প্রকার বলিয়া মোহকে আট প্রকার বলা হয়।[৭৮] রাগ বা মহামোহ দশ প্রকার। রাগ অর্থে ইচ্ছা, অনুরাগ বা আসক্তি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ হইল অনুরাগের বিষয়। আবার শব্দস্পর্শাদি স্বর্গীয় ও অস্বর্গীয় ভেদে দুইপ্রকার। সুতরাং শব্দাদি বিষয় মোট দশবিধ। শব্দাদি দশবিধ বিষয় সাক্ষাৎ সুখসাধন; এইজন্য ইহারা রাগের বিষয়। রাগের দশপ্রকার বিষয় সাক্ষাৎভাবে সুখসাধন বলিয়া রাগকেও দশবিধ বলা হইয়াছে।[৭৯] যুক্তিদীপিকাকার বলেন, মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, কন্যা, পত্নী, ভগিনী, গুরু, মিত্র ও উপকারী রূপ দশবিধ কুটুম্বে 'ইনি

৭৫। পঞ্চ বিপর্যয়ভেদা ভবন্ত্যশক্তিশ্চ করণবৈকল্যাৎ।
অষ্টাবিংশতিভেদা তুষ্টির্নবধাষ্টধা সিদ্ধিঃ॥—সা. কা ৪৭

৭৬। অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ যথাসংখ্যং তমোমোহমহামোহতামিস্রান্ধতামিস্রসংজ্ঞকাঃ পঞ্চবিপর্যয়-বিশেষাঃ। বিপর্যয়প্রভবাণামস্মিতাদীনাং বিপর্যয়স্বভাবত্বাৎ।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৪৭)

৭৭। ভেদস্তমসোঽবিদ্যায়া অষ্টবিধঃ। অষ্টসু অব্যক্তমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রেষু অনাত্মস্বাত্মবুদ্ধিরবিদ্যা তমঃ। অষ্টবিধবিষয়ত্বাৎ তস্যাষ্টবিধত্বম্।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৪৮)

৭৮। দেবা হ্যষ্টবিধমৈশ্বর্যমাসাদ্যামৃতাভিমানিনোঽণিমাদিকমাত্মীয়ং শাশ্বতিকমভিমন্যন্তে ইতি সোঽয়মস্মিতা মোহোঽষ্টবিধৈশ্বর্যবিষয়ত্বাদষ্টবিধঃ।—বাচস্পতিঃ (সা, কা ৪৮)

৭৯। দশবিধো মহামোহঃ। শব্দাদিষু পঞ্চসু দিব্যাদিব্যতয়া দশবিধেষু বিষয়েষু রঞ্জনীয়েষু রাগ আসক্তি-র্মহামোহঃ। স চ দশবিধবিষয়ত্বাৎ দশবিধঃ।—বাচস্পতি (সা. কা ৪৮)

আমার' বলিয়া যে অভিনিবেশ, তাহা মহামোহ।[৮০] দ্বেষ বা তামিস্র অষ্টাদশ প্রকার। সুখের সাধন বলিয়া বা দুঃখবিনাশের হেতু বলিয়া শব্দাদি বিষয় স্বভাবতঃ ইচ্ছার বিষয়। অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য ইচ্ছার বিষয়রূপে অবস্থিত শব্দাদি-লাভের উপায়। ইন্দ্রিয়-সমূহের বিষয়রূপে শব্দাদি উপস্থিত হইয়া কখন কখন পরস্পরের দ্বারা বাধা পাইয়া তাহারা দ্বেষেরও বিষয় হয়; যেমন স্পর্শসুখ অনুভব কালে মধুর শব্দও বিরক্তিকর মনে হয়। শুধু শব্দাদি দ্বেষের বিষয় হয় না। তাহাদের প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ অণিমাদিও দ্বেষের বিষয় হয়। এইভাবে শব্দাদি দশবিধ এবং অণিমাদি অষ্টবিধ হইল দ্বেষের বিষয়। এজন্য দ্বেষকে অষ্টাদশ প্রকার বলা হইয়াছে।[৮১] অভিনিবেশ অর্থে মরণত্রাস। অভিনিবেশ বা অন্ধতামিস্রও অষ্টাদশ প্রকার। দেবতাগণ অণিমাদি ঐশ্বর্য লাভ করিয়া যখন শব্দাদি বিষয় ভোগ করিতে থাকেন, তখন তাঁহারা শব্দাদি বিষয় ও তাহাদের প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ অণিমাদি কখন অসুরগণের দ্বারা বিঘ্নিত হয়—এই ভয়ে সর্বদা ভীত থাকেন। এইরূপে ভয়ের বিষয় অষ্টাদশপ্রকার (শব্দাদি দশ ও অণিমাদি আট) হওয়ায় অভি-নিবেশকে অষ্টাদশ প্রকার বলা হইয়াছে।[৮২] মাঠরাচার্য বলেন, মরণ আমাদিগকে অষ্টবিধ ঐশ্বর্য ও দশবিধ শব্দাদি ভোগ্য বস্তু হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। এই যে মরণ-ভয়, ইহাও অষ্টাদশ প্রকার; কেননা মরণভয় হইল অষ্টাদশ প্রকার ইষ্টবিয়োগের সম্ভাবনা মাত্র।[৮৩]

(২) অশক্তি ঃ—অশক্তি অর্থে বুদ্ধির অপটুতা। অশক্তি অষ্টাবিংশতি প্রকার। একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য হেতু এবং সপ্তদশ প্রকার বুদ্ধিব্যাঘাত হেতু অশক্তি অষ্টাবিংশতি প্রকার হইয়া থাকে। একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয়-ব্যাঘাত যথা ঃ—(১) বধিরতা—শ্রবণেন্দ্রিয়-দোষ। (২) কুষ্ঠিতা—ত্বগিন্দ্রিয়ের দোষ। (৩) অন্ধতা—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দোষ। (৪) জড়তা—রসনেন্দ্রিয়ের দোষ। (৫) অজিঘ্রতা—ঘ্রাণেন্দ্রিয়-দোষ। (৬) মূকতা—

৮০। মাতৃপিতৃপুত্রভ্রাতৃস্বসৃপত্নীদুহিতৃগুরুমিত্রোপকারিলক্ষণে দশবিধে কুটুম্বে মোহঃ মমেত্যভিনিবেশঃ। দৃষ্টানুশ্রবিকেষু বা শব্দাদিষ্বিত্যপরে। স দশবিধো মহামোহঃ পরিসংখ্যায়তে।—যুক্তি পৃঃ ১৫৪

৮১। তামিস্রো দ্বেষোঽষ্টাদশধা। শব্দাদয়ো দশবিষয়া রঞ্জনীয়াঃ স্বরূপতঃ। ঐশ্বর্যত্বণিমাদিকং ন স্বরূপতো রঞ্জনীয়ং, কিন্তু রঞ্জনীয়শব্দাদ্যুপায়াঃ। তে চ শব্দাদয় উপস্থিতাঃ পরস্পরেণোপহন্যমানাস্তদুপায়াশ্চাণিমাদয়ঃ স্বরূপেণৈব কোপনীয়া ভবন্তীতি শব্দাদিভির্দশভিঃ সহাণিমাদ্যষ্টকমষ্টাদশধেতি। তদ্বিষয়ো দ্বেষস্তামিস্রোঽষ্টাদশবিষয়-ত্বাদষ্টাদশধেতি।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৪৮)

৮২। দেবাঃ খল্বণিমাদিকমষ্টবিধমৈশ্বর্যমাসাদ্য দশ শব্দাদীন্ ভুঞ্জানাঃ শব্দাদয়ো ভোগ্যাস্তদুপায়াশ্চাণি-মাদয়োঽস্মাকমসুরাদিভিরুপঘানিষ্যন্তে ইতি বিভ্যতি। তদিদং ভয়মভিনিবেশোঽন্ধতামিস্রোঽষ্টাদশবিষয়ত্বাদষ্টাদশধেতি। —বাচস্পতিঃ (সা. কা ৪৮)

৮৩। তেষু চ মরণত্রাসাৎ দুঃখমুৎপদ্যতে। ঐশ্বর্যে বিদ্যমানে ঐশ্বর্যং পরিত্যজ্য মৃত্যুনা ম্রিয়মাণস্ত গচ্ছামীতি শঙ্কমানতো যত্ত্রাসঃ সোঽন্ধতামিস্র ইত্যুচ্যতে।—মাঠরাচার্যঃ (সা. কা ৪৮)

বাগিন্দ্রিয়ের দোষ। (৭) কৌণ্য—হস্তের বিকলতা। (৮) পঙ্গুতা—পদের বৈকল্য। (৯) ক্লীবতা—উপস্থেন্দ্রিয়-দোষ। (১০) উদাবর্ত—পায়ুরূপ ইন্দ্রিয়ের দোষ। (১১) মূঢ়তা—মনের বৈকল্য। ইন্দ্রিয়সমূহের বৈকল্য হেতু বুদ্ধিবৃত্তির অনুদয় অথবা বুদ্ধিতে অযথা ভাবোদয় ইন্দ্রিয়ব্যাঘাত শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। আবার তুষ্টি ও সিদ্ধি বুদ্ধির ধর্ম। বুদ্ধিতে যখন সত্ত্বগুণ প্রবলভাবে থাকে, তখন নয় প্রকার তুষ্টি ও আট প্রকার সিদ্ধি সম্ভব হয়। বুদ্ধিতে সত্ত্বগুণের উদ্রেকের অভাবে তুষ্টি ও সিদ্ধি উৎপন্ন হয় না। তুষ্টি ও সিদ্ধি সপ্তদশ প্রকার। এজন্ত বুদ্ধির ব্যাঘাত সপ্তদশ প্রকার। এইরূপে সমুদয়ে অশক্তি অষ্টাবিংশতি প্রকার।[৮৪]

(৩ তুষ্টি :—আধ্যাত্মিক ও বাহ্য ভেদে তুষ্টি দুই প্রকার। প্রকৃতি হইতে ভিন্ন-স্বভাব আত্মা আছেন—এইরূপ উপদেশ সদ্‌গুরুর নিকট হইতে সাধারণভাবে লাভ করিয়া যখন কোন ব্যক্তি শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের[৮৫] দ্বারা প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানকে সুদৃঢ় করিতে যত্নবান্ হয় না ; পরন্তু প্রতারকের মিথ্যাবাক্যে সন্তুষ্ট থাকে ; তখন তাহার চিত্তে তুষ্টিরূপ যে বুদ্ধিধর্ম উৎপন্ন হয়, তাহা আত্ম-বিষয়ক বলিয়া ইহাকে আধ্যাত্মিক তুষ্টি বলা হয়। আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারি প্রকার—(১) প্রকৃতি (২) উপাদান (৩) কাল ও (৪) ভাগ্য। প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকসাক্ষাৎকার প্রকৃতির কার্য। প্রকৃতিই তাহা সম্পন্ন করিয়া দিবেন—এইরূপ অসৎ উপদেশে অনেকেই প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া সন্তোষের সহিত অবস্থান করে। এই তুষ্টিকে প্রকৃতিসংজ্ঞক তুষ্টি বলা হয়। ইহার অপর নাম 'অম্ভ'।[৮৬] সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেই বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হয়—এই উপদেশে সন্ন্যাসের উপর নির্ভর করিয়া যে তুষ্টি জন্মে, তাহা উপাদানসংজ্ঞক তুষ্টি। ইহা 'সলিল' নামে সাংখ্যশাস্ত্রে অভিহিত।[৮৭] কাল যখন ফলদানে উন্মুখী হয়, তখন বিবেকসাক্ষাৎকার

৮৪। একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈরশক্তিরুদ্দিষ্টা।
সপ্তদশবধা বুদ্ধের্বিপর্যয়াত্তুষ্টিসিদ্ধীনাম্ ॥—সা. কা ৪৯

৮৫। আত্মার স্বরূপ, প্রকৃতির স্বরূপ, প্রকৃতির কার্য ইত্যাদি বিষয়ে শাস্ত্রার্থজ্ঞানকে 'শ্রবণ' বলা হয়। শ্রবণের পর মনন। শাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, সুযুক্তি দ্বারা তাহাকে প্রতিকূল তর্কের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকৃতভাবে গ্রহণকে 'মনন' বলা হয়। নিজের অনুমানে দোষ আছে কিনা—ইহা নিশ্চয়ের জন্য গুরু ও সতীর্থগণের সহিত আলোচনাও মনন। তাহার পর 'নিদিধ্যাসন' অর্থাৎ অনবরত ধ্যান। তাহার ফলে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে।

৮৬। কস্যচিদুপদেশঃ "বিবেকসাক্ষাৎকারো হি প্রকৃতিপরিণামভেদঃ। তঞ্চ প্রকৃতিরেব করোতি, কৃতং তে ধ্যানাভ্যাসেন, তস্মাদেবমেবাস্ব বৎসেতি।" সেয়মুপদেষ্টব্যস্ত শিষ্যস্ত প্রকৃতৌ তুষ্টিঃ প্রকৃত্যাখ্যা তুষ্টিঃ অম্ভঃ ইত্যুচ্যতে।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫০)

৮৭। প্রব্রজ্যায়াস্ত সা ভবতি, তস্মাৎ প্রব্রজ্যামুপাদদীথাঃ, কৃতং তে ধ্যানাভ্যাসেনায়ুষ্মন্নিত্যুপদেশে যা তুষ্টিঃ সোপাদানাখ্যা সলিলমুচ্যতে।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫০)

হয়—এই উপদেশে সময়ের উপর নির্ভর করিয়া যে সন্তোষ জন্মে, তাহা কাল-নামক তুষ্টি। ইহা 'মেঘ' নামে প্রসিদ্ধ।[৮৮] সৌভাগ্যবশতঃই বিবেকসাক্ষাৎকার হয়—এই উপদেশে ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া যে সন্তোষ উৎপন্ন হয়, তাহা ভাগ্যনামক তুষ্টি। ইহা 'বৃষ্টি' নামে পরিচিত।[৮৯] আবার বাহ্য তুষ্টি পাঁচ প্রকার। এই তুষ্টির হেতু বিষয়বৈরাগ্য। বিষয়বৈরাগ্যের হেতু পাঁচপ্রকার; সুতরাং বিষয়বৈরাগ্যও পাঁচপ্রকার। ভোগ্য শব্দাদি বিষয়ও পাঁচ প্রকার। বিষয়বৈরাগ্যের হেতু হইল—(১) অর্জন-ক্লেশ (২) রক্ষা-ক্লেশ (৩) ব্যয়জন্য মনঃকষ্ট (৪) ভোগ্য বস্তুর অপ্রাপ্তি ও ভোক্তার অশক্তি জন্য দুঃখ এবং (৫) হিংসা-দোষ।[৯০] ধনোপার্জনের জন্য বিবিধ উপায় উপার্জনকারীকে নানাভাবে পীড়া দেয়। এজন্য তাহার চিত্তে বিষয়বৈরাগ্য জাগ্রত হয়। অর্জনক্লেশ দেখিয়া বিষয়বৈরাগ্য জন্য যে তুষ্টি উৎপন্ন হয়, তাহা 'পার' নামে সাংখ্যদর্শনে বর্ণিত হইয়াছে।[৯১] অর্জিত ধন রাজা বলপূর্বক অধিকার করেন, চোরে চুরি করে, অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়। এই সমস্ত হইতে ধনকে রক্ষা করিবার জন্য অর্জনকারীকে প্রভূত ক্লেশ পাইতে হয়। এজন্য তাহার চিত্তে বিষয়-বিতৃষ্ণা জাগে। এইরূপ বিষয়-বিতৃষ্ণা জন্য সন্তোষ 'সুপার'-সংজ্ঞক তুষ্টি নামে প্রসিদ্ধ।[৯২] বহুকষ্টে উপার্জিত ধন ভোগের ফলে ক্ষয় হইয়া যায়। এই ক্ষয়ের কথা চিন্তা করিতে করিতে বিষয়ের প্রতি অনিচ্ছা আসে। ঈদৃশ বিষয়বৈরাগ্যজনিত তুষ্টি 'পারাপার' নামে উল্লিখিত হইয়াছে।[৯৩] অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন অগ্নি ক্রমশঃ অধিকতর বেগে জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ বিষয়োপভোগের ফলে ভোগী ব্যক্তির চিত্তে বিষয়-বাসনা অধিকতর বর্ধিত হইতে থাকে; কিন্তু কামনার অনুরূপ ভোগ্যবস্তু পাওয়া যায় না। এই অপ্রাপ্তিনিবন্ধন ভোগী ব্যক্তির চিত্তে বিষয়ের প্রতি ঘৃণা জন্মে। এইরূপ বৈরাগ্য জন্য তুষ্টি 'অনুত্তমাম্ভ' নামে প্রসিদ্ধ।[৯৪] আবার, যে কোনরূপ প্রাণিপীড়ন ব্যতীত বিষয়-

---

৮৮। সৈব কালপরিপাকমপেক্ষ্য সিদ্ধিস্তে বিধাস্যতি, অলমুত্তপ্ততয়া তবেত্যুপদেশে যা তুষ্টিঃ সা কালাখ্যা মেঘ উচ্যতে।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫০)

৮৯। তব ভাগ্যমেব হেতুর্নান্যদিত্যুপদেশে যা তুষ্টিঃ সা ভাগ্যাখ্যা বৃষ্টিরুচ্যতে।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫০)

৯০। অর্জনরক্ষণক্ষয়ভোগহিংসাদোষদর্শনহেতুজন্মান উপরমাঃ পঞ্চ ভবন্তি।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫০)

৯১। এবমস্ত্রেহপ্যর্জনোপায়া দুঃখা ইতি বিষয়োপরমে যা তুষ্টিঃ সৈষা পারমুচ্যতে।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫০)

৯২। তথার্জিতং ধনং......বিনঙ্ক্ষ্যতীতি তদ্রক্ষণে মহদ্দুঃখমিতি ভাবয়তো বিষয়োপরমে যা তুষ্টিঃ সা দ্বিতীয়া সুপারমুচ্যতে।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫০)

৯৩। তথা মহতায়াসেনার্জিতং ধনং ভুজ্যমানং ক্ষীয়তে ইতি তৎক্ষয়ং ভাবয়তো বিষয়োপরমে যা তুষ্টিঃ সা তৃতীয়া পারাপারমুচ্যতে।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫০)

৯৪। এবং শব্দাদিভোগাভ্যাসাদ্ বর্ধন্তে কামাঃ......ইতি ভোগদোষং ভাবয়তো বিষয়োপরমে যা তুষ্টিঃ সা চতুর্থী অনুত্তমাম্ভ উচ্যতে।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫০)

ভোগ সম্ভব হয় না। এই হিংসাদোষ দেখিয়া ভোগলোলুপ ব্যক্তির চিত্তে বিষয়বিতৃষ্ণা জন্মে। ঈদৃশ বৈরাগ্যোদ্ভূত তুষ্টি 'উত্তমাম্ভ' নামে পরিচিত।[৯৫] আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারি প্রকার এবং বাহ্য তুষ্টি পাঁচ প্রকার। সর্বসমেত নয় প্রকার তুষ্টি।[৯৬] মাঠরাচার্য এই নয় প্রকার তুষ্টির সংজ্ঞা দিয়াছেন—অম্ভ, সলিল, ওঘ, বৃষ্টি, তার, সুতার, সুনেত্র, সুমরীচ এবং উত্তমাম্ভসিক।[৯৭] ইহার কোন কোনটির সংজ্ঞা বাচস্পতি মিশ্রের প্রদত্ত সংজ্ঞা হইতে ভিন্ন।

(৪) সিদ্ধি :—প্রকৃতি ও পুরুষ বিষয়ে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে প্রকৃতি-পুরুষের ভেদসাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হইলে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক রূপ দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নাশ হয়। হেয় দুঃখত্রয়ের বিনাশসাধন হইল মুখ্য তিনটি সিদ্ধি। অপর পাঁচটি সিদ্ধি প্রধান সিদ্ধিত্রয়ের উপায়স্বরূপ বলিয়া সিদ্ধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সমুদায়ে সিদ্ধি আট প্রকার।[৯৮] প্রধান সিদ্ধিত্রয়ের সংজ্ঞা হইল প্রমোদ, মুদিত এবং মোদমান।[৯৯] শেষোক্ত পাঁচটি সিদ্ধির মধ্যে প্রথমটি হইল অধ্যয়ন অর্থাৎ যথাবিধি গুরুর মুখ হইতে অধ্যাত্মবিদ্যার অক্ষরস্বরূপগ্রহণ (বর্ণপাঠ)। এই সিদ্ধির নাম 'তার'।[১০০] দ্বিতীয় সিদ্ধি শব্দ—গুরুমুখনিঃসৃত অধ্যাত্মবিদ্যার শব্দার্থজ্ঞান। ইহা 'সুতার' নামে প্রসিদ্ধ। তৃতীয় সিদ্ধি উহ বা তর্ক; শাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, সুযুক্তি দ্বারা তাহাকে প্রতিকূল তর্কের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকৃতভাবে গ্রহণ। ইহাকে মননও বলা হয়। ইহা 'তারতার' নামে পরিচিত। চতুর্থ সিদ্ধি সুহৃৎপ্রাপ্তি—স্বকীয় শাস্ত্রার্থগ্রহণে দোষ আছে কিনা, ইহা নিশ্চয়ের জন্য স্বগুরু, স্বশিষ্য বা সতীর্থগণের সহিত আলোচনা। ইহা দ্বিতীয়বার মনন। ইহা 'রম্যক' নামে অভিহিত। পঞ্চম সিদ্ধি বিশুদ্ধ বিবেক-জ্ঞান। গুরুবাক্যে আস্থা রাখিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকৃতি-পুরুষের ভেদস্বরূপ পুনঃপুনঃ

৯৫। এবং নানুপহত্য ভূতানি বিষয়োপভোগঃ সম্ভবতীতি হিংসাদোষদর্শনাৎ বিষয়োপরমে যা তুষ্টিঃ সা পঞ্চমী উত্তমাম্ভ উচ্যতে।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫০)

৯৬। আধ্যাত্মিকাশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ।
বাহ্যা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ চ নব তুষ্টয়োঽভিমতাঃ।—সা. কা ৫০

৯৭। আসাং নবানামপি তুষ্টীনাং গ্রন্থান্তরে সংজ্ঞান্তরাণি। তদ্ যথা—অম্ভঃ, সলিলম্, ওঘো, বৃষ্টিঃ, তারং, সুতারং, সুনেত্রং, সুমরীচম্, উত্তমাম্ভসিকমিতি মাঠরঃ।—সা. কা ৫০

৯৮। উহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ।
দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ।—সা. কা ৫১

৯৯। তিস্রশ্চ মুখ্যাঃ সিদ্ধয়ঃ প্রমোদ-মুদিত-মোদমানাঃ।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫১)

১০০। বিধিবদ্ গুরুমুখাদধ্যাত্মবিদ্যানামক্ষরস্বরূপগ্রহণমধ্যয়নং প্রথমা সিদ্ধিস্তারমুচ্যতে।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫১)

চিন্তনের ফলে প্রকৃতি-পুরুষের ভেদসাক্ষাৎকার হয়। তখন নিখিল সংস্কার, সংশয় ও মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয় এবং বিবেকখ্যাতি স্বচ্ছ প্রবাহে অবস্থান করে। ইহা 'সদামুদিত' নামে প্রসিদ্ধ।[১০১] ভগবান্ পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—বিশুদ্ধ বিবেকখ্যাতি দুঃখত্রয়নাশের হেতুস্বরূপ।[১০২] এই পাঁচটি সিদ্ধি এবং দুঃখত্রয়ের নাশরূপ প্রধান তিনটি সিদ্ধি—উভয়ে মিলিয়া আট প্রকার সিদ্ধি।

বিপর্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি রূপ চারিপ্রকার প্রত্যয়সর্গের মধ্যে সিদ্ধি উপাদেয়। সিদ্ধির পরিপন্থী হওয়ায় বিপর্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি হেয়।[১০৩]

সিদ্ধির স্বরূপগুলি যেভাবে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বাচস্পতি মিশ্রের মতানুযায়ী। যুক্তিদীপিকায় সিদ্ধির স্বরূপগুলি কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যুক্তিদীপিকাকার বলেন, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম ব্যতিরেকে অভিপ্রেত বিষয় যখন স্বকীয়বিচারণাবলেই জানিতে পারা যায়, তখন তাহা উহ-রূপ প্রথম সিদ্ধি। ইহা 'তারক' নামে প্রসিদ্ধ; কারণ ইহা জীবকে সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করে। অভিপ্রেত বিষয় স্বয়ং জানিতে অসমর্থ হইয়া গুরুর উপদেশ হইতে যখন তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, তখন তাহা দ্বিতীয় সিদ্ধি (শব্দ)। ইহা 'সুতার' সংজ্ঞায় অভিহিত। কারণ ইহার দ্বারা জীবগণ সুখে ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়। যখন অন্যের উপদেশের দ্বারাও জ্ঞেয় বিষয় বোধগম্য হয় না, পরন্তু অধ্যয়নের ফলে তাহা সুবোধ্য হয়, তখন সেই সিদ্ধি 'তারয়ন্ত' নামে পরিচিত। ইহা তৃতীয় সিদ্ধি। প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় সাধনোপায়ের দ্বারা সিদ্ধিলাভের পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ রহিয়াছে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক রূপ দুঃখত্রয়। সুতরাং এই দুঃখত্রয়ের বিনাশও সিদ্ধিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সিদ্ধির বিঘ্নস্বরূপ আধ্যাত্মিক বায়ু, পিত্ত, কফ প্রভৃতিকে আয়ুর্বেদশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ার দ্বারা নাশ করিয়া পূর্বোক্ত সিদ্ধিত্রয়ের অন্যতমের দ্বারা যখন সাধ্যবিষয় লাভ করা যায়, তখন সেই চতুর্থ সিদ্ধি 'প্রমোদ' নামে অভিহিত হয়; কেননা জীবগণ নীরোগাবস্থায় সুখী হয়। সিদ্ধিপথের বিঘ্নস্বরূপ মনুষ্যাদিকৃত আধিভৌতিক দুঃখসমূহকে সাম, দান প্রভৃতি দ্বারা বা যতিধর্মের দ্বারা নিবৃত্ত করিয়া যখন পূর্বোক্ত সিদ্ধিত্রয়ের অন্যতমের দ্বারা জ্ঞেয়বিষয় লাভ করা যায়, তখন সেই পঞ্চম সিদ্ধি 'প্রমুদিত' নামে প্রসিদ্ধ; কারণ প্রাণিগণ অনুদ্বিগ্ন অবস্থায় হৃষ্ট হয়।

১০১। শব্দ ইতি পদং শব্দজনিতমর্থজ্ঞানমুপলক্ষয়তি। সা দ্বিতীয়া সিদ্ধিঃ সুতারমুচ্যতে। উহস্তর্কঃ আগমাবিরোধিন্যায়েনাগমার্থপরীক্ষণম্। * * সা তৃতীয়া সিদ্ধিস্তারতারমুচ্যতে। বোধপ্রকিতং মননমননমেবো-সুহৃৎসম্মতমিতি দ্বিতীয়ং মননমাহ সুহৃৎপ্রাপ্তিরিতি। * * সা সিদ্ধিশ্চতুর্থী রম্যকমুচ্যতে। দানঞ্চ শুদ্ধি-বিবেকজ্ঞানস্য। * * সেয়ং পঞ্চমী সিদ্ধিঃ সদামুদিতমুচ্যতে।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫১)

১০২। বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ।—যোগদর্শনম্ ২।২৬

১০৩। সিদ্ধেঃ পূর্বোঽঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ।—সা কা ৫১

আবার আধিদৈবিক শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্বকে স্বশক্তিতে দূর করিয়া প্রথমোক্ত সিদ্ধিত্রয়ের অন্যতমের দ্বারা যখন জ্ঞেয়বিষয় লব্ধ হয়, তখন সেই সিদ্ধি 'মোদমান' রূপে বর্ণিত হইয়াছে; কারণ শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্বের দ্বারা অনুদ্বিগ্ন প্রাণী তৃপ্তিলাভ করে। ইহা ষষ্ঠ সিদ্ধি। উপযুক্ত সম্মিত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন সন্দেহের নিবৃত্তি হয়, তখন সেই সপ্তম সিদ্ধি 'রম্যক' নামে পরিচিত; সদ্বন্ধুলাভ জগতে রমণীয়। দানের দ্বারা দুর্ভাগ্যকে নাশ করিয়া প্রথমোক্ত সিদ্ধিত্রয়ের অন্যতমের দ্বারা যখন জ্ঞেয়বিষয় লাভ করা যায়, তখন এই সিদ্ধি 'সদাপ্রমুদিত' নামে প্রসিদ্ধ; কারণ সৌভাগ্যশীল প্রাণী সদা প্রমুদিত হন। ইহা অষ্টম সিদ্ধি।[১০৪]

মাঠরাচার্য পূর্বোক্ত সিদ্ধিগুলির স্বরূপ অন্যভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মানুষের চিত্তে সুখ কি, আত্মার স্বরূপ কি, কি উপায়ে সুখ লাভ করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা জাগে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্বকীয়বিচারশক্তি দ্বারা, বা শাস্ত্রপাঠের ফলে, কিংবা গুরুর উপদেশ হইতে তাহার যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 'প্রধান, বুদ্ধি, অহঙ্কার, তন্মাত্রসমূহ, ইন্দ্রিয়বর্গ এবং পঞ্চভূত অন্য এবং আমি অন্য' —এইরূপ জ্ঞান যখন কোন ব্যক্তির স্বকীয়বিচারশক্তির দ্বারা উৎপন্ন হয়, তখন তাহার মোক্ষলাভ হয়। ইহা উহনামক প্রথম সিদ্ধি। অন্যের শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ করিয়া 'আমি অন্য এবং প্রকৃতি অন্য'—এইরূপ জ্ঞানোদয়ের ফলে যে মোক্ষলাভ করা যায়, তাহা শব্দনামক দ্বিতীয় সিদ্ধি। কারণ শব্দ হইতে এই সিদ্ধির উৎপত্তি। গুরুর নিকট সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানলাভের ফলে যখন মোক্ষলাভ করা যায়, তাহা

১০৪। তত্রোহো নাম যদা প্রত্যক্ষানুমানাগমব্যতিরেকেণাভিপ্রেতমর্থং বিচারণাবলেনৈব প্রতিপদ্যতে, সাঽস্যা সিদ্ধিঃ তারকমিত্যপদিশ্যতে—তারয়তি সংসারার্ণবাদিতি তারকম্। যদা তু স্বয়ং প্রতিপত্তৌ প্রতিহন্যমানো গুরূপদেশাৎ প্রতিপদ্যতে, সা দ্বিতীয়া সিদ্ধিঃ সুতারমিত্যপদিশ্যতে। কথম? সুখমনেনাল্পদেহেঽপি ভবসঙ্কটাৎ তরতীতি। যদা স্বস্তোপদেশাবগমনর্থঃ প্রতিপত্তুমধ্যয়নেন সাধয়তি সা তৃতীয়া সিদ্ধিঃ তারয়ন্তমিত্যপদিশ্যতে। * * এবাং তু সাধনোপায়ানাং প্রত্যনীকপ্রতিষেধায় দুঃখবিঘাতত্রয়ম্। দুঃখানি ত্রীণি আধ্যাত্মিকাদীনি। তত্র চাধ্যাত্মিকানাং বাতাদীনাং সিদ্ধিপ্রত্যনীকানামায়ুর্বেদক্রিয়ানুষ্ঠানেন বিঘাতং কৃত্বা পূর্বেষাং ত্রয়াণামন্যতমেন সাধয়তি সা চতুর্থী সিদ্ধিঃ প্রমোদমিত্যভিধীয়তে। কথম্? নিবৃত্তরোগা হি প্রাণিনঃ প্রমোদন্ত ইতি কৃত্বা। যদা ত্বাধিভৌতিকানাং নামুষাদিনিমিত্তানাং সিদ্ধিপ্রত্যনীকানাং সামাদিনা যতিধর্মানুগুণেন বোপায়েন পূর্বেষাং ত্রয়াণামন্যতমেন সাধয়তি, সা পঞ্চমী সিদ্ধিঃ প্রমুদিতমিত্যভিধীয়তে। কথম্? অনুদ্বিগ্নো হি প্রমুদিত ইতি কৃত্বা। যদা তু শীতাদীন্যাধিদৈবিকানি দ্বন্দ্বানি সিদ্ধিপ্রত্যনীকানি স্বধর্মানুরোধেন প্রতিহত্য পূর্বেষাং ত্রয়াণামন্যতমেন সাধয়তি, সা ষষ্ঠী সিদ্ধির্মোদমানমিত্যভিধীয়তে। কথম্? দ্বন্দ্বানুপহতা হি প্রাণিনো মোদন্ত ইতি কৃত্বা। সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ—যদা তু কুশলং সংস্পৃষ্টং সন্মিত্রমাশ্রিত্য সন্দেহনিবৃত্তিং লভতে, সা রম্যকমিতি সপ্তমী সিদ্ধিরপদিশ্যতে। রম্যো হি লোকে সন্মিত্রসম্পর্কঃ, তস্য সংজ্ঞায়াং রম্যমেব রম্যকম্। দানম্—যদা তু দৌর্ভাগ্যং দানেন অতীত্য পূর্বেষাং ত্রয়াণামন্যতমেন সাধয়তি, সাষ্টমী সিদ্ধিঃ সদাপ্রমুদিতমিত্যভিধীয়তে। সুভগো হি সদা প্রমুদিতো ভবতি। তস্মাদ্ দৌর্ভাগ্যনিবৃত্তিঃ সদাপ্রমুদিতম্। ইত্যেবমেতাঃ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ব্যাখ্যাতাঃ।—যুক্তি পৃঃ ১৬১-১৬২

অধ্যয়ন-রূপ তৃতীয় সিদ্ধি। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক রূপ দুঃখত্রয়ের দ্বারা অভিভূত ব্যক্তি আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক ভাবে দুঃখনাশের জন্য পূর্বোক্ত উহ, শব্দ বা অধ্যয়ন রূপ সাধনোপায় অবলম্বন করিয়া যখন মোক্ষলাভ করে, তখন এই দুঃখত্রয়ের নাশকেও সিদ্ধিত্রয়রূপে কল্পনা করা হয়। মন্দমতি ব্যক্তি সদ্‌গুরুর নিকট জ্ঞানলাভের জন্য গমন করে না। প্রত্যুপকারনিরপেক্ষ দয়াপরবশ সদ্‌বন্ধুর প্রধান-পুরুষ-ভিন্নতা-বোধক সদুপদেশে যদি সেই মন্দমতি ব্যক্তির মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, তখন তাহা সুহৃৎপ্রাপ্তি-রূপ সিদ্ধি নামে বর্ণিত হইয়াছে। আবাহন, সেবা এবং ভিক্ষাপাত্র, বস্ত্র, কমণ্ডলু প্রভৃতি দানের দ্বারা গুরুকে প্রীত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে যে মোক্ষলাভ হয়, তাহা দানরূপ অষ্টম সিদ্ধি। মাঠরাচার্যের মতে এই সিদ্ধিগুলির যথাক্রমে সংজ্ঞা হইল—তার, সুতার, তারতার, প্রমোদ, প্রমুদিত, মোহন, রম্যক এবং সদাপ্রমুদিত।[১০৫]

বিপর্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধির পঞ্চাশৎ প্রকার ভেদ বর্ণিত হইল। বিপর্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধিকে 'প্রত্যয়সর্গ' রূপে সাংখ্যদর্শনে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদিগকে প্রত্যয়সর্গের অন্তর্গত করিবার বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্র বলেন, 'প্রত্যয়সর্গ' অর্থে বুদ্ধিসর্গ। প্রত্যয় অর্থে বুদ্ধি। বিপর্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি হইল বুদ্ধিরই ধর্ম। এজন্য ইহাদিগকে প্রত্যয়সর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।[১০৬] মাঠরাচার্য বলেন, বুদ্ধি হইতে বিপর্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধির উৎপত্তি। এজন্য ইহারা প্রত্যয়সর্গের

১০৫। তত্র উহো নাম যথা কশ্চিৎ চিন্তয়তি, কিং পরং যাথাত্ম্যং, কিং নিঃশ্রেয়সম্, কিং কৃত্বা সুখং প্রাপ্যতে। এবমস্য চিন্তয়তো জ্ঞানমুৎপদ্যতে যতঃ শাস্ত্রতো গুরুতো বা। যৎ প্রধানবুদ্ধ্যহঙ্কারতন্মাত্রেন্দ্রিয়-ভূতান্যন্যানি অহমন্য ইতি ততো মোক্ষং গচ্ছতি, এষা উহসিদ্ধিঃ প্রথমা। * * শব্দো নাম যথা কস্যচিৎ পঠতঃ শব্দং শ্রুত্বা অন্যৎ প্রধানমন্যোঽহমিতি তন্মার্গপ্রবৃত্তিপ্রবুদ্ধো মোক্ষং গচ্ছতি ; এবমেষা দ্বিতীয়া সিদ্ধিঃ শব্দতঃ উৎপন্না। কশ্চিৎ গুরূপাসনয়া ততোঽধীত্যাবগম্য সকলং জ্ঞানমাপ্নোতি। তৃতীয়াধ্যয়নসিদ্ধিঃ সাংখ্যজ্ঞানমধীত্য সঞ্জাতা। এবমেতাস্তিস্রঃ সিদ্ধয়ঃ। দুঃখবিঘাতত্রয়মিতি। যথা কশ্চিদাদাবভিহিতাধ্যাত্মিকাদিদুঃখত্রয়েণাভি-ভূতোঽস্য প্রতীকারায় উহং শব্দমধ্যয়নং বা প্রতিপদ্য জ্ঞানমধিগম্য মোক্ষং যাতীতি দুঃখবিঘাতায় যত্ত্রোহাদিত্রয়মধি-কুরুতে তদপি সিদ্ধিত্রয়ম্। এবং ষট্‌সিদ্ধয়ঃ। কশ্চিদ্ দুর্মেধা গুরোঃ সকাশাৎ নাবধারয়তি। তৎ কেনচিৎ প্রত্যুপকারানপেক্ষেণ সুহৃদা :তস্মাৎ সংসারকূপাৎ উজ্জিহীর্ষুণা তদনুকূলতয়া কৃপাবতা সুগমবচোভির্বৈরাগ্যপূর্বকং গুণপুরুষান্তরোপলব্ধিরূপং সাংখ্যজ্ঞানমুপদিশতা সমুদ্ধৃতমালোক্যাহ ভগবান্ শাস্ত্রকারঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিরিতি। * * এষা সপ্তমী সিদ্ধিঃ। কশ্চিদাবাহনসংবাহনভিক্ষাপাত্রবস্ত্রচ্ছত্রকমণ্ডলুপ্রভৃতিদানেন গুরূনারাধ্য সাংখ্যমধিগম্য মোক্ষং গচ্ছতীত্যেষাঽষ্টমী সিদ্ধিঃ দানাদিভিরুপায়ৈর্নিষ্পন্না। আসামষ্টানাং পূর্বপ্রাচার্যসংজ্ঞাঃ—তারং সুতারং তারতারং প্রমোদং প্রমুদিতং মোহনং রম্যকং সদাপ্রমুদিতমিতি।—মাঠরঃ (সা. কা ৫১)

১০৬। প্রতীয়তেঽনেনেতি প্রত্যয়ো বুদ্ধিস্তস্য সর্গঃ। তত্র বিপর্যয়ো অজ্ঞানমবিদ্যা। সা চ বুদ্ধিধর্মঃ। অশক্তিরপি করণবৈকল্যহেতুকা বুদ্ধিধর্ম এব। তুষ্টিসিদ্ধী অপি বক্ষ্যমাণে বুদ্ধিধর্মাবেব।—বাচস্পতিঃ (সা. কা. ৪৬)

অন্তর্গত।[১০৭] যুক্তিদীপিকাকার প্রত্যয়সর্গের নানাপ্রকার অর্থোল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, যাহা প্রত্যয়পূর্বক অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্বক সর্গ, তাহা প্রত্যয়সর্গ। প্রাচীন সাংখ্যশাস্ত্র হইতে তিনি তাঁহার অনুকূলে প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। মাহাত্ম্য-শরীরিগণের মধ্যে ব্রহ্মা অন্যতম। মাহাত্ম্যশরীরসম্পন্ন দেবগণের বিষয়ে পূর্বে বলা হইয়াছে। দেহনাভান্তে নিজেকে একাকী দেখিয়া ব্রহ্মা মনে মনে চিন্তা করিলেন—'আমি পুত্রোৎপাদন করিব; তাহারা আমার অভিপ্রেত কর্ম সম্পন্ন করিবে'। তাঁহার এই ইচ্ছাশক্তি হইতে প্রবলতমোগুণ পঞ্চ দেবতা আবির্ভূত হইলেন। তাহাতে ব্রহ্মার তৃপ্তি হইল না। তখন তমোগুণযুক্ত অপর অষ্টাবিংশতিসংখ্যক দেবতার উৎপত্তি হইল। তাহাতেও তাঁহার সন্তুষ্টি হইল না। তখন সত্ত্বগুণসম্পন্ন অপর নয় দেবতার সৃষ্টি হইল। তাহাতেও ব্রহ্মার তৃপ্তি হইল না। তখন রজোগুণযুক্ত অপর অষ্টদেবতা উৎপন্ন হইলেন। এইভাবে ব্রহ্মার ইচ্ছাবশে চারিস্তরে দেবগণের উৎপত্তি হইল। ব্রহ্মার ইচ্ছাশক্তি হইতে এই দেবগণের উৎপত্তি বলিয়া ইহাদের সৃষ্টিকে প্রত্যয়সর্গ বলা হয়। মাহাত্ম্যশরীরিদেবগণ সাক্ষাৎ ভাবে কিছু উৎপন্ন করিতে পারেন না; পরন্তু তাঁহারা যাহাদের উৎপত্তি ইচ্ছা করেন, প্রকৃতি হইতে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এখানে চারিস্তরে উৎপন্ন দেবতাগণের বর্ণনা দ্বারা পঞ্চ বিপর্যয়, অষ্টাবিংশতি অশক্তি, নব তুষ্টি এবং অষ্টসিদ্ধির উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।[১০৮]

যুক্তিদীপিকায় শাস্ত্রান্তর হইতে যে উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন স্রোতঃ-সম্পন্ন দেবগণের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং বিভিন্ন স্রোতের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। যুক্তিদীপিকার মতে যাঁহারা ঊর্ধ্বস্রোতঃসম্পন্ন, তাঁহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রবল। যাঁহারা অর্বাক্‌স্রোতঃসম্পন্ন, তাঁহাদের মধ্যে রজোগুণ প্রবল। যাঁহারা তির্যক্‌স্রোতঃসম্পন্ন ও মুখ্যস্রোতঃসম্পন্ন, তাহাদের মধ্যে তমোগুণ প্রবল।[১০৯] সত্ত্বাদি-

---

১০৭। প্রত্যয়াৎ বুদ্ধেরুৎপন্নো যস্মাৎ তস্মাৎ প্রত্যয়সর্গ ইত্যুচ্যতে।—মাঠরঃ (সা. কা. ৪৬)

১০৮। প্রত্যয়ানাং সর্গঃ প্রত্যয়সর্গঃ পদার্থসর্গো লক্ষণসর্গ ইত্যর্থঃ। অথবা প্রত্যয়ো বুদ্ধিঃ নিশ্চয়োঽধ্যবসায় ইতি পর্যায়াঃ; তস্য সর্গোঽয়মতঃ প্রত্যয়সর্গঃ প্রত্যয়কার্যং প্রত্যয়ব্যাপার ইত্যর্থঃ। অথবা প্রত্যয়পূর্বকঃ সর্গঃ প্রত্যয়সর্গঃ বুদ্ধিপূর্বক ইত্যুক্তঃ। কথম্? এবং হি শাস্ত্রম্—'মহদাদিবিশেষান্তঃ সর্গো বুদ্ধিপূর্বকত্বাৎ। উৎপন্নকার্যকরণস্তু মাহাত্ম্যশরীর একাকিনমাত্মানমবেক্ষ্যাভিদধ্যৌ—হন্তাহং পুত্রান্ স্রক্ষ্যে যে মে কর্ম করিষ্যন্তি, যে মাং পরং চাপরং চ জ্ঞাস্যন্তি। তস্যাভিধ্যায়তঃ পঞ্চ মুখ্যস্রোতসো দেবাঃ প্রাদুর্বভূবুঃ। তেষূৎপন্নেষু ন তুষ্টিং লেভে, ততোঽন্যে তির্যক্‌স্রোতসোঽষ্টাবিংশতিঃ প্রজজ্ঞিরে। তেষপ্যস্য মতির্নৈব তস্থে। অথাপরে নবোর্ধ্বস্রোতসো দেবাঃ প্রাদুর্বভূবুঃ। তেষপ্যুৎপন্নেষু নৈব কৃতার্থমাত্মানং মেনে। ততোঽন্যেঽষ্টাবর্বাক্‌স্রোতসঃ উৎপেদুঃ। এবং তস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽভিধ্যানাদুৎপন্নস্তস্মাৎ প্রত্যয়সর্গঃ।' স বিপর্যয়াখ্যঃ, অশক্ত্যাখ্যঃ, তুষ্ট্যাখ্যঃ সিদ্ধ্যাখ্যশ্চেতি।—যুক্তি পৃঃ ১৫২

১০৯। সত্ত্ববহুলাস্তূর্ধ্বস্রোতসঃ, রজোবহুলা অর্বাক্‌স্রোতসঃ, তমোবহুলাস্তির্যক্‌স্রোতসো মুখ্যস্রোতসশ্চ।—যুক্তি পৃঃ ১৩৫

গুণের প্রাবল্যানুসারে এই চারিটি স্রোতের সৃষ্টি হয়। সমগ্র ভৌতিক সৃষ্টি এই চারিটি স্রোতের অন্তর্গত। উদ্ভিদ্ জগৎ এবং স্থাবর পদার্থসমূহ মুখ্যস্রোতের অন্তর্গত। তাহাদের মধ্যে তমোগুণ অত্যন্তভাবে প্রবল। তাহাদের বুদ্ধি এবং মুখ্য করণসমূহ তমোগুণে সমাচ্ছন্ন। এই নিম্নস্তরের সৃষ্ট পদার্থসমূহে পঞ্চ বিপর্যয় সহজাত; তাহারা বিপর্যয়াত্মক। পশু, পক্ষী এবং সরীসৃপ তির্যক্ স্রোতের অন্তর্গত; তাহাদের মধ্যেও তমোগুণ প্রবল; তবে স্থাবর পদার্থে তমোগুণের যাদৃশ প্রাবল্য দেখা যায়, পশু, পক্ষী বা সরীসৃপের মধ্যে তমোগুণের তাদৃশ প্রাবল্য দেখা যায় না। তাহাদের জীবন-স্রোতঃ তির্যগ্ভাবে অবস্থান করে; ইহা উর্দ্ধাভিমুখী নহে, নিম্নাভিমুখীও নহে। অষ্টাবিংশতি প্রকার অশক্তি ইহাদের মধ্যে সহজাত। দেবতাগণ উর্দ্ধস্রোতের অন্তর্গত। তাঁহাদের জীবনস্রোতঃ উর্দ্ধদিকে প্রবাহিত হয়; কেননা তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা সদাই বর্তমান। বিভিন্ন প্রকার তুষ্টি দেবতাগণের মধ্যে সহজাত। মনুষ্যগণ অর্বাক্‌স্রোতের অন্তর্গত। তাহাদের মধ্যে রজোগুণ প্রবল। তাহাদের জীবনস্রোতঃ নিম্নাভিমুখী। তাহারা সংসিদ্ধ্যাত্মক। মনুষ্যজীবনেই 'সিদ্ধি'লাভ সম্ভব। এজন্য মনুষ্যগণ তারক সুতার প্রভৃতি সিদ্ধিলাভে প্রবৃত্ত হয়। বর্ণিত চারি প্রকার প্রত্যয়সর্গের মধ্যে সিদ্ধি মোক্ষমার্গের সাধক এবং বিপর্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি মোক্ষপথের প্রতিবন্ধক। সিদ্ধিস্রোতের উৎস হইলেন প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি হইতে সিদ্ধির স্রোতঃ অনবরত প্রবাহিত হইতে থাকিলেও বিপর্যয়, অশক্তি ও তুষ্টিরূপ অবশিষ্ট প্রত্যয়সর্গের দ্বারা সেই স্রোতঃ বাধা প্রাপ্ত হয়। এজন্য সকল স্তরের সৃষ্টিতে সিদ্ধি উৎপন্ন হয় না। কেবলমাত্র মনুষ্যগণই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়।[১১০]

জ্ঞানাদির শ্রেণীবিভাগ

ভাবসর্গে বুদ্ধির ধর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি আটটি ধর্মের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের শ্রেণীবিভাগ বিষয়ে সাংখ্যাচার্যগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

আচার্য পঞ্চাধিকরণের মতে জ্ঞান দ্বিবিধ:—প্রাকৃতিক ও বৈকৃতিক। আবার প্রাকৃতিক জ্ঞান তিন প্রকার:—তত্ত্বসমকাল, সাংসিদ্ধিক ও আভিষ্যন্দিক। 'তত্ত্বসম' জ্ঞান অর্থে প্রকৃতি হইতে বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে আবির্ভূত

১১০। নিত্যপ্রবৃত্তস্যাপি প্রধানাৎ সিদ্ধিস্রোতসো বিপর্যয়াশক্তিতুষ্টিপ্রতিবন্ধাৎ সর্বপ্রাণিষ্বপ্রবৃত্তির্ভবতি। বিপর্যয়াৎ তাবৎ স্থাবরেষু, তে হি মুখ্যাঃ স্রোতসো বিপর্যয়াত্মানঃ। অশক্তেঃ তির্যক্ষু, তে হি তির্যক্‌স্রোতসোঽশক্ত্যাত্মানঃ। তুষ্টের্দেবেষু, তে হ্যূর্ধ্বস্রোতসস্তুষ্ট্যাত্মানঃ। মানুষাস্ত্বর্বাক্‌স্রোতসঃ সংসিদ্ধ্যাত্মানঃ। তস্মাৎ ত এব তারকাদিষু প্রবর্তন্তে। সত্ত্বরজস্তমসাং চাঙ্গাঙ্গিভাবনিয়মাদ্ বিপর্যয়াশক্তিতুষ্টিভিঃ প্রতিহন্যন্ত ইতি ন সর্বেষাং সর্বদা সিদ্ধির্ভবতি।—যুক্তি পৃঃ ১৬৩

জ্ঞান। 'সাংসিদ্ধিক' জ্ঞান অর্থে ইন্দ্রিয়সমন্বিত পঞ্চভূতাত্মক শরীরের উৎপত্তির সমকালেই তাহাতে আবির্ভূত জ্ঞান; যেমন পরমর্ষি কপিলের জ্ঞান। আবার ইন্দ্রিয়বর্গান্বিত পাঞ্চভৌতিক দেহে বর্তমান জ্ঞান বহিঃপ্রকাশের জন্য যখন কারণান্তরকে অপেক্ষা করে, তখন ঐ জ্ঞানের সংজ্ঞা হইল আভিষ্যন্দিক। বৈকৃত জ্ঞান দ্বিবিধ—স্ববৈকৃত এবং পরবৈকৃত। স্ববৈকৃত জ্ঞান হইতে 'তারক'-নামক সিদ্ধি লব্ধ লয়; পরবৈকৃত জ্ঞান হইতে অবশিষ্ট সাতটি সিদ্ধি-প্রাপ্তি ঘটে। জ্ঞানের শ্রেণীভেদ যেরূপ, ধর্মাদিরও শ্রেণীভেদ সেইরূপ [১১১]

আচার্য বিন্ধ্যবাসী জ্ঞানের তত্ত্বসম ও সাংসিদ্ধিক রূপ স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে জ্ঞান স্বতঃ প্রবৃত্ত হয় না। ইহা সহজাত নহে, কিন্তু অর্জনের বিষয়। তিনি বলেন, ঋষি কপিলের দেহোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান প্রকাশ পায় নাই। কপিলের জন্মগ্রহণের পরবর্তী কালে গুরুমুখ হইতে শ্রবণের ফলে তাঁহার জ্ঞান লাভ হইয়াছিল। কপিলের গুরুমুখ হইতে শ্রবণের পর জ্ঞানলাভ বিষয়ে উপনিষদেও প্রমাণ আছে।[১১২] সুতরাং বিন্ধ্যবাসীর মতে বিদ্যমান পদার্থকে প্রকাশিত করিবার জন্য নিমিত্ত কারণের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এই নিমিত্ত কারণ অবিদ্যমান পদার্থকে কখনও উৎপন্ন করিতে পারে না। পরমর্ষি কপিলের সহিত সাধারণ ব্যক্তির পার্থক্য এই যে, কপিলের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হেতু তাঁহার জ্ঞানের দ্রুত বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছিল; কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে তমোগুণের আধিক্যবশতঃ জ্ঞানের প্রকাশপথে প্রবল বাধা রহিয়াছে। সুতরাং বিন্ধ্যবাসীর মতে জ্ঞানের দুইটি বিভাগ :—প্রাকৃতিক ও বৈকৃতিক। প্রাকৃতিক জ্ঞানের তত্ত্বসম ও সাংসিদ্ধিক রূপ তিনি স্বীকার করেন না; কেবল আভিষ্যন্দিক রূপ স্বীকার করেন। বৈকৃতিক জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে পতঞ্জলির সহিত তাঁহার মতের সামঞ্জস্য রহিয়াছে।[১১৩]

যুক্তিদীপিকাকার বলেন, আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে বুদ্ধির ধর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি আটটি

১১১। পঞ্চাধিকরণস্য তাবদ্ দ্বিবিধং জ্ঞানম্—প্রাকৃতিকং বৈকৃতিকঞ্চ। প্রাকৃতিকং ত্রিবিধম্—তত্ত্বসমকালং সাংসিদ্ধিকমাভিষ্যন্দিকঞ্চ। তত্র তত্ত্বসমকালং—সংহতশ্চ মহাংস্তত্ত্বাত্মনা মহতি প্রত্যয়ো ভবতি। উৎপন্নকার্যকরণস্য তু সাংসিদ্ধিকমাভিষ্যন্দিকঞ্চ ভবতি। সাংসিদ্ধিকং যৎ সংহতব্যূহসমকালং নিষ্পদ্যতে যথা পরমর্ষের্জ্ঞানম্। আভিষ্যন্দিকঞ্চ সংসিদ্ধকার্যকরণস্য কারণান্তরেণোৎপদ্যতে। বৈকৃতং তু দ্বিবিধম্—স্ববৈকৃতং পরবৈকৃতঞ্চ। স্ববৈকৃতং তারকম্, পরবৈকৃতং সিদ্ধ্যন্তরাণি। * * যথা জ্ঞানমেবং ধর্মাদয়োঽপীতি।—যুক্তি পৃঃ ১৪৭-১৪৮

১১২। ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৫।২

১১৩। বিন্ধ্যবাসিনস্তু নাস্তি তত্ত্বসমং সাংসিদ্ধিকঞ্চ। কিং তর্হি সিদ্ধিরূপমেব। তত্র পরমর্ষেরপি সর্গসংঘাতব্যূহোত্তরকালমেব জ্ঞানং নিষ্পদ্যতে, যস্মাদ্ গুরুমুখাভিপ্রতিপত্তেঃ প্রতিপৎস্যত ইত্যপীত্যাহ—সিদ্ধং নিমিত্তং নৈমিত্তিকস্যানুগ্রহং কুরুতে, নাপূর্বমুৎপাদয়তীতি নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবশ্চৈবমুপপদ্যতে। তত্র পরমর্ষেঃ পটুঃ সূক্ষ্মং, অন্যেষাং ক্লিষ্ট ইত্যয়ং বিশেষঃ। সর্বেষামেব তু তারকান্তবিশিষ্টম্।—যুক্তি পৃঃ ১৪৮

ধর্ম তিন শ্রেণীতে বিভক্ত :—সাংসিদ্ধিক, প্রাকৃতিক ও বৈকৃতিক। 'সাংসিদ্ধিক' রূপ শ্রেণীবিভাগের দ্বারা ঈশ্বরকৃষ্ণ পঞ্চাধিকরণের 'তত্ত্বসমকাল' রূপ জ্ঞানাদির শ্রেণীভেদকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। যুক্তিদীপিকাকার বলেন, 'তত্ত্বসম' রূপ জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্ভব নহে। কারণ সাংখ্যমতে পুরুষ বুদ্ধিগত জ্ঞান-সুখ-দুঃখাদি অনুভব করেন। যদি প্রকৃতি হইতে বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানের অনুভব কিরূপে সম্ভব হইবে? কেননা, পুরুষ যখন ভূতেন্দ্রিয়সমন্বিত দেহের সহিত সম্বদ্ধ হন, তখনই তাঁহার বুদ্ধিগত জ্ঞানসুখাদির অনুভব সম্ভব হয়। তাছাড়া, বস্তুনিচয়ের সহিত সংযুক্ত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বুদ্ধিতে জ্ঞানোদয় হয়। যদি প্রকৃতি হইতে বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে তত্ত্বান্তরের এবং ইন্দ্রিয়বর্গসমন্বিত ভৌতিক দেহের উৎপত্তি অনর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং 'তত্ত্বসম' রূপ জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে না। আবার কপিলের জন্মগ্রহণের পরবর্তী কালে গুরুমুখ হইতে শ্রবণের পর তাঁহার জ্ঞানলাভ ঘটিয়াছিল—বিন্ধ্যবাসীর এই মতও ঈশ্বরকৃষ্ণ স্বীকার করেন না; ইহা ঈশ্বরকৃষ্ণের জ্ঞানের 'সাংসিদ্ধিক' রূপ শ্রেণীবিভাগ হইতে প্রতীত হয়। ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে কপিলের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হেতু তাঁহার জ্ঞান স্বতঃই প্রকাশ পায়; তাহা কালান্তরের অপেক্ষা রাখে না; কারণ কপিলের মধ্যে রজঃ ও তমোগুণের সম্পূর্ণ অভাব হেতু জ্ঞানের প্রকাশপথে কোন বাধা ছিল না।[১১৪] কপিলের জ্ঞান সহজাত। প্রদীপের সহিত আলোকের সম্বন্ধের ন্যায় তাঁহার সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ; ইহা নিমিত্ত কারণকে অপেক্ষা করে না। পরমর্ষি কপিলের মধ্যে যেরূপ জ্ঞান সাংসিদ্ধিক, এইভাবে ভৃগুপ্রভৃতির ধর্ম, মাহাত্ম্যশরীরিগণের ঐশ্বর্য, সনক প্রভৃতির বৈরাগ্য, যক্ষরাক্ষস প্রভৃতির অধর্ম, মনুষ্যগণের অনৈশ্বর্য; এবং পশুগণের অবৈরাগ্যও সাংসিদ্ধিক।[১১৫]

ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে প্রাকৃতিক জ্ঞান অব্যক্তাকারে অবস্থান করে; তবে তাহা প্রকাশের

১১৪। যস্ত সত্ত্বপ্রধানং কার্যকরণং স পরমর্ষিঃ। যস্ত সত্ত্বরজোবহুলং স মাহাত্ম্যশরীরঃ।—যুক্তি পৃঃ ৮৮

১১৫। আচার্য আহ ত্রিবিধা ভাবাঃ—সাংসিদ্ধিকাঃ প্রাকৃতিকা বৈকৃতিকাশ্চেতি। তত্র সাংসিদ্ধিকগ্রহণাৎ তত্ত্বসমকালং প্রত্যাচষ্টে, নৈব তদস্তীতি। কথম্? যদি হি তথা স্যাৎ তত্ত্বান্তরানুৎপত্তিঃ সংঘাতো বুদ্ধ্যানর্থকঃ স্যাৎ। মহত্ত্বাৎপন্নং জ্ঞানং তত্রৈবোপলব্ধমিতি কঃ সংঘাতার্থঃ। তথা চ স্বদেহো নোপপদ্যতে প্রতিবন্ধাভাবাৎ। ন হ্যস্য কার্যকারণব্যূহসমকালং জ্ঞানোৎপত্তৌ কশ্চিৎ প্রতিবন্ধোঽস্তি, যতঃ কালান্তরং প্রতীক্ষেত। তস্মাদস্য সহৈব কার্যকারণাভ্যাং জ্ঞানমভিনিষ্পদ্যতে প্রদীপপ্রকাশবদিত্যতঃ সাংসিদ্ধিকম্। অন্যেষান্তু সত্ত্বভাগোদ্রেকাৎ কালান্তরেণ প্রকৃত্যভিব্যক্ত্যাদ্ আগিতি ভবতি—কৃষ্ণসর্পদর্শনবৎ; তৎ প্রাকৃতম্। বৈকৃতন্তু দ্বিবিধং পূর্ববৎ। যথা চ পরমর্ষেঃ জ্ঞানং সাংসিদ্ধিকমেবং মাহাত্ম্যশরীরস্যৈশ্বর্যম্, ভৃগ্বাদীনাং ধর্মঃ, সনকাদীনাং বৈরাগ্যম্, অধর্মো যক্ষরক্ষঃপ্রভৃতীনাম্, অনৈশ্বর্যং ষট্‌সিদ্ধিক্ষয়কালোৎপন্নানাং মানুষাণাম্, তিরশ্চাং চ রাগোঽজ্ঞানং পরমর্ষিবর্জ্যানাম্।—যুক্তি পৃঃ ১৪৮

জন্য বাহিরের কোন কারণ বা উত্তেজনাকে অপেক্ষা করে। যেরূপ পথের মধ্যে বিষধর সর্প দেখিলে পথিক আকস্মিকভাবে এবং দ্রুতবেগে পলায়ন করে, প্রাকৃতিক জ্ঞানাদিও সেইরূপ বাহিরের উত্তেজনা বশে অস্বাভাবিকরূপে এবং দ্রুতবেগে প্রকাশ পায়। সাংসিদ্ধিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাহিরের কোন কারণের অপেক্ষা থাকে না; কিন্তু প্রাকৃতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাহিরের কারণের অপেক্ষা থাকে; যেমন পরমর্ষি কপিলের সংস্পর্শবশে ভগবান্ আসুরির মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে বৈরাগ্যোদয় হইয়াছিল। এখানে আসুরির বৈরাগ্যোদয় বিষয়ে কপিল হইলেন বহিঃকারণ। কপিলের সংস্পর্শে আসুরির বৈরাগ্যোদয়ের পথে সকল বাধা দূরীভূত হইয়াছিল এবং আসুরির মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। এইভাবে মহেশ্বরের সংস্পর্শে নন্দীর ঐশ্বর্য এবং অগস্ত্যের সংসর্গলাভের ফলে নহুষের ধর্মোদয় হইয়াছিল।[১১৬]

বৈকৃত বা বৈকৃতিক জ্ঞানাদি আমাদিগের ন্যায় সাধারণ জীবের মধ্যে দেখা যায়। সাধারণ জীবের মধ্যে তমোগুণ প্রবল। তাহারা নিজের চেষ্টা বলে বুদ্ধির জড়ভাব দূর করিতে চেষ্টা করে। সত্ত্বগুণ তাহাদিগের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে থাকে এবং তাহার ফলে জ্ঞানাদি প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে।[১১৭] সাংসিদ্ধিক ও প্রাকৃতিক জ্ঞানাদির ক্ষেত্রে সত্ত্বগুণের স্রোতঃ প্রকৃতি হইতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে; কিন্তু বৈকৃতিক জ্ঞানাদির ক্ষেত্রে সত্ত্বগুণের পরিমাণ অল্প এবং ইহা বুদ্ধি হইতে প্রবাহিত হইতে থাকে। বুদ্ধি শূন্যনদীস্বরূপ—আচার্য পঞ্চাধিকরণের এই মত ঈশ্বরকৃষ্ণ স্বীকার করেন না। ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেন, বুদ্ধিতত্ত্ব একেবারে শূন্য নহে। ইহা উভয়পার্শ্বের ভূমিকে কিয়ৎপরিমাণে জলার্দ্র করিতে পারে; কিন্তু ইহা উভয়কূলকে প্লাবিত করিতে পারে না; তাহা হইলে ইহা একেবারে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে যখন ধর্মাদি ভাবের অস্বাভাবিক প্রকাশ দেখা যায়, তখন সত্ত্বপ্রবাহ প্রকৃতি হইতে বহিতে থাকে; কিন্তু যাহারা স্বকীয় চেষ্টাবলে জ্ঞানাদির প্রতিবন্ধক তমোগুণকে দূর করিতে চেষ্টা করে, তাহাদের ক্ষেত্রে সত্ত্বপ্রবাহ বুদ্ধি হইতেই বহিতে আরম্ভ করে।[১১৮] বার্ষগণ্যের মতের সহিত ঈশ্বরকৃষ্ণের মতের সামঞ্জস্য দেখা যায়। বার্ষগণ্য বলেন, যখন করণসমূহ অস্বাভাবিকভাবে কার্য করে, তখন সত্ত্বপ্রবাহ প্রকৃতি

১১৬। প্রাকৃতাস্তু তদ্ যথা—বৈরাগ্যং ভগবদাসুরেঃ। তস্য হি পরমর্ষিসম্ভাবনাৎ উৎপন্নো ধর্মঃ, অশুদ্ধিঃ প্রতিবন্ধিতাবাদপরাগান। তস্তামপহৃতায়াং প্রকৃতেঃ শুদ্ধিস্রোতঃ প্রবৃত্তং যেনানুগৃহীতো দুঃখত্রয়াভিঘাতাদুৎপন্নজিজ্ঞাসঃ প্রব্রজিতঃ। তথা মহেশ্বরসম্পর্কাৎ নন্দিন ঐশ্বর্যম্, নহুষস্যাগস্ত্যসম্পর্কাৎ ধর্ম ইত্যাদি।—যুক্তি পৃঃ ১৪৮

১১৭। বৈকৃতাস্তু ভাবা অস্মদাদীনাম্।—যুক্তি পৃঃ ১৪৮

১১৮। তথা করণং নির্লিখিতস্বরূপং শূন্যগ্রামনদীকল্পম্, প্রাকৃতবৈকৃতিকানি তু জ্ঞানানি প্রেরকাঙ্গসংগৃহীতানি প্রধানাদাগচ্ছন্তি চেতি পঞ্চাধিকরণঃ, ন তু তথেত্যন্যে।—যুক্তি পৃঃ ১০৮

হইতে বহিতে থাকে ; কিন্তু সাধারণক্ষেত্রে সত্ত্বস্রোতঃ বুদ্ধি হইতেই প্রবাহিত হয়।[১১৯] করণসমূহ সর্বদা অন্তঃশক্তিতে কার্য করে—পতঞ্জলির এই মত ঈশ্বরকৃষ্ণ স্বীকার করেন না। আবার করণসমূহ সর্বদা বহিঃশক্তিবলে কার্য করে—পঞ্চাধিকরণের এই মতও তিনি অস্বীকার করেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ উভয়মতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন।[১২০]

যুক্তিদীপিকায় বুদ্ধির জ্ঞানাদি ধর্মের সাংসিদ্ধিক, প্রাকৃতিক ও বৈকৃতিক রূপে যেরূপ শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, মাঠরাচার্যও প্রায় ঐভাবে উহাদের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। মাঠরাচার্য বলেন, সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন ভগবান্ কপিলের জন্মসহজাত ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য ভাব সাংসিদ্ধিক। ইন্দ্রিয়সমন্বিত পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণের পর সনক প্রভৃতির ষোড়শবর্ষ বয়সে অকস্মাৎ উৎপন্ন ধর্মাদি প্রাকৃতিক। পক্ষান্তরে আচার্যাদির নিকট হইতে শিক্ষালাভের পর উৎপন্ন জ্ঞানাদি বৈকৃতিক। আচার্যের নিকট হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য হইতে ধর্ম এবং ধর্ম হইতে ঐশ্বর্য লাভ ঘটে। সাধারণ জীবের মধ্যে বৈকৃতিক জ্ঞানাদি দেখা যায়।[১২১] যুক্তিদীপিকাকারের সহিত মাঠরের কিঞ্চিৎ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যুক্তিদীপিকার মতে প্রাকৃতিক জ্ঞানাদির উৎপত্তিকালে নিমিত্ত কারণের অপেক্ষা থাকে ; কিন্তু মাঠরাচার্য প্রাকৃতিক জ্ঞানাদির ক্ষেত্রে ঐরূপ কোন নিমিত্ত কারণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না। মাঠরাচার্যও জ্ঞানাদিকে সাংসিদ্ধিক, প্রাকৃতিক ও বৈকৃতিক—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

আচার্য গৌড়পাদ বুদ্ধির ধর্মাদি ভাবকে সাংসিদ্ধিক, প্রাকৃতিক ও বৈকৃতিক রূপে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। সাংসিদ্ধিক, প্রাকৃতিক ও বৈকৃতিক জ্ঞানাদির

১১৯। করণানাং মহতী স্বভাবাতিবৃত্তিঃ প্রধানাৎ স্বল্পা চ স্বত ইতি বার্ষগণ্যাঃ।—যুক্তি পৃঃ ১০৮

১২০। এবং ত্রিবিধভাবপরিগ্রহাৎ স্বাচার্যস্তু ন সর্বং স্বতঃ পতঞ্জলিবৎ, ন সর্বং পরতঃ পঞ্চাধিকরণবৎ। কিন্তর্হি ? মহতী স্বভাবাতিবৃত্তিঃ প্রকৃতিতোঽল্পা স্বতো বিকৃতিতঃ।—যুক্তি পৃঃ ১৪৮-১৪৯

১২১। ত্রিবিধা ভাবাশ্চিন্ত্যন্তে। তত্র কেচিৎ সাংসিদ্ধিকাঃ, কেচিৎ প্রাকৃতিকাঃ, কেচিদ্ বৈকৃতাঃ। তত্র সাংসিদ্ধিকাস্তাবৎ। যথা কপিলস্য ভগবতঃ পরমর্ষেরাদিসর্গে উৎপন্নস্য ইমে চত্বারো ভাবাঃ সহোৎপন্না ধর্মো জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্যমিতি। এতে সাংসিদ্ধিকা উচ্যন্তে। প্রাকৃতিকা নাম ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ কিল সনকাদয়ো বভূবুঃ। তেষামুৎপন্নকার্যকারণানাং শরীরবতাং ষোড়শবর্ষাণামেবৈতে চত্বারো ভাবা অকস্মাদেবোৎপন্না নিধিদর্শনবৎ। এতে চ প্রাকৃতিকা ভাবা উচ্যন্তে। বৈকৃতিকা যথা—আচার্যাদিমূর্তিমধিকৃত্য উৎপন্না বৈকৃতিকা ইত্যুচ্যন্তে। আচার্যং নিমিত্তং কৃত্বা জ্ঞানমুৎপদ্যতে। জ্ঞানাৎ বৈরাগ্যং, বৈরাগ্যাৎ ধর্মো, ধর্মাদৈশ্বর্যম্। এবমেতে চত্বারো ভাবা অস্মদাদিষ্বপি বর্তন্তে। তদেবং বৈকৃতা ইত্যুচ্যন্তে। এবমেতে ত্রিধা ভাবা ব্যাখ্যাতাঃ।—মাঠরাচার্যঃ (সা. কা. ৪৩)

২৯

যে বর্ণনা তিনি দিয়াছেন, তাহা মাঠরাচার্যের অনুরূপ। গৌড়পাদভাষ্যের ভাষাও অনেকাংশে মাঠর-বৃত্তির ভাষার সহিত সমান।[১২২]

বাচস্পতি মিশ্র বুদ্ধির জ্ঞানাদি ধর্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—সাংসিদ্ধিক ও অসাংসিদ্ধিক। সাংসিদ্ধিকের নামান্তর প্রাকৃতিক অর্থাৎ স্বাভাবিক। অসাংসিদ্ধিকের সংজ্ঞান্তর বৈকৃত অর্থাৎ নৈমিত্তিক। সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন আদিবিদ্বান্ কপিলের উৎপন্ন ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য হইল সাংসিদ্ধিক বা প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে যে ধর্মজ্ঞানাদি উপাসনাদি উপায়ের অনুষ্ঠানের দ্বারা লভ্য, তাহা অসাংসিদ্ধিক বা নৈমিত্তিক বা বৈকৃত; যেমন মহর্ষি বাল্মীকি প্রভৃতির উৎপন্ন জ্ঞানাদি। বাচস্পতির মতে অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য হইল অসাংসিদ্ধিক। ইহারা স্বাভাবিক হইতে পারে না; পরন্তু ইহারা নৈমিত্তিক।[১২৩] যুক্তিদীপিকার ব্যাখ্যানুসারে অজ্ঞান, অধর্ম, অবৈরাগ্য প্রভৃতি সাংসিদ্ধিক হইতে পারে; যেমন যক্ষরাক্ষসগণের অধর্ম, পশুগণের অবৈরাগ্য ইত্যাদি সহজাত বলিয়া সাংসিদ্ধিক।

বাচস্পতি মিশ্র বুদ্ধিনিষ্ঠ ধর্ম জ্ঞান প্রভৃতি আটটি ভাবকে যেরূপ সাংসিদ্ধিক ও অসাংসিদ্ধিক রূপে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, সেইরূপে শরীরনিষ্ঠ কলল প্রভৃতি আটটি অবস্থাকেও সাংসিদ্ধিক বা স্বাভাবিক এবং অসাংসিদ্ধিক বা নৈমিত্তিক রূপে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কলল প্রভৃতি আটটি অবস্থা যথা :—কলল—চর্মাকার গর্ভবেষ্টন। গর্ভধারণের পর পঞ্চরাত্রে ইহার উৎপত্তি। (২) বুদ্বুদ—সূক্ষ্মস্ফোট; সপ্তরাত্রে ইহার উৎপত্তি। (৩) মাংসপেশী—রক্তমাংসাত্মক পিণ্ড। গর্ভধারণের দুই সপ্তাহ পরে ইহার উৎপত্তি। (৪) হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গ এবং অঙ্গুলাদি প্রত্যঙ্গ-সমুদয়, (৫) বাল্য, (৬) কৌমার, (৭) যৌবন ও (৮) বার্ধক্য। বাচস্পতি মিশ্র বলেন, এই কলল প্রভৃতি আটটি অবস্থার প্রথম চারিটি জীবগণের গর্ভমধ্যে অবস্থান-কালে উৎপন্ন হয় বলিয়া সাংসিদ্ধিক বা স্বাভাবিক। কিন্তু বাল্য, কৌমার, যৌবন

১২২। ভাবাস্ত্রিবিধাশ্চিন্ত্যন্তে—সাংসিদ্ধিকাঃ প্রাকৃতাঃ বৈকৃতাশ্চ। তত্র সাংসিদ্ধিকা যথা—ভগবতঃ কপিলস্যাদিসর্গে উৎপদ্যমানস্য চত্বারো ভাবাঃ সহোৎপন্না ধর্মো জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্যমিতি। প্রাকৃতাঃ কথ্যন্তে—ব্রহ্মণশ্চত্বারঃ পুত্রাঃ সনক-সনন্দন-সনাতন-সনৎকুমারা বভূবুঃ। তেষামুৎপন্নকার্যকারণানাং শরীরিণাং ষোড়শ-বর্ষাণামেতে ভাবাশ্চত্বারঃ সমুৎপন্নাঃ; তস্মাদেতে প্রাকৃতাঃ। তথা বৈকৃতা যথা—আচার্যমূর্তিং নিমিত্তং কৃত্বাঽস্মদাদীনাং জ্ঞানমুৎপদ্যতে, জ্ঞানাদ্ বৈরাগ্যং, বৈরাগ্যাদ্ ধর্মঃ, ধর্মাদৈশ্বর্যমিতি। আচার্যমূর্তিরপি বিকৃতিরিতি; তস্মাদ্ বৈকৃতা এতে ভাবা উচ্যন্তে।—গৌড়পাদভাষ্যম্ (সা, কা, ৪৩)

১২৩। সাংসিদ্ধিকাশ্চ ভাবাঃ প্রাকৃতিকা বৈকৃতাশ্চ ধর্মাদ্যাঃ। দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িণঃ।—সাংখ্যকারিকা ৪৩। অত্র বাচস্পতিঃ—বৈকৃতাঃ নৈমিত্তিকাঃ। প্রাকৃতিকা স্বাভাবিকাঃ সাংসিদ্ধিকা ভাবাঃ। যথা সর্গাদাবাদি-বিদ্বান্ ভগবান্ কপিলো মহামুনির্ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্যসম্পন্নঃ প্রাদুর্বভূবেতি স্মরন্তি। বৈকৃতাশ্চ ভাবা অসাংসিদ্ধিকাঃ উপায়ানুষ্ঠানোৎপন্নাঃ। যথা প্রাচেতসপ্রভৃতীনাং মহর্ষীণাম্। এবম অধর্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্যাণ্যপি।

ও বার্ধক্য রূপ শেষোক্ত চারিটি অবস্থার হেতু হইল পানভোজনকৃত শরীরের উপচয় ও অপচয়। এজন্য শেষোক্ত চারটি অবস্থা অসাংসিদ্ধিক বা নৈমিত্তিক।[১২৪]

যুক্তিদীপিকায় শরীরনিষ্ঠ কলল প্রভৃতি আটটি অবস্থার সবগুলিই বৈকৃত বা নৈমিত্তিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে যুক্তিদীপিকাকার চতুর্দশ ভুবনের সমস্ত শরীরকে সাংসিদ্ধিক, প্রাকৃতিক ও বৈকৃত রূপে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। যে সকল দেহ স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়, তাহারা সাংসিদ্ধিক; গ্রহ, তারকা প্রভৃতির আকৃতি সাংসিদ্ধিক। মহেশ্বর, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি মাহাত্ম্যশরীরী দেবগণের অভিমানবশে যে সকল দেহ উৎপন্ন হয়, তাহারা প্রাকৃত। মাহাত্ম্য-শরীরী দেবগণের ইচ্ছাবশে প্রকৃতি হইতে এই সকল দেহের উৎপত্তি হয়। যে সকল আকৃতি নৈমিত্তিক, তাহারা বৈকৃত। কলল প্রভৃতি হইল বৈকৃত। গর্ভবতী নারী দুগ্ধপানের ফলে গৌরবর্ণ পুত্র প্রসব করেন—আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এইরূপ বর্ণনা আছে; সুতরাং এই সকল আকৃতি নিমিত্তজনিত হওয়ায় নৈমিত্তিক।[১২৫]

তত্ত্বসর্গ, ভাবসর্গ ও প্রত্যয়সর্গের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ যুক্তিদীপিকায় আলোচিত হইয়াছে। যুক্তিদীপিকাকার বলেন, ব্যক্ত অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থের তিনটি লক্ষণ :— (১) ব্যক্তের রূপ, (২) ব্যক্তের প্রবৃত্তি এবং (৩) প্রবৃত্তির অনুযায়ী ফল। তত্ত্বসর্গে ব্যক্তের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তত্ত্বসর্গে মহান্ হইতে পঞ্চভূত পর্যন্ত তত্ত্বসমূহের উৎপত্তির বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। ভাবসর্গে ব্যক্তের প্রবৃত্তি বিবৃত হইয়াছে। ব্যক্তের প্রবৃত্তি দুই কারণে হইয়া থাকে :— হিতপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এবং অশুভনিবৃত্তির ইচ্ছায়। ব্যক্তপদার্থসমূহের প্রবৃত্তি অর্থাৎ ক্রিয়ারম্ভ, চেষ্টা ইত্যাদির মূলে রহিয়াছে ধর্ম, অধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতির অর্জন। ভাবসর্গে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যয়সর্গে ব্যক্তের প্রবৃত্তির ফল উল্লিখিত হইয়াছে। প্রবৃত্তির ফল দুই প্রকার— দৃষ্ট ফল ও অদৃষ্ট ফল। দৃষ্ট ফল হইল—সিদ্ধি, তুষ্টি, অশক্তি ও বিপর্যয়। অদৃষ্ট ফলের পরজন্মে ভোগ হইয়া থাকে। ধর্মাদি ভাবগুলির মধ্যে অজ্ঞানের ফল বিপর্যয়;

১২৪। কার্যাশ্রয়িণশ্চ কললাদ্যাঃ।—সাংখ্যকারিকা ৪৩। অত্র বাচস্পতিঃ—কার্যং শরীরং তদাশ্রয়িণস্তদবস্থাঃ কললবুদ্বুদমাংসপেশীকরণ্ডাঙ্গপ্রত্যঙ্গব্যূহাঃ গর্ভস্থস্য। ততো নির্গতস্য বাল্যকৌমারযৌবনবার্দ্ধক্যানীতি।

১২৫। ত্রিবিধা এবেতি কললাদিগ্রহণেন শরীরাণ্যাহ। তেষামাকৃতিবৈশ্বরূপ্যং চতুর্দশবিধে সংসারে ত্রিবিধম্। তত্র সাংসিদ্ধিকস্তাবৎ বৈবর্ত্তানাং গ্রহনক্ষত্রতারাদীনাম্। জাতিকৃতশ্চ বিশেষঃ—হংসানাং শৌক্ল্যম্, তিত্তিরময়ূরাদীনাং চিত্রচ্ছদত্বমিতি। প্রাকৃতং যথা—মাহাত্ম্যশরীরাভিমানাৎ; তস্য হ্যভিমানো ভবতি—হন্তাহং পুত্রান্ স্রক্ষ্যে যে মে কর্ম করিষ্যন্তি, যে মাং পরঞ্চ জ্ঞাস্যন্তি। স যাদৃক্ সর্গমভিধ্যায়তি তাদৃক্ প্রধানাদুৎপদ্যতে। তদ্ যথা—মহেশ্বরস্য ব্রহ্মকোটিশ্চেষ্টাবিতি। বৈকৃতাস্তু কললাদ্যাঃ। যথা ভিষগ্‌বেদেঽভিহিতম্—ক্ষীরং পীত্বা গর্ভিণী গৌরং পুত্রং জনয়তীতি।—যুক্তি পৃঃ ১৪৭

অধর্ম, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্যের ফল অশক্তি; ধর্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যের ফল তুষ্টি; এবং জ্ঞানের ফল সিদ্ধি। ইহাদের মধ্যে সিদ্ধি মোক্ষলাভের উপায় এবং বিপর্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি মোক্ষলাভের প্রতিবন্ধক। প্রত্যয়সর্গে বিপর্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।[১২৬] এইভাবে তত্ত্বসর্গ, ভাবসর্গ ও প্রত্যয়সর্গ পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ।

সাংখ্যদর্শন ও মহাভারত

মহাভারতে বুদ্ধিকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতের ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির সংবাদে বুদ্ধি হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বের উৎপত্তি এবং বুদ্ধিতে বিশ্বের বিলয় কথিত হইয়াছে।[১২৭] কিন্তু মহাভারতের অন্যত্র প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তিও বর্ণিত হইয়াছে।[১২৮] আবার মন হইতে পঞ্চ ভূতের উৎপত্তির বর্ণনাও পাওয়া যায়। মন সঙ্কল্পমাত্রে ঘটাদি বিবিধ পদার্থ উৎপন্ন করে।[১২৯] বুদ্ধির প্রাধান্য বর্ণনা করিতে গিয়া মহাভারতে বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধি মন রূপে বিকার প্রাপ্ত হয়। আবার বুদ্ধি বিকারপ্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ে পরিণত হয়। বুদ্ধি যখন শ্রবণ করে তখন কর্ণ-রূপে, যখন দর্শন করে তখন চক্ষু-রূপে, যখন স্পর্শ করে তখন ত্বগ্-রূপে, যখন রস আস্বাদন করে তখন জিহ্বা-রূপে, এবং যখন গন্ধগ্রহণ করে তখন নাসিকা-রূপে বুদ্ধি পরিণত হয়। এইরূপে বুদ্ধি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের আকার

১২৬। তত্র রূপ-প্রবৃত্তি-ফল-লক্ষণং ব্যক্তম্। রূপং পুনর্মহানহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ মহাভূতানি। সামান্যতঃ প্রবৃত্তির্দ্বিবিধা—হিতকামপ্রয়োজনা চ অহিতপ্রতিষেধপ্রয়োজনা চ। বিশেষতঃ পঞ্চ কর্মযোনয়ো বৃত্ত্যাখ্যাঃ প্রাণাদ্যাশ্চ পঞ্চবায়বঃ। ফলং দ্বিবিধম্—দৃষ্টমদৃষ্টঞ্চ। তত্র দৃষ্টম্—সিদ্ধিতুষ্ট্যশক্তি-বিপর্যয়লক্ষণম্; অদৃষ্টম্—ব্রহ্মাদৌ স্তম্বপর্যন্তে সংসারে কর্মপ্রতিলম্ভ ইত্যেতদ্ ব্যক্তম্। এবাং গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসামঙ্গাঙ্গিভাবগমনাদ্ বিশেষগৃহীতিঃ।—যুক্তি পৃঃ ২৪

এবমেষ তত্ত্বসর্গো ভাবসর্গশ্চ ব্যাখ্যাতঃ। এতচ্চ ব্যক্তস্য রূপং প্রবৃত্তিশ্চ পরিকল্প্যতে। ফলমিদানীং বক্ষ্যামঃ। আহ—কিং পুনস্তৎফলমিতি। উচ্যতে। যঃ খলু 'এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ। গুণবৈষম্যবিমর্দাৎ তস্য ভেদাস্তু পঞ্চাশৎ॥' (সা. কা. ৪৬)। তৎ ফলমিতি বাক্যশেষঃ।—যুক্তি পৃঃ ১৫১-১৫২

১২৭। ইতি তন্ময়মেবৈতৎ সর্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
প্রলীয়তে চোদ্ভবতি তস্মান্ নির্দিশ্যতে তথা॥—মহা ১২।১৮৭।১৭

১২৮। মহা ১২।২৯২।২৭

১২৯। মনো বিসৃজতে ভাবং বুদ্ধিরধ্যবসায়িনী।—মহা ১২।২৪০।১

প্রাপ্ত হয়। যে ইন্দ্রিয় যখন বুদ্ধি দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তখন সেই ইন্দ্রিয় কার্য করে।[১৩০]

ইন্দ্রিয়সমূহের কাজ বিষয়-গ্রহণ, মনের কাজ আলোচনা এবং বুদ্ধির কাজ সেই বিষয় সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ [১৩১] বুদ্ধি ত্রিগুণাত্মক; ত্রিগুণাত্মক পদার্থসমূহ বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে।[১৩২] বুদ্ধিতে কখন সাত্ত্বিক, কখন রাজসিক, কখন বা তামসিক ভাব প্রবল হয়। এজন্য বুদ্ধিতে কখন আনন্দ, কখন শোক, কখন বা মোহ উৎপন্ন হয়। বুদ্ধিতে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সুখ, দুঃখ বা মোহ অবস্থান করে না। সমাধিকালে বুদ্ধি সুখ-দুঃখ-মোহ রূপ তিনটি অবস্থা অতিক্রম করে। তখন সংস্কারসমূহ লয় পায়। তখন বুদ্ধিকে গুণাতীত বলা হয়।

বুদ্ধির সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ অনাদি। বুদ্ধির সহিত জীবাত্মা সম্বদ্ধ হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্বকে বুদ্ধি সৃষ্টি করে; কিন্তু জীবাত্মা কোন তত্ত্বকেই সৃষ্টি করেন না; তিনি কেবল দর্শন করেন; তিনি সাক্ষী।[১৩৩] সত্ত্ব প্রভৃতি গুণত্রয় জড় বলিয়া জীবাত্মাকে জানিতে পারে না, কিন্তু জীবাত্মা চিন্ময় বলিয়া সমস্ত গুণকেই জানিতে পারেন। তিনি গুণগুলির কার্য দেখেন এবং অবিদ্যাপ্রভাবে গুণগুলিকে আত্মসংযুক্ত বলিয়া মনে করেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে

১৩০। বুদ্ধিরাত্মা মনুষ্যস্য বুদ্ধিরেবাত্মনাত্মনি।
যদা বিকুরুতে ভাবং তদা ভবতি সা মনঃ॥
ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাবাদ্ বুদ্ধির্বিক্রিয়তে হ্যণু।
শৃণ্বতী ভবতি শ্রোত্রং স্পৃশতী স্পর্শ উচ্যতে॥
পশ্যন্তী ভবতে দৃষ্টী রসতী রসনং ভবেৎ।
জিঘ্রতী ভবতি ঘ্রাণং বুদ্ধির্বিক্রিয়তে পৃথক্॥
* *
সর্বাণ্যেবানুপূর্ব্যেণ যদ্যন্নানুবিধীয়তে।
অবিভাগগতা বুদ্ধির্ভাবে মনসি বর্ততে॥—মহা ১২।২৪০।৩-১০

১৩১। চক্ষুরালোচনায়ৈব সংশয়ং কুরুতে মনঃ।
বুদ্ধিরধ্যবসানায় ক্ষেত্রজ্ঞঃ সাক্ষিবৎ স্থিতঃ॥—মহা ১২।১৮৭।১২

১৩২। তমো রজশ্চ সত্ত্বং চ বিদ্ধি ভাবাংস্তদাশ্রয়ান্।—মহা ১২।১৮৭।১৪
অত্র নীলকণ্ঠঃ—বুদ্ধিশ্চ ত্রিগুণাত্মকত্বাজ্ঞানস্য কার্যমতস্ত্রিগুণাত্মকানেব ভাবান্ বিষয়ীকরোতি।

১৩৩। সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞয়োরেতদন্তরং পশ্য সূক্ষ্ময়োঃ।
সৃজতে তু গুণানেক একো ন সৃজতে গুণান্॥
পৃথগ্‌ভূতৌ প্রকৃত্যা তৌ সংপ্রযুক্তৌ চ সর্বদা।
যথা মৎস্যো জলং চৈব সংপ্রযুক্তৌ তথৈব তৌ॥—মহা ১২।১৮৭।৩৭+৩৯

অভেদ সম্বন্ধ হইতে পারে না। পুরুষের সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ বাস্তব নহে, পরন্তু ঔপাধিক। ঘটমধ্যস্থিত দীপ ঘটছিদ্রের দ্বারা যেমন বস্তুকে প্রকাশ করে, দেহস্থিত জীবাত্মাও সেইরূপ বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বিষয়সমূহকে প্রকাশ করেন। ইন্দ্রিয়সমূহ ও মনের বৃত্তি যখন সংযত হয়, তখন জীবাত্মার স্বস্বরূপের উপলব্ধি হয়।[১৩৪]

মহাভারতে বর্ণিত পুরুষের সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ সাংখ্যদর্শনানুযায়ী। সাংখ্যমতেও বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ ঔপাধিক। সাংখ্যদর্শনের ন্যায় মহাভারতেও বুদ্ধির প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছে। তবে মহাভারতে বুদ্ধি হইতে জগতের উৎপত্তি এবং বুদ্ধিতে জগতের বিলয় বর্ণিত হইয়াছে। আবার মন ও ইন্দ্রিয়রূপে বুদ্ধি বিকারপ্রাপ্ত হয়—ইহাও মহাভারতে কথিত হইয়াছে; ইহা সাংখ্যদর্শন-সম্মত নহে।

সাংখ্যদর্শন ও চরকসংহিতা

চরকসংহিতায় বুদ্ধি-তত্ত্ব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। মহর্ষি চরকের মতে ইন্দ্রিয়গুলি শব্দাদিবিষয়কে নির্বিকল্পকভাবে সাধারণরূপে গ্রহণ করে। সদোষ ও নির্দোষ এই বিষয়গুলিকে হেয়োপাদেয়রূপে মন বিচার করে। মনের কার্যের পরে মনের দ্বারা কল্পিত বিষয়ে বুদ্ধি প্রবর্তিত হয়। বুদ্ধি বিষয়গুলিকে গ্রহণীয় বা বর্জনীয়রূপে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সুতরাং বুদ্ধির কাজ নিশ্চয়াত্মক অধ্যবসায়। বুদ্ধির দ্বারা স্থিরীকৃত বিষয়ে জীবের প্রবৃত্তি হয়। সকল কার্যই বুদ্ধিপূর্বক অনুষ্ঠিত হয়; উন্মত্তের ন্যায় অবুদ্ধিপূর্বক আচরণ অবাঞ্ছনীয়।[১৩৫] যে ইন্দ্রিয়প্রণালী অবলম্বন করিয়া বুদ্ধিতত্ত্বের বৃত্তিবিশেষরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ঐ জ্ঞান সেই ইন্দ্রিয়ের সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত হয়; যেমন চক্ষুর্বিষয়ক জ্ঞান চক্ষুর্বুদ্ধি, কর্ণবিষয়কজ্ঞান শ্রোত্রবুদ্ধি ইত্যাদি। এই ভাবে কেবল মন হইতে

১৩৪। ন গুণা বিদুরাত্মানং স গুণান্ বেত্তি সর্বশঃ।
পরিদ্রষ্টা গুণানাঞ্চ সংস্রষ্টা মন্যতে সদা॥
ইন্দ্রিয়ৈস্তু প্রদীপার্থং কুরুতে বুদ্ধিসপ্তমৈঃ।
নির্বিচেষ্টৈরজানদ্ভিঃ পরমাত্মা প্রদীপবৎ॥
আশ্রয়ো নাস্তি সত্ত্বস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য চ কশ্চন।
সত্ত্বং মনঃ সংসৃজতি ন গুণান্ বৈ কদাচন॥
রশ্মীংস্তেষাং স মনসা যদা সম্যঙ্ নিযচ্ছতি।
তদা প্রকাশতেঽস্যাত্মা ঘটে দীপো জ্বলন্নিব॥—মহা ১২।১৮৭।৪০-৪৪

১৩৫। ইন্দ্রিয়েণেন্দ্রিয়ার্থো হি সমনস্কেন গৃহ্যতে।
কল্প্যতে মনসা তূর্ধ্বং গুণতো দোষতোঽথবা॥
জায়তে বিষয়ে তত্র যা বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা।
ব্যবস্যতি তয়া বক্তুং কর্তুং বা বুদ্ধিপূর্বকম্॥—চরক-শারীর ১।২২-২৩

উৎপন্ন চিন্তাদিবিষয়ক জ্ঞান মনোবুদ্ধি। সুতরাং পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন ভেদে বুদ্ধি ছয় প্রকার। আবার সুখদুঃখভেদকার্য এবং ইন্দ্রিয়পরিগৃহীত বিষয়ের বহুত্ব হেতু বুদ্ধি বহুপ্রকার হইয়া থাকে। চরকের মতে বুদ্ধিতত্ত্ব জড়। বুদ্ধিতে জ্ঞানোৎপত্তির জন্য আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও বিষয়বস্তু—সবগুলির সান্নিধ্য একান্ত প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে একটির অভাবে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না।[১৩৬]

বুদ্ধি-তত্ত্ব বিষয়ে সাংখ্যমতের সহিত চরকসিদ্ধান্তের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। উভয়মতে বুদ্ধিতত্ত্ব জড়। পুরুষের সান্নিধ্যে তাহাতে চৈতন্যের সঞ্চার হয়। বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চিতরূপে পরিগৃহীত বিষয়ে আত্মা প্রবৃত্ত হয়। তবে বুদ্ধিতে জ্ঞানোৎপত্তিকালে অহঙ্কারের ব্যাপার সাংখ্যদর্শনে উল্লিখিত হইয়াছে। চরকসংহিতায় অহঙ্কারের ব্যাপারের কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই। তবে চরক অহঙ্কারতত্ত্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধিতে জ্ঞানোৎপত্তির দ্বারস্বরূপ মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের ভেদে বুদ্ধিকে মনোবুদ্ধি, শ্রোত্রবুদ্ধি, চক্ষুর্বুদ্ধি ইত্যাদি রূপে চরকসংহিতায় বিভক্ত করা হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে বুদ্ধির এইরূপ কোন শ্রেণীবিভাগ করা হয় নাই।

সাংখ্যদর্শন ও ন্যায়মঞ্জরী

জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়মঞ্জরীতে সাংখ্যদর্শনোক্ত বুদ্ধিতত্ত্বের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রে বুদ্ধির স্বরূপ প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—'বুদ্ধিরুপলব্ধি-র্জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্'; [১৩৭] অর্থাৎ বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান অর্থান্তর বা ভিন্ন পদার্থ নহে; পরন্তু একই পদার্থ। যাহাকে জ্ঞান ও উপলব্ধি বলে, তাহাই বুদ্ধি। জয়ন্ত ভট্ট বলেন, একপর্যায়ভুক্ত শব্দসমূহের উল্লেখের দ্বারা বুদ্ধির লক্ষণ নির্দেশ করিবার বিষয়ে গৌতমের উদ্দেশ্য হইল—সাংখ্যমতের ভ্রম দূরীকরণ। 'বুদ্ধি অন্য, জ্ঞান অন্য, উপলব্ধি অন্য'—সাংখ্যপথাবলম্বিগণের এই ভ্রান্তি নিরসনের উদ্দেশ্যে গৌতম এইরূপভাবে বুদ্ধির স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন।[১৩৮] সাংখ্যমতে মূলপ্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধি। জ্ঞান সেই

১৩৬। যা যদিন্দ্রিয়মাশ্রিত্য জন্তোর্বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে।
যাতি সা তেন নির্দেশং মনসা চ মনোভবা॥
ভেদাৎ কার্যেন্দ্রিয়ার্থানাং বহ্ব্যো বৈ বুদ্ধয়ঃ স্মৃতাঃ।
আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থানামেকৈকা সন্নিকর্ষজা॥—চরক-শারীর ১।৩২-৩৩

১৩৭। ন্যায়সূত্রম্ ১।১।১৫

১৩৮। অস্তি চ প্রয়োজনং পর্যায়বারকলক্ষণোপবর্ণনস্য যৎ সাংখ্যানাং ব্যামোহনিরসনম্ ; এবং হি সাংখ্যাঃ সঙ্গিরন্তে—'বুদ্ধিরন্যা জ্ঞানমন্যদুপলব্ধিরন্যে'তি ; তদ্ ভ্রমাপনয়নায়ৈবমুচ্যতে—বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্। এক এবার্থ ইত্যর্থঃ।—ন্যায়মঞ্জরী (২য় খণ্ডম্) পৃঃ ৫৮

বুদ্ধির বৃত্তি বা পরিণামবিশেষ। সুতরাং বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণেরই বাস্তব ধর্ম হইল জ্ঞান। গৌতম এই সাংখ্যমতের খণ্ডন করিয়াছেন। গৌতমের মতে জীবাত্মাতেই প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানরূপ বিশেষ গুণ জন্মে এবং উহাই জীবাত্মার চৈতন্য। সুতরাং জ্ঞান কখনই জড়-পদার্থ বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণের ধর্ম হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে বুদ্ধিই চেতন জ্ঞাতা—ইহা বলিতে হয়; কিন্তু সাংখ্যমতে বুদ্ধি অচেতন। সাংখ্যবাদিগণ বুদ্ধির সহিত চেতন পুরুষের সম্বন্ধ কল্পনা করেন। পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হইয়া বুদ্ধির ধর্মসমূহকে আপনার উপর আরোপ করেন। গৌতমের মতে এই সাংখ্যসিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নহে। বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণই জানে, কিন্তু চেতন আত্মা উপলব্ধি করেন—ইহা অনুভববিরুদ্ধ। কারণ কোন বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিলে 'আমি ইহা জানিতেছি,' 'আমি ইহা উপলব্ধি করিতেছি'—এইরূপে সেই জীবাত্মাই সেই জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং জ্ঞান ও উপলব্ধি যে অভিন্ন পদার্থ এবং জীবাত্মাই তাহার আধার—ইহার অনুভবসিদ্ধ। পরন্তু বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণের বৃত্তি জ্ঞানের সহিত আত্মার যে অবাস্তব সম্বন্ধ, তাহাকেই উপলব্ধি বলিলে উহা বাস্তব পদার্থ হয় না; কিন্তু উপলব্ধি যে অবাস্তব—ইহাও অনুভববিরুদ্ধ। পরন্তু চন্দ্রমণ্ডলে সূর্যমণ্ডলের ন্যায় অন্তঃকরণে পুরুষ বা আত্মার প্রতিবিম্বপাতও হইতে পারে না। কারণ রূপশূন্য নির্বিকার পদার্থের প্রতিবিম্ব অসম্ভব। সাংখ্যসম্প্রদায় তাহা স্বীকার করিলেও মহর্ষি কণাদ ও গৌতম তাহা স্বীকার করেন নাই।[১৩৯]

সাংখ্যমতে অন্তঃকরণ ত্রিবিধ—বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন।[১৪০] পরন্তু কণাদ ও গৌতম জীবের অন্তঃকরণেরই অবস্থাভেদে বা পরিণামভেদে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই নামত্রয় স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে মন অন্তরিন্দ্রিয় বলিয়া মনের নামই অন্তঃকরণ, এবং জীবের ভ্রমজ্ঞানবিশেষই অহঙ্কার ও অভিমান নামে কথিত হইয়াছে। জীবের জ্ঞানমাত্রই তাহার বুদ্ধি হইলেও কর্তব্যনিশ্চয়রূপ যে বিশেষ বুদ্ধি, তাহাও শাস্ত্রে অনেকস্থলে 'বুদ্ধি'-শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। সাংখ্যসম্প্রদায়ের মতে পুরুষ বা আত্মা যে অন্তঃকরণস্থ কর্তৃত্ব ও সুখদুঃখাদির অভিমান করেন, সেই অভিমানও ভ্রমাত্মক জ্ঞানবিশেষ। সুতরাং উহা আত্মাতে উৎপন্ন হইলে আত্মাতে জ্ঞানোৎপত্তি কিরূপে

১৩৯। নাস্ত্যেব নিত্যে ব্যাপিনি বোদ্ধরি জ্ঞাতর্যবনাতরি ধর্মাধর্মাদিযোগিনি প্রত্যভিজ্ঞানাদিকার্যাণাং কর্তরি সেয়ং বুদ্ধিরজ্ঞা সাংখ্যৈঃ কল্পিতা। চেতনত্বং জ্ঞানাদিযোগিত্বা অপি বস্তুতা নাভ্যুপগতং সোঽয়মতীব তপস্বিনাং ভ্রমঃ। য এব বুধ্যতে জানাত্যধ্যবস্যতি স এব পশ্যতি চেতয়তে চ। ন পদত্র বস্তুরূপভেদং পশ্যামঃ। তত্র বুদ্ধির্বুধ্যতে জানাত্যধ্যবস্যতি, পুরুষস্তু পশ্যতি চেতয়তে চেতি বচনমাত্রমুচ্যতে মুগ্ধতয়া বা।—ন্যায়মঞ্জরী (২য় খণ্ডঃ) পৃঃ ৬১

১৪০। অন্তঃকরণম্ ত্রিবিধং বুদ্ধিরহঙ্কারো মন ইতি; শরীরাভ্যন্তরবৃত্তিত্বাদন্তঃকরণম্ ইতি বাচস্পতিঃ। —সাং, কা ৩৩

অস্বীকার করা যায়? মূলকথা হইল—কণাদ ও গৌতমের মতে জ্ঞান, বুদ্ধি ও উপলব্ধি একই পদার্থ এবং উহা জীবাত্মাতেই বর্তমান।

ন্যায় ও বৈশেষিক মতে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত বুদ্ধি-বিষয়ে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। মহর্ষি কপিল বলেন, যেমন একজনের কৃত অন্নে অন্যের ভোগ সিদ্ধ হয়, সেইরূপ বুদ্ধিকৃত কর্মে অকর্তা পুরুষেরও ভোগ সম্ভব হইতে পারে।[১৪১] বুদ্ধি অচেতন হইলেও পুরুষের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া উহা চেতনের ন্যায় হয়। সুতরাং বুদ্ধিতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং পুরুষ বুদ্ধিস্থ হইয়া বুদ্ধির ধর্মকে গ্রহণ করেন—ইহা বলা যাইতে পারে।

শ্রীমদ্‌গীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবত, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, এবং বুদ্ধচরিতে মহৎ-তত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ কোন আলোচনা পাওয়া যায় নাই।

অহঙ্কার-তত্ত্ব

মহৎ-তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি। যাহা বস্তুসামান্যরূপে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে এবং মনের দ্বারা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, সেই কার্যে 'আমিই অধিকারী,' 'অন্যের তাহাতে অধিকার নাই,' 'আমি সেই কার্যে সমর্থ,' 'আমার জন্যই এই সব বিষয়'—ইত্যাদিরূপে যে অভিমান, তাহাই অহঙ্কার-তত্ত্বের অসামান্য ব্যাপার। অহঙ্কারের ব্যাপারকে আশ্রয় করিয়া 'ইহা আমার কর্তব্য' বলিয়া বুদ্ধি-তত্ত্বের ব্যাপার প্রবর্তিত হয়।[১৪২]

অহঙ্কার ত্রিবিধ—বৈকৃত বা সাত্ত্বিক, তৈজস বা রাজস, এবং ভূতাদি বা তামস। যখন অহঙ্কারে রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, তখন তাদৃশ অহঙ্কারকে 'বৈকৃত' সংজ্ঞায় প্রাচীন আচার্যগণ অভিহিত করিয়াছেন। যখন অহঙ্কারে সত্ত্ব ও রজোগুণ অভিভূত থাকে এবং তমোগুণ প্রবল হয়, তখন তাদৃশ অহঙ্কারের সংজ্ঞা 'ভূতাদি'। আবার যখন সেই অহঙ্কারে সত্ত্ব ও তমোগুণ দুর্বলভাবে এবং রজোগুণ প্রবলভাবে অবস্থান করে, তখন উহা 'তৈজস' সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার এক হইলেও গুণবিশেষের উদ্ভব ও অভিভবের দ্বারা তাহার বিভিন্ন সংজ্ঞা এবং তাহার কার্যও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে।

অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে দুই প্রকার সৃষ্টি—একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র। ইহার মধ্যে একাদশ ইন্দ্রিয় সত্ত্বগুণাধিক এবং পঞ্চ তন্মাত্র তমোগুণাধিক। কারণ একাদশ ইন্দ্রিয় বৈকৃত বা সত্ত্বপ্রধান অহঙ্কার হইতে এবং পঞ্চ তন্মাত্র ভূতাদি বা তমঃপ্রধান

১৪১। সাংখ্যসূত্রম্ ১।১০৫

১৪২। অভিমানোঽহঙ্কারঃ।—সা, কা ২৪

অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়। এই উভয়বিধ বস্তুরই তৈজস অহঙ্কার হইল নিমিত্ত কারণ। ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ ; সুতরাং প্রকাশধর্ম ইন্দ্রিয়ে বর্তমান। ইন্দ্রিয়সমূহ কর্মতৎপর। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি দূরদূরান্তরের বিষয় শীঘ্র গ্রহণ করে। কর্মেন্দ্রিয়সমূহও শীঘ্র কার্যসাধনে পটু। এই কারণে ইন্দ্রিয়গণকে সত্ত্বগুণপ্রধান বলিয়া স্থির করিতে হয়। যাহা সত্ত্বপ্রধান, তাহার উপাদানও সত্ত্বপ্রধান হইবে। কাচ দ্বারা দর্পণ প্রস্তুত করা যায়। মৃত্তিকা দ্বারা দর্পণ করা যায় না। সুতরাং ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কারের সত্ত্বগুণপ্রধান অবস্থা হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের উৎপত্তি। পক্ষান্তরে পঞ্চ তন্মাত্র জড় ; তাহা বিষয়প্রতিবিম্বগ্রহণে অসমর্থ। তাহা নিতান্ত জড়ভাবযুক্ত বস্তুর কারণ ; সুতরাং তাহা তামস অর্থাৎ তমোগুণপ্রধান। এই কারণে অহঙ্কারের তমোগুণপ্রধান অবস্থা হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি ; কিন্তু সত্ত্বগুণ বা তমোগুণের ক্রিয়াশক্তি নাই। ক্রিয়াশক্তি রজোগুণের ধর্ম। কারণের ক্রিয়াশক্তি ব্যতীত কার্যের উৎপত্তি হয় না। এই কারণে—কি সাত্ত্বিক অবস্থা, কি তামসিক অবস্থা—উভয় সময়েই রাজসিক ভাব অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তির সমাবেশ হইলে তবে ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি হয়। এই কারণে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র উভয়বিধ বস্তুর প্রতিই অহঙ্কারকে নিমিত্ত কারণ বলা হইয়াছে।[১৪৩] ইহা বাচস্পতি মিশ্রের মত।

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে সত্ত্বপ্রধান অহঙ্কার হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে ; কারণ অহঙ্কারের কার্য ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে মনই সাত্ত্বিক। রাজস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে পঞ্চ তন্মাত্র। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যকারিকাস্থিত 'একাদশক' পদের অর্থ করিয়াছেন—একাদশের পূরণ মন এবং 'উভয়' পদের অর্থ করিয়াছেন—উভয় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়।[১৪৪]

১৪৩। সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামসস্তৈজসাদুভয়ম্ ॥—সা, কা ২৫।

অত্র বাচস্পতিঃ—প্রকাশলাঘবাভ্যামেকাদশক ইন্দ্রিয়গণঃ সাত্ত্বিকো বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ প্রবর্ততে। ভূতাদেস্তু অহঙ্কারাৎ তামসাৎ তন্মাত্রো গণঃ প্রবর্ততে। কস্মাৎ ? যতঃ স তামসঃ। এতদুক্তং ভবতি যদ্যপ্যেকোঽহঙ্কারস্তথাপি গুণভেদোদ্ভবাভিভবাভ্যাং ভিন্নং কার্যং করোতীতি। ** রজস্তু চলতয়া তে যদা চালয়তি তদা স্বস্বকার্যং কুরুত ইতি তদুভয়স্মিন্নপি কার্যে সত্ত্বতমসোঃ ক্রিয়োৎপাদনদ্বারেণাস্তি রজসঃ কারণত্বমিতি ন ব্যর্থং রজ ইতি।

১৪৪। সাত্ত্বিকমেকাদশকং প্রবর্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।—সাংখ্যসূত্রম্ ২।১৮। একাদশানাং পূরণমেকাদশকং মনঃ ষোড়শাত্মগণমধ্যে সাত্ত্বিকম্। অতস্তৎ বৈকৃতাৎ সাত্ত্বিকাহঙ্কারাজ্জায়ত ইত্যর্থঃ। অতশ্চ রাজসাহঙ্কারাদ্দশেন্দ্রিয়াণি তামসাহঙ্কারাচ্চ তন্মাত্রাণীত্যপ্যবগন্তব্যম্।** অতএব পুরাণাদ্যনুসারেণ কারিকায়ামপ্যেতদুক্তম্—
'সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামসস্তৈজসাদুভয়ম্ ॥' ইতি। তৈজসো রাজসঃ উভয়ং জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়ে।—বিজ্ঞানভিক্ষুঃ

অহঙ্কার অভিমানবৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণদ্রব্য, কেবলমাত্র অভিমান নহে। অভিমান অহঙ্কারের বৃত্তিমাত্র। অহঙ্কারকে অভিমানমাত্র বলিলে উহা দ্রব্যের কারণ হইতে পারে না। দ্রব্যই দ্রব্যের কারণ হইয়া থাকে। অহঙ্কার হইতে ভূতসকলের উৎপত্তি। তাছাড়া অহঙ্কারকে অভিমানমাত্র বলিয়া স্বীকার করিলে সুষুপ্তিকালে অহঙ্কারের বৃত্তিনাশ হেতু ভূতসকলেরও নাশপ্রসঙ্গ হইতে পারে; যেহেতু কারণনাশে কার্যনাশ হয়। সুষুপ্তিকালে বাসনাশ্রয়রূপে অহঙ্কার অবস্থান করে। বাসনা গুণবিশেষ। গুণের আশ্রয় দ্রব্যই হয়; সুতরাং অহঙ্কার হইল দ্রব্য।[১৪৫]

অহঙ্কারের সাধারণ রূপ এবং বিশেষ রূপের কথা যুক্তিদীপিকায় উল্লিখিত হইয়াছে। অহং-ভাব অহঙ্কারের সাধারণ রূপ এবং 'শব্দে আমি বর্তমান', 'রূপে আমি বর্তমান,' 'রসে আমি বর্তমান'—ইত্যাদি অহঙ্কারের বিশেষ রূপ [১৪৬]

মহাভারত, শ্রীমদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, মনুসংহিতা, চরকসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা বা বুদ্ধচরিতে অহঙ্কারতত্ত্ব বিষয়ে কোন বিশেষ আলোচনা দেখা যায় নাই।

পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত

ভূতাদি বা তমোগুণপ্রধান অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র—এই পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। আচার্য বিন্ধ্যবাসীর মতে মহান্ হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি।

তন্মাত্রসমূহের গুণ-বিষয়ে সাংখ্যাচার্যগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, প্রতি তন্মাত্রের একটি একটি গুণ। শব্দ-তন্মাত্রের গুণ শব্দ, স্পর্শ-তন্মাত্রের গুণ স্পর্শ, রূপ-তন্মাত্রের গুণ রূপ, রস-তন্মাত্রের গুণ রস এবং গন্ধ-তন্মাত্রের গুণ গন্ধ।[১৪৭] আচার্য বার্ষগণ্যের মতে পূর্ব তন্মাত্রের গুণ অপেক্ষা পরবর্তী তন্মাত্রের একটি গুণ অধিক। পূর্ব তন্মাত্রের গুণ বা গুণগুলি পরবর্তী তন্মাত্র লাভ করে। তাঁহার মতে শব্দ-তন্মাত্রের গুণ কেবল শব্দ। স্পর্শ-তন্মাত্রের গুণ শব্দ ও স্পর্শ। রূপ-তন্মাত্রের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। রস-তন্মাত্রের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। গন্ধ-তন্মাত্রের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।[১৪৮] যোগভাষ্যে বার্ষগণ্যের মতের

১৪৫। অহঙ্কারশ্চাভিমানবৃত্তিকমন্তঃকরণদ্রব্যং নত্বভিমানমাত্রম্; দ্রব্যস্যৈব লোকে দ্রব্যোপাদানত্বদর্শনাৎ। সুষুপ্ত্যাদাবহঙ্কারবৃত্তিনাশেন ভূতনাশপ্রসঙ্গাৎ বাসনাশ্রয়ত্বেনৈব অহঙ্কারাখ্যদ্রব্যসিদ্ধেশ্চ ইতি।—সা, প্র, ভা, ১।৬৩

১৪৬। এতস্মাদ্ধি মহত আত্মন ইমে ত্রয় আত্মানঃ সৃজ্যন্তে বৈকারিকতৈজসভূতাদয়োঽহঙ্কারলক্ষণাঃ। অহমিত্যেবৈষাং সামান্যং লক্ষণং ভবতি, গুণপ্রবৃত্তৌ চ পুনর্বিশেষলক্ষণম্।⋯ এবা গুণপ্রবৃত্তির্ব্যাখ্যাতা—যস্তাম-স্মিপ্রত্যয়স্ত বিশেষগ্রহণং ভবতি—'শব্দেঽহং স্পর্শেঽহং রূপেঽহং রসেঽহং গন্ধেঽহমিতি।—যুক্তি পৃ ১১৪-১১৫

১৪৭। একরূপাণি তন্মাত্রাণীত্যন্যে।—যুক্তি পৃঃ ১০৮

১৪৮। একোত্তরাণি ইতি বার্ষগণ্যাঃ।—যুক্তি পৃঃ ১০৮

সমর্থন পাওয়া যায়। যোগভাষ্যে বলা হইয়াছে—পরবর্তী তন্মাত্রটি পূর্ববর্তী তন্মাত্রের গুণ লাভ করে। এজন্য শব্দ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র এবং গন্ধ-তন্মাত্র যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চার ও পাঁচটি লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে।[১৪৯] শব্দ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র ও গন্ধ-তন্মাত্র হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী—এই পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি। এজন্য আকাশের গুণ শব্দ; বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ; তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ রূপ ও রস এবং পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। বার্ষগণ্য ও যোগ-ভাষ্যের মতে কেবলমাত্র বিশিষ্ট তন্মাত্র হইতে বিশিষ্ট মহাভূতের উৎপত্তি হয় বলিয়া মহাভূতসমূহ পূর্বোক্ত গুণগুলি লাভ করিয়া থাকে; যেহেতু কারণের গুণ কার্যে বর্তমান থাকে—ইহা সাংখ্যসিদ্ধান্ত। বাচস্পতি মিশ্র বলেন, শব্দ-তন্মাত্র হইতে আকাশের উৎপত্তি এবং তাহার গুণ শব্দ। শব্দ-তন্মাত্রের সহিত সম্মিলিত স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে বায়ুর উৎপত্তি এবং তাহার গুণ শব্দ ও স্পর্শ। শব্দ-তন্মাত্র ও স্পর্শ-তন্মাত্রের সহিত মিলিত রূপ-তন্মাত্র হইতে তেজের উৎপত্তি এবং তাহার গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। শব্দ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র ও রূপ-তন্মাত্রের সহিত সম্মিলিত রস-তন্মাত্র হইতে জলের উৎপত্তি এবং তাহার গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। আবার শব্দ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র ও রস-তন্মাত্রের সহিত মিলিত গন্ধ-তন্মাত্র হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি এবং তাহার গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।[১৫০] বাচস্পতি মিশ্র প্রাচীন সাংখ্যাচার্যগণের সিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রতি তন্মাত্রের একটি একটি গুণ স্বীকার করিয়াছেন। ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্রের মত অনুসরণ করিয়াছেন।[১৫১] যুক্তিদীপিকাকার

১৪৯। ষড়বিশেষাঃ। তদ্ যথা—শব্দ-তন্মাত্রং, স্পর্শ-তন্মাত্রং, রূপ-তন্মাত্রং, রস-তন্মাত্রং, গন্ধ-তন্মাত্রঞ্চ, ইত্যেকদ্বিত্রিচতুষ্পঞ্চলক্ষণাঃ শব্দাদয়ঃ পঞ্চাবিশেষাঃ, ষষ্ঠশ্চাবিশেষোঽস্মিতামাত্র ইতি। এতে সত্তামাত্রস্যাত্মনো মহতঃ ষড়বিশেষপরিণামাঃ।—যোগভাষ্যম্ ২।১৯

১৫০। তত্র শব্দ-তন্মাত্রাদাকাশং শব্দগুণম্। শব্দতন্মাত্রসহিতাৎ স্পর্শতন্মাত্রাৎ বায়ুঃ শব্দ-স্পর্শগুণঃ। শব্দ-স্পর্শ-তন্মাত্রসহিতাদ্ রূপ-তন্মাত্রাৎ তেজঃ শব্দস্পর্শরূপগুণম্। শব্দস্পর্শরূপ-তন্মাত্রসহিতাদ্ রসতন্মাত্রাদাপঃ শব্দস্পর্শরূপরসগুণাঃ। শব্দস্পর্শরূপরসতন্মাত্র-সহিতাদ্ গন্ধতন্মাত্রাচ্ছব্দস্পর্শরূপরসগন্ধগুণা পৃথিবী জায়তে ইত্যর্থঃ।—বাচস্পতিঃ (সা, কা ২২)

১৫১। The sound-potential, with accretion of rudiment matter from bhūtādi generates the ākāśa-atom. The tcuch-potentials combine with the vibratory-particles to generate the vāyu-atom. The light-and-heat potentials combine with touch-potentials and sound-potentials to produce the tejas-atom. The taste-potentials combine with light-and-heat potentials, touch-potentials and sound-potentials to generate the ap-atom and the smell-potentials combine with the preceeding potentials to generate the earth-atom.—S. N. Dasgupta (Hist of Ind. Phil.—vol I, P 252-253)

এই মত সমর্থন করেন না। তিনি বলেন, তন্মাত্রসমূহের পরস্পরানুপ্রবেশ দ্বারা একটি-মাত্র-গুণবিশিষ্ট তন্মাত্র হইতে একাধিকগুণবিশিষ্ট মহাভূতের উৎপত্তি হইতে পারে না। তাঁহার মতে একটি তন্মাত্র হইতে একটি মহাভূত বা বিশেষের উৎপত্তি। এক্ষেত্রে তন্মাত্রসমূহের অনুপ্রবেশের প্রয়োজনীয়তা নাই। পরবর্তী তন্মাত্রটি পূর্ববর্তী তন্মাত্রের ধর্ম লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং শব্দ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র ও গন্ধ-তন্মাত্র যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চার ও পাঁচটি গুণযুক্ত হইয়া থাকে। কারণের গুণ কার্যে বর্তমান থাকে বলিয়া পূর্বোক্ত তন্মাত্রসমূহ হইতে যথাক্রমে উৎপন্ন আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চার ও পাঁচটি গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।[১৫২] পঞ্চতন্মাত্রের গুণবিষয়ে যুক্তিদীপিকায় উল্লিখিত সিদ্ধান্তের সহিত বার্ষগণ্য ও যোগভাষ্যের মতের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। যোগবার্তিকে বিজ্ঞান-ভিক্ষু পঞ্চতন্মাত্রের গুণসম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, পরবর্তী তন্মাত্রটি পূর্ববর্তী তন্মাত্রের কার্য; এজন্য পূর্ববর্তী তন্মাত্রের গুণ পরবর্তী তন্মাত্রে আসিয়া থাকে। শব্দ-তন্মাত্রের ধর্ম শব্দ। অহঙ্কারের সহিত যুক্ত শব্দ-তন্মাত্র হইতে স্পর্শতন্মাত্রের উৎপত্তি। স্পর্শ-তন্মাত্র শব্দ-তন্মাত্রের কার্য এবং তাহা শব্দ ও স্পর্শ—উভয়ধর্মবিশিষ্ট হয়। এইভাবে রূপ-তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র, ও গন্ধ-তন্মাত্র পূর্ববর্তী তন্মাত্র অপেক্ষা একটি একটি অধিক ধর্মযুক্ত হইয়া থাকে। পঞ্চতন্মাত্র দ্রব্যরূপে পরিগণিত।[১৫৩]

তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তন্মাত্র-সমূহ তমোগুণ-প্রধান। তাহারা জড়। তন্মাত্র-সমূহ অতি সূক্ষ্মাকারে অবস্থান করে। উহারা যোগিগণের প্রত্যক্ষ হইতে পারে; কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির নিকট তাহারা অপ্রত্যক্ষ। সাংখ্যদর্শনে তন্মাত্র-সমূহকে 'অবিশেষ' এবং তন্মাত্র-সমূহ হইতে উৎপন্ন পঞ্চ মহাভূতকে 'বিশেষ' বলা হইয়াছে। তন্মাত্র-গুলিকে 'অবিশেষ' বলিবার কারণস্বরূপে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, আকাশাদি স্থূল পদার্থসমূহের কেহ বা সত্ত্বপ্রধান হেতু শান্ত, লঘু ও সুখকর; কেহ বা রজঃপ্রধান হেতু চঞ্চল, ঘোর ও দুঃখময়; আবার কেহ বা তমঃপ্রধান হেতু মূঢ়, বিষণ্ণ ও গুরু। বস্তুগুলি

১৫২। তেন একৈকস্মাৎ তন্মাত্রাদেকৈকস্য বিশেষস্যোৎপত্তিঃ সিদ্ধা। ততশ্চ যদন্যেষাম্ আচার্যাণামভিপ্রেতম্—একলক্ষণেভ্যঃ তন্মাত্রেভ্যঃ পরস্পরানুপ্রবেশাৎ একোত্তরা বিশেষাঃ সৃজ্যন্ত ইতি তৎ প্রতিষিদ্ধং ভবতি। কিন্তর্হি অন্তরেণাপি তন্মাত্রানুপ্রবেশম্ একোত্তরেভ্যো ভূতেভ্য একোত্তরাণাং ভূতবিশেষাণামুৎপত্তিঃ। তত্র শব্দগুণাচ্ছব্দ-তন্মাত্রাদাকাশমেকগুণম্; শব্দস্পর্শগুণাৎ স্পর্শ-তন্মাত্রাদ্ দ্বিগুণো বায়ুঃ। শব্দস্পর্শরূপগুণাদ্ রূপতন্মাত্রাৎ ত্রিগুণং তেজঃ। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসতন্মাত্রাচ্চতুর্গুণা আপঃ; শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধগুণাদ্ গন্ধ-তন্মাত্রাৎ পঞ্চগুণা পৃথিবী।—যুক্তি পৃ ১৪১

১৫৩। লক্ষ্যতেঽনেনেতি লক্ষণং ধর্মঃ; তন্মাত্রাণাং দ্রব্যত্বলাভায় লক্ষণপদম্। তথা চোত্তরোত্তরতন্মাত্রেষু পূর্বপূর্বতন্মাত্রাণাং হেতুত্বাচ্ছব্দতন্মাত্রং শব্দমাত্রধর্মকং তৎকার্যতয়া স্পর্শতন্মাত্রং শব্দস্পর্শোভয়ধর্মকম্; এবং ক্রমেণৈ-কৈকলক্ষণধর্মবৃদ্ধিরিত্যর্থঃ।—যোগবার্তিকম্ ২।১৯

কাহাকেও সুখী, কাহাকেও দুঃখী, কাহাকেও বা মোহগ্রস্ত করে। এক ব্যক্তিকেও বিভিন্ন সময়ে সুখী, দুঃখী বা মোহযুক্ত করিতে পারে। এই স্থূল পদার্থগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্নাকারে আমাদের নিকট অনুভূত হয়। এজন্ত ইহাদিগকে 'বিশেষ' এবং 'স্থূল'—আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে তন্মাত্রসমূহ পরস্পর হইতে বিশিষ্টাকারে আমাদের নিকট গৃহীত হয় না। তাহাদের সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ সুস্পষ্টভাবে আমাদের গোচরীভূত হয় না। এই কারণে তাহাদিগকে 'অবিশেষ' এবং 'সূক্ষ্ম'—সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে।[১৫৪] যুক্তিদীপিকায় এই বিষয়টি আরও একটু বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যুক্তিদীপিকাকার বলেন, শব্দ-তন্মাত্রের মধ্যে সামান্তাকারে শব্দ-গুণ থাকে; কিন্তু উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, অনুনাসিক প্রভৃতি বিশিষ্ট শব্দগুণ থাকে না। এইভাবে স্পর্শ-তন্মাত্রের মধ্যে সাধারণভাবে স্পর্শ-গুণ থাকে বটে, কিন্তু মৃদু, কঠিন ইত্যাদি বিশেষ স্পর্শগুণ থাকে না। রূপ-তন্মাত্রে রূপগুণ থাকিলেও শুক্ল, কৃষ্ণ প্রভৃতি বিশেষ রূপ থাকে না। রস-তন্মাত্রে সাধারণভাবে রস থাকে; কিন্তু তিক্ত. অম্ল, কষায় প্রভৃতি বিশেষ রস থাকে না। গন্ধ-তন্মাত্রে সাধারণভাবে গন্ধগুণ থাকিলেও সুগন্ধ, দুর্গন্ধ প্রভৃতি বিশেষ গন্ধ নাই। এই কারণে তন্মাত্রসমূহে সেই সেই গুণগুলির সাধারণভাবে অবস্থানের জন্ত উহাদিগকে 'অবিশেষ' বলা হয়।[১৫৫]

যোগদর্শনে বলা হইয়াছে—পঞ্চতন্মাত্র 'অবিশেষ' এবং তাহাদের 'বিশেষ' হইল পঞ্চ মহাভূত। এইভাবে একাদশ ইন্দ্রিয় 'বিশেষ' এবং তাহাদের 'অবিশেষ' হইল অহঙ্কার। সুতরাং তত্ত্বসর্গের মধ্যে মোট 'অবিশেষ' হইল ছয়টি—পঞ্চ তন্মাত্র ও অহঙ্কার এবং 'বিশেষ' হইল ষোলটি—একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত। মহৎ-তত্ত্ব 'অবিশেষ'-বর্গের পূর্বে উৎপন্ন এবং জগতের অঙ্কুর-স্থানীয়। এই ছয়টি 'অবিশেষ' আবার মহৎ-তত্ত্বের 'অবিশেষ' পরিণাম। ইহারা মহৎ-তত্ত্বে অবস্থান করিয়া চরম বিবৃদ্ধি লাভ করে এবং প্রলয়ে মহৎ-তত্ত্বে বিলীন হয়। 'অবিশেষ'বর্গের তত্ত্বান্তররূপ পরিণাম দেখা যায়;

১৫৪। এতে স্মৃতা বিশেষাঃ। কুতঃ? শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ। চ একো হেতৌ দ্বিতীয়ঃ সমুচ্চয়ে। যস্মাদাকাশাদিষু স্থূলেষু সত্ত্বপ্রধানতয়া কেচিচ্ছান্তাঃ সুখাঃ প্রসন্নাঃ লঘবঃ, কেচিদ্রজঃপ্রধানতয়া ঘোরা দুঃখা অনবস্থিতাঃ, কেচিত্তমঃপ্রধানতয়া মূঢ়া বিষণ্ণা গুরবঃ। তেঽমী পরস্পরব্যাবৃত্তা অনুভূয়মানা বিশেষা ইতি স্থূলা ইতি চোচ্যন্তে। তন্মাত্রাণি তু অস্মদাদিভিঃ পরস্পরব্যাবৃত্তানি নানুভূয়ন্ত ইত্যবিশেষা ইতি সূক্ষ্মা ইতি চোচ্যন্তে।—বাচস্পতিঃ (সা. কা. ৩৮)

১৫৫। কথং পুনস্তন্মাত্রাণীত্যুচ্যতে, তুল্যজাতীয়বিশেষানুপপত্তেঃ। অন্ত্যে শব্দজাত্যভেদেঽপি সতি বিশেষা উদাত্তানুদাত্তস্বরিতানুনাসিকাদয়স্তত্র ন সন্তি, তস্মাচ্ছব্দতন্মাত্রম্। এবং স্পর্শতন্মাত্রে মৃদুকঠিনাদয়ঃ। এবং রূপতন্মাত্রে শুক্লকৃষ্ণাদয়ঃ। এবং রসতন্মাত্রে মধুরাম্লাদয়ঃ। এবং গন্ধতন্মাত্রে সুরভ্যাদয়ঃ। তস্মাৎ তত্র তত্র গুণস্য সামান্যমেবাত্র ন বিশেষ ইতি তন্মাত্রাণ্যেতেঽবিশেষাঃ।—যুক্তি পৃঃ ১৪০

কিন্তু ষোলটি বিশেষের কোন তত্ত্বান্তররূপ পরিণাম নাই।[১৫৬] তাহাদের ধর্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম এবং অবস্থাপরিণাম দেখা যায়।

পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি বর্ণনা কালে তাহাদের গুণসম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে। পঞ্চভূতের গুণবিষয়ে যুক্তিদীপিকায় বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়। বায়ু, জল, তেজ ও পৃথিবী—ইহাদের সকলের মধ্যে স্পর্শগুণ থাকিলেও বায়ু ও জলের স্পর্শ শীতল, তেজের স্পর্শ উষ্ণ এবং পৃথিবীর স্পর্শ শীতলও নয়, উষ্ণও নয়। পুনরায় তেজ, জল ও পৃথিবীর মধ্যে রূপগুণ থাকিলেও তেজ ও জলের রূপ শুক্ল ও উজ্জ্বল এবং পৃথিবীর রূপ কৃষ্ণ। আবার জল ও পৃথিবীর মধ্যে রসগুণ থাকিলেও জলের রস মধুর; কিন্তু পৃথিবীর কোন বিশেষ রস নাই। গন্ধ কেবলমাত্র পৃথিবীরই গুণ। তবে অন্যান্য পদার্থে পার্থিব পরমাণুর অনুপ্রবেশ হেতু সেগুলিতেও গন্ধের উপলব্ধি হয়।[১৫৭] প্রত্যেক মহাভূতের বিশিষ্ট বিশিষ্ট গুণ সম্বন্ধে যুক্তিদীপিকায় বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। পৃথিবী মহাভূতের গুণ :—আকার, গুরুতা, রুক্ষতা, বাধাদানশক্তি, স্থৈর্য, ক্ষমা অর্থাৎ ধারণশক্তি, স্থিতি, বিভাজ্যতা, কৃষ্ণবর্ণ, এবং সর্বোপভোগ্যতা। জলের গুণ :—তরলতা, সূক্ষ্মতা, ঔজ্জ্বল্য, শুক্লতা, মৃদুতা, গুরুত্ব, শীতলতা, রক্ষণশীলতা, পবিত্রতা ও বিস্তার। তেজের (অগ্নির) গুণ :—উর্দ্ধগামিতা, পবিত্রজনকতা, দহনশীলতা, পাচকতা, লঘুতা, ঔজ্জ্বল্য, নাশকারিতা, বীর্যবত্তা ও জ্যোতিঃ। বায়ুর গুণ :—তির্যগ্‌গতি, পবিত্রতা, প্রেরণশক্তি, বল, রুক্ষতা, ছায়াহীনতা ও শীতলতা। আকাশের গুণ :—সর্বত্র গতিমত্তা ও বস্তুসমূহকে অবকাশদান।[১৫৮] পঞ্চ মহাভূতের এই বিশিষ্টগুণগুলি বাচস্পতি মিশ্রের

১৫৬। তত্রাকাশবায়্বগ্ন্যুদকভূময়ো ভূতানি শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধতন্মাত্রাণামবিশেষাণাং বিশেষাঃ। তথা শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণানি বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি, বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানি কর্মেন্দ্রিয়াণি, একাদশং মনঃ সর্বার্থম্ ইত্যেতান্যস্মিতালক্ষণস্যাবিশেষস্য বিশেষাঃ। গুণানামেষ ষোড়শকো বিশেষপরিণামঃ। ষড়্ অবিশেষাঃ—তদ্ যথা শব্দতন্মাত্রং স্পর্শতন্মাত্রং রূপতন্মাত্রং রসতন্মাত্রং গন্ধতন্মাত্রঞ্চ, ইত্যেকদ্বিত্রিচতুষ্পঞ্চলক্ষণাঃ শব্দাদয়ঃ পঞ্চাবিশেষাঃ। ষষ্ঠশ্চাবিশেষোঽস্মিতামাত্র ইতি। এতে সত্তামাত্রস্যাত্মনো মহতঃ ষড়বিশেষপরিণামাঃ। যৎ তৎ পরমবিশেষেভ্যো লিঙ্গমাত্রং মহত্তত্ত্বম্। তস্মিন্নেতে সত্তামাত্রে মহত্যাত্মন্যবস্থায় বিবৃদ্ধিকাষ্ঠামনুভবন্তি, প্রতিসংসৃজ্যমানাশ্চ তস্মিন্নেব সত্তামাত্রে মহত্যাত্মন্যবস্থায় যত্তন্নিঃসত্তাসত্তং নিঃসদসৎ নিরসৎ অব্যক্তমলিঙ্গং প্রধানং তৎ প্রতিযন্তীতি।
—যো. ভা. ২।১৯

১৫৭। অত্র চ বায়োঃ শীতঃ স্পর্শঃ অপাং চ, তেজস উষ্ণ, অনুষ্ণাশীতঃ পৃথিব্যাঃ। রূপঞ্চ শুক্লং ভাস্বরং চ তেজসঃ অপাঞ্চ, কৃষ্ণং পৃথিব্যাঃ। রসো মধুরঃ অপাম্, সাধারণঃ পৃথিব্যাঃ। গন্ধস্তু পার্থিব এব, তদবয়বানুপ্রবেশাৎ ভূতান্তরেষূপলভ্যতে ইত্যেতে পৃথিব্যাদীনাং ধর্মাঃ।—যুক্তি পৃঃ ১৪১

১৫৮। আকারো গৌরবং রৌক্ষ্যং বরণং স্থৈর্যমেব চ।
স্থিতির্ভেদঃ ক্ষমা কৃষ্ণচ্ছায়া সর্বোপভোগ্যতা ॥
ইতি তে পার্থিবা ধর্মাস্তদ্বিশিষ্টাস্তথাঽপরে।
জলাগ্নিপবনাকাশব্যাপকাস্তান্ নিবোধত ॥

তত্ত্ববৈশারদীতে[১২৯] এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর যোগবার্ত্তিকে[১৩০] ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে দেখা যায়। তাহা হইতে মনে হয়, এই গুণগুলি সকলেই কোন একটি আকর হইতে গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু কেহই সেই আকর গ্রন্থের নামোল্লেখ করেন নাই। মহাভূতবর্গের এই সব বিশিষ্ট বিশিষ্ট গুণ থাকায় তাহারা জীবগণের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। সৃষ্ট জীবগণের বিভিন্ন উদ্দেশ্য-সাধন ব্যাপারে পঞ্চভূতের উপযোগিতার কথাও যুক্তিদীপিকায় আলোচিত হইয়াছে। পার্থিবমহাভূতে আকার-গুণ থাকায় উহার দ্বারা গো-ঘট-মনুষ্যাদির আকারোৎপত্তি ঘটে। উহার গুরুত্বধর্মের ফলে গোমনুষ্যাদি ভৌতিক দেহ ধারণ করিতে পারে। উহার রুক্ষতাধর্মের ফলে ভৌতিকদেহসমূহ জলগ্রহণ করিতে পারে এবং তাহাতে তাহাদের দেহের কোমলতা নিষ্পন্ন হয়। পৃথিবী মহাভূতের আবরকত্ব-ধর্মের বলে মনুষ্যাদির অনভিপ্রেত বস্তু-সমূহের আচ্ছাদনশক্তি, স্থৈর্যধর্মের ফলে জীব ও বস্তুসমূহের স্থিতিশীলতা এবং ক্ষান্তিধর্মের বলে উপভোগযোগ্যতা নিষ্পন্ন হয়।[১৩১] জল, বায়ু ইত্যাদি অন্যান্য মহাভূতসমূহের বিভিন্ন ধর্মের উপযোগিতার বিষয়ও এইভাবে যুক্তিদীপিকায় বর্ণিত হইয়াছে।

যোগদর্শনে পঞ্চমহাভূতের সামান্যরূপ ও বিশেষরূপের কথা বলা হইয়াছে। পঞ্চভূতের সামান্যরূপ হইল—প্রতি মহাভূতের বিশেষ বিশেষ ধর্ম ; যেমন পৃথিবীর কাঠিন্য, জলের তরলতা, বহ্নির উষ্ণতা, বায়ুর গতি এবং আকাশের ব্যাপকতা। ইহাকে যোগসূত্রে 'স্বরূপ' এবং যোগভাষ্যে 'স্বসামান্যরূপ' বলা হইয়াছে। আবার এই পঞ্চ মহাভূতের শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধগুণের যে বিভিন্ন স্তরভেদ, তাহা তাহাদের 'বিশেষ'রূপ ; যেমন শব্দের ষড়জ, গান্ধার প্রভৃতি স্বরভেদ ; এইরূপ স্পর্শের শীতোষ্ণাদি ; রূপের নীল, পীত প্রভৃতি ; রসের কষায়, মধুর ইত্যাদি ; এবং গন্ধের সুরভি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ভেদ দেখা যায়।

স্নেহঃ সৌক্ষ্ম্যং প্রভা শৌক্ল্যং মার্দবং গৌরবঞ্চ যৎ।
শৈত্যং রক্ষা পবিত্রত্বং সন্তানশ্চৌদকা গুণাঃ ॥
ঊর্দ্ধ্বগং পাবকং দগ্ধৃ পাচকং লঘু ভাস্বরম্।
প্রধ্বংস্যোজস্বি চ জ্যোতিঃ পূর্বাভ্যাং সবিলক্ষণম্ ॥
তির্যগ্‌গতিঃ পবিত্রত্বমাক্ষেপো নোদনং বলম্।
রৌক্ষ্যমচ্ছায়তা শৈত্যং বায়োর্ধর্মাঃ পৃথগ্‌বিধাঃ ॥
সর্বতোগতিরব্যূহো বিষ্কম্ভশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
আকাশধর্মা বিজ্ঞেয়াঃ পূর্বধর্মবিরোধিনঃ ॥—যুক্তি পৃঃ ১৪১

১২৯। তত্ত্ববৈশারদী ৩।৪৪

১৩০। যোগবার্ত্তিকম্ ৩।৪৪

১৩১। তত্রাকারাৎ তাবৎ গবাদীনাং ঘটাদীনাঞ্চ আকারনির্বৃত্তিঃ, গৌরবাদেবামবস্থানম্। রৌক্ষ্যাদপাং সংগ্রহো বৈশদ্যং চ ভূতানাম্। বরণাদনভিপ্রেতানাং ছাদনম্। স্থৈর্যাৎ বৃত্তিঃ প্রজানাং ভূতান্তরাণাঞ্চ। ভেদাদ্ ঘটাদিনিষ্পত্তিঃ। ক্ষান্তেরুপভোগযোগ্যতা। সর্বোপভোগ্যত্বাৎ সর্বভূতানুগ্রহঃ।—যুক্তি পৃঃ ১৪২

আকার, রুক্ষতা, গুরুত্ব প্রভৃতি ধর্মের সহিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বস্তুর 'স্থূলরূপ' বলিয়া যোগদর্শনে অভিহিত হইয়াছে।[১৬২] উৎপন্ন পদার্থমাত্রেরই সামান্য ও বিশেষ রূপ রহিয়াছে। যোগভাষ্যকার দ্রব্যের স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—সামান্য ও বিশেষ ধর্মের সমুদায়কে 'দ্রব্য' বলা হয়।[১৬৩]

পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। এই মহাভূতগুলি পরমাণুর সমষ্টি। পৃথিবীর মধ্যে পার্থিব পরমাণু, জলের মধ্যে জলীয় পরমাণু, তেজের মধ্যে রূপ-পরমাণু, বাতাসের মধ্যে বায়বীয় পরমাণু এবং আকাশের মধ্যে শব্দ-পরমাণু বর্তমান। পার্থিব পরমাণুর উৎপত্তি গন্ধ-তন্মাত্র হইতে, রূপ-পরমাণুর উৎপত্তি রূপ-তন্মাত্র হইতে, জলীয় পরমাণুর উৎপত্তি রস-তন্মাত্র হইতে এবং আকাশ-পরমাণুর উৎপত্তি শব্দ-তন্মাত্র হইতে। এক তন্মাত্রের সহিত অন্যান্য তন্মাত্র মিলিত হইয়া মহাভূতসমূহের সৃষ্টি হয়—একথা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহারা প্রতি মহাভূতের প্রধান কারণ স্বরূপে একটি একটি তন্মাত্র আছে—একথাও স্বীকার করেন। যেমন শব্দ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র ও রস-তন্মাত্রের সহিত মিলিত গন্ধ-তন্মাত্র হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইলেও পার্থিব পরমাণুর উৎপত্তির প্রতি প্রধান কারণ গন্ধ-তন্মাত্র। এইরূপ শব্দ-পরমাণু, বায়বীয় পরমাণু, রূপ-পরমাণু ও রস-পরমাণুর প্রধান কারণ যথাক্রমে শব্দ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপতন্মাত্র ও রসতন্মাত্র। এই পরমাণুগুলি তন্মাত্রসমূহ হইতে উৎপত্তি লাভ করে।[১৬৪]

ন্যায়-বৈশেষিক মতেও পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। তবে সাংখ্যদর্শনের সহিত ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের এবিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে পরমাণু-সমূহ নিত্য এবং তাহারা জগতের মূলকারণ; কিন্তু সাংখ্যদর্শনের মতে পরমাণুসমূহ

১৬২। তত্র পার্থিবাদ্যাঃ শব্দাদয়ো বিশেষাঃ সহাকারাদিধর্মৈঃ স্থূলশব্দেন পরিভাষিতাঃ; এতদ্ ভূতানাং প্রথমং রূপম্। দ্বিতীয়ং রূপম্ স্বসামান্যম্। মূর্তির্ভূমিঃ, স্নেহো জলম্, বহ্নিরুষ্ণতা, বায়ুঃ প্রণামী, সর্বতোগতি-রাকাশ ইত্যেতৎ স্বরূপশব্দেনোচ্যতে। অস্য সামান্যস্য শব্দাদয়ো বিশেষাঃ।—যোগভাষ্যম্ ৩।৪৪। অত্র বাচস্পতিঃ—পার্থিবাঃ পাথসীয়াস্তৈজসা বায়বীয়া আকাশীয়া শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা যথাসম্ভবং বিশেষাঃ ষড়্জগান্ধারাদয়ঃ শীতোষ্ণাদয়ো নীলপীতাদয়ঃ কষায়মধুরাদয়ঃ সুরভ্যাদয়ঃ। এতে হি নামরূপপ্রয়োজনৈঃ পরস্পরতো ভিদ্যন্তে ইতি বিশেষাঃ। এতেষাং পঞ্চ পৃথিব্যাং, গন্ধবর্জং চত্বারোঽপ্সু, গন্ধরসবর্জং ত্রয়স্তেজসি, গন্ধরসরূপবর্জং দ্বৌ নভস্বতি, শব্দ এবাকাশে। ত এতে ঈদৃশা বিশেষাঃ সহাকারাদিভির্ধর্মৈঃ স্থূলশব্দেন পরিভাষিতাঃ শাস্ত্রে। * * অস্তের মূর্ত্যাদিসামান্যস্য শব্দাদয়ঃ ষড়্জাদয়ঃ উষ্ণাদয়ঃ গুরুত্বাদয়ঃ কষায়ত্বাদয়ঃ সুরভিত্বাদয়ো মূর্ত্যাদীনাং সামান্যানাং ভেদাঃ।

১৬৩। সামান্যবিশেষসমুদায়োঽত্র দ্রব্যম্।—যোগভাষ্যম্ ৩।৪৪

১৬৪। পৃথিবীপরমাণুস্তন্মাত্রাবয়বঃ।—যোগভাষ্যম্ ৪।১৪। তথা—পার্থিবস্যাণোর্গন্ধতন্মাত্রং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, আপ্যস্য রসতন্মাত্রং, তৈজসস্য রূপতন্মাত্রং, বায়বীয়স্য স্পর্শতন্মাত্রম্, আকাশস্য শব্দতন্মাত্রমিতি।—যোগভাষ্যম্ ১।৪৫

তন্মাত্রসমূহের বিকার। বিভিন্ন তন্মাত্র হইতে বিভিন্ন প্রকার পরমাণুর উৎপত্তি। সুতরাং পরমাণুসমূহ সাদি হওয়ায় অনিত্য। সাংখ্যমতে পরমাণু পাঁচ প্রকার—আকাশ-পরমাণু, বায়ু-পরমাণু, রূপ-পরমাণু, রস-পরমাণু ও পৃথিবী-পরমাণু। পক্ষান্তরে ন্যায়-বৈশেষিক মতে পরমাণু চারি প্রকার। তাঁহাদের মতে আকাশ-পরমাণু নাই; কারণ আকাশ তাঁহাদের মতে নিত্য পদার্থ।

জয়ন্ত ভট্ট প্রধান-মহান্-অহঙ্কার-পঞ্চতন্মাত্র-পঞ্চভূতাদিক্রমে শরীরাদির উৎপত্তি স্বীকার করেন না। তিনি প্রধানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট বলেন, ব্যক্ত হইতে ব্যক্তের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধ। শরীরাদি কার্যোৎপত্তির পক্ষে পরমাণুসমূহই কারণ।[১৬৫]

মহাভারতে অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। আবার মহাভারতের অন্যত্র অহঙ্কার হইতেই পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তিও বর্ণিত হইয়াছে। আবার মন হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তির বর্ণনাও মহাভারতে পাওয়া যায়। এই বিষয় সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণনাকালে আলোচিত হইয়াছে।

অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি বিষয়ে মহাভারত বলেন, অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্রের উৎপত্তি। অহঙ্কার ও শব্দতন্মাত্র হইতে স্পর্শতন্মাত্রের, অহঙ্কার ও স্পর্শতন্মাত্র হইতে রূপতন্মাত্রের, অহঙ্কার ও রূপতন্মাত্র হইতে রসতন্মাত্রের, এবং অহঙ্কার ও রসতন্মাত্র হইতে গন্ধতন্মাত্রের উৎপত্তি। ইহা মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায়।[১৬৬] শব্দতন্মাত্রের গুণ কেবল শব্দ; কিন্তু স্পর্শ-তন্মাত্র শব্দতন্মাত্রের কার্য হওয়ায় শব্দতন্মাত্রের গুণও স্পর্শতন্মাত্রে বর্তমান থাকে। এজন্য স্পর্শতন্মাত্রের গুণ—শব্দ ও স্পর্শ। এইভাবে রূপতন্মাত্র স্পর্শতন্মাত্রের কার্য হওয়ায় রূপতন্মাত্রের গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। রূপতন্মাত্রের কার্য রসতন্মাত্র; এইজন্য রসতন্মাত্রের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। আবার রসতন্মাত্র হইতে গন্ধতন্মাত্রের উৎপত্তি বলিয়া গন্ধতন্মাত্রের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি। উপাদানের গুণ কার্যেও বর্তমান থাকে। মহাভারতের মতে পরবর্তী তন্মাত্রটি পূর্ববর্তী তন্মাত্রের কার্য হওয়ায় পূর্ববর্তী তন্মাত্রের গুণ পরবর্তী তন্মাত্রেও

১৬৫। অথ বৈরম্ভপক্ষমনৈর্দেহেন্দ্রিয়াদিভিরাত্মনঃ সম্বন্ধস্তেষাং কথমুৎপত্তিরিত্যুক্তং সূত্রকৃতা 'ব্যক্তাদ্ব্যক্তানামুৎপত্তিঃ প্রত্যক্ষপ্রামাণ্যাদিতি। (গৌতমসূত্রম্ ৪।১।১১)। ব্যক্তাদিতি কপিলাভ্যুপগতত্রিগুণাত্মকাব্যক্তরূপকারণনিষেধেন পরমাণূনাং শরীরাদৌ কার্যে কারণমাহ।—ন্যায়মঞ্জরী (২য় খণ্ডঃ) পৃঃ ৭২

১৬৬। মহা ১২।১৭৫।১৩-১৪

বিদ্যমান থাকে।[১৬৭] মহাভারতের মতের সহিত যোগবার্ত্তিকে বর্ণিত বিজ্ঞানভিক্ষুর মতের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ভিক্ষুর মত পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

পঞ্চভূতের উৎপত্তি আছে বলিয়া ইহারা 'ভূত' নামে প্রসিদ্ধ। আবার পঞ্চভূতের পরিমাণ বিশাল হওয়ায় ইহারা 'মহাভূত' নামে পরিচিত।[১৬৮]

জগতের স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত পদার্থই পঞ্চভূতে গঠিত। মহাভারতে পঞ্চভূত হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।[১৬৯] এজন্য পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ও পাঞ্চভৌতিক। ইহার মধ্যে কর্ণে আকাশ, নাসিকায় পৃথিবী, জিহ্বাতে জল, ত্বকে বায়ু, এবং চক্ষুতে অগ্নি বর্তমান। এখানে আপত্তি হইতে পারে—বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থের শরীরে উত্তাপ নাই। ইহাদের গমনাদিক্রিয়া দেখা যায় না। ইহাদের শরীরের পরমাণুগুলির নিবিড় সংযোগ রহিয়াছে। সুতরাং ইহারা যে পাঞ্চভৌতিক, তাহার প্রমাণ কি? বৃক্ষসকলের কাণ নাই বলিয়া তাহারা শুনিতে পায় না; চক্ষু নাই বলিয়া দেখিতে পায় না; নাক ও জিহ্বা নাই বলিয়া গন্ধ ও রস গ্রহণ করিতে পারে না; এবং ত্বক্ নাই বলিয়া উহাদের স্পর্শজ্ঞানও নাই; সুতরাং ইহারা পাঞ্চভৌতিক হইবে কেন? বৃক্ষসমূহের শরীরে জল নাই, অগ্নি নাই, ভূমি নাই, বায়ু নাই এবং আকাশের অস্তিত্বও প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং বৃক্ষাদিকে পাঞ্চভৌতিক বলা যাইতে পারে না।[১৭০] এই সমস্ত আপত্তির উত্তরে মহাভারত বলেন, বৃক্ষসমূহের ভিতরে পরমাণুর নিবিড় সংযোগ থাকিলেও ইহাদের দেহে আকাশ আছে; এজন্য বৃক্ষসমূহে পুষ্প ও ফলের আবির্ভাব দেখা যায়। বৃক্ষসমূহের শরীরে অগ্নি আছে বলিয়াই তাহার তাপে অপতিত পত্র, পুষ্প, ফল ও ত্বক্ ম্লান হইয়া যায় ও বিশীর্ণ হয়। বজ্রের নির্ঘোষে ফল ও পুষ্প বিশীর্ণ হয়; সুতরাং

১৬৭। গুণাঃ পূর্বস্য পূর্বস্য প্রাপ্নুবন্ত্যুত্তরোত্তরম্।
তেষাং যাবতিথং যদ্ যৎ তৎ তৎ তাবদ্ গুণং স্মৃতম্॥—মহা ১২।২২৪।৩৯

অত্র নীলকণ্ঠঃ—গুণা ইতি আকাশাদয়ঃ পঞ্চ ক্রমেণৈকদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চগুণযুক্তা ইত্যর্থঃ। *** অত্র পূর্বার্দ্ধোক্তা ব্যবস্থা সূক্ষ্মভূতেষ্বেব জ্ঞেয়া।

১৬৮। অমিতানাং মহাশব্দো যান্তি ভূতানি সম্ভবম্।
ততস্তেষাং 'মহাভূত'-শব্দোঽয়মুপপদ্যতে॥—মহা ১২।১৭৭।৩

১৬৯। মহা ১২।২৮১।২৩-২৭

১৭০। পঞ্চভির্যদি ভূতৈস্তু যুক্তাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ।
স্থাবরাণাং ন দৃশ্যন্তে শরীরে পঞ্চ ধাতবঃ॥
অনুষ্মাণামচেষ্টানাং ঘনানাং চৈব তত্ত্বতঃ।
বৃক্ষাণাং নোপলভ্যন্তে শরীরে পঞ্চ ধাতবঃ।
ন শৃণ্বন্তি ন পশ্যন্তি ন গন্ধরসবেদিনঃ।
ন চ স্পর্শং বিজানন্তি তে কথং পাঞ্চভৌতিকাঃ॥—মহা ১২।১৭৭।৬-৮

বৃক্ষসমূহ কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করে। লতা বৃক্ষকে বেষ্টন করে এবং সকল দিকে গমন করে। অতএব লতাগুলির চক্ষু আছে বলিতে হয়। চক্ষু না থাকিলে তাহাদের বিভিন্ন পথে গমন সম্ভব হইত না। উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট নানাবিধ গন্ধ এবং ধূপ দ্বারা নীরোগ থাকিয়া বৃক্ষসমূহ তদনুরূপ পুষ্প ও ফল প্রসব করে। অতএব বৃক্ষগুলির আঘ্রাণশক্তি আছে। বৃক্ষসকল শিকড়ের দ্বারা জলপান করে এবং তাহাদের ব্যাধি ও ব্যাধি-প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সুতরাং বৃক্ষসমূহের রসগ্রহণের শক্তি আছে। বৃক্ষগুলির প্রফুল্লতা দেখিয়া সুখের এবং ম্লানভাব দেখিয়া দুঃখের অনুমান করা হয়। ইহাদের ছিন্ন অঙ্গের পুনরুৎপত্তি দেখা যায়। সুতরাং বৃক্ষসমূহের জীবন আছে বলিতে হইবে; ইহারা অচেতন নহে এবং ইহাদের দেহ পাঞ্চভৌতিক।[১৭১]

স্থাবর পদার্থের ন্যায় জঙ্গম পদার্থের দেহও পঞ্চভূতময়। জঙ্গম পদার্থের শরীরে পঞ্চভূতের উপযোগিতার বিষয় মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। জঙ্গম ভূতের চর্ম, মাংস, অস্থি. মজ্জা ও স্নায়ু—পৃথিবী হইতে জাত। তেজ, ক্রোধ, চক্ষু, উষ্ণতা এবং যে জঠরাগ্নি ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে সেই অগ্নি—দেহস্থিত অগ্নি হইতে উদ্ভূত। প্রাণিগণের দেহস্থিত কর্ণ, মুখ, নাসিকা, হৃদয় ও পাকাশয়—আকাশ হইতে উৎপন্ন। তাহাদের দেহের কফ, পিত্ত, ঘর্ম, বসা ও রক্ত—জল হইতে উৎপন্ন হয়। প্রাণী প্রাণবায়ুর প্রভাবে জীবিত থাকে, ব্যানবায়ুর প্রভাবে কার্য করে। অপানবায়ু অধোদেশ হইতে

১৭১। ঘনানামপি বৃক্ষাণামাকাশোঽস্তি ন সংশয়ঃ।
তেষাং পুষ্পফলে ব্যক্তির্নিত্যং সমুপলভ্যতে ॥
উষ্মতো ম্লানপর্ণানাং ত্বক্‌ফলং পুষ্পমেব চ।
ম্লায়তে চৈব শীতেন স্পর্শস্তেনাত্র বিদ্যতে ॥
বায়্বগ্ন্যশনিনির্ঘোষৈঃ ফলপুষ্পং বিশীর্যতে।
শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দস্তস্মাচ্ছৃণ্বন্তি পাদপাঃ ॥
বল্লী বেষ্টয়তে বৃক্ষং সর্বতশ্চৈব গচ্ছতি।
ন হ্যদৃষ্টেশ্চ মার্গোঽস্তি তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাঃ ॥
পুণ্যাপুণ্যৈস্তথা গন্ধৈর্ধূপৈশ্চ বিবিধৈরপি।
অরোগাঃ পুষ্পিতাঃ সন্তি তস্মাজ্জিঘ্রন্তি পাদপাঃ ॥
পাদৈঃ সলিলপানং চ ব্যাধীনামপি দর্শনম্।
ব্যাধিপ্রতিক্রিয়ত্বাচ্চ বিদ্যতে রসনং দ্রুমে ॥
বক্ত্রেণোৎপলনালেন যথোর্ধ্বং জলমাদদেৎ।
তথা পবনসংযুক্তঃ পাদৈঃ পিবতি পাদপঃ ॥
গ্রহণাৎ সুখদুঃখস্য ছিন্নস্য চ বিরোহণাৎ।
জীবং পশ্যামি বৃক্ষাণামচৈতন্যং ন বিদ্যতে।—মহা ১২।১৭৭।১০-১৭

নির্গত হয় এবং সমানবায়ু হৃদয়ে অবস্থান করে। উদানবায়ুর দ্বারা জীবগণের শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য চলে এবং কণ্ঠ তালু প্রভৃতি স্থানবিশেষের সংঘর্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শব্দ উত্থিত হয়। এই পঞ্চবিধ বায়ু প্রাণীকে সমস্ত কার্যে প্রবৃত্ত করায়।[১৭২]

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, মহাভারতে বর্ণিত পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূতের ধর্ম এবং জীবগণের দেহে পঞ্চভূতের উপযোগিতা সাংখ্যদর্শনানুযায়ী।

মনুসংহিতায় মহৎ-তত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। যদিও মনুসংহিতার মূল শ্লোকে মহৎ-তত্ত্ব হইতে আকাশ, বিকারাপন্ন আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি এইরূপভাবে সৃষ্টি মনুর অভিমত নহে—ইহা মেধাতিথির ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায়। মেধাতিথি বলেন, একটি মহাভূত হইতে অন্য মহাভূতের উৎপত্তি—মনুর অভিপ্রেত নহে; কিন্তু মহৎ-তত্ত্ব বিকারপ্রাপ্ত হইয়া শব্দতন্মাত্রে পরিণত হইল এবং তাহা হইতে উৎপন্ন হইল আকাশ। আকাশ-সৃষ্টির পরে মহৎ-তত্ত্ব স্পর্শতন্মাত্ররূপে বিকারপ্রাপ্ত হইল এবং তাহা হইতে বায়ুর উৎপত্তি। বিকারাপন্ন মহান্ হইতে রূপতন্মাত্র এবং তাহা হইতে তেজের সৃষ্টি। অগ্নির উৎপত্তির পরে মহান্ রসতন্মাত্রে বিকারপ্রাপ্ত হইল এবং তাহা হইতে জলের উৎপত্তি। সর্বশেষে গন্ধতন্মাত্ররূপে মহৎ-তত্ত্ব বিকারপ্রাপ্ত হইল এবং গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি।[১৭৩] পঞ্চতন্মাত্রের

১৭২। ত্বক্ চ মাংসং তথাস্থীনি মজ্জা স্নায়ু চ পঞ্চমম্।
ইত্যেতদিহ সংখ্যাতং শরীরে পৃথিবীময়ম্॥
তেজোহগ্নিশ্চ তথা ক্রোধশ্চক্ষুরুষ্মা তথৈব চ।
অগ্নির্জরয়তে চাপি পঞ্চাগ্নেয়াঃ শরীরিণঃ॥
শ্রোত্রং ঘ্রাণমথাস্যং চ হৃদয়ং কোষ্ঠমেব চ।
আকাশাৎ প্রাণিনামেতে শরীরে পঞ্চ ধাতবঃ॥
শ্লেষ্মা পিত্তমথ স্বেদো বসা শোণিতমেব চ।
ইত্যাপঃ পঞ্চধা দেহে ভবন্তি প্রাণিনাং সদা॥
প্রাণাৎ প্রণীয়তে প্রাণী ব্যানাদ্ ব্যায়চ্ছতে তথা।
গচ্ছত্যপানোহবাক্ চৈব সমানো হৃদ্যবস্থিতঃ॥
উদানাদুচ্ছ্বসিতি চ প্রতিভেদাচ্চ ভাষতে।
ইত্যেতে বায়বঃ পঞ্চ চেষ্টয়ন্তীহ দেহিনম্॥
ভূমের্গন্ধগুণান্ বেত্তি রসং চাদ্ভ্যঃ শরীরবান্।
জ্যোতিঃ পশ্যতি চক্ষুর্ভ্যাং স্পর্শং বেত্তি চ বায়ুনা॥—মহা ১২।১৭৭।২০-২৩

১৭৩। মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া।
আকাশং জায়তে তস্মাৎ তস্য শব্দগুণং বিদুঃ॥
আকাশাত্তু বিকুর্বাণাৎ সর্বগন্ধবহঃ শুচিঃ।

গুণ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় কোন উল্লেখ নাই। পঞ্চ মহাভূতের গুণবিষয়ে মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে যে, পূর্বোৎপন্ন মহাভূতের গুণ পরবর্তী মহাভূতে অবস্থান করে।[১৭৪]

এখানে লক্ষণীয় যে, সাংখ্যদর্শনে অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু মনুসংহিতার মতে মহৎ-তত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি। বিশিষ্ট তন্মাত্র হইতে বিশিষ্ট মহাভূতের উৎপত্তি—মনুর অভিপ্রেত। যুক্তিদীপিকায় যে সাংখ্যমত বর্ণিত হইয়াছে, সেখানেও এই সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। সাংখ্যাচার্য বার্ষগণ্য এবং যোগভাষ্যের মতে বিশিষ্ট তন্মাত্র হইতে বিশিষ্ট মহাভূতের উৎপত্তি। পঞ্চভূতের গুণ সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শন ও মনুসংহিতার একই সিদ্ধান্ত।

পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি—মনুর অভিমত। তন্মধ্যে আকাশের কার্য অবকাশদান; কারণ দুইটি মূর্ত পদার্থ একই স্থানে অবস্থান করিতে পারে না। বায়ুর কাজ ব্যূহ অর্থাৎ বিন্যাস বা বিশেষ বিশেষ স্থানে সংস্থাপন। অগ্নির কাজ অন্ন, তৃণ প্রভৃতির পরিপাক। জলের কাজ সংগ্রহণ অর্থাৎ পিণ্ডীকরণ—বিচ্ছিন্ন পদার্থসমূহকে সংহত করা; যেমন ধূলিরাশি বিক্ষিপ্তাকারে রহিয়াছে; জল সেইগুলিকে সংহত করিয়া পিণ্ডাকার দান করে। পৃথিবীর কাজ ধারণ করা—সরিয়া যাওয়া বা পড়িয়া যাওয়া যাহাদের স্বভাব তাহাদিগকে ধারণ করিয়া রাখা।[১৭৫] বলা বাহুল্য, মনুসংহিতোক্ত পঞ্চভূতের এই কার্যগুলি সাংখ্যদর্শনানুযায়ী।

বলবান্ জায়তে বায়ুঃ স বৈ স্পর্শগুণো মতঃ ॥
বায়োরপি বিকুর্বাণাদ্ বিরোচিষ্ণু তমোনুদম্।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে ভাস্বৎ তদ্রূপগুণমুচ্যতে ॥
জ্যোতিষশ্চ বিকুর্বাণাদাপো রসগুণাঃ স্মৃতাঃ।
অদ্ভ্যো গন্ধগুণা ভূমিরিত্যেষা সৃষ্টিরাদিতঃ ॥—মনু ১।৭৫-৭৮

অত্র কুল্লূকঃ—মনো মহান্ সৃষ্টিং করোতি পরমাত্মনঃ সৃষ্টিমিচ্ছয়া প্রের্যমাণং তস্মাদাকাশমুৎপদ্যতে। তচ্চ পূর্বোক্তানুসারাদহঙ্কারতন্মাত্রক্রমেণ। আকাশস্য শব্দং গুণং বিদুর্মন্বাদয়ঃ। অত্র মেধাতিথিঃ—ভূতাদ্ ভূতান্তরস্যোৎপত্তির্নেষ্যতে। মহতঃ সর্বভূতানামুৎপত্ত্যভ্যুপগমাৎ। তেনৈবং ব্যাখ্যায়তে। আকাশাদনন্তরং মহতো বিকুর্বাণাৎ স্পর্শতন্মাত্রভাবং গতাদ্ বায়ুর্জায়তে। * * উত্তরত্রাপি যা পঞ্চম্যন্তা ন তন্তর্থাপেক্ষাঃ, কিং তর্হি বায়োঃ পশ্চাৎ তাঽনন্তরমিত্যেবং যোজনীয়াঃ ॥

১৭৪। আদ্যাদ্যস্য গুণন্ত্বেষামবাপ্নোতি পরঃ পরঃ।
যো যো যাবতিথশ্চৈষাং স স তাবদ্গুণঃ স্মৃতঃ ॥—মনু ১।২০

১৭৫। তদাবিশন্তি ভূতানি মহান্তি সহ কর্মভিঃ।—মনু ১।১৮

অত্র কুল্লূকঃ—পূর্বশ্লোকে তন্তেতি প্রকৃতং ব্রহ্মাত্র তদিতি পরামৃশ্যতে। তদ্ ব্রহ্ম শব্দাদিপঞ্চতন্মাত্রাত্মনাবস্থিতং মহাভূতান্যাকাশাদীন্যাবিশন্তি, তেভ্যঃ উৎপদ্যন্তে সহ কর্মভিঃ স্বকার্যৈঃ। তত্রাকাশস্যাবকাশদানং কর্ম, বায়োর্ব্যূহনং বিন্যাসরূপং, তেজসঃ পাকঃ, অপাং সংগ্রহণং পিণ্ডীকরণরূপং, পৃথিব্যা ধারণম্।

চরকসংহিতার মতে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের যথাক্রমে নৈসর্গিক গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। চরক আরও বলেন, পরবর্তী মহাভূত পূর্বোৎপন্ন মহাভূতের গুণ বা গুণগুলি গ্রহণ করিয়া থাকে। কঠিনতা, তরলতা, গতিশীলতা, উষ্ণতা ও শূন্যতা—যথাক্রমে পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশের অসাধারণ লক্ষণ।[১৭৬]

চরকসংহিতায় পঞ্চ তন্মাত্রের গুণের উল্লেখ নাই। টীকাকার চক্রপাণির মতে পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি। চক্রপাণির ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায়, যে মহাভূতের যে গুণগুলি চরকসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা তাহার উপাদানভূত তন্মাত্রেরও গুণ; শব্দতন্মাত্রের গুণ শব্দ; স্পর্শতন্মাত্রের গুণ শব্দ ও স্পর্শ ইত্যাদি। পঞ্চভূতের যে গুণগুলির উল্লেখ চরকসংহিতায় পাওয়া যায়, তাহা সাংখ্যদর্শনসম্মত।

শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। তামস অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্রের উৎপত্তি। শব্দতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে আকাশ। শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশের গুণ শব্দকে গ্রহণ করে। বায়ু প্রভৃতি ভূতগণকে অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিতি-প্রদান—আকাশের কার্য।[১৭৭] শব্দতন্মাত্রের কার্য আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্রের এবং স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ুর উৎপত্তি। ত্বগিন্দ্রিয় বায়ুর গুণ স্পর্শকে গ্রহণ করিয়া থাকে। মৃদুত্ব, কাঠিন্য, শৈত্য, ও উষ্ণত্ব—স্পর্শের লক্ষণ। বায়ু বৃক্ষাদিকে সঞ্চালিত করে, তৃণাদিকে মিলিত করে এবং নিজেও অন্য বস্তুর সহিত মিলিত হয়।[১৭৮] স্পর্শ-তন্মাত্রের কার্য বায়ু হইতে রূপতন্মাত্রের এবং রূপতন্মাত্র হইতে তেজের (অগ্নির) উৎপত্তি। চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজোগুণের গ্রাহক। রূপ তেজের

১৭৬। মহাভূতানি খং বায়ুরগ্নিরাপঃ ক্ষিতিস্তথা।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপং চ রসো গন্ধশ্চ তদ্গুণাঃ॥
তেষামেকগুণঃ পূর্বো গুণবৃদ্ধিঃ পরে পরে।
পূর্বঃ পূর্বগুণশ্চৈব ক্রমশো গুণিষু স্মৃতঃ॥
খরদ্রবচলোষ্ণত্বং ভূজলানিলতেজসাম্।
আকাশস্যাপ্রতীঘাতো দৃষ্টং লিঙ্গং যথাক্রমম্॥—চরক-শারীর ১।২৭-২৯

১৭৭। তামসাচ্চ বিকুর্বাণাদ্ ভগবদ্বীর্যচোদিতাৎ।
শব্দমাত্রমভূৎ তস্মান্নভঃ শ্রোত্রন্তু শব্দগম্॥—ভাগ ৩।২৬।৩২

১৭৮। নভসঃ শব্দতন্মাত্রাৎ কালগত্যা বিকুর্বতঃ।
স্পর্শোঽভবৎ ততো বায়ুস্ত্বক্ স্পর্শস্য চ সংগ্রহঃ॥
মৃদুত্বং কঠিনত্বঞ্চ শৈত্যমুষ্ণত্বমেব চ।
এতৎ স্পর্শস্য স্পর্শত্বং তন্মাত্রত্বং নভস্বতঃ॥
চালনং ব্যূহনং প্রাপ্তির্নেতৃত্বং দ্রব্যশব্দয়োঃ।
সর্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং বায়োঃ কর্মাভিলক্ষণম্॥—ভাগ ৩।২৬।৩৫-৩৭

গুণরূপে প্রতীত হয়। তেজ বস্তুকে প্রকাশ করে, তণ্ডুলাদি পাক করে, শৈত্য নিবারণ করে এবং শোষণক্রিয়া সম্পন্ন করে।[১৭৯] রূপতন্মাত্রের কার্য তেজ হইতে রসতন্মাত্রের এবং রসতন্মাত্র হইতে জল উৎপন্ন হয়। রসনেন্দ্রিয় জলগুণ রসকে গ্রহণ করিয়া থাকে। একই রস ভৌতিক দ্রব্যের সংসর্গে বিকৃত হইয়া কষায়, মধুর, তিক্ত, কটু, অম্ল, ও লবণ—এই ছয় প্রকার হইয়া থাকে। জল দ্রব্যসমূহকে আর্দ্র করে, চূর্ণাদিকে পিণ্ডাকারে পরিণত করে এবং প্রাণিগণকে তৃপ্তিদান করে।[১৮০] রস-তন্মাত্রের কার্য জল হইতে গন্ধতন্মাত্রের এবং গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। ঘ্রাণেন্দ্রিয় পৃথিবীর গুণ গন্ধকে গ্রহণ করে। সংযুক্ত দ্রব্যের বৈষম্যহেতু একই গন্ধ সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, তীব্রগন্ধ ইত্যাদি রূপে নানাবিধ হইয়া থাকে।[১৮১] কারণের গুণ কার্যে বর্তমান থাকে। এজন্য আকাশে একমাত্র শব্দগুণ বর্তমান। বায়ুতে আকাশের গুণ শব্দ ও স্বীয়গুণ স্পর্শ। তেজে কারণগুণ শব্দ ও স্পর্শ এবং স্বকীয়গুণ রূপ। জলে কারণগুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এবং স্বীয়গুণ রস। পৃথিবীতে কারণগুণ শব্দ, স্পর্শ রূপ ও রস এবং স্বকীয়গুণ গন্ধ বর্তমান।[১৮২]

১৭৯। বায়োশ্চ স্পর্শতন্মাত্রাদ্ রূপং দৈবেরিতাদভূৎ।
সমুত্থিতং ততস্তেজশ্চক্ষু রূপোপলম্ভনম্॥
দ্রব্যাকৃতিত্বং গুণতা ব্যক্তিসংস্থাত্বমেব চ।
তেজস্ত্বং তেজসঃ সাধ্বি রূপমাত্রস্য বৃত্তয়ঃ॥
দ্যোতনং পচনং পানমদনং হিমমর্দনম্।
তেজসো বৃত্তয়স্ত্বেতাঃ শোষণং ক্ষুত্তৃড়েব চ॥—ভাগ ৩।২৬।৩৮-৪০

১৮০। রূপমাত্রাদ্ বিকুর্বাণাৎ তেজসো দৈবচোদিতাৎ।
রসমাত্রমভূৎ তস্মাদম্ভো জিহ্বা রসগ্রহঃ॥
কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কট্বম্ল ইতি নৈকধা।
ভৌতিকানাং বিকারেণ রস একো বিভিদ্যতে॥
ক্লেদনং পিণ্ডনং তৃপ্তিঃ প্রাণনাপ্যায়নোন্দনম্।
তাপাপনোদো ভূয়স্ত্বমম্ভসো বৃত্তয়স্ত্বিমাঃ॥—ভাগ ৩।২৬।৪১-৪৩

১৮১। রসমাত্রাদ্ বিকুর্বাণাদম্ভসো দৈবচোদিতাৎ।
গন্ধমাত্রমভূৎ তস্মাৎ পৃথ্বী ঘ্রাণস্তু গন্ধগঃ॥
করম্ভপূতিসৌরভ্যশান্তোগ্রাম্লাদিভিঃ পৃথক্।
দ্রব্যাবয়ববৈষম্যাদ্ গন্ধ একো বিভিদ্যতে॥
ভাবনং ব্রহ্মণঃ স্থানং ধারণং সদ্বিশেষণম্।
সর্বসত্ত্বগুণোদ্ভেদঃ পৃথিবীবৃত্তিলক্ষণম্॥—ভাগ ৩।২৬।৪৪-৪৬

১৮২। পরস্য দৃশ্যতে ধর্মো হ্যপরস্মিন্ সমন্বয়াৎ।
অতো বিশেষো ভাবানাং ভূমাবেবোপলভ্যতে॥—ভাগ ৩।২৬।৪৯

এখানে লক্ষণীয় যে, সাংখ্যদর্শনমতে অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি। কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতে আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্রের, বায়ু হইতে রূপতন্মাত্রের, তেজ হইতে রসতন্মাত্রের এবং জল হইতে গন্ধতন্মাত্রের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চভূতের গুণাবলী বিষয়ে সাংখ্যদর্শন ও শ্রীমদ্‌ভাগবত একই অভিমত পোষণ করেন।

শ্রীমদ্‌গীতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ও বুদ্ধচরিতে পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূত বিষয়ে কোন বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় নাই।

ইন্দ্রিয়

সাংখ্যদর্শনে একাদশ ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; এবং বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু (গুহ্যদ্বার) ও উপস্থ (জননেন্দ্রিয়)—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। মন উভয়রূপী; ইহা কর্মেন্দ্রিয়ও বটে, আবার জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে।[১৮৩] ইহারা ইন্দ্র অর্থাৎ আত্মার চিহ্ন; এজন্য ইহারা 'ইন্দ্রিয়' সংজ্ঞায় অভিহিত। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় করণ; কর্তা ব্যতীত করণের ক্রিয়া সম্ভব হয় না। এই কারণে চক্ষু প্রভৃতি করণের অস্তিত্বের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। আত্মবিষয়ক অনুমিতির সাধন বলিয়া চক্ষু প্রভৃতি করণ 'ইন্দ্রিয়'-পদবাচ্য।[১৮৪] ভগবান্ পাণিনিও ইন্দ্রিয়শব্দের ব্যুৎপত্তিকালে বলিয়াছেন—যাহা ইন্দ্র অর্থাৎ আত্মার চিহ্ন, তাহা 'ইন্দ্রিয়' সংজ্ঞায় অভিহিত। করণের দ্বারা কর্তার অনুমান হয়।[১৮৫]

আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে বৈকৃত অহঙ্কার হইতে সত্ত্বগুণপ্রধান ইন্দ্রিয়বর্গের উৎপত্তি। পঞ্চাধিকরণ-নামক বৃদ্ধ সাংখ্যাচার্যের মতে ইন্দ্রিয়সমূহ ভৌতিক। কিন্তু অন্যান্য সাংখ্যাচার্যগণ পঞ্চাধিকরণের মতের বিরোধিতা করিয়াছেন।[১৮৬] সাংখ্যসূত্রেও বলা হইয়াছে—ইন্দ্রিয়সমূহ অহঙ্কারের কার্য; উহারা ভৌতিক নহে।[১৮৭] ইন্দ্রিয়সমূহ অতীন্দ্রিয়। উহারা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না। যাহারা ভ্রান্ত, তাহারা ইন্দ্রিয়ের

১৮৩। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণরসনত্বগাখ্যানি।
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থান্ কর্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ॥
উভয়াত্মকমত্র মনঃ।—সা. কা ২৬-২৭

১৮৪। সাত্ত্বিকাহঙ্কারোপাদানকমিন্দ্রিয়ম্। তচ্চ দ্বিবিধং বুদ্ধীন্দ্রিয়ং কর্মেন্দ্রিয়ঞ্চ। উভয়মপ্যেতদিন্দ্রস্যাত্মনশ্চিহ্নত্বাদিন্দ্রিয়মুচ্যতে।—বাচস্পতিঃ (সা. কা. ২৬)

১৮৫। ইন্দ্রিয়মিন্দ্রলিঙ্গমিন্দ্রদৃষ্টমিন্দ্রসৃষ্টমিন্দ্রজুষ্টমিন্দ্রদত্তমিতি বা।—পাণিনিঃ ৫।২।৯৩। ইন্দ্র আত্মা, তস্য লিঙ্গম্, করণেন কর্তুরনুমানাৎ ইতি দীক্ষিতঃ।

১৮৬। তথাহঙ্কারাদিন্দ্রিয়াণীতি সর্বে। ভৌতিকানীন্দ্রিয়াণীতি পঞ্চাধিকরণমতম্।—যুক্তি পৃঃ ১০৮

১৮৭। আহঙ্কারিকত্বশ্রুতের্ন ভৌতিকানি।—সা. সূ ২।২০

অধিষ্ঠানে ইন্দ্রিয়শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে।[১৮৮] ইন্দ্রিয়সমূহ বস্তুর সহিত সম্বন্ধ না হইয়া কোন কিছু প্রকাশ করিতে পারে না। যেমন প্রদীপের সহিত আলোকসম্বন্ধ না হইলে সেই প্রদীপ কোন স্থল প্রকাশ করিতে পারে না, ইন্দ্রিয়সমূহও সেইরূপ। ইন্দ্রিয়সমূহ যদি অসম্বদ্ধ পদার্থকে প্রকাশ করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহারা সর্বদা ব্যবহিত বস্তুরও প্রকাশক হইতে পারিত; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা হয় না। ব্যবহিত পদার্থসমূহকে কোন ব্যক্তি দর্শনাদি করিতে পারে না। দূরস্থিত সূর্যাদির সহিত সম্বন্ধের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গণকে গোলকাতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ইন্দ্রিয় গোলকস্বরূপ হইলে তাহার সহিত কখনও দূরস্থ সূর্যের সম্বন্ধ সম্ভব হইত না; কারণ গোলকাদি পুরুষের শরীরেই থাকে; কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় সূর্যসম্বদ্ধ হয়। ইহাই ইন্দ্রিয়ের গোলকাতিরিক্ততার হেতু।[১৮৯] ইন্দ্রিয়সমূহ হইল অধিষ্ঠানের পশ্চাতে অবস্থিত শক্তি। যাহার গুণে আমরা দেখিতে পাই, মণির অন্তর্গত সেই বস্তুই চক্ষুরিন্দ্রিয়। আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে চক্ষু বলিয়া আমরা যাহাকে বুঝি, তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয় নহে; উহার প্রকৃত অর্থ হইল আকর্ণবিস্তৃত স্থান চক্ষুর ক্ষেত্র। সেইরূপ যাহা দেখিয়া ইহা কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে, তাহা কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা বা ত্বক্ ইন্দ্রিয় নহে। যে যে সূক্ষ্মবস্তু না থাকিলে এই প্রত্যক্ষীভূত কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতির শব্দগ্রহণ, গন্ধগ্রহণ ইত্যাদি সম্ভব হইত না, তাহাই ইন্দ্রিয়। কর্মেন্দ্রিয়গুলির সম্বন্ধেও এই কথা। পাণিপাদ—ইহাও দৃশ্যমান হস্তপদ নহে; কারণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর হস্তপদ থাকিলেও তাহা অকর্মণ্য। যাহার অভাবে এই অকর্মণ্যতার উৎপত্তি, তাহাই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়সমূহ ভৌতিক হইলে উহারা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের দৈহিক অধিষ্ঠানগুলিকে ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করিলে যাহার চক্ষুতে ছানি পড়িয়াছে, সেও দেখিতে পাইবে। এইভাবে যে পঙ্গু, সেও চলিতে পারিবে। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের দৈহিক অধিষ্ঠান ও ইন্দ্রিয় এক নহে।

গৌতমের ন্যায়সূত্রে ইন্দ্রিয়সমূহকে ভৌতিক বলা হইয়াছে। জয়ন্ত ভট্ট উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গুলি ভৌতিক হইলেই উহারা স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করিতে পারে; অন্যথা পারে না। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূত হইতে যথাক্রমে নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও শ্রোত্র—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের

১৮৮। অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে।—সা. সূ ২।২৩

১৮৯। নাপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বমিন্দ্রিয়াণামপ্রাপ্তেঃ সর্বপ্রাপ্তের্বা।—সা. সূ ৫।১০৪

উৎপত্তি।[১৯০] জয়ন্ত ভট্ট বলেন, কারণ-গুণ কার্যে বর্তমান দেখা যায়। অহঙ্কারকে যদি ইন্দ্রিয়সমূহের কারণ বলা হয়, তাহা হইলে সেই অহঙ্কার যখন সকল বিষয় প্রকাশ করিবার ক্ষমতাযুক্ত, তখন বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বিভিন্ন বিষয়ের গ্রাহক—ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়সমূহ ভৌতিক হইলে ভূতগণের বিভিন্নতা হেতু তাহারা যথানির্দিষ্ট বিষয়ের গ্রাহক হইতে পারে। সুতরাং ইন্দ্রিয়সমূহ ভৌতিক।[১৯১] ইন্দ্রিয়সমূহের ভৌতিকত্ব বিষয়ে গৌতমের ও জয়ন্ত ভট্টের অভিমত যুক্তিদীপিকাকার উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়াছেন। যুক্তিদীপিকাকার বলেন, বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের নিকট-সম্বন্ধের ফলে সেই বস্তুর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়। সেইজন্য কোন নিকটতম বস্তু ও আমাদের মধ্যে যদি কোন অস্বচ্ছ ব্যবধান থাকে, তাহা হইলে ঐ নিকটতম বস্তুও আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। এজন্য সাংখ্যদর্শনে ইন্দ্রিয়সমূহকে 'প্রাপ্যকারী' বলা হইয়াছে; অর্থাৎ ইন্দ্রিয় যখন কোন বস্তুর সান্নিধ্যে আসে, তখন সেই বস্তু সম্বন্ধে তাহার কার্য হইয়া থাকে। চক্ষুরিন্দ্রিয় সীমিত ও ভৌতিক হইলে ইহা দূরের বস্তুকে অথবা কাচের পশ্চাতে অবস্থিত বস্তুকে গ্রহণ করিতে পারিত না; পরন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় ব্যাপী হইলে তাহা সম্ভব হয়। চক্ষুরিন্দ্রিয় ব্যাপী হওয়ার জন্য উহাকে অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন বলিতে হয়; সুতরাং উহা ভৌতিক নহে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়সম্বন্ধেও এই কথা। তাছাড়া, ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা ক্ষুদ্র, বৃহৎ—সকল বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞানোদয় হয়। কিন্তু ইহারা ভৌতিক হইলে তাহা সম্ভব হয় না। তখন তাহারা নিজ নিজ আকার অনুযায়ী বস্তুসমূহই গ্রহণ করিতে পারে, অন্য বস্তু নহে। কিন্তু বাস্তবজগতে দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা

১৯০। ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ।—ন্যায়সূত্রম্ ১।১।১২

অত্র জয়ন্ত ভট্টঃ—ভূতেভ্য ইতি কিমর্থম্? ** বিষয়োপলব্ধিলক্ষণস্য হীন্দ্রিয়াণাং ভূতপ্রকৃতিত্বে সতি নির্বহতি নান্যথেতি। তানি পুনরিন্দ্রিয়-কারণানি পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়্বাকাশমিতি ভূতানি। ভূতেভ্যঃ পঞ্চভ্যো যথাসংখ্যং ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রাণি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি ভবন্তি, ভূতপ্রকৃতিত্বমিতি ভূতস্বভাবত্বম্ ব্যাখ্যাবগানন্। ** এবং ভৌতিকানীন্দ্রিয়াণি স্বং স্বং বিষয়মধিগন্তুমুৎসহন্ত ইতি তল্লক্ষণবমেষাং সিধ্যতীতি, অতো ভূতেভ্য ইত্যুক্তম্।—ন্যায়মঞ্জরী (২য় খণ্ডম্) পৃঃ ৪৮-৪৯

১৯১। একপ্রকৃতিত্বে হীন্দ্রিয়াণামেকমেব সর্ববিষয়প্রকাশনকুশলমিন্দ্রিয়ং ভবেৎ, সর্বাণি বা সর্ববিষয়গ্রাহীণি ভবেয়ুঃ কারকস্যাবিশেষাৎ। কারণনিয়মাধীনো হি কার্যনিয়মঃ। অহঙ্কারাখ্যং চ কারণম্। সকলবিষয়প্রকাশনশক্তিযুক্তে তস্মিন্ কথমিন্দ্রিয়ান্তরাণি বিষয়ান্তরগ্রাহীণি ততো ভবেয়ুঃ। ভৌতিকত্বে তু ভূতানাং ভেদান্নিয়তগুণোৎকর্ষযোগিত্বান্নিয়তবিষয়গ্রাহীন্দ্রিয়প্রকৃতিত্বম্। তথাচ প্রদীপাদি তেজো রূপরসাদ্যনেকবিষয়সন্নিধানেঽপি রূপস্যৈব প্রকাশীভবিতুম্ অর্হতি। এবমিন্দ্রিয়ান্তরেষ্বপি বক্তব্যম্। তদেব বিষয়নিয়মঃ প্রকৃতিনিয়মকারিত ইন্দ্রিয়াণামিতি ভৌতিকানীন্দ্রিয়াণি।—ন্যায়মঞ্জরী (২য় খণ্ডঃ) পৃঃ ৫২

ছোট, বড়—সকল বস্তুরই জ্ঞান হয়। সুতরাং বলিতে হয়—ইন্দ্রিয়সমূহ ব্যাপী এবং এই কারণে তাহারা অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন।[১৯২]

ইন্দ্রিয়সমূহ সীমিত অথবা ব্যাপক—এ বিষয়ে সাংখ্যাচার্যগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। যুক্তিদীপিকায় উদ্ধৃত মতগুলি হইতে লক্ষ্য করা যায় যে, অনেক সাংখ্যাচার্যের মতে ইন্দ্রিয়গুলির নিজস্ব নির্দিষ্ট কোন রূপ নাই। তাঁহারা বলেন, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন বস্তুবিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তিকালে ইন্দ্রিয় সেই বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয় এবং সেই বস্তুরই আকার গ্রহণ করে। আবার অন্য সাংখ্যাচার্যগণ বলেন, ইন্দ্রিয়গণের রূপ সীমাবদ্ধ। বিন্ধ্যবাসীর মতে ইন্দ্রিয়গুলি ব্যাপক।[১৯৩] ঈশ্বরকৃষ্ণ এবিষয়ে কিছুই বলেন নাই। যুক্তিদীপিকাকারের মতে ইন্দ্রিয়গুলি ব্যাপক। কারণ গৌতম ও জয়ন্ত ভট্টের মত খণ্ডনকালে স্বমতের পরিপোষকরূপে তিনি এক বৃদ্ধ সাংখ্যাচার্যের মত উল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ উদ্ধৃতিতে ইন্দ্রিয়সমূহকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাপক বলা হইয়াছে।[১৯৪]

করণ

করণসমূহ সংখ্যায় ত্রয়োদশ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি। ইহা ঈশ্বরকৃষ্ণের মত।[১৯৫] এই বিষয়ে সাংখ্যাচার্যগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। যুক্তিদীপিকায় উল্লিখিত জনৈক পতঞ্জলির মতে করণের সংখ্যা দ্বাদশ। তিনি অহঙ্কারের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে অহঙ্কার বুদ্ধির অন্তর্ভুক্ত।[১৯৬] বার্ষগণ্যের মতাবলম্বিগণের মতে করণের সংখ্যা একাদশ।[১৯৭] আচার্য

১৯২। নৈয়ায়িকাস্ত্বেবমাহুঃ—'ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ' (ন্যায়সূত্রম্ ১।১।১২)। ভূতেভ্য ইত্যনেন স্ববিষয়োপলব্ধিনিয়মকং হীন্দ্রিয়াণাং ভূতপ্রকৃতিত্বে সতি নির্বহতি নান্যথা।······অতো ভূতেভ্য ইত্যুক্তম্। এতত্ত্ব সাংখ্যাচার্যাণাং নেষ্টম্। এবং হি সাংখ্যবৃদ্ধা আহুঃ—আহঙ্কারিকাণীন্দ্রিয়াণি অর্থং সাধয়িতুমর্হন্তি নান্যথা। তথা হি কারকং কারকত্বাদেব প্রাপ্যকারি ভবতি। ভৌতিকানি চেন্দ্রিয়াণি কথং প্রাপ্যকারীণি দূরবর্তিনি বিষয়ে ভবেয়ুঃ, অহঙ্কারিকাণাং তু তেষাং ব্যাপকত্বাৎ। বিষয়াকারপরিণামাত্মিকাবৃত্তির্বৃত্তিমতোঽনন্যা সতী সম্ভবত্যেবেতি যুক্তং প্রাপ্যকারিত্বম্। অপি চ মহদণুগ্রহণমাহঙ্কারিকত্বে তেষাং কল্পতে, ন ভৌতিকত্বে। ভৌতিকত্বে হি যৎ-পরিমাণং করণং তৎপরিমাণং গ্রাহ্যং গৃহ্ণীয়াৎ।—যুক্তি পৃঃ ১২৩

১৯৩। ইন্দ্রিয়াণি সংস্কারবিশেষযোগাৎ পরিগৃহীতরূপাণীতি কেচিৎ, পরিচ্ছিন্নপরিমাণানীত্যপরে, বিভূনীতি বিন্ধ্যবাসিমতম্।—যুক্তি পৃঃ ১০৮

১৯৪। এবং হি সাংখ্যবৃদ্ধা আহুঃ—* * আহঙ্কারিকাণাং তু তেষাং ব্যাপকত্বাৎ।—যুক্তি পৃঃ ১২৩

১৯৫। করণং ত্রয়োদশবিধম্।—সা. কা. ৩২

১৯৬। দ্বাদশবিধম্ ইতি পতঞ্জলিঃ।—যুক্তি পৃঃ ১৩২।

১৯৭। একাদশবিধম্ ইতি বার্ষগণাঃ।—যুক্তি পৃঃ ১৩২

বিন্ধ্যবাসীও এই মতের পক্ষপাতী। তাঁহারা অহঙ্কার ও বুদ্ধির পৃথক্ অস্তিত্বের বিরোধী। সঙ্কল্প, অভিমান ও অধ্যবসায় যথাক্রমে মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধির কার্য। সঙ্কল্প প্রভৃতির ভিন্নত্ব সকল সাংখ্যাচার্য স্বীকার করেন; কিন্তু উহাদের একত্ব বিন্ধ্যবাসীর অভিমত। অন্যান্য আচার্যের মতে বুদ্ধিতে সকল বিষয়ের উপলব্ধি হয়; কিন্তু বিন্ধ্যাবাসীর মতে মনে সর্বার্থোপলব্ধি হয়।[১৯৮] আবার আচার্য পঞ্চাধিকরণের মতে করণ দশবিধ।[১৯৯]

উক্ত ত্রয়োদশবিধ করণের মধ্যে বাহ্যকরণ দশটি—পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। অন্তঃকরণ তিনটি—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। এই তিনটি করণের বৃত্তি শরীরের অভ্যন্তরে নিষ্পন্ন হয় বলিয়া ইহারা 'অন্তঃকরণ' নামে প্রসিদ্ধ।[২০০]

শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তি শব্দাদির আলোচনা। শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের বৃত্তি শব্দ-আলোচন; ত্বগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি স্পর্শ-আলোচন, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি রূপ-আলোচন, জিহ্বার বৃত্তি রস-আলোচন, এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বৃত্তি গন্ধ-আলোচন।[২০১]

'আলোচন' শব্দের অর্থ লইয়া সাংখ্যকারিকার টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। বাচস্পতি মিশ্রের মতে 'আলোচন' শব্দের অর্থ—বিশেষপরিচয়শূন্য সামান্য জ্ঞান।[২০২] বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কের ফলে প্রথমোৎপন্ন জ্ঞান নির্বিকল্পক। পরক্ষণে মনের সঙ্কল্প ও বিকল্প ক্রিয়ার দ্বারা ঐ বস্তুবিষয়ে সবিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন দূরের বস্তু দেখিয়া বুঝা যায় যে, উহা একটা বস্তু বটে; কিন্তু তাহা বৃক্ষাদি বা মনুষ্য তাহা বুঝা যায় না। ঐ যে দূরের পদার্থকে বস্তুরূপে জ্ঞান—ইহা বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ব্যাপার। পরে উহা বৃক্ষাদি নহে, কিন্তু মনুষ্য—এইরূপে সামান্যবিশেষভাবে যে পৃথক্করণ, তাহা মনের ব্যাপার। অতঃপর বুদ্ধি এই নিশ্চিত বিষয়ের আকারে পরিণত হয়।

যুক্তিদীপিকাকার 'আলোচন' শব্দের অর্থবিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহার মতে 'আলোচন' শব্দের অর্থ কেবল গ্রহণ অর্থাৎ ধারণ।[২০৩] তিনি বলেন, কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার বিষয়সমূহের আহরণ, বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ব্যাপার ধারণ এবং অন্তঃকরণের ব্যাপার প্রকাশ। যুক্তিদীপিকাকারের মতে কর্মেন্দ্রিয়সমূহ বিষয়গুলিকে

১৯৮। একাদশকমিতি বিন্ধ্যবাসী। তথাহন্যেষাং মহতি সর্বার্থোপলব্ধিঃ, মনসি বিন্ধ্যবাসিনঃ। সঙ্কল্পাভিমানাধ্যবসায়নানাত্বম্ অন্যেষাম্, একত্বং বিন্ধ্যবাসিনঃ।—যুক্তি পৃঃ ১০৮

১৯৯। দশবিধমিতি তান্ত্রিকাঃ পঞ্চাধিকরণপ্রভৃতয়ঃ।—যুক্তি পৃঃ ১৩২

২০০। শরীরাভ্যন্তরবৃত্তিত্বাৎ অন্তঃকরণম্ ইতি বাচস্পতিঃ।—সা. কা ৩৩

২০১। শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচনমিষ্যতে বৃত্তিঃ।—সা. কা ২৮

২০২। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং সম্মুগ্ধবস্তুমাত্রদর্শনমালোচনমুক্তম্।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ২৮)

২০৩। আলোচনং গ্রহণমিত্যনর্থান্তরম্।—যুক্তি পৃঃ ১২১

আহরণ করে। প্রত্যক্ষজ্ঞানকালে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি বিষয়ের সংস্পর্শে আসিয়া বিষয়ের আকারে পরিণত হয় এবং তাহাদের বৃত্তি দ্বারা বিষয়কে ধারণ করে। অতঃপর অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐ বিষয়ের প্রকাশ হয়।[২০৪] সুতরাং তাঁহার মতে বুদ্ধীন্দ্রিয়গুলি বিষয়ের সংস্পর্শে আসিয়া বিষয়ের আকারে পরিণত হয়—ইহাই বুদ্ধীন্দ্রিয় শ্রোত্রাদির ব্যাপার ; অন্য কিছুই নহে। এই সিদ্ধান্তের ফলে যে সকল আচার্য বলেন—'সামান্যজ্ঞান ইন্দ্রিয়ের এবং বিশেষজ্ঞান বুদ্ধির'—তাঁহাদের মত খণ্ডিত হইল।[২০৫] পূর্বাচার্যগণের এই মত খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে যুক্তিদীপিকাকার বলেন, সামান্য ও বিশেষ পরস্পর সাপেক্ষ এবং তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ নহে বলিয়া তাহাদের একত্রাবস্থান সম্ভব। সুতরাং তাহাদের অন্যতরের পরিকল্পনা নিরর্থক। সাংখ্য ও যোগ দর্শনের মতে বিষয়মাত্রই সামান্য-বিশেষাত্মক। যদি বিষয়সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়সমূহের সামান্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তৎসম্পর্কে বিশেষজ্ঞানও তাহাদের উৎপন্ন হইবে। কারণ সামান্য বিশেষকে এবং বিশেষ সামান্যকে অপেক্ষা করে। এইভাবে বিষয়সমূহ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের সামান্য ও বিশেষ উভয়বিধ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে অন্তঃকরণের পরিকল্পনা নিরর্থক হয়। আবার বিষয় সম্পর্কে অন্তঃকরণের বিশেষজ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিলে তৎসম্পর্কে সামান্যজ্ঞানও তাহার জন্মিতে পারে। যদি বিষয় সম্বন্ধে অন্তঃকরণে উভয়বিধ জ্ঞান জন্মায়, তাহা হইল ইন্দ্রিয়সমূহের পরিকল্পনা নিরর্থক হয়। অতএব শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের শব্দাদি-বিষয়ক আলোচনবৃত্তিকে সামান্যজ্ঞান বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়ের আলোচন-বৃত্তিকে জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিলে প্রত্যয়বিশিষ্ট অন্তঃকরণের ন্যায় ইন্দ্রিয়গুলি অনিয়তবিষয়ক হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়গুলি অনিয়তবিষয়ক নহে, পরন্তু নিয়তবিষয়ক। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের আলোচনবৃত্তি জ্ঞান নহে। তৃতীয়তঃ, তিনটি কালের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ দেখা যায়। নদীকে জলে পরিপূর্ণ দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, বৃষ্টি হইয়াছিল (অতীতকাল)। পর্বতে ধূম দেখিয়া সেখানে বহ্নির অবস্থিতি অনুমান করা হয় (বর্তমানকাল)। আবার পিপীলিকার অণ্ডসমূহের সঞ্চরণ দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে বৃষ্টি হইবে (ভবিষ্যৎকাল)। ইন্দ্রিয়ের আলোচনবৃত্তিকে জ্ঞান বলিলে উহারও প্রত্যয়বিশিষ্ট অন্তঃকরণের ন্যায় তিনটি কালের সহিত সম্বন্ধ উপপন্ন হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা যায় যে, বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি অতীত ও ভবিষ্যতের সহিত সম্পর্কশূন্য ; কেবল বর্তমানের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ। সুতরাং শ্রোত্রাদির বৃত্তি আলোচনকে জ্ঞান বলা যায় না। চতুর্থতঃ, ইন্দ্রিয়ের আলোচনবৃত্তি

২০৪। তত্রাহরণং কর্মেন্দ্রিয়াণি কুর্বন্তি বিষয়ার্জনসমর্থত্বাৎ ; ধারণং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি কুর্বন্তি বিষয়সন্নিধানে সতি শ্রোত্রাদিবৃত্তেস্তদ্রূপাপত্তেঃ ; প্রকাশমন্তঃকরণং করোতি নিশ্চয়সামর্থ্যাৎ।—যুক্তি পৃঃ ১০৩

২০৫। তেন কিং সিদ্ধং ভবতি, যদুক্তম্ অন্যৈরাচার্যৈঃ 'সামান্যজ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাং বিশেষজ্ঞানং বুদ্ধেঃ' ইতি তৎ প্রতিবিদ্ধং ভবতি।—যুক্তি পৃঃ ১২১

যদি জ্ঞান হইত, তাহা হইলে প্রত্যয়বিশিষ্ট অন্তঃকরণের ন্যায় ইন্দ্রিয়গুলিরও আদিরূপ (অনুভব) এবং অন্তরূপ (স্মৃতি) দেখা যাইত। বস্তুতঃ তাহা দেখা যায় না। সুতরাং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের আলোচনবৃত্তি জ্ঞান নহে—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।[২০৬]

এখন ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়সমূহকে গ্রহণ বা ধারণ করে, অথবা প্রদীপের ন্যায় তাহাদিগকে প্রকাশিত করে—ইহা বিচার্য। যুক্তিদীপিকাকার বলেন, ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়সমূহের ধারক; কিন্তু প্রদীপের ন্যায় উহাদের প্রকাশক নহে। যদি ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়সমূহের প্রকাশকরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত করণান্তরের পরিকল্পনা করিতে হয়। কারণ প্রদীপের দ্বারা প্রকাশিত ঘটাদি পদার্থকে গ্রহণ করিবার জন্য করণান্তর ইন্দ্রিয়ের কল্পনা করিতে হয়। সেইভাবে ইন্দ্রিয়গুলি প্রদীপের ন্যায় বিষয়ের প্রকাশক হইলে সেই ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা প্রকাশিত বিষয়সমূহকে গ্রহণ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত করণান্তরের পরিকল্পনা করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ করণান্তরের কল্পনা কেহ করেন নাই। অতএব প্রদীপের ন্যায় ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়ের প্রকাশক নহে। যদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশিত বিষয়কে গ্রহণ করিবার জন্য বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণকে করণান্তর বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে প্রদীপ ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে কোন একটির দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ সম্ভব হয় বলিয়া অন্যতরের কল্পনা নিরর্থক হইয়া পড়ে। কারণ যাহারা একই কার্যে সমর্থ, তাহাদের সেই একই কার্যকরণে যুগপৎ সামর্থ্য থাকে না। যে স্থলে প্রদীপের দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ হয়, সেই স্থলে ইন্দ্রিয়গুলি যদি প্রদীপের ন্যায় বিষয়ের প্রকাশক হইত, তাহা হইলে এই বিষয়প্রকাশরূপ কার্যে ইন্দ্রিয় ও প্রদীপ উভয়ই সমর্থ—ইহা অবশ্য স্বীকার্য। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অথবা প্রদীপের দ্বারা যখন সেই বিষয়ের প্রকাশ হইবে, তখন ইন্দ্রিয় বা প্রদীপ—ইহাদের অন্যতর অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ প্রদীপ-প্রকাশ স্থলে ইন্দ্রিয়গুলি করণান্তররূপে গৃহীত; উহারা নিরর্থক নহে। অতএব প্রদীপের প্রকাশ ও ইন্দ্রিয়ের

২০৬। আহ—কঃ পুনরস্মিন্ দর্শনে দোষো যৎ এতৎ প্রতিষিধ্যত ইতি। উচ্যতে—সামান্যবিশেষয়োরিতরেতরাপেক্ষত্বে সত্যেকস্মিন্ অবিরোধাৎ অন্যতরপরিকল্পনাऽনর্থক্যম্। যদি খল্বিন্দ্রিয়স্য সামান্যজ্ঞানং স্যাৎ তেন বিশেষাপেক্ষং সামান্যং সামান্যাপেক্ষশ্চ বিশেষ ইতি যত্র সামান্যজ্ঞানং তত্র বিশেষজ্ঞানমপি ন প্রতিষিধ্যত ইত্যুভয়মপীন্দ্রিয়স্য স্যাৎ। ততশ্চান্তঃকরণপরিকল্পনাऽনর্থকম্। বিশেষবতো বাऽন্তঃকরণস্য কঃ সামান্যেন বিরোধঃ ইত্যুভয়স্যাপি তত্র সম্ভবাদিন্দ্রিয়ানর্থক্যম্। তস্মাদপ্রত্যয়মিন্দ্রিয়মিতি। ইন্দ্রিয়স্য চেৎ প্রত্যয়ঃ স্যাৎ, যথা প্রত্যয়বতোऽন্তঃকরণস্য অনিয়তবিষয়ত্বম্ এবমস্যাপি স্যাৎ। ন তু তদস্তি; তস্মাদপ্রত্যয়মিন্দ্রিয়মিতি। কিঞ্চ কালাতিবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। ইন্দ্রিয়স্য চেৎ প্রত্যয়ঃ স্যাৎ, যথা প্রত্যয়বতোऽন্তঃকরণস্য ত্রিকালবিষয়ত্বম্ এবমস্যাপি স্যাৎ। ন তু তদস্তি। তস্মাদপ্রত্যয়মিন্দ্রিয়মিতি। কিঞ্চান্যৎ স্মৃত্যদর্শনাৎ। ইন্দ্রিয়স্য চেৎ প্রত্যয়ঃ স্যাৎ, যথা প্রত্যয়বতোऽন্তঃকরণস্য আদিরূপোপপত্তিঃ অন্তরূপোপপত্তিশ্চ, এবমত্রাপি স্যাৎ। ন তু তদস্তি। তস্মাদপ্রত্যয়ম্ ইন্দ্রিয়ং সিদ্ধমিতি।—যুক্তি পৃঃ ১২১-১২২

গ্রহণ—একরূপ হইতে পারে না। তাছাড়া, প্রদীপের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশিত বাহ্যবিষয়সমূহকে সাক্ষাৎভাবে অন্তঃকরণ গ্রহণ করে—ইহা স্বীকার করিলে অন্তঃকরণের অন্তঃকরণত্বই বিনষ্ট হয়। সুতরাং অন্তঃকরণ বিষয়সমূহকে গ্রহণ করে—ইহা স্বীকার করা যায় না। যদি আবার পুরুষকে বিষয়সমূহের সাক্ষাৎ গ্রাহকরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের করণত্বকল্পনা নিরর্থক হয়। সুতরাং বুদ্ধীন্দ্রিয়গুলি বিষয়সমূহের ধারক; কিন্তু প্রদীপের ন্যায় তাহারা বিষয়সমূহের প্রকাশক নহে—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।[২০৭]

যদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি গ্রহণকে প্রত্যয় বা প্রকাশস্বরূপ না বলা হয়, তাহা হইলে গ্রহণ, প্রত্যয় ও প্রকাশের ভেদ অবশ্য বক্তব্য। বস্তুতঃ গ্রহণ, প্রত্যয় ও প্রকাশের মধ্যে ভেদ রহিয়াছে। বুদ্ধীন্দ্রিয়গুলি বিষয়ের সংস্পর্শে আসিয়া বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের এই বিষয়াকারপ্রাপ্তি 'গ্রহণ' নামে অভিহিত। ইন্দ্রিয়বৃত্তির অনন্তর ঐ বৃত্তির অনুরূপ 'এইটি ঘট', 'এইটি পট' ইত্যাদি আকারে বুদ্ধিতে যে নিশ্চয় জন্মে, তাহা 'প্রত্যয়' বা অধ্যবসায়। গ্রহণটি বর্তমানকালবিষয়ক; যেহেতু বিষয়সম্বন্ধ নিবৃত্ত হইলে ইন্দ্রিয়ের বিষয়াকারপ্রাপ্তি নিবৃত্ত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে প্রত্যয় ত্রিকাল-বিষয়ক। অনুভব যাহাকে বিষয় করে, অনুভবজন্য সংস্কার এবং সংস্কার-জন্য স্মৃতি তাহকেই বিষয় করে। সুতরারাং প্রত্যয় ত্রিকালবিষয়ক। ইহার দ্বারাও গ্রহণ ও প্রত্যয়ের ভেদ বুঝা যায়। 'প্রকাশ' দুই প্রকার—বাহ্যপ্রকাশ ও আন্তরপ্রকাশ। প্রদীপাদির প্রকাশ বাহ্যপ্রকাশ। অন্তঃকরণজন্য যে বিষয়ের প্রকাশ হয়, তাহা আন্তরপ্রকাশ। বাহ্যপ্রকাশ বিষয়স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয় না; পরন্তু ঐ প্রকাশ ঘটপটাদি বিষয়ের ব্যবধায়ক ছায়া (অন্ধকার)—রূপ ধর্মের নিবৃত্তি করিয়া চক্ষুর অনুগ্রাহক হয়। অথবা কাহারও কাহারও মতে ঐ বাহ্যপ্রকাশ চক্ষু ও বিষয় উভয়েরই অনুগ্রাহক। আন্তরপ্রকাশ বাহ্যপ্রকাশের সম্পূর্ণ বিপরীত। আন্তরপ্রকাশে বিষয়ের

২০৭। আহ—ভবতু তাবদ্ অপ্রত্যয়মিন্দ্রিয়ম্, তত্তু গ্রহণরূপং ন তু প্রকাশকং প্রদীপবদিত্যত্র কো হেতুরিতি। উচ্যতে—ন, করণান্তরপ্রসঙ্গাৎ। যদি প্রদীপবদিন্দ্রিয়ং প্রকাশকং স্যাৎ, তেন যথা তৎপ্রকাশিতেষু ঘটাদিষর্থেষু করণান্তরমার্গণম্ এবমত্রাপি স্যাৎ। ন চৈতদিষ্টম্; অতো ন প্রদীপবদিন্দ্রিয়ং প্রকাশকমিতি। অন্তঃকরণসদ্ভাবাদযুক্তমিতি চেৎ, স্যান্মতম্—অস্তি করণান্তরং বুদ্ধিলক্ষণং যদিন্দ্রিয়েণ প্রদীপবৎ প্রকাশিতমর্থং গৃহ্ণাতি; তস্মাৎ পরবাদানুবাদোঽয়ং ক্রিয়তে ন প্রতিষেধ ইতি। তচ্চ নৈবম্। কস্মাৎ? প্রদীপেন্দ্রিয়য়োরন্ত-ত্বান্তরানুপাদানপ্রসঙ্গাৎ। ইন্দ্রিয়মপি প্রকাশকং প্রদীপোঽপি, তত্রান্তরস্যানুপাদানং প্রসক্তম্। কস্মাৎ? ন হ্যেকার্থকারিণো যুগপৎ করণে সামর্থ্যমস্তীতি। কিঞ্চান্যৎ—অন্তঃকরণহানেঃ। ইন্দ্রিয়েণ প্রদীপবৎ প্রকাশিতান্ বাহ্যান্ অর্থান্ সাক্ষাদন্তঃকরণং গৃহ্ণাতীতি বদতোঽন্তঃকরণমেব হীয়তে। তস্মাদযুক্তম্ অন্তঃকরণস্য গ্রহণসামর্থ্যম্। পুরুষস্যেতি চেন্ন, করণানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। সাক্ষাৎ বিষয়গ্রহণসমর্থং পুরুষমিচ্ছতঃ করণানর্থক্যং প্রসজ্যতে। তস্মাৎ যুক্তমেতৎ গ্রাহকমিন্দ্রিয়ং ন তু প্রদীপবৎ প্রকাশকমিতি।—যুক্তি পৃঃ ১২২

স্বারূপ্যপ্রাপ্তি আছে ; কিন্তু বাহ্যপ্রকাশে তাহা নাই। বাহ্যপ্রকাশ বাহ্য-বিষয়ব্যবধায়কের নিবর্তক। সাংখ্যমতে আন্তরপ্রকাশ কোন বাহ্যব্যবধায়কের নিবর্তক নহে ; উহা কেবলমাত্র তদ্‌গত-তমোগুণের অভিভাবক। অতএব প্রদীপাদি প্রকাশক, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহক এবং অন্তঃকরণ ব্যবসায়ক বা নিশ্চায়ক—ইহাই সিদ্ধান্ত।[২০৮]

কর্মেন্দ্রিয়গুলির প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ কার্য রহিয়াছে। একের কাজ অন্যের দ্বারা সম্পন্ন হয় না। এজন্য সাংখ্যদর্শনে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থকে পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়রূপে স্বীকার করা হইয়াছে। বচন, গ্রহণ, গমন, উপসর্গ ও আনন্দ যথাক্রমে উক্ত পঞ্চেন্দ্রিয়ের বৃত্তি। এই সকল ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে ভ্রমণ, গমন, প্রভৃতি কার্য নিষ্পন্ন হয় না বলিয়া ইহাদিগকে ইন্দ্রিয়রূপে স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা আছে।

জয়ন্ত ভট্ট কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়রূপে স্বীকার করেন না। তাঁহার যুক্তি এই যে, এই সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন কোনটির কাজ কথঞ্চিৎ পরিমাণে দেহের অন্যান্য অংশের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে। যেমন যে খঞ্জ, সে বুকে হাঁটিয়া কিছুদূর যাইতে পারে। তাছাড়া, দেহের এই অংশগুলিকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য যদি ইন্দ্রিয়রূপে স্বীকার করা হয়, তবে দেহের অন্যান্য অংশগুলিকেও বিশেষ কাজের জন্য ইন্দ্রিয়রূপে স্বীকার করিতে হইবে ; যেমন ভারবহনের জন্য স্কন্ধদেশকে, আলিঙ্গনের জন্য বক্ষোদেশকে, গলাধঃকরণের জন্য গলদেশকেও ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করা উচিত। কারণ দেহের এই অংশগুলি বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পন্ন করে।[২০৯]

২০৮। আহ—ভবতু তাবদ্ গ্রহণমাত্রমিন্দ্রিয়বৃত্তিরপ্রত্যয়া। গ্রহণপ্রত্যয়প্রকাশানাম্ ইদানীং কো ভেদঃ? উচ্যতে—বিষয়সম্পর্কাৎ তাদ্রূপ্যাপত্তিরিন্দ্রিয়বৃত্তির্গ্রহণম্ ; তথা বিষয়েন্দ্রিয়বৃত্ত্যনুকারেণ নিশ্চয়ো গৌরয়ং শুক্লো ধাবতীত্যেবমাদিঃ প্রত্যয়ঃ। তথা বিষয়সম্পর্কাপগমে শ্রোত্রাদিবৃত্তেঃ তাদ্রূপ্যাপগমো বর্তমানকালতা গ্রহণস্য ; অনুভবাত্তু সংস্কারাধীনং তৎপূর্বিকা চ স্মৃতিরিতি ত্রিকালবিষয়া প্রত্যয়স্য ইত্যয়মনয়োর্বিশেষঃ। বাহ্যস্তু প্রকাশো ন বিষয়রূপাপন্নঃ। প্রকাশস্তু ঘটাদীনাং ব্যবধানরূপং পার্থিবং ছায়ালক্ষণং ধর্মমপহত্য ব্যঞ্জকত্বায় কল্পতে চক্ষুষোঽনুগ্রহায়, উভয়োর্বা চক্ষুর্বিষয়য়োরিত্যপরে। তস্মাদুপপন্নমেতৎ—প্রকাশকং প্রদীপাদি, গ্রাহকং শ্রোত্রাদি, ব্যবসায়কমন্তঃকরণমিতি।—যুক্তি পৃঃ ১২২

২০৯। নমু তথাঽপি ন পঞ্চেন্দ্রিয়াণি, বুদ্ধীন্দ্রিয়বৎকর্মেন্দ্রিয়াণামপি পঞ্চানামুপসংখ্যেয়ত্বাৎ। * * অত্রাহুঃ—অত্যল্পমিদমুচ্যতে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণীতি অন্যান্যপি খলু ন সন্তি কর্মেন্দ্রিয়াণি? তথা হি কণ্ঠোঽন্ননিগরণে স্তনকলশা-লিঙ্গনাদিনা বক্ষো ভারবহনেন চাংসদ্বয়মিন্দ্রিয়মুচ্যতে ন কথম্? তৎকার্যস্য শরীরাবয়বান্তরেঽপি দর্শনাদিতি চেৎ কিং নু ভবানরূপানং পাণিপাদেন নিগিরতি পায়ুনা বা? আদানমপি কিমাস্যাদিনা বা ন কুর্বতে তির্যঞ্চো মনুষ্যা অপি হি কচিৎ ; অসৎস্বপি ভবৎকল্পিতেষু কর্মেন্দ্রিয়েষু তৎকার্যং যাবত্তাবদন্যথাঽপি দৃশ্যতে ন ত্বেবং বুদ্ধীন্দ্রিয়েষু। ভবত্যুৎপাটিতাক্ষস্য ন মনাগপি রূপধীঃ। ঐবদ্বিহারাদানাদি দৃষ্টং যত্রাঙ্ঘ্রিপাণিষু॥ অপি চ বিহরণমপি ন কেবলং চরণযুগলকার্যম্, অপি তু জানুকুক্ষ্যাদিসহিতপাদসম্পাদ্যমানমপি বাহুসহিতাভ্যাং পাণিভ্যামপি নির্বর্ত্যতে ন কেবলাভ্যাম্।—ন্যায়মঞ্জরী (২য় খণ্ডঃ) পৃঃ ৫৪

জয়ন্ত ভট্টের মতে করণ ছয়টি—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন। বাহ্যবিষয়সমূহের গ্রাহক পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণস্থিত সুখদুঃখাদি বিষয়ের গ্রাহক মন। তিনি অন্তঃকরণের ত্রৈবিধ্য স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে এক মনের দ্বারাই ত্রিবিধ অন্তঃকরণের কার্য নিষ্পন্ন হয়। বুদ্ধি উপলব্ধিস্বভাববিশিষ্ট হওয়ায় উহা করণের কার্য, করণ নহে। অহঙ্কার জ্ঞানের বিষয়, এজন্য উহাও করণ নহে। উক্ত ষড়্‌বিধ করণের মধ্যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন এবং ষষ্ঠ করণ মন নিত্য।[২১০]

মনকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়—উভয়ই বলা যাইতে পারে। মনের সাহায্য না পাইলে জ্ঞানেন্দ্রিয় জ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারে না ; কর্মেন্দ্রিয়ও কর্মসাধনে সমর্থ হয় না। একই মনুষ্য যেরূপ বিবিধ সঙ্কল্পবশে নানারূপ ধারণ করে, কখন কামিনীসংসর্গে কামুক, কখন বা নিরাসক্তজনসংসর্গে বৈরাগী ইত্যাদি ; মনও সেইরূপ চক্ষুঃ প্রভৃতির সঙ্গবশতঃ তাহাদিগের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হইয়া দর্শনাদিক্রিয়া সম্পাদন করে। কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপে পরিণত হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের পরিণামভেদে মনের বিশেষ বিশেষ সামর্থ্য জন্মে। 'আমি অন্যমনস্ক হইয়াছি, সুতরাং শুনিতেছি না'—ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা জানা যায় যে, চক্ষুঃ প্রভৃতিতে মনঃসংযোগ না থাকিলে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সাধিত হয় না।[২১১]

সঙ্কল্প অর্থাৎ সম্যক্ কল্পনা মনের অসাধারণ ধর্ম। ইন্দ্রিয়-গৃহীত পিণ্ডে গলকম্বলাদি দেখিয়া তদ্বিশিষ্টপিণ্ড গোজাতি, অন্য জীব নহে—ইত্যাদি প্রকারে সামান্যাকারে ইন্দ্রিয়গৃহীত পিণ্ডকে বিশেষ্য-বিশেষণরূপে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ মনের ব্যাপার। ইহা বাচস্পতি মিশ্রের অভিমত। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, বুদ্ধির বৃত্তি অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়, অহঙ্কারের বৃত্তি অভিমান এবং মনের ব্যাপার সঙ্কল্প ও বিকল্প। তাঁহার মতে সঙ্কল্প হইল কার্যকরণের ইচ্ছা অথবা কর্মে মানস এবং বিকল্প হইল সংশয় বা যোগদর্শনে প্রসিদ্ধ

২১০। অন্তঃকরণত্বাপি ত্রৈবিধ্যমনুপপন্নমেকেন মনসৈব পর্যাপ্তের্বুদ্ধিস্তু উপলব্ধিস্বভাবত্বাৎ করণকার্যা ন তু করণম্। অহঙ্কারোঽপি জ্ঞানবিষয় এব ন করণম্। ✱✱ তস্মাৎ ত্রয়োদশবিধং করণমিতি সিদ্ধম্। "ন্যূনাধিকত্বখণ্ডনাদত ইন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব বাহ্যবিষয়াধিগমক্ষমাণি। অন্তঃসুখাদিবিষয়গ্রহণোপযোগি ষষ্ঠং মনস্তু কথয়িষ্যতি সূত্রকারঃ ॥"—ন্যায়মঞ্জরী (২য় খণ্ডঃ) পৃঃ ৫৫

২১১। উভয়াত্মকং মনঃ। গুণপরিণামভেদান্নানাত্বমবস্থাবৎ।—সা. সূ ২।২৬-২৭

অত্র ভিক্ষুঃ—✱✱ এবং মনোঽপি চক্ষুরাদিসঙ্গাচ্চক্ষুরাদ্যেকীভাবেন দর্শনাদিবৃত্তিবিশিষ্টতয়া নানা ভবতি। তত্র হেতুর্গুণেত্যাদি। গুণানাং সত্ত্বাদীনাং পরিণামভেদেন্ সামর্থ্যাদিতার্থঃ। এতচ্চান্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিত্যাদি-শ্রুতিসিদ্ধাচ্চক্ষুরাদীনাং মনঃসংযোগং বিনা ব্যাপারাক্ষমত্বাদনুমীয়তে।

ভ্রমবিশেষ। তিনি বলেন, কোনরূপ বিশিষ্ট জ্ঞানকে সঙ্কল্প বা বিকল্প বলা যায় না; কারণ উহা বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়া নিরূপিত।[২১২]

মনের অসাধারণ ব্যাপার থাকিলেও একই সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহের উৎপত্তি বলিয়া ইহা ইন্দ্রিয়গোষ্ঠীর অন্তর্গত। অদৃষ্ট হইল অনাদিকর্মপ্রবাহজনিত পাপপুণ্য। ইহা জীবগণের শব্দাদি উপভোগের জনক। অদৃষ্ট সত্ত্বাদিগুণেরই অবস্থাবিশেষ। সেই অদৃষ্টবিশেষবশতঃই ইন্দ্রিয় এত প্রকার। সাত্ত্বিক অহঙ্কার ইন্দ্রিয়গণের সাধারণ কারণ হইলেও সহকারি-কারণ অদৃষ্টের বৈষম্যহেতু সেই সেই অদৃষ্টের সহিত মিলিত অহঙ্কার হইতে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি ঘটে। গুণের অবস্থাভেদবশতঃই ঘট, পট প্রভৃতি বস্তুও ভিন্ন হয়। পার্থক্য এই যে, ইন্দ্রিয়সমূহের উপাদানকারণ একরূপ; কিন্তু সহকারিকারণ অদৃষ্টের প্রভেদ আছে বলিয়া ইন্দ্রিয়গণ নানারূপ হইয়া থাকে। ত্রিগুণের ন্যূনাতিরেকহেতু ঘট, পট প্রভৃতির উপাদান কারণেই প্রভেদ আছে বলিয়া ঘটপটাদির ভেদ।[২১৩]

সাংখ্যদর্শনের মতে মন নিরবয়ব নহে; কারণ মন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়। নিরবয়ব বস্তু কোন কিছুর সহিত সংযুক্ত হয় না। ঘটের ন্যায় মধ্যম পরিমাণই মনের অবয়ব।[২১৪] কোন অন্তঃকরণের বিভুত্ব হইতে পারে না; যেহেতু উহারা করণ। যাহারা করণ, তাহাদিগকে অবশ্যই পরিণামী বলিতে হয়; সুতরাং তাহারা বিভু নহে। বিশেষতঃ ঐসকল অন্তঃকরণও ইন্দ্রিয়। অতএব তাহাদিগের বিভুত্ব অসম্ভব। তবে যে অন্তঃকরণ সকলদেহব্যাপী বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা অন্তঃকরণের মধ্যম পরিমাণ দ্বারাই উপপন্ন হয়।[২১৫] মন সূক্ষ্ম বটে; তবে পরমাণুতুল্য নহে। মন দেহাশ্রিত পদার্থ। মন অহংদ্রব্যের পরিণামবিশেষে উৎপন্ন হইলেও তাহা ক্ষণধ্বংসী নহে। তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত উহার অস্তিত্ব বিদ্যমান। প্রাণসংযোগ বিনষ্ট হইলে যখন এই শরীরের নাশ হয়, তখন তাহাতে মন থাকে না। প্রতিশরীরে একটি একটি মন বর্তমান। মনের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে; সুতরাং উহা অনিত্য। আত্মার লোকান্তরগমনের সহায় মন। সুতরাং মন সক্রিয় ও গতিশক্তিসম্পন্ন। মন

২১২। তথা চ বুদ্ধের্বৃত্তিরধ্যবসায়ঃ, অভিমানোঽহঙ্কারস্য সঙ্কল্পবিকল্পৌ মনস ইত্যায়াতম্; 'সঙ্কল্পশ্চিকীর্ষা', "সঙ্কল্পঃ কর্মমানসম্" ইত্যনুশাসনাৎ। বিকল্পশ্চ সংশয়ো যোগোক্তভ্রমবিশেষো বা, ন তু বিশিষ্টজ্ঞানং, তস্য বুদ্ধিবৃত্তিত্বাদিতি।—সা. প্র. ভা. ২।৩০

২১৩। উভয়াত্মকং মনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্যাৎ।
গুণপরিণামবিশেষান্নানাত্বং বাহ্যভেদাশ্চ॥—সা. কা ২৭

২১৪। ন নির্ভাগত্বং তদ্যোগাদ্ ঘটবৎ।—সা. সূ ৫।৭১

অত্র ভিক্ষুঃ—মনসো ন নিরবয়বত্বম্, অনেকেন্দ্রিয়ৈরেকদা যোগাৎ। কিন্তু ঘটবন্মধ্যমপরিমাণং সাবয়বমিত্যর্থঃ।

২১৫। ন ব্যাপকত্বং মনসঃ করণত্বাদিন্দ্রিয়ত্বাদ্বা।—সা. সূ ৫।৬৯

সক্রিয় বলিয়া তাহা পূর্ণ বা সর্বব্যাপী নহে।[২১৬] সুতরাং মন অণুপরিমাণবিশিষ্ট নহে বা সর্বব্যাপী নহে; কিন্তু উহা মধ্যমপরিমাণবিশিষ্ট ও সাবয়ব।

গৌতম ন্যায়সূত্রে মনের স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—একই সময়ে অনেক প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের যে অনুৎপত্তি, তাহা মনের লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক।[২১৭] যে সময়ে কোন এক বিষয়ের সহিত কোন এক ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইয়াছে, তখন অন্য বিষয়ের সহিত অন্য ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেও যুগপৎ সেই বিষয় দুইটির প্রত্যক্ষ জন্মে না; কিন্তু ক্ষণপরেই অপর বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে। সুতরাং অনুমানের দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় যে, জীবদেহে এমন কোন একটি দ্রব্য আছে, যাহা ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত না হইলে সেই ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ জন্মে না; এবং সেই দ্রব্য পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম বলিয়া যুগপৎ অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ সম্ভব হয় না। এজন্য যুগপৎ অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। সেই সূক্ষ্ম দ্রব্য মন। গৌতম মনের উক্ত লক্ষণের দ্বারা জীবদেহে মন একটি এবং উহা অণু অর্থাৎ পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম—ইহাও সূচনা করিয়াছেন। কারণ জীবদেহে একাধিক মন থাকিলে যুগপৎ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত বিভিন্ন মনের সংযোগ সম্ভব হওয়ায় বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষ হইতে পারে। আবার সেই এক মনও সর্বশরীরস্থ হইলে যুগপৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগজন্য অনেক প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু গৌতম জ্ঞানের যৌগপদ্য অস্বীকার করিয়া প্রতি দেহে মনের একত্ব[২১৮] ও অণুত্বই[২১৯] স্বীকার করিয়াছেন।

গৌতমের ন্যায় কণাদও জ্ঞানের যৌগপদ্য স্বীকার করেন নাই। কণাদের বৈশেষিকদর্শন হইতে মনের একত্ব [২২০] এবং অণুত্ব [২২১] প্রমাণিত হয়।

গৌতমের মতে মন বিভু নহে। বিভু পদার্থের গতি-ক্রিয়া নাই; কিন্তু মন গতিশীল।[২২২]

২১৬। সক্রিয়ত্বাদ্ গতিশ্রুতেঃ।—সা. সূ ৫।৭০

অত্র ভিক্ষুঃ—আত্মনো লোকান্তরগমনশ্রবণেন তদুপাধিভূতস্যান্তঃকরণস্য সক্রিয়ত্ব-সিদ্ধের্ন বিভুত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ।

২১৭। যুগপজ্ জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্।—ন্যায়সূত্রম্ ১।১।১৬

২১৮। জ্ঞানাযৌগপদ্যাদেকং মনঃ।—ন্যায়সূত্রম্ ৩।২।৫৯

২১৯। যথোক্তহেতুত্বাচ্চ অণু।—ন্যায়সূত্রম্ ৩।২।৬২

২২০। প্রযত্নাযৌগপদ্যাজ্ জ্ঞানাযৌগপদ্যাচ্চৈকং মনঃ।—বৈশেষিকদর্শনম্ ৩।২।৩

২২১। তদভাবাদণু মনঃ।—বৈশেষিকদর্শনম্ ৭।১।২৩

২২২। ন গত্যভাবাৎ।—ন্যায়সূত্রম্ ৩।২।৮

জয়ন্ত ভট্টের ন্যায়মঞ্জরীতে গৌতমের মত বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। জয়ন্ত ভট্ট বলেন, প্রতি দেহে মন একটি এবং উহা অব্যাপক। মন ক্রিয়াবান্ ; কারণ নিষ্ক্রিয় পদার্থ ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। মন মূর্তপদার্থ ; অমূর্ত পদার্থের ক্রিয়া দেখা যায় না। মন নিরবয়ব। কারণ ন্যায়-বৈশেষিক মতে নিত্য পরমাণুই জন্যদ্রব্যের চরম অবয়ব। জন্যভূতমাত্রেরই মূল অবয়ব পরমাণু আছে ; কিন্তু মন ভৌতিক দ্রব্য নহে। শাস্ত্রেও পঞ্চভূত হইতে মনের পৃথক্ উল্লেখ রহিয়াছে।[২২৩] সুতরাং মনের কোন সূক্ষ্মভূত পরমাণু না থাকায় মন নিরবয়ব এবং নিরবয়বত্ব হেতু পরমাণুর ন্যায় উহা অতিসূক্ষ্ম নিত্য—ইহা স্বীকার করিতে হয়। মনের অবয়ব কল্পনার কোন প্রমাণ নাই। মন নিরবয়ব ও অনাশ্রিত হওয়ায় নিত্য। অবয়ব না থাকায় মনের উৎপত্তি নাই ; উহার উপচয় ও অপচয়ও নাই। নিরবয়ব পদার্থের বিনাশ নাই। অবয়বের বিনাশ হওয়াই ধ্বংস। এজন্য নিরবয়ব মনের ধ্বংস নাই। মনের ক্ষিপ্রগতি থাকায় উহা বেগবান্। মন বেগবান্ ও ক্রিয়াযুক্ত হওয়ায় দ্রব্য। যাহাতে গুণ বা ধর্ম থাকে, তাহা দ্রব্য। দ্রব্যত্ব হেতু মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগবিশিষ্ট হয়। মন করণবিশেষ ; সুতরাং উহা অচেতন।[২২৪]

সাংখ্যমতের সহিত ন্যায়-বৈশেষিক মতের পার্থক্য এই যে, সাংখ্যমতে মন অনিত্য ও সাবয়ব ; কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক মতে মন নিত্য ও নিরবয়ব। আবার ন্যায়-বৈশেষিকগণ জ্ঞানের যৌগপদ্য স্বীকার করেন না। সাংখ্যবাদিগণ বলেন, এক কালে দুই বা ততোধিক জ্ঞান হইবে না—এমন কোন নিয়ম নাই। ইন্দ্রিয়বিষয়ক জ্ঞান স্থলবিশেষে ক্রমে হয়, আবার স্থলবিশেষে এককালেও হয়।[২২৫]

অন্তঃকরণ তিনটি—বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন। এই তিনটি অন্তঃকরণের এক একটি পৃথক্ বৃত্তি। বুদ্ধির বৃত্তি অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়, অহঙ্কারের বৃত্তি অভিমান এবং মনের

২২৩। ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌ব্যোমকালা দিগ্‌দেহিনো মনঃ। দ্রব্যাণি—।।—ভাষাপরিচ্ছেদঃ (কারিকা ৩)

২২৪। অব্যাপকং চ তৎ, ব্যাপিত্বে হি বুদ্ধীনাং যৌগপদ্যং ন নিবর্তেত ; অপি চায়ং ব্যবহার উক্তেঽপি ক্বচিদ্ বচসি কশ্চিদাহ—নাহমেতদশ্রৌষমন্যত্র মে মনোঽভূৎ ইতি, তস্মান্ন ব্যাপকং মনঃ। প্রতিশরীরমেকং চ তৎ, অনেকত্বে পুনরপি জ্ঞানযৌগপদ্যানপায়াৎ। ক্রিয়াবচ্চ তৎ নিষ্ক্রিয়স্যেন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাতুমশক্যত্বাৎ। মূর্তং চ তৎ, অমূর্তস্য ক্রিয়ানুপপত্তেঃ ; মূর্তত্বে সতি নিত্যং চ নিরবয়বত্বাদনাশ্রিতত্বাচ্চ। মূর্তত্বং ত্বনিত্যতায়ামপ্রয়োজকমিতি বক্ষ্যামঃ। নিরবয়বং চ তৎ অবয়বকল্পনায়াং প্রমাণাভাবাৎ। বেগবচ্চ তৎ আশুসঞ্চারাৎ, আশুসঞ্চারমন্তরেণোপ-লব্ধিধৈর্যস্য দুষ্টস্যানুপপত্তেঃ। ইন্দ্রিয়সংযোগি তদ্ দ্রব্যত্বাৎ, দ্রব্যং চ তৎ বেগাদিগুণযোগাৎ ক্রিয়াবত্ত্বেনাশ্রিতত্বাচ্চ। অচেতনং চ তৎ করণত্বাদিতরেষাং হ্যেকত্র শরীরে চেতনদ্বয়সমাবেশাদব্যবহারঃ স্যাদিতি ; তস্মাদেবংরূপং মনঃ। সাংখ্যোক্তং তু তস্য রূপমযুক্তমিতি তৎক্রিয়ানিষেধাদেব ব্যাখ্যাতম্।—ন্যায়মঞ্জরী (২য় খণ্ডঃ) পৃঃ ৬৮

২২৫। (ক) ক্রমশোঽক্রমশশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ।—সা. সূ ২।৩২

(খ) যুগপচ্চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্য নির্দিষ্টা।—সা. কা ৩০

বৃত্তি সঙ্কল্প। এইগুলি ইহাদের অসাধারণ বৃত্তি। এই তিন অন্তঃকরণের সাধারণ বৃত্তি—প্রাণাদি পঞ্চবায়ু। এই তিন অন্তঃকরণের দ্বারা শরীরস্থিত বায়ু বিভিন্ন প্রদেশে স্থাপিত হইয়া বিভিন্ন কার্য সম্পন্ন করে এবং শরীরধারণে সহায়ক হয়। প্রাণাদি পঞ্চবায়ুকে জীবন বলা হয়; কারণ প্রাণাদির ক্রিয়া থাকিলে জীবনস্পন্দন এবং তাহার অভাবে জীবের মৃত্যু। জীবের মৃত্যুতে যদিও প্রাণবায়ুর ক্রিয়ার বিরতি মুখ্যতঃ দেখা যায়, তথাপি অপানাদির ক্রিয়ারও বিরতি অনুমান করিতে হইবে। মুখ্য প্রাণবায়ুর ক্রিয়ার বিরতিতে অপানাদি বায়ুরও ক্রিয়ার নিবৃত্তি শ্রুতিতে দেখা যায়।[২২৬] নাসাগ্র, হৃদয়, নাভি ও পাদাঙ্গুষ্ঠে প্রাণ বায়ুর অবস্থান। কণ্ঠদেশ, পৃষ্ঠ, পাদ পায়ু, উপস্থ ও পার্শ্বদেশে অপান বায়ুর অবস্থান। হৃদয়, নাভি ও সর্বসন্ধিতে সমান বায়ুর অবস্থান। হৃদয়, কণ্ঠ, তালু, মস্তক ও ভ্রূযুগলের মধ্যে উদান বায়ুর অবস্থান। ত্বকের মধ্যে ব্যান বায়ুর অবস্থান।[২২৭]

যুক্তিদীপিকায় প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। প্রাণাদি বায়ুর কার্য দ্বিবিধ—আন্তর ও বাহ্য। মুখনাসিকা দ্বারা প্রাণবায়ু গৃহীত ও ত্যক্ত হয়। এই শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া প্রাণবায়ুর আভ্যন্তরীণ কার্য। যখন কোন ব্যক্তি অন্যের নিকট অধীনভাবে কার্য করে, তখন তাহা প্রাণবায়ুর প্রভাবের ফল। মুখনাসিকা দ্বারা গমনাগমন ও প্রণতি অর্থ হইতে 'প্রাণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি। সেনাপতির নিকট সৈন্যের বশ্যতা, ফলভারে বৃক্ষের অবনতি, জাগতিক জনের ধর্ম অর্থ বিদ্যা প্রভৃতিতে আসক্তি প্রাণবায়ুর প্রভাব এবং ইহা তাহার বাহ্য কর্ম।[২২৮] অপক্রমণ অর্থ হইতে 'অপান' শব্দের উৎপত্তি। অপান বায়ু দেহস্থিত রস, ধাতু, শুক্র, মূত্র, মল প্রভৃতিকে নিম্নাভিমুখী করে। ইহা অপান বায়ুর আভ্যন্তরীণ কার্য। যখন জীবগণ ধর্ম হইতে অধর্মের দিকে অথবা অধর্ম হইতে ধর্মের দিকে গমন করে, তখন অপান বায়ুর বহিঃক্রিয়া দেখা যায়। জীবদেহে প্রাণবায়ুর নিম্নে ইহার অবস্থান এবং প্রাণবায়ু অপেক্ষা ইহা বলশালী। কারণ ইহা

২২৬। প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি।—বৃহদারণ্যক ৪।৪।২

২২৭। স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্ত্রয়স্য সৈষা ভবত্যসামান্যা।
সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ ॥—সা. কা. ২৯

অত্র বাচস্পতিঃ—তত্র প্রাণো নাসাগ্রহৃন্নাভিপাদাঙ্গুষ্ঠবৃত্তিঃ। অপানঃ কৃকাটিকাপৃষ্ঠপাদপায়ূপস্থপার্শ্ববৃত্তিঃ। সমানো হৃন্নাভিসর্বসন্ধিবৃত্তিঃ। উদানো হৃৎকণ্ঠতালুমূর্দ্ধভ্রূমধ্যবৃত্তিঃ। ব্যানস্ত্বগ্বৃত্তিরিতি পঞ্চ বায়বঃ।

২২৮। কিং পুনরেষাং প্রাণাদীনাং লক্ষণমিতি। উচ্যতে—দ্বিবিধাঃ প্রাণাদয়ঃ, অন্তর্বৃত্তয়ো বহির্বৃত্তয়শ্চ। তত্র মুখনাসিকাভ্যাং প্রগমনাৎ প্রণতেশ্চ প্রাণঃ। যোঽয়ং মুখনাসিকাভ্যাং সঞ্চরতি, সোঽন্তর্বৃত্তির্বায়ুঃ প্রাণ ইত্যভিধীয়তে, যা কাচিৎ প্রণতিঃ নাম স্তুতেষু। তদ্ যথা—প্রণতোঽয়ং সেনা, প্রণতোঽয়ং বৃক্ষঃ, প্রণতোঽয়ং ধর্মে, প্রণতোঽয়ং কামে, প্রণতোঽয়ং বিদ্যায়াম্। তদ্ বিপরীতেষু বা বাহ্যপ্রাণবৃত্তিরেবা।—যুক্তি পৃঃ ১২৫-১২৬

প্রাণবায়ুকে নিম্নদিকে আকৃষ্ট করিয়া তথায় বদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করে।[২২৯] সহাবস্থান ও সহভাব অর্থ হইতে 'সমান' শব্দের উৎপত্তি। সমান বায়ু প্রাণ ও অপান বায়ুর মধ্যে তাহাদের সহিত সহাবস্থিত। ইহা ইহার অন্তঃক্রিয়া। ইহার বহিঃক্রিয়ার প্রভাবে জীবগণ মিলিত হইয়া দান করে, মিলিতভাবে যজ্ঞ করে, মিলিতভাবে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু প্রভৃতি লইয়া বাস করে। ইহা প্রাণ ও অপান বায়ু অপেক্ষা বলবান্; কারণ ইহা প্রাণ ও অপান বায়ুর মধ্যে অবস্থান করিয়া মধ্যস্থরূপে ইহাদের ভারসাম্য রাখিতে চেষ্টা করে।[২৩০] মস্তকাবরোহণ ও আত্মোৎকর্ষ অর্থ হইতে 'উদান' শব্দের উৎপত্তি। উদান বায়ু দেহস্থ রস ও ধাতুকে প্রাণ, অপান ও সমান বায়ুর স্থান অতিক্রম করিয়া শিরোদেশ পর্যন্ত আকর্ষণ করে। পরে তথায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পশ্চাদপসরণ করে এবং মুখ দিয়া বর্ণ, শব্দ, বাক্য, শ্লোক প্রভৃতি নির্গমনের হেতু হয়। ইহার বহিঃক্রিয়া বলে জীবগণের আত্মোৎকর্ষমূলক অভিমান দেখা যায়; যেমন হীন হইতে আমি উন্নত, আমি আমার তুল্য ব্যক্তিগণের সহিত সমান অথবা তাহাদের হইতে উন্নততর ইত্যাদি ধারণা উদান বায়ুর কাজ। ইহা পূর্বোক্ত বায়ুসমূহ হইতে বলবান্; কারণ ইহা তাহাদিগকে ঊর্দ্ধাভিমুখে আকৃষ্ট করে। উদাহরণরূপে বলা যায়—যখন কোন ব্যক্তির দেহে শীতল জল সিঞ্চন করা হয়, তখন সে উপরের দিকে উল্লম্ফন করে। ইহা উদান বায়ুর বহিঃক্রিয়া।[২৩১] শরীরব্যাপ্তি ও অত্যন্ত অবিনাভাব অর্থ হইতে 'ব্যান' শব্দের ব্যুৎপত্তি।

২২৯। অপক্রমণাচ্চাপানঃ। যোঽয়ং রসং ধাতূন্ শুক্রং মূত্রং পুরীষং বাতার্ত্তবগর্ভাংশ্চাকর্ষন্নধোগচ্ছন্, অয়মন্তবৃত্তির্বায়ুরপান ইত্যভিধীয়তে। যচ্চাপি কিঞ্চিদপক্রমণং নাম ভূতেষু, তদ্ যথা—অপক্রান্তোঽয়ং ধর্মাদিভ্যস্তদ্বিপরীতেভ্যো বা ইতি বাহ্যা খল্বপানবৃত্তিরেষা অপানবিষয় এবৈষ ভবতি। বলবত্তরশ্চায়ং প্রাণাৎ বায়োঃ। কস্মাৎ? এষা হ্যেতং প্রাণমূর্দ্ধং বর্তমানমর্বাগেব সন্নিযচ্ছতি, অর্বাগেব সন্নিরুণদ্ধি, এষোঽস্যাভিব্যক্তো ভবতি। —যুক্তি পৃঃ ১২৬

২৩০। সহাবস্থানাৎ সহভাবাচ্চ সমানঃ। যস্ত্বয়ং প্রাণাপানয়োর্মধ্যে সহাবতিষ্ঠতে স সমানো বায়ুরন্তর্বৃত্তিঃ। যশ্চাপি কশ্চিৎ সহভাবো নাম ভূতেষু ধন্বাগ্রামতা। তদ্ যথা—সহ দাস্তে সহ যক্ষ্যে সহ তপশ্চরিষ্যামি সহ ভার্যাপুত্রৈর্বন্ধুভিঃ সুহৃদ্ভিশ্চ বর্তিষ্য ইতি বাহ্যা সমানবৃত্তিরেষা। সমানবিষয় এবৈষ ভবতি। বলবত্তরঃ খল্বয়ং প্রাণাপানাভ্যাম্। এষ হ্যেতৌ প্রাণাপানৌ ঊর্দ্ধমবাক্ চ বর্তমানৌ মধ্য এব সন্নিযচ্ছতি, মধ্য এব সন্নিরুণদ্ধি, স চৈষোঽস্যাভিব্যক্তো ভবতি।—যুক্তি পৃঃ ১২৬

২৩১। মূর্ধারোহণাদাত্মোৎকর্ষণাচ্চোদানঃ। যস্ত্বয়ং প্রাণাপানসমানানাং স্থানান্যতিক্রম্য রসং ধাতূংশ্চাদায় মূর্ধানমারোহতি। ততশ্চ প্রতিহতো নিবৃত্তঃ স্থানকরণানুপ্রদানবিশেষাৎ বর্ণপদবাক্যশ্লোকগ্রন্থলক্ষণস্য শব্দস্যাভিব্যক্তিনিমিত্তং ভবতি। অয়মন্তর্বৃত্তির্বায়ুরুদান ইত্যুচ্যতে। যশ্চাপি কশ্চিৎ আত্মোৎকর্ষো নাম ভূতেষু, তদ্ যথা হীনাদস্মি শ্রেয়ান্ সদৃশেন বা সদৃশঃ, সদৃশাৎ অস্মি শ্রেয়ান্, শ্রেয়সা বা সদৃশঃ শ্রেয়সো বা শ্রেয়ান্; এতস্মিংস্তথারূপাভিমানো বা প্রাপ্তবিজ্ঞস্য। তদ্ যথা বহুত্তরবিশেষাদন্যান্তরবিশেষোঽস্মি, অগুণবতো বা গুণবানস্মি ইতি বাহ্যোদানবৃত্তিরেষা। উদানবিষয় এবৈষ ভবতি। বলবত্তরঃ খল্বয়ং পূর্বেভ্যঃ। কথং? এষ হ্যেতান্ প্রাণাদীন্ ঊর্দ্ধমবাঙ্ মধ্যে চ বর্তমানান্ ঊর্দ্ধমেবোন্নয়তি, ঊর্দ্ধমেবোৎকর্ষতি, স চৈষোঽস্যাভিব্যক্তো ভবতি, শীতোদকেন বা পর্যুক্ষিতস্য প্রাপ্তমগিং বিকোশং চোদ্ধতমভিপশ্যতঃ।—যুক্তি পৃঃ ১২৬

ব্যান বায়ুর অন্তঃক্রিয়াবলে লোমাগ্র হইতে নখাগ্র পর্যন্ত সমস্ত শরীরে রক্তরসাদি সঞ্চারিত হয়। ইহার বহিঃক্রিয়াবলে জীবগণের মধ্যে অত্যন্ত সহাবস্থান-স্পৃহা জাগরিত হয়; যেমন পতিব্রতা স্ত্রী মৃত স্বামীকে চিতায় অনুগমন করে—পরজন্মেও তাহার স্ত্রী হইবার উদ্দেশ্যে। ইহা পূর্বোক্ত সকল বায়ু অপেক্ষা বলবান্; কারণ ব্যান বায়ু যতক্ষণ সর্বদেহে পরিব্যাপ্ত থাকে, ততক্ষণ অন্যান্য অধীনস্থ বায়ু ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কাজ করিতে থাকে। ব্যানবায়ুর ক্রিয়াবিরতির সহিত সমস্ত দেহের ক্রিয়াবিরতি ঘটে। ইহা সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া দেহকে ক্রিয়াশীল রাখে। ব্যানবায়ুর ক্রিয়াবিরতির সঙ্গে সমস্ত দেহ ধীরে ধীরে শীতল হইতে থাকে। মৃত্যুকালে জীবের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের শীতলতার সঙ্গে সঙ্গে দেহের ক্রিয়া বন্ধ হয়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ব্যানবায়ু সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া দেহীকে ক্রিয়াবান্ রাখে।[২৩২]

প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অহঙ্কারকে সাংখ্যশাস্ত্রে 'প্রাণাষ্টক' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই প্রাণাষ্টক অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহ্য ও অবিনাশ্য। যতদিন সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতে থাকিবে, ততদিন ইহাদের অবস্থিতি। ইহারা দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে এবং ইহারা জীবের একদেহ হইতে অন্য দেহে গমনের আশ্রয়স্বরূপ।[২৩৩]

যোগভাষ্যে ব্যাসদেব এবং তত্ত্ববৈশারদীতে বাচস্পতি মিশ্রও পঞ্চবায়ু সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। যোগভাষ্যের মতে পঞ্চবায়ুর মধ্যে প্রাণবায়ু প্রধান; কারণ

২৩২। শরীরব্যাপ্তেরত্যন্তাবিনাভাবাচ্চ ব্যানঃ। যত্ত্বয়মালোমনখাচ্ছরীরং ব্যাপ্য রসাদীনাং ধাতূনাং পৃথিব্যাদীনাং বৃংহং নর্মণাঞ্চ প্রস্তননং প্রাণাদীনাঞ্চ স্থিতিঃ করোতি সোঽন্তর্বৃত্তির্ব্যানঃ। যশ্চাপি কশ্চিদত্যন্তা-বিনাভাবো নাম ভূতেষু, তদ্ যথা—পতিব্রতা ভর্তারং মৃতমপ্যনুগচ্ছতি জন্মান্তরেঽপ্যয়মেব ভর্তা স্যাৎ। ** বলবত্তমশ্চায়ং সর্বেভ্যঃ। কথম্? অনেন হি ব্যাপ্তে শরীরমণ্ডকে তদ্বশীকৃতানাং প্রাণাদীনাং সমা স্থিতির্ভবতি। স এবোঽন্তঃকালে প্রাণভৃতামবিনাভাবেন বর্তমানোঽভিব্যজ্যতে। তদ্ যথা—হা তর্হি পাদৌ মে শীতীভূতৌ গুল্ফে জঙ্ঘে জানূ কটিরুদরমুরঃকণ্ঠেঽস্য পুরপুরো বর্ততে…ইত্যেবৈষো বাহ্যো ব্যান ইতি। এবমেতে প্রাণাদ্যাঃ স্থানকার্যবিশেষরচিতাঃ পঞ্চ বায়বো ব্যাখ্যাতাঃ। তেষাং প্রেরিকা সামান্যকরণবৃত্তিঃ।—যুক্তি পৃঃ ১২৭

২৩৩। অত্র চ সামান্যকরণবৃত্তিগ্রহণসামর্থ্যাৎ প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বায়বঃ। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি ষষ্ঠম্, কর্মেন্দ্রিয়াণি সপ্তমম্, পুর্যষ্টমম্—পুরিত্যহঙ্কারাবস্থা সংবিদমধিকুরুতে। ** শাস্ত্রং চৈবমাহ—'প্রাণাপানসমানোদানব্যানাঃ পঞ্চ বায়বঃ ষষ্ঠং মনঃ সপ্তমী পুর্যষ্টমী বাক্।" বাগ্‌গ্রহণেন কর্মেন্দ্রিয়পর্বণো গ্রহণম্, মনোগ্রহণেন বুদ্ধীন্দ্রিয়পর্বণঃ। তদেতৎ প্রাণাষ্টকং বৈকারিকং প্রাশরীরমস্য পরিদ্রষ্টুঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য শরীরমাদদানস্য নিত্যং তত্তত্স্থানীয়ং প্রত্যঙ্গং ভবতি। অচ্ছেদ্যমভেদ্যমদাহ্যমবিনাশ্যমবিকম্প্যম্। অনিত্যানি পুনর্ভৌতিকানি বাহ্যানি শরীরাণি কুশমৃত্তিকাস্থানীয়ানি উপচীয়ন্তে চেতি।—যুক্তি পৃঃ ১২৭

প্রাণবায়ুর দেহ হইতে বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য চারিটি বায়ুও দেহ হইতে নির্গত হয়।[২৩৪] কিন্তু যুক্তিদীপিকাকারের মতে ব্যানবায়ু সর্বপ্রধান।

সাংখ্যদর্শনের মতে পূর্বোক্ত পঞ্চবায়ুর উৎপত্তির উৎস পঞ্চকর্মযোনি [২৩৫] এই পঞ্চকর্মযোনি সম্বন্ধে যুক্তিদীপিকায় বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। ধৃতি, শ্রদ্ধা, সুখা, বিবিদিষা ও অবিবিদিষা নামে প্রসিদ্ধ পঞ্চকর্মযোনি জীবগণের বিভিন্ন কর্মে প্রবৃত্তির মূলে বর্তমান।[২৩৬] জ্ঞান বুদ্ধির সাত্ত্বিক পরিণতি হইলেও রজোগুণের দ্বারা প্রবর্তিত না হইলে বুদ্ধি স্বয়ং জ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারে না। বুদ্ধি যখন জ্ঞানরূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে, তখন মধ্যপথে বুদ্ধি হইতে নির্গত রজোগুণ হইতে পঞ্চকর্মযোনির উৎপত্তি ঘটে। সুতরাং বুদ্ধির প্রাথমিক পরিস্পন্দন এবং জ্ঞানরূপে চরম পরিণতির মধ্যবর্তী অবস্থা পঞ্চকর্মযোনি। এজন্য কর্মযোনিকে শাস্ত্রে কুক্কুটাণ্ডের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মোরগীর গর্ভধারণ এবং মোরগ-শাবকের জন্মগ্রহণের মধ্যবর্তী অবস্থা যেমন মোরগীর অণ্ড, কর্মযোনিও সেইরূপ মধ্যবর্তী অবস্থা।[২৩৭]

ধৃতি হইল উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত না হওয়া। ধৃতির ফলে জীবগণ বাক্যে, কর্মে বা সঙ্কল্পে প্রতিজ্ঞাগ্রহণ করিয়া তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করে। দৈহিক ও মানসিক সকল কর্মেই ধৃতির প্রভাব দেখা যায়। ধৃতির মধ্যে রজঃ ও তমোগুণের প্রাবল্য। শ্রদ্ধা হইল ফলের প্রতি আসক্তি না রাখিয়া শাস্ত্রবিহিত কর্মকে অবশ্যকর্তব্যরূপে গ্রহণ। অন্যের প্রতি অসূয়াভাব পোষণ না করা, ব্রহ্মচর্য, যজন, যাজন, তপস্যা, দান, প্রতিগ্রহ ও শৌচ—এইগুলি শ্রদ্ধার লক্ষণ। মানবজীবনের বিভিন্ন আশ্রমের কর্মাবলী শ্রদ্ধার ক্ষেত্র। শ্রদ্ধার মধ্যে সত্ত্ব ও রজোগুণের প্রাবল্য। লৌকিক বা বৈদিক কর্ম দ্বারা সুখভোগের স্পৃহা সুখা। ঐহিক ও পারলৌকিক সুখলাভের ইচ্ছায় জীবগণ বেদপাঠে, বিবিধ সৎকর্মকরণে, তপশ্চরণে ও প্রায়শ্চিত্ত-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়। লৌকিক ও বৈদিক কর্মাদি সুখার বিষয়। সুখার মধ্যে সত্ত্ব ও তমোগুণ প্রবল। যথার্থজ্ঞানস্পৃহা বিবিদিষা। বিবিদিষার বশবর্তী হইয়া জীব কোন বস্তু এক বা বহু, তাহা নিত্য বা অনিত্য, চেতন বা অচেতন, প্রকাশের পূর্বে তাহা সৎ বা অসৎ ইত্যাদি বিষয় জানিতে প্রবৃত্ত হয়।

২৩৪। প্রাণো মুখনাসিকাগতিরাহৃদয়বৃত্তিঃ, সমং নয়নাৎ সমানশ্চানাভিবৃত্তিঃ, অপনয়নাদপানঃ আপাদতলবৃত্তিঃ, উন্নয়নাদুদানঃ আশিরোবৃত্তিঃ, ব্যাপী ব্যান ইতি। তেষাং প্রধানং প্রাণঃ।—যোগভাষ্যম্ ৩।৩৯। অত্র বাচস্পতিঃ—এষামুক্তানাং প্রধানং প্রাণঃ, তদুৎক্রমে সর্বোৎক্রমশ্রুতেঃ—'প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি' ইতি।

২৩৫। কুতঃ পুনরিয়ং প্রাণাদিবৃত্তিঃ প্রবর্তত ইতি? উচ্যতে—সা কর্মযোনিভ্যঃ।—যুক্তি পৃঃ ১২৭

২৩৬। তত্র ফলেচ্ছায়াঃ যোনীঃ প্রাণাদীংশ্চ সম্মুখীকৃত্য ক্রিয়ামারভতে।—যুক্তি পৃঃ ১৪৭

২৩৭। মহতঃ প্রচ্যুতং হি রজো বিকৃতমণ্ডস্থানীয়াঃ পঞ্চ কর্মযোনয়ো ভবন্তি—ধৃতিঃ, শ্রদ্ধা, সুখা, বিবিদিষা অবিবিদিষেতি। আহ চ—'প্রচ্যুতো মহতো যস্তু ন প্রাপ্তো জ্ঞানলক্ষণম্। ব্যাপারো জ্ঞানযোনিত্বাৎ সা যোনিঃ কুক্কুটাণ্ডবৎ॥'—যুক্তি পৃ ১২৮

সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ বিবিদিষার ক্ষেত্র এবং ইহা রজোবহুল। অবিবিদিষা বিবিদিষার বিপরীত। অবিবিদিষার বশবর্তী জীব জীবনোন্নতির পথে বিরত থাকে এবং ইন্দ্রিয়-সম্ভূত সুখকে জীবনের কাম্য মনে করে। মাদক পানীয় বা ঔষধাদি সেবন বা প্রগাঢ় নিদ্রার ফলে জীবের এই অবস্থা আসে। অবিবিদিষায় তমোগুণ প্রবল হয়। এইভাবে পঞ্চকর্মযোনির লক্ষণ, তাহাদের কর্মক্ষেত্র এবং সেই অবস্থায় সত্ত্বাদিগুণের বলাবল যুক্তিদীপিকায় বর্ণিত হইয়াছে।[২৩৮]

প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু এবং ধৃতি, সুখা প্রভৃতি পঞ্চ কর্মযোনির বিষয় বর্ণনা করিয়া যুক্তিদীপিকাকার পুনরায় মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে এইগুলিকে অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সৎপথে পরিচালিত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। প্রথমে তিনি পঞ্চ বায়ুর প্রসঙ্গ উথাপন করিয়াছেন। প্রাণাদি বায়ুর অন্তর্বৃত্তি ও বহির্বৃত্তির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। প্রাণাদির অন্তর্বৃত্তি অনুপাধিক; তাহা স্বতঃই প্রবাহিত হয়; সুতরাং তাহাকে কুপথ হইতে সুপথে আনিবার প্রসঙ্গ উঠে না; কিন্তু প্রাণাদির বহির্বৃত্তির সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য। প্রাণাদির বহির্বৃত্তি সুনিয়ন্ত্রিত হইল বুদ্ধির সত্ত্বগুণ প্রবল হয় এবং জীব ক্রমশঃ মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রণতি হইতে প্রাণ-শব্দের উৎপত্তি। প্রণতি অর্থে নতি, বশ্যতা, আসক্তি। যদি প্রাণবায়ুর বহির্বৃত্তিকে ধর্মজ্ঞানাদির পথে পরিচালিত করা যায়, তাহা হইলে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায় এবং বুদ্ধির সাত্ত্বিক পরিণতি ক্রমশঃ অধিকতর সুস্পষ্ট হয়। সেইভাবে অপক্রমণ হইতে

২৩৮। তাসাং লক্ষণবিষয়সত্ত্বগুণসমন্বয়া ভবন্তি। তত্র লক্ষণং তাবৎ—ব্যবসায়াদপ্রচ্যবনং ধৃতিঃ, ফলমনভিসন্ধায় শাস্ত্রোক্তেষু কার্যেষু অবশ্যকর্তব্যতাবীজভাবঃ শ্রদ্ধা, দৃষ্টানুশ্রবিকফলাভিলাষাত্মকো হি বুদ্ধেরাভোগঃ সুখা, বেত্তুমিচ্ছা বিবিদিষা। তন্নিবৃত্তিরবিবিদিষা। * * আহ চ—

'বাচি কর্মণি সঙ্কল্পে প্রতিজ্ঞাং যো ন রক্ষতি।
তন্নিষ্ঠস্তৎপ্রতিজ্ঞশ্চ ধৃতেরেতদ্ধি লক্ষণম্ ॥
অনসূয়া ব্রহ্মচর্যং যজনং যাজনং তপঃ।
দানং প্রতিগ্রহঃ শৌচং শ্রদ্ধায়া লক্ষণং স্মৃতম্ ॥
সুখার্থী যস্তু সেবতে বিদ্যাং কর্ম তপাংসি বা।
প্রায়শ্চিত্তপরো নিত্যং সুখায়াং স তু বর্ততে ॥
বিবেকত্বপৃথক্ত্বং নিত্যং চেতনমচেতনং সূক্ষ্মম্।
সৎকার্যমসৎকার্যং বিবিদিষন্ত্যাং বিবিদিষায়াঃ ॥
বিপরীতসংশ্রমত্তবম্ববিবিদিষা ধ্যানিনাং সদা যোনিঃ।
কার্যকরণক্ষয়করী প্রাকৃতিকা গতিঃ সমাখ্যাতা ॥

বিষয়সত্ত্বং পুনঃ সর্ববিষয়িণী ধৃতিঃ, আশ্রমবিষয়িণী শ্রদ্ধা, দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়িণী সুখা, ব্যক্তবিষয়িণী বিবিদিষা, অব্যক্তবিষয়িণী অবিবিদিষা। গুণসমন্বয়স্তু রজস্তমোবহুলা ধৃতিঃ, সত্ত্বরজোবহুলা শ্রদ্ধা, সত্ত্বতমোবহুলা সুখা, রজোবহুলা বিবিদিষা, তমোবহুলা অবিবিদিষেতি।—যুক্তি পৃঃ ১২৮

অপান-শব্দের উৎপত্তি। এই অপক্রমণ ক্রিয়াকে অধর্ম, অজ্ঞান প্রভৃতি তামসিক কার্য হইতে ধর্মের পথে পরিচালিত করা উচিত। তাহার ফলে তমোগুণের হ্রাস এবং আত্মার বন্ধনক্ষয় হইয়া থাকে। সাহচর্য হইতে সমান-শব্দের উৎপত্তি। এই সহাবস্থানক্রিয়াকে যতদূর সম্ভব বুদ্ধির সাত্ত্বিক পরিণতির সাহচর্যে রাখা উচিত। তাহার ফলে আত্মা চিরতরে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। আত্মোৎকর্ষ হইতে উদানশব্দ। এই আত্মোৎকর্ষক্রিয়াকে 'আমি অজ্ঞতার ঊর্দ্ধে, আসক্তির ঊর্দ্ধে, বন্ধনের ঊর্দ্ধে' ইত্যাদি ভাবে পরিচালিত করাই কর্তব্য। অত্যন্ত অবিনাভাব হইতে ব্যান-শব্দের উৎপত্তি। এই অত্যন্ত অবিনাভাব জ্ঞানবিষয়ক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 'আমি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানের সহিত সম্পৃক্ত, জ্ঞানের সহিত অভিন্ন'—ইত্যাদিভাবে জীবের চিন্তা করা কর্তব্য। এইভাবে প্রাণাদির বহির্বৃত্তিকে সুপথে পরিচালিত করিতে পারিলে মোক্ষপথ যে উন্মুক্ত হয়, তাহা যুক্তিদীপিকাকার সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। অতঃপর তিনি কর্মযোনিগুলিকে সুপথে পরিচালিত করিবার কথাও বলিয়াছেন। অবিবিদিষা ব্যতীত অন্য চারিটি কর্মযোনি ধর্ম উৎপন্ন করে বটে; কিন্তু এই ধর্মকে হেয় জ্ঞান করিতে হইবে; কারণ ইহা পরজন্মের উৎপাদক। সুতরাং এই কর্মযোনির প্রতি বৈরাগ্যই বিধেয়। যদি অবিবিদিষা রূপ কর্মযোনিকে কুফলপ্রসবকারী কর্মসমূহে আবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে তাহা জীবকে সৎপথে চলিতে সাহায্য করে। জীবের এইরূপ প্রবৃত্তির ফলে কর্মযোনিসমূহ বিশুদ্ধ হয় এবং তাহার ফলে জীবের মুক্তিপথের বাধাসমূহ অপসারিত হইতে থাকে। তাহা তখন বুদ্ধির সাত্ত্বিক পরিণতিতে আসক্ত থাকে। সত্ত্বগুণ হইতে বিশুদ্ধ আনন্দ উৎপন্ন হয় এবং জীবের অহঙ্কারের নিবৃত্তি হইয়া জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে; ফলে অচিরে তাহার মুক্তিলাভ ঘটে।[২৩৯]

২৩৯। প্রাণানামন্তর্বৃত্তিরনুপাধিকত্বাদনির্বর্ত্যা। বহির্বৃত্তিস্তু মার্গামার্গবিষয়তয়া প্রযোক্তব্যা। কথমিত্যুচ্যতে—প্রাণবিষয়া তাবৎ প্রণতির্ধর্মাদিবিষয় এবাবরোদ্ধব্যা। ততো হ্যস্য সত্ত্ববৃদ্ধিঃ, সত্ত্ববৃদ্ধেশ্চোত্তরোত্তরবুদ্ধিরূপাধিগমঃ। অপানবিষয়স্ত্বপক্রমণং ধর্মাদিবিষয় এবাবরোদ্ধব্যমেবং হ্যস্য খ্যাতিবিষয়াকারকস্য তমসো নির্হ্রাসঃ। ততশ্চোত্তরোত্তর-বুদ্ধিরূপাধিগমঃ। তথা সমানবিষয়ং সাহচর্যং সত্ত্বধর্মানুগুণং কুর্যাৎ। যস্মাৎ শাস্ত্রমাহ—'সত্ত্বারামঃ সত্ত্বমিথুনশ্চ সদা স্যাৎ' ইতি। আত্মোৎকর্ষং তূদানবিষয়মবিদ্যাপর্বণোঽস্মাৎ রূপং বিবর্জ্য তৎপ্রতিপক্ষে নির্বর্তয়েৎ। অত্যন্তাবিনাভাবং চ ব্যানবিষয়ং জ্ঞানবিষয়মেব ভাবয়েৎ। যোনীনাং চতসৃণাং ধর্মতাং বীজতামেবাদদ্যাৎ। অবিবিদিষামপি অনিষ্টফলহেতুম্ ভাবয়েৎ। সোঽয়ং ধর্মাদিষু প্রবণস্তৎপ্রতিপক্ষাপক্রান্তঃ সত্ত্বারামো বিনিবৃত্তাভিমানো জ্ঞাননিষ্ঠঃ সবিশুদ্ধযোনিরচিরেণ পরং ব্রহ্মোপপদ্যত ইতি। আহ চ—

'বাহ্যাং প্রাণবিবৃত্তিং সম্যঙ্ মার্গে বুধঃ প্রতিষ্ঠাপ্য।
বিনিবৃত্ত-বিষয়কলুষো প্রবমমৃতং স্থানমভ্যেতি॥
পঞ্চানাং যোনীনাং ধর্মাদিনিমিত্ততাঞ্চ সংস্থাপ্য।
পরিপক্বমিত্যধস্তাৎ ন পুনস্তদ্ভাবিতো গচ্ছেৎ॥'—যুক্তি পৃঃ ১২৯

পূর্বোক্ত ত্রয়োদশ করণকে প্রধান ও অপ্রধান রূপে দুইভাগে সাংখ্যদর্শনে বিভাগ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন প্রধান এবং বাহ্য দশ ইন্দ্রিয় অপ্রধান। কারণ বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা উপস্থাপিত বিষয়সকলকে মন ও অহঙ্কারের সহিত বুদ্ধিই গ্রহণ করে; এজন্য অন্তঃকরণত্রয়ের প্রাধান্য। কেবল বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে জ্ঞান হয় না। কেবল বাহ্য কর্মেন্দ্রিয়ও বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে অসমর্থ। কোনও সুন্দর দৃশ্যে যদি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কেহ কথা বলিলেও তাহা সে শুনিতে পায় না; কারণ সেখানে তাহার মনের সংযোগ নাই। দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধিবৃত্তির সহিত চৈতন্যসম্বন্ধ না ঘটিলে জ্ঞান হয় না। অন্তঃকরণেই চৈতন্যের আরোপ হয়। বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় বিষয়সংসর্গ করিয়া তাহা অন্তঃকরণে পৌঁছাইয়া দেয়। অন্তঃকরণ সেই বিষয় গ্রহণ করিলে তবে জ্ঞান হয়। সুতরাং জ্ঞানোৎপাদনে অন্তঃকরণের প্রাধান্য। অন্তঃকণের সাহায্য ব্যতীত কর্মেন্দ্রিয়ের চেষ্টারূপ ক্রিয়া হয় না। চেষ্টা না হইলে বিষয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ হয় না। চেষ্টার হেতু প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির হেতু ইচ্ছা। ইচ্ছা অন্তঃকরণেরই ধর্ম; সুতরাং কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও অন্তঃকরণাধীন। এইজন্য অন্তঃকরণকে প্রধান এবং অপর দশটি করণকে দ্বারস্বরূপ বা অপ্রধান বলা হইয়াছে।[২৪০]

বাহ্যকরণগুলিই অন্তঃকরণের বিষয়বোধক অর্থাৎ প্রবেশনির্গমের দ্বারস্বরূপ। বিষয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বুদ্ধির বৃত্তি বাহিরে প্রকাশ পায়। জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ আলোচনার দ্বারা সঙ্কল্প, অভিমান ও অধ্যবসায় বৃত্তি উৎপন্ন করিয়া থাকে। কর্মেন্দ্রিয়সমূহ নিজ নিজ ব্যাপারের দ্বারা সঙ্কল্প, অভিমান ও অধ্যবসায় বৃত্তিকে বাহিরে প্রকাশ করে। বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি অতীত ও ভবিষ্যতের সহিত সম্পর্কশূন্য; কেবল বর্তমান বস্তুর সহিত তাহাদের সম্বন্ধ। তবে বর্তমানের অতি নিকটে অবস্থিত অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্তমানের মধ্যে গণ্য। এজন্য বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপারের ক্ষণবিলম্বে শব্দ উৎপন্ন হইলেও তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। পক্ষান্তরে অন্তঃকরণগুলির সম্বন্ধ তিনকালের সহিত।[২৪১]

পূর্বোক্ত ত্রয়োদশ করণ অচেতন হইলেও কার্যকালে তাহাদের বৃত্তিবিপর্যয় দেখা যায় না। যোদ্ধৃগণ শত্রুকে জয় করিবার জন্য যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, তখন তাহারা যুদ্ধের সঙ্কেত অবগত হইবামাত্র নিজ নিজ অস্ত্র গ্রহণ করে—ধনুর্ধারী ধনুক, শক্তিধারী শক্তি, যষ্টিধারী যষ্টি প্রভৃতি। একজনের অস্ত্র অন্যজনে কখনও গ্রহণ করে না।

২৪০। সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্বং বিষয়মবগাহতে যস্মাৎ।
তস্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি ॥—সা. কা ৩৫

২৪১। অন্তঃকরণং ত্রিবিধং দশধা বাহ্যং ত্রয়স্য বিষয়াখ্যম্।
সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকালমাভ্যন্তরং করণম্ ॥—সা. কা ৩৩

সেইরূপে সমস্ত করণই কার্যোন্মুখ হইবামাত্র নিজ নিজ বৃত্তি গ্রহণ করে। বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহ শব্দালোচন, রূপালোচন ইত্যাদিকে, মন সঙ্কল্পকে, অহঙ্কার অভিমানকে এবং বুদ্ধি অধ্যবসায়কেই প্রাপ্ত হয়; কখনও বৃত্তি-ব্যতিক্রম দেখা যায় না। করণসমূহ যদিও অচেতন, তথাপি কার্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রবর্তক কর্তার অপেক্ষা করে না। অদৃষ্টবশতঃই করণসমূহ কার্যে প্রবৃত্ত হয়। কার্যোন্মুখ হইলে তাহারা স্ব স্ব নির্দিষ্ট বৃত্তিই গ্রহণ করিয়া থাকে। অনাগতাবস্থ ভোগাপবর্গজনক পুরুষার্থ বা অদৃষ্টই করণসমূহের কার্যোন্মুখিতার প্রতি হেতু।[২৪২]

বাচস্পতি মিশ্রের মতে প্রত্যক্ষস্থলে বাহ্যেন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি—এই চারিটির বৃত্তি যুগপৎ অথবা ক্রমে হইয়া থাকে। অপ্রত্যক্ষস্থলেও মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধির বৃত্তি যুগপৎ অথবা ক্রমশঃ হয়; পরন্তু তাহার পূর্বে কোন না কোন সময়ে প্রত্যক্ষ থাকা চাই। যেমন গাঢ়ান্ধকার-মধ্যে অরণ্যে একবারমাত্র বিদ্যুৎ চমকিত হইল। পথস্থিত পথিক দেখিল—তাহার সম্মুখে বিশাল ব্যাঘ্র। তৎক্ষণাৎ তাহার আলোচনা (ইন্দ্রিয়বৃত্তি), সঙ্কল্প (মনের বৃত্তি), অভিমান (অহঙ্কারের বৃত্তি) এবং অধ্যবসায় (বুদ্ধির বৃত্তি) যুগপৎ উৎপন্ন হয়; নতুবা চক্ষুঃসংযোগমাত্রই সে পলায়ন করিত না। পক্ষান্তরে পথিক স্বল্প আলোকে দূরে দেখিল—কি একটা বস্তু রহিয়াছে (আলোচনা—ইন্দ্রিয়বৃত্তি); তাহার পর ভাল করিয়া দেখিল যে, একটা দস্যু (সঙ্কল্প—মনের বৃত্তি); পরে বুঝিল, ঐ দস্যু তাহার দিকেই আসিতেছে (অভিমান—অহঙ্কারের বৃত্তি); তাহার পর স্থির করিল, 'এইস্থান হইতে আমার পলায়ন কর্তব্য' (অধ্যবসায়—বুদ্ধিবৃত্তি)। তখন সে সেইস্থান হইতে পলায়ন করে। এই স্থলে করণসমূহের ক্রমিকবৃত্তি দেখা যায়। অপ্রত্যক্ষস্থলে স্মৃতি, অনুমিতি ও শাব্দবোধ যুগপৎ অথবা ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়। কোন স্থলে হঠাৎ স্মৃতি, অনুমান বা শাব্দবোধ এবং তাহার কার্য পলায়ন বা অবস্থান একক্ষণের মধ্যেই হইয়া থাকে। আবার কোথাও বা অল্পে অল্পে স্মৃতি প্রভৃতির উন্মেষ হইয়া কার্য হয়। কিন্তু স্মৃতিই হউক, অনুমিতিই হউক অথবা শাব্দবোধই হউক—সকলের মূলে প্রত্যক্ষ থাকা চাই।[২৪৩] যুক্তিদীপিকাকার এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি শ্রোত্রাদির

২৪২। স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকূতহেতুকাং বৃত্তিম্।
পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্যতে করণম্ ॥—সা. কা ৩১

২৪৩। যুগপচ্চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্য নির্দিষ্টা।
দৃষ্টে তথাপ্যদৃষ্টে ত্রয়স্য তৎপূর্বিকা বৃত্তিঃ ॥—সা. কা. ৩০

অত্র বাচস্পতিঃ—দৃষ্টে যথা যদা সন্তমসান্ধকারে বিদ্যুৎসম্পাতমাত্রাৎ ব্যাঘ্রমভিমুখমতিসন্নিহিতং পশ্যতি, তদা খল্বালোচনসঙ্কল্পাভিমানাধ্যবসায়া যুগপদেব প্রাদুর্ভবন্তি। যতস্তত উৎপত্য তৎস্থানাদেকপদেঽপসরতি। ক্রমশশ্চ যদা মন্দালোকে প্রথমং তাবদ্বস্তুমাত্রং সম্মুগ্ধমালোচয়তি, অথ প্রণিহিতমনাঃ কর্ণান্তাকৃষ্টসশরশিঞ্জিনীমণ্ডলী-

এবং অন্তঃকরণের যুগপৎবৃত্তি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে করণসমূহের বৃত্তি ক্রমিক। বজ্রাঘাতশ্রবণে বা সম্মুখে বিশাল ব্যাঘ্র-দর্শনে সহসা পলায়নের মধ্যেও ক্রমিকত্ব রহিয়াছে—ইহা তাঁহার মত। কারণ বুদ্ধীন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে অন্তঃকরণ কোন বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না। তাহা হইলে কর্ণাদির ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হয়। পরন্তু আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বাহ্যেন্দ্রিয়গুলিকে দ্বার এবং অন্তঃকরণ-গুলিকে দ্বারি-রূপে কল্পনা করিয়াছেন।[২৫৪] যুগপৎবৃত্তি স্বীকার করিলে সেই দ্বারিদ্বার-ভাবের ব্যাঘাত হয়। সুতরাং শ্রোত্রাদি ও অন্তঃকরণের বৃত্তি ক্রমিক। পরিশেষে যুক্তিদীপিকাকার বলিয়াছেন—পূর্বাচার্যগণ দৃষ্ট বর্তমান বিষয়ে যুগপৎবৃত্তি স্বীকার করেন বটে, কিন্তু আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ অতীত ও বর্তমান—উভয়স্থলেই ক্রমিক বৃত্তি স্বীকার করেন।[২৫৫] মাঠরাচার্য করণসমূহের যুগপৎ ও ক্রমিক বৃত্তি স্বীকার করেন।[২৫৬] আচার্য গৌড়পাদের মতেও করণসমূহের যুগপৎ ও ক্রমিক বৃত্তি হইয়া থাকে।[২৫৭]

মহাভারতে অসিত-দেবল-সংবাদে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রচলিত সাংখ্যসিদ্ধান্ত হইতে তাহাদের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। চিত্তকে এখানে পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে চিত্ত শ্রেষ্ঠ, চিত্ত হইতে মন শ্রেষ্ঠ,

---

কৃতকোদণ্ডঃ প্রচণ্ডতরঃ পাটচ্চরোঽয়মিতি নিশ্চিনোতি, অথচ সাং প্রত্যেতীত্যভিমন্যতে, অপাধ্যবস্যতি অপসরামীতঃ স্থানাদিতি। পরোক্ষে তু অন্তঃকরণত্রয়স্য বাহ্যেন্দ্রিয়বর্জং বৃত্তিরিত্যাহ অদৃষ্টে ত্রয়স্য তৎপূর্বিকা বৃত্তিঃ। অন্তঃকরণত্রয়স্য যুগপৎ ক্রমেণ চ বৃত্তির্দৃষ্টপূর্বিকেতি। অনুমানাগমস্মৃতয়ো হি পরোক্ষেঽর্থে দর্শনপূর্বাঃ প্রবর্তন্তে নান্যথা। যথা দৃষ্টে তথা অদৃষ্টেঽপীতি যোজনা।

২৫৪। সা. কা. ৩৫

২৫৫। ক্রমশশ্চ তস্য নির্দিষ্টা। তস্যেতি চতুষ্টয়মভিসম্বধ্যতে। চ-শব্দোঽবধারণার্থঃ—ক্রমশ এবেত্যর্থঃ। ক্রমশ এব হি বাহ্যান্তঃকরণবৃত্ত্যোরেকার্থে উপনিপাতঃ। * * দৃষ্টে তথাঽপ্যদৃষ্টে ক্রমশ এব চতুষ্টয়স্য বৃত্তিঃ। * * ত্রয়স্য তৎপূর্বিকা বৃত্তিঃ। ন তাবৎ বুদ্ধ্যহঙ্কারমনসাং সাক্ষাৎ বাহ্যার্থগ্রহণসামর্থ্যমস্তি অন্তঃকরণানুপপত্তিপ্রসঙ্গাৎ, শ্রোত্রাদিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ, দ্বারিদ্বারভাবব্যাঘাতপ্রসঙ্গাচ্চ। তস্মাৎ পূর্বং শ্রোত্রাদীনামর্থসম্বন্ধোঽস্তি। মেঘস্তনিতা-দাবপ্যবশ্যমেতদভ্যুপগন্তব্যম্। পশ্চাত্তু তদ্বৃত্ত্যুপনিপাতাদন্তঃকরণস্যেত্যস্তি ক্রমোঽত্রাপি। তন্ন যুক্তম্। মেঘস্ত-নিতাদিষু ক্রমানুপগতের্যুগপচ্চতুষ্টয়স্য বৃত্তিরিত্যেতদযুক্তম্। * * অস্য দৃষ্টে বর্তমানে যুগপদ্বৃত্তিঃ পূর্বাচার্যৈঃ নির্দিষ্টা, আচার্যেণ তু ক্রমেণেত্যর্থঃ। অদৃষ্টেঽতীতাদাবপি ক্রমশঃ ক্রমেণৈব, যতস্ত্রয়স্যান্তঃকরণস্য তৎপূর্বিকা বাহ্যেন্দ্রিয়পূর্বিকা বৃত্তিঃ। যথা যথাঽনুভবস্তথা সংস্কারঃ। যথা চ সংস্কারস্তথা স্মৃতিরিত্যেবং বৃত্তির্বাহ্যেন্দ্রিয়-পূর্বিকেতি।—যুক্তি পৃঃ ১৩০-১৩১

২৫৬। এবমেষা যুগপচ্চতুষ্টয়স্য বৃত্তিঃ। কিং (কিং) চান্যৎ ? ক্রমশশ্চ তস্য নির্দিষ্টা।—মাঠরঃ (সা. কা. ৩০)

২৫৭। যুগপচ্চতুষ্টয়স্য বুদ্ধ্যহঙ্কারমনসামেকৈকেন্দ্রিয়সম্বন্ধে সতি চতুষ্টয়ং ভবতি। * * * কিঞ্চ ক্রমশশ্চ তস্য নির্দিষ্টা। তস্যেতি চতুষ্টয়স্য ক্রমশশ্চ বৃত্তির্ভবতি।—গৌড়পাদঃ (সা. কা ৩০)

মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ।[২৪৮] সাংখ্যদর্শনে চিত্তের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। বাচস্পতি মিশ্র তত্ত্ববৈশারদীতে বলিয়াছেন যে, 'চিত্ত' শব্দের দ্বারা বুদ্ধি-রূপ অন্তঃকরণেরই গ্রহণ হইবে।[২৪৯] মহাভারতের মতে প্রাণিগণ প্রথমে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়কে সামান্যরূপে গ্রহণ করে, মন তাহা বিচার করে; পরে বুদ্ধি দ্বারা সেই বিষয় সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৫০] মহাভারতে বস্তুজ্ঞানকালে অহঙ্কারের কোন ব্যাপার উল্লিখিত হয় নাই। আবার অসিত-দেবল-সংবাদে কর্ণ প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, চিত্ত ও বুদ্ধি—এই আটটিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[২৫১] পক্ষান্তরে অহঙ্কার জ্ঞানোৎপত্তির সাধক হইলেও তাহার উল্লেখ নাই। সাংখ্যমতে জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রোত্র, চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চবিধ। মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় উভয়ই। পুনরায় মহাভারতে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত 'বল'কে ষষ্ঠ কর্মেন্দ্রিয়রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 'বল' অর্থে পঞ্চবৃত্তি প্রাণ।[২৫২] সাংখ্যমতে অন্তঃকরণ-ত্রয়ের সাধারণ বৃত্তি হইল প্রাণাদি পঞ্চবায়ু। মহাভারতে পঞ্চশিখাচার্যের যে সাংখ্যমত বিবৃত হইয়াছে, সেখানেও 'বল'কে 'ষষ্ঠ কর্মেন্দ্রিয়রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[২৫৩]

মহাভারতে ব্যাস-শুক-সংবাদে স্বভাব ও চেতনাকে পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ করা

২৪৮। চিত্তমিন্দ্রিয়সংঘাতাৎ পরং তস্মাৎ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ ক্ষেত্রজ্ঞো বুদ্ধিতঃ পরঃ ॥—মহা ১২।২৬৭।১৬

২৪৯। যোগঃ সমাধিঃ, স চ চিত্তস্য ধর্মঃ।—যোগভাষ্যম্ ১।১

অত্র বাচস্পতিঃ—চিত্তশব্দেনান্তঃকরণং বুদ্ধিমুপলক্ষয়তি। ন হি কূটস্থনিত্যা চিতিশক্তিরপরিণামিনী জ্ঞানধর্মা ভবিতুমর্হতি, বুদ্ধিস্তু ভবেদিতি ভাবঃ।

২৫০। পূর্বং চেতয়তে জন্তুরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ান্ পৃথক্।
বিচার্য মনসা পশ্চাদথ বুদ্ধ্যা ব্যবস্যতি ॥
ইন্দ্রিয়ৈরুপলব্ধার্থান্ সর্বান্ যস্ত্বধ্যবস্যতি ॥—মহা ১২।২৬৭।১৭

২৫১। চিত্তমিন্দ্রিয়সংঘাতং মনো বুদ্ধিং তথাষ্টমীম্।
অষ্টৌ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যাহুরেতান্যধ্যাত্মচিন্তকাঃ ॥—মহা ১২।২৬৭।১৮

২৫২। পাণিপাদং চ পায়ুশ্চ মেহনং পঞ্চমং মুখম্।
ইতি সংশব্দ্যমানানি শৃণু কর্মেন্দ্রিয়াণ্যপি ॥
* * বলং ষষ্ঠং ষড়েতানি বাচা সম্যগ্‌ যথাগমম্ ॥—মহা ১২।২৬৭।১৯-২২
বলমিতি পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণঃ ইতি নীলকণ্ঠঃ।

২৫৩। বলষষ্ঠানি বক্ষ্যামি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি তু।—মহা ১২।২১২।২০

হইয়াছে।[২৫৪] স্বভাব ও চেতনা দেহিগণের দেহে অবস্থান করে। মহাভারতে বর্ণিত পঞ্চশিখের সাংখ্যবিবৃতির মধ্যেও স্বভাব ও চেতনা পৃথগ্‌ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।[২৫৫] সাংখ্যদর্শনে স্বভাব ও চেতনার পৃথক্ উল্লেখ নাই।

মহাভারতে পঞ্চমহাভূতের সহিত কাল, ভাব ও অভাব—এই তিনটিও পঠিত হইয়াছে। টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে 'ভাব' অর্থে পূর্বসংস্কার এবং 'অভাব' অর্থে অজ্ঞান। পঞ্চমহাভূত এবং কাল, ভাব ও অভাব—এই আটটি ভূতসংজ্ঞক। এই অষ্টবিধ ভূত হইতে জীবগণের উৎপত্তি এবং তাহাতে তাহাদের বিলয়।[২৫৬] পূর্বসংস্কার ও অজ্ঞান জীবগণের উৎপত্তির প্রতি কারণ হইয়া থাকে। আবার মহাভারতের অন্যত্র পঞ্চভূত হইতে ভাব, অভাব ও কালের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে; কারণ জগতে অভৌতিক কোন পদার্থ নাই।[২৫৭] সাংখ্যদর্শনে ভাব, অভাব ও কালকে পৃথক্ তত্ত্বরূপে স্বীকার করা হয় নাই।

চরকসংহিতার মতে ইন্দ্রিয়সমূহ ভৌতিক। সাংখ্যদর্শনের মতে ইন্দ্রিয়সমূহ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। চরক বলেন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পাঞ্চভৌতিক হইলেও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের মধ্যে তেজো-মহাভূতের গুণ অধিকমাত্রায় প্রকাশ পায়। এইরূপে কর্ণের মধ্যে আকাশের, নাসিকার মধ্যে পৃথিবীর, জিহ্বার মধ্যে জলের এবং ত্বকের মধ্যে বায়ু মহাভূতের গুণ বিশেষভাবে রহিয়াছে।[২৫৮]

২৫৪। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ স্বভাবশ্চেতনা মনঃ।
প্রাণাপানৌ চ জীবশ্চ নিত্যং দেহেষু দেহিনাম্॥—মহা ১২।২৩১।১৩

অত্র নীলকণ্ঠঃ—স্বভাবঃ শীতোষ্ণাদিধর্মঃ মনঃ চেতনা ধীবৃত্তিঃ দেহেষু হৃদয়গুহায়ামেব বর্তন্তে; স্বপ্ন ইব কর্মোদয়ে তত এবাবির্ভবন্তীত্যর্থঃ।

২৫৫। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থশ্চ স্বভাবশ্চেতনা মনঃ।—মহা ১২।২১২।৯

২৫৬। পঞ্চৈব তানি কালশ্চ ভাবাভাবৌ চ কেবলৌ।
অষ্টৌ ভূতানি ভূতানাং শাশ্বতানি ভবাপ্যয়ৌ॥—মহা ১২।২৬৭।৯

অত্র নীলকণ্ঠঃ—ভাবো ভাবনং পূর্বসংস্কারঃ, অভাবোঽজ্ঞানম্ ইতি।

২৫৭। আকাশং মারুতো জ্যোতিরাপঃ পৃথ্বী চ পঞ্চমী।
ভাবাভাবৌ চ কালশ্চ সর্বভূতেষু পঞ্চসু॥—মহা ১২।২৪৪।২

তস্মাদভৌতিকঃ পদার্থ এব নাস্তীতি যুক্তমুক্তং ভাবাভাবকালানামপি পঞ্চাত্মকত্বমিতি নীলকণ্ঠঃ।

২৫৮। একৈকাধিকযুক্তানি খাদীনামিন্দ্রিয়াণি তু।
পঞ্চ কর্মানুমেয়ানি যেভ্যো বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে॥—চরক-শারীর ১।২৪

অত্র চক্রপাণিঃ—খাদীনাং মধ্যে একৈকেনাধিকেন ভূতেন যুক্তানীন্দ্রিয়াণি পঞ্চ চক্ষুরাদীনি। একৈকাধিকপদেন পঞ্চানি পাঞ্চভৌতিকানি, পরং চক্ষুষি তেজোঽধিকমিত্যাদ্যুক্তং সূচয়তি। যদ্যপি সাংখ্যে আহঙ্কারিকাণীন্দ্রিয়াণি, তথাপি মতভেদাদ্ ভৌতিকত্বমিন্দ্রিয়াণাং জ্ঞেয়ম্। কিংবা ঔপচারিকমেতদ্ ভৌতিকত্বমিন্দ্রিয়াণাং জ্ঞেয়ম্। উপচারবীজং চ যদ্গুণভূয়িষ্ঠং যদিন্দ্রিয়ং গৃহ্ণাতি, তৎ তদ্ভূয়িষ্ঠমিত্যুচ্যতে। চক্ষুস্তেজো গৃহ্ণাতি, তেন তৈজসমুচ্যতে ইত্যাদি জ্ঞেয়ম্।

চরকসংহিতায় মনের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। আত্মা, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং গ্রাহ্যপদার্থনিচয় একত্র অবস্থান করিলেও এবং বহু বিষয়ের সহিত বহু ইন্দ্রিয়ের যুগপৎ সংযোগ ঘটিলেও সকল বিষয়ের জ্ঞান একই সময়ে উৎপন্ন হয় না। ইহার কারণ-স্বরূপে বলা হইয়াছে যে, মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া যে ইন্দ্রিয় যে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হয়, সেই বিষয়েরই জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অন্য বিষয়ের হয় না। মনের সান্নিধ্য জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি এবং মনের অসান্নিধ্য জ্ঞানের অভাবের প্রতি কারণ। এজন্য চরক জ্ঞানের বিদ্যমানতা ও জ্ঞানের অভাবকে মনের লক্ষণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। চরকের মতে মন অণুপরিমাণবিশিষ্ট এবং সংখ্যায় এক। ইহা যদি সর্বব্যাপক বা সংখ্যায় বহু হইত, তাহা হইলে একই সময়ে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইত; কিন্তু তাহা হয় না; এই কারণে মনের অণুত্ব ও একত্ব চরক স্বীকার করিয়াছেন।[২৫৯] সাংখ্যদর্শনের মতেও মন অব্যাপক, তবে ইহা অণুপরিমাণবিশিষ্ট নহে। ঘটের ন্যায় মধ্যম পরিমাণই মনের অবয়ব।

মন ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতা। মন ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। আবার অনিষ্টবিষয়ে ব্যাপৃত মনকে মন নিজেই সংযত করে। শব্দাদি বিষয়ের আলোচনাও মনের কার্য। মনের অপর কার্য হইল শব্দাদিবিষয়কে হেয় বা উপাদেয়রূপে আলোচনা। মনের কার্য—উহ (নির্বিকল্পকভাবে আলোচনা) ও বিচারের (হেয়োপাদেয়রূপে আলোচনা) পর বুদ্ধির কার্য আরম্ভ হয়। নিশ্চয়াত্মক স্থিরসিদ্ধান্ত গ্রহণ বুদ্ধির কার্য। সুতরাং দেখা যায় যে, মহর্ষি চরকও সাংখ্যসিদ্ধান্তের ন্যায় জ্ঞানের দুইটি স্তর স্বীকার করিয়াছেন—নির্বিকল্পক জ্ঞান ও সবিকল্পক জ্ঞান। তবে সাংখ্যসিদ্ধান্তের সহিত চরক-সিদ্ধান্তের কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাংখ্যদর্শনের মতে বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহ বিষয়-গুলিকে নির্বিকল্পকভাবে গ্রহণ করে; মন সেইগুলিকে হেয়োপাদেয়রূপে বিশেষভাবে আলোচনা করে; তারপর অহঙ্কারতত্ত্ব 'এই বস্তুগুলি আমারই জন্য, আমি ইহাতে সমর্থ' —ইত্যাদিরূপে স্থির করে; পরিশেষে বুদ্ধি 'ইহা গ্রহণ করিব বা ত্যাগ করিব'—ইত্যাদি-রূপ স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু চরকসংহিতায় বিষয়গুলির নির্বিকল্পকভাবে গ্রহণ বাহ্যেন্দ্রিয় চক্ষুরাদির বিষয় হইলেও সেই ইন্দ্রিয়াদিতে মনের সংযোগহেতু তাহা মনের কার্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আবার এই জ্ঞানোৎপত্তির প্রণালীর মধ্যে অহঙ্কারের কোন ব্যাপার উল্লিখিত হয় নাই। অহঙ্কারের ব্যাপারকে বুদ্ধির ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত

২৫৯। লক্ষণং মনসো জ্ঞানস্যাভাবো ভাব এব চ।
সতি হ্যাত্মেন্দ্রিয়ার্থানাং সন্নিকর্ষে ন বর্ততে॥
বৈবৃত্যান্মনসো জ্ঞানং সান্নিধ্যাত্তচ্চ বর্ততে।
অণুত্বমথ চৈকত্বং দ্বৌ গুণৌ মনসঃ স্মৃতৌ॥—চরক-শারীর ১।১৮-১৯

করা হইয়াছে। মনের কার্যের পর মনের দ্বারা কল্পিতবিষয়ে বুদ্ধি প্রবর্তিত হয় এবং ঐ বিষয়কে গ্রহণীয় বা বর্জনীয়রূপে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[২৬০]

শ্রীমদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ও বুদ্ধচরিতে ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় নাই।

কাল ও দিক্

বৈশেষিক মতে কাল ও দিক্ পদার্থরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। বৈশেষিকগণ বলেন—কাল জন্যপদার্থমাত্রেরই জনক এবং জগতের আশ্রয়। ইহা জ্যেষ্ঠত্ব-কনিষ্ঠত্ব বুদ্ধির কারণ। কালের কোন অংশ নাই; ইহা এক, নিত্য ও অখণ্ড পদার্থ। কাল এক হইলেও উপাধিভেদে ক্ষণ, মুহূর্ত প্রভৃতি রূপে ব্যবহৃত হয়।[২৬১]

কাল ও দিক্ বিষয়ে সাংখ্য ও যোগ দর্শনের সিদ্ধান্ত বৈশেষিক দর্শন হইতে ভিন্ন-রূপ। সাংখ্য ও যোগ দর্শনের মতে কাল এবং দিক্ পৃথক্ তত্ত্ব নহে। যোগভাষ্যে কাল বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রহিয়াছে। যোগভাষ্যকার বলেন—নিরন্তরপ্রবাহী ক্ষণসমূহের পরম্পরানুপাতী পর্যায়কে কালবিদ্গণ 'কাল'-শব্দে অভিহিত করিয়াছেন।[২৬২] কালকে বিভাগ করিতে করিতে যখন চরম অবস্থায় গিয়া উপস্থিত হওয়া যায়—যে অবস্থায় তাহাকে পুনরায় বিভাগ করা যায় না, সেই অভেদ্য কালভাগ 'ক্ষণ'-শব্দে যোগভাষ্যে অভিহিত হইয়াছে। চলমান পরমাণুর পূর্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া অব্যবহিত পরবর্তী স্থানে আসিতে যতটুকু সময় লাগে, তাহাই 'ক্ষণ'। ক্ষণসমূহের অব্যাহত অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ অর্থাৎ উত্তরোত্তরভাবে অবস্থানকে 'ক্রম' বলা হয়।[২৬৩] অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্ষণের

২৬০। ইন্দ্রিয়াভিগ্রহঃ কর্ম মনসঃ স্বস্য নিগ্রহঃ।
উহো বিচারশ্চ, ততঃ পরং বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে ॥—চরক-শারীর ১।২১

অত্র চক্রপাণিঃ—অত্রোহঃ আলোচনজ্ঞানং নির্বিকল্পকম্, বিচারো হেয়োপাদেয়তয়া বিকল্পনম্। * * উহস্তু যদ্যপি বাহ্যচক্ষুরাদি-কর্ম, তথাপি তত্রাপি মনোঽধিষ্ঠানমস্তীতি মনঃকর্মতয়োক্তঃ। * * * অহঙ্কারব্যাপারশ্চাভিমননিহায়ুক্তোঽপি বুদ্ধিব্যাপারেণৈব সূচিতো জ্ঞেয়ঃ। বুদ্ধির্হি ত্যাজ্যমেনমুপাদদামীতি বা অধ্যবসায়ং কুর্বতী অহঙ্কারাভিমত এব বিষয়ে ভবতি। তেন বুদ্ধিব্যাপারেণৈবাহঙ্কারব্যাপারোঽপি গৃহ্যতে। বুদ্ধৌ হি সর্বকরণব্যাপারার্পণং ভবতি।

২৬১। জন্যানাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়ো মতঃ।
পরাপরত্বধীহেতুঃ ক্ষণাদিঃ স্যাদুপাধিতঃ ॥—ভাষাপরিচ্ছেদঃ (কা ২৯)

২৬২। ক্রমশ্চ ক্ষণানন্তর্যাত্মা তং কালবিদঃ কাল ইত্যাচক্ষতে যোগিনঃ।—যো. ভা. ৩।৫২

২৬৩। যথাপকর্ষপর্যন্তং দ্রব্যং পরমাণুরেবম্ পরমাপকর্ষপর্যন্তঃ কালঃ ক্ষণঃ, যাবতা বা সময়েন চলিতঃ পরমাণুঃ পূর্বদেশং জহ্যাদুত্তরদেশমুপসম্পদ্যেত, স কালঃ ক্ষণঃ; তৎপ্রবাহাবিচ্ছেদস্তু ক্রমঃ।—যো. ভা. ৩।৫২

অবিদ্যমানতাহেতু[২৬৪] ক্ষণসমূহ এবং ক্রমের সমাহার বাস্তব নহে। সাংখ্যযোগমতে ক্ষণাতিরিক্ত কাল নাই। মুহূর্ত, দিন, রাত্রি প্রভৃতি প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বুদ্ধিকল্পিত বিভাগ মাত্র। ইহাদের বাস্তবসত্তা নাই। কেবলমাত্র সাধারণ ব্যবহারে মুহূর্ত, দিন, রাত্রি প্রভৃতির প্রয়োগ দেখা যায়। বিষয় না থাকিলেও সকলেরই 'নরশৃঙ্গ' প্রভৃতি শব্দ শ্রবণ করিলে একপ্রকার জ্ঞান জন্মে; তাহাকে যোগদর্শনে 'বিকল্পবৃত্তি' বলা হয়।[২৬৫] যোগভাষ্যকার কালকে সেই বিকল্পবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহার বাস্তব সত্তা না থাকিলেও ইহা বস্তুস্বরূপের ন্যায় প্রতিভাত হয়।[২৬৬]

সাংখ্যযোগমতে 'কাল' অবাস্তব হইলেও 'ক্ষণ' বাস্তব। কারণ ক্ষণকে ভিত্তি করিয়াই 'ক্রম' অবস্থিত। ক্রম হইল নিরন্তরক্ষণজ্ঞানস্বরূপ; সেই ক্ষণনৈরন্তর্যকে কালবিদ্‌গণ 'কাল' শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। রৈখিক নিয়মে দুইটি ক্ষণকে পাশাপাশি রাখিয়া একসঙ্গে আবদ্ধ করা যায় না। কারণ কেবল বর্তমান ক্ষণই বিদ্যমান। অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্ষণের নিজস্ব নিরপেক্ষ সত্তা নাই। দুইটি ক্ষণ একই সময়ে যুগপৎ অবস্থান করিতে পারে না। সহাবস্থিত দুইটি ক্ষণের ক্রম সম্ভব হইতে পারে না। কারণ একটি ঘটনা যখন অন্য ঘটনার দ্বারা অনুসৃত হয়, তখন তাহাদের ক্রম দেখা যায়। দুইটি ঘটনা একসঙ্গে ঘটিলে ঘটনাদ্বয়ের সমবায় হইতে পারে, কিন্তু সেইস্থলে ঘটনার ক্রম হয় না। ক্ষণক্রমের ক্ষেত্রেও সেই কথা। যখন পূর্ববর্তী ক্ষণ পরবর্তী ক্ষণের দ্বারা এবং তাহা পুনরায় তৎপরবর্তী ক্ষণের দ্বারা—এইরূপে অব্যাহতভাবে অনুসৃত হইয়া ক্ষণপ্রবাহ চলিতে থাকে, তখনই 'ক্রম' দেখা যায়। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, ক্ষণসমূহ একই সময়ে অবস্থান করিতে পারে না। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে, কেবল বর্তমান ক্ষণই বিদ্যমান; অতীত ও ভবিষ্যৎ-ক্ষণের নিজস্ব নিরপেক্ষ সত্তা নাই এবং ক্ষণসমূহের সমাহারও সম্ভব নহে।[২৬৭]

আবার অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্ষণসমূহ সম্পূর্ণভাবে অসৎ—ইহাও বলা যায় না। অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্ষণসমূহ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করিতে পারে না—ইহাই এখানে বক্তব্য। ব্যক্তপদার্থসমূহে সতত যে পরিবর্তন দেখা যায়, সেইপরিবর্তন ক্রিয়ার মধ্যে ইহাদের উপযোগিতা বিদ্যমান। অতীত ও ভবিষ্যৎ হইল ব্যক্তপদার্থসমূহের বিভিন্ন

২৬৪। বর্তমান এবৈকঃ ক্ষণঃ, ন পূর্বোত্তরক্ষণাঃ সন্তীতি।—যো. ভা. ৩।৫২

২৬৫। শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।—যোগদর্শনম্ ১।৯

২৬৬। ক্ষণতৎক্রময়োর্নাস্তি বস্তুসমাহার ইতি বুদ্ধিসমাহারো মুহূর্তাহোরাত্রাদয়ঃ। স খল্বয়ং কালো বস্তুশূন্যো বুদ্ধিনির্মাণঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী লৌকিকানাং ব্যুত্থিতদর্শনানাং বস্তুস্বরূপ ইবাবভাসতে।—যো. ভা. ৩।৫২

২৬৭। ক্ষণস্তু বস্তুপতিতঃ ক্রমাবলম্বী। ক্রমশ্চ ক্ষণানন্তর্যাত্মা তং কালবিদঃ কাল ইত্যাচক্ষতে যোগিনঃ। ন চ দ্বৌ ক্ষণৌ সহ ভবতঃ; ক্রমশ্চ ন দ্বয়োঃ সহভুবোরসম্ভবাৎ। পূর্বস্মাদুত্তরভাবিনো যদানন্তর্যং ক্ষণস্য স ক্রমঃ। তস্মাদ্ বর্তমান এবৈকঃ ক্ষণঃ, ন পূর্বোত্তরক্ষণাঃ সন্তীতি, তস্মান্নাস্তি তৎসমাহারঃ।—যো. ভা. ৩।৫২

অবস্থা।[২০৮] যখন কোন পদার্থ প্রবর্তমান কার্যক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করে, তখন তাহা অতীত। পক্ষান্তরে যাহার ক্রিয়া এখনও আরব্ধ হয় নাই, তাহা ভবিষ্যৎ। ইহা সাংখ্যদর্শনের মূল কথা যে, ব্যক্তপদার্থসমূহ প্রতিক্ষণেই পরিবর্তিত হইতেছে। সেই সতত পরিবর্তনশীল পদার্থের দুইটি অবস্থাকে অতীত ও ভবিষ্যৎ নির্দেশিত করে। ব্যক্তপদার্থের এই পরিবর্তন আকস্মিকভাবে হয় না। উত্তরোত্তরভাবে অবস্থিত প্রতিটি ক্ষণের মধ্য দিয়া এই পরিবর্তন নিয়মানুসারে অগ্রসর হইতে থাকে। এই পরিবর্তন এত দ্রুতভাবে চলে যে, সাধারণ জীব ইহার সূক্ষ্মস্তরসমূহ লক্ষ্য করিতে পারে না। একটিমাত্র বর্তমান ক্ষণকে অবলম্বন করিয়া সমগ্র জগতের একবার পরিবর্তন সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই একটি ক্ষণে সংঘটিত জাগতিক পরিবর্তন অতীব সূক্ষ্ম।[২০৯] ইহা সাধারণজনের দুর্জ্ঞেয় এবং কেবল যোগিজনের সংবেদ্য।[২১০]

যুক্তিদীপিকায়ও কালের অস্তিত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। কাল হইতে জগতের উৎপত্তি—যুক্তিদীপিকাকার এই মত সমর্থন করেন না। তিনি বলেন, কাল বলিয়া কোন পদার্থ নাই। জ্যোতিষ্কপদার্থের গতি, নাড়ীর স্পন্দন প্রভৃতি নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহের মধ্যে বিশিষ্ট সীমা নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে কালের কল্পনা করা হইয়া থাকে।[২১১] সুতরাং মূলতঃ ক্রিয়া হইতে কাল পৃথক্ নহে। আবার সাংখ্যমতে ক্রিয়া করণসমূহের বৃত্তি। বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অনন্যতা সাংখ্যে স্বীকার করা হয়। সুতরাং ক্রিয়া ও করণ অনন্য। এইরূপভাবে বিচার করিলে কাল পরিশেষে করণসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।[২১২] যুক্তিদীপিকাকার আরও বলেন যে, পদার্থসমূহের পরিণামের প্রতি কাল জনক নহে। পদার্থসমূহের পরিণমনব্যাপারে কাল কিঞ্চিৎ সাহায্য করে মাত্র।[২১৩]

বাচস্পতি মিশ্র কালকে পৃথক্ তত্ত্বরূপে স্বীকার করেন না। তিনি কালবিষয়ে বৈশেষিকসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, বৈশেষিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত

২০৮। অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ ধর্মাণাম্।—যোগদর্শনম্ ৪।১২

২০৯। যে তু ভূতভাবিনঃ ক্ষণাস্তে পরিণামান্বিতা ব্যাখ্যেয়াঃ। তেনৈকেন ক্ষণেন কৃৎস্নো লোকঃ পরিণামমনুভবতি।—যো. ভা. ৩।৫২

২১০। ক্ষণভেদস্তু যোগিবুদ্ধিগম্য এবেতি।—যো. ভা. ৩।৫৩

২১১। যদপ্যুক্তং কালাজ্জগদুৎপত্তির্ভবিষ্যতীতি তদনুপপন্নম্। কস্মাৎ? কারণপরিস্পন্দস্যৈব তদভিধান-সন্নিবেশাৎ। ন হি নঃ কালো নাম কশ্চিদস্তি; কিং তর্হি, ক্রিয়মাণ-ক্রিয়াণামেবাদিত্যগতি-গোদোহ-ধনস্তনিতা-দীনাং বিশিষ্টাবধিস্বরূপ-প্রত্যয়-নিমিত্তত্বম্।—যুক্তি পৃঃ ৮৮-৮৯

২১২। প্রাগেবৈতদপদিষ্টং ন কালো নাম কশ্চিৎ পদার্থোঽস্তি, কিন্তর্হি, ক্রিয়াস্বু কালসংজ্ঞা। তাশ্চ করণবৃত্তিরিতি প্রতিপাদিতম্। ন চান্যা বৃত্তির্বৃত্তিমতঃ, তস্মাৎ কারণচৈতন্যপ্রতিজ্ঞঃ কালাত্মক ইতি।—যুক্তি পৃঃ ১৫৮

২১৩। কালস্তু সহকারমাত্রোপকারী, ন বিক্রিয়াহেতুঃ।—যুক্তি পৃঃ ৮৯

এক নিত্য অখণ্ড কালরূপ পদার্থের দ্বারা অনাগত, বর্তমান ও অতীত রূপ ব্যবহার সম্ভব হয় না। এজন্য বৈশেষিকগণ উপাধিভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে কাল এক হইলেও অতীত-সূর্যক্রিয়াসম্বন্ধরূপ উপাধি দ্বারা উহার অতীতত্ব, বর্তমান-সূর্যক্রিয়ারূপ সম্বন্ধের দ্বারা বর্তমানত্ব এবং অনাগত-সূর্যক্রিয়াসম্বন্ধের দ্বারা উহার ভবিষ্যত্ত্ব সম্ভব হইতে পারে। বাচস্পতি মিশ্র বলেন, কালকে তত্ত্বান্তররূপে স্বীকার করিয়া তাহার অনাগতাদি ভেদের উৎপত্তির জন্য যে সকল উপাধি কল্পনা করা হয়, সেইসকল উপাধিকেই অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালরূপে স্বীকার করিলেই যথেষ্ট। কালকে পৃথক্ তত্ত্বরূপে নিরর্থক স্বীকারের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই।[২১৪]

মহাভারতে সৃষ্টিব্যাপারে কালের বিশেষ প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। কালই সৃষ্টি করে, কালই প্রলয় ঘটায়, কালই জীবগণের সর্বব্যাপারের বিধায়ক।[২১৫]

শ্রীমদ্ভাগবতেও কালকে বিশেষ স্থান দেওয়া হইয়াছে। ভাগবতে কাল পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্বরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। পরমাত্মার প্রভাবই কালরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির ক্ষোভ এবং বদ্ধজীবের চেষ্টা যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই ভগবান্ কাল।[২১৬]

কালের ন্যায় দিকের পৃথক্ অস্তিত্বও সাংখ্য ও যোগ দর্শনে স্বীকৃত হয় নাই। কেবলমাত্র প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই দিকের কল্পনা করা হইয়া থাকে। দিকের কল্পনা আপেক্ষিক। যাহা একজনের পক্ষে পূর্বদিক্, তাহা অন্যের পক্ষে পশ্চিমদিক্ হইতেও পারে।

২১৪। কালশ্চ বৈশেষিকমতে একো ন অনাগতাদিব্যবহারভেদং প্রবর্তয়িতুমর্হতীতি। তস্মাদয়ং যৈরুপাধিভেদৈরনাগতাদিভেদং প্রপদ্যতে, সন্তু ত এবোপাধয়োঽনাগতাদিব্যবহারহেতবঃ, কৃতমত্রান্তর্গড়ুনা কালেনেতি সাংখ্যাচার্যাঃ। তস্মান্ন কালরূপতত্ত্বান্তরাভ্যুপগমঃ ইতি বাচস্পতিঃ।—সা. কা ৩৩

২১৫। কালঃ সর্বং সমাদত্তে কালঃ সর্বং প্রযচ্ছতি।
কালেন বিধৃতং সর্বং মা কৃথাঃ শক্র পৌরুষম্।—মহা ১২।২১৭।২৫

২১৬। ভাগবতম্ ৩।২৬।১৫-১৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সূক্ষ্ম-দেহ

সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গদেহের বর্ণনার পূর্বে ষট্‌সিদ্ধি-মতবাদ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। যুক্তিদীপিকায় ষট্-সিদ্ধি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রহিয়াছে। যুক্তিদীপিকা ব্যতীত অধুনা প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের অন্য কোন গ্রন্থে ষট্-সিদ্ধি বিষয়ে কোন আলোচনা পাওয়া যায় না।

যুক্তিদীপিকাকার ষট্-সিদ্ধির মধ্যে চারিটি সিদ্ধির নাম উল্লেখ করিয়াছেন ; অপর দুইটির কেবল বর্ণনা তিনি দিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের সংজ্ঞা-নির্দেশ করেন নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবগণের মধ্যে স্বভাবতঃই সত্ত্বগুণ প্রবল ছিল এবং এজন্য তাঁহারা সঙ্কল্পসিদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। তখন তাঁহারা সঙ্কল্পমাত্রে অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারিতেন। এমন কি, তখন স্ত্রীপুরুষের মিলন ব্যতিরেকে কেবল সঙ্কল্পের দ্বারাই পুত্রোৎপাদন সম্ভব হইত। ইহাকে 'সঙ্কল্প-সিদ্ধি' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় স্তরে, সত্ত্বগুণ ক্ষীণ হইলে পিতামাতা পরস্পরের প্রতি সকাম দৃষ্টিপাত করিয়া পুত্রোৎপাদনে সমর্থ হইত। এখনও নিম্নস্তরের প্রাণিগণের মধ্যে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রীকচ্ছপ পুংকচ্ছপের প্রতি সকাম দৃষ্টিপাত করিয়া গর্ভধারণ করে। উন্নতস্তরের জীবগণও প্রিয়জনের প্রতি নেত্রপাত করিয়া আনন্দানুভব করেন। ইহাকে 'দৃষ্টি-সিদ্ধি' বলা যাইতে পারে। তৃতীয় স্তরে, পূর্বোক্ত আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণ হইলে 'আমাদের পুত্র হউক্'—এই বাক্যমাত্র উচ্চারণ করিয়া জীবগণ পুত্রোৎপাদনে সমর্থ হইতেন। যুক্তিদীপিকায় ইহাকে 'বাক্-সিদ্ধি' বলা হইয়াছে। বর্তমানে স্ত্রীশঙ্খী কেবল তীব্র শব্দের দ্বারা গর্ভগ্রহণ করে। প্রিয়জনের সহিত মধুর আলাপন করিয়া মনুষ্যগণও প্রচুর আনন্দলাভ করেন। চতুর্থস্তরে, পূর্বোক্ত আধ্যাত্মিক শক্তি হ্রাস পাইলে 'হস্ত-সিদ্ধি' আসিল। এই অবস্থায় কেবল পাণি-স্পর্শের দ্বারা পুত্র বা ঈপ্সিতবস্তু লাভে সামর্থ্য জন্মিল। এখনও দেখা যায় যে, প্রিয়জনকে দীর্ঘকাল পরে দেখিয়া এবং তাহার পাণিপীড়ন করিয়া মনুষ্যগণ আনন্দ লাভ করেন। পঞ্চমস্তরে, পূর্ব-কথিত সত্ত্বশক্তি হ্রাস পাইলে আলিঙ্গনের দ্বারা প্রাণিগণ ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্তিতে সমর্থ হইলেন। ইহা 'আশ্লেষসিদ্ধি'। প্রিয়জনকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দলাভ এখনও জীবগণের মধ্যে দেখা যায়। ষষ্ঠস্তরে, পূর্ববর্তী সত্ত্বশক্তি ক্ষীণ হইলে স্ত্রীপুরুষ পরস্পর মিলনের দ্বারা পুত্রোৎপাদনে সমর্থ হইলেন। ইহা 'দ্বন্দ্ব-সিদ্ধি' নামে অভিহিত হইয়াছে। যখন জীবগণের মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রবল ছিল, তখন এই 'ষট্-সিদ্ধি' সম্ভব ছিল এবং ছয়

প্রকারে অপত্যোৎপাদন সম্ভব হইত। অধুনা জীবগণের মধ্যে সত্ত্বগুণ ক্ষীণ হওয়ায় এবং রজঃ ও তমোগুণ প্রবল হওয়ায় কেবলমাত্র স্ত্রীপুরুষের মিলনের দ্বারা পুত্রোৎপত্তি ঘটে। এই অবস্থায় 'ইহা আমার, ইহা আমার'—এইরূপ অহংভাবই প্রবল হয়। ফলে পুরুষের দেহ হইতে দেহান্তরে গমন ঘটে এবং তাহার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকে।[১]

এখানে যুক্তিদীপিকাকার প্রথমোক্ত দুইটি সিদ্ধির কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করেন নাই ; শেষোক্ত চারিটির সংজ্ঞা উল্লেখ করিয়াছেন :—(১) বাক্‌সিদ্ধি, (২) হস্তসিদ্ধি, (৩) আশ্লেষসিদ্ধি এবং (৪) দ্বন্দ্বসিদ্ধি। মহাভারতের আশ্রমবাসিক পর্বের একটি শ্লোকে সঙ্কল্পসিদ্ধি, বাক্‌সিদ্ধি, দৃষ্টিসিদ্ধি, স্পর্শসিদ্ধি ও সংঘর্ষসিদ্ধি—এই পাঁচটি সিদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] মহাভারতে আশ্লেষসিদ্ধির উল্লেখ নাই। যুক্তিদীপিকাকার যে দুইটি সিদ্ধির (সঙ্কল্পসিদ্ধি ও দৃষ্টিসিদ্ধি) সংজ্ঞা নির্দেশ করেন নাই, মহাভারতে সেই দুইটির সংজ্ঞা রহিয়াছে। যুক্তিদীপিকায় প্রদত্ত বর্ণনার সহিত ঐ দুইটি সিদ্ধির সংজ্ঞার সামঞ্জস্য বর্তমান। সুতরাং মনে হয়, যুক্তিদীপিকায় বর্ণিত ছয়টি সিদ্ধির যথাক্রমে সংজ্ঞা—(১) সঙ্কল্পসিদ্ধি, (২) দৃষ্টিসিদ্ধি, (৩) বাক্‌সিদ্ধি, (৪) হস্তসিদ্ধি, (৫) আশ্লেষসিদ্ধি এবং (৬) দ্বন্দ্বসিদ্ধি।

যুক্তিদীপিকায় বর্ণিত ষট্‌সিদ্ধি-মতবাদের ইঙ্গিত যোগভাষ্যেও পাওয়া যায়। যোগভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, মহেন্দ্রলোকের অধিবাসী দেবগণ অণিমাদি ঐশ্বর্যসম্পন্ন এবং সঙ্কল্পসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা সঙ্কল্পমাত্রে ঈপ্সিত বস্তু লাভ করিতে পারিতেন। পরন্তু ইঁহারা ঔপপাদিকদেহবিশিষ্টও ছিলেন অর্থাৎ ইঁহাদের ইচ্ছা অনুসারে পিতামাতার সংযোগ ব্যতিরেকেই অকস্মাৎ দিব্যশরীর উৎপন্ন হইত। ইহাকে সঙ্কল্পসিদ্ধি বলা যাইতে পারে এবং ইহা যুক্তিদীপিকায় বর্ণিত ষট্‌সিদ্ধির প্রথমটির অনুরূপ।[৩]

১। পূর্বসর্গে প্রকৃতেরুৎপন্নানাং প্রাণিনাং সত্ত্বধর্মোৎকর্ষাদন্তরেণ দ্বয়সমাপত্তিং মনসৈবাপত্যমভিদ্‌ধ্যা যথেপ্সিতং প্রাদুর্বভূব। তদেতদদ্যাপি চানুবর্ততে, যত্‌ কচ্ছপিকা নিরীক্ষিতেনাণ্ডধারণং করোতি ; প্রিয়ং খল্বপি চক্ষুষা নিরীক্ষ্য কৃতার্থমাত্মানং মন্যতে। তস্যামপি ক্ষীণায়াং বাক্‌সিদ্ধির্বভূব। অভিভাষ্য প্রাণিনো যদিচ্ছন্তি তদাপাদয়ন্তি। তদদ্যাপ্যনুবর্ততে, যচ্ছুকী বিরুতেনাপত্যং বিভর্তি। প্রিয়ং খল্বপি সম্ভাষ্য মহতীং প্রীতিমনুভবতি। তস্যামুপক্ষীণায়াং হস্তসিদ্ধির্বভূব। সংস্পৃশ্য পাণিনেপ্সিতমর্থমুপপাদয়ন্তি। তদেতদদ্যাপ্যনুবর্ততে, যৎ প্রিয়ং চিরাদালোক্য পাণৌ সংস্পৃশ্য প্রীতির্ভবতি। অস্যামুপক্ষীণায়ামাশ্লেষসিদ্ধির্বভূব, আলিঙ্গনেন প্রাণিন ঈপ্সিতং লভন্তে। তদেতদদ্যাপ্যনুবর্ততে, যৎ প্রিয়মালিঙ্গ্য নির্বৃতির্ভবতি। তস্যামুপক্ষীণায়াং দ্বন্দ্বসিদ্ধিঃ আরব্ধা। স্ত্রীপুংসৌ সংযুজ্যাপত্যমুৎপাদয়েতাম্ ; মমেদং মমেদমিতি চ পরিগ্রহাঃ প্রবৃত্তাঃ। এতস্মিন্নেবাবসরে সংসারো বর্ত্যতে।—যুক্তি পৃঃ ১৪৩-১৪৪

২। সন্তি দেবনিকায়াশ্চ সঙ্কল্পাজ্জনয়ন্তি যে।
বাচা দৃষ্ট্যা তথা স্পর্শাৎ সংঘর্ষেণেতি পঞ্চধা ॥—মহা ১৫।৩৮।২১

৩। মাহেন্দ্রনিবাসিনঃ ষড়্‌ দেবনিকায়াঃ......সর্বে সঙ্কল্পসিদ্ধা অণিমাদ্যৈশ্বর্যোপপন্নাঃ কল্পায়ুষো বৃন্দারকাঃ কামভোগিনঃ ঔপপাদিকদেহাঃ...... ।—যো. ভা. ৩।২৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সূক্ষ্ম-দেহ

সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গদেহের বর্ণনার পূর্বে ষট্‌সিদ্ধি-মতবাদ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। যুক্তিদীপিকায় ষট্-সিদ্ধি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রহিয়াছে। যুক্তিদীপিকা ব্যতীত অধুনা প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের অন্ত কোন গ্রন্থে ষট্-সিদ্ধি বিষয়ে কোন আলোচনা পাওয়া যায় না।

যুক্তিদীপিকাকার ষট্-সিদ্ধির মধ্যে চারিটি সিদ্ধির নাম উল্লেখ করিয়াছেন; অপর দুইটির কেবল বর্ণনা তিনি দিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের সংজ্ঞা-নির্দেশ করেন নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবগণের মধ্যে স্বভাবতঃই সত্ত্বগুণ প্রবল ছিল এবং এজন্ত তাঁহারা সঙ্কল্পসিদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। তখন তাঁহারা সঙ্কল্পমাত্রে অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারিতেন। এমন কি, তখন স্ত্রীপুরুষের মিলন ব্যতিরেকে কেবল সঙ্কল্পের দ্বারাই পুত্রোৎপাদন সম্ভব হইত। ইহাকে 'সঙ্কল্প-সিদ্ধি' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় স্তরে, সত্ত্বগুণ ক্ষীণ হইলে পিতামাতা পরস্পরের প্রতি সকাম দৃষ্টিপাত করিয়া পুত্রোৎপাদনে সমর্থ হইত। এখনও নিম্নস্তরের প্রাণিগণের মধ্যে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রীকচ্ছপ পুংকচ্ছপের প্রতি সকাম দৃষ্টিপাত করিয়া গর্ভধারণ করে। উন্নতস্তরের জীবগণও প্রিয়জনের প্রতি নেত্রপাত করিয়া আনন্দানুভব করেন। ইহাকে 'দৃষ্টি-সিদ্ধি' বলা যাইতে পারে। তৃতীয় স্তরে, পূর্বোক্ত আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণ হইলে 'আমাদের পুত্র হউক্'—এই বাক্যমাত্র উচ্চারণ করিয়া জীবগণ পুত্রোৎপাদনে সমর্থ হইতেন। যুক্তিদীপিকায় ইহাকে 'বাক্-সিদ্ধি' বলা হইয়াছে। বর্তমানে স্ত্রীশঙ্খী কেবল তীব্র শব্দের দ্বারা গর্ভগ্রহণ করে। প্রিয়জনের সহিত মধুর আলাপন করিয়া মনুষ্যগণও প্রচুর আনন্দলাভ করেন। চতুর্থস্তরে, পূর্বোক্ত আধ্যাত্মিক শক্তি হ্রাস পাইলে 'হস্ত-সিদ্ধি' আসিল। এই অবস্থায় কেবল পাণি-স্পর্শের দ্বারা পুত্র বা ঈপ্সিতবস্তু লাভে সামর্থ্য জন্মিল। এখনও দেখা যায় যে, প্রিয়জনকে দীর্ঘকাল পরে দেখিয়া এবং তাহার পাণিপীড়ন করিয়া মনুষ্যগণ আনন্দ লাভ করেন। পঞ্চমস্তরে, পূর্ব-কথিত সত্ত্বশক্তি হ্রাস পাইলে আলিঙ্গনের দ্বারা প্রাণিগণ ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্তিতে সমর্থ হইলেন। ইহা 'আশ্লেষসিদ্ধি'। প্রিয়জনকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দলাভ এখনও জীবগণের মধ্যে দেখা যায়। ষষ্ঠস্তরে, পূর্ববর্তী সত্ত্বশক্তি ক্ষীণ হইলে স্ত্রীপুরুষ পরস্পর মিলনের দ্বারা পুত্রোৎপাদনে সমর্থ হইলেন। ইহা 'দ্বন্দ্ব-সিদ্ধি' নামে অভিহিত হইয়াছে। যখন জীবগণের মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রবল ছিল, তখন এই 'ষট্-সিদ্ধি' সম্ভব ছিল এবং ছয়

প্রকারে অপত্যোৎপাদন সম্ভব হইত। অধুনা জীবগণের মধ্যে সত্ত্বগুণ ক্ষীণ হওয়ার এবং রজঃ ও তমোগুণ প্রবল হওয়ায় কেবলমাত্র স্ত্রীপুরুষের মিলনের দ্বারা পুত্রোৎপত্তি ঘটে। এই অবস্থায় 'ইহা আমার, ইহা আমার'—এইরূপ অহংভাবই প্রবল হয়। ফলে পুরুষের দেহ হইতে দেহান্তরে গমন ঘটে এবং তাহার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকে।[১]

এখানে যুক্তিদীপিকাকার প্রথমোক্ত দুইটি সিদ্ধির কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করেন নাই; শেষোক্ত চারিটির সংজ্ঞা উল্লেখ করিয়াছেন :—(১) বাক্‌সিদ্ধি, (২) হস্তসিদ্ধি, (৩) আশ্লেষ-সিদ্ধি এবং (৪) দ্বন্দ্বসিদ্ধি। মহাভারতের আশ্রমবাসিক পর্বের একটি শ্লোকে সঙ্কল্পসিদ্ধি, বাক্‌সিদ্ধি, দৃষ্টিসিদ্ধি, স্পর্শসিদ্ধি ও সংঘর্ষসিদ্ধি—এই পাঁচটি সিদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] মহাভারতে আশ্লেষসিদ্ধির উল্লেখ নাই। যুক্তিদীপিকাকার যে দুইটি সিদ্ধির (সঙ্কল্পসিদ্ধি ও দৃষ্টিসিদ্ধি) সংজ্ঞা নির্দেশ করেন নাই, মহাভারতে সেই দুইটির সংজ্ঞা রহিয়াছে। যুক্তিদীপিকায় প্রদত্ত বর্ণনার সহিত ঐ দুইটি সিদ্ধির সংজ্ঞার সামঞ্জস্য বর্তমান। সুতরাং মনে হয়, যুক্তিদীপিকায় বর্ণিত ছয়টি সিদ্ধির যথাক্রমে সংজ্ঞা—(১) সঙ্কল্পসিদ্ধি, (২) দৃষ্টি-সিদ্ধি, (৩) বাক্‌সিদ্ধি, (৪) হস্তসিদ্ধি, (৫) আশ্লেষসিদ্ধি এবং (৬) দ্বন্দ্বসিদ্ধি।

যুক্তিদীপিকায় বর্ণিত ষট্‌সিদ্ধি-মতবাদের ইঙ্গিত যোগভাষ্যেও পাওয়া যায়। যোগভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, মহেন্দ্রলোকের অধিবাসী দেবগণ অণিমাদি ঐশ্বর্যসম্পন্ন এবং সঙ্কল্পসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা সঙ্কল্পমাত্রে ঈপ্সিত বস্তু লাভ করিতে পারিতেন। পরন্তু ইঁহারা ঔপপাদিকদেহবিশিষ্টও ছিলেন অর্থাৎ ইঁহাদের ইচ্ছা অনুসারে পিতামাতার সংযোগ ব্যতিরেকেই অকস্মাৎ দিব্যশরীর উৎপন্ন হইত। ইহাকে সঙ্কল্পসিদ্ধি বলা যাইতে পারে এবং ইহা যুক্তিদীপিকায় বর্ণিত ষট্‌সিদ্ধির প্রথমটির অনুরূপ।[৩]

১। পূর্বসর্গে প্রকৃতেরুৎপন্নানাং প্রাণিনাং সত্ত্বধর্মোৎকর্ষাদন্তরেণ দ্বন্দ্বসমাপত্তিং মনসৈবাপত্যমভবদ্ যথেপ্সিতং প্রাদুর্বভূব। তদেতদদ্যাপি চানুবর্ততে, যত্র কচ্ছপিকা নিরীক্ষিতেনাণ্ডধারণং করোতি ; প্রিয়ং খল্বপি চক্ষুষা নিরীক্ষ্য কৃতার্থমাত্মানং মন্যতে। তস্যামপি ক্ষীণায়াং বাক্‌সিদ্ধির্বভূব। অভিতায় প্রাণিনো যদিচ্ছন্তি তদাপাদয়ন্তি। তদদ্যাপ্যনুবর্ততে, যচ্ছুখী বিরুতেনাপত্যং বিভর্তি। প্রিয়ং খল্বপি সম্ভাষ্য মহতীং প্রীতিমনুভবতি। তস্যামুপক্ষীণায়াং হস্তসিদ্ধির্বভূব। সংস্পৃশ্য পাণিনেপ্সিতমর্থমুপপাদয়ন্তি। তদেতদদ্যাপ্যনুবর্ততে, যৎ প্রিয়ং চিরাদালোক্য পাণৌ সংস্পৃশ্য প্রীতির্ভবতি। অস্যামুপক্ষীণায়ামাশ্লেষসিদ্ধির্বভূব, আলিঙ্গনেন প্রাণিন ঈপ্সিতং লভন্তে। তদেতদদ্যাপ্যনুবর্ততে, যৎ প্রিয়মালিঙ্গ্য নির্বৃতির্ভবতি। তস্যামুপক্ষীণায়াং দ্বন্দ্বসিদ্ধিঃ আরব্ধা। স্ত্রীপুংসৌ সংযুজ্যাপত্যমুৎপাদয়েতাম্ ; মমেদং মমেদমিতি চ পরিগ্রহাঃ প্রবৃত্তাঃ। এতস্মিন্নেবাবসরে সংসারো বর্ততে।— যুক্তি পৃঃ ১৪৩-১৪৪

২। সন্তি দেবনিকায়াশ্চ সঙ্কল্পাজ্জনয়ন্তি যে।
বাচা দৃষ্ট্যা তথা স্পর্শাৎ সঙ্ঘর্ষেণেতি পঞ্চধা॥—মহা ১৫।৩৮।২১

৩। মাহেন্দ্রনিবাসিনঃ ষড়্‌ দেবনিকায়াঃ......সর্বে সঙ্কল্পসিদ্ধা অণিমাদ্যৈশ্বর্যোপপন্নাঃ কল্পায়ুষো বৃন্দারকাঃ কামভোগিনঃ ঔপপাদিকদেহাঃ...... ।—যো. ভা. ৩।২৬

মনুষ্যগণের ভৌতিক দেহ পিতামাতার সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়। এই দেহ ষাট্‌কৌশিক। মাতার নিকট হইতে ত্বক্, মাংস ও রক্ত এবং পিতার নিকট হইতে অস্থি, স্নায়ু ও মজ্জা লইয়া ইহা গঠিত। মাতাপিতৃজদেহ অচিরস্থায়ী। কিছুকাল পরে এই দেহ হয় মাটিতে, না হয় অগ্নিতে, না হয় পশুপক্ষীর উদরে বিলীন হয়। আত্মা বা পুরুষ অপরিণামী; তাঁহার স্পন্দন নাই। সুতরাং পুরুষের দেহধারণ এবং এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন কিরূপে সম্ভব হয়? এই বিষয়ে সাংখ্যাচার্যগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। যুক্তিদীপিকায় কয়েকটি মতের উল্লেখ রহিয়াছে।

আচার্য পঞ্চাধিকরণের মতে বৈবর্তশরীর রূপ সূক্ষ্মদেহ আশ্রয় করিয়া পুরুষের দেহ হইতে দেহান্তর-গমনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। বৈবর্তশরীরের উপাদান কি, তাহা যুক্তিদীপিকাকার কিছুই বলেন নাই। তবে পঞ্চাধিকরণের মতে এই বৈবর্তশরীর আশ্রয় করিয়া যখন পুরুষ নবজন্ম গ্রহণ করেন, তখন এই শরীর করণসমূহের সহিত সংযুক্ত হয়। পঞ্চাধিকরণের মতে করণ দশটি—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। তাহারা ভৌতিক; অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন নহে। পুরুষের নব কলেবর ধারণকালে বৈবর্তশরীর করণ-সংযুক্ত হয়—যুক্তিদীপিকাকারের এই উক্তি হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, এই বৈবর্তশরীর বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও পঞ্চতন্মাত্র লইয়া গঠিত। মাতাপিতার সংসর্গকালে বৈবর্তশরীর করণাবিষ্ট হইয়া শুক্রশোণিতে প্রবেশ করে। পিতার শুক্র মাতৃজঠরে স্থান পায় এবং এই শরীর কললাদি আকারে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে তাহাতে জ্ঞানোৎপত্তি ঘটে এবং তাহা মাতৃগর্ভ হইতে নিঃসৃত হয়। অর্জিত ধর্মাধর্মের ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত এই নবজাত দেহ পৃথিবীবক্ষে অবস্থান করে। তারপর শরীরনাশ ঘটে। যদি পুরুষ পৃথিবীতে অবস্থানকালে পুণ্যকার্যে রত থাকেন এবং অর্জিত ধর্মের দ্বারা তাঁহার সূক্ষ্মশরীরে সংযুক্ত করণসমূহ সংস্কৃত হয়, তাহা হইলে ঐ সূক্ষ্মশরীর এই দেহত্যাগের পর স্বর্গে গমন করে। পক্ষান্তরে অসৎকার্যের ফলে যদি করণসমূহের উপর অধর্মের চিহ্ন বর্তমান থাকে, তবে সূক্ষ্মশরীরের নরকগমন বা তির্যগ্‌যোনি প্রাপ্তি ঘটে। মিশ্রিত ধর্মাধর্ম অর্জনের ফলে তাহার মনুষ্যাকারে পুনরাগমন হয়। এইভাবে সূক্ষ্মদেহ বা আতিবাহিক শরীর পুরুষের দেহ হইতে দেহান্তরগমনের সহায়ক হয়। ইহা নিত্য এবং ইন্দ্রিয়সমূহের গ্রহণে ও ধারণে সমর্থ। ভৌতিক দেহের সহিত সূক্ষ্মশরীরের সম্বন্ধ এই যে, সূক্ষ্মশরীর নবজন্মগ্রহণকালে ভৌতিক শরীরের দ্বারা আচ্ছাদিত হয় এবং দেহত্যাগকালে সূক্ষ্মশরীর কর্তৃক ভৌতিক শরীর পরিত্যক্ত হয়। ভৌতিক শরীরের নাশ আছে; কিন্তু সূক্ষ্মশরীর অবিনাশী। সৃষ্টির আদিতে প্রতি পুরুষের জন্য প্রকৃতি কর্তৃক ইহা সৃষ্ট হয় এবং পুরুষের চরম মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ইহা বিদ্যমান থাকে।[৪]

৪। পঞ্চাধিকরণস্য তাবৎ বৈবর্তং শরীরং মাতাপিতৃসংসর্গকালে করণাবিষ্টং শুক্রশোণিতমনুপ্রবিশতি। তদনুপ্রবেশাচ্চ কললাদিভাবেন বিবর্ধতে। ব্যূঢাবয়বং তূপলব্ধপ্রত্যয়ং মাতুরুদরান্নিঃসৃত্য যৌ ধর্মাধর্মৌ ষট্‌সিদ্ধ্য-

আচার্য পতঞ্জলির মতে প্রতি জন্মে সূক্ষ্ম শরীর পরিবর্তিত হয়। জীবের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন দেহ পরিগ্রহণের মধ্যে তাহার চিরসঙ্গী এক স্থায়ী সূক্ষ্মশরীর বর্তমান—ইহা পতঞ্জলি স্বীকার করেন না। এই পতঞ্জলি যোগদর্শনপ্রণেতা পতঞ্জলি হইতে ভিন্ন। তাঁহার মতে ষট্‌সিদ্ধির ফল উপভোগ কালে সূক্ষ্ম শরীর জীবের ইন্দ্রিয়সমূহকে কর্মরূপ বীজদেশে প্রেরণ করে। ফলে ইন্দ্রিয়গুলি জীবের পাপপুণ্যাদির সহিত সংযুক্ত হয়। জীবের যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়, তখন এই সূক্ষ্ম শরীর পাপপুণ্যের সহিত সংযুক্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে পশ্চাৎ হইতে আঘাত দিতে থাকে এবং ইহার উদ্দেশ্য হইল—যাহাতে ইন্দ্রিয়গুলি পরবর্তী জন্মগ্রহণের জন্য পিতামাতার শুক্রশোণিতের সংস্পর্শে আসিতে পারে। এই সংযোগক্রিয়া সম্পাদনের পরেই ঐ সূক্ষ্মশরীর আপনা হইতেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর সঙ্গে পূর্ব সূক্ষ্ম শরীরের নাশ ও ইন্দ্রিয়গুলির শুক্রশোণিতে প্রবেশরূপ ক্রিয়া যুগপৎ সম্পাদিত হয়। জীবের অর্জিত পুণ্যাপুণ্যের দ্বারা তাহার পরবর্তী জন্মস্থান—স্বর্গ অথবা পৃথিবী অথবা নরক—তাহা নির্ধারিত হয়। জীবের পাপপুণ্য কর্মের ফলে পরবর্তী জন্মে আবার নূতন সূক্ষ্মদেহ উৎপন্ন হয়। এই নবজাত সূক্ষ্ম শরীর পুনরায় ইন্দ্রিয়গুলিকে পূর্বের ন্যায় কর্মরূপ বীজদেশে প্রেরণ করে এবং মৃত্যুকালে ইহাদিগকে পরজন্মের পিতামাতার শুক্রশোণিতে মিলিত হইবার জন্য চাপ দিতে থাকে। এই মিলন কার্য সম্পন্ন করিয়া দেহপাতের সঙ্গে এই সূক্ষ্মশরীর বিনষ্ট হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবের অর্জিত পাপপুণ্যের সম্পূর্ণ ক্ষয় না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে প্রতিদেহোৎপত্তির সঙ্গে নূতন নূতন সূক্ষ্মশরীর উৎপন্ন হইতে থাকে।[৫] পতঞ্জলির মতে সূক্ষ্মশরীরের উপাদান কি, তাহা যুক্তিদীপিকায় বর্ণিত নাই। তবে পতঞ্জলির বর্ণিত সূক্ষ্ম শরীর স্থায়ী নহে ; প্রতি জন্মে ইহা পরিবর্তিত হয়। পক্ষান্তরে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন জীবের মুক্তিকাল পর্যন্ত অবস্থান করে এবং তখন উহারা প্রকৃতিতে লয় পায়। সুতরাং এই সূক্ষ্মদেহ বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন হইতে ভিন্ন। আবার এই সূক্ষ্মদেহ করণসমূহের প্রেরক হওয়ায় দশ ইন্দ্রিয় হইতেও পৃথক্। সুতরাং পতঞ্জলির বর্ণিত সূক্ষ্মদেহ পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চবায়ু লইয়া গঠিত মনে হয়।

আচার্য বিন্ধ্যবাসী সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়সমূহ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তাহারা বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী। সুতরাং তাহাদের দেহ

পভোগকালে কৃতৌ তদ্বশাদবতিষ্ঠতে, যাবৎ তৎক্ষয়াৎ শরীরপাতস্তাবৎ। যদি ধর্মসংস্কৃতং করণং ততো দ্যুদেশং সূক্ষ্মশরীরেণ প্রাপ্যতে ; তদ্বিপর্যয়াত্তু যাতনাস্থানং তির্যগ্‌যোনিং বা, মিশ্রীভাবেন মানুষ্যম্। এবমাতিবাহিকং সূক্ষ্মশরীরমিন্দ্রিয়াণাং ধারণপ্রাপণসমর্থং নিত্যং বাহ্যেনাপায়িনা পরিবেষ্ট্যতে পরিত্যজ্যতে চ।—যুক্তি পৃঃ ১৪৪

৫। পাতঞ্জলে তু সূক্ষ্মশরীরং যৎ সিদ্ধিকালে পূর্বমিন্দ্রিয়াণি বীজদেশং নয়তি। তত্র তৎকৃতাশয়বশাদ্ দ্যুদেশং যাতনাস্থানং বা করণানি প্রাপয্য নিবর্ততে। তত্র চৈবং যুক্তাশয়স্ত কর্মবশাদন্যদুৎপদ্যতে যদিন্দ্রিয়াণি বীজদেশং নয়তি তদপি নিবর্ততে ; শরীরপাতে চান্যদুৎপদ্যতে। এবমনেকানি শরীরাণি।—যুক্তি পৃঃ ১৪৪

হইতে দেহান্তরে গমন সম্ভব নহে। বিন্ধ্যবাসীর মতে জন্ম হইল—পিতামাতার শুক্রশোণিতের মধ্য দিয়া ইন্দ্রিয়গুলির নবদেহে প্রকাশ। এই প্রকাশক্রিয়া সংহৃত হইলে জীবের মৃত্যু ঘটে।[৬]

আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে অমুক্ত প্রতি পুরুষের জন্য সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতি কর্তৃক এক একটি সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়। এই সূক্ষ্ম শরীর সেই অমুক্ত পুরুষের দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের অবলম্বন-স্বরূপ। সূক্ষ্মদেহের গতি সর্বত্র অব্যাহত; পাষাণের মধ্যেও ইহা প্রবেশ করিতে সমর্থ। ইহা নিত্য; সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মহাপ্রলয় পর্যন্ত ইহা অবস্থান করে এবং মহাপ্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীন হয়। যে সকল পুরুষের মধ্যপথে মুক্তিলাভ ঘটে, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া সূক্ষ্মদেহ গঠিত।[৭] যুক্তিদীপিকাকারের মতে পঞ্চবায়ুও সূক্ষ্মদেহের উপাদান।[৮] সাংখ্যসূত্রের মতে সূক্ষ্মদেহের উপাদান হইল—একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও বুদ্ধি। অহঙ্কারকে সাংখ্যসূত্রে বুদ্ধির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; এজন্য এইমতে সূক্ষ্মদেহের উপাদান সপ্তদশ।[৯] লিঙ্গদেহের উপাদানভূত ইন্দ্রিয়সমূহের শান্ত-ঘোর-মূঢ় স্বভাবহেতু এই সূক্ষ্মশরীর 'বিশেষ' নামে পরিচিত।[১০] এই সূক্ষ্মশরীর পূর্ব পূর্ব স্থূলদেহ পরিত্যাগ করে এবং অন্য স্থূলদেহ গ্রহণ করে; কারণ ষাট্‌কৌশিক ভৌতিকদেহের আশ্রয় ব্যতিরেকে সূক্ষ্মশরীরের পক্ষে ধর্মাধর্মাদি ভোগ অসম্ভব। পরলোক হইতে লিঙ্গদেহ ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শস্যের সহিত সম্মিলিত থাকে। শস্য ভোজনের সঙ্গে অদৃষ্টানুসারে পিতৃদেহে ইহা প্রবিষ্ট হয় এবং পিতৃশুক্রকে আশ্রয় করে। পরে মাতৃজরায়ুতে প্রবিষ্ট হইয়া শুক্রশোণিতমিশ্রণসম্ভূত ক্রমোৎপন্ন দেহকোশে আবদ্ধ হয়। অনন্তর ভূমিষ্ঠ হইয়া অদৃষ্টানুসারে ভোগ করতঃ লিঙ্গদেহ গৃহীত ভৌতিক শরীরকে পরিত্যাগ করে; আবার তাহার দেহান্তরে গমন হয়। আত্মা বা পুরুষের স্পন্দন নাই। লিঙ্গশরীরের গমনাগমনকেই আত্মার গমনাগমন মনে করিয়া ভুল করা হয়। ধর্ম-অধর্ম, জ্ঞান-অজ্ঞান, বৈরাগ্য-অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য-অনৈশ্বর্য হইল বুদ্ধির ধর্ম। এই বুদ্ধি সূক্ষ্মশরীরে অবস্থিত।

৬। বিন্ধ্যবাসিনস্তু বিভূনামিন্দ্রিয়াণাং বীজদেশে বৃত্ত্যা জন্ম। তত্ত্যাগো মরণম্। তস্মান্নাস্তি সূক্ষ্মশরীরম্।—যুক্তি পৃঃ ১৪৪

৭। মহদাদিসূক্ষ্মপর্যন্তম্ মহদহঙ্কারৈকাদশেন্দ্রিয়পঞ্চতন্মাত্রপর্যন্তম্। এষাং সমুদায়ঃ সূক্ষ্মশরীরম্।—বাচস্পতিঃ (সা, কা ৪০)

৮। মহদাদীত্যনেন প্রাণাষ্টকং পরিগৃহ্ণাতি পূর্বাচার্যাঃ প্রাণাদ্যাশ্চ পঞ্চ বায়ব ইতি।—যুক্তি পৃঃ ১৪৫

৯। সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্।—সা. সূ. ৩।৯। একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চতন্মাত্রাণি বুদ্ধিশ্চেতি সপ্তদশ। অহঙ্কারস্য বুদ্ধাবেবান্তর্ভাবঃ ইতি বিজ্ঞানভিক্ষুঃ।

১০। শান্তঘোরমূঢৈরিন্দ্রিয়ৈরন্বিতত্বাদ্ বিশেষঃ।—বাচস্পতিঃ (সা, কা ৪০)

সেই ধর্মাধর্মাদির সহকারিকারণতায় লিঙ্গশরীরের সংসরণ কার্য ঘটে। সংসরণ না হইলে লিঙ্গদেহ ভোগশূন্ত হয়। সূক্ষ্মশরীরের লয়প্রাপ্তি কোন না কোন সময়ে ঘটে বলিয়া ইহা 'লিঙ্গদেহ' নামে পরিচিত।[১১] প্রলয়কালে অদৃষ্ট প্রকৃতিতে বীজভাবে অবস্থান করে এবং তাহার ফলে পুরুষ বিশেষ বিশেষ লিঙ্গশরীরে আবদ্ধ হয়। এই আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, ঈশ্বরকৃষ্ণ পতঞ্জলির ন্যায় প্রতিজন্মে এক একটি সূক্ষ্মশরীর স্বীকার করেন না। ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে একটিমাত্র সূক্ষ্মশরীরকে আশ্রয় করিয়া প্রতি পুরুষের বিভিন্ন দেহপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। আবার ঈশ্বরকৃষ্ণের বর্ণিত সূক্ষ্মদেহ মৃত্যু ও পরবর্তী জন্মের অন্তরালে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতে পারে; কিন্তু পতঞ্জলির কল্পিত সূক্ষ্ম-দেহাবলীর মধ্যে এরূপ ব্যবধান সম্ভব নহে। সেখানে একটি সূক্ষ্মদেহের নাশ ও অপর একটি সূক্ষ্মদেহের উৎপত্তি যুগপৎ ঘটিয়া থাকে। পরন্তু ত্রয়োদশবিধ করণ ও পঞ্চতন্মাত্রে ঘটিত সূক্ষ্মদেহ পূর্বজন্মোৎপন্ন ধর্মাধর্মাদির সহিত সংযুক্ত হইয়া বিভিন্ন দেহ পরিগ্রহণ করে—ঈশ্বরকৃষ্ণের এই সিদ্ধান্ত পতঞ্জলি কর্তৃক বর্ণিত সূক্ষ্মশরীরের দেহ হইতে দেহান্তরপ্রাপ্তি বিষয়ে যুক্তি অপেক্ষা অধিকতর সুসমঞ্জস মনে হয়।[১২]

যুক্তিদীপিকায় আচার্য বিন্ধ্যবাসীর মত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। যুক্তিদীপিকাকার বলেন, ইন্দ্রিয়সমূহের বিভুত্ব, সুতরাং সর্বব্যাপিত্ব সম্ভব নহে। কারণ তাহা হইলে দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সকল বস্তু সর্বদা ইন্দ্রিয় কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় তাহাদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সর্বদা উৎপন্ন হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়সমূহের সর্বব্যাপিত্ব হেতু যুগপৎ সকল বস্তুর জ্ঞান সম্ভব হইবে। তৃতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়সমূহের বিভুত্ব স্বীকার করিলে পৃথিবীর সুদূরপ্রান্তে অবস্থিত বস্তুসমূহও ইন্দ্রিয়সমূহের সন্নিহিত হইবে। ফলে প্রত্যক্ষ, অনুমান বা আগম জনিত জ্ঞানের কোন পার্থক্য থাকিবে না। ইন্দ্রিয়সমূহের

১১। কস্মাৎ পুনঃ প্রধানমিব মহাপ্রলয়েঽপি তচ্ছরীরং ন তিষ্ঠতীত্যত আহ লিঙ্গম্। লয়ং গচ্ছতীতি লিঙ্গম্। হেতুমত্ত্বেন চাস্ত লিঙ্গত্বমিতি ভাব।—বাচস্পতিঃ (সা, কা ৪০)

১২। পূর্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহাদিসূক্ষ্মপর্যন্তম্। সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতম্ লিঙ্গম্॥ —সা. কা. ৪০। অত্র যুক্তিদীপিকা—তত্র পূর্বোৎপন্নমিত্যনেন মহদাদেঃ সূক্ষ্মপর্যন্তস্য লিঙ্গস্যাসর্গ-প্রলয়াস্থিত্যত্বমাহ। অসক্তমিত্যনেন গূঢ়স্থিরবীজানুপ্রবেশমাচষ্টে। ন হি লিঙ্গং ক্বচিৎ ব্যাহন্যতে, কিন্তর্হি শিলাদিবীজমপ্যাবিশতি বয়স্কগোলমপি ভিত্বা প্রবিশতি। নিয়তমিত্যনেন প্রতিপুরুষব্যবস্থাং প্রতিজানাতি। মহদাদীত্যনেন প্রাণাষ্টকং পরিগৃহ্লাতি পূর্বাচ্নাঃ প্রাণাদ্যাশ্চ পঞ্চ বায়ব ইতি। সূক্ষ্মপর্যন্তমিতি তত্ত্বান্তরপ্রাত-ষেধমাহ, এতাবদেব নাতোঽন্যদিতি। সংসরতীতি গতিমাচষ্টে, ততশ্চাবিভুত্বাৎ বীজাবেশত্যাগৌ প্রখ্যাতৌ ভবতঃ। নিরুপভোগমিতি শরীরান্তরস্যাবকাশং করোতি। সূক্ষ্মশরীরস্য হ্যুপভোগসামর্থ্যেঽভ্যুপগম্যমানে শরীরান্তরস্য নিরবকাশত্বাদনুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। ভাবৈরধিবাসিতমিত্যনেন ভাবাষ্টকপরিগ্রহং দ্যোতয়তি—যুক্তিরূপৈরিহ ধর্মাদিভিরধিবাসিতম্। তৎসামর্থ্যাৎ সর্বত্রাপ্রতিহতম্ প্রাণাষ্টকং সূক্ষ্মশরীরেঽবস্থানগমনমাত্রফলে ব্যবস্থিতম্। দ্যু-তির্যক্-প্রেতেষু সংসরতীতি তেনৈব চার্থসিদ্ধৌ শরীরান্তরপরিকল্পনাঽনর্থক্যমিতি ন বহুনি শরীরাণি।—যুক্তি পৃঃ ১৪৫

বিশেষ প্রকাশের ফলে জ্ঞানের পার্থক্য হয়—একথা বলা যায় না। কারণ কোন সর্বব্যাপী পদার্থ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নিজেকে বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রকাশ করে—এই সম্বন্ধে কোনও হেতু বিন্ধ্যবাসী উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং বিন্ধ্যবাসীর বর্ণিত ইন্দ্রিয়সমূহের বিভুত্ব ও সূক্ষ্মদেহের অনস্তিত্ব যুক্তিসঙ্গত নহে।[১৩]

সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব বিষয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেন—আশ্রয়ীভূত ভিত্তি ব্যতিরেকে যেমন চিত্র থাকিতে পারে না, বৃক্ষাদি ব্যতিরেকে যেমন ছায়া থাকে না, সেইরূপ বুদ্ধ্যাদি ত্রয়োদশবিধ করণ শরীরবিশেষকে অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদিঘটিত সূক্ষ্মশরীরকে আশ্রয় না করিয়া নিরাশ্রয়ভাবে অবস্থান করিতে পারে না। সুতরাং আশ্রয়স্বরূপে সূক্ষ্মশরীরের অস্তিত্ব অবশ্যই কল্পনা করিতে হয়। এই লিঙ্গদেহ পুরুষার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে নিমিত্ত ধর্মাধর্মাদি এবং নৈমিত্তিক স্থূলদেহ অবলম্বন করিয়া অভিনেতার ন্যায় নানারূপে অবস্থান করে। সকল জীবেরই ভিতরে লিঙ্গদেহ এবং উপরে স্থূলদেহ। লোকে যেরূপ এক বেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য বেশ গ্রহণ করে, লিঙ্গদেহও সেইরূপ এক শরীর ত্যাগ করিয়া শরীরান্তর গ্রহণ করে। নাটকের অভিনেতা যেরূপ কখন পরশুরামরূপে, কখনও অজাতশত্রুরূপে, কখন বা অন্যরূপে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন, লিঙ্গদেহও সেইরূপ কখন দেবতারূপে, কখন মনুষ্যরূপে, কখন পশুরূপে, কখন বনস্পতিরূপে, কখন বা অন্যরূপে সংসারে আগমন করে। সর্ববিকারস্বরূপা প্রকৃতির প্রভাবে লিঙ্গদেহের এরূপ বিচিত্র সাজসজ্জা ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতি সর্বত্রগামিনী হওয়ায় লিঙ্গদেহের সর্বভূতের সহিত সম্বন্ধ বিচিত্র নহে। পুরুষার্থসাধনই এই বিভিন্ন সজ্জার উদ্দেশ্য। অদৃষ্ট ও স্থূলদেহাদি এই উদ্দেশ্যসাধনের সহায়ক। সুতরাং সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহ উভয়ই অপরিহার্য।[১৪]

সাংখ্যসূত্রে বলা হইয়াছে—লিঙ্গদেহ মূর্ত ও পরিমিত-পরিমাণবিশিষ্ট, কিন্তু

১৩। যৎ পুনরেতদুক্তম্—বিভুত্বাদিন্দ্রিয়াণাং স্বাস্থ্যবস্থানং বৃত্তিলাভো বৃত্তিনিরোধশ্চ সংসার ইতি অযুক্তমেতৎ। কস্মাৎ? বিভুত্বাসিদ্ধেঃ—ন হি বিভুত্বমিন্দ্রিয়াণাং কশ্চিদভ্যুপগচ্ছতি। কিং কারণম্? সততোপলব্ধিপ্রসঙ্গাৎ যুগপদুপলব্ধিপ্রসঙ্গাচ্চ। কার্যকরণপুরুষাণাং হি বিভুত্বে সততোপলব্ধিপ্রসঙ্গো বিষয়াণাং প্রতিবন্ধাভাবাৎ প্রসজ্যেত, প্রাপ্ত্যবিশেষাচ্চ সর্ববিশেষাণাং যুগপদুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ ব্যবহিতবিষয়গ্রহণঞ্চ। সর্বত্র সন্নিধানাৎ সন্নিকৃষ্টবিপ্রকৃষ্টয়োঃ প্রত্যক্ষানুমানাগমানাং চাবিশেষঃ প্রসজ্যতে। বৃত্তিবিশেষাৎ তদ্বিশেষ ইতি চেৎ—ন, হেত্বভাবাৎ। বিভূনামিহাস্তি বৃত্তিবিশেষ ইত্যত্র হেতুরনুক্তঃ। তস্মান্ন করণানাং বিভুত্বমুপপদ্যতে। —যুক্তি পৃঃ ১৪৫

১৪। চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথা ছায়া।
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্॥
পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তিকপ্রসঙ্গেন।
প্রকৃতের্বিভুত্বযোগান্নটবদ্ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্॥—সা, কা ৪১-৪২

অত্যন্ত অণু নহে। কারণ লিঙ্গশরীর অবয়ববিশিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিশেষতঃ লিঙ্গশরীরের ক্রিয়া বেদে অভিহিত হওয়ায় তাহাকে সাবয়ব বলিয়া জানিতে হইবে। মূর্ত ব্যতীত পূর্ণ বা বিভু পদার্থে ক্রিয়া দেখা যায় না।[১৫]

বিজ্ঞানভিক্ষু স্থূলদেহ ও লিঙ্গদেহ ব্যতীত অন্য একটি অতিরিক্ত অধিষ্ঠানদেহেরও অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তিনি বলেন—যেমন ছায়া বা চিত্র নিরাধারে অবস্থিত হইতে পারে না, সেইরূপ অধিষ্ঠানভূত শরীর ব্যতিরেকে স্বতন্ত্ররূপে লিঙ্গদেহ থাকিতে পারে না। স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া লিঙ্গদেহের লোকান্তরে গমনের জন্য আধারস্বরূপ অধিষ্ঠান-দেহের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই অধিষ্ঠানদেহ পাঞ্চভৌতিক এবং লিঙ্গশরীরের অবস্থানকাল পর্যন্ত স্থায়ী। ইহা স্থূলদেহ অপেক্ষা সূক্ষ্ম। বিজ্ঞানভিক্ষু স্বমতের পরিপোষকরূপে সাংখ্যকারিকার একচত্বারিংশৎ কারিকাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং স্বমতের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যেমন আশ্রয় ব্যতিরেকে চিত্র থাকিতে পারে না এবং স্থাণু প্রভৃতি ব্যতিরেকে ছায়া সম্ভব হয় না, সেইরূপ অধিষ্ঠানভূত শরীর ব্যতিরেকে নিরাশ্রয় হইয়া লিঙ্গশরীর থাকিতে পারে না।[১৬] সুতরাং ভিক্ষুর মতে শরীর ত্রিবিধ :—সূক্ষ্মশরীর, স্থূলশরীর এবং অধিষ্ঠানশরীর।[১৭]

যোগভাষ্যে সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে; সূক্ষ্মদেহের

১৫। অণুপরিমাণং তৎকৃতিশ্রুতেঃ।—সা. সূ ৩।১৪

অত্র বিজ্ঞানভিক্ষুঃ—তল্লিঙ্গমণুপরিমাণং পরিচ্ছিন্নং, ন ত্বত্যন্তমেবাণু সাবয়বত্বস্তোক্তত্বাৎ। কুতঃ? কৃতিশ্রুতেঃ ক্রিয়াশ্রুতেঃ। 'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্মাণি তনুতেঽপি চ।' ইত্যাদিশ্রুতেঃ বিজ্ঞানাখ্যবুদ্ধিপ্রধানতয়া বিজ্ঞানস্য লিঙ্গস্যাখিলকর্মশ্রবণাদিত্যর্থঃ। বিভুত্বে সতি ক্রিয়া ন সম্ভবতি।

১৬। ন স্বাতন্ত্র্যাৎ তদৃতে ছায়াবচ্চিত্রবচ্চ।—সা, সূ ৩।১২

অত্র ভিক্ষুঃ—তল্লিঙ্গশরীরং তদৃতেঽধিষ্ঠানং বিনা স্বাতন্ত্র্যান্ন তিষ্ঠতি। যথা ছায়া নিরাধারা ন তিষ্ঠতি, যথা বা চিত্রমিত্যর্থঃ। তথাচ স্থূলদেহং ত্যক্ত্বা লোকান্তরগমনায় লিঙ্গদেহস্যাধারভূতং শরীরান্তরং সিধ্যতীতি ভাবঃ। তস্য চ স্বরূপং কারিকায়ামুক্তম্—

"সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ।
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্তন্তে॥" ইতি।

অত্র তন্মাত্রকার্যং মাতাপিতৃজশরীরাপেক্ষয়া সূক্ষ্মং, যদ্ভূতপঞ্চকং যাবল্লিঙ্গস্থায়ি প্রোক্তং তদেব লিঙ্গাধিষ্ঠানং শরীরমিতি লব্ধং কারিকান্তরেণ—

"চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথা ছায়া।
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্॥" ইতি।

বিশেষৈঃ স্থূলভূতৈঃ সূক্ষ্মাখ্যৈঃ স্থূলাবান্তরভেদৈরিতি যাবৎ।

১৭। অধিষ্ঠানশরীরং চ সূক্ষ্মং পঞ্চভূতাত্মকং বক্ষ্যতে। তথাচ শরীরত্রয়ং সিদ্ধম্।—সা. প্র, ভা, ৩।১১

স্বরূপসম্বন্ধে কোন আলোচনা নাই। বাচস্পতি তত্ত্ববৈশারদীতে পূর্বদেহত্যাগ ও দেহান্তরপ্রাপ্তির মধ্যে আতিবাহিক শরীরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।[১৮]

লিঙ্গসর্গের বিষয় আলোচিত হইল। ভাবসর্গের অর্থাৎ বুদ্ধির ধর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্য-ঐশ্বর্য এবং অধর্ম-অজ্ঞান-অবৈরাগ্য-অনৈশ্বর্য রূপে অষ্টভাব ও তাহাদের ফলের বিষয় বুদ্ধিতত্ত্বের আলোচনাকালে বর্ণিত হইয়াছে। লিঙ্গসর্গ ও ভাবসর্গ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। লিঙ্গদেহ পুরুষের দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের অবলম্বন এবং ধর্মাধর্মাদি পুরুষের পরবর্তী দেহের স্বরূপের নিয়ামক। ধর্মাধর্মাদির ফল উর্ধ্বগমন, অধোগতি ইত্যাদি। ধর্মাধর্মাদি নিমিত্ত এবং উর্দ্ধগমন, অধোগতি ইত্যাদি নৈমিত্তিক বা তাহার ফল। নিমিত্ত ও নৈমিত্তিককে অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্মদেহ অভিনেতার ন্যায় নানারূপে অবস্থান করে। ভাবকে আশ্রয় না করিয়া লিঙ্গদেহ দেবযোনি, মনুষ্যযোনি বা তির্যগ্‌যোনিতে গমন করিতে পারে না। পক্ষান্তরে ধর্মাদিভাব লিঙ্গদেহ ব্যতীত নিরাশ্রয়ভাবে অবস্থান করিতে পারে না। কারণ উহারা করণাশ্রয়ী।[১৯] করণগুলি আবার সূক্ষ্মদেহের উপাদান। তাছাড়া, ধর্মাদিভাব অর্জনের বিষয়। অর্জনের জন্য স্থূলদেহের প্রয়োজন। স্থূলদেহ আবার সূক্ষ্মদেহ ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে কার্য করিতে পারে না। পুরুষার্থসাধনের জন্য লিঙ্গদেহ ও ভাবসমূহ পরস্পরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা রাখে। এজন্য ঈশ্বরকৃষ্ণ লিঙ্গসর্গ ও ভাবসর্গ—উভয়বিধ সর্গের কথা বলিয়াছেন।[২০] জীবগণের ষট্‌সিদ্ধিরূপ শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে লিঙ্গসর্গ ও ভাবসর্গ আত্মপ্রকাশ করে।[২১]

মহাভারতেও লিঙ্গদেহের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। মহাভারত বলেন, যোগিগণ যোগবলে লিঙ্গদেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন; কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে উহা দুর্লক্ষ্য; কারণ উহা অতি সূক্ষ্ম। সূর্যের কিরণ যেমন বিভিন্নাকার জলের ভিতরে বিভিন্ন রূপে দৃশ্যমান হয়, সেইরূপ যোগিগণ বিভিন্ন স্থূলদেহের ভিতর বিভিন্নরূপ লিঙ্গদেহ অবলোকন করেন।[২২]

১৮। তথা চান্তরাভবঃ সংসারশ্চ যুক্তাঃ।—যো. ভা. ৪।১০। তত্র বাচস্পতিঃ—তথা চ শরীরপরিমাণত্বে দেহান্তরপ্রাপ্তয়ে পূর্বদেহত্যাগশ্চ দেহান্তরপ্রাপ্তিশ্চান্তরাহস্যাতিবাহিক-শরীরসংযোগাদ্ ভবতঃ, তেন স্বয়ং দেহান্তরে সঙ্ক্রমেৎ। তথাচ পুরাণম্—'অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাদ্' ইতি। সোঽয়মন্তরাভাবঃ, অত এব সংসারশ্চ যুক্ত ইতি।

১৯। দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িণঃ।—সা, কা ৪৩

২০। ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ।
লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যস্তস্মাদ্ দ্বিবিধঃ প্রবর্ততে সর্গঃ ॥—সা, কা ৫২

২১। সোঽয়ং লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যশ্চ ষট্‌সিদ্ধিক্ষয়কালাদূর্ধ্বং ভবতি।—যুক্তি পৃঃ ১৬৪

২২। শরীরাদ্ বিপ্রমুক্তং হি সূক্ষ্মভূতং শরীরিণম্।
কর্মভিঃ পরিপশ্যন্তি শাস্ত্রোক্তৈঃ শাস্ত্রচেতসঃ ॥
প্রতিরূপং যথৈবাপ্সু তাপঃ সূর্যস্য লক্ষ্যতে।
সত্ত্ববাংস্তু তথা সত্ত্বে প্রতিরূপং প্রপশ্যতি ॥—মহা ১২।২৪৫।১+৩

লিঙ্গদেহের উপাদান বিষয়ে মহাভারতে সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই। মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁহার ভারতকৌমুদী টীকায় বলিয়াছেন—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-তন্মাত্র, পঞ্চবায়ু, মন এবং বুদ্ধি—এই সপ্তদশ উপাদান লইয়া লিঙ্গদেহ গঠিত। কিন্তু সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের গৃহীত শ্লোকটির ব্যাখ্যা নীলকণ্ঠের মতে অন্যরূপ। নীলকণ্ঠ উক্ত শ্লোকটির ব্যাখ্যাকালে লিঙ্গদেহের উল্লেখ করেন নাই।[২৩]

চরকসংহিতায়ও লিঙ্গশরীরের বর্ণনা পাওয়া যায়। মৃত দেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহ দেহান্তরে গমন করে। জীবের পূর্বজন্মের ধর্মাধর্ম তাঁহার পরবর্তী ভোগশরীরের নিয়ামক হয়। আকাশ-তন্মাত্র নিষ্ক্রিয় হওয়ায় দেহান্তরগমনে অসমর্থ। এজন্য আকাশ-তন্মাত্র ভিন্ন অন্য চারিটি তন্মাত্রে লিঙ্গদেহ গঠিত। সূক্ষ্মদেহের উপাদানের এইরূপ পরিকল্পনা সাংখ্যদর্শনে পাওয়া যায় না। পতঞ্জলির কল্পিত সূক্ষ্মদেহ পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চবায়ু লইয়া গঠিত। পতঞ্জলির সূক্ষ্মদেহের সহিত চরকের সূক্ষ্মদেহের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য বর্তমান।[২৪]

সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব মনুসংহিতাও স্বীকার করিয়াছেন। মৃত্যু ও পরবর্তী জন্মে দেহান্তর লাভ করিবার মধ্যবর্তী কালে জীবাত্মা দীর্ঘকাল কেবল ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত হইয়া অবস্থান করেন।[২৫] আত্মা সর্বব্যাপক; তাঁহার উৎক্রমণ কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার উত্তরে মেধাতিথি বলেন, বর্তমানভোগদেহ ত্যাগ এবং পরবর্তী ভোগদেহ গ্রহণের পূর্বে জীবের অন্য একটি সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়। ইহা ভোগশরীর নহে। ইহাকে আতিবাহিক শরীর বলা হয়।[২৬] এই সূক্ষ্মদেহের অপর নাম লিঙ্গদেহ বা পুর্যষ্টক। এই শরীরের উৎক্রমণ সম্ভব। কুল্লুকভট্টও এই মতের পক্ষপাতী। তিনি বলেন, জীবাত্মা লিঙ্গশরীরকে আশ্রয় করেন। সেই লিঙ্গদেহের উদ্গমনের দ্বারা জীবাত্মার উদ্গমন

২৩। এবং সপ্তদশং দেহে বৃতং ষোড়শভিস্তু গৈঃ।
মনীষী মনসা বিপ্রঃ পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥—মহা ১২।২৩১।১৫

এবং দেহে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ তন্মাত্রাণি পঞ্চ বায়বো মনশ্চেত্যেতৈঃ ষোড়শভিস্তু গৈরপসর্জনীভূতৈঃ পদার্থৈর্বৃতং সপ্তদশানাং পূরণমিতি সপ্তদশং সত্ত্বং বুদ্ধিলিঙ্গশরীরং বর্ততে ইতি হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশঃ। নীলকণ্ঠস্তু অত্রাহ—সপ্তদশং চিদাত্মানং ষোড়শভিঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থাঃ স্বভাবাদয়শ্চ ষট্ তৈঃ মনীষী মনোনিগ্রহশীলঃ, আত্মনি বুদ্ধৌ ইতি।

২৪। ভূতৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতঃ সুসূক্ষ্মৈর্মনোজবো দেহমুপৈতি দেহাৎ।
কর্মাত্মকত্বাৎ তু তস্য দৃশ্যং দিব্যং বিনা দর্শনমস্তি রূপম্॥
ভূতানি চত্বারি তু কর্মজানি যান্যাত্মলীনানি বিশন্তি গর্ভম্॥—চরক—শারীর ২।৩১+৩৫

২৫। তমোঽয়ং তু সমাশ্রিত্য চিরং তিষ্ঠতি সেন্দ্রিয়ঃ।
ন চ স্বং কুরুতে কর্ম তদোৎক্রামতি মূর্তিতঃ॥—মনু ১।৫৫

২৬। অথবা কৈশ্চিদিষ্যতে অত্যন্তরান্তরাভবং শরীরং সূক্ষ্মং যস্তেয়মুৎক্রান্তিঃ।—মেধাতিথিঃ (মনু ১।৫৫)

সম্ভব হয়।[২৭] মেধাতিথির মতে পঞ্চবায়ু, জ্ঞানেন্দ্রিয়বর্গ, কর্মেন্দ্রিয়সমূহ এবং মন—এই অষ্ট উপাদান লইয়া লিঙ্গদেহ বা পুর্যষ্টক গঠিত। লিঙ্গদেহের সহিত সংযোগ হইল জীবাত্মার বন্ধন এবং সেই সংযোগের বিচ্যুতি হইলে জীবাত্মার মুক্তি ঘটে। এজন্য মুক্তির পূর্বক্ষণ পর্যন্ত লিঙ্গদেহের অবস্থিতি।[২৮] কুল্লুকভট্টের মতে লিঙ্গদেহের উপাদান অন্যরূপ। তিনি বলেন—পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়বর্গ, মন, বুদ্ধি, বাসনা বা পূর্বকর্মের স্মৃতি, কর্ম, পঞ্চবায়ু এবং অবিদ্যা—এই অষ্ট উপাদানে লিঙ্গদেহ গঠিত।[২৯] লিঙ্গদেহের সহিত সংযুক্ত হইয়া জীবাত্মা পূর্বজন্মে অর্জিত ধর্মাধর্মানুসারে দেব, মনুষ্য, পশু, তির্যক্ প্রভৃতি বিভিন্ন দেহ গ্রহণ করেন।[৩০]

এই আলোচনা হইতে অনুমান করা যায় যে, সাংখ্যদর্শনে বর্ণিত লিঙ্গদেহের অস্তিত্ব মনুসংহিতায় স্বীকৃত হইয়াছে। তবে লিঙ্গদেহের উপাদান বিষয়ে সাংখ্যদর্শনের সহিত মেধাতিথি ও কুল্লুকভট্টের বর্ণিত উপাদানের মতভেদ দেখা যায়। মেধাতিথি বুদ্ধি ও অহঙ্কারকে লিঙ্গদেহের উপাদানরূপে উল্লেখ করেন নাই। সাংখ্যকারিকায় ও যুক্তি-দীপিকায় বুদ্ধি ও অহঙ্কার লিঙ্গদেহের উপাদানরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কুল্লুকভট্টও অহঙ্কারকে লিঙ্গদেহের উপাদানরূপে উল্লেখ করেন নাই। অধিকন্তু তিনি পঞ্চতন্মাত্রকে সূক্ষ্মদেহের উপাদানরূপে স্বীকার না করিয়া পঞ্চভূতকে উহার উপাদানরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কোনও সাংখ্যাচার্য পঞ্চভূতকে লিঙ্গদেহের উপাদানরূপে উল্লেখ করেন নাই। কুল্লুকভট্টের বর্ণিত লিঙ্গদেহের অপর দুইটি উপাদান—অবিদ্যা ও বাসনা—সাংখ্যাচার্যগণের কল্পনা হইতে স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতেও লিঙ্গদেহের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। জীব স্থূলদেহের দ্বারা যে কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে লিঙ্গদেহের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়; সুতরাং কর্মসমূহের অনুষ্ঠাতার ও তাহাদের ফলভোক্তার দেহ পৃথক্ নহে। লিঙ্গদেহ

২৭। লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্নস্য জীবস্য উদ্‌গমাৎ তদ্‌গমনমপ্যুপপদ্যতে।—কুল্লুকঃ (মনু ১।৫৫)

২৮। কোঽয়মন্তরাত্মা নাম? অস্মিঞ্ছরীরে নষ্টে মাতৃকুক্ষ্যাদিস্থানং দ্বিতীয়শরীরগ্রহণার্থং যাবন্ন প্রাপ্নুত, তাবদন্তরা নিরুপভোগং শরীরমুপজায়তে সূক্ষ্মং, যস্য ন কচিৎসংযোগঃ, নাগ্ন্যাদিদাহো, ন মহাভূতৈঃ প্রতিবন্ধঃ। ** যথা পুরাণ উক্তম্, 'পুর্যষ্টকেন লিঙ্গেন প্রাণাখ্যেন স যুজ্যতে। তেন বদ্ধস্য বৈ বন্ধো মোক্ষো মুক্তস্য তেন তু।" তে চ প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়বর্গ এবং কর্মেন্দ্রিয়বর্গোঽষ্টমং মন ইত্যেতৎ পুর্যষ্টকম্। তচ্ছরীরং ন নশ্যতি আ মোক্ষাবস্থায়াঃ।—মেধাতিথিঃ (মনু ১।৫৫)

২৯। পুর্যষ্টকশব্দেন ভূতাদীন্যষ্টাবুচ্যন্তে। তদুক্তং সনন্দেন—

'ভূতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবাসনাকর্মবায়বঃ।

অবিদ্যা চাষ্টকং প্রোক্তং পুর্যষ্টমৃষিসত্তমৈঃ॥'—কুল্লুকঃ (মনু ১।৫৬)

৩০। যদাণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।

সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্তিং বিমুঞ্চতি॥—মনু ১।৫৬

চেতনাবিশিষ্ট হইয়া 'জীব' নাম ধারণ করে। লিঙ্গদেহ ত্রিগুণময়। ইহা প্রাণ অপান প্রভৃতি পঞ্চ বায়ু, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র—এই একবিংশতি উপাদানে গঠিত। প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর একত্ব বিবক্ষা করিলে লিঙ্গদেহ সপ্তদশ উপাদানবিশিষ্ট হয়। আবার যাঁহারা প্রাণবায়ুকে স্পর্শতন্মাত্রের অন্তর্ভুক্ত করেন, তাঁহাদের মতে লিঙ্গদেহ ষোড়শোপাদানে নির্মিত।[৩১] লিঙ্গদেহের দ্বারা জীবাত্মা পূর্বগৃহীত স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন স্থূলদেহ গ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে লিঙ্গদেহকে তৃণজলৌকার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। তৃণজলৌকা অর্থাৎ জোঁক যেমন তৃণান্তর ধারণ না করিয়া পূর্বতৃণ পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ মরণকালে দেহ পরিত্যাগ করিতে উন্মুখ হইয়াও জীব পরবর্তী দেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপন না করিয়া পূর্বদেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করেন না।[৩২]

লিঙ্গদেহ বিষয়ে সাংখ্যদর্শনের মত শ্রীমদ্ভাগবতেও অনুসৃত হইয়াছে মনে হয়। বুদ্ধি ও অহঙ্কারকে সূক্ষ্মদেহের উপাদানরূপে সাংখ্যদর্শন স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে উহারা লিঙ্গদেহের উপাদানরূপে উল্লিখিত হয় নাই।

লিঙ্গদেহের সহিত সম্বদ্ধ জীবের উৎক্রমণ বৃহদারণ্যক উপনিষদেও দেখা যায়।[৩৩]

শ্রীমদ্গীতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ও বুদ্ধচরিতে লিঙ্গদেহ সম্বন্ধে কোন আলোচনা পাওয়া যায় নাই।

৩১। এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ ষোড়শবিস্তৃতম্।
এষ চেতনয়া যুক্তো জীব ইত্যভিধীয়তে ॥—ভাগ ৪।২৯।৭৪।

অত্র শুকদেবঃ—ত্রিবৃৎ ত্রিগুণময়ম্, একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ প্রাণা ইত্যেবং ষোড়শবিস্তৃতম্, পঞ্চবিধং পঞ্চতন্মাত্রাত্মকং তদিত্থমেকবিংশতিতত্ত্বাত্মকম্। প্রাণানামেকত্ববিবক্ষয়া সপ্তদশাত্মকম্। প্রাণস্য স্পর্শতন্মাত্রে অন্তর্ভাবাৎ ষোড়শতত্ত্বাত্মকং লিঙ্গং লিঙ্গশরীরমিত্যভিধীয়তে।

৩২। অনেন পুরুষো দেহানুপাদত্তে বিমুঞ্চতি।
হর্ষং শোকং ভয়ং দুঃখং সুখঞ্চানেন বিন্দতি ॥
যথা তৃণজলৌকেয়ং নাপযাত্যপযাতি চ।
ন ত্যজেন্ ম্রিয়মাণোঽপি প্রাগ্দেহাভিমতিং জনঃ ॥—ভাগ ৪।২৯।৭৫-৭৬

৩৩। তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি, প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি।—বৃহদারণ্যক ৪।৪।২

ষষ্ঠ অধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভৌতিক সর্গ

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইতে সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হয়।[১] পুরুষের ভোগের জন্য দেহ আবশ্যক। স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ফলে পুরুষের ভোগদেহ উৎপন্ন হয়। পুরুষ লিঙ্গদেহকে আশ্রয় করিয়া পিতামাতার শুক্রশোণিতের মধ্য দিয়া নব কলেবর ধারণ করেন। নব দেহোৎপত্তির মূলে রহিয়াছে ধর্মাধর্ম। ধর্মাধর্ম ব্যতীত দেহোৎপত্তি সম্ভব নয়। আবার দেহোৎপত্তি না হইলে ধর্মাধর্ম উদ্ভূত হয় না। এজন্য উহাদের মধ্যে রহিয়াছে অন্যোন্যাকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ধর্মাদিপূর্বক শরীর এবং শরীরপূর্বক ধর্মাদি—এইরূপ সম্বন্ধ থাকিলেও অন্যোন্যাশ্রয় দোষ আসিতে পারে না। সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি। লিঙ্গসর্গও অনাদি; ভাবসর্গও অনাদি। লিঙ্গসর্গের সহিত ভাবসর্গের সম্বন্ধ বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি। অনাদিসম্বন্ধ হেতু যেমন পরিণত অঙ্কুর হইতে বীজ এবং বীজজন্য অঙ্কুর-পরিণাম রূপ সম্বন্ধ দোষাবহ নহে, এখানেও সেইরূপ। প্রলয়পূর্বক সর্গ, আবার সর্গপূর্বক প্রলয়। সৃষ্টি-প্রলয় এইরূপে অনাদিভাবে প্রবাহিত হইতেছে। প্রলয়কালে পূর্বসর্গোৎপন্ন ভাব ও লিঙ্গদেহ সংস্কাররূপে অবস্থান করায় সৃষ্টির আদিতে ভাব ও লিঙ্গের উৎপত্তিতে কোন বাধা আসে না। সুতরাং যুগে যুগে সৃষ্টিক্রিয়া একইভাবে চলিতেছে বলিতে পারা যায়। বর্তমান যুগে পুরুষ যেরূপ মাতৃজঠরের মধ্য দিয়া নূতন দেহ ধারণ করিয়া পূর্বজন্মের অর্জিত ধর্মাধর্মাদি ভোগ করেন এবং সেই সঙ্গে পরজন্মের জন্য ধর্মাধর্ম অর্জন করেন, পূর্ববর্তী যুগেও এইরূপ ব্যবস্থা ছিল এবং আগামী কালেও এই ব্যবস্থা চলিবে। ইহা সাংখ্যাচার্যগণের এক সম্প্রদায়ের অভিমত।[২] সাংখ্যকারিকায় আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ স্বয়ং এই বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। সাংখ্যকারিকার অন্যতম টীকাকার যুক্তিদীপিকা-প্রণেতা বলেন—পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত ঈশ্বরকৃষ্ণের অভিপ্রেত নহে। যুক্তিদীপিকায় বলা হইয়াছে যে, ধর্মাধর্মহেতু প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ—এই ব্যবস্থা ঈশ্বরকৃষ্ণের অভিপ্রেত নহে। ধর্মাধর্ম বুদ্ধির ধর্ম। সুতরাং প্রকৃতির প্রারম্ভিক সৃষ্টিদশায়—যখন বুদ্ধির উৎপত্তি হয় নাই—তখন ধর্মাধর্মের অস্তিত্ব অসম্ভব ছিল। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, দেহ হইতে

১। পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ।—সা. কা. ২১

২। অনাদিত্বাচ্চ বীজাঙ্কুরবন্নান্যোন্যাশ্রয়দোষমাবহতি। কল্পাদাবপি প্রাচীনকল্পোৎপন্নভাবলিঙ্গসংস্কারবশাদ্ ভাবলিঙ্গয়োরুৎপত্তির্নানুপপন্নেতি।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫২)

দেহান্তরে বিচরণশীল পুরুষের পাপপুণ্যভোগের জন্য প্রকৃতির প্রথম সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হয় নাই। তবে পুরুষের দুইটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রকৃতির প্রথম সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হয়। একটি—পুরুষের শব্দ-রূপ-রসাদির উপলব্ধি; অন্যটি—অনাত্মস্বরূপ হইতে পুরুষের আত্মস্বরূপের ভেদজ্ঞান বা গুণপুরুষান্তরোপলব্ধি। এই দুইটি উদ্দেশ্য সাধনের বশে প্রকৃতির গুণত্রয়ের বিক্ষোভ উপস্থিত হয় এবং মহান্ হইতে পঞ্চমহাভূত পর্যন্ত তত্ত্বর্গের সৃষ্টি হয়; তাহা হইতে পরমর্ষি কপিল, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের দেহোৎপত্তি ঘটে।[৩]

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে যাঁহাদের উৎপত্তি হইল, তাঁহারা কপিল, ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ, মহেশ্বর প্রভৃতি। স্ত্রীপুরুষের মিলন হইতে তাঁহাদের দেহোৎপত্তি ঘটে নাই। তাঁহারা অযোনিজ। প্রকৃতি হইতেই তাঁহাদের দেহোৎপত্তি। কপিল, ব্রহ্মা প্রভৃতির অযোনিজত্ব বিষয়ে যুক্তিদীপিকায় উল্লেখ রহিয়াছে।[৪] তাঁহাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সত্ত্বগুণ প্রবল থাকায় তাঁহারা আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান্ ছিলেন। তাঁহারা ইচ্ছামাত্রেই স্থূলদেহ ধারণ করিতে পারিতেন। জগৎকে শূন্য দেখিয়া যখন তাঁহারা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সেই সৃষ্টির জন্য সাধারণ নিয়ম অনুসারে স্ত্রীপুরুষের মিলনের প্রয়োজন হইল না। তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে অভিধ্যানমাত্রে প্রকৃতি হইতেই বিভিন্ন দেহ সৃষ্ট হইল।[৫] রুদ্র এবং ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ সৃষ্টির কথা যুক্তিদীপিকায় উল্লিখিত হইয়াছে।[৬] সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন দেবগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হইলেন পরমর্ষি কপিল। ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য তাঁহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাঁহাদের সাহায্যে নিজ ইচ্ছা অনুসারে তিনি স্বদেহ পরিগ্রহণ করিলেন।[৭] তাঁহার পরে আসিলেন

৩। এবং যৎ পূর্বমপদিষ্টম্—'সংযোগকৃতঃ সর্গঃ' ইতি তদ্ ব্যাখ্যাতম্। অত্রেদানীম্ আচার্যাণাম্ বিপ্রতিপত্তিঃ—ধর্মাদীনাং শরীরমন্তরেণানুৎপত্তেঃ, শরীরস্য চ ধর্মাদ্যভাবে নিমিত্তান্তরাসম্ভবাদুভয়মিদমনাদি। তস্মাদেকরূপ এবায়ং যথৈবাদ্যত্বে তথৈবাতিক্রান্তাস্বনাগতাসু কালকোটিষু সর্গ ইতি। আচার্য আহ—নৈতদেবম্। কিং তর্হি? প্রাক্ প্রধানপ্রবৃত্তের্ধর্মাধর্ময়োরসম্ভবো বুদ্ধিধর্মত্বাৎ, তস্যাশ্চ প্রধানবিকারত্বাৎ। ততস্তদ্ব্যতিরিক্তং শব্দাদ্যুপলব্ধিলক্ষণং গুণপুরুষান্তরোপলব্ধিলক্ষণং চার্থমুদ্দিশ্য সত্ত্বাদয়ো মহদহঙ্কার-তন্মাত্রেন্দ্রিয়-ভূতক্ষোভাবস্থায় পরমর্ষি-হিরণ্যগর্ভাদীনাং শরীরমুৎপাদয়ন্তি। ষট্‌সিদ্ধিপ্রকাশোত্তরং তু গুণবিমর্দবৈচিত্র্যাৎ রজস্তমোবৃত্ত্যনুপাতি সংসারচক্রং প্রবৃত্তম্।—যুক্তি পৃঃ ১৭৪

৪। প্রতিজ্ঞায়তে চাযোনিজত্বমীশ্বরশরীরাণামাদিসর্গে চ।—যুক্তি পৃঃ ৮৮

৫। গুণানাং প্রাধান্যাৎ তন্নিমিত্তানি শরীরাণ্যাদিসর্গে সাংসিদ্ধিকান্যুৎপদ্যন্তে।—যুক্তি পৃঃ ৮৮

৬। (ক) প্রাকৃতং যথা—মাহাত্ম্যশরীরাভিমানাৎ, তস্যস্থভিমানো ভবতি—হন্তাহং পুত্রান্ স্রক্ষ্যে যে মে কর্ম করিষ্যন্তি, যে মাং পরঞ্চ জ্ঞাস্যন্তি। স যাদৃক্ সর্গমভিধ্যায়তি তাদৃক্ প্রধানাদুৎপদ্যতে। তদ্ যথা—মহেশ্বরস্য রুদ্রকোটিসৃষ্টাবিতি।—যুক্তি পৃঃ ১৪৯

(খ) যুক্তি পৃঃ ১৫২

৭। যুক্তি পৃঃ ১৭৪

হিরণ্যগর্ভ, মহেশ্বর প্রভৃতি মাহাত্ম্যশরীরী দেবগণ। পরমর্ষি কপিলের মধ্যে কেবল সত্ত্বগুণের প্রাবল্য। পক্ষান্তরে হিরণ্যগর্ভ, মহেশ্বর প্রভৃতি মাহাত্ম্যশরীরসম্পন্ন দেবতা; তাঁহাদের মধ্যে সত্ত্ব ও রজোগুণের প্রাবল্য। সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে রজোগুণ। কোন সৃষ্টি করিবার ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া কপিল দেহধারণ করেন নাই। জিজ্ঞাসু শিষ্য আসুরির প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তিনি নির্মাণদেহ (স্বেচ্ছাবশে উৎপাদিত দেহ) গ্রহণ করতঃ তাঁহাকে জ্ঞানদান করিয়াছিলেন। সুতরাং কপিলের মধ্যে রজোগুণের লেশমাত্র নাই।[৮] যাঁহারা কপিলের ন্যায় স্বার্থসম্পর্কশূন্য উদ্দেশ্য লইয়া কেবল জগতের হিতার্থে আবির্ভূত হন, তাঁহাদের দেহও এইরূপ সত্ত্বময়। হিরণ্যগর্ভ, মহেশ্বর প্রভৃতি মাহাত্ম্যশরীরাভিমানী দেবগণ পুত্রপৌত্রাদিতে জগৎকে পরিপূর্ণ দেখিবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। মহেশ্বর রুদ্রগণকে সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ হইতে সনক, সনন্দ ও অন্যান্য দেবগণের উৎপত্তি হইল। মহেশ্বর, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতির মধ্যে সত্ত্ব ও রজঃ উভয়গুণই দেখা যায়। তাঁহাদের এই সৃষ্টির জন্য স্ত্রীপুরুষসংসর্গের প্রয়োজন হয় নাই। ষট্‌সিদ্ধি রূপ শক্তি ক্ষয় পাইলে দেহোৎপত্তির জন্য স্ত্রীপুরুষ-মিলনের প্রয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যায় যে, পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করিবার জন্য কপিল, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতির দেহধারণ হয় নাই; কারণ তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণজ্ঞান বিরাজমান থাকায় পরবর্তী জন্মে দেহোৎপত্তির হেতুস্বরূপ কর্মবীজ সমূলে নাশ পাইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বার্থচিন্তাপরিশূন্য হইয়া জগদ্বাসীর উপকারার্থে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; যেমন পরমর্ষি কপিল। সেইরূপ জগৎ-কর্তৃত্বের জন্য ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভের, জগতের নাশকার্যের জন্য মহেশ্বরের আবির্ভাব। ইঁহারা আবার সৃষ্টিকার্যও আরম্ভ করিলেন। এইভাবে স্বর্গরাজ্যের কর্তৃত্বের জন্য ইন্দ্রের, প্রেতলোকের কর্তৃত্বের জন্য যমের এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে অপরাপর দেবগণের উৎপত্তি হইল।[৯] এইসব অধিকারসম্পন্ন দেবগণ সমমর্যাদাবিশিষ্ট নহেন। কাহারও অধিকার এককল্প[১০]-স্থায়ী, কাহারও সহস্রকল্পস্থায়ী, কাহারও বা অন্যরূপ। এইসব অধিকারসম্পন্ন-দেবগণের সৃষ্টি অধিকারসর্গের অন্তর্গত। সাংখ্যকারিকায় এই বিষয়ে কোন উল্লেখ না থাকিলেও যুক্তিদীপিকায় ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১১]

অধিকারসম্পন্ন উন্নতস্তরের জীবগণের উৎপত্তি এবং অধিকারকাল পর্যন্ত

৮। যোগভাষ্যম্ ১।২৫

৯। ইদানীমপি চাদিসর্গে চাধিকারমাত্রবশাচ্ছরীরোৎপত্তিঃ স্যাৎ।—যুক্তি পৃঃ ৮৮

১০। ব্রহ্মার দিবাবসানে এক কল্প। (কল্পপ্রলয়ে ব্রহ্মণো দিবসাবসানে ইতি বাচস্পতিঃ।—তত্ত্ববৈশারদী ১।২৫)

১১। তস্মাদ্ দ্বিধা সর্গোঽধিকারলক্ষণঃ ভাবাখ্যশ্চ। * * তস্মাদধিকারভাবনিমিত্তো দ্বিধা সর্গঃ।—যুক্তি পৃঃ ১৩৪

তাঁহাদের অবস্থিতির কথা ব্রহ্মসূত্রেও পাওয়া যায়।[১২] আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কয়েকজন অধিকারসম্পন্ন ঋষির নামোল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, অপান্তরতমা নামে বেদাচার্য বিষ্ণু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া কলি ও দ্বাপরের সন্ধিক্ষণে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র বসিষ্ঠ ব্রহ্মার আদেশে মিত্র ও বরুণ হইতে উৎপন্ন হইলেন। বরুণযজ্ঞে ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগু প্রভৃতির উৎপত্তি হইল। রুদ্রকে বরপ্রদানের উদ্দেশ্যে সনৎকুমার স্কন্দরূপে অবতীর্ণ হইলেন। দক্ষ, নারদ প্রভৃতির দেহোৎপত্তি এইভাবে হইল। এই অপান্তরতমা প্রভৃতি ঋষিগণ বেদপ্রবর্তনাদি কার্যে নিযুক্ত হইয়া জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মুক্তির হেতুস্বরূপ পূর্ণজ্ঞান তাঁহাদের বর্তমান ছিল। অধিকারকাল পর্যন্ত তাঁহাদের জগতে অবস্থিতি। অধিকারকালের শেষে তাঁহাদের মুক্তি। শ্রুতিও বলেন, সহস্রযুগ পর্যন্ত জগৎনিরীক্ষণ-রূপ কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া ভগবান্ সূর্যদেব অধিকারকালের অন্তে মুক্তিদশা প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার উদয় ও অস্ত কিছুই হয় না। একাকী মধ্যস্থলে অবস্থান করেন। এই সকল উন্নতস্তরের জীবগণ স্বকীয় কর্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমনের ন্যায় এক দেহ হইতে অন্য দেহে স্বতন্ত্রভাবে যোগৈশ্বর্যবলে গমন করিতে পারিতেন। তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যস্মৃতি কখনও বিলুপ্ত হয় নাই। যোগবলে তাঁহারা নূতন নূতন দেহ নির্মাণ করিয়া তাহাতে যুগপৎ বা ক্রমান্বয়ে প্রবেশ করিতে পারিতেন। বিশেষ বিশেষ কর্তব্য (অধিকার) সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এই সকল উন্নতস্তরের জীবগণের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া ইঁহারা 'আধিকারিকপুরুষ' নামে পরিচিত।[১৩]

১২। যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্।—ব্রহ্মসূত্রম্ ৩।৩.৩২

১৩। অপান্তরতমা নাম বেদাচার্যঃ পুরাণর্ষিবিষ্ণুনিয়োগাৎ কলিদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সম্বভূবেতি স্মরন্তি। বসিষ্ঠশ্চ ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রঃ সন্নিমিশাপাদপগতপূর্বদেহঃ পুনর্ব্রহ্মাদেশান্ মিত্রাবরুণাভ্যাং সম্বভূবেতি। ভৃগ্বাদীনামপি ব্রহ্মণ এব মানসপুত্রাণাং বারুণে যজ্ঞে পুনরুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে। সনৎকুমারোঽপি ব্রহ্মণ এব মানসঃ পুত্রঃ স্বয়ং রুদ্রায় বরপ্রদানাৎ স্কন্দত্বেন প্রাদুর্বভূব। এবমেব দক্ষনারদপ্রভৃতীনাং ভূয়সী দেহান্তরোৎপত্তিঃ কথ্যতে তেন তেন নিমিত্তেন স্মৃতৌ। * * * তেষামপান্তরতমঃপ্রভৃতীনাং বেদপ্রবর্তনাদিষু লোকস্থিতিহেতুষধিকারেষু নিযুক্তানামধিকারতন্ত্রত্বাৎ স্থিতেঃ। যথাঽসৌ ভগবান্ সবিতা সহস্রযুগপর্যন্তং জগতোঽধিকারং চরিত্বা তদবসান উদয়াস্তময়বর্জিতং কৈবল্যমনুভবতি—'অথ তত ঊর্ধ্বম্ উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমেতৈকল এব মধ্যে স্থাতা' (ছান্দোগ্য ৩।১১।১) ইতি শ্রুতেঃ। যথা চ বর্তমানা ব্রহ্মবিদ আরব্ধভোগক্ষয়ে কৈবল্যমনুভবন্তি—'তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সংপৎস্যে' (ছান্দোগ্য ৬।১৪।২) ইতি শ্রুতেঃ, এবমপান্তরতমঃপ্রভৃতয়োঽপীশ্বরাঃ পরমেশ্বরেণ তেষু তেষ্বধিকারেষু নিযুক্তাঃ সন্তঃ সত্যপি সম্যগ্দর্শনে কৈবল্যহেতাবক্ষীণকর্মাণো যাবদধিকারমবতিষ্ঠন্তে। তদবসানে চাপবৃজ্যন্ত ইত্যবিরুদ্ধম্। সকৃৎপ্রবৃত্তমেব হি তে ফলদানায় কর্মাশয়মতিবাহয়ন্তঃ স্বাতন্ত্র্যেণৈব গৃহাদিব গৃহান্তরমন্যমন্যং দেহং সঞ্চরন্তঃ স্বাধিকারনির্বর্তনায়াপরিমুষিতস্মৃতয় এব দেহেন্দ্রিয়প্রকৃতিবশিত্বান্নির্মায় দেহান্ যুগপৎ ক্রমেণ বাঽধিতিষ্ঠন্তি।—শাঙ্করভাষ্যম্ (ব্রহ্মসূত্রম্ ৩।৩।৩২)

লিঙ্গসর্গ ও ভাবসর্গ দেব, মনুষ্য ও তির্যক্ রূপে তিন ভাগে বিভক্ত।[১৪] লিঙ্গশরীর পূর্বজন্মার্জিত কর্মানুসারে দেবতা, মনুষ্য বা তির্যক্ দেহ ধারণ করিতে পারে। এই ত্রিবিধ ভৌতিক সর্গকে সংক্ষেপে চতুর্দশ ভাগে সাংখ্যকারিকায় বিভাগ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দৈবসর্গ আট প্রকার, মনুষ্যসর্গ এক প্রকার, এবং তির্যক্‌সর্গ পাঁচ প্রকার।[১৫] দৈবসর্গ যথা :—(১) ব্রহ্মলোকবাসী, (২) প্রাজাপত্যলোকবাসী, (৩) ইন্দ্রলোকবাসী, (৪) পিতৃলোকবাসী, (৫) গন্ধর্বলোকবাসী, (৬) যক্ষলোকবাসী, (৭) রাক্ষসবৃন্দ এবং (৮) পিশাচগণ। ইহা বাচস্পতি মিশ্র [১৬] এবং মাঠরাচার্যের [১৭] অভিমত। গৌড়পাদভাষ্যে পিতৃলোকবাসিগণের স্থলে চন্দ্রলোকবাসিগণের উল্লেখ রহিয়াছে।[১৮] যুক্তিদীপিকায় যক্ষলোকবাসিগণের স্থলে নাগলোকবাসিগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমানরূপের জন্য যক্ষগণকেও রাক্ষসগণের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যুক্তিদীপিকাকার বলেন, উন্নতস্তরের জীবগণকে পূর্বোক্ত আটটি শ্রেণীর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে ; অবান্তর বিভাগ করা হয় নাই ; যেমন অসুরগণ ইন্দ্রলোকের অধিবাসীর মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। অসুরগণ পূর্বে দেবতা ছিল। শ্রুতি হইতে যুক্তিদীপিকায় এবিষয়ে প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপে সমানস্বভাব হেতু কিন্নর ও বিদ্যাধরগণকে গন্ধর্বলোকবাসিগণের এবং যমরূপ অধিপতি এক হওয়ায় প্রেতগণকে পিতৃলোকবাসিগণের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।[১৯] ব্রহ্ম হইতে পিশাচ পর্যন্ত অষ্টবিধ দৈবসর্গ সত্ত্ববহুল। তাঁহাদের মধ্যে রজঃ ও তমোগুণ থাকিলেও সত্ত্বগুণই প্রধানভাবে প্রকাশ পায়। এজন্য তাঁহারা সুখী। আবার দৈবসর্গের মধ্যে সত্ত্বগুণের তারতম্য রহিয়াছে। পিশাচ হইতে রাক্ষসগণের, রাক্ষস হইতে নাগগণের, নাগ হইতে গন্ধর্বগণের, গন্ধর্ব হইতে পিতৃগণের, পিতৃলোকবাসিগণ হইতে স্বর্গলোক-

---

১৪। লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যস্তস্মাদ্ দ্বিবিধঃ প্রবর্ততে সর্গঃ।—সা. কা ৫২
দেব-মনুষ্য-তির্যগ্-ভাবেন ব্যবতিষ্ঠত ইতি বাক্যশেষঃ।—যুক্তি পৃঃ ১৬৪

১৫। অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ ॥—সা. কা ৫৩

১৬। ব্রাহ্মপ্রাজাপত্যৈন্দ্রপৈত্রগান্ধর্বযাক্ষরাক্ষসপৈশাচা ইত্যষ্টবিধো দৈবঃ সর্গঃ।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৫৩)

১৭। ব্রাহ্মং প্রাজাপত্যন্ ইন্দ্রং পৈত্রং গান্ধর্বং যাক্ষং রাক্ষসং পৈশাচমিত্যেবমষ্টবিধো দৈবসর্গঃ।—মাঠরঃ (সা. কা ৫৩)

১৮। তত্র দৈবমষ্টপ্রকারং ব্রাহ্মং প্রাজাপত্যং সৌম্যমৈন্দ্রং গান্ধর্বং যাক্ষং রাক্ষসং পৈশাচমিতি।—গৌড়পাদভাষ্যম্ (সা. কা ৫৩)

১৯। অষ্টৌ বিকল্পা অস্য সোঽয়মষ্টবিকল্পঃ অষ্টপ্রকারভেদ ইত্যর্থঃ। তদ্ যথা—ব্রহ্ম-প্রজাপতীন্দ্র-পিতৃ-গন্ধর্ব-নাগ-রক্ষঃ-পিশাচাঃ। * * অসুরাণাং তাবৎ ঐন্দ্র এব স্থানেঽন্তর্ভাবঃ পূর্বদেবত্বাৎ, 'পূর্বদেবা হ্যসুরাঃ'। * * তথা যক্ষাণাং রক্ষঃস্বেকরূপত্বাৎ। কিন্নর-বিদ্যাধরাণাং গন্ধর্বেষু সমানশীলত্বাৎ। প্রেতানাং পিতৃষ্বধিপতিসামান্যাৎ। তস্মাৎ ত্রিবিকল্প এব ভূতসর্গঃ।—যুক্তি পৃঃ ১৬৫

বাসিগণের, তাঁহাদের হইতে প্রাজাপত্যলোকবাসিগণের এবং তাঁহাদের হইতে ব্রহ্মলোক-বাসিগণের মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রবল।[২০]

মনুষ্যগণের এক রূপ। তাঁহাদের ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিরূপে অবান্তর ভেদ করা হয় নাই ; কারণ সকলেরই আকৃতি সমান।[২১] মনুষ্যগণের মধ্যে সত্ত্ব ও তমোগুণ থাকিলেও রজোগুণের প্রাবল্য। রজোগুণের ফল প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তির ফল ক্রিয়ানুষ্ঠান। এজন্য মনুষ্যগণের মধ্যে দুঃখের ভাগ অধিক।[২২]

তির্যক্ সর্গ পাঁচ প্রকার :—(১) পশু অর্থাৎ তৃণভোজী জন্তুসমূহ, (২) মৃগ অর্থাৎ মাংসভোজী জন্তুসমূহ, (৩) পক্ষী, (৪) সরীসৃপ অর্থাৎ পদ ও পক্ষ ব্যতিরেকে গতিশীল সর্প, কীট, প্রভৃতি এবং (৫) স্থাবর অর্থাৎ তরু, লতা, গুল্ম প্রভৃতি।[২৩] ঘট প্রভৃতি স্থাবর শ্রেণীর অন্তর্গত।[২৪] পশু ও মৃগের পার্থক্য সাংখ্যকারিকায় বা যুক্তিদীপিকায় কিছুই উল্লিখিত হয় নাই। সাংখ্যসংগ্রহে গো হইতে মূষিক পর্যন্ত জীবগণকে পশু এবং সিংহ হইতে শৃগাল পর্যন্ত জীবগণকে মৃগ বলা হইয়াছে।[২৫] মনে হয়, তৃণভোজী জন্তুসমূহ পশুরূপে এবং মাংসাশী জন্তুসমূহ মৃগরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহারা নিম্নলোকের অধিবাসী। ইহাদের মধ্যে সত্ত্ব ও রজোগুণ গৌণভাবে অবস্থান করে এবং তমোগুণই প্রবল আকার ধারণ করে। এজন্য তির্যক্ যোনির জীবগণ তমোবহুল।[২৬] ইহাদের মধ্যে আবার তমোগুণের তারতম্য রহিয়াছে। পশু হইতে মৃগগণের মধ্যে তমোগুণের আধিক্য। এইভাবে মৃগ হইতে পক্ষিগণের, পক্ষী হইতে সরীসৃপসমূহের, এবং সরীসৃপ হইতে স্থাবরগণের মধ্যে তমোগুণ অধিক।[২৭]

যুক্তিদীপিকায় দেবগণের শরীরকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম প্রকার—প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, যেমন কপিল ও ব্রহ্মার দেহ। দ্বিতীয় প্রকার—আধ্যাত্মিক

২০। ঊর্ধ্বং সত্ত্ববিশালঃ।—সা. কা ৫৪

ঊর্ধ্বমিত্যনেনাষ্টৌ দেবস্থানান্যাহ। তত্রায়ং সর্গঃ সত্ত্ববিশালঃ। পিশাচেভ্যো রক্ষসাম্, রক্ষোভ্যো নাগানাং, নাগেভ্যো গন্ধর্বাণাং, গন্ধর্বেভ্যঃ পিতৄণাং, পিতৃভ্যস্ত্রিদশানাং, তেভ্যঃ প্রজাপতীনাং, তেভ্যোঽপি ব্রহ্মণঃ। এবং বিশালগ্রহণং সমর্থিতং ভবতি।—যুক্তি পৃঃ ১৬৫

২১। মানুষশ্চৈকবিধঃ ব্রাহ্মণত্বাদ্যবান্তরভেদাবিবক্ষয়া। সংস্থানস্য চতুর্বিশেষাদিতি বাচস্পতিঃ।—সা. কা ৫৩

২২। মধ্যে রজোবিশালঃ।—সা. কা ৫৪

২৩। তৈর্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি ; পশুমৃগপক্ষিসরীসৃপস্থাবরা ইতি বাচস্পতিঃ।—সা. কা ৫৩

২৪। ঘটাদয়স্ত্বশরীরত্বেঽপি স্থাবরা এবেতি বাচস্পতিঃ।—সা. কা ৫৩

২৫। গবাদিমূষকান্তাঃ পশবঃ, সিংহাদিশৃগালান্তাঃ মৃগাঃ।—সাংখ্যসংগ্রহঃ পৃঃ ১৩৭

২৬। তমোবিশালস্তু মূলতঃ সর্গঃ।—সা. কা ৫৪

২৭। পশুভ্যো হি মৃগাণাং প্রকৃষ্টতরং তমঃ, মৃগেভ্যঃ পক্ষিণাম্, পক্ষিভ্যঃ সরীসৃপাণাম্, সরীসৃপেভ্যঃ স্থাবরাণাম্।—যুক্তি পৃঃ ১৬৬

শক্তিবলে উৎপন্ন, যেমন ব্রহ্মার পুত্র ও পৌত্রগণের দেহ। তৃতীয় প্রকার—পিতামাতার সংসর্গের ফলে জাত; যেমন কশ্যপ ও অদিতির পুত্রগণ। চতুর্থ প্রকার—কেবল পিতা বা কেবল মাতা হইতে উৎপন্ন। কেবল পিতা হইতে উৎপন্ন যথা—মিত্র ও বরুণ হইতে জাত বসিষ্ঠের দেহ। মনুষ্যগণের দেহ কেবল জরায়ুজ। কোথাও কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেমন দ্রোণ, কৃপ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির দেহ। যজ্ঞসম্পাদনকালে পুণ্যবলে যজ্ঞাগ্নি হইতে তাঁহাদের দেহ উৎপন্ন হইয়াছিল। তির্যগ্‌যোনিগণের দেহ চারিপ্রকার হইতে পারে। অশ্ব প্রভৃতির দেহ জরায়ুজ; পক্ষী প্রভৃতির দেহ অণ্ডজ; তৃণাদির অবয়ব উদ্ভিজ্জ এবং ক্ষুদ্রজন্তুগণের শরীর স্বেদজ।[২৮] যুক্তিদীপিকার মতে স্থূলদেহের শ্রেণীভেদ এইরূপ।

সাংখ্যসূত্রে স্থূলশরীরগুলিকে ছয়ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে:—উষ্মজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, সাঙ্কল্পিক ও সাংসিদ্ধিক। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, শ্রুতিতে সর্বভূতের স্থূল-শরীর ত্রিবিধ (অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ) বলিয়া উল্লিখিত হইলেও এই ত্রৈবিধ্য প্রায়িক; ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। শরীর কেবল যে ত্রিবিধ, এমন কোন নিয়ম নাই। ভিক্ষু বলেন, মক্ষিকা, মশক প্রভৃতি দংশক প্রাণীর দেহ স্বেদজ। পক্ষী সর্প ইত্যাদির দেহ অণ্ডজ। মনুষ্যের দেহ জরায়ুজ। বৃক্ষ, লতা প্রভৃতির দেহ উদ্ভিজ্জ। সনকাদি মুনিগণের দেহ সাঙ্কল্পিক; তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই শরীর গ্রহণ করিতে পারেন। যে সকল দেহ মন্ত্রশক্তি, তপোবল প্রভৃতি দ্বারা উৎপন্ন, তাহা সাংসিদ্ধিক; যেমন তপঃপ্রভাবে রক্তবীজ দৈত্যের দেহ হইতে অনেক দেহ উৎপন্ন হইয়াছিল।[২৯]

স্থূলদেহগুলির উপাদান বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। স্থূলদেহ পাঞ্চভৌতিক বলিয়া প্রসিদ্ধ।[৩০] কেহ কেহ বলেন, স্থূলদেহ চাতুর্ভৌতিক।[৩১] তাঁহাদিগের মতে আকাশের

২৮। তত্র দেবানাং চতুর্বিধং শরীরম্। প্রধানানুগ্রহাৎ যথা পরমর্ষের্বিরিঞ্চস্য চ। তৎসিদ্ধিভ্যো যথা—ব্রহ্মণঃ পুত্রাণাং তৎপুত্রাণাঞ্চ। মাতাপিতৃভ্যো যথা—অদিতেঃ কশ্যপস্য চ পুত্রাণাম্। কেবলাদ্ বা যথা—পিতৃতো মিত্রাবরুণাভ্যাং বসিষ্ঠস্য। মনুষ্যাণান্তু জরায়ুজম্। ধর্মশক্তিবিশেষাৎ কস্যচিত্তথা অপি ভবতি, যথা দ্রোণকৃপকৃপীধৃষ্টদ্যুম্নাদীনাম্। তির্যগ্‌যোনীনামপি চতুর্বিধম্—জরায়ুজং গবাদীনামণ্ডজং চৈব পক্ষিণাম্। তৃণাদেশ্চোদ্ভিজ্জং ক্ষুদ্রজন্তূনাং স্বেদজং স্মৃতম্ ॥—যুক্তি পৃঃ ১৪৩

২৯। উষ্মজাণ্ডজজরায়ুজোদ্ভিজ্জসাঙ্কল্পিকসাংসিদ্ধিকং চেতি ন নিয়মঃ।—সা. সূ ৫।১১১। অত্র বিজ্ঞান-ভিক্ষুঃ—তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি, অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি শ্রুতাবণ্ডজাদিরূপং শরীরত্রৈবিধ্যং প্রায়িকাভিপ্রায়েণোক্তং, ন তু নিয়মঃ; যত উষ্মজাদি ষড়্‌বিধমেব শরীরং ভবতীত্যর্থঃ। তত্রোষ্মজা দংশমশকাদয়ঃ। অণ্ডজাঃ পক্ষিসর্পাদয়ঃ। জরায়ুজা মনুষ্যাদয়ঃ। উদ্ভিজ্জা বৃক্ষাদয়ঃ। সঙ্কল্পজা সনকাদয়ঃ। সাংসিদ্ধিকা মন্ত্রতপ-আদি-সিদ্ধিজাঃ, যথা রক্তবীজশরীরোৎপন্নশরীরাদয়ঃ ইতি।

৩০। পাঞ্চভৌতিকো দেহঃ।—সা. সূ ৩।১৭

৩১। চাতুর্ভৌতিকমিত্যেকে।—সা. সূ ৩।১৮

আরম্ভকত্ব নাই ; আকাশ কোনও পদার্থের উপাদান হয় না ; সুতরাং পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু—এই চারি ভূত হইতে স্থুলশরীর উৎপন্ন। আবার কাহারও মতে স্থুলশরীর ঐকভৌতিক। কেবল পৃথিবী দ্বারাই স্থুলশরীর গঠিত হয়। অন্য ভূতসকল উপষ্টম্ভক মাত্র অর্থাৎ পৃথিবীর পরিণামের প্রতি হেতু। অথবা ঐক-ভৌতিক শব্দের অর্থ এই যে, এক এক ভূতে এক এক শরীর উৎপন্ন। মনুষ্যাদির শরীরে পার্থিবাংশের আধিক্য হেতু এই সকল শরীরকে পার্থিব শরীর বলা হয়। সূর্যাদির দেহে তেজঃপদার্থের আধিক্য-বশতঃ তাহা তৈজস। সুবর্ণাদির শরীরে পৃথিবী প্রভৃতির অংশ থাকিলেও তাহাতে তেজঃপদার্থ অধিকমাত্রায় থাকায় তাহাকেও তৈজস পদার্থ বলা হয়। এইভাবে অন্যান্য শরীরে যে যে ভূতের অংশ অতিমাত্রায় থাকে, সেই সেই শরীরকে সেই সেই ভূতের পরিণাম বলা হয়।[৩২]

ভৌতিকসর্গ আলোচিত হইল। যতদিন লিঙ্গশরীরের নিবৃত্তি না হয়, ততদিন পর্যন্ত পুরুষ পূর্বোক্ত চতুর্দশবিধ ভৌতিক শরীরের অন্তভমে আবদ্ধ হন এবং সেই শরীরে জরামরণ জন্য দুঃখ তাঁহাকে ভোগ করিতেই হয়। দুঃখাদির সহিত লিঙ্গশরীরের স্বাভাবিক সম্বন্ধ রহিয়াছে। যিনি চেতন আত্মা, তিনিও পুরুষ অর্থাৎ লিঙ্গদেহরূপ পুরে শয়ান। গৃহে আগুন লাগিলে সেই গৃহশায়ী গৃহস্বামীর যেরূপ উত্তাপ লাগে, সেইরূপ লিঙ্গশরীরের স্বাভাবিক দুঃখরূপ উত্তাপ চেতন পুরুষকেও ভোগ করিতে হয়। যখন লিঙ্গশরীরের সহিত পুরুষের বিচ্ছেদ ঘটে, তখন তাহার পুনর্জন্মেরও নিবৃত্তি হয়। তখন তিনি মুক্ত পুরুষ।[৩৩]

মনুসংহিতার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের সৃষ্টিতে ভৌতিক সর্গের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে ভৌতিক সর্গের বিবরণ সংক্ষিপ্ত ; কিন্তু বিশ্বসৃষ্টিকে পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দর করিবার জন্য যে বিশাল রচনা, তাহার বর্ণনা মনুসংহিতায় পাওয়া যায়। জগতে প্রজাবৃদ্ধির জন্য ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণ সৃষ্টি করিলেন। প্রজাপতির মুখ, বাহু, উরু ও পাদদেশ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের উৎপত্তি হইল।[৩৪] অধ্যাপনা প্রভৃতি মুখসাধ্য কর্ম ; সেই অধ্যাপনাদিরূপ উৎকর্ষ থাকায় ব্রাহ্মণকে মুখ হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের কর্ম বাহুসাধ্য

৩২। ঐকভৌতিকমিত্যপরে।—সা. সূ ৩।১৯। অত্র বিজ্ঞানভিক্ষুঃ—পার্থিবমেব শরীরমন্যানি ভূতান্যু-পষ্টম্ভকমাত্রাণীতি ভাবঃ। অথবৈকভৌতিকমেকৈকভৌতিকমিত্যর্থঃ। মনুষ্যাদিশরীরে পার্থিবাংশাধিক্যেন পার্থিবতা, সূর্যাদিলোকেষু চ তেজআদ্যাধিক্যেন তৈজসাদিতা শরীরাণাম্ সুবর্ণাদীনামিবেতি।

৩৩। অত্র জরামরণ-কৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্ দুঃখং স্বভাবেন ॥—সা. কা ৫৫

৩৪। লোকানাং তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রং চ নিরবর্তয়ৎ ॥—মনু ১।৩১

যুক্ত। বৈশ্যের কর্ম উরুসাধ্য ; কারণ পশুরক্ষা, গোযূথের সহিত বিচরণ, বাণিজ্যের জন্য স্থলপথে ও জলপথে ভ্রমণ প্রভৃতি কর্ম উরুর শক্তির উপর নির্ভর করে। শূদ্রের কর্ম শুশ্রূষা। বেদেও ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তির এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।[৩৫]

প্রজাপতি নিজ দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অর্ধাংশে পুরুষ ও অর্ধাংশে নারী হইলেন এবং সেই নারীতে বিরাট্ পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।[৩৬] বেদেও ব্রহ্মা হইতে বিরাট্ পুরুষের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।[৩৭]

মনুসংহিতার তৃতীয় পর্যায়ের সৃষ্টিপ্রক্রিয়াতে দেখা যায় যে, বিরাট্ প্রথমে সৃষ্টি করিলেন মনুকে। মনু দীর্ঘকাল কঠোর তপশ্চরণ করিয়া মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বসিষ্ট, ভৃগু ও নারদ—এই দশ প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিলেন। এই প্রজাপতিগণ মহাপ্রভাবশালী অপর সাতজন মনুকে সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারা হইলেন —সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি।[৩৮] 'মনু' শব্দটি অধিকারবোধক ; এক এক মনুর অধিকার-কালকে 'মন্বন্তর' বলা হয়। মনু সংখ্যায় চতুর্দশ এবং মন্বন্তরও চতুর্দশ। চতুর্দশ মনু হইলেন—স্বায়ম্ভুব মনু, পূর্বোক্ত সাতজন মনু এবং স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে উৎপন্ন অপর ছয়জন মনু—স্বারোচিষ, ঔত্তমি, রৈবত, তামস, চাক্ষুষ এবং বৈবস্বত। স্বায়ম্ভুব মনুর ন্যায় স্বারোচিষ প্রভৃতি শেষোক্ত ছয়জন মনু প্রজাসৃষ্টি, প্রজাপালন প্রভৃতি একই কর্মে নিযুক্ত বলিয়া ইঁহাদিগকে স্বায়ম্ভুব মনুর বংশোৎপন্ন বলা হইয়াছে।[৩৯] এক এক মন্বন্তরে এক এক মনুর প্রজাসৃষ্টি, প্রজাপালন

৩৫। ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥—ঋগ্‌বেদঃ ১০।৯০।১২

৩৬। দ্বিধা কৃত্বাঽঽত্মনো দেহমর্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ ॥—মনু ১।৩২

৩৭। ততো বিরাড়জায়ত—ঋগ্‌বেদঃ ১০।৮০।৫

৩৮। তপস্তপ্ত্বাঽসৃজদ্ যং তু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ ॥
অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরম্।
পতীন্ প্রজানামসৃজম্ মহর্ষীনাদিতো দশ ॥
মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বসিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ ॥
এতে মনূংস্তু সপ্তান্যান্ অসৃজন্ ভূরিতেজসঃ।
দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ মহর্ষীংশ্চামিতৌজসঃ ॥—মনু ১।৩৩-৩৬

৩৯। অথবা একস্মিন্ কার্যেঽধিকৃতা বংশ্যা এককর্মান্বয়েন প্রাণিনাং বংশব্যবহারো ভবতি। 'দ্বৌ মুনী ব্যাকরণস্য বংশ্যৌ'।—মেধাতিথিঃ (মনু ১।৬১)

প্রভৃতিতে অধিকার এবং তিনি স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ প্রভৃতি বিশিষ্ট নামে অভিহিত হন।[৪০] দ্বাদশ সহস্র দৈব সংবৎসরে এক দৈবযুগ। সেই দৈবযুগকে একসপ্ততিগুণ করিলে যে কাল হয় (অর্থাৎ প্রায় আট লক্ষ বাহান্ন হাজার দৈব বৎসর), তাহা মনুসংহিতায় কথিত মন্বন্তরের কাল। মন্বন্তরের সংখ্যা অসংখ্য; কারণ সৃষ্টি ও প্রলয় অসংখ্যবার আবৃত্ত হইতেছে। পরমব্রহ্ম লীলাচ্ছলে এই সৃষ্টি ও প্রলয়ক্রিয়া পুনঃ পুনঃ করিয়া থাকেন।[৪১] ব্রহ্মসূত্রেও ক্রীড়াচ্ছলে ব্রহ্ম কর্তৃক জগৎসৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে।[৪২]

সপ্ত মনুর সৃষ্টির পর পূর্বোক্ত দশ প্রজাপতি কর্তৃক দেবগণ, দেবগণের নিবাসস্থান, স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি এবং মহর্ষিগণ সৃষ্ট হইলেন। যদিও ব্রহ্মা কর্তৃক ইন্দ্রাদি দেবগণের সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি সকল দেবতা ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই; যেহেতু দেবগণ অসংখ্য। দর্শ প্রজাপতি পুনরায় যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব, অসুর, নাগ, সর্প, সুপর্ণ, পিতৃগণ, বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘ, রোহিত, ইন্দ্রধনু, উল্কা প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন।[৪৩] ইহা ব্যতীত তাঁহারা বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ এবং কিন্নর, বানর, মৎস্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জীব সৃষ্টি করিয়া স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগদ্রচনার কার্য সম্পূর্ণ করিলেন।[৪৪] জীবগণের বিভিন্ন রূপগ্রহণের নিয়ামক হইল তাঁহাদের পূর্বজন্মকৃত স্বকীয় কর্ম।

মনুসংহিতার চতুর্থ পর্যায়ের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট

৪০। মনুশব্দোঽয়মধিকারবাচী। চতুর্দশসু মন্বন্তরেষু যস্ত যত্র সর্গাধিকারঃ, স এব তস্মিন্ মন্বন্তরে স্বায়ম্ভুব-স্বারোচিষাদিনামভির্মনুরিতি ব্যপদিশ্যতে।—কুল্লূকঃ (মনু ১।৩১)

৪১। যৎ প্রাগ্ দ্বাদশসাহস্রমুদিতং দৈবিকং যুগম্।
তদেকসপ্ততিগুণং মন্বন্তরমিহোচ্যতে ॥
মন্বন্তরাণ্যসংখ্যানি সর্গঃ সংহার এব চ।
ক্রীড়ন্নিবৈতৎ কুরুতে পরমেষ্ঠী পুনঃ পুনঃ ॥—মনু ১।৭৯-৮০

৪২। লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।—ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।৩৩

৪৩। যক্ষ—কুবের ও তাহার অনুচরগণ। রাক্ষস—রাবণ, বিভীষণ প্রভৃতি। পিশাচ—ইহারা যক্ষ ও রাক্ষসগণ অপেক্ষা অধিক ক্রূরস্বভাব এবং অপবিত্র মরুভূমি প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করে। ইহারা যে কোন ছল অবলম্বন করিয়া প্রাণিদিগের জীবনান্ত ঘটায় এবং অদৃষ্ট শক্তিবলে নানাপ্রকার ব্যাধিও জন্মাইয়া থাকে। গন্ধর্ব—দেবগণের অনুচর চিত্ররথ প্রভৃতি। গীত ও নৃত্য তাহাদের প্রধান কাজ। অসুর—বৃত্র, বিরোচন প্রভৃতি। নাগ—বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি। সর্প—ইহারা নাগ হইতে নিকৃষ্ট, যেমন অলগর্দ প্রভৃতি। সুপর্ণ—গরুড় প্রভৃতি বিশেষজাতীয় পক্ষী। পিতৃগণ—সোমপা, আজ্যপা প্রভৃতি; ইঁহারা স্বস্থান পিতৃলোকে দেবগণের ন্যায় বিরাজ করেন। রোহিত—মধ্যে মধ্যে অন্তরীক্ষে রক্ত নীল বর্ণের এক প্রকার দণ্ডের ন্যায় দীর্ঘাকৃতি জ্যোতিষ্ক পদার্থ দেখা যায়। কখন উহা সূর্যমণ্ডলে সংলগ্ন থাকে, কখনও বা অন্যস্থলে দৃষ্ট হয়; ইহার নাম রোহিত। উল্কা—সন্ধ্যাকালে বা তাহার কিছু পরে, কখনও বা অন্যসময়ে রেখার আকারে অন্তরীক্ষ হইতে পতিত জ্যোতিষ্ক পদার্থ।

৪৪। মনুসংহিতা ১।৩৭-৪১

স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ এবং বৈবস্বত—এই ছয় জন মনু প্রত্যেকেই আপন আপন অধিকার-কালে প্রজা সৃষ্টি করিয়া বংশবিস্তার করিয়াছিলেন।[৪৫]

মনুসংহিতার পঞ্চম পর্যায়ের সৃষ্টিতে মহাভূতগণের উৎপত্তি ও তাহাদের গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে।[৪৬] প্রথম পর্যায়ের সৃষ্টিবর্ণনাকালে এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে এবং তাহা সবিস্তারে পঞ্চম পর্যায়ের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় উল্লিখিত হইয়াছে। তত্ত্বসর্গ বর্ণনা কালে মহাভূতগণ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এইভাবে পঞ্চ পর্যায়ে মনুসংহিতার সমগ্র সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে।

মনুসংহিতার ভৌতিক সৃষ্টি প্রক্রিয়া হইতে দেখা যায় যে, প্রজাসৃষ্টি, প্রজাপালন প্রভৃতি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক চতুর্দশ মনু সৃষ্ট হইয়াছিলেন। স্ব স্ব অধিকারকাল পর্যন্ত ইহাদের অবস্থিতি এবং তৎপরে ইহাদের তিরোভাব। স্বকীয় অধিকারকালে ইঁহারা আপন কর্তব্য প্রতিপালন করেন। সুতরাং এই চতুর্দশ মনুকে আধিকারিক পুরুষ বলা যাইতে পারে এবং ইঁহাদের সৃষ্টিকে অধিকারসর্গের অন্তর্গত করা যায়। ইহা যুক্তিদীপিকায় বর্ণিত অধিকারসর্গের অনুযায়ী মনে হয়।

মনুর মতে মনুষ্যগণের দেহ জরায়ুজ। রাক্ষস ও পিশাচগণের দেহও জরায়ুজ। তির্যগ্‌জাতির মধ্যে পশু, মৃগ, এবং দন্তপংক্তিবিশিষ্ট হিংস্র প্রাণিসমূহ জরায়ুজ।[৪৭] গো প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু 'পশু' সংজ্ঞায় এবং হরিণ প্রভৃতি বন্য জন্তু 'মৃগ' নামে মনুসংহিতায় গৃহীত হইয়াছে।[৪৮] পক্ষী, সর্প, কুম্ভীর, মৎস্য, কচ্ছপ প্রভৃতি স্থলজ ও জলজ জন্তুসমূহ অণ্ডজ।[৪৯] মশক, মক্ষিকা, মৎকুন প্রভৃতি প্রাণীর দেহ স্বেদজ।[৫০] সকল বৃক্ষই উদ্ভিজ্জ; কারণ তাহারা ভূমি ভেদ করিয়া উদ্‌গত হয়। তাহারা বীজ হইতে অথবা কাণ্ড হইতে জন্মে। বৃক্ষসমূহ দুই প্রকার। ঔষধিসমূহ বহু পুষ্প ও ফল ধারণ করে এবং

৪৫। স্বায়ম্ভুবস্যাস্য মনোঃ ষড়্ বংশ্যা মনবোঽপরে।
সৃষ্টবন্তঃ প্রজাঃ স্বাঃ স্বা মহাত্মানো মহৌজসঃ ॥
স্বারোচিষশ্চোত্তমিশ্চ তামসো রৈবতস্তথা।
চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা বিবস্বৎসুত এব চ ॥—মনু ১।৬১-৬২

৪৬। মনুসংহিতা ১।৭৪-৭৮

৪৭। পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ মনুষ্যাশ্চ জরায়ুজাঃ ॥—মনু ১।৪৩

৪৮। পশবো গবাদ্যাঃ। মৃগাঃ হরিণাদ্যাঃ ইতি কুল্লুকঃ।—মনু ১।৩৯

৪৯। অণ্ডজাঃ পক্ষিণঃ সর্পা নক্রা মৎস্যাশ্চ কচ্ছপাঃ।
যানি চৈবম্প্রকারাণি স্থলজান্যৌদকানি চ ॥—মনু ১।৪৪

৫০। স্বেদজং দংশমশকং যূকা-মক্ষিক-মৎকুণম্।
উষ্মণশ্চোপজায়তে যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদীদৃশম্ ॥—মনু ১।৪৫

ফল পাকিলে তাহারা মরিয়া যায়। পক্ষান্তরে বনস্পতিসমূহ হইতে পুষ্প ব্যতিরেকে ফল জন্মে। বিবিধ গুল্ম, গুচ্ছ, তৃণ প্রভৃতিও বীজ হইতে অথবা কাণ্ড হইতে জন্মে। তাহারাও উদ্ভিজ।[৫১] এই সকল বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি পূর্বজন্মে অর্জিত অধর্মানুসারে তমোগুণের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। ইহাদিগের অন্তরে চৈতন্য আছে; এজন্য ইহাদের সুখ-দুঃখবোধ হইয়া থাকে।[৫২]

যুক্তিদীপিকায় মনুষ্যগণের দেহকে জরায়ুজ বলা হইয়াছে এবং তির্যক্ প্রাণিগণের দেহসমূহকে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ রূপে বিভাগ করা হইয়াছে। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, এই বিষয়ে সাংখ্যদর্শনের মত মনুসংহিতায় অনুসৃত হইয়াছে। দেবগণের দেহবিভাগ সম্বন্ধে মনু কিছুই বলেন নাই।

ভৌতিক সর্গ বিষয়ে মহাভারত, শ্রীমদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, চরকসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা এবং বুদ্ধচরিতে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় নাই।

৫১। উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্বে বীজকাণ্ডপ্ররোহিণঃ।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বহু পুষ্পফলোপগাঃ॥
অপুষ্পাঃ ফলবন্তো যে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ।
পুষ্পিনঃ ফলিনশ্চৈব বৃক্ষাস্তূভয়তঃ স্মৃতাঃ॥
গুচ্ছগুল্মং তু বিবিধং তথৈব তৃণজাতয়ঃ।
বীজকাণ্ডরুহাণ্যেব প্রতানা বল্ল্য এব চ॥—মনু ১।৪৬-৪৮

৫২। তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥—মনু ১।৪৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রলয়-প্রক্রিয়া

পূর্ববর্তী তিনটি পরিচ্ছেদে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রলয়প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। বর্তমান পরিচ্ছেদে প্রলয়-প্রক্রিয়া বর্ণিত হইতেছে।

প্রকৃতির সহিত পুরুষের অনাদি সম্বন্ধ। পুরুষের প্রভাবে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ভগ্ন হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর পুরুষের সুখদুঃখাদিভোগ এবং পরিশেষে মুক্তিসম্পাদনের জন্য প্রকৃতির মহৎ-তত্ত্বাদি রূপে পরিণাম ঘটিয়া থাকে। যখন পুরুষগণের কর্মসমূহ সমবেতভাবে সাময়িক ভোগবিরতি আকাঙ্ক্ষা করে, তখন প্রলয়ক্রিয়া ঘটে। প্রলয়শেষে পুরুষগণের ভোগের জন্য উপযুক্ত জগৎ নির্মাণের ইচ্ছা প্রকৃতির মধ্যে আবার জাগ্রত হয় এবং তাহার ফলে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ভগ্ন হয় ও সৃষ্টিক্রিয়া চলিতে থাকে।[১] প্রলয়কালে কার্যসমূহ তাহাদের কারণে বিলীন হয়। পঞ্চ মহাভূত পঞ্চ তন্মাত্রে লয় পায়। পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহৎ-তত্ত্বে, এবং মহৎ-তত্ত্ব প্রকৃতির মধ্যে লীন হয়। প্রকৃতির কোন কারণ নাই। তিনি মূল প্রকৃতি। তাঁহার কোথাও বিলয় নাই। প্রলয়কালেও তিনি অবস্থান করেন।[২]

১। But still the question remains, what breaks the state of equilibrium? The Sāṃkhya answer is that it is due to the trancedental influence of the puruṣa. This influence of the puruṣa again means that there is inherent in the guṇas a teleology that all their movements or modifications should take place in such a way that these may serve the purposes of the puruṣas. Thus when the karmas of the puruṣas had demanded that there should be a suspension of all experience, for a period, there was a pralaya. At the end of it, it is the same inherent purpose of the prakṛti that wakes it up for the formation of a suitable world for the experiences of thc puruṣas by which its quiescent state is disturbed.—S. N. Dasgupta (Hist of Ind. phil—Vol 1-p 248)

২। প্রতিসর্গে তু মৃৎপিণ্ডং হেমপিণ্ডং বা ঘটমুকুটাদয়ো বিশন্তোঽব্যক্তীভবন্তি। * * এবং পৃথিব্যাদয়স্ত-ন্মাত্রাণি বিশন্তঃ স্বাপেক্ষয়া তন্মাত্রাণ্যব্যক্তয়ন্তি। এবং তন্মাত্রাণ্যহঙ্কারং বিশন্তি অহঙ্কারমব্যক্তয়ন্তি। এবমহঙ্কারো মহান্তমাবিশন্ মহান্তমব্যক্তয়তি। মহান্ প্রকৃতিং স্বকারণং বিশন্ প্রকৃতিমব্যক্তয়তি। প্রকৃতেস্তু ন ক্বচিন্ নিবেশ ইতি সা সর্বকার্যাণামব্যক্তমেব।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ১৫)

মহাভারতের মতে প্রলয়কালে ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত দ্বাদশ আদিত্য আকাশে আবির্ভূত হইয়া সমস্ত জগৎ ধ্বংস করিতে থাকে। পৃথিবীস্থ স্থাবর ও জঙ্গমপ্রাণিসমূহ প্রথমে লয় পাইয়া ভূমি হইয়া যায় এবং পৃথিবী কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। জল পৃথিবীর গুণ গন্ধকে গ্রাস করে এবং গন্ধহীন পৃথিবী লয় পাইবার উপযোগী হয়। তখন তরঙ্গ ও মহাধ্বনিযুক্ত জলরাশি সমগ্র জগৎ পূর্ণ করিয়া অবস্থান করিতে থাকে। তৎপরে তেজ জলের গুণ রসকে গ্রাস করে এবং গুণহীন জল তেজের মধ্যে লয় পায়। তখন অগ্নিশিখাসকল আকাশস্থিত সূর্যকে আবরণ করে এবং সমগ্র আকাশ অত্যন্ত জলিতে থাকে। তারপর বায়ু অগ্নির গুণ রূপকে গ্রাস করে এবং অগ্নি বায়ুর মধ্যে লয় পায়। বিশাল বায়ু চতুর্দিক প্রকম্পিত করিয়া অবস্থান করে। তারপর আকাশ বায়ুর গুণ স্পর্শকে গ্রাস করিলে বায়ু সুস্থির হয়। আকাশ তখন কেবলমাত্র শব্দতন্মাত্রযুক্ত হইয়া মূর্তিহীন অবস্থায় বিরাজ করিতে থাকে। মন আকাশের গুণ শব্দকে গ্রাস করে। তদনন্তর অহঙ্কার মনকে এবং মহৎ-তত্ত্ব অহঙ্কারকে গ্রাস করে। অবশেষে মহৎ-তত্ত্ব ব্রহ্মে লয় পায়। এইভাবে সমগ্র জগৎ ব্রহ্মে বিলীন হয়।[৩] মহাভারতোক্ত এই প্রলয়প্রক্রিয়ার সহিত সাংখ্যোক্ত প্রলয়প্রক্রিয়ার কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষণীয়।

৩। (ক) প্রত্যাহারং তু বক্ষ্যামি শর্বর্যাদৌ গতেঽহনি।
যথেদং কুরুতেঽধ্যাত্মং সুসূক্ষ্মং বিশ্বমীশ্বরঃ॥
দিবি সূর্যাস্তথা সপ্ত দহন্তি শিখিনোঽর্চিষা।
সর্বমেতৎ তদার্চিভিঃ পূর্ণং জাজ্বল্যতে জগৎ॥—মহা ১২।২২৪।৭৪-৭৫।
(খ) পৃথিব্যাং যানি ভূতানি জঙ্গমানি ধ্রুবাণি চ।
তান্যেবাগ্রে প্রলীয়ন্তে ভূমিত্বমুপযান্তি চ॥
* * ভূমেরপি গুণং গন্ধমাপ আদদতে যদা।
আত্তগন্ধা তদা ভূমিঃ প্রলয়ত্বায় কল্পতে॥
আপস্ততঃ প্রতিষ্ঠন্তি ঊর্মিমত্যো মহাস্বনাঃ।
সর্বমেবেদমাপূর্য তিষ্ঠন্তি চ চরন্তি চ॥
অপামপি গুণাংস্তাত জ্যোতিরাদদতে যদা।
আপস্তদা আত্তগুণা জ্যোতিষ্যুপরমন্তি চ॥
* * জ্যোতিষোঽপি গুণং রূপং বায়ুরাদদতে যদা।
প্রশাম্যতি তদা জ্যোতির্বায়ুর্দোধূয়তে মহান্॥
* * বায়োরপি গুণং স্পর্শমাকাশং গ্রসতে যদা।
প্রশাম্যতি তদা বায়ুঃ খং তু তিষ্ঠতি নাদবৎ॥
আকাশস্য গুণং শব্দমভিব্যক্তাত্মকং মনঃ॥—মহা ১২।২২৫।১-১০

মনুসংহিতায় প্রলয়ক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। পরমব্রহ্মের অভিধ্যানমাত্রে জগতের সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয়। আবার তাঁহার ইচ্ছাতেই প্রলয়ক্রিয়া ঘটে। প্রলয়কাল পরমব্রহ্মের নিদ্রাবস্থাস্বরূপ। জগতের সৃষ্টিস্থিতির ইচ্ছা তখন তাঁহার নিবৃত্ত হয়। নিত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ পরমাত্মার সুষুপ্তি সম্ভব না হইলেও তাঁহাতে জীবধর্মের আরোপ করিয়া এইরূপ বলা হইয়া থাকে। যখন সর্বকারণ পরমেশ্বর কৃতকৃত্য হইয়া সুখে নিদ্রা যান, তখন সমস্ত জগৎ তাঁহার মধ্যে যুগপৎ লয়প্রাপ্ত হয়। জীবাত্ম-সমূহ তখন স্বকর্ম হইতে বিরত হন। তাঁহাদের জন্মগ্রহণাদি ক্রিয়া বন্ধ থাকে, সকল প্রকার শারীরিক ক্রিয়ার বিরতি ঘটে এবং মনও সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত বৃত্তিরহিত হয়।[৪]

মেধাতিথি মনুর প্রলয়ক্রিয়াকে সাংখ্যমতেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যখন প্রলয়কালে জগতের সকল পদার্থ প্রকৃতির মধ্যে যুগপৎ লয় পায়, তখন প্রকৃতি নিদ্রিত হইয়া পড়েন। ব্রহ্মাণ্ডোদরে যত কিছু বস্তু আছে, তৎসমুদয়ই যুগপৎ স্ববিকারাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া সেই কারণস্বরূপ প্রকৃতির স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। অচেতন প্রকৃতির নিদ্রা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রকৃতির নিদ্রা অর্থে তাঁহার যে বিষম পরিণাম হইতেছিল, তাহার বিরতি।[৫]

মনুর মতে প্রলয়কালে জগতের সমুদয় পদার্থ পরমব্রহ্মে যুগপৎ লয় পায়। কিন্তু সাংখ্যমতে পঞ্চভূত পঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারে ইত্যাদি ক্রমে কার্যসমূহ নির্দিষ্ট স্বকারণে লোপ পায়। প্রকৃতিতে নিখিল পদার্থের বিলয়প্রাপ্তি যুগপৎ নহে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের মতে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে জীবের কর্মফলভোগের নিমিত্ত বিশাল জন্মমরণপ্রবাহ অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকে। আবার তাঁহার ইচ্ছাতেই বিশ্বের প্রলয় হয়। প্রলয়কালে শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির ফলে শরীরবর্ধক অন্ন ক্ষীণ হইলে শরীর নাশ পায়। অন্ন বীজসমূহে বিলীন হয় অর্থাৎ ভূমিতে উপ্ত বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্‌গম হয় না।

(গ) মনঃ প্রমতি সর্বাত্মা সোঽহঙ্কারঃ প্রজাপতিঃ।
অহঙ্কারঃ মহানাত্মা ভূতভব্যভবিষ্যবিৎ ॥
তমপ্যনুগমাত্মানং বিশ্বং শম্ভুঃ প্রজাপতিঃ ॥—মহা ১২।৩০০।১২-১৩

৪। তস্মিন্ স্বপতি তু স্বস্থে কর্মাত্মানঃ শরীরিণঃ।
স্বকর্মভ্যো নিবর্তন্তে মনশ্চ গ্লানিমৃচ্ছতি ॥
যুগপত্তু প্রলীয়ন্তে যদা তস্মিন্ মহাত্মনি।
তদায়ং সর্বভূতাত্মা সুখং স্বপিতি নির্বৃতঃ ॥—মনু ১।৫৩-৫৪

৫। প্রধানবিষয়ো বায়ং শ্লোকো বর্ণনীয়ঃ। তদা প্রধানং স্বপিতি যদা যুগপৎ সর্বাণি ভূতানি তত্র প্রলীয়ন্তে তদাত্মতাং কারণস্বরূপতামাপদ্যন্তে বিকারাবস্থামুজ্ঝন্তি যুগপদ্ যাবন্তি ত্রৈলোক্যোদরবর্তীনি। স্বাপশ্চ পরিণামনিবৃত্তির্ন পুনর্জ্ঞানোপসংহৃতিঃ অচেতনত্ব প্রধানস্য। সুখং চোপচারতোঽচেতনত্বাদেব।—মেধাতিথিঃ (মনু ১।৫৪)

বীজসমূহ ভূমিতে লয় পায় এবং ভূমি গন্ধতন্মাত্রে লীন হয়। তৎপরে গন্ধতন্মাত্র জলে এবং জল রসতন্মাত্রে লয় পায়। এইভাবে রসতন্মাত্র তেজে, তেজ রূপতন্মাত্রে, রূপতন্মাত্র বায়ুতে, বায়ু স্পর্শতন্মাত্রে, স্পর্শতন্মাত্র আকাশে, আকাশ শব্দতন্মাত্রে এবং শব্দতন্মাত্র তামস অহঙ্কারে লীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ তাহাদের কারণ রাজস অহঙ্কারে লয় পায়। মন সাত্ত্বিক অহঙ্কারে প্রবেশ করে। অনন্তর অহঙ্কার মহৎ-তত্ত্বে লীন হয়। মহৎ-তত্ত্ব প্রকৃতিতে লয় পায়। প্রকৃতি কালে বিলীন হন অর্থাৎ পুনরায় সৃষ্টিকাল অপেক্ষা করিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। কালের সহিত একীভূত প্রকৃতি পরমব্রহ্মে বিলীন হন।[৬]

ভাগবতে বর্ণিত প্রলয়প্রক্রিয়ার সহিত সাংখ্যোক্ত প্রলয়ক্রিয়ার সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে ভাগবতের মতে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি এবং তাঁহাতে জগতের বিলয় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্গীতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, চরকসংহিতা ও বুদ্ধচরিতে প্রলয়ক্রিয়া বিষয়ে কোন বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় নাই।

৬। সর্গঃ প্রবর্ততে তাবৎ পৌর্বাপর্যেণ নিত্যশঃ।
মহান্ গুণবিসর্গার্থঃ স্থিত্যন্তো যাবদীক্ষণম্॥
* * অন্নে প্রলীয়তে মর্ত্যমন্নং ধানাসু লীয়তে।
ধানা ভূমৌ প্রলীয়ন্তে ভূমির্গন্ধে প্রলীয়তে।
অপ্সু প্রলীয়তে গন্ধ আপশ্চ সগুণে রসে।
লীয়তে জ্যোতিষি রসো জ্যোতী রূপে প্রলীয়তে॥
রূপং বায়ৌ স চ স্পর্শে লীয়তে সোঽপি চাম্বরে।
অম্বরং শব্দতন্মাত্রে ইন্দ্রিয়াণি স্বযোনিষু॥
যোনির্বৈকারিকে সৌম্য লীয়তে মনসীশ্বরে।
শব্দো ভূতাদিমপ্যেতি ভূতাদির্মহতি প্রভুঃ॥
স লীয়তে মহান্ স্বেষু গুণেষু গুণবত্তমঃ।
তেঽব্যক্তে সম্প্রলীয়ন্তে তৎ কালে লীয়তেঽব্যয়ে॥
কালো মায়াময়ে জীবে জীব আত্মনি ময্যজে।
আত্মা কেবল আত্মস্থো বিকল্পাপায়লক্ষণঃ॥—ভাগ ১১।২৪।২০-২৭।
মায়াময়ে মায়াপ্রবর্তকে জ্ঞানময়ে বা ; অতএব জীবয়তীতি জীবস্তস্মিন্ মহাপুরুষে ইতি শ্রীধরস্বামী।

সপ্তম অধ্যায়

বন্ধন ও মুক্তি

বন্ধনদশা

জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট জগতের সকল বস্তুই দুঃখময়; কোন বস্তু আপাতদৃষ্টিতে সুখপ্রদ হইলেও পরিণামে তাহা কষ্টদায়ক। ভোগ্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ কখনও চরিতার্থ হয় না; বরং তাহা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি-প্রদানের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের ভোগস্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে থাকে। সেই ভোগবাসনা অচরিতার্থ হইলে চিত্তে অশান্তি ও দুঃখ উপস্থিত হয়; সুখব্যাঘাতকারীর প্রতি দ্বেষ জন্মে। দ্বেষের ফলে পাপোৎপত্তি হেতু দুঃখ উপস্থিত হয়। ভোগলালসা চরিতার্থ হইলেও নানারূপ ব্যাধি ও পাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সুখার্থী জীব বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া গভীর দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন হয়। ইহা বস্তুর পরিণাম-দুঃখতা। আবার সুখভোগ-কালে বিষয়নাশভীতিতে জীবের দুঃখ উপস্থিত হয় এবং সুখনাশকারীর প্রতি দ্বেষ জন্মে। সুখের আশায় বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া জীবগণ কাহাকেও প্রীত করে; আবার কাহাকেও বা দুঃখিত করে। ফলে পাপ-পুণ্য অর্জিত হইয়া পূর্বসঞ্চিত পাপপুণ্যের পরিমাণ বর্ধিত হয়। ইহা বস্তুর তাপদুঃখতা। আবার বস্তুর মধ্যে সংস্কার-দুঃখতাও রহিয়াছে। সুখানুভবের ফলে সংস্কার উৎপন্ন হয়; সংস্কার হইতে সুখ-স্মরণ; তাহা হইতে ভোগস্পৃহা; ফলে মন, বাক্য ও দেহের প্রচেষ্টা; তাহা হইতে পুণ্যাপুণ্যের উৎপত্তি এবং তাহার ফলস্বরূপ সুখদুঃখ-ভোগ; তদনন্তর সংস্কার। এইভাবে অনাদি দুঃখস্রোতের প্রবাহ জ্ঞানিব্যক্তিগণকে সুখের মধ্যেও পীড়া দেয়। ভোগনাশকালে সংস্কারোৎপত্তি না হইলে জীবের দুঃখধারা অব্যাহত থাকিত না। কিন্তু ভোগনাশে সংস্কারের উৎপত্তি অবশ্যই হইয়া থাকে। অতএব বস্তুর সংস্কারদুঃখতা স্বীকার করিতে হয়। গুণবৃত্তিবিরোধহেতুও সকল বস্তুই দুঃখময়। বস্তুমাত্রই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ গুণত্রয়ের পরিণাম। সুখ, দুঃখ ও মোহ রূপ বৃত্তিবিশিষ্ট এই গুণত্রয় পরস্পর বিরোধশীল। তাহাদের মধ্যে অভিভাব্য-অভিভাবক-ভাব সর্বদা বর্তমান। সুতরাং তাহারা সকল সময়ে সকলের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না। এইজন্য যোগদর্শনে সকল বস্তুকে দুঃখময় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[১] বস্তুর স্বভাবের মধ্যে এই দুঃখদর্শন কেবল জ্ঞানিব্যক্তিগণের পক্ষে সম্ভব; সাধারণ ব্যক্তিগণ

১। পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ।—যো. দ. ২।১৫

ইহা অনুভব করিতে পারেন না। এইজন্য জ্ঞানিব্যক্তিগণকে যোগভাষ্যে 'অক্ষিপাত্রতুল্য' বলা হইয়াছে।[২] চক্ষুতে পতিত সামান্য উর্ণাতন্তুর ভার সহ্য করিতে চক্ষু অসমর্থ; কিন্তু সেই উর্ণাতন্তু দেহের অন্য অঙ্গে পতিত হইলে তাহার কোন বিকৃতি ঘটাইতে পারে না। সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট ভোগসাধন সকল বস্তুই বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় দুঃখময়। তিনি বস্তুর মধ্যে পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ ও সংস্কারদুঃখ অনুভব করেন এবং বস্তুর সম্পর্ক বর্জন করিয়া সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার জন্য আগ্রহান্বিত হন। স্বল্পমাত্র দুঃখও তিনি সহ্য করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে বিষয়পঙ্কে নিমজ্জিত সাধারণ জীব দুঃখের পর দুঃখের আঘাত পাইলেও তাহার চিত্তে কোন বিকার উপস্থিত হয় না।

পুরুষ স্বভাবতঃই স্বচ্ছ, মুক্ত, নির্গুণ ও দুঃখাতীত। প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগের ফলে পুরুষের সুখদুঃখানুভব হইয়া থাকে। সুখদুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম। সেই বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিফলিত পুরুষ ভ্রমবশে বুদ্ধির ধর্মকে আপনার উপর আরোপ করিয়া দুঃখানুভব করেন। তখন তাঁহার বন্ধনদশা ঘটে। প্রকৃতির সহিত পুরুষের অভেদজ্ঞান যতদিন চলিতে থাকিবে, ততদিন পুরুষের দুঃখধারা অব্যাহত থাকিবে। প্রকৃতির সহিত সম্পর্কে তাঁহার বন্ধন এবং সেই বন্ধন হইতে মোক্ষ-প্রচেষ্টা। প্রকৃতির সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইলে তাঁহার স্বস্বরূপে অবস্থিতি। সুতরাং বন্ধন ও মোক্ষ পুরুষে ঔপাধিক; উহারা নিত্যমুক্ত পুরুষের স্বরূপ হইতে পারে না। রজ্জুবদ্ধ হয় বলিয়া পশুরই বন্ধন এবং পশুরই বন্ধন হইতে মুক্তি; সেইরূপ সুখদুঃখাদির সহিত সংযুক্ত বলিয়া প্রকৃতিরই তাত্ত্বিক বন্ধন এবং তাত্ত্বিক বিমোক্ষ।[৩] নির্গুণ পুরুষে বাস্তব দুঃখ থাকিতে পারে না। প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগের মূলে রহিয়াছে অবিদ্যা। সম্যগ্‌দর্শন অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে পুরুষের ভেদজ্ঞান সেই সংযোগ-নাশের বা মোক্ষলাভের উপায়।[৪]

যোগদর্শনে অবিদ্যাকে পুরুষের বন্ধনের কারণ বলা হইয়াছে। মহর্ষি পতঞ্জলির মতে অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান হইল অনিত্য বস্তুতে নিত্যজ্ঞান, অশুচিতে শুচিজ্ঞান, দুঃখে সুখজ্ঞান এবং অনাত্মায় আত্মজ্ঞান। যোগভাষ্যকার বলেন, অবিদ্যা প্রমাণ নহে, আবার প্রমাণাভাবও নহে। ইহা তত্ত্ববিদ্যাবিরোধী জ্ঞানান্তর।[৫] অবিদ্যা পঞ্চপর্বা— অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এবং তাহারা যথাক্রমে তমঃ, মোহ, মহামোহ,

---

২। অক্ষিপাত্রকল্পো হি বিদ্বান্।—যো, ভা, ২।১৫

৩। প্রকৃতেরাঞ্জস্যাৎ সসঙ্গত্বাৎ পশুবৎ।—সা. সূ. ৩।৭২

৪। তদস্য মহতো দুঃখসমুদায়স্য প্রভববীজম্ অবিদ্যা, তস্যাশ্চ সম্যগ্‌দর্শনমভাবহেতুঃ। যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহং রোগো রোগহেতুঃ আরোগ্যং ভৈষজ্যমিতি, এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব। তদ্ যথা—সংসারঃ সংসারহেতুঃ মোক্ষো মোক্ষোপায় ইতি। তত্র দুঃখবহুলঃ সংসারো হেয়ঃ, প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ, সংযোগস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানং, হানোপায়ঃ সম্যগ্‌দর্শনম্।—যো. ভা, ২।১৫

৫। এবমবিদ্যা ন প্রমাণং ন প্রমাণাভাবঃ, কিন্তু বিদ্যাবিপরীতং জ্ঞানান্তরম্ অবিদ্যেতি।—যো.ভা, ২।৫

তামিস্র ও অন্ধতামিস্র নামে প্রসিদ্ধ।[৬] ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় অবিদ্যা হইতে পুরুষের বন্ধনের কথা বলেন নাই। তাঁহার মতে বিপর্যয় হইতে পুরুষের বন্ধনদশা ঘটে।[৭] বিপর্যয় অর্থে জ্ঞানবৈপরীত্য—শুক্তিতে রজতজ্ঞান-রূপ মিথ্যাজ্ঞান। বিপর্যয় বলিতে অজ্ঞান বা অবিদ্যা বুঝায়।[৮] বিপর্যয়ের পাঁচটি ভেদ—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এবং ইহারা যথাক্রমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র এই পঞ্চ বিপর্যয়কে পঞ্চপ্রকার অবিদ্যা বলিয়াছেন এবং প্রমাণস্বরূপে পঞ্চপর্বা অবিদ্যা—আচার্য বার্ষগণ্যের সিদ্ধান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৯] পতঞ্জলি বিপর্যয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যে জ্ঞান বিজ্ঞাত বিষয়ে স্থির থাকে না, কিন্তু পরিণামে বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেই মিথ্যাজ্ঞানকে বিপর্যয় অর্থাৎ ভ্রম বলা হয়।[১০] সুতরাং আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণের বিপর্যয় এবং যোগ-দর্শনের অবিদ্যা মূলতঃ প্রায় অভিন্ন। যোগভাষ্যকারেরও ইহাই অভিমত। তিনি অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানজন্য অনাদি সংস্কারকে বুদ্ধির সহিত পুরুষের সংযোগের কারণ বলিয়াছেন।[১১] আবার বিপর্যয়কে জীবের বন্ধনের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১২] সুতরাং অবিদ্যা ও বিপর্যয় যোগভাষ্যকারের মতে প্রায় একই।

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন—অবিবেকবশে পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ স্থাপিত হয় এবং সেই সংযোগবিশেষ হইতে পুরুষের দুঃখোৎপত্তি ও বন্ধনদশা ঘটে। তাঁহার মতে অবিবেক প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের প্রতি হেতু। ইহা সাক্ষাৎভাবে পুরুষের বন্ধনের প্রতি কারণ নহে; যেহেতু প্রলয়কালে বন্ধের বিদ্যমানতা দেখা যায় না। বিশেষতঃ অবিবেকনাশেও জীবন্মুক্ত পুরুষের দুঃখভোগ ঘটে।[১৩] প্রকৃতি-পুরুষের অভেদজ্ঞানই

৬। সেয়ং পঞ্চপর্বা ভবত্যবিদ্যা ; অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশা ইতি। এত এব স্বসংজ্ঞাভিস্তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রোঽন্ধতামিস্র ইতি।—যো, ভা, ১।৮

৭। বিপর্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ।—সা. কা ৪৪

৮। তত্র বিপর্যয়োঽজ্ঞানমবিদ্যা।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৪৬)

৯। অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ যথাসংখ্যং তমোমোহমহামোহতামিস্রান্ধতামিস্রসংজ্ঞকাঃ পঞ্চ বিপর্যয়বিশেষাঃ। বিপর্যয়প্রভবাণামস্মিতাদীনাং বিপর্যয়স্বভাবত্বাৎ। যদ্বা যদবিদ্যয়া বিপর্যয়েণাবধার্যতে বস্তু, অস্মিতাদয়স্তৎস্বভাবাঃ সন্তস্তদভিনিবিশন্তে। অতএব পঞ্চপর্বা অবিদ্যেত্যাহ ভগবান্ বার্ষগণ্যঃ।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ৪৭)

১০। বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্।—যো, দ, ১।৮

১১। অবিদ্যা—বিপর্যয়জ্ঞানবাসনেত্যর্থঃ।—যো, ভা, ২।২৪

১২। বিপর্যয়ো ভবস্য কারণম্।—যো, ভা, ৪।৩০

১৩। অবিবেকশ্চ সংযোগদ্বারৈব বন্ধকারণং প্রলয়ে বন্ধাদর্শনাৎ, অবিবেকনাশেঽপি জীবন্মুক্তস্য দুঃখভোগ-দর্শনাচ্চ। ততঃ সাক্ষাদেবাবিবেকো বন্ধকারণং প্রাঙ্‌নোক্তঃ।—সা. প্র. ভা. ১।৫৫

অবিবেক এবং সেই অবিবেক অবিদ্যা-রূপে অভিহিত।[১৪] অবিবেক অর্থে জ্ঞানের অভাব নহে, কিন্তু যথার্থজ্ঞাননিবারক জ্ঞানান্তর।[১৫]

সাংখ্যসূত্রকার বলেন, পুরুষের বন্ধন স্বাভাবিক নহে; কারণ যাহার যাহা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, তাহা হইতে তাহার মুক্তি কখনও সম্ভব নহে, যেমন অগ্নির উষ্ণতা। যতকাল দ্রব্য থাকে, ততকালই স্বভাব থাকে। পুরুষের বন্ধন স্বাভাবিক হইলে সেই বন্ধননাশের জন্য চেষ্টা ও শাস্ত্রোক্ত বন্ধননাশের উপদেশ ব্যর্থ হইয়া পড়ে।[১৬] পুরুষের বন্ধন কাল-সম্বন্ধ বশতঃ হইতে পারে না। বন্ধন কাল-কৃত হইলে পুরুষের মুক্তিপ্রাপ্তি অর্থশূন্য হয়; কারণ কাল নিত্য ও সর্বব্যাপী এবং মুক্ত ও অমুক্ত সকল পুরুষের সহিত সংযুক্ত। কালের দ্বারা পুরুষের বন্ধন ঘটিলে মুক্ত পুরুষেরও বন্ধনদশা আসিতে পারে।[১৭] দেশ-যোগবশতঃও পুরুষের দুঃখসম্বন্ধ হয় না। কারণ কালের ন্যায় দেশও সর্বব্যাপী এবং নিত্য হওয়ায় মুক্ত ও অমুক্ত পুরুষের সহিত সম্পর্কান্বিত। সুতরাং মুক্ত পুরুষেরও দেশসম্বন্ধবশে বন্ধন আসিতে পারে।[১৮] বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা পুরুষের বন্ধন ঘটিতে পারে না। কারণ কর্ম আত্মার ধর্ম নহে। উহা দেহের ধর্ম। একের ধর্ম দ্বারা অপরের বন্ধন হইতে পারে না। তাহা হইলে মুক্ত পুরুষেরও বন্ধন আসিতে পারে।[১৯] পঞ্চভূতের সঙ্ঘাতরূপ দেহাত্মিকা অবস্থাও পুরুষের দুঃখসম্বন্ধের হেতু নহে। কারণ পুরুষ অসঙ্গ। পঞ্চভূতের সঙ্ঘাতরূপ অবস্থা দেহেরই ধর্ম; উহা পুরুষের ধর্ম নহে। দেহ অচেতন। অচেতনের ধর্ম সচেতন পুরুষের বন্ধনের কারণ হইতে পারে না।[২০] প্রকৃতি-নিবন্ধন পুরুষের বন্ধন হইতে পারে না। বুদ্ধিরূপ দর্পণে যখন পুরুষ প্রতিফলিত হন, তখন প্রকৃতির সহিত পুরুষের বিশেষসংযোগবশেই পুরুষের বন্ধনদশা ঘটিয়া থাকে। সংযোগবিশেষব্যতিরেকে কেবল প্রকৃতিকে বন্ধনের কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে প্রলয়কালেও পুরুষের দুঃখসম্বন্ধ আসিতে পারে।[২১] সুতরাং প্রকৃতির সহিত পুরুষের অবিবেকবশে বিশেষসংযোগের ফলেই পুরুষের বন্ধন।[২২]

১৪। অয়ং চাবিবেকোঽগৃহীতাসংসর্গকমুভয়জ্ঞানমবিদ্যাশব্দাভিধিক্ত এব বিবক্ষিতঃ।—সা. প্র. ভা. ১।৫৫

১৫। অতএব চাবিদ্যা নাভাবঃ, অপি তু বিদ্যাবিরোধি জ্ঞানান্তরমিতি যোগভাষ্যে ব্যাসদেবৈঃ প্রযত্নেনাবধৃতম্। তস্মাদবিবেকাবিদ্যয়োস্তুল্যযোগক্ষেমত্বয়াবিবেকস্যাপি জ্ঞানবিশেষত্বমিতি সিদ্ধম্।—সা. প্র. ভা. ১।৫৫

১৬। ন স্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষসাধনোপদেশবিধিঃ।—সা. সূ ১।৭

১৭। ন কালযোগতো ব্যাপিনো নিত্যস্য সর্বসম্বন্ধাৎ।—সা. সূ ১।১২

১৮। ন দেশযোগতোঽপ্যস্মাৎ।—সা. সূ ১।১৩

১৯। ন কর্মণা অন্যধর্মত্বাদতিপ্রসক্তেশ্চ।—সা. সূ ১।১৬

২০। নাবস্থাতো দেহধর্মত্বাৎ তস্যাঃ।—সা. সূ ১।১৪

২১। প্রকৃতিনিবন্ধনাচ্চেৎ, ন তস্যা অপি পারতন্ত্র্যম্।—সা. সূ ১।১৮

২২। তস্মাদেব সংযোগবিশেষাদৌপাধিকো বন্ধোঽগ্নিসংযোগাজ্জলৌষ্ণ্যবদিতি।—সা. প্র. ভা ১।১৯

মুক্তিবাদ

সাংখ্যদর্শনে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক রূপ দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে 'মুক্তি' বলা হইয়াছে। দুঃখসমূহের অত্যন্ত নিবৃত্তি অর্থে স্থূল-সূক্ষ্ম-সাধারণ-ভাবে নিঃশেষে নিবৃত্তি। বর্তমান অবস্থায় যে দুঃখভোগ হইতেছে, তাহা স্থূল দুঃখ। ঐ দুঃখ কিয়ৎকাল পরে স্বয়ং বিনষ্ট হয়। সুতরাং ঐ দুঃখনিবৃত্তির জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না। অতীত দুঃখ পূর্বেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব তাহার নিবৃত্তির জন্য কোন কারণ অন্বেষণ করিতে হয় না। সুতরাং ভবিষ্যৎ অনাগতাবস্থ দুঃখের নিবৃত্তির জন্যই তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। এইরূপ দুঃখের নিবৃত্তির নামই পরমপুরুষার্থ বা মোক্ষ।[২৩] যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও এই কথা বলিয়াছেন।[২৪] এই স্থলে নিবৃত্তি-পদের অর্থ ধ্বংস। সাংখ্যাচার্যগণের মতে উৎপন্ন বস্তুর যে স্ব-কারণে লয়, তাহাই ধ্বংস এবং উপাদান-কারণগত যে শক্তি অর্থাৎ উপাদানকারণে অবস্থিত যে সূক্ষ্মভাবাপন্ন কার্য, তাহাই তাঁহাদের মতে প্রাগভাব বা অনাগতাবস্থা। কারণ যাঁহারা সৎকার্যবাদী, তাঁহারা কার্যমাত্রকেই সৎ বলিয়া স্বীকার করেন। অসৎ বস্তুর উৎপত্তি অথবা কোন বস্তুর একান্ত বিনাশ তাঁহারা স্বীকার করেন না।[২৫] এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, অনাগতাবস্থ দুঃখ সর্বদাই অবর্তমান; কোন কালে তাহা বিদ্যমান নহে। সুতরাং সেই অনাগতাবস্থ দুঃখের নিবৃত্তিকে পরমপুরুষার্থ বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যায়? ইহার উত্তরে সাংখ্য-দর্শন বলেন, প্রাগভাববিশিষ্ট বা অনাগতাবস্থ কার্যগুলি উপাদানকারণে সূক্ষ্মভাবে বর্তমান থাকে বলিয়া ঐ অবস্থায়ও কার্যের নাশ হইতে পারে। অতএব অনাগতাবস্থাপন্ন কার্যের নাশ করিতে হইলে কার্যের বর্তমান উপাদানের নাশ করিতে হইবে। দ্রব্যমাত্রেরই স্বকার্যজননশক্তি সর্বদা থাকে। দাহাদিশক্তিশূন্য অগ্নি কখনও দেখা যায় না। যতকাল পর্যন্ত চিত্ত বিদ্যমান থাকে, ততকাল পর্যন্ত তাহাতে দুঃখোৎপাদিকা শক্তি থাকে। এই শক্তিই অনাগতাবস্থ দুঃখ। কার্যের দ্বারা এই শক্তি অনুমিত হয়। যদি চিত্তের দুঃখোৎপাদিকা শক্তি থাকিল, তবে দুঃখোৎপত্তি হইবে না কেন? চিত্তনিষ্ঠ অনাগতাবস্থ দুঃখসকলের নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ। অনাগতাবস্থ বীজভূত দুঃখের নিবৃত্তিই জীবের কাম্য। তত্ত্বজ্ঞান হইতে এই অনাগতাবস্থ দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যদিও তত্ত্ব-জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের, বিবেকের সহিত অবিবেকের বিরোধবশতঃ তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞানকেই নিবৃত্ত করে, দুঃখের সহিত বিরোধ না থাকায় দুঃখকে নিবৃত্ত করিতে পারে না, তথাপি

২৩। অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।—সা. সূ ১।১

২৪। হেয়ং দুঃখমনাগতম্।—যো, দ, ২।১৬

২৫। নিবৃত্তিশ্চ ন নাশোঽপি ত্বতীতাবস্থা। ধ্বংসপ্রাগভাবয়োরতীতানাগতাবস্থাস্বরূপত্বাৎ সৎকার্যবাদি-ভিরভাবানঙ্গীকারাৎ।—সা. প্র. ভা ১।১

তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে চিত্তের দুঃখোৎপাদিকা শক্তি দগ্ধ হইয়া যায় ; উহা পুনরায় ফল উৎপাদন করিতে পারে না। চিত্তের এই বীজদাহই অনাগতাবস্থ দুঃখের নিবৃত্তি।[২৬] জীবন্মুক্তিদশায় চিত্ত থাকিলেও চিত্তাশ্রিত দুঃখবীজ বা সূক্ষ্মতাপন্ন দুঃখ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়। এই অবস্থায় চিত্ত বিনষ্ট না হইলেও তাহার শক্তিগুলি পঙ্গু হইয়া যায়। বিদেহকৈবল্যাবস্থায় চিত্ত স্বরূপতঃ বিনষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ বাসনার সহিত চিত্ত স্বকারণে লীন হয়।[২৭]

পুরুষ শুদ্ধ-বুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত-স্বভাব। দুঃখাদি রূপ কোন অশুদ্ধি তাঁহাতে থাকা সম্ভব নহে। দুঃখ চিত্তের ধর্ম ; পুরুষে তাহার নিবৃত্তি সম্ভবপর হইতে পারে না। সুতরাং দুঃখনিবৃত্তিকে পুরুষার্থ কিরূপে বলা যাইতে পারে ? এইরূপ আপত্তির উত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন—প্রতিবিম্বরূপে পুরুষে দুঃখের বিদ্যমানতা আছে। দুর্ভাগ্যবশে বুদ্ধির যে বাধনা-লক্ষণ আকার বা পরিণাম হয়, তাহাকে দুঃখ বলা হয়। বাধনা-আকারে আকারিত বুদ্ধি স্বচ্ছ পুরুষে নিজের প্রতিবিম্ব অর্পণ করে। এই পুরুষগত বাধনা-প্রতিবিম্বকে পুরুষের দুঃখভোগ বলা হয়। পুরুষ কূটস্থ বলিয়া নিজে কোন পরিণাম গ্রহণ করিতে পারেন না। এজন্য স্বচ্ছ পুরুষে বাধনাদির প্রতিবিম্ব স্বীকার করা হয়। এই যে পুরুষগত প্রতিবিম্বাত্মক ভোগ—ইহা পুরুষের পক্ষে অতাত্ত্বিক ; কারণ বাস্তবিকপক্ষে ইহার দ্বারা পুরুষ বিকৃত হন না।[২৮] বাচস্পতি বলেন, অবিদ্যার বশে প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিবৃত্তিতে চিন্ময় পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে এবং পুরুষ শুদ্ধ হইয়াও অজ্ঞানের বশে বুদ্ধিগত সুখদুঃখাদির দ্বারা নিজেকে সুখী দুঃখীর ন্যায় মনে করেন।[২৯] পূর্বোক্তরূপে দুঃখভোগ পুরুষের (অতাত্ত্বিক) ধর্ম হওয়ায় ভোগনাশকেও পুরুষার্থ বলা যাইতে পারে। ভোগনাশের সহায়কারী বলিয়া আগামি-বাধনা-যুক্ত চিত্তের নাশকেও পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় ;

সাংখ্যমতে প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইলে পুরুষ মুক্ত হইয়া থাকেন। ভেদ-সাক্ষাৎকার কিরূপে মুক্তি উৎপাদন করে, তাহা আমরা আলোচনা করিব। শ্রদ্ধা ও নৈরন্তর্যের সহিত প্রকৃতি হইতে পুরুষ পর্যন্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের স্বরূপ দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে সাধকের চিত্তে সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি বা বুদ্ধি-পুরুষের ভিন্নতাবোধক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সংশয় ও বিপর্যয়ের (মিথ্যাজ্ঞানের) অভাবে এই

২৬। বীজদাহস্চাবিদ্যাসহকার্যুচ্ছেদমাত্রং, জ্ঞানস্যাবিদ্যামাত্রোচ্ছেদকত্বস্য লোকে সিদ্ধত্বাৎ। অতএব চিত্তেন সহৈব দুঃখস্য নাশঃ। জ্ঞানস্য সাক্ষাদ্ দুঃখাদিনাশকত্বে প্রমাণাভাবাৎ।—সা. প্র. ভা. ১।১

২৭। জীবন্মুক্তিদশায়াঞ্চ প্রারব্ধকর্মফলাতিরিক্তানাং দুঃখানামনাগতাবস্থানাং বীজাখ্যানাং দাহো, বিদেহকৈবল্যে তু চিত্তেন সহ বিনাশ ইত্যবান্তরবিশেষঃ।—সা. প্র. ভা. ১।১

২৮। সা. প্র. ভা. ১।১

২৯। বাচস্পতিঃ (সা. কা. ৫)

তত্ত্বজ্ঞান বিশুদ্ধ। ঈদৃশ জ্ঞানোদয়ের পর অজ্ঞানোৎপাদক অন্ত কোন জ্ঞাতব্য বিষয় থাকে না বলিয়া এই জ্ঞান নিরবশেষ। এই তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ হইল— 'আমি পুরুষ, পরিণামী নহি; অতএব আমি কর্তা নহি; অকর্তৃত্ব হেতু আমার বাস্তবিক স্বামিত্বও নাই'।[৩০] এইরূপ বিবেক বা ভেদ-জ্ঞানের উদয়ের ফলে পুরুষের মুক্তির পথ উন্মুক্ত হয়। বিদ্যা অবিদ্যাকে নাশ করে। সত্ত্বপুরুষান্ততাখ্যাতি রূপ বিদ্যার উদয়ে অবিদ্যা উন্মূলিত হয়। অবিদ্যার অভাবে অবিদ্যার কার্য রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি পুনরায় উৎপন্ন হইবে না। রাগ, দ্বেষ প্রভৃতির অভাবে নূতন ধর্ম বা অধর্ম উৎপন্ন হইবে না এবং পূর্ব সঞ্চিত কর্মগুলিও রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি সহকারীর অভাবে দগ্ধবীজের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। স্থূল কথা এই যে, সাংখ্যমতে সুখ, দুঃখ, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি প্রকৃতির পরিণামস্বরূপ বুদ্ধিতে আশ্রিত থাকে। অনাদি অবিদ্যা বশে বুদ্ধির সহিত পুরুষের সংযোগ স্থাপিত হয় এবং বুদ্ধির ধর্মগুলিকে আপনার উপর আরোপ করিয়া পুরুষ নিজেকে সুখী, দুঃখী, কর্তা, ভোক্তা ইত্যাদি মনে করেন। পুরুষের এই কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি বোধ আভিমানিক। কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অভিমানগুলিকে অবিদ্যারূপে জানিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞান উদয়ের ফলে এই অভিমানগুলির নিবৃত্তি ঘটে। এই অভিমানই রাগ, দ্বেষের জনক। রাগদ্বেষাদির বশেই পুরুষের ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতি উপার্জিত হয়। রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি না থাকিলে নূতনভাবে ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতি উৎপন্ন হয় না। সঞ্চিত কর্মগুলি রাগ, দ্বেষকে সহকারী রূপে লাভ করিয়া পুনর্জন্মের কারণ হয়। অতএব রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি সহকারী কারণের অভাবে পূর্বসঞ্চিত কর্মগুলিও নূতন জন্ম উৎপন্ন করিতে পারিবে না। সহকারীর সহিত সংযোগের অভাবে প্রাক্‌সঞ্চিত কর্মগুলিকে দগ্ধ বলা যাইতে পারে; কারণ তখন তাহাদের শব্দাদির উপভোগরূপ ফলজননে সামর্থ্য থাকে না। সুতরাং এখন অবশিষ্ট রহিল প্রারব্ধ কর্মগুলি। ভোগের দ্বারা সেই প্রারব্ধ কর্মগুলির ক্ষয় হইলে পুরুষ স্বভাবতঃই মুক্তাবস্থা লাভ করেন। সুতরাং পূর্বোক্তক্রমে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের ফলে পুরুষের মুক্তি সম্ভব হইতে পারে।

যোগদর্শনেও অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। যোগদর্শনে বলা হইয়াছে যে, শাস্ত্র অথবা গুরুর মুখ হইতে তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণের পর মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা এই তত্ত্বজ্ঞানে সুদৃঢ় থাকিয়া নিরন্তরভাবে দীর্ঘকাল তাহার অভ্যাস করিতে হইবে।[৩১] এই বিবেকজ্ঞানপ্রবাহ অব্যাহতভাবে দীর্ঘকাল চলিতে থাকিলে সাধকের চিত্তে

৩০। এবং তত্ত্বাভ্যাসান্ নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্যয়াদ্ বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥—সা, কা, ৬৪

৩১। বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ।—যো, দ, ২।২৬

ক্রমান্বয়ে জ্ঞানের সাতটি স্তর উদিত হয়:—(১) হেয় দুঃখসমূহ নিঃশেষে পরিজ্ঞাত হইয়াছে, জানিবার কিছুই বাকী নাই। (২) দুঃখের হেতুসমূহও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে; ক্ষীণ হইতে কিছুই অবশিষ্ট নাই। (৩) নিরোধসমাধির দ্বারা দুঃখের হানি প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে। (৪) বিবেকজ্ঞানের দ্বারা দুঃখনাশের উপায় সম্পাদিত হইয়াছে। এই চারিটি বুদ্ধির বহির্ব্যাপার হইতে মুক্তি। চিত্তের বিমুক্তি তিনটি:—(৫) বুদ্ধির ভোগ ও অপবর্গ সম্পন্ন হইয়াছে। (৬) পর্বতশৃঙ্গ হইতে স্খলিত প্রস্তরখণ্ডসমূহের ন্যায় গুণসমূহ প্রকৃতিতে দ্রুত বিলীন হইতেছে। প্রয়োজনান্তর না থাকায় ইহাদের পুনরুৎপত্তি হইবে না। (৭) এই অবস্থায় গুণসম্পর্কশূন্য পুরুষ স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নির্মলভাবে অসঙ্গ অবস্থায় অবস্থান করিতে থাকেন।[৩২]

বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হওয়ার ফলে পুরুষের কর্তৃত্বাদির নিবৃত্তি কিরূপে ঘটে, তাহাই এখন আলোচ্য। সাংখ্যমতে সৃষ্টিব্যাপারে প্রকৃতি স্বতন্ত্র। তবে পুরুষ ও প্রকৃতি এই উভয়ের সংযোগবশেই প্রকৃতি ভোগ্যবস্তু সৃষ্টি করেন এবং পুরুষ ভোক্তা হন। প্রকৃতির ভোগ্যত্ব-যোগ্যতা এবং পুরুষের ভোক্তৃত্ব-যোগ্যতা সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ নামে উল্লিখিত হইয়াছে।[৩৩] পুরুষের চিৎ-স্বভাবতা বা চৈতন্য তাঁহার ভোক্তৃত্ব-যোগ্যতা; পক্ষান্তরে প্রকৃতির জড়স্বভাবতা বা জড়ত্ব তাঁহার ভোগ্যত্ব-যোগ্যতা। ঈদৃশ যোগ্যতারূপ সংযোগ থাকাতেই পুরুষ ও প্রকৃতি স্ব স্ব কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানভিক্ষু এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের যথাযথ সংযোগই স্বীকার করিয়াছেন।[৩৪] বিবেকখ্যাতির পরেও পুরুষের চৈতন্য এবং প্রকৃতির জড়ত্ব পূর্ববৎ বর্তমান থাকে। তবে অচেতন প্রকৃতির সৃষ্টিবিষয়ে নিজস্ব কোন প্রয়োজন নাই। পুরুষের প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে নিজস্বভাবের বলে প্রকৃতি নানারূপ ভোগ্যাকারে পরিণত হইয়া থাকেন। নিষ্প্রয়োজনে সৃষ্টির কল্পনা অস্বাভাবিক। ভোগ ও বিবেকসাক্ষাৎকার—এই দুইটি প্রকৃতির কার্য। বিবেকখ্যাতি-সম্পন্ন ব্যক্তির বিষয়ে

৩২। তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা।—যো. সূ. ২।২৭। অত্র ভাষ্যম্—তস্যেতি প্রত্যুদিতখ্যাতেঃ প্রত্যাম্নায়ঃ। সপ্তধেতি—অশুদ্ধ্যাবরণমলাপগমাচ্চিত্তস্য প্রত্যয়ান্তরানুৎপাদে সতি সপ্তপ্রকারৈব প্রজ্ঞা বিবেকিনো ভবতি। তদ্ যথা—পরিজ্ঞাতং হেয়ং নাস্য পুনঃ পরিজ্ঞেয়মস্তি, ক্ষীণা হেয়হেতবো ন পুনরেতেষাং ক্ষেতব্যমস্তি, সাক্ষাৎকৃতং নিরোধসমাধিনা হানম্, ভাবিতো বিবেকখ্যাতিরূপো হানোপায়ঃ ইত্যেষা চতুষ্টয়ী কার্যা বিমুক্তিঃ প্রজ্ঞায়াঃ। চিত্তবিমুক্তিস্তু ত্রয়ী—চরিতাধিকারা বুদ্ধিঃ; গুণা গিরিশিখরকূটচ্যুতা ইব গ্রাবাণো নিরবস্থানাঃ স্বকারণে প্রলয়াভিমুখাঃ সহ তেনাস্তং গচ্ছন্তি, ন চৈষাং বিপ্রলীনানাং পুনরস্ত্যুৎপাদঃ প্রয়োজনাভাবাদিতি। এতস্যামবস্থায়াং গুণসম্বন্ধাতীতঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিরমলঃ কেবলী পুরুষ ইতি।

৩৩। যোগ্যতা চ সংযোগঃ। ভোক্তৃত্বযোগ্যতা চ পুরুষস্য চৈতন্যম্। ভোগ্যত্বযোগ্যতা চ প্রকৃতের্জড়ত্বং বিষয়ত্বঞ্চ।—বাচস্পতিঃ (সা. কা. ৬৬)

৩৪। স চ সংযোগ এবাস্মাকমপ্রামাণিকত্বাৎ।—সা. প্র. ভা ১।১৯

প্রকৃতির ঐ দুইটি কার্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং প্রকৃতির অন্য করণীয় কিছুই নাই। প্রয়োজনান্তরের অভাবে প্রকৃতি পুনরায় সেই পুরুষের জন্য সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হন না। সেই বিবেকসম্পন্ন পুরুষও বুদ্ধিগত সুখদুঃখাদিকে আপনার উপর আরোপ করিয়া বদ্ধ হন না। তত্ত্বজ্ঞান হইলে ধর্ম, অধর্ম, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য ও অনৈশ্বর্য—এই সপ্তরূপের বিনিবৃত্তি হয়। এইগুলি অতত্ত্বজ্ঞানের ফল। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে অতত্ত্বজ্ঞানের নিবৃত্তিতে ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতিরও নিবৃত্তি হয়। সুতরাং পুরুষের পুনরায় বদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে না। এই অবস্থায় পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও স্বস্থ হইয়া প্রকৃতিকে উদাসীনভাবে দর্শন করেন। অতএব বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হওয়ার পরে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ থাকিলেও সৃষ্টির উদ্দেশ্য—শব্দাদির উপভোগ এবং ভেদসাক্ষাৎকার—নিষ্পন্ন হইয়া যাওয়ায় প্রয়োজনান্তরের অভাবে বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির সম্পর্কে প্রকৃতি সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হন না।[৩৫] সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পরে পুরুষের মুক্তিবিষয়ে অন্য কোন প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে না।

কুম্ভকারের ব্যাপার নিবৃত্ত হইলেও বেগরূপ সংস্কারের বশে কুম্ভকারের চক্র কিছুক্ষণ ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির শরীরপাত হয় না। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ধর্ম-অধর্ম ফলজননে অসমর্থ হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞানীর জন্মান্তরে শরীরধারণ-সম্ভাবনা থাকে না বটে, কিন্তু পূর্বজন্মকৃত যে ধর্ম-অধর্ম বর্তমান দেহে ফলোৎপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অথচ যাহার ফলদানক্রিয়া এখনও সমাপ্ত হয় নাই, বর্তমান শরীরোৎপন্ন তত্ত্ব-জ্ঞানের দ্বারা সেই ধর্ম-অধর্মের নাশ সম্ভব নহে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানীকে তাহার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত শরীরধারণ করিতে হইবে। এইরূপ শরীরধারণের কালকে জীবন্মুক্তি অবস্থা বলা হয়।[৩৬] ফলদানে প্রবৃত্ত পাপ-পুণ্যকে ভোগের দ্বারা ক্ষয়ের কথা ব্রহ্মসূত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে।[৩৭] ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ও বলেন—কর্মারব্ধ দেহের যতদিন ক্ষয় না হয়, ততদিন তত্ত্বজ্ঞানীর বিমুক্তিতে বিলম্ব ঘটে। দেহবিমোক্ষের পর বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি বিদেহ-কৈবল্য লাভ করেন।[৩৮] যোগভাষ্যেও জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। ভাষ্যকার বলেন, বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির অবিদ্যাদি ক্লেশ সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত হয়, ধর্ম-অধর্ম

৩৫। তেন নিবৃত্তপ্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্।
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বস্থঃ ॥
দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাহমিত্যুপরমত্যন্যা।
সতি সংযোগেঽপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য ॥—সা, কা, ৬৫-৬৬

৩৬। সম্যগ্‌জ্ঞানাধিগমাদ্ ধর্মাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমিবদ্ ধৃতশরীরঃ ॥—সা, কা ৬৭

৩৭। ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে।—ব্রহ্মসূত্রম্ ৪।১।১৯

৩৮। তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে।—ছান্দোগ্য ৬।১৪।২

দগ্ধবীজভাব প্রাপ্ত হয়। ঐ জ্ঞানী পুরুষ তখন জীবদ্দশায় বিমুক্ত হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন।[৩৯]

জীবন্মুক্ত অবস্থা স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। যে সকল পুরুষ বিদেহকৈবল্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের শরীর থাকে না বলিয়া তাঁহারা উপদেষ্টা হইতে পারেন না। আবার যাঁহারা অবিবেকী, তাঁহারা স্বয়ংই অজ্ঞ ; সুতরাং তাঁহারা অন্যের উপদেষ্টা হইতে পারেন না। অজ্ঞেরা উপদেশক হইলে তাঁহাদের কর্তৃক উপদিষ্ট শিষ্যগণও অবিবেকী অর্থাৎ অজ্ঞ হইতে পারে। মধ্যবিবেকী জীবন্মুক্ত পুরুষগণই উপদেষ্টা হইতে পারেন। সুতরাং জীবন্মুক্তাবস্থা স্বীকার করিতে হয়।

জীবন্মুক্ত পুরুষের শরীরপাত হইলে কৃতকৃত্যতা হেতু প্রকৃতির সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকে না। ভোগ ও অপবর্গ ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় প্রকৃতির কৃতার্থতা হইয়াছে। যে সকল ধর্ম-অধর্ম ফলদানে প্রবৃত্ত হয় নাই, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তাহাদের পুনরায় শরীরোৎপাদনে অসামর্থ্য জন্মিয়াছে। প্রারব্ধ ধর্ম-অধর্মের ভোগাধীন ক্ষয় হইল। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের দেহপাতের পর ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক মুক্তিলাভ ঘটে।[৪০]

সকল জীবাত্মার মুক্তি ঘটিবে, অথবা কতিপয় জীব স্ব স্ব কর্মফল ভোগ করিবার জন্য বদ্ধ অবস্থায় থাকিবে—এই বিষয়ে আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে কিছু বলেন নাই। সাংখ্যকারিকার ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র বলেন, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ-পরম্পরা অনাদি। ভোগ ও মুক্তি পুরুষার্থ। পুরুষার্থ অনাদি। এক সৃষ্টি চলিয়াছে। ইহার পূর্বে প্রলয় হইয়া গিয়াছে। আবার সেই প্রলয়ের পূর্বে কত সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই অনাদি পুরুষার্থ প্রকৃতিকে পুরুষের সহিত এক বিশেষ সম্বন্ধে সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যখন সেই পুরুষার্থ অভিব্যক্তিপ্রবণ হয়, তখন মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। ইহাই এক সৃষ্টির আরম্ভকাল। প্রকৃতির সহিত পুরুষের এই অনাদি সংযোগ ভোগের জন্যই। তবে কদাচিৎ ইহা হইতে বিবেকখ্যাতিবশতঃ কৈবল্য উৎপন্ন হয়।[৪১] স্বল্পসংখ্যক পুরুষের কৈবল্যপ্রাপ্তি ঘটিলেও অগণিত অবশিষ্ট পুরুষের ভোগের জন্য প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য চলিতে থাকিবে। সকল পুরুষের কৈবল্যলাভ আশা করা যায় না। সুতরাং এমন একদিন আসিবে যখন প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য বন্ধ হইয়া যাইবে—একথা বলা যায় না। পক্ষান্তরে সৃষ্টিপ্রবাহ অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে—একথা বলা যাইতে পারে।

৩৯। ক্লেশকর্মনিবৃত্তৌ জীবন্নেব বিদ্বান্ বিমুক্তো ভবতি।—যো. ভা. ৪।৩০

৪০। প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি॥—সা. কা. ৬৮

৪১। অনাদিরাচ্ছ সংযোগপরম্পরায়া ভোগায় সংযুক্তোঽপি কৈবল্যায় পুনঃ সংযুজ্যতে ইতি যুক্তম্।—বাচস্পতিঃ (সা. কা ২১)

যোগদর্শন বলেন, ভোগ্য ভোগ্যের জন্য নহে। ভোগ্য বস্তু ভোক্তাকে অপেক্ষা করে। ভোক্তা পুরুষের জন্য ভোগ্য প্রকৃতির স্বরূপ। পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত পুরুষের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ থাকে। ভোগ ও অপবর্গ সম্পন্ন হইয়া যাইলে প্রকৃতির ভোগার্থতা ও অপবর্গার্থতা সমাপ্ত হয়। তখন সেই মুক্ত পুরুষের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়।[৪২] কিন্তু অন্যান্য অকৃতার্থ পুরুষগণের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রকৃতি এক; কিন্তু পুরুষ বহু। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের নিত্যত্ব হেতু প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ অনাদি। প্রকৃতির সৃষ্টিক্রিয়া অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কতকগুলি পুরুষের মুক্তি সাধিত হইলেও অন্যান্য অমুক্ত পুরুষগণের ভোগের জন্য প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতে থাকিবে।[৪৩]

শ্রীধরাচার্য ন্যায়কন্দলীগ্রন্থে মুক্তি ও সর্বমুক্তিবিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে মুক্তির স্বরূপ হইল—অহিতসমূহের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। তিনি স্বমতের অনুকূলে প্রমাণস্বরূপ বেদান্তবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, অশরীরী জীবাত্মায় সুখদুঃখাদি থাকে না। তখন আত্মা মুক্ত। এই প্রসঙ্গে সর্বমুক্তিবাদী আচার্যগণের অনুমান উল্লেখ করিয়া তিনি উহাতে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাচীন আচার্যগণের সর্বমুক্তির অনুকূলে অনুমান এই যে, 'দুঃখসন্ততির আত্যন্তিকভাবে উচ্ছেদ হইবে; যেহেতু উহা সন্ততি, যথা প্রদীপসন্ততি।' শ্রীধর বলেন, উক্ত অনুমান ব্যভিচারদোষদুষ্ট; যেহেতু পার্থিবপরমাণু-রূপসন্ততি-স্বরূপ-ধর্মীতে সন্ততিত্বরূপ-হেতু রহিয়াছে। কিন্তু উহাতে অত্যন্ত-উচ্ছেদরূপ-সাধ্য নাই। পার্থিব পরমাণু নিত্য। উহা রূপশূন্য হইয়া কোন কালে থাকে না। যে কোন একটি রূপ উহাতে অবশ্যই থাকিবে। এইজন্য পার্থিব পরমাণুর রূপসন্ততির একান্ত উচ্ছেদ কদাপি সংঘটিত হয় না। সুতরাং সাধ্যের অভাববৎ-পদার্থে হেতু বর্তমান থাকায় ব্যভিচারদোষ ঘটিয়াছে। উক্ত ব্যভিচারদোষদুষ্ট হেতু দ্বারা প্রকৃত অনুমান করায় উপরোক্ত অনুমান সৎ অনুমান নহে। শ্রীধর বলেন, ব্যভিচারদুষ্ট এই অনুমানের দ্বারা সর্বমুক্তি স্বীকার করা যায় না।[৪৪]

শ্রীবল্লভাচার্য ন্যায়লীলাবতীতে মুক্তি এবং সর্বমুক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন।

৪২। তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা।—যো. দ ২।২১। অত্র যোগভাষ্যম্—দৃশি-রূপস্য পুরুষস্য কর্মরূপতামাপন্নং দৃশ্যমিতি তদর্থ এব দৃশ্যস্য আত্মা স্বরূপং ভবতীত্যর্থঃ। তৎস্বরূপং তু পুরুষেণ প্রতিলব্ধাত্মকং ভোগাপবর্গার্থতায়াং কৃতায়াং পুরুষেণ ন দৃশ্যতে ইতি। স্বরূপহানাদস্য নাশঃ প্রাপ্তঃ, ন তু বিনশ্যতি।

৪৩। কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ।—যো. দ. ২।২২

৪৪। তস্মাদহিতনিবৃত্তিরাত্যন্তিকী মহোদয় ইতি যুক্তম্। তস্যাঃ সদ্ভাবে কিং প্রমাণম্? দুঃখসন্ততি-ধর্মিণী অত্যন্তমুচ্ছিদ্যতে সন্ততিত্বাদ্ দীপসন্ততিবৎ ইতি তার্কিকাঃ। তদযুক্তম্। পার্থিবপরমাণুরূপাদিসন্তানেন ব্যভিচারাৎ। 'অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশত' ইত্যাদয়ো বেদান্তাঃ প্রমাণমিতি তু বয়ম্।—শ্রীধরঃ (ন্যায়কন্দলী পৃঃ ৫)

তিনি সর্গের ন্যায় অপবর্গকেও শ্রুতিসিদ্ধ সমর্থন করিয়া ঐ অপবর্গে অনুমানরূপ হেতুর প্রদর্শনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, মহাপ্রলয়াবস্থায় আকাশের বিশেষগুণের ন্যায় জীবাত্মার কখন কখন অশেষবিশেষগুণের নাশ, সুতরাং মুক্তি ঘটে; যেহেতু জীবাত্মা বিভু হইয়া জন্ত-বিশেষগুণবান্। জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও ভাবনা—এইগুলি জীবাত্মার বিশেষগুণ।[৪৫] পরমাণ্বন্তর্ভাবে জন্ত-বিশেষগুণবত্ত্বরূপ হেতুর ব্যভিচার বারণের জন্য উল্লিখিত অনুমানে 'বিভুত্বে সতি'—এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার ঈশ্বরান্তর্ভাবে বিশেষগুণবত্ত্বরূপ হেতুর ব্যভিচার বারণের জন্য বিশেষগুণাংশে 'কার্যত্ব'-বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বরে বিশেষগুণ থাকিলেও কার্যবিশেষগুণ নাই। জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতি—ঈশ্বরের বিশেষগুণ; উহা নিত্য; জন্য নহে। অতঃপর বল্লভাচার্য বলিয়াছেন যে, উক্ত অনুমানের দ্বারা সকল জীবাত্মার অশেষবিশেষগুণের ধ্বংস বা মুক্তি হইবে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ কতিপয় আত্মার স্বভাবই এই যে, তাহারা চিরকাল সংসারীই থাকিবে, মুক্ত হইবে না। আবার 'আমি যদি উক্ত স্বভাববিশিষ্ট হই'—এইরূপ আশঙ্কায় কেহই মোক্ষমার্গে প্রবৃত্ত হইবে না—একথাও শ্রীবল্লভ বলেন না। কারণ শম, দম, ভোগবিতৃষ্ণা প্রভৃতি শ্রুতিসিদ্ধ মুমুক্ষুচিহ্নের দ্বারা পূর্বোক্ত সন্দেহের নিরসনপূর্বক কতিপয় আত্মা মুক্তিপথে প্রবর্তিত হইবেন—ইহা তিনি স্বীকার করেন।[৪৬]

উদয়নাচার্য সর্বমুক্তিবাদী ছিলেন। কিরণাবলী গ্রন্থে মুক্তিপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, বাসনাসহকৃত মিথ্যাজ্ঞানই সংসারের মূল কারণ। তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের বিরোধী। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে রাগাদিও নিবৃত্ত হইয়া যায়। তাহার ফলে প্রবৃত্তির অভাব ঘটে। প্রবৃত্তির অভাবে জন্ম প্রভৃতির উচ্ছেদ হয়। এইভাবে জীবাত্মার দুঃখ-সন্ততির বিনাশ হইয়া থাকে। উক্ত তত্ত্বজ্ঞান পুরুষের প্রযত্নসাধ্য। সুতরাং পুরুষপ্রযত্নের অপেক্ষা না থাকায় দুঃখনিবৃত্তি পুরুষার্থ হইবে না, ইহা বলা যায় না।

দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অপ্রামাণিক; সুতরাং ইহা পুরুষার্থ হইতে পারে না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে ভাবিয়া উদয়ন প্রাচীন আচার্যগণের অনুমানের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন আচার্যগণ বলেন—দুঃখসন্ততির আত্যন্তিকভাবে উচ্ছেদ হইবে, যেহেতু উহা সন্ততি, যথা প্রদীপসন্ততি। উক্ত অনুমানের বলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি

৪৫। বুদ্ধ্যাদি ষট্কং সংখ্যাদি পঞ্চকং ভাবনা তথা।
ধর্মাধর্মৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যুশ্চতুর্দশ ॥—ভাষাপরিচ্ছেদঃ (কারিকা ২৭)

৪৬। স্বর্গবৎ শ্রুতিসিদ্ধে চাপবর্গে অনুমানমপ্যুচ্যতে। আত্মা কদাচিৎ স্বস্তাশেষবিশেষগুণো বিভুত্বে সতি কার্যবিশেষগুণবত্ত্বাৎ মহাপ্রলয়াবস্থায়ামাকাশবৎ। ন চ ক্রমেণ সর্বমুক্তিঃ। কেষাঞ্চিদাত্মনাং সংসারৈকস্বভাবত্বাৎ। ন চৈবং সতি তদাশঙ্কায়াং সর্বেষাং মোক্ষানুষ্ঠানপ্রসঙ্গঃ, শমদমভোগানভিষঙ্গাদিচিহ্নেন শ্রুতিসিদ্ধেন সন্দেহনিবৃত্তেঃ।
—শ্রীবল্লভঃ (ন্যায়লীলাবতী পৃঃ ৫৯৭-৫৯৮)

প্রমাণিত হয়। পার্থিবপরমাণুগত রূপাদিসন্তানে সন্ততিত্বরূপ হেতু অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী হইয়া গিয়াছে; সুতরাং পূর্বোক্ত অনুমান সৎ অনুমান নহে—ইহা বলা যায় না। কারণ নিখিলাত্মগত দুঃখসন্ততি 'পক্ষ' হওয়ায় উক্ত রূপাদি-সন্ততিও পক্ষেই অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। রূপাদি-সন্ততির পক্ষ-প্রবেশে কারণ এই যে, সর্বজীবের মুক্তিপক্ষে সর্বাত্মগত দুঃখসন্ততির উচ্ছেদ স্বীকার করিলে সকল জীবেরই মুক্তি অর্থতঃ পাওয়া যায়। সুতরাং জন্য-মাত্রের প্রতি সাধারণ নিমিত্ত যে অদৃষ্ট, তাহার অভাব ঘটে। সর্বমুক্তিপক্ষে ভোগাদৃষ্টের অস্তিত্ব-কল্পনা সম্ভব হয় না বলিয়া পার্থিবপরমাণুগত-রূপাদির উৎপত্তিতে কোনও বীজ থাকিবে না এবং ভোক্তৃমাত্রের অপবর্গ সম্পন্ন হইলে পার্থিব-পরমাণুগতরূপাদি-সৃষ্টির কোন প্রয়োজনও থাকে না। বীজ ও প্রয়োজন ব্যতীত কাহারও উৎপত্তি হয় না।[৫৭] সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা সর্বমুক্তিকে স্বপক্ষ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা অবশ্যই পার্থিবপরমাণুগত রূপাদিরও অত্যন্ত উচ্ছেদ স্বীকার করেন। এজন্য সর্বমুক্তি পক্ষ হইলে পার্থিবপরমাণুগত রূপাদিসন্তানের আত্যন্তিক উচ্ছেদও ফলতঃ পক্ষকুক্ষিতেই নিক্ষিপ্ত হয়।

সকলের মুক্তি হয়—ইহা স্বীকার্য নহে;—এইরূপ আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, যিনি মুক্ত নহেন তাঁহার দুঃখসন্তানেই পূর্বোক্ত সন্ততিত্ব-রূপ হেতুটি ব্যভিচারী হইয়া যায়; সুতরাং উদাহরণান্তর অন্বেষণের প্রয়োজন নাই; অর্থাৎ যদি পূর্বপক্ষী সর্বমুক্তি বা মহাপ্রলয় অস্বীকার করেন, তবে অমুক্ত আত্মার দুঃখসন্তান আত্যন্তিকভাবে উচ্ছিন্ন না হওয়ায় উক্ত দুঃখসন্ততিতেই পূর্বোক্ত অনুমানের সাধ্য যে আত্যন্তিক উচ্ছেদ তাহা থাকিল না; অথচ সন্ততিত্ব-রূপ হেতুটি উহাতে রহিয়াছে। সুতরাং পূর্বপক্ষীর মতে অমুক্ত আত্মার দুঃখসন্তানান্তর্ভাবেই হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারপ্রদর্শন সম্ভব হওয়ায় তিনি যে পার্থিব-পরমাণুগত রূপসন্তানান্তর্ভাবে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নিষ্প্রয়োজন হয়। যদি পূর্বপক্ষী বলেন যে, পার্থিবপরমাণুগতরূপসন্তানস্বরূপ ব্যভিচারপ্রদর্শক উদাহরণান্তর আদরণীয় নহে, তাহা হইলেও ইহা বলা যায় যে—অমুক্ত আত্মার দুঃখসন্ততিরূপ উদাহরণকে আশ্রয় করিয়া পূর্বপক্ষী পূর্বোক্ত হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার দেখাইতে পারেন না; যেহেতু উহা অসিদ্ধ; অর্থাৎ পূর্বোক্ত অনুমানের দ্বারা প্রত্যেক আত্মার দুঃখসন্ততির আত্যন্তিক-ভাবে উচ্ছেদ প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং এমন কোনও সংসারী আত্মা প্রমাণিত হইতে পারেন না, যাঁহার কখনও দুঃখসন্তানের আত্যন্তিকভাবে উচ্ছেদ হইবে না।

৫৭। তচ্চ তত্ত্বজ্ঞানং পুরুষপ্রযত্নসাধ্যমিতি। কিং পুনরত্র প্রমাণম্? দুঃখসন্ততিরত্যন্তমুচ্ছিদ্যতে সন্ততিত্বাৎ প্রদীপসন্ততিবদিত্যাচার্যাঃ। পার্থিবপরমাণুগতরূপাদিসন্তানেনৈকান্তিকমিদমিতি চেৎ, ন। সর্বাত্মগতদুঃখসন্ততিপক্ষীকরণে ফলতস্তস্যাপি পক্ষেঽন্তর্ভাবাৎ। ন হি সর্বমুক্তিপক্ষে সর্বোৎপত্তিমন্নিমিত্তস্যাদৃষ্টস্যাভাবাৎ তদুৎপত্তৌ বীজমস্তি। ন চ সর্বভোক্তৄণামপবৃক্তৌ তদুৎপত্তেঃ প্রয়োজনমস্তি। ন হি বীজপ্রয়োজনাভ্যাং বিনা কস্যচিদুৎপত্তিরস্তি।—উদয়নঃ (কিরণাবলী, ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৫৭-৬২)

কোন কোন আত্মা কখনও মুক্ত হইবেন না—ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে 'আমিই যদি তাদৃশস্বভাববিশিষ্ট হই, তবে আমার পক্ষে প্রব্রজ্যা-গ্রহণ বিপরীতপ্রয়োজন হইয়া যাইবে'—এইরূপ আশঙ্কা প্রত্যেক জীবের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়ায় কেহই আর প্রব্রজ্যার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্যাদি কষ্ট স্বীকার করিতে যাইবেন না।[৪৮]

যদি জীবমাত্রেরই দুঃখধারার আত্যন্তিকভাবে নাশ হইবে—এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়, তবে এতদিন তাহা হয় নাই কেন? অনন্ত কল্প অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক কল্পে এক একটি জীবের মুক্তি ঘটিলে এতদিন আর সংসার থাকিত না। পূর্বপক্ষীর এইরূপ আপত্তির উত্তরে উদয়ন বলেন, একথা সত্য। অনন্ত জীবের মুক্তি হইয়াছে বটে, তবে এখনও সকলে মুক্ত হন্ নাই; কারণ এখনও সংসার প্রত্যক্ষসিদ্ধ রহিয়াছে। যদি পূর্বপক্ষী বলেন, অনন্ত কল্প চলিয়া গিয়াছে; প্রত্যেক কল্পে জীবের মুক্তি ঘটিতেছে; সুতরাং সকল জীবের মুক্তির ফলে অদ্যাবধি সংসারের উপলব্ধি না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল; তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, এইরূপ আপত্তি যুক্তিসহ নহে। যেহেতু কালনিয়মে কোন প্রমাণ নাই। কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল জীবের মুক্তি ঘটিবে—ইহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। সুতরাং আজ পর্যন্ত সকল জীবের মুক্তি হয় নাই বলিয়া ভবিষ্যতেও যে সকল জীবের মুক্তি ঘটিবে না—ইহা প্রমাণ করা যায় না।[৪৯] এইরূপভাবে পূর্বপক্ষীর আপত্তিসমূহের খণ্ডন করিয়া আচার্য উদয়ন সর্বমুক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বৈদান্তিকপ্রবর চিৎসুখাচার্য সর্বমুক্তিবাদী ছিলেন। তিনি সর্বমুক্তিবিষয়ে পূর্বপক্ষীর আপত্তিসমূহ উত্থাপন করিয়াছেন। পূর্বপক্ষী বলেন, 'দুঃখসন্ততির অত্যন্ত উচ্ছেদ হয়, কারণ উহা সন্ততি, যেমন প্রদীপসন্ততি'—কিরণাবলীকারের এই অনুমান সৎ অনুমান নহে। কারণ পার্থিবপরমাণুগতরূপাদিসন্তানে ঐ অনুমানের ব্যভিচার আছে। যদি বলা হয় যে, সুখদুঃখভোগের প্রযোজক ধর্মাধর্ম নিমিত্তের অভাববশতঃ সর্বমুক্তিতে বা মহাপ্রলয়ে পার্থিব-পরমাণুগত-রূপাদিসন্তানের উচ্ছেদ হয়, তদুত্তরে পূর্বপক্ষী বলেন,—যাঁহারা সর্বমুক্তি অস্বীকার করেন, তাঁহাদের প্রতি এইরূপ পর্যনুযোগ করা চলে না। ন্যায়লীলাবতীকার, ন্যায়কন্দলীকার প্রভৃতি বৈশেষিকগণ সর্বমুক্তি অস্বীকার করিয়াছেন। কতকগুলি আত্মার

৪৮। সর্বমুক্তিরিত্যেব নেষ্যত ইতি চেৎ, তর্হি য এব নাপবৃজ্যতে তস্যৈব দুঃখসন্তানেঽনৈকান্তিকমিদং, কিমুদাহরণান্তরগবেষণয়া। এবমস্তু ন চোদাহরণমাদরণীয়মিতি চেন্, নাসিদ্ধেঃ। সিদ্ধৌ বা সংসারৈকস্বভাবা এব কেচিদাত্মান ইতি স্থিতে অহমেব যদি তথা স্যাং তদা মম বিপরীতপ্রয়োজনং পরিব্রাজকমিতি শঙ্কয়া ন কশ্চিৎ তদর্থং ব্রহ্মচর্যাদিদুঃখমনুভবেৎ।—উদয়নঃ (কিরণাবলী ১ম খণ্ডঃ-পৃঃ ৭২-৭৩)

৪৯। অথ যদি সর্বদুঃখসন্ততিনিবৃত্তির্ভবিষ্যতি তর্হীয়তা কালেন কিং নাম নাভূৎ? একৈকস্মিন্ কল্পে যদ্যেকোঽপবৃজ্যেত তদাপ্যুচ্ছেদঃ সংসারস্য স্যাৎ, কল্পানামনন্তত্বাৎ। সত্যম্। অনন্তাঃ হ্যপবৃক্তা ন তু সর্বে, সম্প্রতি সংসারস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ। নন্বেতদেব ন স্যাদিত্যুচ্যত ইতি চেন্, ন। কালনিয়মে প্রমাণাভাবাৎ।—উদয়নঃ (কিরণাবলী-১ম খণ্ডঃ-পৃঃ ৭৪)

স্বভাবই এই যে, তাহারা চিরদিনই সংসারী থাকিবে। আবার আশঙ্কাবশে কোনও জীবের মোক্ষসাধনপথে প্রবৃত্তি হইবে না—ইহাও বলা যায় না। যেহেতু শম, দম প্রভৃতি বেদবিহিত মুমুক্ষুচিহ্নের দ্বারা সন্দেহের নিরাকরণ করিয়া কতিপয় জীব মুক্তিপথে প্রবৃত্ত হইবেন।[৫০] চিৎসুখাচার্য পূর্বপক্ষীর এইরূপ আপত্তি স্বীকার করেন না। কারণ তার্কিক প্রভৃতি দুঃখনিবৃত্তিকে মোক্ষের স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের মোক্ষের স্বরূপই বেদান্তমতে অসিদ্ধ; কারণ বন্ধ সত্য হইতে পারে না। সত্য হইলে ইহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। বন্ধ অবাস্তব ও অবিদ্যাকল্পিত বলিয়া উহার নিবৃত্তি সম্ভব। অবিদ্যা নিত্যবস্তু নহে। ইহা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে সকলের মুক্তি হইবে। 'জীবভেদ অবিদ্যা-কল্পিত। 'ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া-নিবৃত্তিঃ'—ইত্যাদি শ্রুতিবলে সমস্ত অবিদ্যারই বিনাশ স্বীকার করিতে হইবে। কাজেই সর্বজীবের মুক্তি হইবে কিনা—এ প্রশ্নই বেদান্তমতে অনুপপন্ন। যদি অবিদ্যার কোন কালে নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে তাহাকে সত্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য কেহ নিত্য নহে। যাহা অনিত্য, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং অবিদ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। চিৎসুখাচার্য অপ্রয়োজন মনে করিয়া এই প্রশ্নের বিচার করেন নাই। যাঁহাদের মতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নিত্য-সত্য এবং বাস্তব, তাঁহাদের মতে একান্তবদ্ধ জীবের কল্পনা সম্ভবপর। যাঁহারা বন্ধনকে অজ্ঞান-কল্পিত মনে করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তে এরূপ শঙ্কার অবকাশই নাই।

সাংখ্যদর্শন ও ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন-সম্মত মুক্তি ও তাহার উপায় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। মহর্ষি গৌতমের ন্যায়দর্শনে সর্বপ্রকার সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে মোক্ষ বলা হইয়াছে।[৫১] মহর্ষি কণাদও বৈশেষিক দর্শনে বলিয়াছেন যে, জীবের ধর্ম ও অধর্মরূপ সমস্ত অদৃষ্টের অভাব হেতু তাঁহার যে সেই শরীরাদির সহিত সেই বিলক্ষণ সংযোগের অভাব এবং পুনর্বার অন্য শরীরাদির বিলক্ষণ সংযোগের অপ্রাদুর্ভাব বা অনুৎপত্তি, তাহাই মুক্তি।[৫২] সুতরাং কণাদের মতেও সর্বপ্রকার সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি।

৫০। অস্তু তর্হি 'দুঃখসন্ততিরত্যন্তমুচ্ছিদ্যতে সন্ততিত্বাৎ প্রদীপসন্ততিব'দিতি কিরণাবলীকারপ্রয়োগ ইতি চেৎ ন, পার্থিবপরমাণুরূপাদিসন্তানে স্বমতে ব্যভিচারাৎ। নমু সর্বমুক্তৌ নাপি সন্ততিঃ উচ্ছিদ্যতে ধর্মাধর্মাখ্যনিমিত্তস্য সুখদুঃখোপভোগলক্ষণপ্রয়োজনস্য চাভাবাদিতি চেৎ। নৈবম্। সর্বমুক্ত্যনঙ্গীকারবাদিনং প্রতি এবং পর্যনুযোগাযোগাৎ। কন্দলীকারলীলাবতীকারপ্রভৃতিভিঃ কৈশ্চিদ্ বৈশেষিকবিশেষৈঃ সর্বমুক্তেরনঙ্গীকারাৎ কেষাঞ্চিদাত্মনাং সংসারৈকস্বভাবতাঙ্গীকারাৎ। নচৈবং সতি সর্বেষাং তথাত্বাশঙ্কয়া মোক্ষসাধনানুষ্ঠানপ্রসঙ্গঃ। শমদমোপরমতিতিক্ষাদিনা মুমুক্ষুচিহ্নেন শ্রুতিসিদ্ধেন তথাত্বশঙ্কানিবৃত্তেঃ।—চিৎসুখী পৃঃ ৩৫৭

৫১। তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ।—গৌতমসূত্রম্ ১।১।২২

৫২। তদভাবে সংযোগাভাবোঽপ্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ।—বৈশেষিকদর্শনম্ ৫।২।১৮

কারণ জীবের জন্ম হইলেই নানা দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। চিরকালের জন্য তাঁহার শরীরাদি-সম্বন্ধের উচ্ছেদ অর্থাৎ পুনর্জন্মের নিবৃত্তি হইলেই ভবিষ্যতে কখনও তাঁহার কোন দুঃখ-ভোগের সম্ভাবনা থাকে না। শরীরাদির অভাবে কখনও সেই মুক্ত আত্মাতে জ্ঞানাদি বিশেষগুণ জন্মিতে পারে না। সুতরাং বৈশেষিকগণের মতে আত্মার জ্ঞানাদি সমস্ত বিশেষ-গুণের অত্যন্ত উচ্ছেদই মুক্তি।

ন্যায়-বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের মতে আত্মা চৈতন্যময় ও সুখস্বরূপ নহেন। কিন্তু চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান তাঁহার বিশেষগুণ এবং জীবাত্মার পক্ষে উহা অনিত্য। ধর্ম ও অধর্ম এবং তজ্জন্য সুখ এবং দুঃখও জীবাত্মার অনিত্য বিশেষগুণ। সুতরাং যে সমস্ত কারণে জীবাত্মাতে জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষগুণের উৎপত্তি হয়, তাহার অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলে পুনরায় সেই জীবাত্মাতে জ্ঞানাদি কোন বিশেষগুণ জন্মিতে পারে না। সুখের কারণ ধর্ম এবং দুঃখের কারণ অধর্মের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলে পুনরায় সুখদুঃখের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, কোন জীবাত্মার সমস্ত বিশেষগুণের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলেও সেই আত্মার উচ্ছেদ হইতে পারে না। কারণ আত্মা নির্বিকার নিত্য। সুতরাং ন্যায়বৈশেষিকমতে জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার—এই নয়টি আত্মগুণের নির্মূলভাবে উচ্ছেদ হইলে অপবর্গ সম্পাদিত হয়।[৫৩] আত্মগুণ-সমূহের নাশ না হইলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব নহে।

দুঃখের নিবৃত্তিতে মোক্ষ উৎপন্ন হয়। কারণের নাশে কার্যের নাশ ঘটে। দুঃখের মূল জন্ম। জন্ম হইলেই নানা দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। জন্মের কারণ প্রবৃত্তি অর্থাৎ জীবের ধর্ম ও অধর্ম। জন্মোচ্ছেদের জন্য প্রবৃত্তির উচ্ছেদ আবশ্যক। জীবের প্রবৃত্তির প্রতি হেতু রাগ ও দ্বেষ-রূপ দোষ। কারণ বিষয়বিশেষে আসক্তিরূপ রাগ এবং দ্বেষের বশবর্তী হইয়া জীব নানাবিধ শুভ ও অশুভ কর্ম করেন এবং তজ্জন্য ধর্ম ও অধর্ম সঞ্চয় করেন। সুতরাং প্রবৃত্তিনাশের জন্য দোষোচ্ছেদ প্রয়োজন। সেই রাগ ও দ্বেষরূপ দোষের কারণ জীবের নানাবিধ মিথ্যাজ্ঞান বা মোহ। তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের বাধক। আত্মার দর্শনরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি ঘটে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের নাশ এবং মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিতে তন্মূলক সমস্ত দোষের নিবৃত্তি হইয়া যায়। সেই দোষের নিবৃত্তি হইলে তন্মূলক ধর্ম-অধর্মের পুনরভ্যুদয় হইতে পারে না। উহাই ধর্মাধর্মরূপ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি। তত্ত্বজ্ঞানের মহিমায় সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ সমস্ত ধর্মাধর্মই দগ্ধবীজের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ফলোৎপাদনে অসমর্থ হয়। সুতরাং সেই তত্ত্বজ্ঞানী

৫৩। নবানামাত্মগুণানাং বুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নধর্মাধর্মসংস্কারাণাং নির্মূলোচ্ছেদোঽপবর্গ ইত্যুক্তং ভবতি।—ন্যায়মঞ্জরী (২য় খণ্ডঃ) পৃঃ ৭৭

পুরুষের পুনরায় জন্ম হইতে পারে না। বর্তমান জন্মের অবসান হইলেই চিরকালের জন্য তাঁহার আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ঘটে। ইহাই তাঁহার পরা মুক্তি।[৫৪]

সুতরাং ন্যায়বৈশেষিকদর্শনসম্মত মোক্ষ ও মোক্ষোপায় অনেকাংশে সাংখ্য-দর্শনানুযায়ী মনে হয়। আত্মার স্বরূপবিজ্ঞানের ফলে মুক্তি—সাংখ্য, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। তবে ন্যায়বৈশেষিকমতে সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার ধর্ম; কিন্তু সাংখ্যমতে এইগুলি বুদ্ধিরই ধর্ম। সাংখ্যমতে আত্মা সর্বধর্মবিবর্জিত।

সাংখ্যদর্শন ও বেদান্তদর্শন

বেদান্তদর্শনসম্মত মুক্তি বিষয়ে এখন কিছু আলোচনা করিব। অদ্বৈতবেদান্তিগণ একমাত্র ব্রহ্মেরই পারমার্থিকত্ব স্বীকার করেন। এই ব্রহ্ম স্বরূপতঃ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময় এবং ইনি অদ্বিতীয় অর্থাৎ স্বগত ভেদ, সজাতীয় ভেদ ও বিজাতীয় ভেদ—এই ত্রিবিধ ভেদশূন্য। শাখা পল্লব প্রভৃতি হইতে বৃক্ষের যে ভেদ, তাহা স্বগত ভেদ। ব্রহ্মে এইরূপ ভেদ নাই অর্থাৎ অংশাংশিভাব ব্রহ্মে নাই। বৃক্ষবিশেষ হইতে বৃক্ষান্তরের যে ভেদ, তাহা সজাতীয় ভেদ। এইরূপ কোনও ভেদ ব্রহ্মে নাই। কারণ ব্রহ্মাদ্বৈতবাদে একাধিক ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। বায়বীয় বস্তু হইতে পার্থিব বস্তুর যে ভেদ, তাহা বিজাতীয় ভেদ। এইরূপ কোন ভেদও ব্রহ্মে নাই; অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন কোন জড়বস্তুর পারমার্থিকত্ব অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন না। এইভাবে ত্রিবিধ ভেদ নিরাকৃত হওয়ার ফলে অংশাংশিরূপে, একাধিক ব্রহ্মের অস্তিত্ব-স্বীকারে অথবা চিৎ ও অচিৎ এই দ্বিবিধ বস্তুর অঙ্গীকারে যে দ্বৈতবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, পূর্বোক্ত বেদান্তমতে তাদৃশ দ্বৈত-বুদ্ধির কোন পারমার্থিকত্ব সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে সৎ ও চিন্ময় ব্রহ্মই অদ্বিতীয় পরমার্থসৎ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। ঈদৃশ ব্রহ্ম অসঙ্গ হইবেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অদ্বৈতবেদান্তনয়ে একমাত্র ব্রহ্মের পারমার্থিকত্ব স্বীকৃত হইলেও ভোক্তা জীব ও ভোগ্য জগৎ অলীক বা অসৎ বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। জীব ও জগতের ব্যাবহারিক সত্তা উক্তমতে স্বীকৃত হইয়াছে। যদিও সচ্চিদানন্দময় অসঙ্গ ব্রহ্মের বাস্তবিকপক্ষে কোন বন্ধন বা মুক্তি সম্ভব নয়, তথাপি ব্যাবহারিকসৎ জীবের ব্যাবহারিক বন্ধন বা মুক্তি বর্ণনা করা যাইতে পারে।

ব্যবহারের মূলে রহিয়াছে অজ্ঞান। এই অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব নহে; কিন্তু

৫৪। দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাভাবাদপবর্গঃ।—গৌতমসূত্রম্ ১।১।২

জ্ঞানবিরোধী ভাবাত্মক পদার্থ। অজ্ঞানের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কারণ পূর্বোক্ত পরমার্থসৎ ব্রহ্মবিষয়ে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ অনুভব নাই। বাস্তবিকপক্ষে এই অজ্ঞানই সকল প্রকার ব্যবহার ও ব্যাবহারিক বস্তুর মূল নিদান। অজ্ঞানের ফলেই জীব স্বভাবতঃ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও আপনাকে কর্তা, ভোক্তা, দুঃখী, সুখী ইত্যাদি রূপে কল্পনা করেন। অতএব জীব ও ব্রহ্মের অভেদবিষয়ক অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া কল্পিত জীবভাবে ব্রহ্ম বদ্ধের ন্যায় হইয়া থাকেন এবং নানাভাবে সুখ, দুঃখ ভোগ করেন। সুতরাং ব্রহ্মাদ্বৈতবাদে সাক্ষিসিদ্ধ যে ব্যাবহারিক অজ্ঞান, তাহাই ব্রহ্মের জীবভাব বা বন্ধন এবং জ্ঞানের দ্বারা উক্ত অজ্ঞানের নাশ হইলে ব্রহ্মের জীবভাব বা বন্ধন তিরোহিত হয়।[৫৫] সুতরাং জীব-ব্রহ্মের অভেদবিষয়ক তত্ত্বসাক্ষাৎকারের ফলে অবিদ্যার নাশ বা মুক্তি হইবে।[৫৬]

পূর্বের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, অদ্বৈতবেদান্তিগণ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে মুক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এবিষয়ে সাংখ্যদর্শনের সহিত তাঁহারা একমত। তবে তাঁহাদের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন; সাংখ্যদর্শনে ইহা স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যদর্শন ব্রহ্মবিষয়ে উদাসীন। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মাদ্বৈতবাদে জীব ও জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই; কিন্তু সাংখ্যদর্শনে জীব ও জগতের পারমার্থিক সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে।

সাংখ্যদর্শন ও মহাভারত

মহাভারতে বিষয়তৃষ্ণা জীবগণের দুঃখের ও বন্ধনের প্রতি হেতুরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। কোন বস্তুর প্রতি যখন জীবের মমত্ববুদ্ধি জাগ্রত হয়, তখন তাহা তাহার পরিতাপের কারণ হইয়া থাকে।[৫৭] বৈরাগ্যশালী ব্যক্তি সমস্ত কাম্যবস্তুকে ঘৃণিত পদার্থের ন্যায় পরিত্যাগ করেন। মানুষ কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলে ব্রহ্মত্ব-লাভে সমর্থ হন। কামনাহীন মানুষ সত্য-মিথ্যা, শোক-আনন্দ, ভয়-অভয় ও প্রিয়-অপ্রিয় পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ সুস্থচিত্তে অবস্থান করেন। মানুষ যখন কর্ম, বাক্য ও মন দ্বারা সমস্ত প্রাণীর উপর পাপাভিলাষ পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে।[৫৮] বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া জীবগণ প্রকৃত সুখী হইতে

৫৫। অবিদ্যাস্তময়ো মোক্ষঃ। সা চ বন্ধঃ উদাহৃতঃ।—লঘুচন্দ্রিকা পৃঃ ১

৫৬। নিবৃত্তিরাত্মা মোহস্য জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতঃ।—লঘুচন্দ্রিকা পৃঃ ১

৫৭। কিঞ্চিদেব মমত্বেন যদা ভবতি কল্পিতম্।
তদেব পরিতাপার্থং সর্বং সম্পদ্যতে তদা ॥—মহা ১২।১৬৮।৪১

৫৮। যদা ন কুরুতে ধীরঃ সর্বভূতেষু পাপকম্।
কর্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥—মহা ১২।১৬৮।৪৪

পারেন।[৫৯] ত্যাগের দ্বারাই প্রকৃত সুখশান্তি আসে। যিনি সকল কাম্যবস্তু লাভ করিয়াছেন এবং যিনি সকল কাম্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়াছেন—এই উভয়ের মধ্যে কামনাহীন ব্যক্তিই প্রশংসনীয়।[৬০] প্রিয়বস্তু আনন্দ উৎপন্ন করে; আনন্দ গর্ববৃদ্ধি করিয়া থাকে; গর্ব নরকের কারণ হয়। অতএব প্রিয়বস্তু লাভের কামনা সর্বথা বর্জনীয়।[৬১]

মহাভারতের মতে পরমাত্মা জীবাত্ম-রূপে দেহে অবস্থান করেন। অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত পুরুষের প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আত্মার স্বরূপবিজ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞানের ফলে পুরুষ নিজেকে প্রকৃতি হইতে ভিন্নস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং তখন প্রকৃতির সম্পর্ক-বর্জনে চেষ্টিত হন। বিবেকখ্যাতির ফলে পুরুষের সহিত প্রকৃতির পুনরায় সম্বন্ধ ঘটে না। তখন পুরুষ ব্রহ্ম হইতে নিজের অভিন্নত্ব বুঝিতে পারেন।

তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের ফলে জীবের নূতন ধর্ম-অধর্মের সৃষ্টি হয় না এবং প্রাক্‌সঞ্চিত পাপপুণ্যগুলি দগ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়; তাহাদের পুনরায় দেহোৎপাদনে সামর্থ্য থাকে না। সুতরাং জীবের পুনর্জন্মের আশঙ্কা দূরীভূত হয়। যে সকল পাপপুণ্য বর্তমান দেহে ফলদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ভোগের দ্বারা তাহাদের ক্ষয় করিতে হইবে। প্রাক্‌সঞ্চিত পাপ-পুণ্য ক্ষয়ের জন্য তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। প্রারব্ধকর্ম-ক্ষয়ান্তে শরীরপাত হইলে তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার তখন মিলন ঘটে। ইহা পুরুষের কৈবল্যাবস্থা।[৬২] বিবেকী পুরুষ বর্তমান শরীরের নাশ না হওয়া পর্যন্ত এই সংসারে অবস্থান করেন। ইহা তাঁহারা জীবন্মুক্তাবস্থা। জীবন্মুক্ত পুরুষ সর্ববিষয়ে মমত্ববোধরহিত, অহঙ্কারশূন্য, শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণু এবং সংশয়বর্জিত হইয়া সংসারে অবস্থান করেন। ব্রহ্মলোকে গমন তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। তিনি লৌকিককার্যে অনাসক্ত হইয়াও প্রারব্ধকর্মের ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত জীবনযাপনার্থে পানভোজনাদি কার্য করিতে থাকেন। জীবন্মুক্ত পুরুষ সর্বভূতে

৫৯। যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্ ॥—মহা ১২।১৬৮।৪৫

৬০। যঃ কামান্ প্রাপ্নুয়াৎ সর্বান্ যশ্চৈনান্ কেবলাংস্ত্যজেৎ।
প্রাপণাৎ সর্বকামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে ॥—মহা ১২।১৭১।১৬

৬১। প্রিয়ং হি হর্ষজননং হর্ষ উৎসেকবর্ধনঃ।
উৎসেকো নরকায়ৈব তস্মাৎ তং সংত্যজাম্যহম্ ॥—মহা ১২।২১৫।১৭

৬২। পুণ্যপাপময়ং দেহং ক্ষপয়ন্ কর্মসংক্ষয়াৎ।
ক্ষীণদেহঃ পুনর্দেহী ব্রহ্মত্বমুপগচ্ছতি ॥
পুণ্যপাপক্ষয়ার্থং চ সাংখ্যং জ্ঞানং বিধীয়তে।
তৎক্ষয়ে হ্যস্য পশ্যন্তি ব্রহ্মভাবে পরাং গতিম্ ॥—মহা ১২।২৬৭।৩৭-৩৮

সমদর্শী, লোষ্ট্র-পাষাণ-স্বর্ণে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন এবং নিজের নিন্দা বা প্রশংসায় নির্বিকার থাকেন।[৬৩]

পঞ্চশিখ সাংখ্যদর্শনের অন্যতম প্রধান আচার্য। তাঁহার সহিত রাজর্ষি জনকের যে কথোপকথন মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে বর্ণিত তত্ত্বোপদেশ কোন কোন অংশে প্রচলিত সাংখ্যমত হইতে পৃথক্। পঞ্চশিখ জনককে পরমপুরুষ ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন।[৬৪] মুক্তি সম্বন্ধে পঞ্চশিখের অভিমত এই যে, নদনদীসমূহ যেরূপ মহাসমুদ্রে নিপতিত হইয়া আপন সত্তা হারাইয়া ফেলে, জীবও সেইরূপ মুক্তিলাভ করিয়া বিশ্বাত্মা পরমপুরুষের সহিত মিলিত হন এবং আপনার নাম ও রূপ হারাইয়া ফেলেন। ক্ষুদ্রনদী মহানদীতে লয় পায়, মহানদী সমুদ্রের সহিত মিশ্রিত হয়; সেইরূপ স্থূল বস্তু সূক্ষ্ম বস্তুতে, সূক্ষ্ম বস্তু তাহার কারণে, তাহা আবার শুদ্ধ ব্রহ্মে বিলীন হয়।[৬৫] পঞ্চশিখের মতে কোন বস্তুর নাশ নাই। আত্মারও নাশ নাই। ভ্রমবশে রজ্জুতে যেরূপ সর্পজ্ঞান হয়, সেইরূপ অবিদ্যার ফলে আত্মার সহিত বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের ফলে দেহ হইতে আত্মার ভিন্নত্বের জ্ঞান হয়। তখন জীব স্বকীয় আনন্দময় স্বরূপে অবস্থান করেন। এইরূপে তাঁহার সকল অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া কৃতার্থতালাভ হয়।[৬৬]

৬৩। নির্মমশ্চানহঙ্কারো নির্দ্বন্দ্বশ্ছিন্নসংশয়ঃ।
নৈব ক্রুধ্যতি ন দ্বেষ্টি নানৃতা ভাষতে গিরঃ॥
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাণমভিবর্ততে।
নৈবেচ্ছতি ন চানিচ্ছো যাত্রামাত্রব্যবস্থিতঃ॥
অলোলুপোঽব্যথো দান্তো ন কৃতী ন নিরাকৃতিঃ।
নাস্যেন্দ্রিয়মনেকাগ্রং নাতিক্ষিপ্তমনোরথঃ।
অহিংস্রঃ সর্বভূতানামীদৃক্সাংখ্যো বিমুচ্যতে॥—মহা ১২।২২৮।৩৩+৩৫+৩৭

৬৪। পুরুষাবস্থমব্যক্তং পরমার্থং নিবোধয়ৎ।—মহা ১২।২১১।১১।

৬৫। যথার্ণবগতা নদ্যো ব্যক্তীর্জহতি নাম চ।
নদাশ্চ তা নিযচ্ছন্তি তাদৃশঃ সত্ত্বসংক্ষয়ঃ॥—মহা ১২।২১২।৪২।

অত্র নীলকণ্ঠঃ—নদ্যো নদাশ্চ ব্যক্তীঃ রূপাণি নাম চ জহতি ত্যজন্তি, নদাশ্চ তা নদীর্নিযচ্ছন্তি স্ববশে কুর্বন্তি। যথা ক্ষুদ্রনদী মহানদ্যাং নামরূপে জহাতি মহানদী চ সমুদ্রে লীয়তে, তদ্বৎ সত্ত্বস্য মহদাদিঘটীভূতাত্মনা স্থিতস্য উৎপত্তিবিপরীতক্রমেণ সংক্ষয়ঃ। স্থূলং সূক্ষ্মে লীয়তে, সূক্ষ্মং কারণে, তচ্চ শুদ্ধে ইত্যর্থঃ।

৬৬। উচ্ছেদনিষ্ঠা নেহাস্তি ভাবনিষ্ঠা ন বিদ্যতে।
অয়ং হ্যপি সমাহারঃ শরীরেন্দ্রিয়চেতসাম্॥
বর্ততে পৃথগন্যোন্যমপ্যপাশ্রিত্য কর্মসু॥—মহা ১২।২১২।৬

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, মুক্তিবিষয়ে সাংখ্যদর্শনের সহিত মহাভারতের অনেকাংশে মতৈক্য রহিয়াছে। উভয়মতে জাগতিক বস্তু দুঃখময়। উভয়মতে অজ্ঞানের ফলে প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং তাঁহার বন্ধনদশা ঘটে; আত্মার স্বরূপবিজ্ঞানের ফলে পুরুষের কৈবল্যলাভ হয়। তবে সাংখ্যমতে মুক্তাবস্থায় পুরুষ শুদ্ধ স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। পক্ষান্তরে মহাভারতের মতে কৈবল্যাবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মাতে বিলীন হন।

সাংখ্যদর্শন ও ভগবদ্গীতা

ভগবদ্গীতার মতে জীব ঈশ্বরের পরা শক্তি। অবিদ্যাপ্রভাবে পুরুষ প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হন। তাহাই তাঁহার বন্ধনের ও বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণের কারণ। পুরুষ স্বভাবতঃ নির্গুণ, নির্বিকার। অজ্ঞানের ফলে পুরুষের বন্ধন। তত্ত্বজ্ঞানের ফলে পুরুষ যখন নিজেকে শুদ্ধ অপরিণামী প্রভৃতি রূপে জানিতে পারেন, তখন তিনি প্রকৃতির সংসর্গ বর্জন করেন। তখন তাঁহার সংসারপাশ ছিন্ন হয় এবং তিনি মুক্তিলাভ করেন।

মুক্তিপথের উপায়রূপে গীতায় দুইটি পথের সন্ধান রহিয়াছে; একটি জ্ঞানযোগ, অপরটি কর্মযোগ।[৬৭] গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের বিষয় সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। সেখানে দেহের স্বরূপ, আত্মার স্বরূপ, দেহের সহিত আত্মার পার্থক্য এবং অবিদ্যার বশে দেহ-আত্মার সম্পর্ক বর্ণিত হইয়াছে[৬৮]। অতঃপর জ্ঞানযোগীর স্বরূপও উল্লিখিত হইয়াছে। যিনি জ্ঞানপথে সমারূঢ়, তিনি সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া রাগ, দ্বেষ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি বিবর্জিত হইয়া নির্লিপ্তভাবে জগতে অবস্থান করেন। শুভাশুভ কোন বিষয় তাঁহার চিত্তবিক্ষোভ ঘটাইতে পারে না। চঞ্চল ইন্দ্রিয়সমূহকে ভোগ্য বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সুস্থচিত্তে তিনি বিমল আত্মসুখ উপভোগ করেন। ইহা জীবের ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি পুনরায় অবিদ্যামোহে পতিত হন না এবং তাঁহার তখন মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।[৬৯] আবার গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগেরও উপদেশ রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মে প্রবৃত্ত হইবার জন্য বারংবার উৎসাহিত করিয়াছেন।[৭০] জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ বিষয়ে একত্র এইরূপ উক্তি আপাততঃ বিরুদ্ধ প্রতীয়মান হইলেও পরস্পর বিরোধের কোন

৬৭। এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।—গীতা ২।৩৯।

৬৮। গীতা ২।১৩-২৭

৬৯। এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।—গীতা ২।৭২

৭০। তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।।—গীতা ২।৩৭

সম্ভাবনা নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণ মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ে অধিকারী ভেদে পৃথক্ পৃথক্ পথের নির্দেশ দিয়াছেন। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে কোন্ ব্যক্তির কোন্ পথ অবলম্বনীয়—তাহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা আত্মানাত্মবিবেকসম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ তাঁহাদিগের জ্ঞানযোগ গ্রহণীয়। পক্ষান্তরে যাঁহারা তাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন নহেন, সেই সমস্ত বিষয়-ব্যাকুলবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে প্রথমে কর্মযোগ অবলম্বনীয়।[১১] যে পরমহংস পরিব্রাজকগণ বিশুদ্ধচিত্ত এবং আত্মা ও অনাত্মবিষয়ে বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রহ্মচর্যকাল হইতে যাঁহারা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মজ্ঞানিগণের জ্ঞানপরিপাকের জন্য জ্ঞানমার্গ গ্রহণীয়। তাঁহারা যাবতীয় কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সমাহিত চিত্তে কেবল তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যের শ্রবণ ও মননে নিরত থাকেন। কিন্তু যাঁহারা তাদৃশ জ্ঞান-ভূমিকাতে আরূঢ় নহেন, অন্তঃকরণশুদ্ধির দ্বারা তাঁহাদের জ্ঞানপদবীতে প্রবেশ করিতে হইবে। চিত্তবিশুদ্ধির জন্য তাঁহাদের সর্বপ্রথমে কর্মযোগ অবলম্বনীয়। সুতরাং গীতায় বর্ণিত জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ পরস্পরবিরোধী নহে; কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রথমটিতে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। ব্যক্তিবিশেষের চিত্তের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি রূপ অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন পথ গ্রহণীয়।

তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়া পর্যন্ত সম্যক্ চিত্তশুদ্ধির জন্য শাস্ত্রবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মসমূহ অবশ্যই করণীয়। কর্মের দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি সম্ভব। চিত্তশুদ্ধি না হইলে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। জ্ঞানসম্পর্কশূন্য সন্ন্যাসব্রত হইতে মোক্ষলাভ সম্ভব নহে। সুতরাং প্রথমে শ্রৌত-স্মার্ত কর্মসমূহের অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে; অনন্তর সন্ন্যাসাত্মক জ্ঞাননিষ্ঠার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। জ্ঞানীই হউন বা অজ্ঞানীই হউন, কোন ব্যক্তি কার্য না করিয়া ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারেন না। কারণ সত্ত্বাদি গুণের কার্য রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি প্রাণিমাত্রকেই বশীভূত করিয়া কার্যে ব্যাপৃত রাখে।[১২] যিনি কর্ম করিতে করিতে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, তিনি সত্ত্বাদিগুণের প্রভাবে কার্য করিলেও তাহাতে আসক্তিশূন্য। তাদৃশ জ্ঞানী পুরুষের জীবনযাত্রা-নির্বাহার্থে অনুষ্ঠিত কর্মসমূহ বন্ধনের কারণ হয় না। পরন্তু যাহার চিত্ত এখনও শুদ্ধ হয় নাই, তাদৃশ অজ্ঞানীর পক্ষে কর্ম অবশ্যই করণীয়। নিষ্কামভাবে কর্মানুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হয়; বিশুদ্ধ চিত্তে আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। তখন এই

১১। জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্ কর্মযোগেন যোগিনাম্।—গীতা ৩।৩

১২। ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।—গীতা ৩।৫

জ্ঞানের পরিপাকের জন্য কর্মবিরতি প্রয়োজন; কারণ কর্মসমূহ চিত্তের বিক্ষোভ ঘটাইয়া থাকে।[৭৩]

কর্মের সাফল্যে বা অসাফল্যে তুল্যবোধসম্পন্ন হইয়া কর্তৃত্বাভিমান বর্জন করতঃ ঈশ্বরের আরাধনার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রীয় কর্মসমূহের অনুষ্ঠান বাঞ্ছনীয়। সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে সমত্ববোধকে 'যোগ' বলা হয়।[৭৪] সাধারণতঃ কর্ম বন্ধনের কারণ হয়; কিন্তু এরূপভাবে কর্মের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে যে, কর্মও করা হইবে, অথচ কর্মজনিত বন্ধনদশা ঘটিবে না। এইরূপ কর্মের কৌশলকে 'কর্মযোগ' বলা হইয়াছে।[৭৫] যিনি লাভে বা অলাভে, কর্মের সাফল্যে বা অসাফল্যে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন, তিনি কর্ম করিয়াও কর্মপাশে বদ্ধ হন না।[৭৬] যাঁহার জ্ঞান পরিপক্ব হইয়াছে, যিনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনি আত্মাতেই পরিতৃপ্ত। তাঁহার কর্মানুষ্ঠানে বা কর্মত্যাগে কোন স্বার্থই নাই। কারণ জগতে তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই নাই, কোন কামনার বস্তু নাই—যাহার উদ্দেশ্যে তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন।[৭৭]

কর্মযোগে উপনীত হইতে হইলে সাধককে ক্রমায়য়ে তিনটি স্তর অতিক্রম করিতে হয়—প্রথম ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জন, দ্বিতীয় কর্তৃত্বাভিমানত্যাগ, তৃতীয় ঈশ্বরার্পণ।

ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জন বিষয়ে গীতা বলেন, জীবের কর্মেই অধিকার।[৭৮] ফলবাসনা পরিত্যাগ করিয়া কর্তব্যবুদ্ধিতে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মসমূহের অনুষ্ঠান বিধেয়। নিষ্কাম

৭৩। আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥—গীতা ৬।৩।

অত্র রামানুজঃ—যোগনাত্মাবলোকনং প্রাপ্তুমিচ্ছোর্মুমুক্ষোঃ কর্মযোগ এব কারণমুচ্যতে। তস্যৈব যোগারূঢ়স্য প্রতিষ্ঠিতযোগস্য শমঃ কর্মনিবৃত্তিঃ কারণমুচ্যতে; যাবদাত্মাবলোকনরূপমোক্ষপ্রাপ্তিস্তাবৎ কর্ম কার্যমিত্যর্থঃ। অত্র শ্রীধরঃ—জ্ঞানযোগমারূঢ়স্য তু তস্যৈব জ্ঞাননিষ্ঠস্য শমো বিক্ষেপককর্মোপরমো জ্ঞানপরিপাকে কারণমুচ্যতে।

৭৪। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।—গীতা ২।৪৮

৭৫। যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।—গীতা ২।৫০

৭৬। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥—গীতা ৪।২২

৭৭। যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥—গীতা ৩।১৭-১৮

৭৮। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।—গীতা ২।৪৭

চিত্তে কেবল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্মানুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি ঘটে। শুদ্ধ চিত্তে আত্মজ্ঞানের উদয় হয় এবং তাহার ফলে পুরুষের মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।[৭৯]

কর্মযোগের দ্বিতীয় সোপান—কর্তৃত্বাভিমান-বর্জন। জীব অবিদ্যা-বশে মনে করে 'আমিই কর্তা'। এই অহঙ্কারের ফলে কর্ম আত্মার বন্ধনরূপে পরিণত হয় এবং তাহার ফল জীবকে ভোগ করিতে হয়। বাস্তবিকপক্ষে জীব অকর্তা। প্রকৃতির গুণত্রয়ের প্রেরণায় কায়িক বা মানসিক—সকল কর্ম সিদ্ধ হয়। সুতরাং বিবেকবুদ্ধিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, আত্মা কর্তা নহেন; তিনি স্বতন্ত্র, নির্বিকার। নিষ্কাম কর্মী তাহা বুঝিতে পারেন। সেইজন্য তিনি নিজেকে কর্তৃপদে অধিরূঢ় করেন না।[৮০] যখন জীব বুঝিতে পারেন যে, গুণ ভিন্ন অন্য কর্তা নাই, আত্মা দ্রষ্টা মাত্র এবং গুণ হইতে স্বতন্ত্র, তখন তিনি ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হন।[৮১] যিনি অহঙ্কারভাবশূন্য, যাঁহার বুদ্ধি নির্লিপ্ত, তিনি কর্ম করিয়াও বদ্ধ হন না।[৮২]

কর্মযোগের তৃতীয় সোপান—ঈশ্বরে সমস্ত কর্মের ফল-সমর্পণ। মানুষ সাধারণতঃ স্বার্থপ্রেরণায় কর্মানুষ্ঠান করে। সেইজন্য তাহার কর্ম সকাম হইয়া পড়ে। কিন্তু গীতার উপদেশ হইল—সমস্ত কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হইবে। তাঁহাতে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তাঁহারই কার্য সম্পাদন করিতেছি—এইভাবে বিশ্বের মঙ্গলের জন্য কর্মের অনুষ্ঠান বাঞ্ছনীয়। এইজন্য অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ—'আমাতে সমস্ত কার্য সমর্পণ করিয়া কামনা ও মমতা শূন্য হইয়া শোকপরিত্যাগ-পূর্বক ঈশ্বরাধীনরূপে সমস্ত কর্ম কর'।[৮৩] যিনি এইরূপভাবে কর্ম করেন, তাঁহার উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি বা আত্মপ্রীতি নহে। তাঁহার লক্ষ্য ঈশ্বরের কর্মসম্পাদন। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের করণরূপে মনে করেন। ঈশ্বরে তাঁহার ক্ষুদ্র সত্তা বিলীন হয়। সেই ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিয়াও ভগবদনুগ্রহে সনাতন নিত্যপদ লাভ করেন।[৮৪]

৭৯। তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥—গীতা ৩।১৯

৮০। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥—গীতা ৩।২৭

৮১। নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥—গীতা ১৪।১৯

৮২। যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥—গীতা ১৮।১৭

৮৩। ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।—গীতা ৩।৩০

৮৪। সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥—গীতা ১৮।৫৬

এইভাবে কর্ম করিলে কর্ম বন্ধনের হেতু হয় না। কারণ অনুষ্ঠাতার সহিত কর্মের কোন সংযোগ স্থাপিত হয় না। এইভাবে অনুষ্ঠিত কর্মের যোগ ঈশ্বরের সহিত।[৮৫] যজ্ঞ ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। এখানে 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ ঈশ্বর।[৮৬] এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন যে, মানুষ যখন যাহা করিবে তাহা যেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করে। তাহা হইলে তাহাকে কর্মবন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে না।[৮৭] ঈশ্বরে সর্বকর্মসমর্পণরূপ ভক্তিদ্বারা যাঁহারা ঈশ্বরের সেবা করেন, একান্ত ভক্তি হেতু অনুগ্রাহক রূপে ঈশ্বর তাঁহাদের অন্তরে সতত বিরাজ করেন এবং তাঁহারাও ঈশ্বরে অবস্থান করেন।[৮৮] এইরূপ ভক্তগণের বিনাশ নাই; পক্ষান্তরে তাঁহারা কৃতার্থতা লাভ করেন।[৮৯]

এইরূপ নিরভিমান নির্লিপ্ত ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী। এতাদৃশ ব্যক্তিকে কর্ম স্পর্শ করিতে পারে না। জ্ঞানীকে কেবল যে অনুষ্ঠিত কর্ম বদ্ধ করিতে পারে না, তাহা নহে; তত্ত্বজ্ঞান উদয়ের ফলে তাঁহার সঞ্চিত কর্মও ভস্মীভূত হইয়া যায়।[৯০] সেই জীবন্মুক্ত পুরুষের অপকদশায় অবস্থিত কর্মসমূহ দগ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। নূতনভাবে পাপপুণ্য উৎপন্ন হয় না। দেহপাতের পূর্ব পর্যন্ত জীবনযাত্রা-নির্বাহার্থে তিনি প্রয়োজনীয় কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন বটে; কিন্তু আত্মজ্ঞানীর অনুষ্ঠিত কর্মসমূহ অকর্মত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই কর্মসমূহের দ্বারা তাঁহার বন্ধন হয় না।[৯১]

৮৫। ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥—গীতা ৫।১০

৮৬। যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।—গীতা ৩।৯। 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' ইতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বর ইতি শঙ্করঃ।

৮৭। যৎ করোষি যদ্ অশ্নাসি যজ্ জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥—গীতা ৯।২৭-২৮

৮৮। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।—গীতা ৯।২৯

৮৯। ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।—গীতা ৯।৩১

৯০। যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥—গীতা ৪।৩৭

৯১। যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥
ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥—গীতা ৪।১৯-২০।

অত্র মধুসূদনঃ—এবম্ভূতো জীবন্মুক্তো ব্যুত্থানদশায়াং কর্মণি বৈদিকে লৌকিকে বা অভিপ্রবৃত্তোঽপি প্রারব্ধকর্মবশাৎ লোকদৃষ্ট্যাভিতঃ সাঙ্গোপাঙ্গানুষ্ঠানায় প্রবৃত্তোঽপি স্বদৃষ্ট্যা নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ, নিষ্ক্রিয়াত্মদর্শনেন বাধিতত্বাদিত্যর্থঃ।

এইভাবে দেখা যায় যে, নিষ্কাম কর্মযোগ জ্ঞানপদবীতে আরোহণের দ্বারস্বরূপ। নিষ্কামকর্মের সহিত ভক্তিরস মিশ্রিত হইলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। পাপপুণ্যশূন্য বিশুদ্ধ চিত্ত সহজেই ভগবচ্চিন্তায় নিরত হয়। প্রারব্ধকর্মের ভোগকাল পর্যন্ত তাঁহার জীবন্মুক্তি অবস্থা; অনন্তর তাঁহার বিদেহ-মুক্তি। সুতরাং কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়ের উদ্দেশ্য একই। জ্ঞানযোগের দ্বারা যেরূপ মুক্তিলাভ করা যায়, কর্মযোগের দ্বারাও জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করিয়া সেইরূপ মুক্তিপ্রাপ্তি হয়। যিনি জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগকে সমফলদায়ক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন, তিনি যথার্থ সম্যগ্দর্শী।[৯২]

উপরের আলোচনা হইতে মুক্তি বিষয়ে গীতা ও সাংখ্যদর্শনের মতৈক্য দেখা যায়। আত্মস্বরূপবিজ্ঞান-রূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ের ফলে জীবের মুক্তিলাভ হয়—একথা গীতা ও সাংখ্যদর্শন উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন। গীতার মতে কর্মযোগ জ্ঞানমার্গে গমনের প্রবেশদ্বারস্বরূপ। মোক্ষবিষয়ে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় গীতা স্বীকার করেন না।[৯৩] সাংখ্যদর্শনেরও তাহাই অভিমত।[৯৪]

সাংখ্যদর্শন ও শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবতের মতে জীব পরমপুরুষের প্রতিবিম্ব। অবিদ্যার প্রভাবে জীব স্বস্বরূপ বিস্মৃত হন এবং তাঁহার ভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। জীব স্বভাবতঃ শুদ্ধ, নির্গুণ, নির্বিকার হইলেও দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া তাহাতে আসক্ত হন এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক নানাবিধ কর্মের অনুষ্ঠান করেন। কর্মফল ভোগ করিবার জন্য তাঁহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। দেহাদির সহিত সম্বদ্ধ জীবের সুখ-দুঃখ-ধারা অবিরাম চলিতে থাকে। অজ্ঞানই জীবগণের দুঃখভোগের কারণ। আত্মস্বরূপের জ্ঞানোদয় না হওয়া পর্যন্ত জীবগণের সংসারবন্ধন ছিন্ন হয় না।

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই দুঃখত্রয়ের দ্বারা জীবগণের জীবন অনুক্ষণ জর্জরিত হয়। এই দুঃখসমূহের নিবৃত্তি দুঃসাধ্য। একপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তি

৯২। যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।—গীতা ৫।৫।

অত্র শ্রীধরঃ—সাংখ্যৈঃ জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ যৎস্থানং মোক্ষাখ্যং প্রকর্ষেণ সাক্ষাদবাপ্যতে, * * কর্মযোগিভিরপি তদেব জ্ঞানদ্বারেণ গম্যতেঽবাপ্যতে ইত্যর্থঃ। অতঃ সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চৈকফলত্বেনৈকং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি।

৯৩। (ক) জ্ঞানকর্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ; তস্মাৎ কেবলাদেব জ্ঞানান্ মোক্ষঃ ইত্যেবোঽর্থো নিশ্চিতো গীতাসু সর্বোপনিষৎসু চ।—শঙ্করঃ (গীতা ৩।১)।

(খ) তস্মাৎ কয়াপি যুক্ত্যা ন সমুচ্চয়ো জ্ঞানকর্মণোঃ।—শঙ্করঃ (গীতা ৩।৩)।

৯৪। তস্মান্ নাস্তি সমুচ্চয়ো জ্ঞানকর্মণোঃ।—যুক্তি পৃঃ ২৭

হইলেও অন্যপ্রকার দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়।[৯৫] দুঃখের প্রতীকারের জন্য যে কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাও দুঃখপূর্ণ। জ্ঞানহীন কর্ম কখনও দুঃখমূল কর্মসমূহের নিবর্তক হইতে পারে না; কারণ উভয় কর্মই অজ্ঞানমূলক।[৯৬] যে দ্রব্যের দ্বারা যে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দ্রব্যের সেবনে সে রোগ প্রশমিত হয় না। তবে যদি সেই দ্রব্যকে চিকিৎসাবিজ্ঞান-মতে দ্রব্যান্তরের দ্বারা ভাবিত করিয়া লওয়া হয়, তখন তাহার দ্বারা রোগের শান্তি হইতে পারে। সেইরূপ তাপত্রয়যুক্ত ভবরোগের উৎপত্তি কর্ম হইতে। কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয় না। তবে সেই কর্ম যদি ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরার্পিত সেই নিষ্কাম কর্ম জীবগণের ত্রিতাপ-জ্বালা নাশ করিতে পারে। ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে যখন নিষ্কামভাবে কর্মসমূহ অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাহা জীবগণের চিত্তে ভগবদ্ভক্তি উৎপন্ন করিয়া থাকে। তাহা হইতে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়।[৯৭]

স্বপ্নকালীন দুঃখ জাগরণে নিবৃত্ত হইলেও যতক্ষণ স্বপ্ন থাকে, ততক্ষণ ঐ দুঃখের অস্তিত্ব থাকে; সেইরূপ আত্মজ্ঞানের দ্বারা দেহাত্মাভিমান নিবৃত্ত হইলেও মনের নাশ না হওয়া পর্যন্ত জীবের সংসারবন্ধন ছিন্ন হয় না। কারণ মন নানাবিধ বাসনার মূল এবং জীবের সংসারের কারণ। একমাত্র ভগবদ্বিষয়ক ভক্তি দ্বারা মনের উচ্ছেদ হইয়া থাকে। তাদৃশ ভক্তি হইতে জীবগণের বিষয়বৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নাশ হয়।[৯৮]

শ্রদ্ধা, ভগবদ্ধর্মের অনুষ্ঠান, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগবিষয়ে নিষ্ঠা, যোগাচার্যগণের পরিচর্যা, ভগবদ্বিষয়ক পবিত্র কথা শ্রবণ প্রভৃতি দ্বারা জীবের সংসার-

---

৯৫। দুঃখেষ্বেকতরেণাপি দৈবভূতাত্মহেতুষু।
জীবস্য ন ব্যবচ্ছেদঃ স্যাচ্চেৎ তৎ-তৎ-প্রতিক্রিয়া॥—ভাগ ৪।২৯।৩২

৯৬। নৈকান্ততঃ প্রতীকারঃ কর্মণাং কর্ম কেবলম্।
দ্বয়ং হ্যবিদ্যোপসৃতং স্বপ্নে স্বপ্ন ইবানঘ। ॥—ভাগ ৪।২৯।৩৪

৯৭। এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥—ভাগ ১।৫।৩৪।

অত্র শুকদেবঃ—পরে পরমাত্মনি কল্পিতাঃ সমর্পিতাঃ আত্মবিনাশায় "অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে" ইত্যেবম্ভূতস্য আত্মনঃ কর্মপ্রবাহস্যাবিদ্যারূপস্য নাশায় হানায় কল্পন্তে সমর্থা ভবন্তি।

৯৮। অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে।
মনসা লিঙ্গরূপেণ স্বপ্নে বিচরতো যথা॥
(অর্থে দেহাত্মাভিমানরূপে অবিদ্যমানেঽপি উক্তাত্মজ্ঞানেন বাধিতেঽপি ইতি শুকদেবঃ।)
অথাত্মনোঽর্থভূতস্য যতোঽনর্থপরম্পরা।
সংসৃতিস্তদ্ব্যবচ্ছেদো ভক্ত্যা পরময়া গুরৌ॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ।
সধ্রীচীনেন বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ জনয়িষ্যতি॥—ভাগ ৪।২৯।৩৫-৩৭

বৈরাগ্য ও ভগবদাসক্তি জন্মিয়া থাকে। বিষয়াসক্তি-বর্জন, ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গপরিহার, অহিংসা, শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, লব্ধবস্তুর পরিরক্ষণে চেষ্টাত্যাগ প্রভৃতি ভগবদ্‌ভক্তি উদয়ের পথে সহায়ক।[৯৯] প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ স্বীয় উৎপত্তিস্থান কাষ্ঠকে বিনাশ করে, সেইরূপ ভগবদ্‌ভক্তি, বৈরাগ্য ও জ্ঞান জীবের মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার-বিশিষ্ট অন্তঃকরণকে দগ্ধীভূত করে।[১০০] যতক্ষণ জল বা দর্পণ প্রভৃতি ভেদের কারণ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ভেদ লক্ষিত হয়। জলাদি না থাকিলে ভেদদর্শন হয় না। সেইভাবে যতদিন পর্যন্ত অন্তঃকরণ বর্তমান, ততদিন জীব ও ব্রহ্মের ভেদদর্শন। বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রভাবে অন্তঃকরণের নাশ হইলে জীব সমস্তই ব্রহ্মাত্মক দেখেন।[১০১]

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রকৃতিকে মায়া, জীবকে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব এবং জ্ঞানের পদার্থ জগৎকে অবাস্তব বলিলেও জীবের দুঃখযন্ত্রণাকে অস্বীকার করেন নাই এবং তাপজ্বালা হইতে জীবের মুক্তিমার্গের নির্দেশ দিয়াছেন। ভগবদ্‌বিষয়ে অচলা ভক্তি মুক্তিপথের প্রধান অবলম্বন। তাহার ফলে জীবের তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়। সাংখ্যদর্শনে মুক্তিবিষয়ে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই; তবে আত্মা ও অনাত্মার ভেদদর্শনের ফলে জীবের মুক্তিলাভ হয়—এবিষয়ে সাংখ্যদর্শন ও শ্রীমদ্‌ভাগবত তুল্য অভিমত পোষণ করেন।

সাংখ্যদর্শন ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের মতে পরমাত্মা অবিদ্যারূপ উপাধিযুক্ত হইয়া জীবাত্মরূপে অবস্থান করেন। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্যন্ত জীবাত্মার জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ নিবৃত্ত হয় না। আত্মা শুদ্ধ হইলেও অবিদ্যাপ্রভাবে তাঁহার সুখদুঃখাদিভোগ ঘটিয়া থাকে।

আচার্যগণের সেবা, শাস্ত্রজ্ঞান, শাস্ত্রোক্তকর্মানুষ্ঠান, সৎসঙ্গ ও সদুক্তিতে আসক্তি, সর্বভূতে সমত্বজ্ঞান, সংসারবৈরাগ্য, দেহের অস্থিরত্ব অশুচিত্ব প্রভৃতি দোষজ্ঞান, বাহ্যান্তঃ-করণ-সংযম এবং রজঃ ও তমোগুণ পরিবর্জন—এই সকল উপায়ের দ্বারা সম্যক্‌শুদ্ধ সত্ত্বগুণসম্পন্ন জীব পরমাত্মার উপাসনার দ্বারা মুক্তিলাভ করেন। তখন আত্মতত্ত্বজ্ঞান

৯৯। সা শ্রদ্ধয়া ভগবদ্ধর্মচর্যয়া জিজ্ঞাসয়াধ্যাত্মিকযোগনিষ্ঠয়া।
যোগেশ্বরোপাসনয়া চ নিত্যং পুণ্যশ্রবঃকথয়া পুণ্যয়া চ ॥
অর্থেন্দ্রিয়ারামসগোষ্ঠ্যতৃষ্ণয়া তৎসম্মতানামপরিগ্রহেণ চ।
বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মনি বিনা হরের্গুণপীযূষপানাৎ ॥—ভাগ ৪।২২।২২-২৩

১০০। ভাগ. ৪।২২।২৬

১০১। ভাগ ৪।২২।২৯

সমুৎপন্ন হয়, পরমাত্মাতে মন নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, এবং কর্মবীজসমূহ ক্ষয় পায়। তাহার ফলে জীবের মুক্তিপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।[১০২]

সুতরাং দেখা যায় যে, আত্মতত্ত্বজ্ঞানের ফলে মুক্তি—ইহা সাংখ্যদর্শন ও যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা উভয়েই স্বীকার করেন। তবে সাংখ্যমতে মুক্ত পুরুষ প্রকৃতির সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শুদ্ধরূপে অবস্থান করেন। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য জীবাত্মার পরমাত্মস্বরূপে অবস্থিতিকে মুক্তি বলিয়াছেন।

সাংখ্যদর্শন ও চরকসংহিতা

চরকসংহিতার মতে মোহ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও কর্ম হইতে জীবের প্রবৃত্তি ঘটে। মোহ, ইচ্ছা প্রভৃতি হইতে অহঙ্কার, সঙ্গ, সংশয়, অভিসংপ্লব, অভ্যবপাত, বিপ্রত্যয়, অবিশেষ ও অনুপায়—এই আটটি কারণের উৎপত্তি হয়। ইহাদের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া জীবের জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ নিরন্তর চলিতে থাকে। ইহাদের মধ্যে অহঙ্কার হইল—আমি এইরূপ জাতি-বর্ণ-বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ইত্যাদি জ্ঞান। যখন মন, বাক্য, দেহ ও কর্ম মোক্ষোৎপাদনে সমর্থ হয় না, জীবের সেই অবস্থাকে সঙ্গ বলা হয়। কর্মফল, মুক্তি, আত্মা, পরলোকগতি ইত্যাদি বিষয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের নাম সংশয়। সর্বাবস্থায় আমি অপরিবর্তিত, আমি স্রষ্টা, আমি শরীর-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়-স্মৃতি প্রভৃতির সমবায়—ইত্যাদি-রূপ ধারণা অভিসংপ্লব। আমার মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র রহিয়াছে এবং আমি তাহাদের—এইরূপ ধারণা অভ্যবপাত। কার্যাকার্য, হিতাহিত, শুভাশুভ প্রভৃতি বিষয়ে বিপরীত অভিনিবেশ বিপ্রত্যয়। জ্ঞানী-অজ্ঞানী, প্রকৃতি-বিকৃতি, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ে পার্থক্যদর্শনে বিচারশক্তির অভাবের নাম অবিশেষ। প্রোক্ষণ,

---

১০২। আচার্যোপাসনং বেদশাস্ত্রার্থেষু বিবেকিতা।
তৎকর্মণামনুষ্ঠানং সঙ্গঃ সদ্ভির্গিরঃ শুভাঃ॥
স্ত্র্যালোকালম্ভবিগমঃ সর্বভূতাত্মদর্শনম্।
ত্যাগঃ পরিগ্রহাণাং চ জীর্ণকাষায়ধারণম্॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংরোধস্তন্দ্রালস্যবিবর্জনম্।
শরীরপরিসংখ্যানং প্রবৃত্তিষ্বঘদর্শনম্॥
নীরজস্তমসা সত্ত্বশুদ্ধির্নিঃস্পৃহতা শমঃ।
এতৈরুপায়ৈঃ সংশুদ্ধঃ সত্ত্বযোগ্যমৃতী ভবেৎ॥
তত্ত্বস্মৃতেরুপস্থানাৎ সত্ত্বযোগাৎ পরিক্ষয়াৎ।
কর্মণাং সংনিকর্ষাচ্চ সতাং যোগঃ প্রবর্ততে॥—যাজ্ঞ-প্রায়ঃ ৪।১৫৩-১৬০।
সম্যক্ শুদ্ধঃ কেবলসত্ত্বযুক্তো ব্রহ্মোপাসনেনামৃতী ভবেৎ মুক্তো ভবতীতি বিজ্ঞানেশ্বরঃ।

অনশন, অগ্নিহোত্র হোম, ত্রৈকালিক স্নান, আবাহন, যজন, যাজন, ভিক্ষা, যলপ্রবেশ প্রভৃতি কর্ম অনুপায় নামে অভিহিত হইয়াছে।[১০৩]

মহর্ষি চরক পুনরায় ধী-ধৃতি-স্মৃতি-ভ্রংশকে পুরুষের দুঃখের কারণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ধী-ভ্রংশ অর্থে বিষয়সমূহকে অযথার্থরূপে দর্শন; যেমন অনিত্য পদার্থে নিত্যজ্ঞান, নিত্যবস্তুতে অনিত্যজ্ঞান, হিতকরবস্তুতে অহিতজ্ঞান, অহিতবস্তুতে হিতজ্ঞান ইত্যাদি। পক্ষান্তরে বিশুদ্ধবুদ্ধি বস্তুসমূহকে যথার্থরূপে দর্শন করে। ধৃতি-নাশ অর্থে বিষয়প্রবণ চিত্তকে অহিতকর বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে অসামর্থ্য। ধৈর্যের বলে মানুষ কুক্রিয়াসক্ত মনকে সংযত করিতে পারে। তত্ত্বজ্ঞান শিষ্টব্যক্তিমাত্রেরই স্মরণীয়। রজঃ ও তমোগুণের প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান-স্মরণে অসামর্থ্য স্মৃতিভ্রংশ নামে কথিত হইয়াছে। মানুষ ধী-ধৃতি-স্মৃতি-বিভ্রষ্ট হইয়া যে অশুভ কর্ম করে, তাহা প্রজ্ঞাপরাধ নামে অভিহিত এবং তাহা সর্বদোষের আকর।[১০৪] যথাসময়ে কর্তব্যকর্মের অসম্পাদন, কর্মসমূহের অনারম্ভ বা মিথ্যারম্ভ, পূজ্যব্যক্তিগণের প্রতি অসম্মানপ্রদর্শন, অনুপযুক্ত স্থানে ও অনুপযুক্ত কালে ভ্রমণ, সদাচার-বর্জন, নিন্দিত ব্যক্তিগণের সহিত মিত্রতা প্রভৃতি প্রজ্ঞাপরাধ নামে চরকসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে। বিষয়সমূহের অযথাস্বরূপে গ্রহণ এবং অনুচিত কর্মে প্রবৃত্তিকে সংক্ষেপে প্রজ্ঞাপরাধ বলা হইয়াছে।[১০৫]

১০৩। মোহেচ্ছাদ্বেষকর্মমূলা প্রবৃত্তিঃ। তজ্জা হ্যহঙ্কারসঙ্গসংশয়াভিসংপ্লবাভ্যবপাতবিপ্রত্যয়াবিশেষানুপায়াস্তরুণমিব দ্রুমমতিবিপুলশাখাস্তরবোঽভিভূয় পুরুষমবতত্যৈবোত্তিষ্ঠন্তে, যৈরভিভূতো ন সত্তামতিবর্ততে। তত্রৈবংজাতিরূপবিত্তবৃত্তবুদ্ধিশীলবিদ্যাভিজনবয়োবীর্যপ্রভাবসম্পন্নোঽহমিত্যহঙ্কারঃ। যন্মনোবাক্কায়কর্ম নাপবর্গায়, স সঙ্গঃ। কর্মফলমোক্ষ-পুরুষপ্রেত্যভাবাদয়ঃ সন্তি বা নেতি সংশয়। সর্বাবস্থাস্বনন্যোঽহমহং স্রষ্টা স্বভাবসংসিদ্ধোঽহমহং শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধিস্মৃতিবিশেষরাশিরিতি গ্রহণমভিসংপ্লবঃ। মম মাতৃপিতৃভ্রাতৃদারাপত্যবন্ধুমিত্রভৃত্যগণো, গণস্য চাহমিত্যভ্যবপাতঃ। কার্যাকার্যহিতাহিতশুভাশুভেষু বিপরীতাভিনিবেশো বিপ্রত্যয়ঃ। জ্ঞাজ্ঞয়োঃ প্রকৃতিবিকারয়োঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোশ্চ সামান্যদর্শনমবিশেষঃ। প্রোক্ষণানশনাগ্নিহোত্রত্রিঃসবনাভ্যুক্ষণাবাহনযজনযাজনযাচনসলিলহুতাশন-প্রবেশাদয়ঃ সমারম্ভাঃ প্রোচ্যন্তে হ্যনুপায়াঃ।—চরক-শারীর ৫।১০

১০৪। ধীধৃতিস্মৃতিবিভ্রংশঃ……জ্ঞাতব্যা দুঃখহেতবঃ॥
বিষমাভিনিবেশো যো নিত্যানিত্যে হিতাহিতে।
জ্ঞেয়ঃ স বুদ্ধিবিভ্রংশঃ সমং বুদ্ধির্হি পশ্যতি॥
বিষয়প্রবণং সত্ত্বং ধৃতিভ্রংশান্ন শক্যতে।
নিয়ন্তুমহিতাদর্থাদ্ ধৃতির্হি নিয়মাত্মিকা॥
তত্ত্বজ্ঞানে স্মৃতির্যস্য রজোমোহাবৃতাত্মনঃ।
ভ্রশ্যতে স স্মৃতিভ্রংশঃ স্মর্তব্যং হি স্মৃতৌ স্থিতম্॥
ধীধৃতিস্মৃতিবিভ্রষ্টঃ কর্ম যৎ কুরুতেঽশুভম্।
প্রজ্ঞাপরাধং তং বিদ্যাৎ সর্বদোষপ্রকোপণম্॥—চরক-শারীর ১।৯৮—১০২

১০৫। বুদ্ধ্যা বিষমবিজ্ঞানং বিষমং চ প্রবর্তনম্।
প্রজ্ঞাপরাধং জানীয়ান্ মনসো গোচরং হি তৎ॥—চরক-শারীর ১।১০৯

চরকের মতে যোগ ও মোক্ষের দ্বারা পুরুষের সকল দুঃখের নিবৃত্তি হয়। মোক্ষে শরীরাদির আত্যন্তিক উচ্ছেদ ঘটে; সুতরাং বেদনার পুনরাবির্ভাব হয় না। পক্ষান্তরে যোগ মোক্ষোৎপত্তির প্রতি কারণ।[১০৬]

আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও বিষয়বস্তুর সান্নিধ্যবশে সুখদুঃখের উৎপত্তি হয়। মন যখন বিষয়বস্তু গ্রহণে বিরত থাকিয়া কেবলমাত্র আত্মতত্ত্বচিন্তায় স্থির থাকে, তখন সুখদুঃখের নিবৃত্তি হয়। চিত্তের এই অবস্থাকে যোগ বলা হয়।[১০৭]

চরকের মতে অজ্ঞান সংসারের হেতু এবং সম্যগ্‌জ্ঞান মোক্ষের কারণ। উৎপত্তিশীল শরীর, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি দুঃখের জনক। বুদ্ধিদেহাদি-পরমার্থতঃ আত্মব্যতিরিক্ত। ইহারা উৎপত্তিবিনাশশীল হওয়ায় অনিত্য। ভ্রান্তিবশে দেহাদিতে 'আমার বুদ্ধি, আমার শরীর' ইত্যাদিরূপ অভিমান উৎপন্ন হয়। তত্ত্বসাক্ষাৎকারের ফলে পুরুষ বুদ্ধি প্রভৃতির সংসর্গ পরিত্যাগ করেন।[১০৮] তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ পথ।[১০৯] প্রবৃত্তির ফল দুঃখ। জ্ঞানী ব্যক্তির কর্মে প্রবৃত্তির অভাবে দুঃখোৎপত্তি হয় না। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে রজঃ ও তমোগুণ ক্ষয় পাইয়া সত্ত্বগুণ প্রবল হয়; সংসার হইতে নিষ্ক্রমণের ইচ্ছা জীবের চিত্তে জাগ্রত হয়; তাহার কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অভিমান বিদূরিত হয়। অনাগত ধর্মাধর্মসমূহের ফলোৎপাদনে অসামর্থ্য জন্মে। প্রারব্ধ ধর্মাধর্মসমূহ ভোগের দ্বারা ক্ষয় পায়। অনন্তর শরীরপাত হইলে দেহ, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতির সহিত জীবের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। ইহা জীবের মোক্ষাবস্থা।[১১০] চরকের মতে ব্রহ্ম শুদ্ধ, নির্গুণ, অক্ষর

১০৬। যোগে মোক্ষে চ সর্বাসাং বেদনানামবর্তনম্।
মোক্ষে নিবৃত্তির্নিঃশেষা যোগো মোক্ষপ্রবর্তকঃ॥—চরক-শারীর ১।১৩৭

১০৭। আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থানাং সন্নিকর্ষাৎ প্রবর্ততে।
সুখদুঃখমনারম্ভাদাত্মস্থে মনসি স্থিরে॥
নিবর্ততে তদুভয়ং বশিত্বং চোপজায়তে।
সশরীরস্য যোগজ্ঞাস্তং যোগমৃষয়ো বিদুঃ॥—চরক-শারীর ১।১৩৮-১৩৯

১০৮। সর্বং কারণবদ্ দুঃখমস্বং চানিত্যমেব চ।
ন চাত্মকৃতকং তদ্ধি তত্র চোৎপদ্যতে স্বতা॥
যাবন্ নোৎপদ্যতে সত্যা বুদ্ধির্নৈতদহং মম।
নৈতন্মমেতি বিজ্ঞায় জ্ঞঃ সর্বমতিবর্ততে॥—চরক-শারীর ১।১৫২-১৫৩

১০৯। এতৎ তদেকময়নং মুক্তৈর্মোক্ষস্য দর্শিতম্।
তত্ত্বস্মৃতিবলং যেন গতা ন পুনরাগতাঃ॥—চরক-শারীর ১।১৫০

১১০। কর্মণামসমারম্ভঃ কৃতানাং চ পরিক্ষয়ঃ।
নৈষ্কর্ম্যমনহঙ্কারঃ সংযোগে ভয়দর্শনম্॥
মনোবুদ্ধিসমাধানমর্থতত্ত্বপরীক্ষণম্।
তত্ত্বস্মৃতেরুপস্থানাৎ সর্বমেতৎ প্রবর্ততে॥—চরক শারীর ১।১৪৫-১৪৬

এবং ব্রহ্মবিদ্‌গণের পরম গতি।[১১১] মুক্তিলাভের পর জীবাত্মা সেই ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন এবং উপলব্ধির অতীত হন।[১১২]

সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের ফলে মুক্তি—ইহা সাংখ্যদর্শন ও চরকসংহিতা উভয়েই স্বীকার করেন। তবে সাংখ্যমতে মুক্তিলাভের পর জীবাত্মা শুদ্ধ নির্বিকাররূপে অবস্থান করেন। পক্ষান্তরে চরকের মতে মুক্ত জীবাত্মার ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে।

সাংখ্যদর্শন ও বুদ্ধচরিত

অশ্বঘোষের মতে জীবগণের সংসারচক্রে আবর্তনের মূলে অজ্ঞান, কর্ম ও বিষয়তৃষ্ণা বর্তমান। যতদিন জীব এই তিনটিকে পরিহার করিতে না পারেন, ততদিন তিনি জন্ম-মৃত্যুর স্রোতঃ রোধ করিতে পারেন না।[১১৩] জীবের বন্ধন-রজ্জুরূপে সাংখ্যদর্শনোক্ত গুণত্রয়ের উল্লেখ না করিয়া অশ্বঘোষ অজ্ঞান, কর্ম ও বিষয়তৃষ্ণার অবতারণা করিয়াছেন। মহাভারতেও জীবের সংসারে পুনঃ পুনঃ আগমনের কারণস্বরূপে কর্ম, তৃষ্ণা ও অজ্ঞান—এই তিনটি উল্লিখিত হইয়াছে।[১১৪]

বুদ্ধচরিতে পুনরায় জীবের দুঃখোৎপত্তির কারণরূপে বিপ্রত্যয়, অহঙ্কার, সন্দেহ, অভিসংপ্লব, অবিশেষ, অনুপায়, সঙ্গ এবং অভ্যবপাত—এই আটটি উল্লিখিত হইয়াছে। বিপ্রত্যয় অর্থে বিপরীত বুদ্ধি—একরূপ কার্যকে অন্যরূপে সম্পাদন, একবিষয়কে অন্যভাবে উপলব্ধি ইত্যাদি। আমি বক্তা, আমি জ্ঞাতা, আমি ভোক্তা ইত্যাদিরূপে সর্ববিষয়ে অহংভাবের আরোপের নাম অহঙ্কার। অসন্দিগ্ধবিষয়সমূহকে একই ভাবে দর্শন সন্দেহ নামে পরিচিত। বিচারণাশক্তির অভাবে মন, বুদ্ধি, কর্ম প্রভৃতির সহিত আত্মাকে

মোক্ষো রজস্তমোঽভাবাৎ বলবৎকর্মসংক্ষয়াৎ।
বিয়োগঃ সর্বসংযোগৈরপুনর্ভব উচ্যতে॥ চরক-শারীর ১।১৪২

১১১। বিপাপং বিরজঃ শান্তং পরমক্ষরব্যয়ম্।
অমৃতং ব্রহ্ম নির্বাণং পর্যায়ৈঃ শান্তিরুচ্যতে॥—চরক-শারীর ৫।২৩

১১২। অতঃ পরং ব্রহ্মভূতো ভূতাত্মা নোপলভ্যতে।
নিঃসৃতঃ সর্বভাবেভ্যশ্চিহ্নং যস্য ন বিদ্যতে॥
জ্ঞানং ব্রহ্মবিদাং চাত্র নাজ্ঞস্তজ্‌জ্ঞাতুমর্হতি॥—চরক-শারীর ১।১৫৫

১১৩। অজ্ঞানং কর্ম তৃষ্ণা চ জ্ঞেয়াঃ সংসারহেতবঃ।
স্থিতোঽস্মিংস্ত্রিতয়ে জন্তুস্তৎ সত্ত্বং নাতিবর্ততে॥—বুদ্ধচরিতম্ ১২।২৩

১১৪। এবং পততি সংসারে তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
অবিদ্যা-কর্ম-তৃষ্ণাভির্ভ্রাম্যমাণোঽথ চক্রবৎ॥—মহা ৩।২।৬৭

অভিন্নরূপে দর্শন অভিসংপ্লব নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রতিবুদ্ধ-অপ্রতিবুদ্ধ,[১১৫] প্রকৃতি-বিকৃতি প্রভৃতি বিরুদ্ধ-ধর্ম-বিশিষ্ট দ্বন্দ্বসমূহের অবিশেষ জ্ঞানকে অবিশেষ বলা হয়। প্রোক্ষণ, অভ্যুক্ষণ, নমস্কার, বষট্‌কার—এইগুলি অনুপায় নামে কথিত হইয়াছে। মন, বাক্য, বুদ্ধি ও কর্মের দ্বারা বিষয়সমূহের প্রতি আসক্তি সঙ্গরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, পরিজন রহিয়াছে; আমি ইহাদের সহিত সম্বদ্ধ—এইরূপ ধারণার নাম অভ্যবপাত।[১১৬] চরকও জীবগণের দুঃখোৎপত্তির হেতুরূপে এই আটটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। তবে বুদ্ধচরিতের সংজ্ঞাগুলির সহিত চরকের সংজ্ঞাগুলির সর্বত্র সামঞ্জস্য নাই।

১১৫। বুদ্ধচরিতে সশিষ্য কপিলকে 'প্রতিবুদ্ধ' এবং সপুত্র প্রজাপতিকে 'অপ্রতিবুদ্ধ' বলা হইয়াছে। (সশিষ্যঃ কপিলশ্চেহ প্রতিবুদ্ধিরিতি স্মৃতঃ। সপুত্রোঽপ্রতিবুদ্ধস্তু প্রজাপতিরিহোচ্যতে ॥—বুদ্ধচরিতম্ ১২।২১)। মনে হয়, যাঁহারা জ্ঞানবান্, তাঁহারা প্রতিবুদ্ধ এবং যাঁহারা অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন, তাঁহারা অপ্রতিবুদ্ধ—এই অর্থে অশ্বঘোষ প্রতিবুদ্ধ ও অপ্রতিবুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। যোগভাষ্যে পঞ্চশিখাচার্যের একটি উদ্ধৃতি রহিয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, যাঁহারা চেতন স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতিকে অথবা অচেতন শয্যা, আসন প্রভৃতিকে আত্মরূপে ধারণা করেন, তাঁহারা অপ্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ মূঢ়। (ব্যক্তমব্যক্তং বা সত্ত্বমাত্মত্বেনাভিপ্রতীত্য......স সর্বোঽপ্রতিবুদ্ধঃ।—যোগভাষ্যম্ ২।৫।. ব্যক্তম্ চেতনং পুত্রদারপশ্বাদি, অব্যক্তম্ অচেতনং শয্যাসনাশনাদি, স সর্বোঽপ্রতিবুদ্ধঃ মূঢ় ইতি বাচস্পতিঃ)। মহাভারত বলেন, পুরুষ অবিকারী হইলেও প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া যখন পাপপুণ্যসুখদুঃখাদিবিশিষ্ট হন, তখন তিনি অপ্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ মূঢ়। পক্ষান্তরে নিরুপাধি ব্রহ্ম হইলেন বুদ্ধ। (অনেনাপ্রতিবুদ্ধেতি বদন্ত্যব্যক্তমচ্যুতম্।......ষড়্‌বিংশং বিমলং বুদ্ধমপ্রমেয়ং সনাতনম্ ॥—মহা ১২।২৯৬।৬।৭ অনেন সঙ্গাত্মকত্বেন হেতুনাব্যক্তমস্ফুটমচ্যুতমবিকারিণমপি সন্তমেতং পুরুষমপ্রতিবুদ্ধঃ মূঢ় ইতি বদন্তি ইতি নীলকণ্ঠঃ।)

১১৬। তত্র বিপ্রত্যয়ো নাম বিপরীতং প্রবর্ততে।
অন্যথা কুরুতে কার্যং মন্তব্যং মন্যতেঽন্যথা ॥
ব্রবীম্যহমহং বেদ্মি গচ্ছাম্যহমহং স্থিতঃ।
ইতীহৈবমহঙ্কারস্ত্বনহঙ্কার বর্ততে ॥
যস্তু ভাবানসন্দিগ্ধানেকীভাবেন পশ্যতি।
মৃৎপিণ্ডবদসন্দেহ সন্দেহঃ স ইহোচ্যতে ॥
য এবাহং স এবেদং মনো বুদ্ধিশ্চ কর্ম চ।
যশ্চৈবৈষ গণঃ সোঽহমিতি যঃ সোঽভিসংপ্লবঃ ॥
অবিশেষং বিশেষজ্ঞ প্রতিবুদ্ধাপ্রবুদ্ধয়োঃ।
প্রকৃতীনাং চ যো বেদ সোঽবিশেষ ইতি স্মৃতঃ ॥
নমস্কারবষট্‌কারৌ প্রোক্ষণাভ্যুক্ষণাদয়ঃ।
অনুপায় ইতি প্রাজ্ঞৈরুপায়জ্ঞ প্রবেদিতঃ ॥
সজ্জতে যেন দুর্মেধা মনোবাগ্‌বুদ্ধিকর্মভিঃ।

বুদ্ধচরিতে পঞ্চপর্বা অবিদ্যা উল্লিখিত হইয়াছে। অবিদ্যার বশে জীবগণ দুঃখপূর্ণ সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন। অবিদ্যা-মোহিত জীব আমিই দ্রষ্টা, আমিই শ্রোতা, আমিই জ্ঞাতা—ইত্যাদিরূপে সর্ববিষয়ে অহংভাব আরোপ করেন। ফলে তাঁহার সংসারে জন্ম-মৃত্যুর চক্র অনবরত পরিবর্তিত হইতে থাকে। কারণের অভাবে কার্যের অভাব ঘটে। প্রতিবুদ্ধ, অপ্রতিবুদ্ধ, ব্যক্ত এবং অব্যক্তের সম্যগ্ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে জীবের অবিদ্যার নাশ হয়। ফলে জীব সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হন।[১১৭] এই অবিদ্যা পঞ্চ প্রকার—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধ-তামিস্র। আলস্য তমঃ নামে এবং জন্ম-মৃত্যু মোহ নামে পরিচিত। বিষয়বাসনাকে মহামোহ বলা হইয়াছে; কারণ ইহার দ্বারাই জীবগণ সংসারে বিশেষভাবে আসক্ত হয়। ক্রোধ তামিস্ররূপে এবং বিষাদ অন্ধতামিস্র রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।[১১৮] চরকসংহিতায় পঞ্চপর্বা অবিদ্যার সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। সাংখ্যকারিকার ব্যাখ্যাকালে বাচস্পতি মিশ্র পঞ্চপর্বা অবিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন।[১১৯] যোগভাষ্যেও পঞ্চপর্বা অবিদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১২০]

মোক্ষোপায় প্রসঙ্গে অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতে ধ্যানের চারিটি স্তর বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ববর্তী স্তর হইতে পরবর্তী স্তর উন্নততর। ধ্যানের চারিটি স্তরের মধ্য দিয়া যোগী

বিষয়েষনভিষঙ্গ সোঽভিষঙ্গ ইতি স্মৃতঃ ॥
মনেষমহমস্তেতি যদ্ দুঃখমভিমন্যতে।
বিজ্ঞেয়োঽভ্যবপাতঃ স সংসারে যেন পাত্যতে ॥—বুদ্ধচরিতম্ ১২।২৫-৩২

১১৭। তত্র সম্যগ্মতির্বিদ্যান্ মোক্ষকাম চতুষ্টয়ম্।
প্রতিবুদ্ধাপ্রবুদ্ধৌ চ ব্যক্তমব্যক্তমেব চ ॥
যথাবদেতদ্ বিজ্ঞায় ক্ষেত্রজ্ঞো হি চতুষ্টয়ম্।
আজবংজবতাং হিত্বা প্রাপ্নোতি পদমক্ষরম্।—বুদ্ধচরিতম্ ১২।৪০-৪১

১১৮। ইত্যবিদ্যাং হি বিদ্বান্ স পঞ্চপর্বাং সমীহতে।
তমো মোহং মহামোহং তামিস্রদ্বয়মেব চ ॥
তত্রালস্যং তমো বিদ্ধি মোহং মৃত্যুং চ জন্ম চ।
মহামোহস্ত্বসংমোহ কাম ইত্যেব গম্যতাম্ ॥
যস্মাদত্র চ ভূতানি প্রমুহ্যন্তি মহান্ত্যপি।
তস্মাদেষ মহাবাহো মহামোহ ইতি স্মৃতঃ ॥
তামিস্রমিতি চাক্রোধ ক্রোধমেবাধিকুর্বতে।
বিষাদং চান্ধতামিস্রমবিষাদ প্রচক্ষতে ॥—বুদ্ধচরিতম্ ১২।৩৩-৩৬

১১৯। সাংখ্যকারিকা ৪৭

১২০। যোগভাষ্যম্ ১।৮

ক্রমশঃ মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে থাকেন। চরমস্তরে উপনীত হইয়া তিনি শরীরিগণের দোষরাশি নিরীক্ষণ করতঃ দেহসম্পর্ক-বর্জনে কৃতপ্রযত্ন হন। অনন্তর শরীরপাত হইলে পিঞ্জরমুক্ত পক্ষীর ন্যায় দেহকোষ হইতে নির্গত জীবাত্মা ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন। ব্রহ্ম শাশ্বত, অব্যয় ও নিরুপাধি। ইহা জীবের মুক্তাবস্থা। ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়া জীব সকল সুখদুঃখাদির অতীত হন।[১২১]

এই আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, অশ্বঘোষের মতে অবিদ্যা হইতে জীবের বন্ধন এবং সম্যগ্‌জ্ঞান হইতে তাঁহার মুক্তি। এই বিষয়ে সাংখ্যদর্শনের সহিত অশ্বঘোষ একমত। তবে মুক্তিলাভের জন্য অশ্বঘোষ ধ্যানযোগ অবলম্বনের কথা বলিয়াছেন। এবিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র। চরকসংহিতা ও মহাভারতে বর্ণিত সাংখ্যমতের সহিত বুদ্ধচরিতে বর্ণিত সাংখ্যমতের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও চরকসংহিতা বা মহাভারতে মুক্তিপ্রাপ্তির জন্য ধ্যানযোগ-গ্রহণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই। মুক্তিপ্রার্থীর ধ্যানযোগ অবলম্বনের কথা সাংখ্যদর্শনেও পাওয়া যায় নাই। দ্বিতীয়ত; মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মস্বরূপ-প্রাপ্তি ঘটে—এবিষয়েও সাংখ্যদর্শন হইতে অশ্বঘোষ ভিন্নমত পোষণ করেন।

সাংখ্যদর্শন ও মনুসংহিতা

মনুসংহিতার মতে বেদাভ্যাস, তপশ্চরণ, অহিংসা, পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান, ইন্দ্রিয়-সংযম ও গুরুশুশ্রূষা—এই ছয়টি মোক্ষলাভের উপায়।[১২২] ইহাদের মধ্যে পরমাত্ম-বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ; কারণ ইহা হইতে সাক্ষাৎভাবে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে।[১২৩] বেদাভ্যাস প্রভৃতি কর্ম পরমাত্মোপাসনার অঙ্গীভূত।[১২৪] মনুর মতে পরমাত্মা জীবাত্মরূপে অবস্থান করেন। নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মের পরিণাম। পরমাত্মা সকল ভূতের মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং যে জ্ঞানী পুরুষ নিজের মধ্যে সমস্ত জগৎকে এবং সমস্ত জগতের মধ্যে নিজেকে অবস্থিত

১২১। এতৎ তৎ পরমং ব্রহ্ম নির্লিঙ্গং ধ্রুবমক্ষরম্।
যন্মোক্ষ ইতি তত্ত্বজ্ঞাঃ কথয়ন্তি মনীষিণঃ ॥—বুদ্ধচরিতম্ ১২।৬৫

১২২। বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ।
অহিংসা গুরুসেবা চ নিঃশ্রেয়সকরং পরম্ ॥—মনু ১২।৮৩।
জ্ঞানং ব্রহ্মবিষয়ম্ ইতি কুল্লূকঃ।

১২৩। সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ ॥—মনু ১২।৮৫

১২৪। বৈদিকে কর্মযোগে তু সর্বাণ্যেতান্যশেষতঃ।
অন্তর্ভবন্তি ক্রমশস্তস্মিংস্তস্মিন্ ক্রিয়াবিধৌ ॥—মনু ১২।৮৭।

সর্বাণ্যেতানীতি বেদাভ্যাসাদীন্যেব পরামৃশ্যন্তে। পরমাত্মজ্ঞানে বেদাভ্যাসাদীনি "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেনে"তি শ্রুতিবিহিতান্যন্তর্ভবন্তি ইতি কুল্লূকঃ।

দেখেন এবং সমস্ত কর্মের ফল ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া নিষ্কামভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। মনুর মতে ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিই মুক্তি।[১২৫]

সুতরাং সাংখ্যদর্শন ও মনুসংহিতা উভয়ের মতে আত্মজ্ঞান মোক্ষলাভের উপায়। তবে মনুর মতে ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি মুক্তি; পক্ষান্তরে সাংখ্যদর্শন পুরুষের শুদ্ধ নির্বিকার রূপে অবস্থিতিকে মুক্তি বলিয়াছেন।

মুক্তি বিষয়ে সমগ্র আলোচনা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অজ্ঞানের বশে পুরুষের বন্ধন এবং আত্মস্বরূপ-বিজ্ঞানের ফলে পুরুষের মুক্তি ঘটে—এই সাংখ্যসিদ্ধান্ত ন্যায়দর্শন, বৈশেষিকদর্শন বেদান্তদর্শন, মহাভারত, শ্রীমদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, চরকসংহিতা ও বুদ্ধচরিত সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে।

১২৫। সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥—মনু ১২।৯১।

অত্র কুল্লুকঃ—সর্বভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু অহমেবাত্মরূপেণাস্মি, ভূতানি পরমাত্মপরিণামসিদ্ধানি মধ্যেব পরমাত্মন্যাসত ইতি সাম্যজ্ঞেন জানন্নাত্মযাজী ব্রহ্মার্পণন্যায়েন জ্যোতিষ্টোমাদি কুর্বন্ যেন রাজতে প্রকাশত ইতি স্বরাট্ ব্রহ্ম তস্য ভাবং স্বারাজ্যং ব্রহ্মত্বং লভতে মোক্ষমাপ্নোতীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত'। তথাচ যজুর্বেদমন্ত্রঃ—"যস্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥"



শব্দসূচী

গ্রন্থপঞ্জী

অভিধর্মকোষ ... বসুবন্ধু ... কাশী বিদ্যাপীঠ
অমরার্থচন্দ্রিকা ... অমরসিংহ
উত্তররামচরিত ... ভবভূতি ... এম. আর. কালে কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯০১

ঋগ্‌বেদ
ঋগ্‌বেদ-ভাষ্য ... সায়নাচার্য
ঐতরেয়োপনিষদ্
কিরণাবলী ... উদয়নাচার্য ... এসিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা
কঠোপনিষদ্
কৈবল্যোপনিষদ্
গৌড়পাদভাষ্য ... গৌড়পাদ ... ছাত্র পুস্তকালয়, কলিকাতা, ১৯২৮
চরকসংহিতা ... মহর্ষি চরক ... নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯৪১
চরকসংহিতার টীকা ... চক্রপাণি দত্ত ... নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯৪১
চরকসংহিতার টীকা ... গঙ্গাধর
চিৎসুখী ... চিৎসুখাচার্য ... নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯১৫
ছান্দোগ্যোপনিষদ্
জয়মঙ্গলা ... শঙ্করার্য ... ওরিয়েন্টাল সিরীজ, কলিকাতা
তত্ত্বসমাস ... মহর্ষি কপিল ... বেদান্তবাগীশ নিকেতন, উত্তরপাড়া, হুগলী

তত্ত্বপ্রকাশ ... ভোজদেব ... ত্রিবান্দ্রাম্ সংস্কৃত সিরীজ, ১৯২০
তত্ত্বকৌমুদী ... বাচস্পতি মিশ্র ... কাত্যায়নী প্রেস, কলিকাতা
তত্ত্ববৈশারদী ... বাচস্পতি মিশ্র ... চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরীজ, ১৯৩৫
তত্ত্বসংগ্রহ ... শান্তদেব রক্ষিত ... সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, বরোদা
তন্ত্ররহস্য ... রামানুজাচার্য ... সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, বরোদা, ১৯২৩
তার্কিকরক্ষা ... আচার্য বরদরাজ ... মেডিক্যাল হল্ যন্ত্রালয়, বারাণসী
তৈত্তিরীয়োপনিষদ্
দেবীভাগবত পুরাণ
নিরুক্ত ... মহর্ষি যাস্ক ... নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯৩০
ন্যায়কন্দলী ... শ্রীধরাচার্য ... মেডিক্যাল হল্ যন্ত্রালয়, বারাণসী
ন্যায়কণিকা ... বাচস্পতি মিশ্র ... কাশী সংস্করণ

ন্যায়মঞ্জরী ...	জয়ন্ত ভট্ট ...	চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরীজ, বেনারস, ১৯৩৪
ন্যায়দর্শন ...	মহর্ষি গৌতম ...	এসিয়াটিক সোসাইটী, কলিকাতা
ন্যায়লীলাবতী ...	বল্লভাচার্য ...	চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরীজ, বেনারস, ১৯২৭
পরপক্ষগিরিবজ্র ...	মাধবমুকুন্দাচার্য ...	নিত্যানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মচারী কর্তৃক সম্পাদিত, শ্রীবৃন্দাবন
পঞ্জিকা (তত্ত্বসংগ্রহের টীকা) ...	কমলশীল ...	সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী, বরোদা,
পাণিনীয় ব্যাকরণ		
পূর্ণিমা (সাংখ্যকারিকার টীকা) ...	পঞ্চানন তর্করত্ন ...	বঙ্গবাসী ইলেকট্রিক মেসিন, কলিকাতা
প্রশ্নোপনিষদ্		
প্রশস্তপাদভাষ্য ...	প্রশস্তপাদাচার্য ...	চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরীজ, ১৯৩০
বাক্যপদীয় ...	ভর্তৃহরি ...	সংস্কৃত সিরীজ, বেনারস
বাক্যপদীয়-ব্যাখ্যাগ্রন্থ ...	পুণ্যরাজ ...	সংস্কৃত সিরীজ, বেনারস
বিষ্ণুপুরাণ		
বুদ্ধচরিত ...	অশ্বঘোষ ...	ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস, কলিকাতা, ১৯৩৫
বেদান্ত-পরিভাষা ...	ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র ...	আগমানুসন্ধান-সমিতি, কলিকাতা, ১৯৬১
বৃহদারণ্যকোপনিষদ্		
বৈশেষিকদর্শন ...	মহর্ষি কণাদ ...	এসিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা
ব্যোমবতী ...	ব্যোমশিবাচার্য ...	চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরীজ, ১৯৩০
ব্রহ্মসূত্র ...	মহর্ষি বাদরায়ণ ...	নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯৩৮
ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ...	শঙ্করাচার্য ...	নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯৩৮
ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ...	ভাস্কর ভট্ট ...	চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরীজ, বেনারস
ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ...	রামানুজাচার্য ...	বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্, কলিকাতা
ভাষাপরিচ্ছেদ ...	বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ...	সংস্কৃত বুক ডিপো, কলিকাতা
ভারত-ভাবদীপ ...	নীলকণ্ঠ ...	বঙ্গবাসী প্রেস, কলিকাতা

মহাভারত ...		... ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, পুনা

[আলোচ্য গ্রন্থে মহাভারতের এই সংস্করণের শ্লোকসংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে]

মহাভারত ...		... বঙ্গবাসী প্রেস, কলিকাতা
মহাভারত ...		... হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কর্তৃক সম্পাদিত
মনুসংহিতা ...	মহর্ষি মনু	
মনুসংহিতার ভাষ্য ...	মেধাতিথি	... এসিয়াটিক সোসাইটী, কলিকাতা, ১৯৩২
মনুসংহিতার ভাষ্য ...	কুল্লুকভট্ট	... ভোলানাথ ব্রাদার্স এণ্ড কোং, কলিকাতা
মাঠরবৃত্তি ...	মাঠরাচার্য	... চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরীজ, বেনারস, ১৯২২
মানমেয়োদয় ...	নারায়ণ ভট্ট ও ... নারায়ণ পণ্ডিত	.. থিয়োসোফিক্যাল্ পাবলিশিং হাউস, মাদ্রাজ, ১৯৩৩
মিতাক্ষরা ...	বিজ্ঞানেশ্বরাচার্য	... নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯২৬
মুণ্ডকোপনিষদ্		
মৎস্যপুরাণ		
যুক্তিদীপিকা ...		মেট্রোপলিটন প্রিণ্টিং পাবলিশিং হাউস্, কলিকাতা, ১৯৩৮
যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ...	মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য	... নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯২৬
যোগদর্শন ...	মহর্ষি পতঞ্জলি	... চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরীজ, বেনারস, ১৯৩৫
যোগভাষ্য ...	ব্যাসদেব	... চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরীজ, ১৯৩৫
যোগবার্ত্তিক ...	বিজ্ঞানভিক্ষু	... চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরীজ, ১৯৩৫
লঘুচন্দ্রিকা ...	ব্রহ্মানন্দভিক্ষু	... কুম্ভঘোণ প্রেস
শব্দকল্পদ্রুম		
শ্লোকবার্ত্তিক ...	কুমারিল ভট্ট	... চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরীজ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা		
শ্রীমদ্গীতার ভাষ্য ...	শ্রীধরস্বামী	... দামোদর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা
ঐ ...	মধুসূদন সরস্বতী	”
ঐ ...	শঙ্করাচার্য	”
ঐ ...	রামানুজাচার্য	”

শ্রীমদ্ভাগবত
শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ... শ্রীধরস্বামী ... বঙ্গবাসী ষ্টীম মেসিন প্রেস, কলিকাতা, ১৯২৫
শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ... শুকদেব ... চক্রবর্তী চাটার্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্
ষড়্দর্শনসমুচ্চয় ... হরিভদ্র সূরি } ... এসিয়াটিক সোসাইটী, কলিকাতা ১৯০৫
ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ের টীকা ... গুণরত্ন }
সর্বদর্শনসংগ্রহ ... মাধবাচার্য ... ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট্, পুণা, ১৯২৪
সিদ্ধান্তকৌমুদী ... ভট্টোজি দীক্ষিত
স্ফুটার্থা (অভিধর্মকোষের টীকা) ... যশোমিত্র ... কাশী বিদ্যাপীঠ
সাংখ্যকারিকা ... আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ ... কাত্যায়নী প্রেস, কলিকাতা
সাংখ্যসূত্র ... মহর্ষি কপিল } ... বেদান্তবাগীশ নিকেতন, উত্তরপাড়া, হুগলী
সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য ... বিজ্ঞানভিক্ষু }
সাংখ্যসংগ্রহ ... ... চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরীজ, বেনারস, ১৯১৮
সংক্ষেপশারীরকভাষ্য ... সর্বজ্ঞাত্মমুনি ... চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরীজ, বেনারস, ১৯২৪
History of Indian Philosophy ... S. N. Dasgupta ... Cambridge
History of Philosophy—Eastern and western ... Ministry of Education, Govt. of India, London Press, 1952
Indian Philosophy (Vol III) ... Max Müller ... Susil Gupta (India) Ltd, 1952
Indian Philosophy ... Radhakrishnan ... Macmillan Company, London, 1956

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১৪	সরোবয়ের	সরোবরের
১৫	২১	বালামূকাদি—	বালমূকাদি-
১৮	৭	বুত্তিবৃত্তিকে	বুদ্ধিবৃত্তিকে
২৫	১১	বাচষ্পতি	বাচস্পতি
২৫	২১	বাচষ্পতি	বাচস্পতি
২৬	৫	নিস্পন্ন	নিষ্পন্ন
২৬	২১	শব্দান্তদর্থবিয়া	শব্দান্তদর্থবিষয়া
২৯	১৬	সুপষ্ট	সুস্পষ্ট
৩০	২০	অন্তর্ভুক্ত	অন্তর্ভুক্ত
৩০	২২	স্মৃতি র্বৈরূপজায়তে	স্মৃতির্বৈরূপজায়তে
৩৭	২১	শক্তিমত্বাৎ	শক্তিমত্ত্বাৎ
৩৮	১১	হইয়াছে	হইয়াছে
৩৮	১৫	প্রতিষ্টিত	প্রতিষ্ঠিত
৫৭	২৩	—নিস্পন্ন	—নিষ্পন্ন
৬৩	৩০	মেঢ্ র্ং	মেঢ্রং
৬৫	২৩	পৌবাপর্য	পৌর্বাপর্য
৬৬	২	ষড়্ তত্ত্ববাদী	ষট্তত্ত্ববাদী
৭৪	১৬	প্রভৃতির	প্রভৃতি
৭৯	২৭	কেদারাদিষাপঃ	কেদারাদিষাপঃ
৮০	১৭	ইহাতে	হইতে
৯৭	১৯	কয়িয়াছেন	করিয়াছেন
১০৪	১৪	জম্মে	জন্মে
১২৩	২৪	দন্তার্থমপি	দত্তার্থমপি
১২৫	১৫	ফল	ফলে
১৩০	৩১	নিষ্পরিমাণমিদং	নিষ্পরিমাণমিদং
১৩৮	১৯	মাভিদধুরতো	নাভিদধুরতো
১৪৩	২৮	সুখদুঃখানং	সুখদুঃখানাম্
১৪৬	১২	অব্যশ্যই	অবশ্যই
১৪৬	১৬	হিলেন	ছিলেন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫০	১৬	শক্তিবিশষ	শক্তিবিশেষ
১৫৮	৮	ষষ্ঠিতন্ত্রে	ষষ্টিতন্ত্রে
১৫৮	২৭	ষষ্ঠিতন্ত্রে	ষষ্টিতন্ত্রে
১৭৫	১৮	পুরুযেয়	পুরুষের
২৩২	১২	ইহার	ইহাই
২৩২	২৬	বোদ্ধার	বোদ্ধরি
২৩২	২৬	নাত্মন্তেব	আত্মন্তেব
২৩৪	২৭	সত্বতমসোঃ	সত্ত্বতমসোঃ
২৩৯	১৯	—মবিশেষাণা	—মবিশেষাণাং
২৪০	৩৩	ক্ষান্তেরুম্পভোগ—	ক্ষান্তেরুপভোগ—
২৫২	২৩	অহঙ্কারিকাণাং	আহঙ্কারিকাণাং
২৫৬	১৬	তাহকেই	তাহাকেই
২৫৬	১৬	সুতরারাং	সুতরাং
২৬৬	১৩	হইল	হইলে
২৭০	১০	মাঠারাচার্য	মাঠরাচার্য
২৮৬	২২	যুক্তাঃ	যুক্তঃ
২৯৩	৪	বসিষ্ট	বসিষ্ঠ
২৯৩	৮	আর্বিভূত	আবির্ভূত
২৯৪	২৫	যাস্কং	যাস্কং
২৯৮	৯	বসিষ্ট	বসিষ্ঠ
২৯৯	২১	পরমেষ্টী	পরমেষ্ঠী
৩০৯	২১	পুরুষেরর	পুরুষের
৩১৬	৩০	অত্যন্তমচ্ছিন্নতে	অত্যন্তমুচ্ছিন্নতে
৩২১	২৬	তম্মলক	তন্মূলক
৩৩৫	১	জাজন	যাজন
৩৩৫	১	যলপ্রবেশ	জলপ্রবেশ
৩৩৫	৯	আসমর্থ্য	অসামর্থ্য
৩৩৭	২১	পরমক্ষরব্যয়ম্	পরমক্ষরমব্যয়ম্
৩৪০	৩১	বিদিযন্তি	বিবিদিষন্তি







OPINIONS

"I have now completed the reading of the works published in the Calcutta Sanskrit College Series of Texts and Studies. All the works break new ground, are models of industry and research and are creditable performances."

Mm Dr P. V. Kane,

Chandogya Brahmana

"A brilliant success worthy oi emulation."

Mm Dr Gopinath Kaviraj,

"We had to wait for an epoch to get a critical edition of this treatise. The edition is correct and well presenled."

Louis Renou.

Studies in the Upapuranas

"The work is a literature of painful research."

Louis Renou

"It is a scholarly work. The author has carefully brought out the important date. His discussion of thetr chronology is masterly in character."

Ramesh Chandra Majumdar.

Paippaladasambita

I consider the happy discovery of the Orissa manuscripts of this Samhita as *one of the greatest events in Indology*.

Prof. Dr. Ludwig Alsdorf.
Universitat Hamburg.

The discovery of the manuscript of the text is a major event in the history of Vedic Studies in recent years.

Dr. *Sukumar Sen.*

A distinct contribution to Vedic Literature.

V. S. Agrawala.

I want to revise my work on the AV after studying your scholarly edition.

N. F. Shende.

Our Heritage

"This journal has brouht out many valuable studies and articles."

Dr. V. Raghavan

"A high class journal."

Dr. Umesh Mishra.

"The articles are the best that I have seen in any journal of Indian Studies for a long time."

Prof. Daniel H. H. Ingalls,. U.S.A.

CALCUTTA

SANSKRIT COLLEGE RESEAR[CH SERIES]
TEXTS AND STUDI[ES]

ALREADY PUBLISHED

Texts :

1.	Chandogya Brahmana	15·00
2.	Ravanavaha	40·00
3.	Kavyaprakasa (Part I, Ullasa I-IV.)	12·00
4.	Jnanalaksanavicara-rahasya	9·00
5.	Muktivadavicara	10·00
6.	Savasutakasaucaprakarana	5·00
7.	Anumitermanasatva-vicara	8·00
8.	Sangita-Damodara	15·00
9.	Dhvamsa-janyabhavayoh karya-karanabhava-rahasyam	5·00
10	Kavyaprakasa (Part-II, Ullasas V—X.	20·00
11.	Atmabodhaprakarana	5·00
12.	Mahavastu Avadana (Vol. I.)	25·00
13.	Narada Smriti	3·00
14.	Udvahatattva	5·00
15.	Kundamala	22·50
16.	Baippalada Samhita (Book I)	10·00
17.	Mahavastu A[vada]na (Vol II)	40·00
18.	Pramanyavada	5·00

Studies :

1.	Studies in the Upapuranas (Vol. I.)	25·00
2.	Philosophy of Word and Meaning	20·00
3.	Studies in the Upanisads	15·00
4.	Studies in Nyaya-Vaisesika Theism	15·00
5.	Veda-Mimamsa (Vol. I)	10·00
6.	Harappa Culture and the West	7·00
7.	Sanskrita College[r] Itihas (Part II.)	2·00
8.	Vedartha-vicara	15·00
9.	Studies in the Upapuranas (Vol. II.)	30·00
10.	Descriptive Catalogue of Manuscripts of Sanskrit College Library (Vol. I&II.)	7·50 each
11.	Epic Sources of Sanskrit Literature	15·00
12.	Medhatithi Bhasya (in fo[ur] volumes)	21·75
13.	Sanskrita Colleger Itihas (Part I.)	2·00
14.	Tantra O Agamsastrer Digdarsan	5·00
15.	Sanskrita Sahitye Hasyarasa	15·00
16.	Jottings on Sanskrit Metrics	5·00
17.	Veda-Mimansa (Vol, II)	10·00
18.	Bhāratiya Sādhanār Dhārā	10·00
19.	The Guhilas of Kiṣkindhā	10·00
20.	The Audumbaras	4·00

SHORTLY TO BE PUBLISHED

1. Veda-Vijnāna (in Bengali) by *Swami Pratyagatmananda Saraswati.*
2. Veda-Mimamsa (Vol. III) (in Bengali) by *Shri Anirvan.*
3. Economics in Kautilya by *Dr. B. C. Sen,* M.A., LL.B., Ph.D. (London). P.R.S., F.A.S.
4. Magadhi and its Formation by *Dr. Munishwar Jha,* M.A. D.Litt. (Paris)
5. Kautilya Studies by *Dr. R. C. Hazra,* M.A., Ph.D., D.Litt.
6. Padacandrika (a commentary on the Amarakosa by Rāyamukuta) edited by *Dr. Kali Kumar Dutta Sastri.*
7. Pratyaksalokaranasya edited by *Dr. Gaurinath Sastri*, M.A., P.R.S., D.Litt.
8. Mahavastu Avadana (Vol. II') edited by *Dr. R. G. Basak*, M.A. Ph.D.
9. A Descriptive Catalogue of Manuscripts of the Sanskrit College Library, Vol. III by *Pandits Birajmohon Tarkatirtha and Jagadish Chandra Tarkatritha.*
10. Padma-Purana—A study by *Dr. Asoke Chatterjee,* M A., Panchatirtha
11. Studies in Kusana Genealogy and Chronologe by *Dr. Bratindranath Mukherjee,* M.A., Ph.D., F.S.A.
12. Paippalada Samhita (Book II-X) edited by *Professor Durga Mohan Bhattacharya,* M.A.
13. Nyāya Paribhāṣā by *Mahamahopādhyāya Kalipada Tarkacharya.*